তাহক্বীক্ব

মিশকা-তুল মাসা-বীহ

(প্রথম খণ্ড)

[আরবী ও বাংলা]

মূল :

‘আল্লামাহ্ ওলীউদ্দীন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল্ খাতীব আল্ ‘উমারী আত্ তিব্রীযী (রহঃ)

ব্যাখ্যা :

মির‘আ-তুল মাফা-তীহ শার্হু মিশকা-তিল মাসা-বীহ

আবুল হাসান ‘উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ‘আবদুস্ সালাম বিন খাঁন মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন আর্ রহমানী আল্ মুবারকপূরী (রহঃ) [মৃত ১৪১৪ হিঃ]

তাহক্বীক্ব :

‘আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব
মিশকা-তুল মাসা-বীহ (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশনায় : **হাদীস একাডেমী**
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৭১৬৫১৬৬
মোবাইল : ০১১৯১-৬৩৬১৪০, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

গ্রন্থস্বত্ব : 'হাদীস একাডেমী' কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪২৭ হিজরী (সেপ্টেম্বার ২০০৬ ঈসায়ী)

প্রথম সংস্করণ : রমাযান ১৪৩৪ হিজরী
জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী
শ্রাবণ ১৪২০ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
Email: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : এম. আর. প্রিন্টার্স
পাতলা খান লেন, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৭৭-৭৭৯৮০০

হাদিয়া : **৫৯৫/- (পাঁচশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র**

Mishkaatul Masaabeeh (Volume- 1)
Published by Hadith Academy, 214 No. Bangshal Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone: 02-7165166, Mobile: 01191-636140, 01915-604598, First Edition: July 2013, Price: 595.00 (Five Hundred Ninety Five) Taka Only. US$ 16.00.

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

- **শায়খুল হাদীস আবদুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ মুর্শিদাবাদী (রহঃ)**
  (বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও প্রবীণ মুহাক্কিক)
- **শায়খ শামসুদ্দীন সিলেটী**
  উপাধ্যক্ষ- রসূলপুর ওসমান মোল্লা সিনিয়র মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।
- **শায়খ মুস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী**
  ফাযেলে দেওবন্দ, ভারত ও অধ্যক্ষ- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান আল-মাদানী**
  মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম**
  প্রধান মুহাদ্দিস- শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।
- **শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**
  অধ্যক্ষ- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
  প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ মাসউদুল আলম আল-উমরী**
  ডি. এইচ. (ভারত)
  শাইখুল হাদীস ও অধ্যক্ষ- মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ্, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।
- **ড. শায়খ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম**
  মুদাররিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া 'আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  লিসান্স ইন কুরআন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
- **শায়খ মুফায্যল হুসাইন মাদানী**
  ভাইস প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **ডা. শায়খ আবূ আব্দিল্লাহ খুরশিদুল আলম মুরশিদ বগুড়াবী**
  মুদাররিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান**
  চেয়ারম্যান (অবসরপ্রাপ্ত)- বরিশাল শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল।

- **শায়খ মোশাররফ হুসাইন আকন্দ**
  সাবেক ভাষ্যকার- বাংলাদেশ বেতার
  বঙ্গানুবাদ সহীহুল বুখারীর অন্যতম সম্পাদক।
- **শাইখ মুহাম্মাদ 'আবদুল মালেক মাদানী**
  আরবী প্রভাষক-
  কাঞ্চনপুর এলাহিয়া বি. এ. ফাযিল মাদ্‌রাসা, টাঙ্গাইল।
- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালেক**
  মুদার্‌রিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ সাইফুল ইসলাম সালাফী**
  মুদার্‌রিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **শায়খ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী**
  আরবী প্রভাষক- হাজী মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা।
  চেয়ারম্যান- ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।
- **শায়খ আহসানুল্লাহ বিন মাজীদুল হক**
  মুদাররিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **শায়খ শাহাদাৎ হুসাইন খান**
  দাওরায়ে হাদীস (মুমতায)-
  মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
  অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড)-
  ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রায্‌যাক্ব বিন ইবরাহীম**
  দাওরায়ে হাদীস-
  মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  অনার্স (অধ্যয়নরত)-
  আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **শায়খ রবিউল ইসলাম বিন আবুল কালাম**
  মুদাররিস- মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের এবং লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন মাজীদ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ; হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ্ বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)। হাদীস শরীফে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক তাফসীর প্রকাশিত হলেও সে তুলনায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহক্বীক্ব করা বাংলা অনুবাদ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মানুষের কাছে হাদীসের মান যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের কাছে তাহক্বীক্ব করা কিতাবের আকর্ষণ ও চাহিদাও দীর্ঘদিনের। তাই হাদীস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস জানার ও মুসলিমদের সত্যিকার ইসলামের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এ অনুবাদ গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্ব বহু মাযহাবের ডামাডোলের মধ্যে বসবাস করে ফিরকাবন্দীর মহাজালে আবদ্ধ হয়ে সহীহ হাদীসের বাস্তব জ্ঞান না থাকার জন্য বর্তমান যুগের মুসলিমগণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং যে সকল মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ য'ঈফ হাদীস বাদ দিয়ে শুধু সহীহ হাদীসের উপর 'আমাল করতে চায় (আর এটাই সকলের জন্য অত্যাবশ্যক) তাহক্বীক্বকৃত মিশকা-তুল মাসা-বীহ অনুবাদ গ্রন্থখানি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে ইন্‌শা-আল্লা-হ। আমাদের জানা মতে প্রকাশিত 'মিশকা-তুল মাসা-বীহ'-এর (আলবানী'র) তাহক্বীক্ব এবং (মির'আ-তুল মাফা-তীহ'-এর) ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ এটাই প্রথম।

'হাদীস একাডেমী' তাহক্বীক্ব ও ব্যাখ্যাসহ "মিশকা-তুল মাসা-বীহ" গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থটি গুণী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত 'আলিমগণ প্রামাণ্য ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

পরিশেষে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল 'আলিম ও দীনী ভাই-বোন বিভিন্নভাবে মেধা, শ্রম, অর্থ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ দিয়ে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি দু'আ করছি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর। আমীন!

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

সংস্করণ বৈশিষ্ট্য

- গ্রন্থটিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) রচিত "মিশকা-তুল মাসা-বীহ"-এর যুগান্তকারী ভাষ্যগ্রন্থ "মির'আ-তুল মাফা-তীহ" হতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য প্রথম প্রচেষ্টা।
- বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর "তাহক্বীক্বে মিশকাত" গ্রন্থসহ অন্যান্য তাখরীজ গ্রন্থের সহায়তায় হাদীসের মান (সহীহ, য'ঈফ) নিরূপণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি দুর্বল হাদীসের কারণ বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।
- মিশকাত সংকলক প্রতিটি হাদীসের যে রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, হাদীসের নম্বরসহ তা' উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল ইবারত পাঠ সহজ করণের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ হরকত সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- আবূ হুরায়রাহ্, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আন্‌হুম।
- কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরার নম্বর, শেষে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৮৬)।
- বাংলায় ব্যবহৃত 'আরাবী শব্দগুলোর সঠিক 'আরাবী উচ্চারণের সাথে মিল রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- নামায স্থলে সলাত, একবচনে সহাবী, বহুবচনে সহাবা, সনদ এর পরিবর্তে সানাদ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, হুরাইরা এর পরিবর্তে হুরায়রাহ্, আবু সাঈদ খুদরী এর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী, মদীনা এর পরিবর্তে মাদীনাহ্, ফেরেশ্‌তা লিখতে একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ্, আমল থেকে 'আমাল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল হাদীস ও ব্যাখ্যা অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থখানায় বিশুদ্ধ অনুবাদ, তাহক্বীক্ব সন্নিবিষ্টকরণে দেশের প্রকৃত 'আলিমগণের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

মির'আ-তুল মাফা-তীহ্ গ্রন্থের লেখক পরিচিতি

আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ বিন 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সালাম বিন খান মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন।

১৩২৭ হিজরী সালের মুহাররম মাসে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে আযমগড় জেলার মুবারকপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযমগড় আলীয়া মাদরাসা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তার পিতার সাথে দিল্লীর দারুল হাদীস রহমানিয়্যাতে গমন করেন। সেখানে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন এবং ১৩৪৫ হিঃ সালে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। লেখা-পড়া শেষে তিনি উক্ত মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৩৬৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৪৭ খৃঃ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্র পদে নিয়োজিত থাকেন।

অতঃপর ১৩৬৭ হিজরী সালে হাফিয মুহাম্মাদ যাকারিয়া লায়ালপুরী (রহঃ)-এর নির্দেশক্রমে মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ মির'আতুল মাফা-তীহ সংকলনের কাজে ব্রতী হন। বিভিন্ন মাসআলাতে তিনি গবেষণালব্ধ পুস্তিকা সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে "জুমু'আর খুত্বায় আযানের স্থানের বর্ণনা" নামক পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তাঁকে চারবার হারামাইন যিয়ারাতের তাওফীক দান করেন। তিরমিযীর ভাষ্যকার 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) "তুহফাতুল আহওয়াযী" সম্পূর্ণ করার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গেলে তিনি এক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্যে 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (লেখক)-কে তার সহযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। ফলে 'আবদুর রহমান-এর নিকট তিনি দু' বৎসর অতিবাহিত করে "তুহফাতুল আহওয়াযী"র শেষ দুই খণ্ড সম্পূর্ণকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

১৩৬৬ হিজরীতে প্রথমবার শায়খ খলীল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হুসায়ন ইবনু মুহসিন আল আনসারী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সাথে বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে সৌদী আরব গমন করেন। সেখানে বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয এবং হিজাযে তাঁর নায়েব বাদশাহ ফায়সাল ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রমাযান মাসের শেষদিকে তিনি সর্বপ্রথম 'উমরাহ্ সম্পাদন করেন। অতঃপর মাদীনাহ্ থেকে ফেরার প্রাক্কালে শাওয়াল মাসে দ্বিতীয়বার 'উমরাহ্ সম্পাদন করেন। প্রতিনিধি দলটি তাদের কাজ শেষে উক্ত সালের যিলক্বদ মাসে স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৩৭৫ হিজরী সালে হাজ্জ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে ১৩৮২ ও ১৩৯১ হিজরী সালে বদলী হাজ্জ সম্পাদন করেন। আল্লাহ তাঁর হাজ্জকে কবূল করুন এবং তাঁর পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

মিশকাতুল মাসাবীহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

'মিশকা-তুল মাসা-বীহ' মূলত মুহাদ্দিস মুহ্যিয়ুস সুন্নাহ বাগাবীর 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থের উপর। মুহাদ্দিস ওয়ালিউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ওরফে খাত্বীব ত্বীবরীযীর একটি বর্ধিত সংস্করণ। মাসাবীহতে মোট ৪৪৩৪টি হাদীস

রয়েছে, আর মিশকাতে রয়েছে ৬২৯৪টি হাদীস। এতে কুতুবুস সিত্তাহ্‌র প্রায় সমস্ত হাদীস এবং অন্যান্য গ্রন্থেরও বহু হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায়, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম বিশ্বে এটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রায় সকল মাদ্‌রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পড়ানো হয়। মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা-সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শারাহ গ্রন্থ লিখেছেন। নীচে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ শরাহ গ্রন্থে নাম উল্লেখ করা হলো।

মিশকাতুল মাসাবীহ্‌র বিভিন্ন তরজমা ও শারাহ গ্রন্থ :

১। আল্ কাশিফ আল্ হাক্বায়িক্বিস সুনান : আল্লামা হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আত্ ত্বীবী (মৃত ৭৪৩ হিঃ)।

২। মিনহাজুল মিশকাত : 'আবদুল্লাহ্ 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয আবহারী (মৃত ৮৯৫ হিঃ)।

৩। আত্ তা'লীকুস সাবীহ 'আলা মিশকাতিল মাসাবীহ : ইদ্‌রীস কান্দালবী। এটা আরবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শারাহ। (আমরা ব্যাখ্যাতে এ কিতাবের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছি 'আত্ তা'লীকুস সাবীহ' অথবা 'আত্ তা'লীক্ব' শব্দ দ্বারা।)

৪। মিশকাতুল মাসাবীহ মা'আ শারহিহি মিরকাতুল মাফাতীহ : শায়খ আবুল হাসান 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আল্লামা মুহাম্মাদ 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী।

৫। তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীসিল মিশকাত : আল্লামা আহ্‌মাদ হাসান দেহলবীর আরবী ভাষায় লিখিত শরাহ গ্রন্থ।

৬। আল্ মুলতাক্বাতাত 'আলা তারজিমাতিল মিশকাত : শায়খ আহ্‌মাদ মহিউদ্দীন লাহুরী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৭। আর্ রহমাতুল মুহাদ্দাদ ইলা মান ইউরিদ তারজামাতাল মিশকাত : 'আবদুল আউয়াল আল-গাযনাভী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৮। ত্বারীকুন নাজাত তরজমাতাস্ সিহাহি মিনাল মিশকাত : শায়খ ইব্‌রাহীম রচিত উর্দূ ভাষায় লিখিত, যা বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।

৯। আনওয়ারুল মাসাবীহ ফী শারহি ওয়া তারজমাতি মিশকাতিল মাসাবীহ : শায়খু 'আবদুস সালাম আল্ বাসতাভী, উর্দূ ভাষায় রচিত।

১০। আর্ রহমাতুল মুহাদ্দাস ইলা মান ইউরিদ যিয়াদাতাল 'ইল্‌ম 'আলা আহাদীসিল মিশকাত : নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান। এটি আরবী ভাষায় রচিত।

১১। লুম্'আত : শায়খ 'আবদুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃত ১০৫২ হিঃ)। এটাও মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শারাহ।

১২। আশি'অ্যাতুল লুম'আত : এটা 'লুম্'আত'-এরই সার-সংক্ষেপ। যা পারসী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের পারসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাদ্দিমীনদের (পরবর্তীদের) মতামতের সার বর্ণনা করেছেন।

১৩। মাযাহিরিল হাক : নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃত ১২৭৯ হিঃ)। তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অতঃপর শায়খ 'আবদুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবীর আশি'অ্যাতুল লুম'আতির আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তায শাহ ইসহাক্ব দেহলীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন।

১৪। মিরকাতুল মাফাতীহ শারহিল মাসাবীহ : মুল্লা 'আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী (মৃত ১০১৪ হিঃ)।

১৫। যরীআতুন নাজাত : শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ 'আরিফ ওরফে 'আবদুন্নাবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃত ১১২০ হিঃ)।

১৬। 'আবদুল ওয়াহ্হাব সদরী আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৫১ হিঃ)। আরবী ভাষায় তা'লীক্ব গ্রন্থ।

১৭। শায়খ 'আবদুত্ তাওয়াব আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৬১ হিঃ)। তিনি উর্দু ভাষায় মিশকাতের তরজমা ও শরাহ লিখেছেন। যা মুলতানে ছাপানো হয়েছে।

১৮। শারহি মিশকাত : সৈয়দ শারীফ জুরজানী। এটা ত্বীবীর শরাহ্র সার-সংক্ষেপ।

১৯। শারহি মিশকাত : মুল্লা 'আলী তারিমী আকবরাবাদী (মৃত ৯৮১ হিঃ)।

২০। শারহি মিশকাত : শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবনু ইমামে রব্বানী (মৃত ১০৭০ হিঃ)।

'ইল্‌মে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সহা-বী (صَحَابِيٌّ) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহা-বী বলে।

তা-বি'ঈ (تَابِعِيٌّ) : যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তা-বি'ঈ বলে।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সানাদ ও মাতান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شَيْخٌ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شَيْخَيْنِ) : সহাবীগণের মধ্যে আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হা-ফিয (حَافِظٌ) : যিনি সানাদ ও মাতানের বৃত্তান্তসহ এক লাভ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-ফিয বলা হয়।

হুজ্জাহ্ (حُجَّةٌ) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ্ বলা হয়।

হা-কিম (حَاكِمٌ) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-কিম বলা হয়।

রিজা-ল (رِجَالٌ) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজা-ল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমা-উর্ রিজা-ল (اَسْمَاءُ الرِّجَالِ) বলা হয়।

রিওয়া-য়াত (رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রিওয়া-য়াত বলা হয়। যেমন– এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়া-য়াত (হাদীস) আছে।

সানাদ (سَنَدٌ) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সানাদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মাতান (مَتَنٌ) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মাতান বলে।

মারফূ‘ (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফূ‘ হাদীস বলে।

মাওকূফ (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ– যে সানাদ সূত্রে কোন সহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসা-র (أَثَارٌ)।

মাক্বতূ‘ (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবি‘ঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাক্বতূ‘ হাদীস বলা হয়।

তা‘লীক্ব (تَعْلِيْقٌ) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সানাদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা‘লীক্ব বলা হয়। কখনো কখনো তা‘লীক্বরূপে বর্ণিত হাদীসকেও ‘তা‘লীক্ব’ বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু ‘তা‘লীক্ব’ রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা‘লীক্বেরই মুত্তাসিল সানাদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এ সমস্ত তা‘লীক্ব হাদীস মুত্তাসিল সানাদে বর্ণিত করেছেন।

মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি– সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে ‘তাদ্লীস, আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদ্লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুয্ত্বারাব (مُضْطَرِبٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মাতান বা সানাদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুয্ত্বারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ- এ ধরনের রিওয়া-য়াতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ (مُدْرَجٌ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এরূপ করাকে ‘ইদরাজ’ বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম।

মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনক্বাত্বি' (مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি' হাদীস, আর এ বাদ পড়াকে ইনক্বিতা' বলা হয়।

মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ইনক্বিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ– সহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তা-বি'ঈ সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতা-বি' ও শা-হিদ (مُتَابِعٌ وَ شَاهِدٌ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতা-বি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ– সহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীস শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাহ্ বলে। মুতাবা'আহ্ ও শাহাদাহ্ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক্ব (مُعَلَّقٌ) : সানাদের ইনক্বিত্বা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ– সহাবার পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক্ব হাদীস বলা হয়।

মা'রূফ ও মুনকার (مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সানাদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালাত ও যাব্তা-গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حَسَنٌ) : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্ত্ব বা আয়ত্ব গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শারী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

য'ঈফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে য'ঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নাবী ﷺ-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়।

মাওযূ' (مَوْضُوْعٌ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে একবার হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (مَتْرُوْكٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুব্হাম (مُبْهَمٌ) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে– এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুব্হাম হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়া-তির (مُتَوَاتِرٌ) : যে সহীহ্ হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে এত অধিক লোক রিওয়া-য়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়া-তির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) লাভ হয়।

খবুরে ওয়া-হিদ (خَبَرٌ وَاحِدٌ) : সানাদের প্রত্যেক স্তরে এক, দু' অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবুরে ওয়া-হিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এ হাদীস তিন প্রকার :

- **মাশহূর (مَشْهُوْرٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।
- **'আযীয (عَزِيْزٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আযীয বলা হয়।
- **গারীব (غَرِيْبٌ)** : যে হাদীস সানাদের কোন এক স্তরে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِيٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, যেমন আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানাবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক্ব 'আলায়হি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফিকুন 'আলায়হি হাদীস বলে।

'আদা-লাত (عَدَالَةٌ) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদা-লাত বলে। এখানে তাক্বওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন– হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বোঝায়।

যবৃত্ব (ضَبْطٌ) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যবৃত্ব বলা হয়।

সিকাহ্ (ثِقَةٌ) : যে রাবীর মধ্যে 'আদা-লাত ও যবৃত বা স্মৃতিশক্তি উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ সা-বিত (ثَابِتٌ) বা সাবাত (ثَبَةٌ) বলা হয়।

মিশকা-তুল মাসা-বীহ্ প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

সূচীপত্র — فهرس

Contents

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা আমাদের মনের কুমন্ত্রণা ও মন্দ কাজ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হিদায়াত করার সামর্থ্য রাখে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই"। এটা আমার নাজাতের ওয়াসীলাহ্ এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন সময় দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যখন ঈমানের পথের সমস্ত নিশানা মুছে গিয়েছিল, ঈমানী আলোসমূহ নিভে গিয়েছিল, তার স্তম্ভসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং মানুষ সে সবের স্থান পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। তিনি এসে ঐসব জিনিসকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ঈমানের মশালকে উঁচু করে ধরলেন। যারা গুমরাহীর রোগে মরতে বসেছিল, তাদেরকে তিনি তাওহীদের কালিমা দ্বারা আরোগ্য করলেন, যারা হিদায়াতের পথ খুঁজছিল তাদেরকে তিনি পথ দেখালেন এবং যারা সৌভাগ্য ভাণ্ডারের মালিক হতে চেয়েছিল, তাদের জন্য তিনি সে পথ পরিষ্কার করে দিলেন।

অতঃপর নিশ্চয়ই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্ষ থেকে প্রকাশিত বিষয়াবলীর অনুসরণ ব্যতীত তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরাটা পরিপূর্ণ হবে না এবং আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনকে মজবুত করে ধারণ করা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যা ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করবে না। ইমাম মুহ্য়িয়ুস সুন্নাহ্ আবূ মুহাম্মাদ হুসায়ন ইবনু মাস'ঊদ ফার্‌রা বাগাবী (মৃঃ ১৫৬ হিঃ) কর্তৃক রচিত **"মাসা-বীহ"** শীর্ষক গ্রন্থখানি বিরল হাদীসসমূহকে অন্তর্ভুক্তধারী হাদীস বিষয়ক একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সংকলক (রহঃ) সানাদসমূহ বিলুপ্ত করার মাধ্যমে হাদীস সংকলনে সংক্ষিপ্ততার পথ অবলম্বন করলে কতিপয় সমালোচক এতে সমালোচনা করেন। যদিও তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল (সিকাহ্) ব্যক্তির হাদীস বর্ণনা করাই 'সানাদতুল্য'। কিন্তু সানাদবিহীন গ্রন্থ সানাদবিশিষ্ট গ্রন্থের মতো নয়। তাই আল্লাহর নিকট সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করে তিনি (ইমাম বাগাবী) যেগুলো সানাদবিহীন অবস্থায় উল্লেখ করেছেন আমি সে হাদীসগুলোতে সানাদ তথা সহাবীর নাম সংযুক্ত করেছি, যেমনভাবে (১) আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী,[১]

---

[১] হাফিয (রহঃ) "আত্ তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন, "ইমাম বুখারী হলেন মুখস্থ বিদ্যার পাহাড়, দুনিয়ায় ইমাম এবং হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।" তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সহীহ হাদীসগুলোকে আলাদাভাবে সংকলন করেছেন ঐ সমস্ত হাদীস থেকে পৃথক করে যেগুলো সহীহ'র স্তরে পৌছেনি। তিনি ১৯৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং দশ বৎসর বয়সেই হাদীস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। তিনি বিস্ময়কর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিকট লোকজন 'ইল্‌ম শিক্ষা করতেন অথচ তখনো তিনি আঠারো বৎসর বয়সে উপনীত হননি। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে ইমাম বুখারী (রহঃ) বহু দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেন এবং প্রায় এক হাজার উস্তাযের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি ফিক্বহ শাস্ত্রের মুজতাহিদ ইমামগণের অন্যতম একজন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বহু ফিক্বহী অভিমত রয়েছে এবং রয়েছে অমূল্য রচনাবলী। যার মধ্যকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'জামি'উস্ সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থ সংকলন। যে গ্রন্থটি সাধারণভাবে সমগ্র হাদীস গ্রন্থাবলীর চেয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে পরিগণিত হয়। তিনি ২৫৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করে।

(২) আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী,[২]

(৩) আবূ 'আবদুল্লাহ মালিক ইবনু আনাস আল আসবাহী,[৩]

(৪) আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস আশ শাফি'ঈ,[৪]

(৫) আবূ 'আবদুল্লাহ আহ্‌মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল আশ্ শায়বানী,[৫]

(৬) আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আত্ তিরমিযী,[৬]

(৭) আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ্'আস আস্ সিজিস্তানী,[৭]

(৮) আবূ 'আবদুর রহ্‌মান আহ্‌মাদ ইবনু শু'আয়ব আন্ নাসায়ী,[৮]

---

[২] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয, ইমাম, গ্রন্থ প্রণেতা এবং ফিক্বহের বিজ্ঞ 'আলিম। তিনি ইমাম বুখারীর ছাত্র। তিনি ২০৪ হিজরী সনে খুরাসান অন্তঃপাতী নীসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। তাঁর মহামূল্যবান বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে "আল্ জামি'উস সহীহ মুসলিম"। মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে গ্রন্থটির অবস্থান সহীহুল বুখারীর পরে। কিন্তু সহীহুল বুখারীর তুলনায় গ্রন্থটির ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ধারাবাহিকভাবে সজ্জায়ন সৌন্দর্য অত্যন্ত চমৎকার এবং হাদীসসমূহের পুনরাবৃত্তিও কম। ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] তিনি একজন সম্মানিত ইমাম, ফাক্বীহ ও মুজতাহিদ। মাদীনার 'আলিম ও মুহাদ্দিস। সুপরিচিত ফাক্বীহ মাযহাবের কর্ণধার। আন্দালুস শহরে বিচারকার্য ও ফাতাওয়াতে তাঁর মাযহাব প্রাধান্য লাভ করে। আজও তাঁর মাযহাব পশ্চিমা দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।
ইমাম মালিক (রহঃ) ৯৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই দীনদার ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। খালীফাহ্ মানসূর লোকদেরকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে ইমাম মালিককে একটি কিতাব উপস্থাপনের আবেদন জানালে তিনি স্বীয় "মুওয়াত্ত্বা" গ্রন্থখানি পেশ করেন। তিনি ১৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস শাফি'ঈ আল্ কুরাশী আল্ হাশিমী (রহঃ) দু'শ হিজরী শতকের একজন বড় ইমাম ফাক্বীহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও দীনের মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ১৫০ হিজরী সনে (ফিলিস্তীন) গাজাহ্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বৎসর বয়সে তাঁকে সেখান থেকে মাক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি দু'বার বাগদাদ সফর করেন এবং ১৯৯ হিজরী সনে মিসরে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন উঁচুমানের কবি, বিশুদ্ধভাষী, অলংকারশাস্ত্রবিদ, ভাষা, ফিক্বহ ও হাদীসের ইমাম, এমন দক্ষ তীরন্দাজ যার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না, অত্যধিক সততাপরায়ণ এবং আশ্চর্যকর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনিই সর্বপ্রথম 'ইল্‌মু উসূলিল ফিক্বহ' সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে "আল্ উম্ম"। যা সাত খণ্ডে সম্পন্ন। তিনি ২০৪ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] তিনি একজন সম্মানিত ইমাম, মুহাদ্দিস, হাফিয, ফাক্বীহ ও হুজ্জাত। জন্ম ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদ নগরীতে। তিনি 'ইল্‌ম অর্জনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে গড়ে উঠেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। এটা তাঁর বিবিধ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি অসংখ্যবার সফর করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের অন্যতম উস্তায। 'আব্বাসী খালীফা মু'তাসিমের শাসনামলে 'খাল্‌ক্বে কুরআন' মতবাদের ফিতনাকালে তিনি ২৮ মাস কারাবরণ করেন। অতঃপর খালীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করে তাঁকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কারামুক্ত করেন। তাঁর রচিত অনেক কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'আল্ মুসনাদ' গ্রন্থখানি। তিনি ২৪১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] জন্ম ২০০ হিজরী সনে। তিনি ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম, হাফিয, হুজ্জাত, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্ত। তাঁকে স্মৃতিশক্তির উপমা হিসেবে পেশ করা হত। তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে তাঁর সুনান গ্রন্থখানি, যা "আল্ জা-মি'উত্ তিরমিযী" হিসেবে পরিচিত। তিনি ২৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, হাফিয ও সংকলক। তিনি তাঁর যুগের হাদীস বিশারদদের ইমাম ছিলেন। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি বহু দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তিনি ইমাম আহ্‌মাদের ছাত্রদের অন্যতম এবং ইমাম নাসায়ী ও আত্ তিরমিযীর উস্তায। তাঁর অতি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে "আস্ সুনান আবূ দাঊদ"। যাতে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত করেন। এ গ্রন্থখানি তিনি ইমাম আহ্‌মাদের নিকট পেশ করলে তিনি একে স্বীকৃতি দেন ও উত্তম প্রশংসা করেন। ইমাম আবূ দাঊদ ২৭৫ হিজরী সনে বাসরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৮] খুরাসান অন্তঃপাতী নাসা নামক শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাঁকে নাসায়ী বলা হয়। জন্ম ২১৫ হিজরী সনে। তিনি তাঁর যুগের খুরাসান, হিজাজ, ইরাক, মিসর ও শাম দেশের হাদীসের ইমামগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীসের শিক্ষা ও উচ্চ সানাদ বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর যুগের সেরা ও একক ব্যক্তিত্ব।

(২) আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী,[২]

(৩) আবূ 'আবদুল্লাহ মালিক ইবনু আনাস আল আসবাহী,[৩]

(৪) আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস আশ শাফি'ঈ,[৪]

(৫) আবূ 'আবদুল্লাহ আহ্‌মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল আশ্ শায়বানী,[৫]

(৬) আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আত্ তিরমিযী,[৬]

(৭) আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ্'আস আস্ সিজিস্তানী,[৭]

(৮) আবূ 'আবদুর রহ্‌মান আহ্‌মাদ ইবনু শু'আয়ব আন্ নাসায়ী,[৮]

---

[২] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয, ইমাম, গ্রন্থ প্রণেতা এবং ফিক্বহের বিজ্ঞ 'আলিম। তিনি ইমাম বুখারীর ছাত্র। তিনি ২০৪ হিজরী সনে খুরাসান অন্তঃপাতী নীসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। তাঁর মহামূল্যবান বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে "আল্ জামি'উস সহীহ মুসলিম"। মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে গ্রন্থটির অবস্থান সহীহুল বুখারীর পরে। কিন্তু সহীহুল বুখারীর তুলনায় গ্রন্থটির ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ধারাবাহিকভাবে সজ্জায়ন সৌন্দর্য অত্যন্ত চমৎকার এবং হাদীসসমূহের পুনরাবৃত্তিও কম। ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] তিনি একজন সম্মানিত ইমাম, ফাক্বীহ ও মুজতাহিদ। মাদীনার 'আলিম ও মুহাদ্দিস। সুপরিচিত ফাক্বীহ মাযহাবের কর্ণধার। আন্দালুস শহরে বিচারকার্য ও ফাতাওয়াতে তাঁর মাযহাব প্রাধান্য লাভ করে। আজও তাঁর মাযহাব পশ্চিমা দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।
ইমাম মালিক (রহঃ) ৯৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই দীনদার ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। খালীফাহ্ মানসূর লোকদেরকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে ইমাম মালিককে একটি কিতাব উপস্থাপনের আবেদন জানালে তিনি স্বীয় "মুওয়াত্ত্বা" গ্রন্থখানি পেশ করেন। তিনি ১৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস শাফি'ঈ আল্ কুরাশী আল্ হাশিমী (রহঃ) দু'শ হিজরী শতকের একজন বড় ইমাম ফাক্বীহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও দীনের মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ১৫০ হিজরী সনে (ফিলিস্তীন) গাজাহ্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বৎসর বয়সে তাঁকে সেখান থেকে মাক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি দু'বার বাগদাদ সফর করেন এবং ১৯৯ হিজরী সনে মিসরে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন উঁচুমানের কবি, বিশুদ্ধভাষী, অলংকারশাস্ত্রবিদ, ভাষা, ফিক্বহ ও হাদীসের ইমাম, এমন দক্ষ তীরন্দাজ যার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না, অত্যধিক সততাপরায়ণ এবং আশ্চর্যকর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনিই সর্বপ্রথম 'ইল্‌মু উসূলিল ফিক্বহ' সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে "আল্ উম্ম"। যা সাত খণ্ডে সম্পন্ন। তিনি ২০৪ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] তিনি একজন সম্মানিত ইমাম, মুহাদ্দিস, হাফিয, ফাক্বীহ ও হুজ্জাত। জন্ম ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদ নগরীতে। তিনি 'ইল্‌ম অর্জনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে গড়ে উঠেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। এটা তাঁর বিবিধ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি অসংখ্যবার সফর করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের অন্যতম উস্তায। 'আব্বাসী খালীফা মু'তাসিমের শাসনামলে 'খাল্‌ক্বে কুরআন' মতবাদের ফিতনাকালে তিনি ২৮ মাস কারাবরণ করেন। অতঃপর খালীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করে তাঁকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কারামুক্ত করেন। তাঁর রচিত অনেক কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'আল্ মুসনাদ' গ্রন্থখানি। তিনি ২৪১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] জন্ম ২০০ হিজরী সনে। তিনি ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম, হাফিয, হুজ্জাত, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্ত। তাঁকে স্মৃতিশক্তির উপমা হিসেবে পেশ করা হত। তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে তাঁর সুনান গ্রন্থখানি, যা "আল্ জা-মি'উত্ তিরমিযী" হিসেবে পরিচিত। তিনি ২৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, হাফিয ও সংকলক। তিনি তাঁর যুগের হাদীস বিশারদদের ইমাম ছিলেন। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি বহু দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তিনি ইমাম আহ্‌মাদের ছাত্রদের অন্যতম এবং ইমাম নাসায়ী ও আত্ তিরমিযীর উস্তায। তাঁর অতি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে "আস্ সুনান আবূ দাউদ"। যাতে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত করেন। এ গ্রন্থখানি তিনি ইমাম আহ্‌মাদের নিকট পেশ করলে তিনি একে স্বীকৃতি দেন ও উত্তম প্রশংসা করেন। ইমাম আবূ দাউদ ২৭৫ হিজরী সনে বাসরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৮] খুরাসান অন্তঃপাতী নাসা নামক শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাঁকে নাসায়ী বলা হয়। জন্ম ২১৫ হিজরী সনে। তিনি তাঁর যুগের খুরাসান, হিজাজ, ইরাক, মিসর ও শাম দেশের হাদীসের ইমামগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীসের শিক্ষা ও উচ্চ সানাদ বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর যুগের সেরা ও একক ব্যক্তিত্ব।

(৯) আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ আল্ কাযভিত্নী,[৯]

(১০) আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহ্মান আদ্ দারিমী,[১০]

(১১) আবুল হাসান 'আলী ইবনু 'উমার আদ্ দারাকুত্বনী,[১১]

(১২) আবূ বাক্র আহ্মাদ ইবনুল হুসায়ন আল বায়হাক্বী,[১২]

(১৩) আবুল হাসান রাযীন ইবনু মু'আবিয়াহ্ আল্ 'আবদারী (রহিমাহুমুল্লাহ)[১৩] প্রমুখ ন্যায়, দক্ষ ও বিশ্বস্ত ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমি কোন হাদীসের শেষে ইমামের নাম উল্লেখ করলে মনে করতে হবে যে, আমি হাদীসের পূর্ণ সানাদ বর্ণনা করছি। কারণ, তাঁরা তাঁদের কিতাবে এ (পূর্ণ সানাদ বর্ণনা করার) কাজ সম্পন্ন করে এর দায়িত্ব থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

তিনি (মাসা-বীহ গ্রন্থকার) তাঁর কিতাবকে যেভাবে বিভিন্ন 'বাব' বা অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, আমিও তা-ই করেছি এবং এ ব্যাপারে তারই পথ অনুসরণ করেছি। তবে আমি প্রায় 'বাব'কেই তিনটি 'ফাস্ল' বা অনুচ্ছেদে ভাগ করেছি (অবশ্য তিনি করেছিলেন দু' ভাগ)।

প্রথম ভাগ : যা বুখারী ও মুসলিম (শায়খায়ন) উভয়ে অথবা তাঁদের কোন একজন বর্ণনা করেছেন। তবে, যেহেতু হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে শায়খায়নের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, তাই তাঁদের নামের সাথে অন্য নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয় না, এজন্য আমি তাঁদের নামের সাথে অন্য কারো নাম উল্লেখ করিনি, যদিও সে সকল হাদীস অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসায়ী রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হচ্ছে "আস্ সুনান আন্ নাসায়ী" গ্রন্থ। গ্রন্থখানি বৃহৎ। পরবর্তীতে একে সংক্ষিপ্ত করে "আর্ মুজতাবা মিনাস্ সুনান" নামকরণ করা হয়। ইমাম নাসায়ীর 'সুনান' গ্রন্থখানি ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটি গণ্য করা হয়। তিনি ৩০৩ হিজরী সনে মাক্কাতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৯] তিনি 'ইল্মে হাদীসের অন্যতম ইমাম। কাযভীন শহরের অধিবাসী। জন্ম ২০৯ হিজরী সনে। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি বাসরাহ্, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, হিজাজ, রায় প্রভৃতি দেশ ও শহরে ভ্রমণ করেন। তাঁর সংকলিত কিতাবাদি হলো "আস্ সুনান ইবনু মাজাহ্", "আত্ তাফসীর" ও "আত্ তারীখ"। ইমাম ইবনু মাজাহ্ ২৭৩ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[১০] তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয, সম্মানিত ব্যক্তি ও সমালোচক। জন্ম ১৮১ হিজরী সনে। তিনি হিজাজ, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, খুরাসানসহ বহু দেশের লোকজন থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম মুসলিমের অন্যতম উস্তায।

তিনি ছিলেন জ্ঞানী, সেরা ব্যক্তিত্ব, মুফাস্সির ও ফাক্বীহ। তিনি সামারকান্দে 'ইল্মে হাদীস প্রচার করেন। তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে অতি প্রসদ্ধি হচ্ছে "আল্ জা-মি'উস্ সহীহ" ও "আস্ সুনান" গ্রন্থখানি যা মুসনাদে নামে পরিচিত। এ গ্রন্থখানি মুহাক্কিকগণের নিকট সুনান ইবনু মাজাহ্'র উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। ইমাম দারিমী ২৫৫ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

[১১] তিনি হলেন 'আলী ইবনু 'উমার আদ্ দারাকুত্বনী আশ্ শাফি'য়ী। তিনি তৎকালীন যুগে হাদীসের ইমাম ছিলেন। তিনি বাগদাদের 'দারুল কুত্বন' নামক বড় একটি এলাকায় ৩০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরে সফর করেন এবং সেখান থেকে বাগদাদে ফিরে আসেন। অতঃপর সেখানেই ৩৮৫ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আস্ সুনান' গ্রন্থখানি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

[১২] আহ্মাদ ইবনুল হুসায়ন বায়হাক্বী হাদীস বিশারদ ইমামগণের অন্যতম একজন। তিনি ৩৮৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি প্রথমে বাগদাদ, অতঃপর কূফা, মাক্কা, নীসাপূরসহ বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৪৫৮ হিজরী সনে। তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে "সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী" অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি দশ খণ্ডে সম্পন্ন।

[১৩] তিনি হলেন রাযীন ইবনু মু'আবিয়াহ্ ইবনু 'আম্মার 'আব্দারী আল্ আন্দালুসী। হারামায়নের ইমাম। তিনি মাক্কাতে দীর্ঘদিন বসবাস করেন এবং ৫৩৫ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ অনেক। তন্মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো "আত্ তাজরীদু লিস্ সিহাহ আস্ সিত্তাহ"। গ্রন্থটিতে এমন কতগুলো হাদীস রয়েছে যা ছয়টি গ্রন্থে নেই। তন্মধ্যকার কয়েকটির ব্যাপারে শীঘ্রই সতর্ক করা হবে। তাতে বানোয়াট হাদীসও রয়েছে। যেমন– সলাতুর রাগায়িব সম্পর্কিত হাদীস।

দ্বিতীয় ভাগ : এতে রয়েছে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের বর্ণিত হাদীস।

তৃতীয় ভাগ : (আমার পরিবর্ধিত এ ভাগে) বাবের (অধ্যায়ের) বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নতুন হাদীস সংগ্রহ করেছি।[১৪] যার কোন কোনটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয়; বরং কোন সহাবী অথবা তাবি'ঈর বাণী।[১৫]

যদি [ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর সংগৃহীত] কোন হাদীস কোন বাব বা অধ্যায়ে না পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, অন্য কোন অধ্যায়ে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই আমি তাকে বাদ দিয়েছি। এমনিভাবে যদি কোন হাদীসের কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে থাকি অথবা কোন অংশ বৃদ্ধি করে থাকি, তাহলে বুঝতে হবে যে, প্রয়োজনবোধেই আমি এরূপ করেছি। এছাড়া ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর সাথে আমার যদি এরূপ কোন মতভেদ দেখা যায় যে, আমি প্রথম ফাস্‌লে শায়খায়ন ব্যতীত অন্য কারো নামের উদ্ধৃতি দিয়েছি অথবা দ্বিতীয় ফাস্‌লে শায়খায়নের মধ্যে কারো নাম উল্লেখ করেছি। তার কারণ এই যে, আমি হুমায়দী'র[১৬] "আল জাম্'উ বায়নাস্ সহীহায়ন" (যাতে তিনি শায়খায়নের হাদীস একত্র করেছেন) ও "জামিউল উসূল"[১৭] গ্রন্থদ্বয় পর্যবেক্ষণের পরই কেবল শায়খায়নের মূল কিতাবের উপরই নির্ভর করেছি।

এতদ্ব্যতীত যদি কোন হাদীসের কোন বিষয়ে এরূপ মতভেদ দেখা যায় যে, তিনি (মাসা-বীহ গ্রন্থকার) তাকে এক শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর আমি বর্ণনা করেছি ভিন্ন শব্দে, তার কারণ হলো, হাদীসের সানাদ বিভিন্ন। তিনি যে সানাদে বর্ণনা করেছেন সে সানাদ আমার হস্তগত হয়নি; আমি যে সানাদে যে শব্দ পেয়েছি তা-ই বর্ণনা করেছি। এরূপ স্থান খুব কমই দেখা যাবে যে, যেখানে আমি বলেছি : 'এটা হাদীসের কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে পাওয়া যায়নি অথবা আমি এর বিপরীত পেয়েছি।' যদি কোথাও এরূপ দেখা যায় তাহলে মনে করবেন, এটা আমার অনুসন্ধানেরই ত্রুটি; ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর নয়। আল্লাহ সে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন যে এরূপ সানাদ অবগত হয়ে আমাকে তা' অবহিত করবে। অবশ্য আমিও আমার সাধ্যানুযায়ী অনুসন্ধানে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তিনি যেখানে (কোন হাদীস বা শব্দ সম্পর্কে) বর্ণনার বিভিন্নতা দেখিয়েছেন, আমিও সেখানে তা-ই করেছি।

এছাড়া তিনি যে সকল হাদীসকে 'গরীব' বা 'য'ঈফ' বলে অভিহিত করেছেন, অধিকাংশ স্থলে আমি তার কারণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছি। আর যেখানে কোন হাদীসকে কোন প্রসিদ্ধ ইমাম গরীব বা 'য'ঈফ' প্রভৃতি বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত করেননি, আমিও সেখানে সেরূপই রেখে দিয়েছি। অবশ্য কোন কোন জায়গায় আবশ্যকবোধে এর ব্যতিক্রমও করেছি। কোন কোন জায়গায় এরূপও পাওয়া যাবে যে, সেখানে আমি কারো উদ্বৃতি দেইনি; বরং হাদীসের শেষে স্থান শূন্য রেখে দিয়েছি। তার কারণ এই যে, আমি তার সন্ধান কোথাও পাইনি। যদি কেউ কোথাও তার সন্ধান পান, তাহলে দয়া করে উদ্ধৃতি দিয়ে দিবেন [অবশ্য পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃতি দিয়ে এ সকল শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছেন]। আল্লাহ আপনাদেরকে এর জাযা

---

[১৪] অর্থাৎ- বর্ণিত হাদীসকে হাদীসের বর্ণনাকারী সহাবা ও তাবি'ঈগণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন এবং উপরোল্লিখিত যে সমস্ত ইমাম হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম তুলে ধরেছেন।

[১৫] এর উদ্দেশ্য হল, তিনি এ বাবে কেবল মারফূ' হাদীস বর্ণনা করাই জরুরী মনে করেননি। বরং বাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহাবা অথবা তাবি'ঈগণের মাওকূফ বর্ণনাগুলোও তুলে ধরেছেন।

[১৬] তিনি হলেন ইমাম 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবী নাস্‌র আল্ আন্দালুসী আল্ কুরতুবী। মৃত্যু ৪৮০ হিজরী সনে।

[১৭] অর্থাৎ- উসূলুস সিত্তাহ্ (যেখানে ছয় গ্রন্থের হাদীস একত্র করা হয়েছে)। গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ইমাম আবূ সা'দাত মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ আল্ জাযিরী। তিনি "আন্ নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আসার" গ্রন্থকার ইবনুল আসীর নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যু ৬০৬ হিজরী সনে।

(প্রতিদান) দিবেন। অবশেষে আমি এ কিতাবের নামকরণ করলাম **'মিশকা-তুল মাসা-বীহ'**। আমরা আল্লাহর নিকট তাওফীক, সাহায্য, হিদায়াত, নিরাপত্তা ও আমাদের উদ্দেশ্যের সহজতা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা আমার এবং সমস্ত মুসলিম নর-নারীর ইহ ও পরজগতে উপকার সাধন করেন। আমীন!

আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক। তিনি ছাড়া কারো কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই, তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিয়্যাতের উপরই কাজের ফলাফল নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্যই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ প্রাপ্তির জন্য অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের জন্য হিজরত করবে সে হিজরত তার নিয়্যাত অনুসারেই হবে যে নিয়্যাতে সে হিজরত করেছে।[১৮]

ব্যাখ্যা : ঈমান হল "অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা এবং 'আমাল দ্বারা তা বাস্তবে পরিণত করা।" অতএব ঈমান কতকগুলো অংশের সমন্বয়ে গঠিত সমষ্টি। সুতরাং কর্ম বা 'আমাল প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তবে ঈমানের সকল অংশ সমান মর্যাদাপূর্ণ নয়। কর্ম ঈমানের অংশ হলেও তা সলাতের মধ্যে ওয়াজিবসমূহের অনুরূপ, সলাতের রুকনের অনুরূপ নয়। ফলে 'আমালের অনুপস্থিতির কারণে ঈমান সমূলে ধ্বংস হয় না, বরং অবশিষ্ট থাকে। ফলে কর্মপরিত্যাগকারী তথা কাবীরাহ্ গুনাহ্ সম্পাদনকারী মু'মিন ফাসিক্ব। তার অন্য দু'টি শাখা মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস পরিত্যাগ করার ন্যায় কাফির নয়। শুধু অন্তরের বিশ্বাস পরিত্যাগকারী মুনাফিক্ব। শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতি দানে অস্বীকারকারী কাফের। আর কর্ম সম্পাদনের ত্রুটি দ্বারা ফাসিক্ব জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

[১৮] **সহীহ :** বুখারী ১, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী ১৬৩৭, নাসায়ী ৭৫, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ্ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, ৩০২।

(١) كِتَابُ الْإِيْمَانِ

পর্ব-১ : ঈমান (বিশ্বাস)

إِيْمَانِ-এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা, সত্যায়ন করা ইত্যাদি। এর শার'ঈ অর্থ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে : নাবী ﷺ দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিস্তারিত এবং সংক্ষিপ্ত যে বিধানাবলী নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন দলীল না থাকলেও চূড়ান্তভাবে তাকে সত্যায়ন করা। ঈমানটি তাদের নিকট যৌগিক কোন বিষয় নয় বরং এটি বাসীত্ব (একক) যা পরিমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে কমবেশি গ্রহণ করে না। (অর্থাৎ- ঈমান কোন সৎকাজের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় না এবং পাপ কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায় না)। মুরজিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের মতে : ঈমান হলো শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা। জিহ্বার স্বীকৃতি ঈমানের কোন রুকনও না, শর্তও না। ফলে হানাফীদের মতো তারাও 'আমালকে ঈমানের প্রকৃত অর্থের বহির্ভূত গণ্য করেছে এবং ঈমানের আংশিকতাকে অস্বীকার করেছে। তবে হানাফীরা এর ('আমালের) প্রতি গুরুত্বারোপ, এর প্রতি উদ্বুদ্ধ এবং ঈমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটিকে একটি কারণ হিসেবে গণ্য করলেও মুরজিয়্যারা এটিকে সমূলে ধ্বংস করে বলেছে 'আমালের কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করলেই পরিত্রাণ মিলবে তাতে যে যত অপরাধই করুক না কেন। কার্‌রামিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের মতে : ঈমান হলো শুধুমাত্র উচ্চারণ করা। ফলে তাদের নিকট নাজাতের জন্য মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট চাই সত্যায়ন পাওয়া যাক বা না যাক।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদসহ জমহুর উলামাদের মতে : ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস করা, জিহ্বায় উচ্চারণ করা এবং রুকনসমূহের প্রতি 'আমাল করা। তাদের নিকট ঈমান একটি যৌগিক বিষয় যা কমে এবং বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এটিই হলো সর্বাধিক সঠিক অভিমত। মু'তাযিলা এবং খারিজীগণের নিকট ঈমানের সংজ্ঞা জমহুরের মতই তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো ঈমানের সকল অংশকে জমহুর সমান হিসেবে গণ্য করেননি। ফলে তাদের নিকট 'আমালসমূহ যেমন সলাতের ওয়াজিব বিষয়গুলো তার রুকনের মতো নয়।

অতএব 'আমাল না থাকলে কোন ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের না হয়ে তার মধ্যেই থাকবে এবং 'আমাল পরিত্যাগকারী অনুরূপ কাবীরাহ্ গুনাহে জড়িত ব্যক্তি ফাসিক্ব-মু'মিন থাকবে সে কাফির হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে কারো মাঝে যদি শুধু তাসদীক না পাওয়া যায় তাহলে সে মুনাফিক্ব আর ইক্বরার বা স্বীকৃতি না পাওয়া গেলে কাফির। কিন্তু যদি শুধুমাত্র 'আমালগত ত্রুটি থাকে তাহলে সে ফাসিক্ব যে জাহান্নামে চিরদিন অবস্থান করা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর খারিজী এবং মু'তাজিলীরা যৌগিক ঈমানের সকল অংশকে সমান হিসেবে গণ্য করে এভাবে যে, ঈমানের কিছু অংশ বাদ পড়লে সমস্তটাই বাদ বলে পরিগণিত হবে। আর 'আমালটি তাদের নিকট ঈমানের একটি রুকন যেমনটি সলাতের বিভিন্ন রুকন রয়েছে। তাই 'আমাল পরিত্যাগকারী তাদের নিকট ঈমান বহির্ভূত লোক। খারিজীদের মতে কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ 'আমাল পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির যে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। আর মু'তাজিলাদের মতে সে মু'মিনও নয় কাফিরও নয় বরং তাকে ফাসিক্ব বলা হবে যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ «الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ : «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي : «يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২। ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দরবারে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধবধবে সাদা তাঁর পোশাক। চুল তাঁর কুচকুচে কালো। না ছিল তাঁর মধ্যে সফর করে আসার কোন চিহ্ন, আর না আমাদের কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি এসেই নাবী ﷺ-এর নিকট বসে পড়লেন। নাবী ﷺ-এর হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন অর্থাৎ ইসলাম কি? উত্তরে নাবী ﷺ বললেন, “ইসলাম হচ্ছে- তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, সলাত ক্বায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ করবে যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে।” আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।” আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম একদিকে তিনি রসূলকে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করলেন, আবার অপরদিকে রসূলের বক্তব্যকে (বিজ্ঞের ন্যায়) সঠিক বলে সমর্থনও করলেন। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।” রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, ঈমান হচ্ছে : আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর মালায়িকাহ্, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া তাক্বদীরের উপর অর্থাৎ জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে– এ কথার উপর বিশ্বাস করা। উত্তর শুনে আগন্তুক বললেন,

শাব্দিক অর্থে হায়া বা লজ্জা মানুষের এমন পরিবর্তন বা নীচতাকে বুঝায় যা ভয়ের কারণে উদ্রেক হয়। যার দরুণ তাকে তিরস্কার করা হয়। কোন কারণে কোন কিছু ছেড়ে দেয়াকেও হায়া বা লজ্জা বলা হয়ে থাকে। মূলত এ ছেড়ে দেয়াটা লাজুকতার আবশ্যকীয় বিষয়।

শারী'আতের পরিভাষায় এমন স্বভাবকে হায়া বা লজ্জা বলা হয় যা মানুষকে কোন খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাপকের প্রাপ্য দানে কোন প্রকার অলসতা থেকে বিরত রাখে। এজন্যেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "লজ্জার পুরাটাই কল্যাণকর।"

٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه».

৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হল সে ব্যক্তি যে সে সকল কাজ পরিত্যাগ করেছে যেসব কাজ করতে আল্লাহ বারণ করেছেন। হাদীসের শব্দগুলো সহীহুল বুখারীর। আর মুসলিম এ শব্দে বর্ণনা করেছেন : জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করল, মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত ('র অনিষ্ট) হতে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে।[২৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীসের উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর হক ও মুসলিমদের হক আদায় করার স্বভাব একত্র করতে পেরেছে সেই উত্তম মুসলিম। এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে এর দ্বারা মুসলিমের এমন নিদর্শন বুঝা যায় যা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেই নিদর্শন হলো মুসলিমের হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা। যেমনটি মুনাফিক্বের নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের মধ্যে মুসলিমকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা কথাটি আধিক্য বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমও এর আওতাভুক্ত। কেননা কোন মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থেকে তাকে সংরক্ষণ করার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অমুসলিমও যে, এ নির্দেশের আওতাভুক্ত তার সত্যতা পাওয়া যায় ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনা থেকে। তাতে আছে "যার থেকে লোকেরা নিরাপদে থাকলো"।

হাদীসে বিশেষ ভাবে হাত ও জিহ্বার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ কষ্ট এ দু'টো অঙ্গ দ্বারাই হয়ে থাকে। অথবা এর দ্বারা উদাহরণ দেয়া উদ্দেশ্য। এজন্যই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্‌সান ইবনু সাবিতকে বলতেন : মুশরিকদের দোষ বর্ণনা কর। কেননা তা তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করার চাইতেও কষ্টদায়ক। আর তা এ জন্য যে এর দ্বারা জীবিত ও মৃত সবাইকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করা যায়।

হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ পরিপূর্ণ মুসলিম অথবা উত্তম মুসলিম। যার কষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে সে উত্তম মুসলিম এবং পরিপূর্ণ মুসলিম। এর দ্বারা বুঝা যায় যে ইসলামে কিছু কিছু কাজ অন্যান্য কাজ হতে উত্তম। এটাও সাব্যস্ত হয় যে, ঈমান হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। এ হাদীস মুর্জিয়াহ্ সম্প্রদায়ের 'আক্বীদার খণ্ডন হয়। কেননা তাদের মতে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি নেই।

---

[২৩] **সহীহ :** বুখারী ১০, মুসলিম ৪০, দারিমী ২৪৮১, নাসায়ী ৪৯৯৬, আহমাদ ৪৯৮৩।

٧ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭। আনাস (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ (প্রকৃত) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।[২৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্বীয় সত্তার কথা উল্লেখ করা হয়নি এজন্য যে, তা وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। অথবা পিতা ও সন্তান উল্লেখ করার পর স্বীয় সত্তার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়নি এজন্য যে পিতা ও সন্তান নিজ সত্তার চেয়েও ব্যক্তির নিকট মর্যাদাবান। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন : হাদীসে মহব্বত বা ভালবাসা দ্বারা অভ্যাসগত ভালবাসা বুঝানো হয়নি। বরং তা দ্বারা ইখতিয়ারী (ইচ্ছাকৃত) ভালবাসা বুঝানো হয়েছে। কেননা মানুষের পরিবার ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা প্রকৃতিগত ভালবাসা যা থেকে পরিত্রাণ মানুষের সাধ্যাতীত। তা পরিবর্তন করার কোন পথ নেই। অতএব হাদীসের মর্ম হল কোন ব্যক্তি তার ঈমানের দাবীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ না সে স্বীয় সত্তাকে আমার আনুগত্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করবে এবং আমার সন্তুষ্টিকে স্বীয় প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দিবে।

হাদীসের শিক্ষা—

১। আল্লাহর রসূলকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

২। এ ভালবাসা অর্জনে মানুষের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। অর্থাৎ রসূলের প্রতি ভালবাসা অর্জনে সকলে একই স্তরের নয়।

৩। রসূলের প্রতি ভালবাসার কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তাঁর প্রতি ভালবাসা কমে গেলে ঈমানও কমে যায়।

٨ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ إِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقٰى فِي النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮। উক্ত রাবী (আনাস (রাযিয়াল্ল-হু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোকের মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে। (১) তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা দুনিয়ার সকল কিছু হতে অধিক প্রিয়। (২) যে লোক কোন মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই ভালবাসে। (৩) যে লোক কুফ্রী হতে নাজাতপ্রাপ্ত হয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফ্রীতে ফিরে যাওয়াকে এত অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[২৫]

ব্যাখ্যা : ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায় আনুগত্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ তা' হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশে কষ্ট সহ্য করা এবং একে দুনিয়াবী উন্নতি ও অগ্রগতির উপর প্রাধান্য দেয়া। তা এজন্য যে, মানুষ যখন এ বিষয়ে চিন্তা করে যে, শারী'আত প্রণেতা দুনিয়াবী কল্যাণ অথবা পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্য

---

[২৪] **সহীহ :** বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪; শব্দ বুখারীর।

[২৫] **সহীহ :** বুখারী ২১, মুসলিম ৪৩।

ব্যতীত কোন আদেশ দেন না বা নিষেধ জারি করেন না। তখন তার প্রবৃত্তি তার অনুগামী হয়। ফলে সে শারী'আত প্রণেতার আদেশ পালনে স্বাদ অনুভব করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হয়।

হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয় পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। যা দ্বারা সে এমন স্বাদ অনুভব করে যে স্বাদ যা দুনিয়ার সকল স্বাদের উপর বিজয়ী। ইমাম বায়যাবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে বর্ণিত তিনটি বস্তু পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক এজন্য যে, কোন লোক যখন আল্লাহতে প্রকৃত নি'আমাত প্রদানকারী বলে বিশ্বাস করে, তখনই সে মনে করে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত কোন দাতাও নেই এবং তা প্রতিহত কারীও কেউ নেই তিনি ব্যতীত। নি'আমাত অর্জনে তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে তা উপকরণ মাত্র। আর রসূল ﷺ তার রবের উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী। ফলে সে পরিপূর্ণভাবে তার অভিমুখী হয়। তাই সে সেটাই তিনি ভালবাসে যা ভালবাসেন। আর তাঁর জন্যই অন্যকে ভালবাসে। এ হাদীসটি ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا হাদীসের অর্থই বহন করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসার কারণে কুফ্‌রের দিকে ফিরে যাওয়া অপছন্দ করা তার পক্ষেই সম্ভব যার অন্তরের ঈমান দৃঢ় ও মজবুত। যার জন্য তার অন্তর প্রশস্ত হয় এবং যা তার মজ্জাগত সেই ব্যক্তিই এর স্বাদ পায়। আর আল্লাহর জন্য ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসারই ফল।

বান্দা তার রবকে ভালবাসতে পারে কেবল তার রবের বিরোধিতা পরিত্যাগ ও তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে তাঁর রসূলের ভালবাসাও তার বিরোধিতা পরিত্যাগ করে তার আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এ হাদীসে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল উভয়ের ভালবাসা ব্যতীত যেকোন একজনের ভালবাসা অনর্থক।

٩ـ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯। 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে।[২৬]

ব্যাখ্যা : সাহিবুত্ তাহরীর (তাহরীর গ্রন্থের লেখক) বলেন : হাদীসের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট কোন কিছু চায় না, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় প্রচেষ্টা চালায় না এবং মুহাম্মদ ﷺ এর আনীত শরী'আত ব্যতীত অন্য পথে চলে না সেই প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেছে এবং সে এর স্বাদ পেয়েছে। কাযী 'আয়ায বলেন : তার ঈমান সঠিক। এর মাধ্যমে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করেছে এবং তা তার গভীরে প্রোথিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট ও রাযী থাকে তখন তা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুমিনের অন্তরে যখন ঈমান প্রবেশ করে তখন তার পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করা সহজ হয় এবং এতে সে স্বাদ পায়।

---

[২৬] **সহীহ :** মুসলিম ৩৪।

١٠ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهٖ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে প্রতিপালকের হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এ উম্মাতের যে কেউই চাই ইয়াহূদী হোক বা খ্রীষ্টান, আমার রিসলাত ও নাবূওয়াত মেনে না নিবে ও আমার প্রেরিত শারী'আতের উপর ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী।[২৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল, তাঁর সময়ের লোক হোক অথবা তাঁর পরবর্তী সময়ের হোক, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যাদের নিকটই মুহাম্মাদ -এর দা'ওয়াত পৌঁছবে সে যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তাদের কর্তব্য মুহাম্মাদ -এর আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তার আনীত বিধানের আনুগত্য করা। যাদের প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত গ্রন্থ বিদ্যমান সেই ইয়াহূদী ও নাসারা যখন এ অবস্থা তখন যাদের প্রতি কোন আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়নি সাড়া দেয়ার প্রয়োজনতো আরো বেশী উপযোগী। তবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে তাদের কুফ্‌রী করাটা অধিক দোষণীয়। কেননা তারা মুহাম্মাদ সম্পর্কে এরূপ জানে যেরূপ তাদের সন্তান সম্পর্কে জানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তারা তাঁর বিষয়ে তাওরাতে ও ইন্‌জীলে লিখিত বক্তব্য দেখতে পায়।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৫৭)

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : হাদীসের অর্থ হচ্ছে "যে ব্যক্তি আমার নুবূওয়াতের কথা শুনার পরও আমার প্রতি ঈমান আনবে না সে যেই হোক না কেন সে জাহান্নামী"।

হাদীসের শিক্ষা :

(১) আমাদের নাবী -এর রিসালাতের মাধ্যমে অন্য সকল ধর্মই রহিত হয়ে গেছে।

(২) যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেনি তার আপত্তি গ্রহণযোগ্য।

١١ـ وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدّٰى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهٗ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهٗ أَجْرَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১। আবূ মূসা আল আশ্'আরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তিন লোকের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। প্রথমতঃ যে আহলি কিতাব নিজের নাবীর প্রতি ঈমান এনেছে আর মুহাম্মাদ -এর প্রতিও ঈমান এনেছে। দ্বিতীয়তঃ যে ক্রীতদাস যথানিয়মে আল্লাহর হাক্ব আদায় করেছে পুনরায় নিজের মুনীবের হাক্বও আদায় করেছে। তৃতীয়তঃ যার তত্ত্বাবধানে ক্রীতদাসী ছিল, সে তার সঙ্গে সহবাস করেছে, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দাও শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।[২৮]

---

[২৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৫৩।

[২৮] **সহীহ :** বুখারী ৯৭, মুসলিম ১৫৪। يَطَؤُهَا শব্দটি হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোন উৎস গ্রন্থে আমি পাইনি।

ব্যাখ্যা : তিন শ্রেণীর প্রত্যেক লোকের জন্যই ক্বিয়ামাত দিবসে দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। আহলে কিতাব নারী আহলে কিতাব পুরুষদের মতই। যেহেতু হুকুমের ক্ষেত্রে নারীগণ পুরুষের অন্তর্গত। তবে বিশেষ প্রমাণের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। নাসায়ীতে আবূ উমামাহ্ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে "মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনের পাশেই ছিলাম। তিনি তখন উত্তম ও সুন্দর কথা বললেন। তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল "দুই আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার আর তার জন্য তা-ই প্রযোজ্য যা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। আর মুশরিকদের মধ্য থেকে যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে। তার জন্যও তাই প্রযোজ্য আমাদের জন্য যা প্রযোজ্য। আহলে কিতাবগণ দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে, কারণ তারা তাদের নাবীর প্রতি ঈমান আনার পর আবার মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। الْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ দ্বারা উদ্দেশ্য দাস দাসী। عَبْدٌ কে مَمْلُوْكٌ দ্বারা এজন্য বিশেষায়িত করা হয়েছে যে, সকল মানুষই আল্লাহর দাস। তাদের থেকে পৃথক করার জন্য مَمْلُوْكٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর হক দ্বারা সলাত রোযা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর মনিবের হক দ্বারা তাদের বৈধ খেদমত উদ্দেশ্য।

দাসী আযাদ করে বিয়ে করলে মনিব দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে কারণ আযাদ করা একটি 'ইবাদাত এবং বিয়ে করা আরেকটি 'ইবাদাত।

١٢ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ : «إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ».

১২। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ কথা স্বীকার করে সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং সলাত আদায় করবে ও যাকাত আদায় করবে– ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। যখন তারা এরূপ কাজ করবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কোন দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে সে দণ্ড তার উপর কার্যকর হবে। তারপর তার অদৃশ্য বিষয়ের (অন্তর সম্পর্কে) হিসাব ও বিচার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[২৯]

তবে সহীহ মুসলিমে "কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী" বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যুদ্ধ পরিচালনার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার পর সলাত কায়িম করবে ও যাকাত প্রদান করবে তার রক্ত পবিত্র। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

---

[২৯] **সহীহ :** বুখারী ২৫, মুসলিম ২২। মুসলিমের শব্দ হলো إِلَّا بِحَقِّهَا।

আর রিসালাতের সাক্ষ্য নাবী ﷺ কর্তৃক আনীত সকল বিষয়ের সত্যতার সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করে। তা সত্ত্বেও সলাত ও যাকাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এ দু'টির গুরুত্ব অন্যগুলোর তুলনায় বেশী। এ দু'টি শারীরিক ও আর্থিক 'ইবাদাতের মূল।

এ হাদীস দ্বারা এ মতের পক্ষে দলীল পেশ করা হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করবে তাকে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে এ মতের ও দলীল পেশ করা হয় যে, সলাত পরিত্যাগকারী কাফির বিধায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে।

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ অংশে এ কথার প্রমাণ মেলে যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। আর এ কারণেই আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। আর সহাবীগণ এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন।

হাদীসের মর্ম হল হাদীসে বর্ণিত কাজগুলো যারা করবে তাদের জান ও মাল নিরাপদ। ইসলামের কোন হাক্ব অথবা জরিমানা ব্যতীত তাদের রক্ত প্রবাহ করা এবং সম্পদ নেয়া অবৈধ। "তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট" অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক কাজের উপর নির্ভর করেই মু'আমালাহ্ (আচরণ) করতে হবে। আভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা হবে।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) ঈমান 'আমালের মুখাপেক্ষী

(২) 'আমাল ঈমানের অংশ

(৩) হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার বাণী "তারা যদি তাওবাহ্ করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও" এর অনুকূল।

١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهٖ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সলাত আদায় করে, আমাদের ক্বা'বাকে কিবলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে, আমাদের যাবাহকৃত পশুর গোশ্‌ত খায়, সে এমন মুসলিম যার জন্য (জান-মাল, ইজ্জাত-সম্ভ্রম রক্ষায়) আল্লাহ ও রসূলের ওয়া'দা রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না।[৩০]

ব্যাখ্যা : সলাত তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যিনি তাওহীদ ও নাবূওয়াতে বিশ্বাসী। আর যিনি মুহাম্মাদ ﷺ এর নাবূওয়াত স্বীকার করেন তিনি ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সবই তিনি বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্বিবলাহ্ সম্পর্কে অবহিত যদিও সে তার সলাত সম্পর্কে হয়ত পূর্ণ অবহিত নয়। আর আমাদের সলাতের 'আমাল অন্যদের সলাতেও পাওয়া যায়, যেমন– ক্বিরাআত ও ক্বিয়াম। কিন্তু আমাদের (মুসলিমদের) ক্বিবলাহ্ শুধু আমাদের জন্যই খাস।

এ হাদীসে ইসলামের মাত্র তিনটি রুকন (সলাত, ক্বিবলাহ্ ও যাবীহাহ্) উল্লেখ করার কারণ এই যে, এগুলো অতি প্রকাশ্য যা দ্রুত অবহিত হওয়া যায়। কোন ব্যক্তির সাথে প্রথম দিবসের সাক্ষাতেই তার সলাত ও খাবার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এতেই বুঝা যায় যে সে কোন ধর্মে বিশ্বাসী। যে ব্যক্তি তার মধ্যে

[৩০] **সহীহ :** বুখারী ৩৯১।

ইসলামের নিদর্শনের প্রকাশ ঘটায় এবং মুসলিমদের বিষয়গুলো তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে সে আল্লাহর নিরাপত্তার আওতায় চলে আসে। মুসলিমের যা কিছু হারাম তারও তা হারাম। ফলে সে আল্লাহর যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীকে বিনষ্ট করবে না।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) লোকজনের বাহ্যিক বিষয়ই ধর্তব্য, আভ্যন্তরীণ বিষয় ধর্তব্য নয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্মীয় নিদর্শনের প্রকাশ ঘটাবে তার প্রতি সে ধর্মের বিধিবিধান কার্যকরী হবে।

(২) 'আমাল ব্যতীত শুধু ঈমান যথেষ্ট নয় যেমনটি মুর্জিয়াহ্ সম্প্রদায় মনে করে।

١٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক (বেদুঈন) লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা করলে আমি সহজে জান্নাতে পৌঁছতে পারি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর 'ইবাদাত করতে থাকবে, তাঁর সাথে কাউকে শারীক করবে না, ফারয সলাত ক্বায়িম করবে, ফারয যাকাত আদায় করবে এবং রমাযানের সিয়াম পালন করবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! আমি এর থেকে বেশিও করব না, কমও করব না। সে লোক যখন চলে গেল তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেউ যদি জান্নাতী কোন লোককে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে।[৩১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে আরকানে ইসলামের মাত্র তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এ বিষয়গুলো অন্যগুলোর তুলনায় অধিক প্রকাশ্য। আর বাকী রুকনগুলোও এর সাথেই সম্পৃক্ত।

প্রথমে আল্লাহর ইবাদাতের উল্লেখের পর শির্ক– এর বিষয় এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিররাও আল্লাহর 'ইবাদাত করে কিন্তু পাশাপাশি মূর্তির পূজাও করে এবং মনে করে যে, এ মূর্তিগুলো আল্লাহর অংশীদার। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা অস্বীকার করেছেন।

এ হাদীস ও সামনের ত্বলহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নকারীকে নাফ্ল 'ইবাদাতের কথা জানানো হয়নি। বরং তালহার হাদীসে নাফ্ল পরিত্যাগ করার শপথকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় বর্ণিত লোকজন ইসলামে নবদিক্ষিত ছিল। তাই তাদের জন্য আবশ্যক কাজগুলোই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। যাতে তা তাদের জন্য ভারী না হয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা– ঈমানের জন্য 'আমাল আবশ্যক।

١٥ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৩১] **সহীহ :** বুখারী ১৩৯৭, মুসলিম ১৪; মিশকাতের লেখক বুখারী মুসলিমের বর্ণনা একত্র করেছেন।

১৫। সুফ্ইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ আস্ সাক্বাফী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনার পরে– অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আপনি ছাড়া' আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি'– তুমি এ কথা বল এবং এ ঘোষণায় দৃঢ় থাক।[৩২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফ্ইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য শিক্ষা দিতে বললেন যাতে ইসলামের সকল বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তীতে অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জবাবে তাকে বললেন : তুমি বল : "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম"। অর্থাৎ আল্লাহর কথা অন্তরে স্মরণ করে, তা উচ্চারণ ও সে অনুযায়ী কর্মের মাধ্যমে তোমার ঈমানকে নবায়ন করে নাও। এর দ্বারা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ উদ্দেশ নিয়েছেন যার ধারক জাহান্নামের জন্য হারাম।

"অতঃপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক" اِسْتِقَامَةٌ অর্থ সরল পথে চলা। আর তা হচ্ছে মজবুত দীন। যার মধ্যে ডান ও বামের কোন বক্রতা নেই। আর তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে আনুগত্য প্রকাশ এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা শামিল করে।

এ হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে" এর সমার্থক।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) আদিষ্ট কাজের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

(২) গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

(৩) এ হাদীসটি মুর্জিয়াদের 'আক্বীদাহ্ প্রত্যাখ্যান করে।

١٦ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ فَقَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهٗ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ·

১৬। ত্বালহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন নাজ্দবাসী লোক এলোমেলো কেশে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসল। আমরা তার ফিসফিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু বেশ দূরে থাকার কারণে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমনকি সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খুব নিকটে এসে পৌঁছল। সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল (ইসলাম কি?)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা। তখন সে লোকটি বলল, এছাড়া কি আর কোন সলাত আমার উপর ফারয?

[৩২] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮।

তিনি বললেন, না। তবে তুমি নাফ্ল সলাত আদায় করতে পারো। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে। সে ব্যক্তি বলল, এছাড়া কি আর কোন সিয়াম আমার উপর ফারয? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তবে ইচ্ছামাফিক (নাফ্ল) সিয়াম পালন করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতের কথা বর্ণনা করলেন। পুনরায় সে লোকটি বলল, এছাড়া কি আর কোন সদাক্বাহ্ আমার উপর ফারয? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার ইখতিয়ার রয়েছে। অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল– আল্লাহর কসম, এর উপর আমি কিছু বেশিও করব না এবং কমও করব না। (এটা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি যদি তার কথায় সত্য বলে থাকে, তাহলে (জাহান্নাম হতে) সাফল্য লাভ করল।[৩৩]

ব্যাখ্যা : وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ এর অর্থ হচ্ছে বাতাসে তার আওয়াজের শব্দের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছিল কিন্তু তা থেকে কিছু বুঝা যাচ্ছিল না। যেমন মৌমাছি বা মাছির গুঞ্জরণ শুনা যায়। সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল– অর্থাৎ ইসলামের বিধানাবলী এবং ফারযসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। এটি জানা যায় ইমাম বুখারীর কিতাবুস সিয়ামে ত্বলহাহ্ বর্ণিত হাদীসের শেষাংশ থেকে। রসূল ﷺ তাকে ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন।

إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ এর অর্থ হল "তোমার মুস্তাহাব এই যে, তুমি নাফ্ল সলাত আদায় করবে। হাদীসের এ অংশ দ্বারা এ দলীল গ্রহণ করা হয় যে নাফ্ল 'ইবাদাত শুরু করে ফেললে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। পূর্ণ করা মোস্তাহাব অতএব তা ছেড়ে দেয়া বৈধ। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিক অথবা উযরের কারণে ছেড়ে দিক তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তিরমিযীতে উম্মু হানী থেকে বর্ণিত হাদীসে বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে আছে "নফল সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি নিজ সত্তার উপর নিজেই আমীর বা পরিচালক। সে ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন করতে পারে আর ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গ করতেও পারে। অনুরূপভাবে নাসায়ীতে 'আয়িশাহ্ থেকে মারফূ' হাদীসেও এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে। তাতে আছে "নফল সাওম পালন কারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় মাল থেকে সাদাক্বাহ করে। ইচ্ছা করলে সে সাদাকাহ্ করতে এবং ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করতে পারে।

নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীস "নাবী ﷺ কখনো কখনো নাফ্ল সিয়ামের নিয়্যাত করতেন পরে আবার তা ভেঙ্গে ফেলতেন। বুখারীতে বর্ণিত হাদীস "নাবী ﷺ জুয়াইবিয়াহ্ বিনতু হারিস-কে জুমু'আর দিনে সিয়াম শুরু করার পর ভাঙ্গতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে তাকে তা কাযা করার নির্দেশ দেননি।

বায়হাক্বীতে আবূ সা'ঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলাম। অতঃপর যখন তা দস্তরখানে রাখা হল তখন এক ব্যক্তি বলল : আমি সায়িম রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার ভাই তোমাকে দা'ওয়াত দিয়েছে, তোমার জন্য কষ্ট করেছে। তুমি সিয়াম ভেঙ্গে ফেল ইচ্ছা হলে তুমি তদস্থলে আরেকটি সিয়াম পালন করবে। এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নাফ্ল 'ইবাদাত শুরু করলে তা পূর্ণ করা জরুরী নয়। সিয়ামের ক্ষেত্রে তা সরাসরি দলীল দ্বারা প্রমাণিত। "রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নকারীকে যাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন" এ বাক্যটি বর্ণনাকারীর নিজের। মনে হয় রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নকারীর উত্তরে যাকাত সম্পর্কে কি শব্দ প্রয়োগ করে উত্তর দিয়েছিলেন বর্ণনাকারী তা ভুলে গেছেন অথবা তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তিনি তিনি স্বীয় ভাষায় রসূল ﷺ এর সংবাদটি অবহিত করেছেন। এতে বুঝা যায় হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দ সংরক্ষণ করাও জরুরী।

---

[৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৪৬, মুসলিম ১১।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) মুক্তি লাভের জন্য ইসলামের ফার্‌য ও ওয়াজিবগুলোর প্রতি 'আমাল করা আবশ্যক।

(২) এতে মুর্জিয়াদের 'আক্বীদাহ্– নাজাত তথা মুক্তির জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট 'আমালের প্রয়োজন নেই– প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

١٧ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ الْقَوْمُ؟ – أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ –» قَالُوا: رَبِيعَةُ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ – أَوْ: بِالْوَفْدِ – غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:

أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟» قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ».

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفظه لِلْبُخَارِيِّ

১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল ক্বায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন্ গোত্রের লোক (বা কোন্ প্রতিনিধি দল)? লোকেরা জবাব দিল, এরা রবী'আহ্ গোত্রের লোক। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, গোত্র বা প্রতিনিধি দলকে মুবারকবাদ! অপমান ও অনুতাপবিহীন অবস্থায় আগত প্রতিনিধি দলকে মুবারকবাদ! প্রতিনিধি দল আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার ও আমাদের মধ্যে কাফির যুদ্ধবাজ মুযার বংশ অন্তরায়স্বরূপ থাকায় হারাম মাস ব্যতীত অন্য মাসে আপনার নিকট আসতে পারি না। তাই আপনি হাক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী এমন কিছু পরিষ্কার নির্দেশ দিন যা আমরা মেনে চলব এবং যাদেরকে দেশে রেখে এসেছি তাদেরকে গিয়ে বলতে পারব। যা দ্বারা আমরা (সহজে) জান্নাতে যেতে পারি। এর সাথে তারা (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে) পানীয় বস্তু (পান পাত্র) সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন আর চারটি কাজ হতে নিষেধ করলেন। (প্রথমে) তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি, তা কি তোমরা জান? তারা জবাবে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল– এ সাক্ষ্য দেয়া। (২) সলাত ক্বায়িম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। এবং (৪) রমাযান মাসের সিয়াম পালন করা। এরপর (চারটি কাজ ছাড়াও) গনীমাতের (জিহাদলব্ধ মালের) 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার হুকুম দিলেন। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চারটি (মদের) পানপাত্র ব্যবহার নিষেধ করলেন। এগুলো হল : হানতাম (নিকেল করা সবুজ পাত্র), দুব্বা (কদুর খোল দ্বারা

প্রস্তুতকৃত পাত্রবিশেষ), নাকীর (গাছের বা কাঠের পাত্রবিশেষ), মুযাফ্‌ফাত (তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ)। (এ জাতীয় পাত্রে তৎকালীন সময়ে মদ ব্যবহার করা হত) তিনি আরো বললেন, এ সকল কথা ভালভাবে স্মরণ রাখবে। যাদের দেশে ছেড়ে এসেছো তাদেরকেও বলবে।[৩৪]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল ক্বায়স এর গোত্র থেকে রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দু'বার দু'টি প্রতিনিধি দল এসেছিল। ১ম দলটি এসেছিল ৫ম হিজরী সালে অথবা তার কিছু আগে বা পরে। এ দলের সদস্য ছিল ১৩ জন। তাদের মধ্যে আল-আশাজ আল-আসরীও ছিলেন। ২য় দলটি এসেছিল মক্কা বিজয়ের পরে। যে সালটি 'প্রতিনিধি দলের বৎসর' নামে খ্যাত সেই সালে। এ দলে সদস্য ছিল ৪০ জন। তাদের মধ্যে আল-জারূদ আল-'আবদীও ছিলেন।

তারা এসে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন হে আল্লাহর রসূল আমাদের মাঝে ও আপনার মাঝে কাফের মুযার গোত্রের অবস্থান তাই আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট আসতে পারি না। এতে বুঝা যায় তারা রসূলের নিকট আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ হাদীসটি ঐ হাদীসের বিপরীত নয় যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন "আমাল তোমাদের কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না"। কেননা এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত শুধু মাত্র 'আমাল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। এ কথা দ্বারা তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা মনে করে 'আমালই সবকিছু এবং আল্লাহর রহমাত বলতে কিছু নেই। অথচ 'আমাল করতে পারাটাই আল্লাহর রহমাত যা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।

তাঁরা তাঁকে পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে। অর্থাৎ বিভিন্ন পান পাত্রের মধ্যে কোন ধরনের পান পাত্রের পানীয় বৈধ? আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন। এ হাদীসে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় :

(১) আদেশ করা হয়েছে একটির, বাকীগুলো এর ব্যাখ্যা তা হলো রসূল ﷺ-এর বাণী : তোমরা জান কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কাকে বলে? তাহলে এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল তা হল ঈমান। অথচ তিনি বললেন আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিব। তাহলে আর তিনটি কোথায়?

(২) আরকান পাঁচটি উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তিনি প্রথম বলেছেন তা চারটি।

---

[৩৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৩, মুসলিম ১৭; শব্দ বুখারীর।

نَدَامَى (নাদা-মা-) শব্দটি نَدْمَانُ (নাদ্‌মা-ন) শব্দের বহুবচন যা نَادِمٌ (না-দিম) ইসমে ফায়িলের অর্থে তথা অনুতপ্ত, অনুশচিত, লজ্জিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ– তারা আমাদের নিকট আসায় ক্ষতিগ্রস্ত, লজ্জিত হয়নি।

এ হাদীসে দৃশ্যত কিছু জটিলতা বা সমস্যা রয়েছে। (যদিও মূলত কোন সমস্যা নেই) তা হলো : গণনায় পাঁচটি বিষয় আদেশের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অথচ শুরুতে চারটির কথা বলা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হলো বাগ্মীদের একটি রীতি যে, যখন কোন বাক্যকে কোন বিশেষ উদ্দেশে স্থাপন করা বা নিয়ে আসা হয় তখন তারা তার বর্ণনা প্রসঙ্গকে এমন করে দেন যেন তা পেশকৃত বিষয়। অতএব, এখানে শাহাদাতায়নের উল্লেখটা উদ্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা রসূলের নিকট আগমনকারী কওমটি শাহাদাত স্বীকৃতিদানকারী মু'মিন ছিল যা তাদের উক্তি اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ থেকে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও বুখারীর একটি বর্ণনা তথা أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ بِأَرْبَعٍ أَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ. وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ وَأَعْطُوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ..... -টিও তা প্রমাণ করে। আর বুখারীর এ বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখিত সন্দেহটির বা সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়। (মিরকাত)

حَنْتَمٌ (হান্‌তাম) অর্থ সবুজ কলস যা মাটি এবং চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়।

اَلدُّبَّاءُ (আদ্ দুব্‌বা-য়ু) অর্থ লাউ দ্বারা তৈরিকৃত পাত্র।

اَلنَّقِيْرُ (আন্ নাক্বীর) অর্থ গাছের দণ্ডমূল কুড়ে প্রস্তুতকৃত পাত্র যাতে নাবিয প্রস্তুত করা হয়।

اَلْمُزَفَّتُ (আল্ মুযাফ্‌ফাত) অর্থ আল-কাতরার প্রলেপ দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্র।

Contents

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো ঈমান মূলত একটি হলেও তার শাখা অনুপাতে তা চারটি বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ চারটি বস্তুর সমন্বয়ের নামই ঈমান।

২য় প্রশ্নের উত্তর এই যে, কথা সাহিত্যিকদের সাধারণ নিয়ম এই যে তারা যখন কোন বিষয় কথা বলে তখন তার মূল বক্তব্যকেই এর মধ্যে গণ্য করা হয়। তা ব্যতীত আর যা কিছু তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। এখানে শাহাদাতায়নের উল্লেখ মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা প্রশ্নকারী সম্প্রদায় শাহাদাতাইনের প্রতি আগে থেকেই বিশ্বাসী ছিল। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে এমন চারটি বস্তুর নির্দেশ দেন যা তাদের জানা ছিল না যে, এগুলো ঈমানের মৌলিক বিষয়। এ কথার সমর্থন মিলে সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ডের ৬১২ পৃষ্ঠায় আদব পর্বে বর্ণিত হাদীসে। তাতে উল্লেখ আছে "আর চারটি বিষয় হল তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযান মাসে রোযা রাখবে এবং গানীমাতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিবে।"

এ হাদীসে উল্লিখিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এই পাত্রসমূহের নাবীযে দ্রুত মাদকতা আসে। ফলে কেউ এ পাত্রে নাবীয তৈরি করার ফলে তার অজান্তেই সে মাদক পান করে ফেলতে পারে। পরবর্তীতে সকল প্রকার পাত্রেই নাবীয তৈরি করার অনুমতি প্রদান সাব্যস্ত আছে। তবে মাদক অবশ্যই বর্জনীয়।

١٨ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِه: «بَايِعُوْنِيْ عَلٰى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ» فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ঘিরে একদল সহাবী বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার হাতে এ কথার বাই'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার (যিনা) করবে না, নিজেদের সন্তানাদি (অভাবের দরুন) হত্যা করবে না। কারো প্রতি (যিনার) মিথ্যা অপবাদ দিবে না। শারী'আতসম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে। অপরদিকে যে লোক (শিরক ব্যতীত) অন্য কোন অপরাধ করবে এবং এজন্য দুনিয়ায় শাস্তি পেয়ে যাবে তাহলে এ শাস্তি তার গুনাহ মাফ হবার কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে। আর যদি কোন গুনাহের কাজ করে, অথচ আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন (বা ধরা না পড়ে), এজন্য দুনিয়ায় এর কোন বিচার না হয়ে থাকে, তাহলে এ কাজ আল্লাহর মর্যির উপর নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতে তাকে ক্ষমা করে দিবেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। বর্ণনাকারী ('উবাদাহ্) বলেন, আমরা এ সকল শর্তানুযায়ী নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বায়'আত করলাম।[৩৫]

ব্যাখ্যা : ইসলামের উপর অটল থাকার অঙ্গীকার লেনদেনের চুক্তি (বায়'আত) নামে অভিহিত। এর কারণ এই যে, ক্রয় বিক্রয়ের মতই শর্ত। এখানে বিদ্যমান। কেননা আনুগত্য করে এর বিনিময়ে সাওয়াব

---

[৩৫] **সহীহ :** বুখারী ১৮, মুসলিম ১৭০৯; শব্দ বুখারীর।

অর্জন, ক্রয় বিক্রয়ের মালের বিনিময়ে মাল অর্জনের চুক্তির মতই। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১১)

অন্যায়ভাবে সকল হত্যাই হারাম। তা' সত্ত্বেও এ হাদীসে বিশেষভাবে সন্তান হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ জন্য যে, এটা হত্যা ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল। তাই একে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এজন্য যে, সন্তান হত্যা তৎকালীন সময়ে ব্যাপক ছিল। তখন জীবিত কন্যা সন্তান প্রোথিত করা হত। আর দরিদ্রতার ভয়ে পুত্র সন্তান হত্যা করা হত।

তোমরা তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝে অপবাদ রচনা করবে না। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন মহিলা যিনার ফলে সন্তানকে যেন মিথ্যাপ্রাপ্ত তার স্বামীর সন্তান বলে দাবী না করে। পরবর্তীতে পুরুষদের বায়'আতের ক্ষেত্রে এ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তখন এর অর্থ হচ্ছে তুমি নিজ থেকে কোন অপবাদ রচনা করবে না।

মা'রূফ কাজে আমার অবাধ্য হবে না– যে কাজ আল্লাহর আনুগত্য ও মানবের প্রতি কল্যাণরূপে পরিচিত এবং যে কাজ করতে শরী'আত আহ্বান জানিয়েছে এমন সকল কাজকেই মা'রূফ বলে। এ কথার দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিরোধিতা হয় না শুধুমাত্র এমন কাজেই আনুগত্য করা কর্তব্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে এ হাদীসে তো শুধু নিষিদ্ধ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদিষ্ট কাজ উল্লেখ করা হয়নি কেন?

এর জবাবে বলা যায় যে, আদিষ্ট বিষয় একেবারে পরিত্যাগ করা হয়নি বরং তা সংক্ষিপ্তাকারে আমার অবাধ্য হবে না এ বাক্যের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে।

"কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়গুলোতে যদি কোন অপরাধ করে আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন তবে তার শাস্তি প্রদান বা ক্ষমা করা আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। এর দ্বারা বুঝা যায় কাবীরাহ্ গুনাহের দ্বারা কেউ কাফির হয়ে যায় না। কেননা কাফিরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

হাদীসের শিক্ষা– পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি অপরাধ করার পর তার উপর শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করলে এটা তার গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও হাকিমে বর্ণিত হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

١٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ بَلٰى قَالَ «فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. قَالَ : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ بَلٰى قَالَ «فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিত্‌র কিংবা কুরবানীর ঈদের দিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে গেলেন এবং নারীদের নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশে বললেন,

"হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদাক্বাহ্ কর। কেননা আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজেরই হবে।" (এ কথা শুনে) তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কি? নাবী ﷺ বললেন, "তোমরা অধিক মাত্রায় অভিসম্পাত করে থাক এবং নিজ স্বামীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাক। বুদ্ধি ও দীনদারীতে দুর্বল হবার পরও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষদের বেওকুফ বানিয়ে দেবার জন্য তোমাদের চেয়ে অধিক পারঙ্গম আমি আর কাউকে দেখিনি।" (এ কথা শুনে) নারীরা আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের কী দুর্বলতা রয়েছে? নাবী ﷺ বললেন, "একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়?" তারা বলল, জি হাঁ! নাবী ﷺ বললেন, "এটাই হল নারীদের বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতা। আর নারীরা মাসিক ঋতু অবস্থায় সলাত আদায় করতে ও সিয়াম পালন করতে পারে না। এটা কি সত্য নয়?" তারা উত্তরে বলেন, হাঁ তা-ই। নাবী ﷺ বললেন : "এটাই হল তাদের দীনের দুর্বলতা।"[৩৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রসূলের বাণী, "আমাকে জাহান্নামের অধিবাসী অধিকাংশ মহিলাকে দেখানো হয়েছে"। এই দেখার ঘটনা হয়ত মে'রাজ রজনীতে অথবা সূর্যগ্রহনের সলাতে সংঘটিত হয়েছে, যেমনটি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়।

এ হাদীসটি ঐ সমস্ত হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে, "জান্নাতে প্রত্যেক পুরুষকে দুনিয়ার মধ্যকার দুজন নারীকে তার স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে।" যাতে প্রমাণিত হয় জান্নাতেই নারীদের সংখ্যা বেশী জাহান্নামে নয়। কেননা হতে পারে যে, এই আধিক্য জাহান্নাম হতে গুণাহ্গারদের বের করার পূর্বে তাতে নারীদের সংখ্যাই বেশী থাকবে। অথবা এমন হতে পারে যে নাবী ﷺ কে যখন জাহান্নাম দেখানো হয় তখন তাতে নারীদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

হাদীসে বর্ণিত اَلْعَشِيْرُ অর্থ স্বামী। তারা তাদের স্বামীদের সাথে কুফ্রী করে। তাদের স্বামীর অনুগ্রহ ও সদাচরণকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদের জন্য যা করে তা খাটো করে দেখে।

হাদীসে বর্ণিত "মহিলাদের হায়য চলাকালীন সময়ে সলাত ও রোযা ছেড়ে দেয়া তাদের ধর্মের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে বলায় কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে এটা ধর্মের ঘাটতি হল কি করে? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, দীন, ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। কেননা আনুগত্যকে দীন ও ঈমান বলা হয়। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যায় 'ইবাদাত বেশী হয় তার দীন ও ঈমান বৃদ্ধি পায় বা পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে যার 'ইবাদাত কম হয় তার দীন ও ঈমানে ঘাটতি হয়। হাদীসে তাদের এই ঘাটতিকে দূষের বলা হয়নি। বরং এর দ্বারা তাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের শাস্তির কারণ বলা হয়েছে তা তাদের কুফ্রী করাকে তাদের এই ঘাটতিকে নয়।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) অনুগ্রহ অস্বীকার করা হারাম।

(২) লা'নাত দেয়া, গালি-গালাজ করা হারাম।

(৩) আল্লাহর সাথে কুফ্রী ছাড়াও অন্য কোন কাজকে কুফ্রী বলা বৈধ। তবে এ কুফ্রী আল্লাহর সাথে কুফ্রী করার সমতুল্য নয়।

---

[৩৬] **সহীহ :** বুখারী ৩০৪, মুসলিম ৮০।

٢٠ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ».

২০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদাম সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী বানাচ্ছে, অথচ এটা তাদের জন্য অনুচিত। সে আমায় মন্দ বলছে অথচ এটাও তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আমাকে মিথ্যা বলার অর্থ হল- তারা বলে, এমনভাবে আল্লাহ আমাকে (আখিরাতে) অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারবেন না ঠিক যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথম (এ দুনিয়ায়) সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমার পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় অধিকতর সহজ নয় কি? আর আমার ব্যাপারে মন্দ বলার অর্থ হল, তারা বলে, আল্লাহ নিজের পুত্র বানিয়েছেন, অথচ আমি একক ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেইনি, আর কেউ আমার সমকক্ষও নয়।[৩৭]

ব্যাখ্যা : এ জাতীয় হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাদীসে কুদসীতে নাবীগণ ইলহাম, স্বপ্ন অথবা মালাকগণের (ফেরেশ্‌তাদের) ভাষার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ অবগত হন। অতঃপর ভাষায় তার মর্ম তার উম্মাতদেরকে অবহিত করেন।

সরাসরি আল্লাহর যে বাণী নিয়ে জিবরীল (আলায়হিস্ সালাম) স্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং তা আল্লাহর ভাষায়ই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কুরআন মুতাওয়াতির, হাদীসে কুদসী তা নয়– হাদীসে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে। পুনরুত্থান বাস্তব এবং তা সম্ভব। কেননা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতির উপর শরীরের গঠন নির্ভরশীল তার অস্তিত্ব যদি অসম্ভব হত তাহলে শরীরের অস্তিত্ব পাওয়া যেত না অথচ শরীরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথমবার যার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় বার তার পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

"আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন" এটা তার জন্য গালি এজন্য যে, এতে তার ত্রুটি ব্যক্ত হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ সন্তানের জন্ম হয় তার মা থেকে। মা সন্তান গর্ভে ধারণ করে, এরপর প্রসব করে। এর জন্য আগে বিয়ের প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এসবকিছু থেকে পবিত্র।

"আমার সমকক্ষ কেউ নেই" এর দ্বারা সকল প্রকার সমকক্ষতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। পিতা না হওয়া স্ত্রী না থাকা এর অন্তর্ভুক্ত।

٢١ـ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস-এর বর্ণনায় আছে, আর তাদের আমাকে মন্দ বলার অর্থ হল : তারা বলে, আল্লাহর সন্তান আছে, অথচ আমি স্ত্রী ও পুত্র হতে পবিত্র।[৩৮]

---

[৩৭] **সহীহ :** বুখারী ৪৯৭৪।

[৩৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৮২। বুখারীতে وَسُبْحَانِيْ -এর স্থলে فَسُبْحَانِيْ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : (বলা হয়ে থাকে) আমার সন্তান আছে অথচ আমার সত্তাকে আমি পবিত্র রেখেছি সন্তান ও স্ত্রী গ্রহণ করা থেকে। এ হাদীসের সাথে কিতাবুল ঈমানের সম্পর্ক এই যে, হাশর বা পুনরুত্থান অস্বীকার করা এবং আল্লাহর সন্তান আছে দাবী করা হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত ঈমানের বিপরীত। তাই হাদীসটি এ পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٢-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالٰى يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদাম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা যুগ বা কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই দাহ্‌র অর্থাৎ যুগ বা কাল। আমার হাতেই (কালের পরিবর্তনের) ক্ষমতা। দিন-রাত্রির পরিবর্তন আমিই করে থাকি।[৩৯]

ব্যাখ্যা : আদাম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় এর অর্থ হচ্ছে সে আমার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে যা আমি অপছন্দ করি। আর সে আমার দিকে এমন বস্তুর সম্পর্ক স্থাপন করে যা আমার মর্যাদার পরিপন্থী। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো যার দ্বারা এরূপ কাজ সংঘটিত হবে সে আল্লাহর বিরাগ ও অসন্তোষের শিকার হবে। আর আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা অপছন্দ করে এবং যার প্রতি তারা সন্তুষ্ট নন এমন কাজ করা।

"যামানাকে গালি দেয়" এর মর্ম হল, যখন কারো মৃত্যু ঘটে অথবা কারো ধ্বংস হয় বা সম্পদ বিনষ্ট হয় তখন যামানাকে বলে "যামানা ধ্বংস হোক" জাহিলী যুগের লোকেরা কোন বিপদ মুসীবতে পতিত হলে এরূপ বলত। তাদের মধ্যে কেউ তো এমন ছিল যে, তারা আল্লাহ কে বিশ্বাস করত না, তারা দিবা রাত্রির পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রতি ৩৬ হাজার বছর পরে সকল কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

আবার কেউ এমন ছিল যে তারা স্রষ্টাকে স্বীকার করতো, তবে তারা কোন অপছন্দনীয় বিষয়কে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করাকে অপছন্দ করতো। ফলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তা যামানা ও যুগের সাথে সম্পৃক্ত করত। এভাবেই তারা যামানাকে গালি দিতো এবং দোষারোপ করত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই হলেন যামানার সৃষ্টিকারী, এর পরিবর্তনকারী। যামানার মধ্যে কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের সৃষ্টি করেন মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি। অতএব কোন আদাম সন্তান যখন সেই যামানাকে গালি দেয় তখন প্রকৃতপক্ষে সে গালি তার উপরই বর্তায় যিনি এর সৃষ্টিকর্তা। যার সমর্থন পাওয়া যায় মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসে। এতে বলা হয়েছে "তোমরা যামানাকে গালি দিবে না" কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন "আমিই যামানা। দিবা রাত্রি আমারই (সৃষ্টি)। আমিই তা নতুন করে নিয়ে আসি আবার তা পুরাতন করে দিই। এক বাদশাহ্‌র পরে আরেক বাদশাহ্‌র আভির্বাব ঘটাই।"

٢٣-وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلٰى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ يَدعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৩। আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কষ্টদায়ক কোন বিষয় শুনেও সবর করার ক্ষমতা আল্লাহর চেয়ে অধিক আর কারো নেই। মানুষেরা তাঁর

[৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৮২৬, মুসলিম ২২৪৬।

সন্তান আছে বলে দাবি করে। (এরপরও তিনি মানুষের ওপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে), বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকেন।[৪০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অধিক ধৈর্যশীল এর মর্ম হল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দিয়ে তা বিলম্বিত করা। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এর অর্থ হল আল্লাহ সেই সত্তা যিনি অপরাধীদেরকে দ্রুত শাস্তি দেন না। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহ তো কষ্ট পাওয়া হতে মুক্ত। কেননা কষ্ট পাওয়া একটি ত্রুটি আল্লাহ তো সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। এর জওয়াব এই যে, এ কষ্ট তার রসূল ও তার সৎ বান্দাগণের প্রতি যুক্ত হয়। যেমনিভাবে আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করার অর্থ সৎ বান্দাদের কষ্ট দেয়া কেননা তাতে তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয় যে আল্লাহর সন্তান ও স্ত্রী নেই। তাই এ কষ্টকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে যাতে তাদের দাবীর প্রত্যাখ্যান সুস্পষ্ট নয়।

আল্লাহর রসূলদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের তিনি বিভিন্ন বালা মুসীবাত হতে রক্ষা করে তাদের সুস্থ রাখেন। তাদের নিরাপত্তা দান করেন ও বিভিন্ন প্রকার সম্পদ দিয়ে লালন পালন করেন। তাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেননা। অতএব তিনি অতি ধৈর্যশীল। কেননা তিনি তা বাধ্য হয়ে করেন না। বরং শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ বিলম্ব তার দয়া ও অনুগ্রহ।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) কষ্ট সহ্য করে ধৈর্য ধারণ করা প্রশংসনীয়।

(২) প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেয়া একটি মহৎ গুণ।

٢٤ـ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟» قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا». فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৪। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ভ্রমণে গাধার উপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে আরোহণ করলাম। আমার আর তাঁর মধ্যে হাওদার পেছন দিকের হেলানো কাঠ ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি বললেন, হে মু'আয! বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হাক্ব এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি হাক্ব, তুমি কি তা জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই এ ব্যাপারে অধিক অবগত। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর হাক্ব হল, তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শারীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হাক্ব হল, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করেনি, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমি কি এ সুসংবাদ মানুষদেরকে জানিয়ে দিব না? তিনি বললেন, লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিও না। কারণ তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে।[৪১]

---

[৪০] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৭৮, মুসলিম ২৮০৪; শব্দ বুখারীর।

[৪১] **সহীহ :** বুখারী ২৮৫৬ ও ৫৯৬৭, মুসলিম ৩০। এ বর্ণনাটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় সমষ্টি।

ব্যাখ্যা : হাক্ব বাতিলের বিপরীত। কেননা সত্য স্থায়ী বাতিল অস্থায়ী। হক শব্দটি আবশ্যক, জরুরী, উপযুক্ত। বান্দার হাক্ব অর্থ বান্দার জন্য যা উপযুক্ত ও যোগ্য। আল্লাহর প্রতি বান্দার হক এর অর্থ আল্লাহ কর্তৃক তার বান্দার প্রতি পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা। হাদীসে বর্ণিত 'ইবাদাতে র দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৌখিক স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আদিষ্ট কাজ সম্পাদন করা ও অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা। যার অবস্থা এরূপ হবে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। বরং সে বিনা শাস্তিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

নির্ভর করা অর্থাৎ আদিষ্ট কাজ করা নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা ছাড়াও ফযীলত পূর্ণ যে সমস্ত সুন্নাত ও নাফ্ল রয়েছে তা পরিত্যাগ করা। তা এজন্য যে মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই উপকার অর্জনের চাইতে ক্ষতি প্রতিরোধ করতে বেশী আগ্রহী। অতএব সে যখন জানতে পারবে যে মৌখিক স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনের সাথে ফরয 'আমাল করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাই মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট তখন সে এতেই তৃপ্ত থাকবে এবং সুন্নাত ও নাফ্ল কাজ করতে অলসতা করবে। সে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টাই করবে না। সন্দেহ নেই যে, শুধু ফার্‌য ও ওয়াজিব সম্পাদন করা এবং সুন্নাত ও নাফ্ল পালন থেকে বিরত থাকা উঁচু মর্যাদা অর্জন হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এজন্যই নাবী ﷺ মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে এ সংবাদ প্রদান করতে বারণ করলেন যাতে তারা উঁচু মর্যাদা অর্জনে সচেষ্ট হয়। মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে নাবী ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করতে বারণ করা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন 'ইল্‌ম গোপন করার গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে।

٢٥ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বাহনের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর পেছনে মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরোহণ করেছিলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, হে মু'আয! তিনি (মু'আয) বললেন, আমি উপস্থিত আছি, হে আল্লাহর রসূল! রসূল ﷺ আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি। তৃতীয়বার আবার রসূল ﷺ বললেন, মু'আয! মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি উপস্থিত আছি। এভাবে মু'আযকে তিনবার ডাকলেন এবং (মু'আয) তিনবারই তাঁর উত্তর দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর যে বান্দা খাঁটি মনে এ ঘোষণা দিবে, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল", আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। তখন মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ সুসংবাদটি কি আমি লোকেদেরকে জানিয়ে দিব? তারা যাতে এ খোশখবরী শুনলে খুশী হয়? রসূল ﷺ বললেন, না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। [আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন] মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শুধুমাত্র হাদীস গোপন করার অপরাধে অপরাধী হওয়ার ভয়েই মৃত্যুকালে এ হাদীসটি প্রকাশ করে গিয়েছেন।[৪২]

---

[৪২] **সহীহ :** বুখারী ১২৮, মুসলিম ৩২। এ বর্ণনাটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনার সমষ্টি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করবে তারা সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ হতে বেঁচে যাবে অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদাৎ এর প্রতি বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এ হাদীসটি ঐ স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী যা দ্বারা প্রমাণিত যে, একত্ববাদে বিশ্বাসী একদল গুনাহগার জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতঃপর সুপারিশের মাধ্যমে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

এর জবাব এই যে, নাবী ﷺ সহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, ঈমানের জন্য সৎ 'আমাল জরুরী। আর গুনাহের কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে আবশ্যক করে দেয়। এ কথাটি তাদেরকে বার বার বলার প্রয়োজনবোধ করেননি এজন্য যে, এটি তাদের জানা বিষয়। তা সত্ত্বেও এ হাদীসে ঈমানের শাখাগুলোর মধ্য হতে শাহাদাতায়নকে বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, এ দু'টি ঈমানের প্রকৃত ও মূল ভিত্তি। যার উপর স্থায়ী জীবনের ফলাফল নির্ভরশীল। মোট কথা এই যে, জাহান্নামের জন্য হারাম হওয়া অর্জিত হয় শাহাদাতায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মের ভিত্তিতে। তবে তার মধ্য থেকে শুধু ঐ বিষয়টিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যা অতি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কালিমাহ্। তা গাছের ঐ মূলের ন্যায় যা ব্যতীত গাছের জীবন অকল্পনীয়।

মু'আয (রাঃ) তার মৃত্যুকালে 'ইল্‌ম গোপন করার গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য হাদীসটি বর্ণনা করেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে হাদীস গোপন করা যদি গুনাহ হয় তাহলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিষেধের বিরোধিতা করা কি গুনাহ নয়?

জবাব এই যে, নিশ্চয় তিনি অবহিত হতে পেরেছিলেন, এ নিষেধাজ্ঞা কোন মাসলাহাত তথা উপকারের জন্য ছিল। তা অবশ্যই হারাম ছিল না যাতে তিনি এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে গুনাহে পতিত হবেন। তা সত্ত্বেও যে কারণে তিনি তা অবহিত করেছিলেন, তা এই যে কুরআন মাজীদে প্রচার করার আদেশ বিদ্যমান।

٢٦ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ». وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৬। আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) নাবী ﷺ-এর খিদমাতে পৌঁছলাম। তিনি একটি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়েছিলেন। আমি ফেরত চলে এলাম। অতঃপর পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি জেগে ছিলেন। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, যে ব্যক্তি (অন্তরের সাথে) *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বলবে আর এ বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, সে চুরি ও ব্যভিচার (এর মত বড় গুনাহ) করে থাকে তবুও? রসূল ﷺ বললেন : সে চুরি ও ব্যভিচার করে করলেও। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, চুরি ও ব্যভিচার করার পরও? নাবী ﷺ বললেন : হাঁ, চুরি ও ব্যভিচারের ন্যায় গুনাহ করলেও। আবূ যার-এর নাক ধূলায় মলিন হলেও। বর্ণনাকারী

تَأَثُّمًا (তাআস্‌সুমান) অর্থ পাপে জড়িত হওয়ার ভয় করা। অর্থাৎ– মু'আয (রাঃ) 'ইল্‌ম গোপন করার পাপ থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর সময় হাদীসটি বলে দিলেন। কারণ এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (অর্থাৎ– যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম গোপন করবে তাকে ক্বিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে)।

Contents

বলেন, যখনই আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন (গৌরবের সাথে) এ শেষ বাক্যটি 'আবূ যার-এর নাক ধূলায় মলিন হলেও' অবশ্যই বর্ণনা করতেন।[৪৩]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে এ কথা ঠিক যদি সে কবীরা গুনাহ না করে। অথবা কাবীরাহ্ গুনাহ করলেও তার উপর অটল থেকে মারা না যায়। তবে সে প্রথমেই অর্থাৎ কোন প্রকার শাস্তি ভোগ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি সে কোন কাবীরাহ্ গুনাহ করে এবং তার উপর অটল থেকেই মারা যায় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তাকে যদি আল্লাহ ক্ষমা করেন তবে সে শাস্তি ভোগ না করেই জান্নাতে যাবে। আর আল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন তবে পাপানুসারে সে শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে স্থায়ীভাবে জান্নাতে দেয়া হবে।

"যদিও সে যিনা করে ও চুরি করে" এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোন মু'মিন সকল ধরনের কাবীরাহ্ গুনাহ করে আর তাকে ক্ষমা করা হয় তা হলে শাস্তি ভোগ না করেই সে জান্নাতে যাবে। আর ক্ষমা করা না হলে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে। হাদীসে কাবীরাহ্ গুনাহের দু'টি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, গুনাহ দুই প্রকার : আল্লাহর হাক্ব যেমন যিনা করা, আর বান্দার হক যেমন অন্যায়ভাবে তাদের মাল আত্মসাৎ করা।

হাদীসের শিক্ষা–

(১) কাবীরাহ্ গুনাহ দ্বারা ঈমান দূরীভূত হয় না। কেননা যে ব্যক্তি মু'মিন নয় সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।

(২) কাবীরাহ্ গুনাহ তার অন্যান্য পুণ্যকর্মের সাওয়াব বিনষ্ট করে না।

(৩) কাবীরাহ্ গুনাহকারী স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে।

٢٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ أَمَتِه وَكَلِمَتُهٗ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক (অন্তরের সাথে) এ ঘোষণা দিবে, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শারীক নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রসূল এবং বিবি মারইয়াম-এর ছেলেও ['ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)] আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রসূল, তাঁর বান্দীর সন্তান ও আল্লাহর কালিমা– যা তিনি মারইয়াম-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'রূহ', আর জান্নাত-জাহান্নাম সত্য– তার 'আমাল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৪৪]

ব্যাখ্যা : 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহর বান্দা এ কথা দ্বারা নাসারা-খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের দিকে ঈঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাদের এ বিশ্বাস মূলত শির্ক।

---

[৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৮২৭, মুসলিম ৯৪।

[৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৩৫, মুসলিম ২৮। এ বর্ণনাটি বুখারী মুসলিমের বর্ণনার সমষ্টি।

'ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁরই রসূল— এ কথা দ্বারা ইয়াহূদীদের 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর রিসালাত অস্বীকার করাকে এবং তাঁর মা মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে আল্লাহর কালিমাহ্ এজন্য বলা হয় যে তিনি তাঁকে 'হও' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

"তিনি তাঁর রূহ" একথার মধ্যে এ ঈঙ্গিত রয়েছে যে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী এবং তাঁর প্রিয় ব্যক্তি। আর তিনি তাঁর সৃষ্টিও বটে।

"তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এতে তার 'আমাল যাই হোক" এর মর্ম হলো যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার পরও জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে)

٢٨ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أُبْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعَكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ : «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ فَقَالَ : «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ : «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَالْحَدِيثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : «قَالَ اللهُ تَعَالٰى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ» وَالآخَرُ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي» سَنَذْكُرُهُمَا فِي بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

২৮। 'আম্র ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দিকে আপনার হাত প্রসারিত করে দিন আমি আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণের বায়'আত করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (অবাক হয়ে) বললেন, তোমার কি হল হে 'আম্র! আমি বললাম, আমার কিছু শর্ত আছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কি শর্ত? আমি বললাম, আমি চাই আমার (পূর্বের কৃত) গুনাহ যেন মাফ করে দেয়া হয়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আম্র! তুমি কি জান না 'ইসলাম গ্রহণ' পূর্বেকার সকল গুনাহ বিনাশ করে দেয়। হিজরত সে সকল গুনাহ মাফ করে দেয় যা হিজরতের পূর্বে করা হয়েছে। এমনিভাবে হাজ্জও তার পূর্বের সকল গুনাহ নষ্ট করে দেয়?[৪৫]

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে দু'টি হাদীস, প্রথমটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শারীককারীদের শির্ক হতে মুক্ত। ..... দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'অহংকার আমার চাদর' - ইনশাআল্লাহ তা'আলা রিয়ার অনুচ্ছেদে শীঘ্রই তা বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। চাই তা আল্লাহর হক হোক অথবা বান্দার উপর যুলম হোক। তা সাগীরাহ্ গুনাহ হোক অথবা কাবীরাহ্ গুনাহ হোক। তবে হিজরত এবং হাজ্জ এ দু'টি কাজ সম্পাদনের ফলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে হাক্ব আছে তা মাফ হয় কিন্তু বান্দার হক মাফ হয় না। এর উপর ইজমা অর্থাৎ সকল উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

---

[৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ১২১। অত্র হাদীসের يَا عَمْرو শব্দটি মুসলিমের নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قَالَ ثُمَّ تَلَا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ؟ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২৯। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটা 'আমালের কথা বলে দিন, যা আমাকে (সহজে) জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু যার পক্ষে আল্লাহ এটা সহজ করে দেন, তার পক্ষে এটা খুবই সহজ। তা হচ্ছে, আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, কাউকে তাঁর সাথে শারীক করবে না। নিয়মিত সলাত ক্বায়িম করবে, যাকাত দিবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হাজ্জ করবে। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে মু'আয! আমি কি তোমাকে কল্যাণকর দরজাসমূহ বলে দিব না? (জেনে রেখ) সিয়াম (কুপ্রবৃত্তির মুকাবিলায়) ঢালস্বরূপ। দান-সদাক্বাহ্ গুনাহকে নির্মূল করে দেয়। যেমনিভাবে পানি আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেয়। এভাবে মানুষের মধ্য-রাত্রির (তাহাজ্জুদের) সলাত (আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ শেষ হয়ে যায়)। অতঃপর (তার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করলেন : "সৎ মু'মিনদের পাঁজর বিছানা থেকে আলাদা থাকে (অর্থাৎ তারা শয্যা ত্যাগ করে 'ইবাদাতে রত থাকে) আর নিজেদের পরওয়ারদিগারকে আশা-নিরাশার স্বরে ডাকতে থাকে। যে সম্পদ আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে। কোন মানুষই জানে না, এ সৎ মু'মিনদের চোখ ঠাণ্ডা করার জন্য কি জিনিস লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। এটা হল তাদের কৃত সৎ 'আমালের পুরস্কার"– (সূরাহ্ সাজদাহ্ ৩২ : ১৬-১৭)। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না, (দীনের) কাজের খুঁটি স্তম্ভ কি এবং তার উচ্চশিখরই বা কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল! তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দীনের (সমস্ত কাজের) আসল হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ কালিমা)। আর তার স্তম্ভ হল সলাত, আর উচ্চশিখর হচ্ছে জিহাদ। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এ সকলের মূল বলে দিব না? আমি উত্তর দিলাম, হে আল্লাহর নাবী! অবশ্যই তা বলে দিন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জিহবা ধরে বললেন,

এটাকে সংযত রাখ। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা মুখ দ্বারা যা বলি, এ সম্পর্কেও কি (পরকালে) আমাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, সর্বনাশ, কি বললে হে মু'আয! (জেনে রেখ কিয়ামাতের দিন) মানুষকে মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তার কারণ মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অসংযত কথা।[৪৬]

ব্যাখ্যা : সাওম, সদাক্বাহ্ এবং রাতের সলাতকে কল্যাণের দরজা বলা হয়েছে। এজন্য যে, সাওম নাফসের জন্য কষ্টদায়ক। অনুরূপভাবে মাল থেকে সাদাকাহ্ বের করা এবং রাতে সলাত আদায় করা এ সব কাজ নাফ্সের জন্য কষ্টদায়ক। অতএব যে ব্যক্তি এ কষ্টদায়ক কাজের অভ্যাস গড়ে তুলবে তার জন্য সকল কল্যাণের কাজই সহজসাধ্য হয়ে যায়।

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ এখানে ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য কালিমা শাহাদাত। যেমনটি ইমাম আহমাদ মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন "এ বিষয়ের মূল হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁরই বান্দা ও রসূল। ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমা শাহাদত, আর الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য দীনী বিষয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কালিমা শাহাদাতকে স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীনের কোন ভিত্তি পাওয়া যাবে না। যখন সে এর সাক্ষ্য দিবে তখন তার মধ্যে দীনের মূল ভিত্তি পাওয়া যাবে। তবে এর দ্বারা দীনের খুঁটি বা স্তম্ভ পাওয়া যাবে না। অতঃপর যখন সলাত আদায় করবে এবং তা অব্যাহত রাখবে তখন তার দীন মজবুত হবে। কিন্তু তার পূর্ণতা ও মর্যাদা অর্জিত হবে না। এরপর যখন জিহাদ করবে তখন তার দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

"তাদের জিহ্বা দ্বারা অর্জিত ফসল।" মানুষ যে সকল কথাবার্তা বলে তাকে ফসলের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা কাঁচি দ্বারা কাটা হয়। কাঁচি যেমন কোন পার্থক্য না করে কাঁচা-পাকা, ভাল-মন্দ সব কর্তন করে তেমনই কোন কোন মানুষের জিহ্বা ভাল-মন্দ পার্থক্য না করেই সকল ধরনের কথা বলে। অতএব হাদীসের অর্থ হল মানুষকে তার জিহ্বা দ্বারা অর্জিত ফসলই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। হতে পারে তা কুফরী, শিরক, আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কোন কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, অপবাদ দেয়া, গালি দেয়া, মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখোরী করা ইত্যাদি এ সবই জিহ্বার ফসল।

٣٠ـ وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০। আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আর আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত করে আবার আল্লাহর ওয়াস্তেই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে। সে ঈমান পূর্ণ করেছে।[৪৭]

---

[৪৬] **সহীহ :** আহ্মাদ ২১৫৫১, আত্ তিরমিযী ২৬১৬, ইবনু মাজাহ্ ৩৯৭৩, সহীহুল জামি' ৫১৩৬; দ্রষ্টব্য হাদীস : ৮০৯৭, ৫৩০৩।

(১) أَمْرٌ ('আম্র) শব্দটি তাখরিজের কোন গ্রহণযোগ্য উৎস গ্রন্থে নেই। (২) جُنَّةٌ (জুন্নাহ্) শব্দের অর্থ জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল। (৩) মুদ্রণে এরূপ হয়েছে যা মূলত লেখন বিকৃতি। সঠিক ইবারত হলো : (أَلَا أُخْبِرُكَ عَلٰى بِرَأْسِ الْأَمْرِ)। আবার কোন কোন বর্ণনায় (أَدُلُّكَ عَلٰى رَأْسِ الْأَمْرِ) রয়েছে।

[৪৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৬৮১, সহীহুল জামি' ৫৯৬৫।

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদ-এর এ বর্ণনাটি সহীহ। তবে হাদীসটি শাওহার ইবনু হাওশাব সূত্রে মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) হতেও বর্ণিত যা ইমাম আহমাদ ৫ম খণ্ডের ২৪৫ পৃঃ বর্ণনা করেছেন। এ শাওহার সমালোচিত রাবী। ইমাম আহ্মাদ হাদীসটি ৫ম খণ্ডে ২৩৭ পৃঃ 'উরওয়াহ্ ইবনু নাযাল ও মায়মূন ইবনু আবী শাবীব সূত্রে মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) হতে বর্ণনা করেছেন। এ 'উরওয়াহ্ ও মায়মূন মু'আয থেকে কোন হাদীস শুনেননি। এ হাদীসের আরো অনেক সূত্র রয়েছে সবই দুর্বল।

٣١-رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ فِيهِ: «فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ».

৩১। তিরমিযী এ হাদীসটি শব্দের কিছু আগ-পিছ করে মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এতে বর্ণিত হয়েছে, 'সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে'।[৪৮]

ব্যাখ্যা : فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ এ অংশটুকু তিরমিযীতে মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) বর্ণিত হাদীসে বিদ্যমান। তবে ইমাম তিরমিযী ঐ অংশটুকু মুনকার বলে মন্তব্য করেছেন। এটাও বলা যেতে পারে যে, ইমাম তিরমিযী মুনকার দ্বারা গারীব উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা এ অংশটুকু তার থেকে তার ছেলে সাহল বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে এটি গারীব। আর মুনকার শব্দটি দুই অর্থে আসে।

(১) দুর্বল রাবী কর্তৃক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত বর্ণনা।

(২) যা শুধুমাত্র একজন দুর্বল রাবী বর্ণনা করেছেন। যদিও তা শক্তিশালী রাবীর বিপরীত নয়। আর এখানে মু'আয থেকে বর্ণনাকারী একমাত্র তার ছেলে সাহল। যাকে ইবনু মাঈন য'ঈফ বলেছেন। আর আবূ হাতিম আর্ রাযী বলেছেন, তার বর্ণনা দলীলযোগ্য নয়।

٣٢-وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'আমালের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা, আর আল্লাহর জন্যই কারো সাথে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা।[৪৯]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর জন্য ভালবাসা তাঁর ওলী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরকে ভালবাসা আবশ্যক করে দেয়। আর তাঁদেরকে ভালবাসার জন্য শর্ত হল তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং তাদের আনুগত্য করা। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, লোকদের জন্য শত্রু থাকা জরুরী যাদের সাথে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করবে। পক্ষান্তরে তার এমন কিছু বন্ধু থাকবে যাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসবে। এর বিশদ বর্ণনা হচ্ছে যে, যখন তুমি কোন লোককে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাকে ভালবাসার কারণে ভালবাসবে তখন যে যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করে তাহলে অবশ্যই তুমি তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে। এজন্য যে সে আল্লাহর অবাধ্য পাপী এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয়। অতএব সে ব্যক্তি কোন কারণে কাউকে ভালবাসলে এর বিপরীত কারণের জন্য অবশ্যই বিদ্বেষ রাখবে। আর ভালবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করার স্বাভাবিক নিয়ম এটাই।

---

[৪৮] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২৫২১, সহীহুত্ তারগীব ৩০২৮।

[৪৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫৯৯, য'ঈফুত্ তারগীব ১৭৮৬। দু'টি কারণে- প্রথমতঃ সহাবী আবূ বাক্র থেকে বর্ণনাকারী অপরিচিত ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ ইয়াযীদ বিন যিয়াদ দুর্বল রাবী।

٣٣ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সেই ব্যক্তি মুসলিম যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত ও পরিপূর্ণ) মু'মিন সে ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে।[৫০]

ব্যাখ্যা : পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সেই যার মধ্যে আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়। যার ফলে তার ব্যাপারে মানুষের এ আশংকা থাকে না যে, সে তাদের মাল বিনষ্ট করবে। রক্তপাত ঘটাবে বা তাদের স্ত্রীদের প্রতি হাত বাড়াবে। এ গুণ অর্জন ছাড়া ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে না। এ গুণ অর্জন না করে কেউ পূর্ণ মু'মিনও হতে পারে না। তবে এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে এ গুণ অর্জিত হলেই সে পূর্ণ মু'মিন হয়ে যাবে যদিও সে সলাত পরিত্যাগ করে বা অনুরূপ কোন ফরয 'ইবাদাত পালন করা থেকে বিরত থাকে।

٣٤ـ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» بِرِوَايَةِ فَضَالَةَ : «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ».

৩৪। ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে ফাযালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন তাতে এ শব্দগুলো বেশি রয়েছে : "আর প্রকৃত মুজাহিদ হল সে, যে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজের নাফ্সের সাথে জিহাদ করে এবং (প্রকৃত) মুহাজির সে ব্যক্তি, যে সকল অপরাধ ও গুনাহ বর্জন করে।"[৫১]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সে ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ নয় সে শুধু মাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বরং প্রকৃত মুজাহিদ সেই যে স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধ্য করে। কেননা মানুষের প্রবৃত্তির শত্রুতা কাফেরদের শত্রুতার চেয়েও ভয়ংকর। কারণ কাফেরতো তার থেকে অনেক দূরে। যার পক্ষে সর্বদা তার সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে কখনো কখনো তার কাছে এসে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কিন্তু স্বীয় প্রবৃত্তি সর্বদাই তার সাথে থাকে এবং প্রবৃত্তি তাকে কল্যাণ অর্জন ও আল্লাহর আনুগত্য করতে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে শত্রু সর্বদা তার পিছে লেগে থাকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার চাইতে যে তার থেকে অনেক দূরে।

হিজরত করার প্রকৃত রহস্য এই যে, মুমিনের পক্ষে যাতে কোন বাধা ব্যতিরেকেই আনুগত্য করা সম্ভব হয়। আর এমনসব খারাপ লোকদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা যায় যাদের সাথে অবস্থান করলে খারাপ চরিত্র ও কুকাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। অতএব প্রকৃত হিজরত হল এ খারাপ চরিত্র ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা। আর প্রকৃত মুহাজির সেই যে এসব থেকে দূরে থাকে।

---

[৫০] **সহীহ :** তিরমিযী ২৬২৭, নাসায়ী ৪৯৯৫, সহীহুল জামি' ৬৭১০।

[৫১] **সহীহ :** আহ্মাদ ৬/২১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৪৯, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ১০৬১১।

٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

৩৫। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুৎবাহ্ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানাতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়া'দা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই।[৫২] (বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : তার মধ্যে ঈমান নেই যার মধ্যে আমানাতদারী নেই। কেননা প্রকৃত মু'মিনতো সেই যাকে লোকেরা স্বীয় জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে। অতএব যে ব্যক্তি খিয়ানত করে ও যুলুম করে সে প্রকৃত মু'মিন নয়। ঈমানের পূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে। আমানাতদারী বিলুপ্ত হলে ঈমানের পূর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা খারাপ চরিত্র তাকে মানুষের সম্পদ, সম্মান ও রক্ত হালাল করার দিকে ধাবিত করে। আর এ অন্যায় আচরণগুলো ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে। ফলে তার মধ্যে স্বল্প ঈমানই অবশিষ্ট থাকে। এমনকি কখনো কখনো এ খারাপ কাজগুলো কুফ্‌রীতেও লিপ্ত করে।

"যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই" অর্থাৎ যার সাথে কারো কোন ওয়া'দা বা চুক্তি হয়, অতঃপর শারী'আত কর্তৃক অনুমোদিত কোন কারণ ছাড়াই তা' ভঙ্গ করে, তার ধর্মও অসম্পূর্ণ। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দীন, ঈমান ও ইসলাম সমার্থবোধক। এ হাদীসে তা পৃথক করা হয়েছে কেন? কেনইবা তার প্রতিটিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, যদিও তার শব্দাবলী ভিন্ন কিন্তু তার অর্থ একই। কেননা আমানত ও অঙ্গীকার মূলত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ও বান্দার হক আদায় করার মধ্যে নিহিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ কথা বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর তা পূর্ণ করে না, আল্লাহর পক্ষ হতে আমানাত গ্রহণ করার পর তা' আদায় করে না তার মধ্যে দীন ও ঈমান নেই। আর এ ওয়া'দা 'ও আমানাত হল আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ ও নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

[৫২] **সহীহ/হাসান :** আহ্‌মাদ ৩/১৩৫, সহীহুত্ তারগীব ৩০০৪, শু'আবুল ঈমান ৪০৪৫।

আমি (আলবানী) বলছি : اَلسُّنَنُ الْكُبْرٰى (আস্‌সুনানুল কুবরা)-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮৮ নং পৃষ্ঠায় লেখক হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর লেখকের হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-এর দিকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকাটা ধারণা দেয় যে, হাদীসটি বায়হাক্বীর চেয়ে প্রসিদ্ধ এবং উঁচু স্তরের কেউ বর্ণনা করেনি। তবে বিষয়টি মোটেও এরূপ নয়। কারণ ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) হাদীসটি তার মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১৩৫, ১৫৪, ২৫১ নং পৃষ্ঠায় এবং اَلسُّنَّةُ (আস্ সুন্নাহ) গ্রন্থের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু আল্লামা জিয়া তার রচিত فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارِ (ফিল আহা-দীসিল মুখতার) নামক গ্রন্থে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে উভয় সূত্রেই ২/২৩৪ পৃঃ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ হাদীসটি ভাল তার একটি সানাদ হাসান স্তরেও এবং তার অনেক শাহেদ বর্ণনাও রয়েছে।

৩৬। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল, আল্লাহ (তাঁর অনুগ্রহে) তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।[৫৩]

٣٧ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি (খাঁটি মনে) এ বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে যে, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই" সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[৫৪]

ব্যাখ্যা : وَهُوَ يَعْلَمُ হাদীসের এ অংশ দ্বারা মুর্জিয়াদের বিশ্বাস, মুখে কালিমা শাহাদাৎ উচ্চারণকারী জান্নাতে যাবে যদিও অন্তরে সে তা বিশ্বাস না করে– প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা অন্য বর্ণনায় রয়েছে غير شاك فيهما-এর প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ রাখে না। অতএব বুঝা গেল সন্দেহযুক্ত সাক্ষ্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

আরো দলীল দেয়া হয় যে, মুখে শাহাদাতায়নের উচ্চারণ ছাড়া শুধুমাত্র অন্তরে মা'রিফাত অর্জনই যথেষ্ট। যেহেতু হাদীসে শুধু 'ইল্‌ম এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে আল জামা'আতের অভিমত হল মা'রিফাত অর্জন শাহাদাতায়নের সাথে জড়িত। একটি অন্যটি ব্যতীত কাউকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিতে পারে না তবে যে ব্যক্তি শাহাদাতায়ন মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম বা উচ্চারণ করার সময় পায়নি মৃত্যু এসে যাওয়ার কারণে তার কথা ভিন্ন। এ হাদীসে ভিন্নমত পোষণ কারীর কোন দলীল নেই। কারণ এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য হাদীসে এসেছে "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই" এবং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল"। এ রকম আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে শব্দের পার্থক্যসহ কিন্তু অর্থের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য।

٣٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ» قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ : «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু'টি বিষয় দু'টি জিনিসকে (জান্নাত ও জাহান্নামকে) অনিবার্য করে দেয়। এক সহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ দু'টি বিষয় কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৫]

ব্যাখ্যা : ভাল এবং মন্দ উভয়কে مُوْجِبَةٌ (আবশ্যককারী) বলা হয়। আল জামা'আতের নিকট وجوب এর অর্থ পুরস্কারের ওয়া'দা এবং শাস্তির অঙ্গীকার। হাদীসে বর্ণিত مُوْجِبَةٌ এর অর্থ কারণ। কেননা প্রকৃত

---

[৫৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৯।
[৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৬।
[৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ৯৩।

مُوْجِبٌ হলেন মহান আল্লাহ। অতএব শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। আর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করা জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

٣٩ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتّٰى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَاوَرْتُ بِهٖ هَلْ أَجِدُ لَهٗ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِيْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبُوْ هُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِيْ. فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!» وَأَعْطَانِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِيْ فَقَالَ اِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِيْ عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلٰى أَثَرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِيْ بَعَثْتَنِيْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِيْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرَهٗ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّيْ أَخْشٰى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَخَلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কয়েকজন রসূলুল্লাহ -কে ঘিরে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্‌র ও 'উমার -ও ছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। না জানি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার কোন বিপদে পড়লেন কিনা। এতে আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং উঠে বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তাই রসূলুল্লাহ -এর সন্ধানে আমি সকলের আগে বের হলাম। এমনকি খুঁজতে খুঁজতে আমি বানী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছলাম। ভিতরে প্রবেশ করার জন্য তার চারদিকে দরজা খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

তিনি বলেন, আমি জড়োসড়ো হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং ধীরে ধীরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেয়ে পৌঁছলাম। তিনি (আমাকে তাঁর সামনে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে) বললেন, আবূ হুরায়রাহ্ নাকি! আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, কি ব্যাপার? (তুমি এখানে?) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে আসলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আপনাকে ফিরে আসতে না দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। (আল্লাহ না করুন) আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হলেন কিনা। এজন্য আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (আপনাকে খোঁজ করতে করতে) এ বাগানের দিকে আসি এবং শিয়ালের ন্যায় খুব সরু হয়ে বাগানে প্রবেশ করি। আর অন্যান্যরাও (আপনার জন্য) আমার পেছনে আসছে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জুতাদ্বয় আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! আমার জুতা দু'টি সাথে নিয়ে যাও! (তুমি আমার কাছে এসেছিলে লোকেরা যেন বুঝতে পারে তার নিদর্শনস্বরূপ) আর বাগানের বাইরে যাদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাদের মধ্যে যারা সত্য দৃঢ় মনে 'আক্বীদার সাথে এ ঘোষণা দিবে, "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই", তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নিদর্শন নিয়ে বাইরে আসলে) প্রথমেই 'উমার-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরায়রাহ্! এ জুতা দু'টি কার? আমি বললাম, এ জুতা দু'টি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর। তিনি (ﷺ) এ জুতা দু'টি আমার কাছে দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য দৃঢ় মনে 'আক্বীদার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই", আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই। এ কথা শুনা মাত্রই 'উমার আমার বুকের উপর এমন ঘুষি মারলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর 'উমার আমাকে বললেন, ফিরে যাও, হে আবূ হুরায়রাহ্! তাই আমি কাঁদতে কাঁদতে রসূলের কাছে ফিরে এলাম। (আমার মনে 'উমারের ভয় ছিল) পিছন ফিরে দেখি 'উমার আমার সাথে এসে পৌঁছেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ (কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, হে 'উমার! এমন করলে কেন? 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনি আপনার জুতা দু'টি দিয়ে আবূ হুরায়রাহ্কে পাঠিয়েছেন এ বলে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তাকে যেন সে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ। 'উমার বললেন, (হে আল্লাহর রসূল! অগনুগ্রহ করে) এরূপ বলবেন না। আমার আশঙ্কা হয় (এ কথা শুনে) পরবর্তী লোকেরা এর উপর নির্ভর করে বসবে ('আমাল' করা ছেড়ে দিবে)। সুতরাং তাদেরকে যথাযথভাবে 'আমাল করতে দিন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে! তাদেরকে 'আমাল করতে দাও।[৫৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে তার জুতা দু'টো এজন্য দিয়েছিলেন যাতে তার কাছে এ আলামত বিদ্যমান থাকে যে তিনি সবে মাত্র রসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছেন এবং দেয়া সংবাদ সহাবীগণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। যদিও তার দেয়া সংবাদ তাদের নিকট আলামত ছাড়াও গ্রহণযোগ্য ছিল।

"তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও" যার মধ্যে এ গুণ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই এবং এর প্রতি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

[৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ৩২।

এতে সত্যের পতাকাবাহীদের এ কথার প্রমাণ পাওয়া যে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শুধু তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপ বিশ্বাস ব্যতীত মৌখিক সাক্ষ্যও যথেষ্ট নয়। বরং এ দু'টির সমন্বয় একান্ত জরুরী।

'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ধাক্কা মেরে তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যে কথা বলছেন তা থেকে তাকে বিরত রাখা। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু এর এ আচরণ এবং স্বয়ং নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশে ছিল না। কেননা যে নির্দেশ দিয়ে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে উম্মাতের মনের প্রশান্তি এবং তাদের সুসংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। অতএব 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু মনে করলেন এ সংবাদ তাদের থেকে গোপন রাখাই অধিক কল্যাণকর, যাতে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে না থাকে। অতঃপর তিনি যখন বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করলেন তখন তিনি তার অভিমত সঠিক বলে আখ্যায়িত করলেন। কেননা সাধারণ লোকদের যখন কোন সুসংবাদ প্রদান করা হয় তখন তারা তার উপর ভরসা করে বসে থাকে। আর বিশেষ লোকদের কে যখন সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তারা আরো বেশী করে কাজে মনোযোগী হয়।

٤٠ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪০। মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতের চাবি হচ্ছে "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই" বলে (অন্তরের সাথে) সাক্ষ্য দেয়া।[৫৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত শাহাদাহ্ থেকে শাহদাহ্'র জাত বা প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজ শাহ্দাহ্ তার জান্নাতে প্রবেশের চাবী। আর শাহাদাহ্ মুতাবিক কার্যাবলী সম্পাদকরা মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। অথবা বলা যায় যে, শাহাদাহ্ যেহেতু জান্নাতের দরজাসমূহের চাবী তাই তা যেন অনেকগুলো চাবীই। সেহেতু হাদীসে مَفَاتِيحُ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

٤١ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَاشْتَكٰى عُمَرُ إِلٰى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَا حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا حَمَلَكَ عَلٰى أَنْ لَّا تَرُدَّ عَلٰى أَخِيكَ عُمَرَ سَلَامَهُ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ أَمْرٌ فَقُلْتُ أَجَلْ قَالَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ تَوَفَّى اللهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بِأَبِي

[৫৭] **য'ঈফ :** আহ্মাদ ২১৫৯৭, য'ঈফুত্ তারগীব ৯২৬। কারণ শাহ্র খারাপ স্মৃতিশক্তির দোষে দুষ্ট একজন দুর্বল রাবী এবং সে মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে পাননি।

. أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجَاةُ هٰذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّي فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪১। ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তিকাল হলো, (তাঁর ইন্তিকালে শোকাহত হয়ে) তাঁর সহাবীগণের মধ্যে কতক লোক অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি সহাবীগণের কারো কারো মনে নানারূপ সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়। (তাঁর ইন্তিকালের পর এ দীন টিকে থাকবে কি?) ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমিও তাদের অন্যতম ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি বসেছিলাম আর ‘উমার আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন এবং আমাকে সালামও দিলেন, অথচ আমি তা টেরও পেলাম না। ‘উমার গিয়ে আমার বিরুদ্ধে আবূ বাক্‌রের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। অতঃপর তাঁরা দু’জন আমার নিকট আসলেন এবং উভয়ে আমাকে সালাম করলেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার ভাই ‘উমারের সালামের জবাব কেন দিলে না? আমি বললাম, আমি তো এরূপ করিনি। (‘উমার আমার কাছে এসেছেন ও সালাম দিয়েছেন আর আমি উত্তর দেইনি, এমন তো হতে পারে না)। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তুমি এরূপ করেছো। ‘উসমান বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি মোটেই বুঝতে পারিনি আপনি কখন এখান দিয়ে গেছেন ও আমাকে সালাম করেছেন। (কথোপকথন শুনে) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ‘উসমান সত্যই বলেছেন। নিশ্চয়ই আপনাকে কোন দুশ্চিন্তাই হয়তো বিরত রেখেছিল। তখন আমি বললাম, জি, হতে পারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে (ব্যাপারটা) কি? আমি বললাম, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রসূলকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁকে একটি বিষয় (মনের অযথা খটকা) হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, (চিন্তার কোন বিষয় নয়) আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। (এটা শুনে) আমি আবূ বাক্‌রের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনিই এ রকম কাজের যোগ্য ব্যক্তি। তারপর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ বিষয়টি হতে মুক্তির উপায় কি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাবে বললেন, যে লোক সে কালিমা গ্রহণ করল, যা আমি আমার চাচা (আবূ তালিব)-কে বলেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার জন্য এটাই হল মুক্তির মাধ্যম।[৫৮]

ব্যাখ্যা : الوسوسة বলা হয় মনের কথাকে। আর তা অবশ্যই সংঘটিত বিষয়। মানুষের ‘আক্‌লে যখন কোন ত্রুটি দেখা দেয় এবং এতে সে আবোল তাবোল কথা বলে এটাকেও الوسوسة বলা হয়। মানুষের মনে যে অন্যায় কথার উদয় হয় অথবা এমন বিষয়ের উদয় হয় যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই তাও الوسوسة। চিন্তার আধিক্যের কারণে আমিও তাদের একজন ছিলাম যাদের মধ্যে الوسوسة সৃষ্টি হয়েছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ বিষয় হতে মুক্তির উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার আগেই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দিলেন। এ কথা দ্বারা তিনি শায়ত্বনের الوسوسة হতে মুক্তির উপায়ের বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

---

[৫৮] **য‘ঈফ :** আহ্‌মাদ ২১, কারণ এর সানাদে একজন “মুবহাম” বা নাম অস্পষ্ট রাবী রয়েছে।

অর্থাৎ- তাদের কেউ কেউ সন্দেহে বা কুমন্ত্রণায় পড়ে গেল যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করায় এ দ্বীন শেষ হয়ে যাবে এবং ইসলামী শারী‘আতের উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত হবে- (মিরকাত)। সহাবী ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْأَمْرِ -এর দ্বারা দু’টি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে। ১ম মত : মু’মিনদের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ- তারা কিভাবে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে যা ইসলাম ধর্মের সাথে নির্দিষ্ট। ২য় মত : সকল মানুষের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ- তারা যে শাইত্বানের ধোঁকা, দুনিয়ার ভালবাসা এবং কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবমান অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে- (মিরকাত)।

٤٢ـ وَعَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَبْقَى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا» قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪২। মিক্বদাদ [ইবনু আস্‌ওয়াদ] রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, এ জমিনের উপর এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবূলের উপযুক্ত করে মর্যাদাবান ও গৌরবময় করে দিবেন। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা এ কালিমার প্রতি অনুগত হবার জন্য বাধ্য হবে। (মিক্বদাদ বলেন, এটা শুনে) আমি বললাম, তখন তো সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌রই দীন (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সকল দীনের উপরই ইসলাম বিজয়ী হবে)।[৫৯]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি ঘরে ইসলামের কালিমাহ্ প্রবেশ করাবেন। হয়ত ঘরের মালিক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ না নিয়ে এ কালিমাহ্ গ্রহণ করে সম্মানিত হবেন অথবা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে বন্দি হয়ে দাসত্ব বরণ করে লাঞ্ছিত হবে। অতঃপর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এর আনুগত্য করবে। অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে তার বশ্যতা স্বীকার করবে। মিক্বদাদ বলেন : আমি বললাম তা হলে দীন একমাত্র আল্লাহর হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিষয় যদি এ রকমই হয় তা হলে তো আল্লাহর দীনেরই বিজয় ঘটবে। বলা হয়ে থাকে যে এটা তখন ঘটবে যখন 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। পৃথিবীতে তখন কাফিরদের কোন আস্তানা থাকবে না। বরং সবাই ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হবে। হয়তবা তারা স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে গ্রহণ করবে। নতুবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে করবে। তখন শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান জারী থাকবে। এর সমর্থনে মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তার ('ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর) যুগে সকল ধর্ম বিলীন হয়ে যাবে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম টিকে থাকবে।

٤٣ـ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قِيْلَ لَهُ أَلَيْسَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ الْبَابِ

৪৩। ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই)– এ বাক্য কি জান্নাতের চাবি নয়? ওয়াহ্‌ব বললেন, নিশ্চয় (এটা চাবি)! কিন্তু প্রত্যেক চাবির মধ্যেই দাঁত থাকে। তুমি যদি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে যাও তবেই তো তোমার জন্য (জান্নাতের দরজা) খুলে দেয়া হবে, অন্যথায় তা তোমার জন্য খোলা হবে না।[৬০]

---

[৫৯] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ২৩৩০২।
ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) হাদীসটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি অন্যরাও বর্ণনা করেছেন যাদের নাম আমি (আলবানী) আমার লিখিত গ্রন্থ تَحْذِيْرُ السَّاجِدِ مِنْ اِتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ الْمَسَاجِدَ-এ উল্লেখ করেছি। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি মুয়াল্লিক সূত্রে তথা সানাদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

[৬০] **সহীহ :** ফাতহুল বারী ১/৪১৭; ইমাম বুখারী হাদীসটি সানাদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* জান্নাতের চাবী" তবে কেউ যেন এ ধোঁকায় পতিত না হয় যে, শুধুমাত্র এ কালিমাহ্ পাঠ করলেই তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। আর কোন 'আমাল ছাড়াই প্রথম শ্রেণীর জান্নাতীদের সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক চাবীরই দাঁত থাকে যা দ্বারা দরজা খোলা যায়? অতএব তুমি যদি এমন চাবী নিয়ে আসতে পার যাতে দাঁত আছে তাহলেই দরজা খুলবে। আর দাঁত দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সৎ 'আমাল যার সাথে কোন অসৎ 'আমাল মিশ্রিত থাকবে না। এ হাদীসে সৎ 'আমালকে চাবীর দাঁতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যদি দন্তহীন চাবী নিয়ে আস তাহলে তোমার জন্য দরজা খোলা হবে না। ফলে তুমি প্রথম শ্রেণীর লোকদের সাথে বেহেশতেও প্রবেশ করতে পারবে না। আর এটা অধিকাংশের বেলায় প্রযোজ্য। আর সঠিক কথা হল কাবীরাহ্ গুনাহে জড়িত ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এটাই আল্ জামা'আত-এর অভিমত।

٤٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى لَقِيَ اللهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ উত্তমভাবে (সত্য ও খালিস মনে) মুসলিম হয়, তখন তার জন্য প্রত্যেক সৎ কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর তার অসৎ কাজ– যা সে করে থাকে, তার অনুরূপই (মাত্র এক গুণই গুনাহ) 'আমালনামায় লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে।[৬১]

ব্যাখ্যা : বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মাধ্যমে যার ইসলাম সুন্দর হয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক থেকেই সে ইসলামের অনুসারী হয়। 'আমালের সময় আল্লাহ তার নিকটেই আছে এরূপ মনে করে এবং তিনি তাকে দেখছেন এমনটি ভাবে তাহলে তার প্রতিটি ভাল 'আমালের সাওয়াব দশ থেকে সাতশ' গুণ লেখা হয়। যদিও বক্তব্যটি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে দেয়া হয়েছে তথাপি এর হুকুম সর্বব্যাপী। কেননা একজনের প্রতি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন হুকুম বা আদেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আর এতে নারী পুরুষ, স্বাধীন ও দাস সবাই সমান। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে إِلٰى শব্দটি শেষ সীমা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সৎ 'আমালের প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ থেকে সর্বোচ্চ সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর তা কাজ, ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে কম বেশী হবে। এ বৃদ্ধিকরণ সাতশত অতিক্রম করবে না। তবে এ অভিমত নিম্নবর্ণিত আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রত্যাখান করা হয়েছে। "আলাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬১)। হাফেয বলেন : এ বার্ণাটির দু'টি অর্থ হতে পারে (১) এ বৃদ্ধিকরণ সাতশ' পর্যন্ত হতে পারে। ইমাম বায়যাবী এমনটিই বলেছেন। (২) এ বৃদ্ধিকরণ সাতশ' বা তারও বেশী হতে পারে। এর সমর্থনে সহীহুল বুখারীতে কিতাব আর রিক্বাক্ব ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তাতে আছে "আল্লাহ তার জন্য দশটি নেকী থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বা আরো অনেক বেশী লেখেন"। অতএব সাতগুণ থেকে উদ্দেশ্য আধিক্য। সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, যারা ঈমানের হ্রাস বা বৃদ্ধিকে অস্বীকার করে এ হাদীসটি তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করে।

---

[৬১] **সহীহ :** বুখারী ৪২, মুসলিম ১২৯; হাদীসের শব্দ মুসলিমের।

٤٥ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ». قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৫। আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক রসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! ঈমান কী? তিনি () বললেন, যখন তোমাকে নেক (সৎ) কাজ আনন্দ দিবে ও খারাপ (অসৎ) কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। আবার সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! খারাপ (অসৎ) কাজ কি? উত্তরে তিনি () বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার মনে দ্বিধা ও সন্দেহের উদ্রেক করে (তখন মনে করবে এটা গুনাহের কাজ), তখন তা ছেড়ে দিবে।[৬২]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : যখন তোমার দ্বারা আনুগত্যের কাজ সম্পাদিত হবে আর এতে তুমি আনন্দিত হবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, এ কারণে তুমি পুরস্কৃত হবে। আর তোমার দ্বারা যদি কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায় তবে তুমি চিন্তিত হও এটাই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের আলামত।

গুনাহের কাজ কি? এ ব্যাপারে যখন কোন স্পষ্ট দলীল ও বিশুদ্ধ প্রমাণাদি থাকার ফলে কোন বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় ও মনে খটকা লাগে এবং এর বিধান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যায় ফলে মনে প্রশান্তি আসে না বরং মনে এমন ভাবের সৃষ্টি হয় যে, মন তা করতে সায় দেয় না তবে তা পরিত্যাগ করা উচিত। এটা তাদের বেলায় প্রযোজ্য যাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার, হৃদয় পবিত্র। আর সাধারণ লোক যাদের হৃদয় গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল কাজকেই গুনাহের কাজ মনে করতে পারে আবার গুনাহের কাজকেও সাওয়াবের কাজ মনে করে বসতে পারে।

٤٦ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ مَعَكَ؟ هٰذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ». قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ». قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ». قَالَ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ». قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ». قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ». قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৬। 'আম্র ইবনু 'আবাসাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! এ দীনে (ইসলামের দা'ওয়াতের ব্যাপারে একেবারে প্রথমদিকে) আপনার সাথে আর কারা ছিলেন? রসূলুল্লাহ বললেন, আযাদ ব্যক্তি (আবূ বাক্র) ও একজন গোলাম (বিলাল)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম (তার নিদর্শন) কী? তিনি () বললেন, মার্জিত কথাবার্তা বলা ও (অভুক্তকে) আহার করানো। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান (তার পরিচয়) কী? তিনি () বললেন, (গুনাহের কাজ হতে) ধৈর্য ধরা ও দান করা। তিনি ('আম্র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি () বললেন, যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট হতে

[৬২] **সহীহ :** আহমাদ ২১৬৬২, সহীহুত্ তারগীব ১৭৩৯।

অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। ('আম্‌র বলেন) আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ঈমান (ঈমানের কোন্ শাখা) উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সৎস্বভাব। 'আম্‌র বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সলাতে কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্বিয়াম করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ হিজরত উত্তম। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করে তুমি এমন কাজ ছেড়ে দিবে। আমি বললাম, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার ঘোড়ার হাত-পা কর্তিত এবং নিজের রক্ত নির্গত হয়েছে (অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধে মারা যায় এবং সেও শাহীদ হয়)। আমি বললাম, সর্বোত্তম কোন্ সময়? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ।[৬৩] (আহমাদ ১৮৯৪২)

ব্যাখ্যা : উত্তম কথা বলা ও খাদ্য খাওয়ানো এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দয়া প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদি তা মিষ্টি কথার মাধ্যমেও হয়। ত্বীবী বলেন : এ হাদীসে ঈমানকে ধৈর্য ও দানশীলতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা ধৈর্য নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করার আর দানশীলতা আদিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের প্রমাণ বহন করে। যেমনটি হাসান বাসরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) ব্যাখ্যা করেছেন। এ দু'টি অভ্যাসের সাথে উত্তম চরিত্রকে সংযোজন করা হয়েছে। এর ভিত্তি হল 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর বাণী "রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন" অর্থাৎ তিনি তা পালন করেন আল্লাহ তাঁকে যে আদেশ প্রদান করেছেন, আর তা থেকে বিরত থাকেন আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন। কোন ইসলাম উত্তম, অর্থাৎ কোন শ্রেণীর মুসলিম অধিক সাওয়াবের অধিকারী।

خُلُقٌ এমন ক্ষমতা বা যোগ্যতাকে বলা হয় যার কারণে কোন ব্যক্তির দ্বারা সহজেই কোন কাজ সম্পাদন হয়। কোন সলাত উত্তম? এর জওয়াবে রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "দীর্ঘ কুনূত" অর্থাৎ দীর্ঘ কিয়াম অথবা কিরাআত বা নম্রতা। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক প্রকাশমান।

কোন হিজরত উত্তম? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, হিজরত অনেক প্রকারের রয়েছে। উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি তা পরিত্যাগ করবে যা তোমার রব অপছন্দ করেন। এ প্রকারের হিজরত উত্তম এজন্য যে তা ব্যাপক।

কোন প্রকারের জিহাদ বা কোন ধরনের মুজাহিদ উত্তম? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জিহাদে যার ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং তার নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই উত্তম মুজাহিদ। এ মুজাহিদ এজন্য উত্তম যে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পদও ব্যয় করেছেন এবং নিজেও শহীদ হয়েছেন।

جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের ২য় ভাগের মধ্যাংশ। আর তা হল রাতের ছয় ভাগের কম সময়। আর রাতের এ অংশেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। ইমাম তিরমিযী 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, "শেষ রাতের মধ্যভাগে মহান রব বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। যারা এ সময়ে আল্লাহর স্মরণে মত্ত থাকে তুমি সক্ষম হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।"

٤٧ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ». قُلْتُ أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «دَعْهُمْ يَعْمَلُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৬৩] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ১৮৯৪২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৫১।

এখানে قُنُوْتٌ (কুনূত্ব) দ্বারা ক্বিয়াম, ক্বিরাআত অথবা বিনয় নম্রতা তিনটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। جَوْفُ اللَّيْلِ (জাওফুল লায়ল) অর্থ মধ্যরাত্রি। ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) হাদীসটি তার মুসনাদের ৫/২৩২ নং পৃষ্ঠায় সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৪৭। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক না করে, (দৈনিক) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে এবং রমাযানের সিয়াম পালন করে তাঁর কাছে পৌঁছাবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি এ সুসংবাদ তাদেরকে জানিয়ে দিব না? তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (না) তাদেরকে 'আমাল করতে দাও।[৬৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যাকাত ও হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি কারণ তা ধনীদের জন্য খাস। আর বিশেষ ভাবে সলাত ও সিয়াম উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, তা উত্তম প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক। তাকে ক্ষমা করা হবে অর্থাৎ তার সগীরা গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। আর কবীরা গুনাহ্সমূহের মধ্যে যে গুলো আল্লাহর হক সেগুলো তার ইচ্ছাধীন। আর যেগুলো বান্দার হক সেগুলোর ব্যাপারে সম্ভব যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

٤٨ ـ وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ : «أَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللّٰهِ». قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪৮। তিনি [মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্ল-হু আনহু)] বলেন, একদা তিনি নাবী (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তম ঈমান সম্পর্কে? তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কাউকে তুমি ভালবাসলে আল্লাহর ওয়াস্তেই ভালবাসবে। অপরদিকে শত্রুতা করলে তাও আল্লাহর ওয়াস্তেই করবে এবং নিজের জিহ্বাকে (খালিস মনে) আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল রাখবে। তিনি (মু'আয) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এছাড়া আমি আর কি করব? তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, অপরের জন্য সে-ই জিনিস পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর। আর অপরের জন্যও তা অপছন্দ করবে যা নিজের জন্য অপছন্দ করে থাকো (অর্থাৎ সকলেরই কল্যাণ কামনা করবে)।[৬৫]

ব্যাখ্যা : "তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর"। অর্থাৎ- ইহকালীন ও পরকালীন বৈধ বিষয়সমূহ এবং আনুগত্যমূলক কাজসমূহ লোকদের জন্য তদ্রুপ পছন্দ করবে যেমন তা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তুমি তাদের জন্য তা অর্জন হওয়া পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য অর্জন হওয়া পছন্দ কর। বিষয়গুলো চাই ইন্দ্রিয়গত হোক বা না হোক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে তোমার নিকট যা আছে তা তার কাছে চলে যাওয়া তুমি পছন্দ করবে। অথবা হুবহু ঐ বস্তু তাদের নিকট থাকবে। কেননা একই বস্তু দুই স্থানে থাকা সম্ভব নয়। আর এ প্রকারের ভালবাসা বা পছন্দ সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিশেষ লোকদের ঈমান তখন পূর্ণ হবে যখন সে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পছন্দ করবে যে সে তার চেয়েও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হোক। এজন্য ফুযায়ল ইবনু 'আয়ায 'উয়াইনাকে বলেছিলেন, তুমি মানুষের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ কল্যাণকামী হতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি এটা পছন্দ করবে যে, প্রত্যেক মুসলিম তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হোক। আর এটা হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতারণা পরিত্যাগ ব্যতীত অর্জন সম্ভব নয়।

---

[৬৪] **সহীহ :** আহ্মাদ ২১৫২৩, সিলসিলা সহীহাহ্ ১৩১৫।

[৬৫] **য'ঈফ :** আহ্মাদ ২১৬২৫, য'ঈফুত তারগীব ১৭৮৪। এর সানাদে দু'জন দুর্বর রাবী রয়েছে- ১) যিব্বান ইবনু ফায়িদ, ২) ইবনু লাহ্ইয়া।

(١) بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ

অধ্যায়-১ : কাবীরাহ্ গুনাহ ও মুনাফিক্বীর নিদর্শন

জমহূরসহ পূর্বপরের সকল 'আলিমের মতে পাপসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত কতগুলো বড় পাপ আর কতগুলো ছোট পাপ। এ বিষয়ে সূরা আন্ নিসা'র ৩১ নং এবং সূরাহ্ আন্ নাজ্ম-এর ৩২ নং আয়াতসহ কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তবে কাবীরার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে জমহূরের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষ্য মতে– "কাবীরাহ্ ঐসব পাপ যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম, গযব, অভিশাপ অথবা 'আযাবের কথা বলেছেন"। কারো কারো মতে, কাবীরাহ্ ঐসব পাপ যাতে জড়িত হলে দুনিয়ায় হাদ্দ বা শাস্তি অবধারিত হয়েছে এবং আখিরাতে জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হলো : কাবীরাহ্ ঐসব পাপ যেগুলোকে বড় বলা হয়েছে বা যা সম্পাদনে আখিরাতে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বা যেগুলোর ক্ষেত্রে গযব, অভিশাপের কথা বলা হয়েছে বা হাদ্দ অবধারিত হয় বা যার সম্পাদনকারীকে ফাসিক্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

জেনে রাখা ভাল যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ 'আলিমের মতে গুনাহ দুই ভাগে বিভক্ত। কাবীরাহ্ ও সগীরাহ্। এ বিষয়ে কুরআনে ও হাদীসে প্রমাণাদি স্পষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তোমরা যদি নিষিদ্ধকৃত কাবীরাহ্ গুনাহ পরিহার কর তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ্ গুলো ক্ষমা করে দিব।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : "যারা কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে এবং অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে সাগীরাহ্ গুনাহ্ ব্যতিরেকে।" (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ৩২)

সহীহ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত যে, এমন কিছু গুনাহ রয়েছে যা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত রামাযানের রোযা হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও 'আরাফাহ্ দিবসের রোযা, 'আশূরার রোযা এবং সৎ কার্য দ্বারা মাফ হয়ে যায়। আবার এমন কিছু গুনাহ্ রয়েছে যা উপরোক্ত কার্যাবলী দ্বারা মাফ হয়ে যায় না। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "যতক্ষণ সে কাবীরাহ্ গুনাহ্ না করে।"

যে সকল গুনাহের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে তা কাবীরাহ্ মহাপাপ। অথবা ঐ গুনাহের ফলে পরকালে শাস্তির ওয়া'দা অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টি লা'নাত কিংবা অপরাধের ইহকালীন শাস্তি বা তা কঠোরভাবে অস্বীকার করা হয়েছে বা তা সম্পাদনকারীকে ফাসিক্ব বলে ভূষিত করা হয়েছে ওগুলো কাবীরাহ্ গুনাহ্।

٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ : «أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الْآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড় গুনাহ কোন্‌টা? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করা। অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কোন্‌টা? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে– এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। পুনরায় প্রশ্ন করলো, তারপর কোন্‌টা? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। তিনি [ইবনু মাস'উদ (রাঃ)] বলেছেন, এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) অবতীর্ণ করলেন : "তারাই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বূদ হিসেবে গণ্য করে না, আল্লাহ যাদের হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, আইনের বিধান ছাড়া তাদের (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে সে শাস্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে।"– (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৮)।[৬৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে একক আল্লাহর সাথে পৃথিবীর কোন কিছুকে শারীক করা সব চাইতে কদর্য বা খারাপ কাজ। শিরক এর পরে কোন কাজ অধিক অপরাধমূলক? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন : স্বীয় আদরের সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবার খাবে। হত্যা করাটাই একটা অপরাধ। এ হত্যা কাজের সাথে যখন স্বীয় সন্তান হত্যার বিষয় যুক্ত হয় তখন তা আরোও কদর্য বা বেশী অপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়। এ হাদীসটি ঐ আয়াতের সমার্থক যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "দরিদ্র হবার ভয়ে তোমরা স্বীয় সন্তানদের হত্যা কর না"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৩১)।

"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা" এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবী বলেন, تزانى শব্দের মর্মার্থ হল "তার সম্মতিক্রমে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এতে ব্যভিচারের সাথে আরো দু'টি অপরাধযুক্ত আছে। সে ঐ মহিলাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিগড়িয়ে দিয়েছে এবং তার অন্তরকে ব্যভিচারীর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এ কাজ দু'টি আরো কদর্য। আর এ কাজটি তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে করা যা আরো অধিক কদর্য। আরো মহা অপরাধ। কেননা প্রতিবেশী তার নিকট থেকে আশা করে যে সে তার পক্ষ হয়ে প্রতিবেশীর ও তার স্ত্রীর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। তার দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আর তাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, সে প্রতিবেশীকে সম্মান করবে। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। সে যখন এ সবের পরিবর্তে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে তার স্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে বিগড়িয়ে দেয়– তখন তা কদর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়।

٥٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কাউকে আল্লাহর সঙ্গে শারীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকেও হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা বড় গুনাহ।[৬৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করার মর্মার্থ হল আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে ইলাহ গ্রহণ করা। এর দ্বারা উদ্দেশ হল কুফ্‌রী করা। বিশেষভাবে শির্‌কের উল্লেখ করার কারণ হল এর অস্তিত্বের প্রাধান্য

---

[৬৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৬১, মুসলিম ৮৬।
ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি تُزَانِيْ আকারে রয়েছে। তবে মূললিপিতে تُزَانِيْ-এর পরিবর্তে تَزْنِيْ রয়েছে।

[৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৭৫।

বিশেষ করে তৎকালীন আরব দেশসমূহে। অতএব কুফ্‌রীর অন্যান্য প্রকার সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার মর্মার্থ হল তাদের আদেশ অমান্য করা এবং তাদের সেবা না করা। এ থেকে উদ্দেশ্য হল সন্তান কর্তৃক এমন কথা ও কাজ সম্পাদিত হওয়া যার কারণে পিতা-মাতা কষ্ট পায়। তবে শির্‌ক ও আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করাও কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা শপথ বলতে অতীতে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় সম্পর্কে স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করাকে বুঝানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সে যা করেনি সে সম্পর্কে এমন বলা যে, আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই তা করেছি। আর যা করেছে সে সম্পর্কে বলা যে, আল্লাহর শপথ আমি এটি করিনি। এ ধরনের শপথকে غُمُوْسٌ বলার কারণ এই যে, এ ধরনের শপথ শপথকারীকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়।

٥١ - وَفِىْ رِوَايَةِ أَنَسٍ: «وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ» بَدَلُ: «الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১। আর আনাস-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ'-এর পরিবর্তে "মিথ্যা সাক্ষ্য" দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৬৮]

ব্যাখ্যা : মিথ্যা সাক্ষ্যকে زور নামকরণের কারণ এই যে, এই সাক্ষ্য দ্বারা সত্য থেকে বাতিলের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া হয়। হাফেয ইবনু হুজর বলেন, زور এর সংজ্ঞা হল কোন বস্তুকে তার বিপরীত গুণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা। কথাকেও زُوْر বলা হয়ে থাকে যা মিথ্যা ও নাহক বা বাতিলকে শামিল করে। যখন زُوْر শব্দটিকে সাক্ষ্যের সাথে সম্বন্ধ করা হয় তখন তা শক্ত মিথ্যা সাক্ষ্যকেই বুঝায়।

٥٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বললেন : (হে লোক সকল!) সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হতে তোমরা দূরে থাকবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ সাতটি বিষয় কী? জবাবে তিনি () বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শারীক করা। (২) যাদু করা। (৩) শারী'আতের অনুমতি ব্যতীত কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) (অন্যায়ভাবে) ইয়াতীমের মাল খাওয়া। (৬) জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা। (৭) নির্দোষ ও সতী–সাধ্বী মুসলিম মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।[৬৯]

ব্যাখ্যা : মানাভী (রহঃ) বলেন, সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ হল শিরক অতঃপর অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

সিহর (যাদু) বলা হয় এমন বিষয়কে যা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তা সংঘটিত হয় দুষ্ট লোকদের দ্বারা। জমহুর (অধিকাংশ) আলেমদের মতানুযায়ী যাদুর বাস্তবতা রয়েছে এবং তার প্রভাবও বিদ্যমান। যা মানুষের মেজাজ বিগড়িয়ে দেয়। ঈমাম নাবাবী বলেন, যাদু হারাম। তন্মধ্যে কিছু আছে কুফ্‌রী আর কিছু

---

[৬৮] **সহীহ :** বুখারী ২৬৫৩, মুসলিম ৮৮।

[৬৯] **সহীহ :** বুখারী ২৭৬৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী ৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪।

এমন যা কুফ্রী নয় তবে কাবীরাহ্ গুনাহ্। যদি যাদুর মধ্যে এমন কথা ও কাজ থাকে যা কুফ্রীর পর্যায়ের তাহলে এমন যাদু কুফ্রী নচেৎ তা কুফ্রী নয়। সর্বাবস্থায় যাদু শিখা এবং তা শিক্ষা দেয়া হারাম।

যে কোন পন্থায় সুদগ্রহণ করা এবং অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা কাবীরাহ্ গুনাহের অন্ত র্ভুক্ত। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা তখনই কাবীরাহ্ গুনাহ্ বলে গণ্য হবে যখন শত্রু সংখ্যা মুসলিমের দ্বিগুণের অধিক না হবে। মুসলিম সতীসাধ্বী নারীদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া কাবীরাহ গুনাহ। কাফির নারীদের প্রতি এরূপ অপবাদ দেয়া কাবীরাহ্ গুনাহ নয়।

গাফিলাত বলতে সে সমস্ত নারীকে বুঝায়, যারা অশ্লীল কাজ কর্ম হতে মুক্ত। তবে যারা অশ্লীল কর্ম থেকে মুক্ত নয় এরূপ নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হারাম নয় যদি তাদের অশ্লীলতা প্রকাশমান হয়।

٥٣-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যিনাকারী যখন যিনা করে তখন আর সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পান করে তখন তার আর ঈমান থাকে না। যখন ডাকাত এভাবে ডাকাতি করে যে, যখন চোখ তোলে তাকিয়ে থাকে তখন তার ঈমান থাকে না। এভাবে কেউ যখন গনীমাতের মালে খিয়ানাত করে, তখন তার ঈমান থাকে না। অতএব সাবধান! (এসব গুনাহ হতে দূরে থাকবে)।[৭০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রকাশমান অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মু'মিন নয় যেমনটি খারিজী এবং মু'তাযিলাগণ বলে থাকে। তবে জামা'আত তাদের বিপরীত মত পোষণ করেন এবং এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। এ হাদীস এবং কুরআন ও অন্যান্য হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে, যে দলীলগুলো প্রমাণ বহন করে যে, শির্ক ব্যতীত অন্য কোন কাবীরাহ্ গুনাহ্'র দরুন কাউকে কাফির বলা যায় না। বরং এমন ব্যক্তি মু'মিন, তবে তাদের ঈমান অসম্পূর্ণ। যদি তারা তাওবাহ্ করে তবে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। আর যদি তাওবাহ্ ব্যতীত কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত থেকেই মারা যায় তাহলে তারা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমাও করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন।

٥٤-وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَلَا يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ لَا يَكُوْنُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَا يَكُوْنُ لَهُ نُوْرُ الْإِيمَانِ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

৫৪। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এটাও আছে, হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে সময়ও তার ঈমান থাকে না। 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু 'আববাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপে ঈমান তার থেকে বের করে নেয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে (এ কথা বলে) তিনি তার

[৭০] **সহীহ :** বুখারী শেষ অংশটুকু তথা وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ ব্যতীত ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭; শব্দগুলো মুসলিমের।

হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, পরে তা পৃথক করে নিলেন। অতঃপর সে যদি তাওবাহ্ করে, তাহলে পুনরায় ঈমান তার মধ্যে এভাবে ফিরে আসবে– এ কথা বলে পুনরায় তিনি দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আর আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে মু'মিন থাকে না। অর্থাৎ সে প্রকৃত বা পূর্ণ মু'মিন থাকে না কিংবা তার ঈমানের নূর থাকে না। এটা বুখারীর বর্ণনার হুবহু শব্দাবলী।[৭১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের সারসংক্ষেপ এই যে, অন্তরে বিশ্বাস করা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং বিশ্বাস ও স্বীকৃতি অনুপাতে কাজ করার নাম ঈমান। আর এ নূর অর্থ ঈমানের পূর্ণতা আর তা হলো সৎকাজ সম্পাদন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা। অতএব কোন ব্যক্তি যদি আদিষ্ট কাজে ত্রুটি করে অথবা ব্যভিচার, মদপান ও চুরির মত গুনাহের কাজে জড়িয়ে পরে তখন তার নূর চলে যায় তার ঈমানের পূর্ণতা দূর হয়ে যায়। ফলে এমন ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

٥٥ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ» زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّهٗ مُسْلِمٌ» ثُمَّ اتَّفَقَا: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

৫৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুনাফিক্বের নিদর্শন তিনটি– (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (২) যখন ওয়া'দা করে, তা ভঙ্গ করে এবং (৩) যখন তার নিকট কোন আমানাত রাখা হয়, তার খিয়ানাত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, চাই সে সলাত আদায় করুক ও সিয়াম পালন করুক এবং দাবী করে সে মুসলিম।[৭২]

ব্যাখ্যা : নিফাক্বের শাব্দিক অর্থ হলো অভ্যন্তরীন বিষয় বাহ্যিক বিষয়ের বিপরীত হওয়া। এ বৈপরীত্য যদি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয় তবে তা নিফাকুল কুফর। একে বড় নিফাক বা মুনাফিক্বী বলা হয়। আর এ নিফাক্ব যদি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে না হয় তবে তা নিফাকুল 'আমাল। আর তা কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার কাজ না করার ক্ষেত্রেও হতে পারে। আর এ ধরনের নিফাককে ছোট মুনাফেকী বলা হয়। আর তা হলো বাহ্যিক ভাবে কোন কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা কিন্তু দীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়কে সংরক্ষণ না করা। যদিও এ ধরনের লোকেরা মুসলিমদের ন্যায় সলাত, সওম ও অন্যান্য 'ইবাদাতমূলক কাজ সম্পাদন করে তবুও তারা মুনাফিক্ব। এ হাদীসে বিশেষভাবে তিনটি অভ্যাসকে মুনাফিক্বের নিদর্শনরূপে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ তিনটি অভ্যাস নিফাক্বের ভিত্তি। কেননা মিথ্যা হল বাস্তবের বিপরীত সংবাদ দেয়া। আর আমানাতের হক হলো তা তার মালিকের নিকট ফেরত দেয়া। আর আমানতের খিয়ানাত এর বিপরীত। আর ওয়া'দা ভঙ্গ করা অর্থ ওয়া'দার বিপরীত কাজ করা। আর এ বৈপরীত্যই নিফাক্বের মূল। যার মধ্যে এগুলোর সমাবেশ ঘটবে এবং তা অভ্যাসে পরিণত করে নিবে এবং তা অব্যাহত রাখবে ফলে তার ব্যক্তি সত্তার মধ্যে এগুলো দৃঢ় হয়ে যাবে। যার অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে তার মধ্যে সত্য প্রবেশের কোন রাস্তা থাকবে না এবং আমানাতের উপযোগী থাকবে না। যার অবস্থা এরূপ হবে তাকে মুনাফেক রূপে নামকরণ করাই বেশী উপযোগী। আর মু'মিনের মধ্যে এরকম কোন অভ্যাস পাওয়া গেলেও তা ক্ষণিকের জন্য। যদিও সে কিছু

---

[৭১] **সহীহ :** বুখারী ৬৮০৯।

[৭২] **সহীহ :** বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯।

أَبُوْ عَبْدُ اللهِ (আবূ 'আবদুল্লাহ) এটি ইমাম বুখারীর উপনাম।

সময় এ কাজে লিপ্ত থাকে পরক্ষণেই তা আবার ত্যাগ করে। কোন একটি অভ্যাস তার মধ্যে পাওয়া গেলে অন্যটি অনুপস্থিত থাকে। এসবগুলো একত্রে এবং স্থায়ীভাবে কেবল মাত্র মুনাফিক্বের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব।

٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক্ব এবং যার মধ্যে তার একটি দেখা যাবে তার মধ্যে মুনাফিক্বের একটি স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করবে- (১) যখন তার নিকট কোন আমানাত রাখা হয় সে তা খিয়ানাত করে, (২) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (৩) যখন ওয়া'দা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, তখন সে অশ্লীলভাষী হয়।[৭৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বর্ণিত চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে খাঁটি মুনাফিক্ব। অর্থাৎ এ চারটি অভ্যাসের ব্যাপারে সে খাঁটি মুনাফিক্ব। অন্যান্য বিষয়ে নয়। অথবা এর দ্বারা মুনাফিক্বদের সাথে এরূপ ব্যক্তির সাদৃশ্য আধিক্য বুঝানো হয়েছে অথবা যার মধ্যে এ অভ্যাসগুলো স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে সে খাঁটি মুনাফিক্ব। প্রশ্ন হতে পারে যে পূর্বের হাদীসে মুনাফিক্বের আলামত ৩টি অভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এ হাদীসে কিভাবে চারটি অভ্যাসের কথা বলা হলো? এর জওয়াব এই যে মুসলিমের বর্ণনাটি যে ভাবে এসেছে তা দ্বারা সীমাবদ্ধতা বুঝায় না। তাতে হাদীসের শব্দ এরূপ من علامة المنافق ثلاث মুনাফিক্বের নিদর্শনের মধ্যে তিনটি নিদর্শন। এতে বুঝা যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক সময় কিছু নিদর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। আবার অন্য সময় অন্য কিছু নিদর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। অথবা বলা যায় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, এর সংখ্যা এর চাইতে বেশী হবে না।

٥٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَإِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুনাফিক্বের দৃষ্টান্ত সে বকরীর ন্যায়, যে দুই ছাগপালের মধ্যে থেকে (নরের খোঁজে) একবার এ পালে ঝুঁকে আর একবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়।[৭৪]

ব্যাখ্যা : اَلْعَائِرَةُ এমন ছাগলকে বলা হয় যে পাঁঠা চায় ফলে তা দু'টি পালের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করে। কোন একটি দলের সাথে স্থায়ীভাবে থাকে না। তদ্রূপ মুনাফিক্ব বাহ্যিকরূপে মু'মিনের সঙ্গী অথচ তার অন্তর মুশরিকের সাথে। সে এমনটি করে তার প্রবৃত্তির তাড়নায় ও অসৎ উদ্দেশে এবং তার প্রবৃত্তি যা চায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে। ফলে সে দুই পাল ছাগলের মাঝে যাতায়াতকারী ছাগলের মতই।

---

[৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৩৪, মুসলিম ৫৮।

[৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৮৪।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهٗ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهٗ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلٰى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهٗ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُوَلُّوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً - الْيَهُودَ - أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ». قَالَ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَهٗ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ : «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِيْ؟» قَالَا إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهٗ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫৮। সাফ্ওয়ান ইবনু 'আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহূদী তার সঙ্গীকে বলল, এসো, আমাকে এ নাবী লোকটির নিকট নিয়ে চল। সঙ্গী বলল, তাঁকে 'নাবী' বলবে না, কারণ সে যদি তা শুনে তাহলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলো এবং তাঁকে (মূসার) নয়টি স্পষ্ট হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) ব্যভিচার করবে না, (৪) [শারী'আতের অনুমতি ব্যতিরেকে) কাউকে হত্যা করবে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, (৫) (মিথ্যে অপবাদ দিয়ে) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করবার জন্য আদালতের নিকট নিয়ে যাবে না, (৬) যাদু করবে না, (৭) সুদ খাবে না, (৮) কোন সতী-সাধ্বীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ দিবে না এবং (৯) জিহাদকালে ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়নের উদ্দেশে আসবে না। আর হে ইয়াহূদীরা! তোমাদের জন্য শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমের সীমালঙ্ঘন করো না। বর্ণনাকারী (সাফওয়ান) বলেন, তারা উভয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই হাতে-পায়ে চুম্বন করল এবং বলল : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যিই আপনি আল্লাহর নাবী! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার অনুসরণের পথে তোমাদের বাধা কী? তারা বলল, (সত্যি কথা হল) দাউদ (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন যে, নাবী সবসময় যেন তার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং আমাদের ভয় হয়, যদি আমরা আপনার অনুসারী হই তাহলে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।[৫৮]

---

[৫৮] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ২৭৩৩, নাসায়ী ৪০৭৮; হাদীসটি আবূ দাউদে নেই।
اَلزَّحْفُ (আয্ যাহাফু) অর্থ বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ বা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ। اَلْيَهُوْدُ শব্দের পূর্বে اَعْنِيْ ক্রিয়া গোপন রয়েছে। হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ২/১৭২ নং পৃষ্ঠায় "রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কিত" অধ্যায়ে, ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) "অনুমতি প্রার্থনা" এবং "তাফসীর" অধ্যায় এবং ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) ৪/২৪০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর দিকে হাদীসটি নিসবাত করণে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা নাবুলসী হাদীসটি তার اَلذَّخَائِرُ (আয্ যাখা-য়ির) নামক গ্রন্থের ১/২৭০ নং পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর দিকে নিসবাত করেননি।
হাদীসটির সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাৎ- এ হাদীসটি দুর্বল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلٰى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُوَلُّوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً - الْيَهُودَ - أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ». قَالَ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَهُ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ : «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟» قَالَا إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫৮। সাফ্‌ওয়ান ইবনু 'আস্‌সাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহূদী তার সঙ্গীকে বলল, এসো, আমাকে এ নাবী লোকটির নিকট নিয়ে চল। সঙ্গী বলল, তাঁকে 'নাবী' বলবে না, কারণ সে যদি তা শুনে তাহলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলো এবং তাঁকে (মূসার) নয়টি স্পষ্ট হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) ব্যভিচার করবে না, (৪) [শারী'আতের অনুমতি ব্যতিরেকে) কাউকে হত্যা করবে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, (৫) (মিথ্যে অপবাদ দিয়ে) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করবার জন্য আদালতের নিকট নিয়ে যাবে না, (৬) যাদু করবে না, (৭) সুদ খাবে না, (৮) কোন সতী-সাধ্বীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ দিবে না এবং (৯) জিহাদকালে ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়নের উদ্দেশে আসবে না। আর হে ইয়াহূদীরা! তোমাদের জন্য শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমের সীমালঙ্ঘন করো না। বর্ণনাকারী (সাফওয়ান) বলেন, তারা উভয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই হাতে-পায়ে চুম্বন করল এবং বলল : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যিই আপনি আল্লাহর নাবী! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার অনুসরণের পথে তোমাদের বাধা কী? তারা বলল, (সত্যি কথা হল) দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন যে, নাবী সবসময় যেন তার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং আমাদের ভয় হয়, যদি আমরা আপনার অনুসারী হই তাহলে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।[৫৮]

---

[৫৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৭৩৩, নাসায়ী ৪০৭৮; হাদীসটি আবূ দাঊদে নেই।

اَلزَّحْفُ (আয্ যাহাফ্) অর্থ বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ বা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ। اَلْيَهُوْدُ শব্দের পূর্বে اَعْنِيْ ক্রিয়া গোপন রয়েছে। হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ২/১৭২ নং পৃষ্ঠায় "রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কিত" অধ্যায়ে, ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) "অনুমতি প্রার্থনা" এবং "তাফসীর" অধ্যায় এবং ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) ৪/২৪০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর দিকে হাদীসটি নিসবাত করণে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা নাবুলসী হাদীসটি তার اَلذَّخَائِرُ (আয্ যাখা-য়ির) নামক গ্রন্থের ১/২৭০ নং পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর দিকে নিসবাত করেননি।

হাদীসটির সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাৎ- এ হাদীসটি দুর্বল।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে এক ইয়াহূদী তার সঙ্গীকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে নাবী শব্দ প্রয়োগ করতে বাধা প্রদান করে এবং বলে সে যদি এ শব্দ শুনতে পায় তাহলে খুশীতে সে দৃষ্টি মেলে ধরবে ফলে উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে যাবে। কেননা আনন্দ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। আর চিন্তা তাতে বিঘ্ন ঘটায়। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে পরীক্ষা স্বরূপ নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এ নয়টি নিদর্শন দ্বারা হয়তঃ নয়টি মু'জিযা উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীতে বিদ্যমান "তোমার হাত তোমার জামার বক্ষদেশে প্রবেশ করাও ফলে তা কোন অকল্যাণ ব্যতিরেকেই ফর্সা হয়ে বেরিয়ে আসবে।" এটি নয়টি মু'জিযার একটি অবশিষ্টগুলো হলো : লাঠি, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ঘাটতি। অথবা সাধারণ নির্দেশাবলী যা সকল উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, "আমি মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-কে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি" এমনটি হলে হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলো তাদের প্রশ্নোত্তর।

বিশেষ করে হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। অর্থাৎ শনিবারের মর্যাদার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ঐ দিনে মাছ শিকার করো না। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনী নাবী। কেননা একজন লেখা পড়া না জানা ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের জ্ঞান মু'জিযা। আর তা নাবূওয়াতের সাক্ষী। তবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আরব জাতির নাবী। কারণ দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম দু'আ করেছিলেন তার সন্তানদের মধ্যেই যেন নাবূওয়াতের ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি নাবী হওয়ার কারণে তাঁর দু'আ গ্রহণীয়, কেননা আল্লাহ তা'আলা নাবীদের দু'আ অগ্রাহ্য করেন না। বিষয়টি যদি তাই হয়, তাহলে তার সন্তানদের মধ্যে নাবূওয়াতের ধারা অব্যাহত থাকবে। আর ইয়াহূদী সম্প্রদায় সে নাবীর অনুসরণ করবে। হতে পারে যে তারা বিজয়ী হবে এবং তারা শক্তিশালী হবে। আর যদি এমনটি হয় আর আমরা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করি তাহলে তারা আমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের এ দাবী মিথ্যা এবং দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি অপবাদ। কেননা তিনি এমন দু'আ করেননি। আর কোন ব্যক্তির পক্ষে দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা বৈধ নয়। কেননা দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম যাবূরে পাঠ করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নাবী করে প্রেরণ করা হবে। তার মাধ্যমে নাবূওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে এবং সকল বিধান বাতিল হয়ে যাবে। অতএব একজন নাবীর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে যে, আল্লাহ তাঁকে যা অবহিত করেছেন তার বিপরীত দু'আ করা?

٥٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ إِلٰى أَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৯। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি বিষয় ঈমানের মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ। (১) যে ব্যক্তি *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* স্বীকার করে নেয়, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকা; কোন গুনাহের দরুন তাকে কাফির বলে মনে করবে না এবং কোন 'আমালের কারণে তাকে ইসলাম হতে খারিজ মনে করবে না (যে পর্যন্ত না তার দ্বারা সুস্পষ্ট কোন কুফ্রী কাজ করা হয়)। (২) যেদিন হতে আল্লাহ আমাকে নাবী করে পাঠিয়েছেন, সেদিন থেকে এ উম্মাতের শেষ দিকের লোকেরা দাজ্জালের সাথে

জিহাদ করা পর্যন্ত (ক্বিয়ামাত অবধি) চলতে থাকবে। কোন অত্যাচারী শাসকের অবিচার অথবা কোন সুবিচারী বাদশার ইনসাফ এ জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৩) তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস।[৭৬]

ব্যাখ্যা : তিনটি অভ্যাস ঈমানের মূল–

(১) যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল" তার জান-মালের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা। কোন গুনাহের কারণে তাকে কাফের না বলা যেমনটি মু'তাযিলাগণ বলে থাকে।

(২) এ বিশ্বাস রাখা যে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক দাজ্জাল নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে। দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর আর জিহাদ অবশিষ্ট থাকবে নয়। কেননা ইয়া'জূজ ও মা'জূজ-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার শক্তি। আর তাদের ধ্বংসের পর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম জীবিত থাকা পর্যন্ত এমন কোন কাফির থাকবে না যে, যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হবে। আর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর যে সকল মুসলিম কাফির হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে এজন্য জিহাদ ওয়াজিব থাকবে না যে, তখন একটি বায়ু দ্বারা সকল মুসলিম মৃত্যুবরণ করবে। আর ঐ যামানা আসার পূর্বে কোন যলিমের যুল্‌ম বা ন্যায় বিচারকের ন্যায়বিচার জিহাদ বিলুপ্ত করবে না। এ হাদীসে ঐ সমস্ত মুনাফিক্বদের কথার জওয়াব রয়েছে যারা মনে করে ইসলামী রাষ্ট্র অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

٦٠ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ

৬০। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তার থেকে (তার অন্তর থেকে) ঈমান বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থিত থাকে। অতঃপর যখন সে এ অসৎকাজ থেকে বিরত হয় তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে।[৭৭]

ব্যাখ্যা : মু'মিন বান্দা যখন যিনার কাজে লিপ্ত হয় তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়। তার অন্তর থেকে ঈমানের শাখা সমূহের বড় শাখাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তা হলো আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ। অথবা তার অবস্থা এমন হয় যে, যেন তার থেকে ঈমান চলে গেছে। এ ধরনের লোক ঈমান বিরোধী কাজ সত্ত্বেও সে ঈমানের ছায়াতেই থাকে। তার থেকে ঈমানের হুকুম দূর হয় না এবং ঈমান বিষয়টি তার থেকে উঠে যায় না। কারণ যখন সে ঐ কাজ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন অনুতপ্ত হয় এবং এর ফলে ঈমানের নূর ও পূর্ণ ঈমান আবার ফিরে আসে।

---

[৭৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৫৩২, য'ঈফুল জামি' ২৫৩২। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন আবী নাবশাহ্ নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে যদিও হাদীসটি অর্থগতভাবে সহীহ।

[৭৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৬৯০, আত্ তিরমিযী ২৬২৫, সহীহুত্ তারগীব ২৩৯৪; হাদীসের শব্দগুলো আত্ তিরমিযীর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: «لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১। মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দশটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত বা উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি মাতা-পিতা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন বা ধন সম্পদ ছেড়ে দেয়ার হুকুমও দেয়। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও কোন ফারয্ সলাত ছেড়ে দিও না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফারয্ সলাত পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেন। (৪) মদ পান হতে বিরত থাকবে। কেননা তা সকল অশ্লীলতার মূল। (৫) সাবধান! আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, কেননা নাফরমানী দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। (৬) জিহাদ হতে কখনো পালিয়ে যাবে না, যদিও সকল লোক মারা যায়। (৭) যখন মানুষের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি সেখানেই রয়েছ, তখন সেখানে তুমি অবস্থান করবে (পলায়নপর হবে না)। (৮) শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে (কার্পণ্য করে তাদের কষ্ট দিবে না)। (৯) পরিবারের লোকেদেরকে আদাব-কায়দা শিক্ষার জন্য কক্ষনও শাসন হতে বিরত থাকবে না এবং (১০) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে।[৭৮]

ব্যাখ্যা : মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন আমার বন্ধু আমাকে দশটি বিষয়ে আদেশ প্রদান করেছেন। তা' নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না তা অন্তর দিয়েই হোক অথবা যবানের দ্বারাই হোক। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয় এরূপ পরিস্থিতিতেও শিরক করা হতে বিরত থাকবে।

(২) তোমার মাতা-পিতার অবাধ্য হবে না। অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তারা তোমাকে আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। এমনকি স্ত্রী তুলাক্ব দিতে বলে কিংবা মাল দান করে দিতে বলে।

(৩) স্বেচ্ছায় সলাত পরিত্যাগ করবে না। এ থেকে বুঝা যায় কেউ যদি ভুলে যাওয়ার কারণে অথবা বাধ্য হয়ে সলাত পরিত্যাগ করে তা হলে তাহলে ভিন্ন কথা।

---

[৭৮] **হাসান লিগায়রিহি :** আহ্মাদ ২১৫৭০, সহীহুত্ তারগীব ২০৯৪। এখানে مَوْتٌ দ্বারা প্লেগ, মহামারী উদ্দেশ্য।

(৪) মদপান করবে না। কেননা তা সকল অশ্লীল কাজের মূল। কেননা অশ্লীল কাজে বাধাদানকারী হলো আকল। আর মদপান আকল দূরীভূত করে। ফলে মানুষ যে কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। আর এজন্যই মদকে সকল অপকর্মের মূল বলা হয়।

তোমার পরিবারের লোকদের উপর থেকে আদবের লাঠি উঠিয়ে নিবে না।

আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে ভয় দেখাবে। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করবে।

٦٢ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الإِيْمَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২। হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক্বের হুকুম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই ছিল। বর্তমানে হয় তা কুফ্‌রী, না হয় ঈমান।[৭৭]

ব্যাখ্যা : মুনাফিক্বীর হুকুম আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানাতেই ছিল। মু'মিন কর্তৃক মুনাফিক্বদের দোষ ঢেকে রাখতেন বলেই তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের মুসলিম বলে জানত। ফলে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা থেকে বিরত থাকতো। ফলে কাফিররা মুসলিমদের আধিক্যের কারণে তাদের সমীহ করত। এতে বিপরীতে কাফিরদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইনতিকালের পর সে অবস্থা এখন আর নেই। অর্থাৎ যে মাসলাহাতের কারণে মুনাফিক্বদের দোষ গোপন রাখা হত তা বর্তমানে অনুপস্থিত। তাই আমরা যদি কারো কুফ্‌রী গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারি তা হলে তার প্রতি আমরা কাফিরের বিধান প্রয়োগ করবো।

(٢) بَابُ الْوَسْوَسَةِ

অধ্যায়-২ : সন্দেহ-সংশয়, কুমন্ত্রণা

وَسْوَسَةٌ (ওয়াস্‌ওয়াসাহ্) বলা হয় অস্পষ্ট বা গুপ্ত আওয়াজকে। কারো কারো মতে অন্তরে যেসব চিন্তার উদয় ঘটে তাই ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ যদি সেগুলো পাপ এবং নিকৃষ্ট কাজের দিকে আহ্বান করে। আর যদি আল্লাহর আনুগত্যমূলক বা সন্তোষজনক চরিত্রের দিকে আহ্বান করে তাহলে তাকে ইলহাম বলা হয়। তবে وَسْوَسَةٌ হলো দ্বিধাযুক্ত একটি বিষয় যা কারো কাছে স্থির হয় না।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٣ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ أَوْتَتَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭৭] **সহীহ : বুখারী ৭১১৪।**

৬৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার উম্মাতের অন্তরে যে ওয়াসওয়াসাহ্ বা খট্‌কার উদয় হয়, আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিবেন, যতক্ষণ না তারা তা কার্যে রূপায়ণ করে অথবা তা মুখে প্রকাশ করে।[৮০]

ব্যাখ্যা : تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ "আমার কারণে আমার উম্মাতকে ক্ষমা করেছেন" এক বর্ণনাতে এমনটি উল্লেখ রয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদার কারণ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং। অতএব আল্লাহর অপার দয়া আমাদের উপর রয়েছে যার কোন শেষ নেই। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে এ বৈশিষ্ট্য শুধু এ উম্মাতেরই।

ত্বীবী বলেন : ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ দু' ধরনের– (১) জরুরী, (২) ইখতিয়ারী। জরুরী বলা হয় এমন ওয়াস্‌ওয়াসাকে যা মানুষের হৃদয়ে তার সূচনা হয় আর মানুষ তা রোধ করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের ওয়াসওয়াসাহ্ সকল উম্মাতের জন্যই ক্ষমার্হ।

ইখতিয়ারী হলো এমন ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ যা হৃদয়ে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং লোকে তা কার্যে পরিণত করতে চায় এবং মনে মনে এ বিষয়ে সাধ ও অনুভব করে। যেমন মনের মধ্যে কোন মহিলার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং ঐ ভালবাসা বাস্তবে রূপ দিতে চায়। এ ধরনের ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ শুধু এ উম্মাতের জন্যই আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আমাদের নাবী ও তাঁর উম্মাতের মর্যাদার কারণে।

٦٤ـ وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ إِنَّا نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ : «أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ؟» قَالُوْا نَعَمْ قَالَ : «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৪। তিনি [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)] বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতক সহাবা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউ তার মনে কোন কোন সময় এমন কিছু কথা (সংশয়) অনুভব করে যা মুখে ব্যক্ত করাও আমাদের মধ্যে কেউ তা গুরুতর অপরাধ মনে করে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তা এমন গুরুতর বলে মনে কর? সহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটাই হল স্বচ্ছ ঈমান।[৮১]

ব্যাখ্যা : مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ আমাদের কেউ সে বিষয়ে কথা বলাটাও বড় অপরাধ মনে করে। যেমন আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? তিনি কেমন? তিনি কোন্ বস্তু? আমরা জানি যে, এমন কোন বিষয় তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। আমরা এও জানি যে, তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি সৃষ্ট নন। এমন বিষয়ের উদয় হলে এর বিধান কি? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাদের হৃদয়ে কি এমনটি অনুভব কর? অর্থাৎ তোমরা জান ও বুঝ যে এরূপ কথা উদয় হওয়া গুরুতর অপরাধমূলক? আর এরূপ অনুভব করাটাই প্রকৃত ঈমান। কেননা এটাকে বড় অপরাধ মনে করা ও তাকে ভয় করা কেবলমাত্র তার থেকেই পাওয়া সম্ভব যার ঈমান পরিপূর্ণ।

---

[৮০] **সহীহ :** বুখারী ২৫২৮, মুসলিম ১২৭।

[৮১] **সহীহ :** মুসলিম ১৩২। এ হাদীসটি ইমাম হাকিম (রহঃ)-এর পাণ্ডুলিপি হতে বিলুপ্ত হয়েছে।

٦٥ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৫। তিনি [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শায়ত্বন তোমাদের মধ্যে কারো কারো নিকটে আসে এবং (বিভিন্ন ব্যাপারে) প্রশ্ন করে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ঐটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি অবশেষে এটাও বলে বসে যে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? শায়ত্বন যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তার উচিত আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যাতে সে এ ধারণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।[৮২]

ব্যাখ্যা : إِذَا بَلَغَهُ অর্থাৎ যখন তোমাদের কারো হৃদয়ে এমন কথা জাগবে যে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে। فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ তখন সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, অর্থাৎ মুখে সে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم উচ্চারণ করবে। তার হৃদয়ে এমন খারাপ কথার উদ্ভব ঘটিয়েছে যার চাইতে আর কোন খারাপ কথা নেই। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর যদি উদ্বুদ্ধ করে তোমাকে শায়ত্বনের ধোঁকা তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অবশ্যই তিনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৯৯)।

وَلْيَنْتَهِ আর সে যেন তা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ সে যেন অন্য চিন্তা ও কাজে ব্যস্ত হয় এবং ঐ অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এরূপ কার্য দ্বারাই তার ওয়াসওয়াসাহ্ বিদূরিত হবে।

٦٦ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৬। তিনি [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সব সময় মানুষ (বিভিন্ন ব্যাপারে) পরস্পর কথোপকথন করতে থাকে। পরিশেষে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, এসব মাখলূক্ব তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? তাই যে ব্যক্তির মনে এ জাতীয় খট্‌কা, সংশয়, সন্দেহের উদয় হয় সে যেন বলে উঠে, আমি আল্লাহর প্রতি ও আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।[৮৩]

ব্যাখ্যা : فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে এমন কিছু পাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগবে যে আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে। তখন যেন সে বলে آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলগণের প্রতি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গুণাবলী ও তার একত্ববাদ সম্পর্কে যা বলেছেন আমি তাই বিশ্বাস করি। আর তাঁর রসূলগণ যা বলেন তাই সত্য ও সঠিক। এর পরে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নেই।

٦٧ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ، وَلٰكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৮২] **সহীহ :** বুখারী ৩২৭৬, মুসলিম ১৩৪।
[৮৩] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৪; বুখারীতে হাদীসটি এ শব্দে নেই।

৬৭। ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার একটি জিন্ (শায়ত্বন) ও একজন মালাক (ফেরেশতা) সঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও কি? তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিন্ শাইত্বনের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়েছে। ফলে সে কক্ষনও আমাকে কল্যাণকর কাজ ব্যতীত কোন পরামর্শ দেয় না।[৮৪]

ব্যাখ্যা : আপনার সাথেও কি জিন্ সঙ্গী আছে? এর জবাবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : হ্যাঁ আমার সঙ্গেও আছে। তবে তার কুমন্ত্রণা থেকে আমি নিরাপদ। সমগ্র উম্মাত এ বিষয়ে একমত যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীর, মন ও জিহ্বা শায়ত্বনের প্রভাব থেকে মুক্ত। এ হাদীসে শায়ত্বনের ফিতনাহ্ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তাই বিষয়টি তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে অবহিত করেছেন যাতে আমরা তার কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি।

٦٨ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৮। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষের মধ্যে শায়ত্বন (তার) শিরা-উপশিরায় রক্তের মধ্যে বিচরণ করে থাকে।[৮৫]

ব্যাখ্যা : শায়ত্বন মানুষের ধমনীতে চলা ফেরা করে। অর্থাৎ মানুষকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করতে সম্ভাব্য সব ক্ষমতা শায়ত্বনকে দেয়া হয়েছে। সে মানুষের ব্যাপারে এমন আচরণ করতে পারে যে এর চেয়ে অধিক করার মত আর কিছু বাকী নেই। শায়ত্বন মানুষ থেকে পৃথক হয় না। সর্বদাই তার পিছে লেগে আছে। যেমন রক্ত মানুষের শরীর থেকে পৃথক হয় না। তাই মানুষকে শায়ত্বনের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

٦٩ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আদাম সন্তানের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্মলগ্নে শায়ত্বন তাকে স্পর্শ করেনি। আর এ কারণেই সন্তান জন্মকালে চিৎকার দিয়ে উঠে। শুধুমাত্র মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ['ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)] এর ব্যতিক্রম (তাদের শায়ত্বন স্পর্শ করতে পারেনি)।[৮৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত المس শব্দের অর্থ আঘাত বা খোঁচা। বুখারীতে বর্ণিত আছে كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم সকল আদাম সন্তানের জন্মের সময় শায়ত্বন আঙ্গুল দ্বারা ভূমিষ্ঠ শিশুর পার্শ্বদেশে আঘাত করে। 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ব্যতিক্রম। ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আঘাত আদাম সন্তানের উপর তার প্রথম আক্রমণ। আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) ও তাঁর মাকে 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নানীর দু'আর বারাকাতে তাদের উভয়কে এ আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন।

---

[৮৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৮১৪, আহ্‌মাদ ৩৬৪০।

[৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২০৩৮, মুসলিম ২১৭৪, আবূ দাঊদ ৪৭১৯, আহ্‌মাদ ১২১৮২।

[৮৬] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৩১, মুসলিম ২৩৬৬।

তবে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর মা এ থেকে রক্ষা পাওয়া দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তাঁরা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। কেননা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কিছু ফাযীলাত ও মু'জিযা রয়েছে যা অন্য কোন নাবীর নেই। ইমাম নবাবী বলেন, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, বর্ণিত মর্যাদা শুধুমাত্র 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও তার মায়ের বৈশিষ্ট্য। তবে কাযী 'আয়ায ইঙ্গিত করেছেন যে, সকল নাবীগণই এই মর্যাদার অধিকারী। কেননা নাবীগণ সকলেই শায়ত্বনের প্রভাব থেকে মুক্ত। তবে মারইয়াম-এর মা হান্নাহ্-এর দু'আর কারণে শুধুমাত্র এ দু'জনের নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য নাবীগণও এতে শামিল আছেন।

٧٠ـ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০। তিনি [আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জন্মের সময় শিশু এজন্য চিৎকার করে যে, শায়ত্বন তাকে খোঁচা মারে।[৮৭]

ব্যাখ্যা : সন্তান ভূমিষ্ঠের সময় শায়ত্বন তাকে আঘাত করে এ উদ্দেশে যে, সে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে কষ্ট দেবে এবং যে ইসলামী ফিতরাতের উপর সে জন্মগ্রহণ করেছে তা বিনষ্ট করে দিবে।

٧١ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ» قَالَ الْأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭১। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইবলীস (শায়ত্বন) সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শায়ত্বনই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শায়ত্বন মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিতনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিতনাহ্ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, শায়ত্বন এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছো। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু এটাও বলেছেন যে, "অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে"।[৮৮]

ব্যাখ্যা : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ শায়ত্বন তাকে নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে তুমি খুব ভাল। অর্থাৎ শায়ত্বন তার কৃত কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রশংসা করে এবং স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করার কারণে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

---

[৮৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৬৭; বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

[৮৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৮১৩। এখানে تَرَكْتُهُ -এর মধ্যকার ة দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য যাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে।

فَيَلْتَزِمُهُ অর্থাৎ শায়ত্বন তার সাথে কুলাকুলি করে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কারণে যা তার নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ- তাকে আপন করে নেয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে পারিবারিক বন্ধন বিলুপ্ত হবে। একসময় উভয়ে অনৈতিক সম্পর্কেও জড়িত হতে পারে এবং এর দ্বারা সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। শায়ত্বন এটাই চায়।

হাদীসের শিক্ষা– স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে এমন আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা। কেননা এতে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

٧٢ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭২। তিনি [জাবির (রাঃ)] বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শায়ত্বন এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, জাযীরাতুল 'আরাব-এর মুসল্লীরা তার 'ইবাদাত করবে, তবে সে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়নি।[৮৯]

ব্যাখ্যা : মুসল্লীগণ শায়ত্বনের 'ইবাদাত করবে এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ শায়ত্বন এ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে যে, ইসলাম পরিবর্তন হয়ে দীনের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিংবা শির্কের প্রকাশ ঘটে তা অব্যাহত থাকবে এবং সর্বশেষ নাবী আগমনের পূর্বে মানুষ যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে।

وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ এ থেকে নিরাশ হয়নি যে, আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাগণ একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে এবং তাদের মাঝে ফিৎনার উদ্ভব ঘটবে। বরং এ কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সে আশাবাদী। আর নাবী ﷺ যে বিষয়ে অবহিত করেছেন তা সংঘটিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٣ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّيْ أُحَدِّثُ نَفْسِيْ بِالشَّيْءِ لَأَنْ أَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মনে এমন কুধারণা পাই যা মুখে প্রকাশ অপেক্ষা আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া যে, আল্লাহ (তোমার) এ বিষয়কে কল্পনার সীমা পর্যন্তই রেখে দিয়েছেন।[৯০]

ব্যাখ্যা : আমার মনে এমন খারাপ বিষয় জাগে যে বিষয়ে কথা বলার চাইতে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমার কয়লা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় কারণ ঐ উদিত বিষয়টি আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত। যা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয় এমনকি দুই শায়ত্বন অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করায় চেষ্টা করে।

---

[৮৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৮১।

[৯০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১১২ (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)।

٧٤ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৭৪। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সকল মানুষের ওপরই শায়ত্বনের একটি ছোঁয়া রয়েছে এবং একইভাবে মালায়িকারও (ফেরেশতাদেরও) একটি ছোঁয়া আছে। শায়ত্বনের ছোঁয়া হল, সে মানুষকে মন্দ কাজের দিকে উস্কে দেয়, আর সত্যকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে। অপরদিকে মালায়িকার ছোঁয়া হল, তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে উৎসাহিত করে, আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং যে লোক মালায়িকার উৎসাহ-উদ্দীপনার অবস্থা নিজের মধ্যে দেখতে পায়, তখন তার মনে করতে হবে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হচ্ছে, আর এ কারণে সে যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ শায়ত্বনের ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ পায় সে যেন অভিশপ্ত শায়ত্বন থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায়। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমর্থনে (কুরআনের আয়াতটি) পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "শায়ত্বন তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখিয়ে থাকে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে"– (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৮)। এ হাদীসটি তিরমিযী নকল করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি গরীব।[৭১]

ব্যাখ্যা : لَمَّةُ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ শায়ত্বনের মাধ্যমে অন্তরে যে সব দুষ্কর্মের চিন্তা হয়। لَمَّةُ الْمَلَكِ মনের মধ্যে যে সমস্ত ভাল কাজের চিন্তা জাগে।

যার অন্তরে ভাল কাজের চিন্তা জাগবে সে যেন মনে করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও বড় একটি নিয়ামত যা তার নিকট পৌঁছেছে ও তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব সে যেন অবহিত হয় যে এটা তার অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। অতএব যে ব্যক্তি এই নিয়ামত পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এই হিদায়াত ও কল্যাণের পথ কারণে।

আর শায়ত্বনের ওয়াসওয়াসাহ্ হলে বিতাড়িত শায়ত্বন থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। কারণ শায়ত্বনও আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি শায়ত্বনকে কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিয়েছেন মাত্র।

٧٥ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ فِيْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

---

[৭১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৯৮৮, য'ঈফুল জামি' ১৯৬৩। কারণ এ হাদীসের সানাদে 'আতা ইবনু সায়িব নামক একজন মুযত্বরের রাবী রয়েছেন যিনি হাদীস বর্ণনায় উলটপালট করেন।

৭৫। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনকি সর্বশেষে এ প্রশ্নও করবে, সমস্ত মাখলূক্বাতকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন তোমরা বলবে : আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর কেউ তাকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। অতঃপর (শাইত্বনের উদ্দেশে) তিনবার নিজের বাম দিকে থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শায়ত্বন হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাবে।[৭২] (মিশকাতের লেখক বলেন) 'উমার ইবনু আহ্‌ওয়াস-এর হাদীস 'খুতবাতু ইয়াওমিন্ নাহ্‌র' অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা।

ব্যাখ্যা : হাদীসে শায়ত্বনের ওয়াসওয়াসাহ্ হতে পরিত্রাণের উপায় বলা হয়েছে। শায়ত্বনের ওয়াসওয়াসাহ্ অন্তরের বাম পার্শ্বে উদয় হয়। তাই বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলতে বলা হয়েছে শায়ত্বনকে লজ্জিত ও দূরীভূত করার জন্য। কেননা থুথু অপ্রিয় বস্তু যা সবাই ঘৃণা করে।

হাদীসের শিক্ষা— মনে শায়ত্বনের ওয়াসওয়াসা উদয় হলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া ও বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা সুন্নাত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٦ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ: «قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا؟ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟».

৭৬। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মানুষ পরস্পরে সর্বদা প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনকি একসময় এ প্রশ্নও করবে যে, যখন প্রত্যেক জিনিসকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সৃষ্টি করল কে?[৭৩] আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি [আনাস] বলেন, তিনি () বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আপনার উম্মাতেরা, প্রশ্ন করতে থাকবে, এটা কী? আর এটা কিভাবে হল?। পরিশেষে এ ধরনের প্রশ্নও করে বসবে যে, যদি সমস্ত মাখলূক্বকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, তবে মহান আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টি করেছেন কে?[৭৪]

ব্যাখ্যা : অবিনশ্বরকে নশ্বরের সাথে তুলনা করে তারা ফলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? নশ্বরের জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন হয়। এর ধারাবাহিকতায় তাদের অন্তরে এ প্রশ্নের উদয় হয়। মহান আল্লাহ নশ্বর নন তাই তাঁর কোন স্রষ্টা নেই। হাদীসে এ ইঙ্গিত রয়েছে অধিক প্রশ্ন নিন্দনীয়। কেননা তা হারামের দিকে ধাবিত করে। আর এটা সীমাহীন অজ্ঞতার কারণেই ঘটে থাকে।

---

[৭২] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৭২২, সহীহুল জামি' ৮১৮২।
[৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৭২৯৬, দ্রষ্টব্য হাদীস : ২৬৬৫।
[৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৬।

এ হাদীসে কুদসীর উদ্দেশ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাবী ﷺ-কে সে বিষয়ে অবহিত করা যা তাঁর উম্মাতের মাঝে ঘটবে। যাতে তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করেন।

٧٧ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৭। 'উসমান ইবনু আবুল 'আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শায়ত্বন আমার সলাত ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে আমার মনে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে দেয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐটা একটা শায়ত্বন যাকে 'খানযাব' বা 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তোমার (মনে) তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তা হতে তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থু থু ফেলবে। ['উসমান رضي الله عنه বলেন] আমি [রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী] এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট হতে শায়ত্বন দূর করে দেন।[৯৫]

ব্যাখ্যা : يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ অর্থাৎ সলাতে গোলমাল বাধিয়ে দেয় এবং ক্বিরাআত এবং সলাত উভয়ের মধ্যেই সন্দেহে ফেলে দেয়।

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ-এ গোলমাল সৃষ্টিকারী একজন বিশেষ শায়ত্বনের নাম খিনযাব।

হাদীসের শিক্ষা– এ হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, সলাতরত অবস্থায় প্রয়োজনে থুথু ফেলা যায় এতে সলাত বিনষ্ট হয় না।

٧٨ـ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَهِمُ فِي صَلَاتِي فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ امْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُوْلُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي. رَوَاهُ مَالِكٌ

৭৮। ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, সলাতে আমি নানা ধরনের (ভুলের) সন্দেহের মধ্যে পড়ি। এটা আমার খুব বেশি হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, (এটা শাইত্বনের কাজ, এ রকম ধারণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না) তুমি তোমার সলাত পূর্ণ করতে থাকবে। কেননা সে (শায়ত্বন) তোমার কাছ থেকে দূর হবে না– যে পর্যন্ত না তুমি তোমার সলাত পূর্ণ কর এবং মনে কর যে, আমি আমার সলাত পূর্ণ করতে পারিনি।[৯৬]

ব্যাখ্যা : أَهِمُ فِي صَلَاتِي ... تَنْصَرِفَ অর্থাৎ তুমি তোমার সলাতে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাও। কেননা সলাত আদায় না করা পর্যন্ত এ শায়ত্বনী ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ দূর হবে না। শায়ত্বনী ওয়াসওয়াসাহ্ দূর করার জন্য এটি একটি বিরাট মূলনীতি। অর্থাৎ শায়ত্বনের ওয়াসওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যে কোন 'ইবাদাত অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

---

[৯৫] **সহীহ :** মুসলিম ২২০৩।

[৯৬] মুওয়াত্ত্বা মালিক। أَهِمُ (আহাম) হলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন দিকে খেয়াল ধাবিত হওয়া। ইমাম মালিক (রহঃ) ২২৬ নং হাদীসে এটি পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।

(٣) بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

অধ্যায়-৩ : তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

ক্বাদর বা তাক্বদীর তাই যা আল্লাহ ফায়সালা করেছেন এবং কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করেছেন।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ : এ বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ভাল হোক আর মন্দ হোক, ক্ষতিকর হোক বা উপকারী হোক তা' নির্ধারিত। এমনকি বান্দার কর্মকাণ্ড যার মধ্যে ঈমান আনা, কুফরী করা, আনুগত্য করা, অবাধ্য হওয়া, পথ ভ্রষ্ট হওয়া ও সৎ পথে চলা সব কিছুই আল্লাহর ফায়সালা। এসব তাঁরই নির্ধারণ, ইচ্ছা, সৃষ্টি ও প্রভাবের ফল। তবে তিনি ঈমান আনয়নে ও তাঁর আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন এবং এজন্য তিনি প্রতিদানের অঙ্গীকারও করেছেন। পক্ষান্তরে কুফ্‌রী ও অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট হন না বরং এজন্য তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কোন কিছু অস্তিত্বে আনার আগেই তার পরিমাণ, অবস্থা ও তার অস্তিত্বে আসার কাল বা সময় সম্পর্কে অবহিত। অতঃপর তিনি তা অস্তিত্বে এনেছেন। অতএব উর্ধ্বজগতে বা অধঃজগতে আল্লাহ ব্যতীত কোন স্রষ্টা ও নির্ধারণকারী নেই। সবকিছুই তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী হয়। এতে সৃষ্টি জগতের কারো ইচ্ছা বা প্রভাব নেই।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» قَالَ : «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূক্বের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, (তখন) আল্লাহ্‌র 'আর্‌শ (সিংহাসন) পানির উপর ছিল।[৯৭]

ব্যাখ্যা : كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ অর্থাৎ আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার 'আর্‌শ পানির উপরে ছিল। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পানি ও 'আর্‌শ এ দু'টি বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা। যেহেতু এ দু'টিকে আসমান ও জমিন সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে এমনটা প্রতীয়মান হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুই পানির আগে সৃষ্টি করেননি।

٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮০। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহর ক্বাদ্‌র (তাক্বদীর) অনুযায়ী রয়েছে, এমনকি নির্বুদ্ধিতা ও বিচক্ষণতাও।[৯৮]

---

[৯৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৫৩।

[৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৫৫। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও সহীহ বুখারীর خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ (বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টিকরণ) নামক অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিছু সমসাময়িক মুহাদ্দিস ভুলবশতঃ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের দিকে মুতলাকভাবে

ব্যাখ্যা : حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও অপারগতা– এ দু'টিও আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার উপার্জন ও কাজকর্মের বিষয়ে তা' শুরুর ব্যাপারে ইচ্ছা বা অবগতি থাকলেও তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের দ্বারা সম্পাদন হয় না। সবকিছুই স্রষ্টার নির্ধারণ বা তাক্বদীর অনুযায়ীই হয়। এমনকি বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার অভিষ্ঠ লক্ষে পৌছে অথবা অপারগতা যার কারণে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে বিলম্ব ঘটে বা পৌছতে পারে না এটিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

٨١ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسٰى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسٰى قَالَ أَنْتَ آدَمُ الَّذِيْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهٖ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهٗ وَأَسْكَنَكَ فِيْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسٰى بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيْهَا ﴿وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى؟﴾ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَفَتَلُومُنِيْ عَلٰى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهٗ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮১। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আলমে আরওয়াহ্ বা রূহ জগতে) আদাম ও মূসা 'আলায়হিস্ সালাম পরস্পর তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলেন। এ তর্কে আদাম 'আলায়হিস্ সালাম মূসার উপর জয়ী হলেন। মূসা 'আলায়হিস্ সালাম বললেন, আপনি তো সে আদাম, যাঁকে আল্লাহ (বিনা পিতা-মাতায়) তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। মালায়িকার দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন এবং আপনাকে তাঁর চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থান করে দিয়েছিলেন। অতঃপর আপনি আপনার স্বীয় ত্রুটির কারণে মানবজাতিকে জমিনে নামিয়ে দিয়েছেন। আদাম 'আলায়হিস্ সালাম (প্রত্যুত্তরে) বললেন, তুমি তো সে মূসা যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নবূওয়াতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাকে তাওরাত দান করেছেন, যাতে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। অধিকন্তু তিনি তোমাকে গোপন কথা দ্বারাও নৈকট্য দান করেছেন। আল্লাহ আমার সৃষ্টির কত বছর পূর্বে তাওরাত লিখে রেখেছিলেন তুমি কি জান? মূসা 'আলায়হিস্ সালাম বললেন, চল্লিশ বছর পূর্বে। তখন আদাম 'আলায়হিস্ সালাম বললেন, তুমি কি তাওরাতে (এ শব্দগুলো লিখিত) পাওনি যে, আদাম তাঁর প্রতিপালকের নাফরমানী করেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে? (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১২১)। মূসা 'আলায়হিস্ সালাম (উত্তর) দিলেন, হাঁ, পেয়েছি। তখন আদাম 'আলায়হিস্ সালাম বললেন, তারপর তুমি আমাকে আমার 'আমালের জন্য তিরস্কার করছ কেন, যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুতরাং আদাম 'আলায়হিস্ সালাম মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর উপর জয়ী হলেন।[৯৯]

নিসবাত করেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ)-ও হাদীসটি তার "মুয়াত্তা"য় বর্ণনা সংকলন করেছেন। আর ইমাম মালিক-এর সানাদে ইমাম বুখারী মুসলিম হাদীসটি নিয়ে এসেছেন।

[৯৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৫২, বুখারী ৬৬১৪-তে সংক্ষিপ্তভাবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তার সহীহ বুখারীর পাঁচটি স্থানে কিছুটা সংক্ষিপ্ততা সহকারে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এজন্যই লেখক হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত বা সম্পৃক্ত করেছেন। যদিও সতর্কীকরণসহ সম্পৃক্ত করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা আমার অস্তিত্বের আগেই ফায়সালা করে রেখেছেন যে, তা অবশ্যই ঘটবে। অতএব এটা কি সম্ভব যে আল্লাহর সিদ্ধান্তে যা আছে আমার দ্বারা তার বিপরীত কিছু ঘটবে? অতএব তুমি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব জ্ঞান সম্পর্কে গাফিল থেকে অর্জনকে উল্লেখ কর যা মূলত উপকরণ আর আসল বস্তুকে ভুলে যাও যা হল তাক্বদীর? অথচ তুমি তো সে সব নির্বাচিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহর রহস্য সম্পর্কে অবহিত। তাছাড়া তাক্বদীরকে দলীল হিসেবে পেশ করা দু'ভাবে হতে পারে।

(১) গুনাহের কাজে দুঃসাহস দেখানো এবং নিজের প্রতি কোন দোষোরোপকে প্রতিহত করা এবং গুনাহের কাজে কাউকে উৎসাহ প্রদান। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বেহায়াপনা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি অপরাধীর নির্লজ্জতার প্রমাণ। যা যুক্তিগত ও শারী'আতগত কোন দিক থেকেই বৈধ নয়।

(২) মনকে সান্ত্বনা দেয়া এবং গুনাহের কারণে মনে যে অশান্তি ও অস্থিরতা দেখা দেয় তা প্রতিহত করাই তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়ের শিক্ষা এটা শারী'আতের দৃষ্টি এবং যৌক্তিক দৃষ্টিতে কোন খারাপ বিষয় নয়। অতএব এ ধরনের দলীল দেয়া যেতে পারে। আর আদাম 'আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক তাক্বদীরকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা এই প্রকারের ছিল।

٨٢ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮২। ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, তার মায়ের পেটে (প্রথমে তার মূল উপাদান) শুক্ররূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপ ধারণ করে। তারপর পরবর্তী চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাককে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য পাঠন। সে মালাক লিখেন তার– (১) 'আমাল [সে কি কি 'আমাল করবে], (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিয্ক ও (৪) তার নেককার বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয় আল্লাহ্র হুকুমে তার তাক্বদীরে লিখে দেন, তারপর তন্মধ্যে রূহ্ প্রবেশ করান। অতঃপর সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত প্রকৃত আর কোন ইলাহ নেই! তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের 'আমাল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার প্রতি তাক্বদীরের লিখা তার সামনে আসে। আর তখন সে জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। তোমাদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত 'আমাল করতে শুরু করে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার প্রতি সে লেখা (তাক্বদীর) সামনে আসে, তখন সে জান্নাতীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।[১০০]

---

[১০০] **সহীহ :** বুখারী ৩২০৮, মুসলিম ২৬৪৩।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা চোখের পলকে মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তা' সত্ত্বেও এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিতে অনেক উপকার ও উপদেশ বিদ্যমান। তন্মধ্যে—

(১) যদি চোখের পলকে মাতৃগর্ভে একজন শিশু সৃষ্টি করতেন তাহলে তা মায়ের জন্য কষ্টকর হত অনভ্যস্ততার কারণে। হয়তঃবা মায়ের মনে আশঙ্কা দেখা দিত যে তিনি রুগ্ন। ফলে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মানব ভ্রূণকে কিছুদিন মায়ের পেটে নুত্ফাহ্ অবস্থায় রেখেছেন, অতঃপর 'আলাকায় রূপান্তর করেছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভ্রূণকে পরিপূর্ণ করেছেন যাতে মা অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

(২) আল্লাহর ক্ষমতা ও তার নি'আমাত প্রকাশ করা যাতে বান্দা তাঁর 'ইবাদাত করে ও তাঁরই শুকরিয়া আদায় করে।

(৩) মানবজাতিকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী পুনরুত্থানে। কেননা যে আল্লাহ পানি থেকে রক্ত, অতঃপর মাংস সৃষ্টি করেছেন, তাতে রুহ দিয়েছেন, তিনি তাকে পুনরুত্থান করতে ও তাতে আবার রুহ দিতেও পরিপূর্ণভাবে সক্ষম।

(৪) বান্দাকে কোন কাজে তাড়াহুড়া না করে ধিরস্থিরতার সাথে করতে শিক্ষা দেয়া। মানবজাতি কোন কাজে ধিরস্থিরতা অবলম্বন করলে এটা তার জন্য আরো বেশী উপযোগী হবে।

(৫) মানবকে সতর্ক করা এবং এটা বুঝানো যে আসলে তারা কি? অতএব তারা যেন শারীরিক শক্তি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তিমত্তার কারণে ধোঁকায় পতিত না হয়। তারা যেন মনে করে এসব কিছুই আল্লাহর দান। বরং এটা তাদের প্রতি অনুগ্রহ।

হাদীসের শিক্ষা—

১। তাক্বদীর সুস্পষ্টভাবেই সাব্যস্ত আছে।

২। তাওবাহ্ গুনাহকে মুছে ফেলে।

৩। যার মৃত্যু যেভাবে হয় তার জন্য তাই সাব্যস্ত থাকে। যে ভাল কাজের উপর মৃত্যুবরণ করে তার জন্য ভাল এবং যার মৃত্যু খারাপ কাজের উপর তার জন্য খারাপই সাব্যস্ত।

٨٣ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩। সাহ্ল ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন বান্দা জাহান্নামীদের 'আমাল করতে থাকবে, অথচ সে জান্নাতী। এভাবে কেউ জান্নাতীদের 'আমাল করবে অথচ সে জাহান্নামী। কেননা মানুষের 'আমাল নির্ভর করে 'খাওয়া-তীম' বা সর্বশেষ আ'মালের উপর।[১০১]

ব্যাখ্যা : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ সর্বশেষ আ'মালই ধর্তব্য। অর্থাৎ পূর্বেকার আ'মাল ধর্তব্য নয়, শেষ আ'মালই ধর্তব্য। অত্র হাদীসের শিক্ষা—

(১) আনুগত্যের উপর অটল থাকা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে সময়ের হিফাজত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা যে কোন সময়ের 'আমালই তার সর্বশেষ 'আমাল হতে পারে।

[১০১] **সহীহ : বুখারী ৬৬০৭, মুসলিম ১১২। বুখারী মুসলিমে فِيمَا يَرَى النَّاسُ অংশটুকু অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ- হে 'আয়িশাহ্ তুমি কি তোমার বিশ্বাসানুপাতে এ কথা বলেছ। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে সে শিশুটি জান্নাতী।**

(২) অনুরূপভাবে ভাল কাজ করতে পেরে আনন্দিত হওয়া ও অহংকার করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা সে অবহিত নয় যে পরবর্তীতে তার কি ঘটবে।

এ হাদীস তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলীল যারা বলেন যে, মানুষ তার নিজ বিষয় নিজেই নির্ধারণ করতে সক্ষম তা ভাল হোক আর মন্দ হোক।

٨٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوْبَى لِهٰذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন আনসারীর বাচ্চার জানাযার সলাত আদায়ের জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ডাকা হল। আমি ('আয়িশাহ্) বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! এ বাচ্চার কি সৌভাগ্য, সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যে একটি চড়ুই। সে তো কোন গুনাহ করেনি বা গুনাহ করার বয়সও পায়নি। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে না হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন, যখন তারা তাদের পিতার মেরুদণ্ডে ছিল। এভাবে জাহান্নামের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন অথচ তখন তারা তাদের পিতার মেরুদণ্ডে ছিল।[১০২]

ব্যাখ্যা : أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মন্তব্য করেছেন তিনি এ কথা অবহিত হওয়ার পূর্বে যে, মুসলিমদের শিশুরা জান্নাত বাসী হবে। কেননা মুসলিম আলিমদের মধ্য হতে যাদের বক্তব্যকে সঠিক বলে গণ্য করা হয় তারা সবাই একমত যে মুসলিমদের মধ্যে যারা শিশু অবস্থায় মারা যাবে তারা সবাই জান্নাতবাসী। যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ মন্তব্য করতে নিষেধ করার কারণ ছিল যে, তার ('আশিয়ার) নিকট কোন নিশ্চিত প্রমাণ ছিল না যার কারণে তিনি এ মন্তব্য করতে পারেন।

٨٥ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ» وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاءِ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৫। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অবস্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লিখে রাখেননি। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের তাক্বদীরের লেখার উপর নির্ভর করে আ'মাল ছেড়ে দিব না? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (না, বরং) আ'মাল করে যেতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ

[১০২] সহীহ : মুসলিম ২৬৬২।

তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন। আর সে ব্যক্তি দুর্ভাগা হবে যার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল ﷺ (কুরআনের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে (সময় ও অর্থ) ব্যয় করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, হাক্ব কথাকে (দীনকে) সমর্থন জানিয়েছে"– সূরাহ্ আল্ লায়ল ৫-৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১০৩]

ব্যাখ্যা : أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের জন্য তাক্বদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে তার উপরই নির্ভর করব কি-না, এবং আ'মাল বর্জন করব কি-না অর্থাৎ আ'মালের প্রচেষ্টা ত্যাগ করব কি-না। কারণ, যখন আমাদের জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা পূর্ব নির্ধারিত তখন 'আমালের প্রতিযোগিতা করেই বা কি লাভ? কেননা আল্লাহর ফায়সালা তো কখনও পরিবর্তিত হওয়ার নয় এবং তার নির্ধারিত বিষয় কখনও রদ হওয়ার নয়।

জেনে রাখা উচিত যে, যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য জান্নাতের 'আমালটাই অধিক সহজ হবে। আর এই সহজতাই তার জান্নাতী হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যার জন্য জান্নাতী 'আমালটা সহজ নয়। সে জান্নাতী নয় বরং জাহান্নামের অধিবাসী।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল কর্ম পরিচালনা করেন এবং তা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্তও করে।

যার জন্য জান্নাত নির্ধারিত তার জন্য জান্নাতী 'আমালটাও তো নির্ধারিত এবং সেই কৃতকর্মই তাঁর জন্য উপযোগী হবে এবং সে কর্মের উপরই তাকে উৎসাহ এবং ধমকের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা হয়। আর যার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর জন্য মন্দটাই নির্ধারিত। এমনকি সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার মাওলার আদেশ বর্জন করে।

٨٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».

৮৬। আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ তা'আলা আদাম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে। চোখের ব্যভিচার হল দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।[১০৪]

---

[১০৩] **সহীহ :** বুখারী ৪৯৪৯, মুসলিম ২৬৪৭।
[১০৪] **সহীহ :** বুখারী ৬২৪৩, মুসলিম ২৬৫৭।

কিন্তু সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, আদাম সন্তানের জন্য তাক্বদীরে যিনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের যিনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যিনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশে) স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হল চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।[১০৫]

ব্যাখ্যা : তার উপর এটাই সাব্যস্ত যে, তার জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি করা হয়েছে আর সে প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সে স্বাদ গ্রহণ করে। তাকে শক্তি দান করা হয়েছে যার দ্বারা সে উক্ত কর্মের (যিনা) ক্ষমতা রাখে। আর চক্ষুদ্বয় এর বিষয় হলো যে, এই চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিপাতের সক্ষমতা দ্বারা দেখার স্বাদ গ্রহণ করা যায়। আল্লামা ত্বীবী বলেন যে, كُتِبَ উদ্দেশ্য হলো, তাতে যৌন চাহিদা এবং নারীদের প্রতি পুরুষের দুর্বলতা বা ঝুঁকে পড়া প্রমাণিত হয়। এবং চক্ষু, কর্ণ, অন্তর এবং লজ্জাস্থান দ্বারা যিনার স্বাদ গ্রহণ করা যায়।

وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِي অন্তর আকাঙ্ক্ষা ও খাওয়াহিশাত বা যৌন চাহিদার জন্ম দেয়। অর্থাৎ অন্তরের যিনা হলো– আকাঙ্ক্ষা করা। وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ লজ্জাস্থান সহবাস করে দৃষ্টিপাত ও খাহেশাতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়। আর يُكَذِّبُهٗ এর অর্থ হলো, প্রতিপালকের ভয়ে উক্ত কর্ম থেকে বিরত থাকে।

٨٧ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَا يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهٖ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهٖ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا. بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। মুযায়নাহ্ গোত্রের দুই লোক রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, মানুষ এখন (দুনিয়াতে) যা 'আমাল (ভাল-মন্দ) করছে এবং 'আমাল করার চেষ্টায় রত আছে, তা আগেই তাদের জন্য তাক্বদীরে লিখে রাখা হয়েছিল? নাকি পরে যখন তাদের নিকট তাদের নাবী শারী'আহ্ (দলীল-প্রমাণ) নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার দলীল-প্রমাণ প্রকটিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? উত্তরে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : না, বরং পূর্বেই তাদের জন্য তাক্বদীরে এসব নির্দিষ্ট করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে। এ কথার সমর্থনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "প্রাণের কসম (মানুষের)! এবং যিনি তাকে সুন্দরভাবে গঠন করেছেন এবং তাকে (পূর্বেই) ভাল ও মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন"– (সূরাহ্ আল লায়ল ৯২ : ৭-৮)।[১০৬]

ব্যাখ্যা : أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনি আমাদের অবহিত করুন মানবজাতি ভাল-মন্দ যে কাজ করে তা-কি তাদের জন্য যেভাবে ফায়সালা করা হয়েছে সে অনুযায়ী করে? আর তা তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে তা সংঘটিত হয়? নাকি তা তাদের জন্য ফায়সালাকৃত নয়? বরং সকল কাজই সংঘটিত হয় ভবিষ্যতে যা সে সম্পাদন করতে চায় সে চাহিদা অনুযায়ী তাক্বদীর অনুযায়ী না হয়ে?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যা কিছু ঘটে তা পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই ঘটে থাকে।

---

[১০৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৫৭।

[১০৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৫০।

٨٨-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلٰى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন যুবক মানুষ। তাই আমি আমার সম্পর্কে ব্যভিচারের জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছি। অথচ কোন নারীকে বিবাহ করার (আর্থিক) সঙ্গতিও আমার নেই। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেন খাসী হবার অনুমতিই প্রার্থনা করছিলেন। আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যুত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। আমি আবারও অনুরূপ প্রশ্ন করলাম। এবারও তিনি নীরব থাকলেন। সুতরাং আমি ঐরূপ প্রশ্ন করলাম, এবারও তিনি নীরব থাকলেন। আমি চতুর্থবার সেরূপ প্রশ্ন করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার জন্য যা ঘটবার আছে তা আগে থেকেই তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত হওয়ার মাধ্যমে ক্বলম শুকিয়ে গেছে। এখন তুমি এটা জেনে খাসীও হতে পার বা এমন ইচ্ছা পরিত্যাগও করতে পার।[১০৭]

ব্যাখ্যা : جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ অর্থাৎ তোমার যা কিছু ঘটবে তা লিখে অবসর হওয়ার পর কলম শুকিয়ে গেছে। তুমি তোমার জীবনে যা কিছুর সম্মুখীন হবে তা তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার জন্য ফায়সালা করা রয়েছে। কোন কারণে তোমার নির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবে না। অতএব নির্ধারিত পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশে কোন প্রকার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ অর্থাৎ তুমি তা কর বা না কর তোমারে ব্যাপারে নির্ধারিত তাক্বদীর বাস্তবায়ন হবেই।

٨٩-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সমস্ত অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার ‘ইবাদাত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।”[১০৮]

---

[১০৭] **সহীহ :** বুখারী সানাদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন ৪৬৮৬, সহীহুল জামি‘ ৭৮৩২। اَلْعَنَتُ (আল ‘আনাত) এ হাদীসের দ্বারা যিনা, ব্যভিচার উদ্দেশ্য। আল্লামা মুযহির বলেন : যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুই অনন্তকালে নির্ধারিত। অতএব, খাসীকরণ বা খোজাকরণে কোন উপকার নেই। চাইলে তুমি করতে পার বা নাও করত পার। এ কথাটি খাসীকরণ বা খোজাকরণের ব্যাপারে অনুমতি নেই এবং অনর্থক একটি অঙ্গহানী কারণে অনুমতি প্রার্থনায় এটি তিরস্কার বা ভর্ৎসনা। (মিরকাত)

[১০৮] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৯৮।

٨٨ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلٰى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন যুবক মানুষ। তাই আমি আমার সম্পর্কে ব্যভিচারের জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছি। অথচ কোন নারীকে বিবাহ করার (আর্থিক) সঙ্গতিও আমার নেই। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) যেন খাসী হবার অনুমতিই প্রার্থনা করছিলেন। আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যুত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। আমি আবারও অনুরূপ প্রশ্ন করলাম। এবারও তিনি নীরব থাকলেন। সুতরাং আমি ঐরূপ প্রশ্ন করলাম, এবারও তিনি নীরব থাকলেন। আমি চতুর্থবার সেরূপ প্রশ্ন করলে নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার জন্য যা ঘটবার আছে তা আগে থেকেই তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত হওয়ার মাধ্যমে ক্বলম শুকিয়ে গেছে। এখন তুমি এটা জেনে খাসীও হতে পার বা এমন ইচ্ছা পরিত্যাগও করতে পার।[১০৭]

ব্যাখ্যা : جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ অর্থাৎ তোমার যা কিছু ঘটবে তা লিখে অবসর হওয়ার পর কলম শুকিয়ে গেছে। তুমি তোমার জীবনে যা কিছুর সম্মুখীন হবে তা তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার জন্য ফায়সালা করা রয়েছে। কোন কারণে তোমার নির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবে না। অতএব নির্ধারিত পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশে কোন প্রকার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ অর্থাৎ তুমি তা কর বা না কর তোমারে ব্যাপারে নির্ধারিত তাক্বদীর বাস্তবায়ন হবেই।

٨٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সমস্ত অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার 'ইবাদাত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।"[১০৮]

---

[১০৭] **সহীহ :** বুখারী সানাদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন ৪৬৮৬, সহীহুল জামি' ৭৮৩২। اَلْعَنَتُ (আল 'আনাত) এ হাদীসের দ্বারা যিনা, ব্যভিচার উদ্দেশ্য। আল্লামা মুযহির বলেন : যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুই অনন্তকালে নির্ধারিত। অতএব, খাসীকরণ বা খোজাকরণে কোন উপকার নেই। চাইলে তুমি করতে পার বা নাও করত পার। এ কথাটি খাসীকরণ বা খোজাকরণের ব্যাপারে অনুমতি নেই এবং অনর্থক একটি অঙ্গহানী কারণে অনুমতি প্রার্থনায় এটি তিরস্কার বা ভর্ৎসনা। (মিরকাত)

[১০৮] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৯৮।

ব্যাখ্যা : بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ এটি আল্লাহর সিফাত অর্থাৎ গুণবাচক হাদীস। এতে যা বর্ণিত হয়েছে কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। এর অর্থ জানার চেষ্টা করব না। এ বিষয়ে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব। যে তা মেনে নিবে সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত। যে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবেশ করবে সে পথভ্রষ্ট।

হাদীসের অর্থ, বান্দার অন্তর পরিবর্তন করা আল্লাহর নিকট অতি সহজ। তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তর বা যে কোন বিষয়ে তাঁর ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এ কাজে তাঁর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আর তিনি যা করতে চান তা তাঁর হাত ছাড়া হয় না।

٩٠ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» ثُمَّ يَقُولُ: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে, এতে তোমরা কোন বাচ্চার কানকাটা দেখতে পাও কি? এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾

"আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দীন।" (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৩০)।[১০৯]

ব্যাখ্যা : الْفِطْرَةِ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা রয়েছে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে এ দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম। ইমাম বুখারী এ বক্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন এবং অনেক পূর্বসুরীই এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্য বর্ণনাতে الْفِطْرَةِ এর পরিবর্তে الملة শব্দটিও এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا এ আয়াতের উল্লেখ। প্রকৃত ব্যাপার বুঝানোর জন্য হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার হুকুমের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ঈমান বা ইসলামের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। দুনিয়াতে ধর্তব্য বিষয় হল স্বেচ্ছায় ঈমান আনা। فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার হুকুমে সে কাফির যদিও তার মধ্যে স্বভাবগত ঈমান বিদ্যমান। কিংবা এখানে ফিতরাতের অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে চিনবার যে যোগ্যতা দিয়েছেন সেই অবস্থার নামই ফিতরাত। সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানকে যদি তার ফিতরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হত এবং তার পিতা-মাতা বা অন্য কোন দিক থেকে প্রভাবিত করা না হত তাহলে সে সত্য দীনকেই আঁকড়িয়ে থাকতো। তা বাদ দিয়ে অন্য দিকে যেত না এবং এ দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করত না।

٩١ـ وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১০৯] **সহীহ :** বুখারী ১৩৫৮, মুসলিম ২৬৫৮।

Contents

৯১। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়সহ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তিনি বললেন, (১) আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো ঘুমান না। (২) ঘুমানো তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন (সৃষ্টির রিয্‌ক্ব ও 'আমাল প্রভৃতি নির্ধারিত করে থাকেন)। (৪) রাতের 'আমাল দিনের 'আমালের পূর্বে, আর দিনের 'আমাল রাতের 'আমালের পূর্বেই তার নিকটে পৌঁছানো হয় এবং (৫) তাঁর (এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে) পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। যদি তিনি এ পর্দা সরিয়ে দিতেন, তবে তাঁর চেহারার নূর সৃষ্টিজগতের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সব কিছুকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত।[১১০]

ব্যাখ্যা : يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهٗ - অর্থ মীযান বা দাঁড়িপাল্লাকে قِسْطٌ নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য যে, তা দ্বারা বণ্টন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায় আচরণ সংঘটিত হয়। এ অর্থ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস يرفع الميزان ويرفعه এর সমর্থন করে। এও বলা হয় যে, قِسْطٌ দ্বারা রিয্‌ক্ব উদ্দেশ্য। কেননা তা প্রত্যেক মাখলুকের জন্য নির্ধারিত। নীচু করা অর্থ তা কমিয়ে দেয়া। আর উঁচু করা অর্থ বাড়িয়ে দেয়া। তিনি কখনো রিযিক সংকোচন করে তা নীচু করে দেন। আবার কখনো তা প্রশস্ত করে পাল্লা উঁচু করে দেন।

حِجَابُهُ النُّوْرُ হিজাবের প্রকৃত অর্থ পর্দা যা দর্শনার্থী এবং প্রদর্শিত বস্তুর মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করে। এখানে উদ্দেশ্য হল সে প্রতিবন্ধক যা সৃষ্টিকে তাঁর দর্শন হতে বিরত রাখে।

٩٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهٗ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «يَمِيْنُ اللهِ مَلْأَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ سَحَّاءُ لَا يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

৯২। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার হাত সদাসর্বদা পূর্ণ। অবিরাম মুষলধারে বর্ষণকারীর মতো দান কখনও তা কমাতে পারে না। তোমরা কি দেখছো না, তিনি যখন থেকে এ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে কতই না দান করে আসছেন। অথচ তাঁর হাতে যা ছিল তার থেকে কিছুই কমায়নি। তাঁর 'আরশ (প্রথমে) পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাঁড়িপাল্লা। তিনি এ দাঁড়িপাল্লাকে উঁচু বা নিচু করে থাকেন।[১১১]

সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্‌র দক্ষিণ (ডান) হাত সদা পরিপূর্ণ। আর ইবনু নুমায়র (রহঃ)-এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, দিন-রাতের মধ্যে সর্বদা দানকারী কোন কিছুই এতে কমাতে পারে না।

ব্যাখ্যা : يَدُ اللهِ مَلْأَى আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ধন ও প্রাচুর্যে তিনি পরিপূর্ণ। তাঁর নিকট এত রিয্‌ক্ব রয়েছে যার কোন শেষ নেই। এ দ্বারা আল্লাহর নি'আমাতের আধিক্যের ও প্রাচুর্যের এবং তাঁর দানের বিশালতা ও সার্বজনিনতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

[১১০] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৯।

[১১১] **সহীহ :** বুখারী ৭৪১১, মুসলিম ৯৯৩।

٩٣ـ وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ : «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাফির-মুশরিকদের শিশু-সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (মৃত্যুর পর তাদের স্থান কোথায় জান্নাতে, না জাহান্নামে)? জবাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি 'আমাল করত।[১১২]

ব্যাখ্যা : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ অর্থাৎ তারা জীবিত থাকলে কি করত তা আল্লাহই ভাল জানেন। অতএব তাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবে না। এ হাদীস মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে মন্তব্য করা হতে বিরত থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ। যারা বলেন মুশরিকদের সন্তানদের বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন, এ হাদীস তাদের পক্ষে দলীল।

বিরত থাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবার মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এর উদ্দেশ্য হল ব্যাপারটা আমাদের অজানা অথবা এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। আবার কেউ বলেন এর উদ্দেশ্য হল সকলের ব্যাপারে একই মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। অতএব তাদের কেউ মুক্তি পাবে আবার কেউ ধ্বংস হবে। আমার (মুবারকপুরী) দৃষ্টিতে সঠিক হল মুশরিকদের সকল নাবালেগ সন্তানই জান্নাতে যাবে। এর স্বপক্ষে যে সকল প্রমাণাদী রয়েছে তন্মধ্যে প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ বা দলীল ইমাম আহমাদ কর্তৃক খানসা কিন্তু মু'আবিয়াহ্ ইবনু মারইয়াম সূত্রে তার ফুফু হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কারা জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, নাবীগণ জান্নাতে যাবে শাহীদগণ জান্নাতে যাবে আর সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুগণও জান্নাতে যাবে।"

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় 'অনুচ্ছেদ

٩٤ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ فَقَالَ اكْتُبْ؟ قَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

৯৪। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি ক্বলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কী লিখব? আল্লাহ বললেন, ক্বদ্‌র (তাক্বদীর) সম্পর্কে লিখ। সুতরাং কলম– যা ছিল ও ভবিষ্যতে যা হবে, সবকিছুই লিখে ফেলল। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি সানাদ হিসেবে গরীব।[১১৩]

---

[১১২] **সহীহ :** বুখারী ১৩৮৪, মুসলিম ২৬৫৯।

[১১৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২০৮১, সহীহুল জামি' ২০১৭, আহ্‌মাদ ৫/৩১৭। এটি ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ)-এর উক্তির অর্থ সরাসরি উক্তি নয়। আর তিনি "ক্বদ্‌র" অধ্যায়ের ২০/২৩ নং হাদীসে এর হুকুম সম্পর্কে বলেছেন : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا

ব্যাখ্যা : أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ 'আল্ আযহার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ- 'আর্শ, পানি ও বায়ু সৃষ্টির পরে প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। কেননা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আরা মাখলূকের তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন।" তখন আল্লাহর 'আর্শ ছিল পানির উপরে। বায়হাক্বীতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর 'আর্শ পানির উপরে ছিল। তাহলে পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বললেন : (পানি) বায়ুর পিঠে ছিল। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীর ১৩ খণ্ডের ১৮৬ পৃষ্ঠায় মারফূ' সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, "আর্শ সৃষ্টির পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে"। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন।

তবে মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সানাদে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কলম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর বললেন, তুমি লিখ। অতঃপর কলম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখলো।

এ হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এই যে, পানি ও 'আর্শ ব্যতীত যা সৃষ্টি করা হয়েছে তন্মধ্যে কলম প্রথম সৃষ্টি। 'আর্শ ও কলম এ দু'টির মধ্যে কোন বস্তু আগে সৃষ্টি করা হয়েছে– এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ 'আলিমের মতে 'আর্শ আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবনু জারীর ও তার অনুসারীদের মতে কলম আগে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٩٥ـ وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الاٰيَة قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ بِيَمِينِه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهٗ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهٗ بِهِ النَّارَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

الْوَجْهِ (হাদীসটি এই সানাদে গরীব)। আর "তাফসীর' অধ্যায়ের ২/২৩২ নং পৃষ্ঠায় এ সানাদেই হাদীসটি সংকলন করে বলেছেন حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ (হাদীসটি হাসান গরীব)। আপাতদৃষ্টিতে ইমাম আত্ তিরমিযীর উভয় উক্তির মাঝে অসঙ্গতি মনে হলেও মূলত তা নেই। গরীব হওয়ার কারণ 'আবদুল ওয়াহীদ ইবনু সুলাইম যিনি একজন দুর্বল রাবী। আর হাসান হওয়ার কারণ তিনি হাদীসটি বর্ণনায় কোন স্তরে একাকী হয়ে যাননি। তিনি (ওয়াহিদ ইবনু সুলায়ম) হাদীসটি 'আত্বা ইবনু রবাহ থেকে তিনি ('আত্বা ইবনু রবাহ) ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত থেকে আর ওয়ালীদ তার পিতা 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মাদ (রহঃ)-ও হাদীসটি তার মুসনাদের ৫/৩১৭ নং পৃঃ 'উবাদাহ্ ইবনু ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ্ এবং ইয়াযীদ ইবনু আবি হাবিব উভয়ে ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত থেকে এ সূত্রে সংকলন করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত থেকে বর্ণিত এ হাদীসের আরও একটি সানাদ রয়েছে। অতএব, এ শাহেদ বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে হাদীসটি নিশ্চিতভাবে সহীহ। এ হাদীসটিই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নাবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। 'হে জাবির' মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। আলবানী (রহঃ) বলেন : আমি উক্ত মিথ্যা হাদীসটির সানাদ জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি।

৯৫। মুসলিম ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল : "(হে মুহাম্মাদ!) আপনার রব যখন আদাম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সব সন্তানদেরকে বের করলেন" (সূরাহ্ আল আ'রাফ৭ : ১৭২) (...আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম 'আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন ডান হাত তাঁর পিঠ বুলালেন। আর সেখান থেকে তাঁর (ভবিষ্যতের) একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর বললেন, এসবকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, তারা জান্নাতীদের কাজই করবে। আবার আদামের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে (অপর) একদল সন্তান বের করলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামীদেরই 'আমাল করবে। একজন সহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে 'আমালের আর আবশ্যকতা কি? উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জান্নাতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। এভাবে আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজই করিয়ে নেন। পরিশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে, আর এ কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।[১১৪]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসখানা আবূ দাউদ এবং তিরমিযী থেকে সংকলিত, যেখানে সুস্পষ্ট যে, শুধু 'আমালের দ্বারা জান্নাত বা জাহান্নামে কেউ যাবে না বরং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিষয় 'তাক্বদীর' এখানে বিশেষভাবে কার্যকর। অতএব, যার তাক্বদীরে যা লিখা আছে সে তারই হকদার হবে।

আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক মতবিরোধের সুষ্ঠু সমাধান :

আয়াতে কারীমাতে উল্লেখ আছে :

﴿وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيْ اٰدَمَ مِن ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَن تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ﴾

আল্লাহ তা'আলা আদাম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন। অপর পক্ষে হাদীসে উল্লেখ আছে সন্তানদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদাম 'আলায়হিস্ সালাম-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন। এর সমাধানে মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) তার হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ কিতাবে বলেন, আয়াতে কারীমা হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা আদাম 'আলায়হিস্ সালাম থেকে তার সন্তানদের বের করা হয়েছে আর তার সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের বের করেছেন, এভাবে ধারাবাহিকভাবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত চলবে। অতএব আয়াতে ঘটনার কিছু অংশবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদীস তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে।

আদাম 'আলায়হিস্ সালাম-এর পিঠের উপর দিয়ে হাত অতিক্রম করল, (এই হাত অতিক্রমের) কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা ধরণ বর্ণনা করা ছাড়াই এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

---

[১১৪] **সহীহ :** وَمَسَحَ ظَهْرَهٗ অংশটুকু ব্যতীত। মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৯৫, আবূ দাউদ ৪০৮১, আত্ তিরমিযী ৩০০১; সহীহ সুনান আবূ দাউদ। হাদীসের সানাদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য ও তারা বুখারী মুসলিমের রাবী। তবে এ সানাদে মুসলিম ইবনু ইয়াসার ও 'উমারের মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তথাপি হাদীসের অনেক শাহিদ বর্ণনা থাকায় হাদীসটি সহীহ। আর সহীহ সুনানে আবি দাউদে আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে وَمَسَحَ ظَهْرَهٗ অংশটুকু ছাড়া সহীহ বলেছেন।

কেউ মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার পিঠকে ফেড়েছিলেন। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে তিনি বের করেছেন। তবে সবচেয়ে নিকটতম অর্থটি হচ্ছে, তিনি তাদেরকে তার পিঠের লোমের গোড়া থেকে বের করেছেন। কারণ প্রত্যেক লোমের নীচে সূক্ষ্ম ছিদ্র বিদ্যমান, যার নাম হলো سم বা ছিদ্র, যেমন : سَمُّ الْخِيَاطِ সুঁচের ছিদ্র। আর এটাও সম্ভব যে, সন্তান এই ছিদ্র থেকে বের হয়েছে যেমনভাবে এখান থেকে ঘাম বের হয়।

অতএব, এই মুহূর্তে আয়াত এবং হাদীসকে একই সাথে নিয়ে কথা বলা আবশ্যক এই ভাবে যে, কিছু সন্তান কিছু সন্তানের পিঠ থেকে আর সবাই আবার বের হয়েছে। আদম 'আলায়হিস্-সালাম-এর পিঠ থেকে আয়াত এবং হাদীসের মধ্যকার মতবিরোধ সমাধানকল্পে এমনটাই বলতে হবে।

অত্র হাদীসখানা তাক্বদীরের উপর প্রমাণবাহী এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার পূর্বেই এগুলো তাঁরা চিরন্তন জ্ঞানের মাধ্যমে নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর সৃষ্টি করার পরে এই সৃষ্টিজীবের ভবিষ্যৎ কি হবে তা তাঁর আগেই জানা আছে।

٩٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ؟ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلٰى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلٰى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং (সহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, তোমরা কি জান এ কিতাব দু'টি কি? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু আপনি যদি আমাদের অবহিত করতেন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমার ডান হাতে কিতাবটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে সকল জান্নাতীদের নাম, তাদের পিতাদের নাম ও বংশ-পরম্পরার নাম রয়েছে এবং এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট যোগ করা হয়েছে। অতঃপর এতে আর কক্ষনো (কোন নাম) বৃদ্ধিও হবে না কমতিও করা হবে না। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাম হাতের কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটাও আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এ কিতাবে জাহান্নামীদের নাম আছে, তাদের বাপ-দাদাদের নাম আছে এবং তাদের বংশ-পরম্পরার নামও রয়েছে। অতঃপর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করা হয়েছে। তাই এতে (আর কোন নাম কখনো) বৃদ্ধিও করা যাবে না কমানোও যাবে না। তাঁর এ বর্ণনা শুনার পর সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এসব ব্যাপার যদি আগে থেকে চূড়ান্ত হয়েই থাকে (অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়টি তাক্বদীরের উপর নির্ভর

করে লিপিবদ্ধ হয়েছে) তবে 'আমাল করার প্রয়োজন কী? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাক্ব পথে থেকে দৃঢ়ভাবে 'আমাল করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্যার্জনের চেষ্টা কর। কেননা জান্নাতবাসীদের শেষ 'আমাল (জান্নাত প্রাপ্তির ন্যায়) জান্নাতীদেরই কাজ হবে। (পূর্বে) দুনিয়ার জীবনে সে যা-ই করুক। আর জাহান্নামবাসীদের পরিসমাপ্তি জাহান্নামে যাবার ন্যায় 'আমালের দ্বারা শেষ হবে। তার (জীবনের) 'আমাল যা-ই হোক। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করে কিতাব দু'টিকে পেছনের দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের রব বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন। একদল জান্নাতে যাবে আর অপর একদল জাহান্নামে যাবে– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ৭)।[১১৫]

ব্যাখ্যা : তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর 'ঈমান" রাখতে হবে যা ঈমানের ৬টি রুকনের অন্যতম।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কিময়িয়াতে সা'দাত কিতাবে বলেছেন, বিশেষ ব্যক্তিদেরকে সাধারণদের থেকে পৃথক করা হয় দু'টি জিনিসের মাধ্যমে। (১) যে সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষ অর্জনের মাধ্যমে সাধন করে থাকে ঐ সমস্ত বিষয় বিশেষ ব্যক্তিরা অর্জন ছাড়াই আল্লাহর পক্ষা থেকে জানতে পারেন। আর এর নাম 'ইল্‌মে লাদুনী'। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন ﴿وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾

"আর আমরা তাকে 'ইল্‌মে লাদুনী শিক্ষা দিয়েছিলাম।" (সূরাহ্ কাহ্‌ফ ১৮ : ৬৫)

(২) সাধারণ জনগণ যা স্বপ্নে দেখেন বিশেষ ব্যক্তিরা তা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পান।

ইসলামী ব্যক্তিবর্গ বলেন, অত্র হাদীসের উপর যে ব্যক্তি যথাযথ বিশ্বাস করবে না নবুওয়াতের হাকীকাতের উপর তার ঈমান থাকবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্নটি হচ্ছে, হাদীস মতে যদি বিষয়টি এমনই হয় যে, কিতাবে যা লেখা আছে সে অনুপাতেই ফায়সালা হবে, কিতাবে যার নাম জান্নাতী হিসেবে লেখা আছে সে জান্নাতী আর যার জাহান্নামী লেখা আছে সে জাহান্নামী, তাহলে 'আমাল করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, "বান্দাদের তাক্বদীরকে দলীল বানিয়ে 'আমাল থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে 'ইবাদাতের জন্য, অতএব তারা 'আমাল করবে।"

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের কিতাব দু'টি নিক্ষেপ করলেন হেয় প্রতিপন্ন করে নয় বরং তাদেরকে আল্লাহর দিকে নিক্ষেপ করেছেন, এই নিক্ষেপ প্রমাণ করে যে, সেখানে আসলেই কিতাব ছিল আর যদি দৃষ্টান্তমূলক হয় তাহলে অর্থ হবে দু'হাত নিক্ষেপ করলেন।

٩٧ـ وَعَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَة

---

[১১৫] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২০৬৭, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৪৮। (قَوْلٌ মাসদারের সেলা যখন بَاء আসে তখন তার অর্থ হয় ইশারা, ইঙ্গিত করা)।

ইমাম আত্ তিরমিযী ২/২১ নং পৃঃ হাদীসটির হুকুম সম্পর্কে বলেছেন : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ।

আলবানী (রহ) বলেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও তার মুসনাদের ২/১৬৬ নং পৃঃ বর্ণনা করেছেন যার সানাদ সহীহ। আর শায়খ শানক্বীত্বী (রহঃ) তার 'যাদুল মুসলিম' নামক গ্রন্থের ১/৭ নং পৃঃ ভুলবশত হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর সাথে সম্বন্ধোযুক্ত বা সম্পৃক্ত করেছেন।

৯৭। আবূ খুযামাহ্ (রহঃ) সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা (রোগমুক্তির জন্য) যেসব তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করি বা ঔষধ ব্যবহার করে থাকি কিংবা আমরা আত্মরক্ষা করতে যে কোন উপায়ে চেষ্টা করি– এ সকল কি তাক্বদীরকে কিছু পরিবর্তন করতে পারে? রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ সকল কাজও আল্লাহর (পূর্বে নির্ধারিত) তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত।[১১৬]

ব্যাখ্যা : মোট কথা হলো আল্লাহ তা'আলা ঘটনা এবং ঘটনার কারণ উভয়টিই সৃষ্টি করেছেন এবং কারণ সমূহকে সংগঠিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সুতরাং কারণসমূহের বিদ্যমানতায় কোন বিষয় সংগঠিত হওয়াও তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত।

৯৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هٰذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা তাক্বদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হন। তিনি এটা দেখে এত রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চেহারা মুবারকে আনারের (ডালিমের) রস নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের কি (তর্কে লিপ্ত হওয়া জন্য) নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এজন্য কি রসূল বানিয়ে তোমাদের নিকট আমাকে পাঠানো হয়েছে? (জেনে রাখ!) তোমাদের পূর্বে অনেক লোকেরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখনই তারা এ বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করেছে। আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, আবারও কসম করে বলছি– সাবধান! এ বিষয় নিয়ে তোমরা কক্ষনো তর্কে জড়িয়ে যেয়ো না।[১১৭]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাক্বদীর হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গোপন বিষয়সমূহের অন্যতম। আর আল্লাহ তা'আলার গোপন বিষয় অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, পাশাপাশি যারা তাক্বদীরের বিষয়ে আলোচনা করবে তারা ক্বাদারিয়া বা জাবারিয়া বনে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া বান্দারা শারী'আত প্রণেতার সকল আদেশ পালন করতে আদিষ্ট, এ ব্যাপারে যে সমস্ত জিনিসের গোপন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করা বৈধ নয় তার গোপন রহস্য বের করা ব্যতীত রেখেই।

---

[১১৬] **য'ঈফ :** আহ্মাদ ১৪৯২৭, আত্ তিরমিযী ১৯৯১, ইবনু মাজাহ্ ৩৪২৮ (য'ঈফ সুনানুত্ তিরমিযী)।
ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) তার জামে আত্ তিরমিযীর ২/৭ নং পৃষ্ঠায় এ হাদীসের হুকুম সম্পর্কে বলেছেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসের একজন রাবী "আবূ খুযামাহ্" সম্পর্কে ইমাম ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন : তিনি একজন তাবি'ঈ কিন্তু তার হাদীস مُضْطَرِبٌ (মুযত্বরিব) তথা যা হাদীস দুর্বল হওযার একটি অন্যতম কারণ। শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটি য'ঈফ আত্ তিরমিযীতে দুর্বল বলেছেন।

[১১৭] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২০৫৯ (সহীহ সুনানুত্ আত্ তিরমিযী)।
ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর জামে আত্ তিরমিযীর ২/১৯ নং পৃঃ এ হাদীসের দারাজা সম্পর্কে বলেছেন : حَدِيثٌ غَرِيبٌ. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ الْمَرِّيِّ (হাদীসটি গরীব যা আমরা সালিহ আল মারয়ি ব্যতীত অন্য কারো সানাদে পাইনি। আর সালিহ আল মারয়ি-এর অনেকগুলো এক সানাদ বিশিষ্ট বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর কোন সমর্থনযোগ্য বর্ণনা নেই।) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : কিন্তু এ হাদীসের অনেক শাহিদে বর্ণনা রয়েছে যার কারণে হাদীসটি হাসান/হাসান স্তরের।

٩٩-وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ.

৯৯। ইবনু মাজাহ্ও এ অর্থের একটি হাদীস 'আম্র ইবনু শু'আয়ব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতা, তার পিতা তার দাদা মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।[১১৮]

١٠٠-وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْأَرْضِ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

১০০। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-কে এক মুঠো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হতে নিয়েছিলেন। তাই আদাম সন্তানগণ (বিভিন্ন মাটির রং অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতিতে) কেউ লাল বর্ণের, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এরূপে কেউ কোমল মেজাজের, কেউ কঠোর হয়, কেউ সৎ ও কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে।[১১৯]

ব্যাখ্যা : বানী আদাম আল্লাহ তা'আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের হওয়ার কারণ হলো আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-কে যে একমুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটির অনুপাতেই তাদের এমন বিভিন্নতা।

আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীসে ৪টি গুণ যা মানুষের মধ্যে দৃশ্যমান এবং মাটিও তাই। তবে পরের ৪টি ব্যাখ্যার দাবীদার, কেননা এগুলো (السهل) সহজ-সরল, (الحزن) বিষণ্ণ হওয়া, (الخبيث) মন্দ, (الطيب) ভাল, আভ্যন্তরীণ চরিত্র।

السهل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নরম হওয়া বা ভদ্র হওয়া। الحزن দ্বারা উদ্দেশ্য নির্বুদ্ধিতা, বোকামি الطيب দ্বারা উর্বর জমিন, অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কল্যাণকর এবং الخبيث দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জলাভূমি বা লবণাক্তভূমি, অর্থাৎ কাফির যার পুরোটাই অকাল্যাণকর।

١٠١-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اهْتَدٰى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ أَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১০১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টজীবকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি স্বীয় নূর (জ্যোতি) নিক্ষেপ করেন। সুতরাং যার কাছে তাঁর এ নূর পৌঁছেছে, সে সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যার কাছে

---

[১১৮] **হাসান :** ইবনু মাজাহ্ ৮২।

[১১৯] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৮৭৬১, আবূ দাউদ ৪০৭৩, আত্ তিরমিযী ২৮৭৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৬৩০।
ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটির স্তর বা মান সম্পর্কে বলেছেন 'হাসান সহীহ'। যেমনটি শায়খ আবুল ফার্‌জ/ফারাজ আস্ সাক্বাফী তার "আল ফাওয়া-য়িদ" গ্রন্থের ১/৯৭ নং পৃঃ হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। আর মুসনাদে আহ্মাদের ৪/৪০৬ নং পৃঃ হাদীসটি রয়েছে। অবএব হাদীসটি সহীহ।

তাঁর এ নূর পৌঁছেনি, সে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তাই আমি (ﷺ) বলি : আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হয়ে ক্বলম শুকিয়ে গেছে।[১২০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে তাক্বদীরের আলোচনা করা হয়েছে।

(خلقه) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ, জিন্ বা মালাক (ফেরেশতা) নয়। কেননা তাদেরকে কেবল নূর থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

লুমআতের লেখক বলেন, এখানে (خلقه) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্মের সময়, আর নিক্ষেপণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিদায়াতের তাওফীক প্রদান এবং শরীয়তের বিধি-বিধান প্রকাশ হওয়ার সময়। এক কথায় অত্র হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যাকে নূর দেয়া হয়েছে সে ব্যতিত সৃষ্টি করার মুহূর্তে মানুষই অন্ধকারে ছিল।

তবে এ ক্ষেত্রে ফিত্বরাতের যে হাদীস আছে তার সাথে এ হাদীসের বিষয়টি একটু সাংঘার্ষিক মনে হয় যে ফিতরাতের হাদীস প্রমাণ করছে যে, মানুষ জন্মের সময় প্রত্যেকেই ফিত্রাতের আলোর উপর থাকে আর এ হাদীসে বলা হলো আলো না দেয়ার আগ পর্যন্ত সবাই অন্ধকারেই থাকে।

যার নিকট আলোর কিছু অংশ পৌঁছাল। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, نور দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঈমানের আলো। আর কেউ কেউ বলেছেন, نور দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নিদর্শন থেকে তাকে চিনবার মতো মানবিকতা। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করবেন সে আল্লাহ পাকের এই সব নিদর্শন দেখে আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন না সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তার নিদর্শন খুজে পায় না। এটাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রে বলেছেন,

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا﴾

"যে ছিল মৃত্যু তাকে আমি জীবিত করলাম এবং তাকে আলো (হিদায়াতের আলো) দান করি।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১২২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যার সীনাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন সে তার রবের আলার উপর আছে।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ২২)

অতএব, বুঝা গেল হিদায়াত এবং ভ্রষ্টতা সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন।

١٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهٖ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

১০২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায় সময়ই এ দু'আ করতেন : "হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর দৃঢ় রাখ"। আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি। এরপরও কি

---

[১২০] **সহীহ :** আহ্মাদ ৬৩৫৬, আত্ তিরমিযী ২৫৬৬ (সহীহ সুনানুত্ তিরমিযী)। মুসনাদে আহ্মাদের ৪/১৭৬, ১৯৭ এবং আত্ তিরমিযীর ২/১০৭ ঈমান অধ্যায়ের রয়েছে। হাদীসের সানাদটি সহীহ।

আপনি আমাদের সম্পর্কে আশংকা করেন? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, কেননা 'ক্বলব, আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে রয়েছে)। তিনি যেভাবে চান সেভাবে (অন্তরকে) ঘুরিয়ে থাকেন।[১২১]

ব্যাখ্যা : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِيْنِكَ "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর তুমি তোমার দীনের উপর অবিচল রেখো।" রসূল ﷺ এ দু'আ বেশী বেশী করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে রসূল ﷺ-এর অন্তর আল্লাহর দীন থেকে পরিবর্তন হয়ে অন্য কোন দিকে চলে যাওয়ার আশংকা কখনোই ছিল না। তাকে আল্লাহ হিফাযাত করেছেন, তারপরও এ দু'আ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর : উদ্দেশ্য হলো, তার উম্মাতকে শিক্ষা দেয়া।

١٠٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০৩। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর হাতে (মানুষের) 'ক্বলব' বা মন, যেমন কোন তৃণশূন্য মাঠে একটি পালক, যাকে বাতাসের গতি বুকে-পিঠে (এদিক-সেদিক) ঘুরিয়ে থাকে।[১২২] (আহমাদ ২৭৮৫৯)

١٠٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

১০৪। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনে : (১) সে সাক্ষী দিবে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, (২) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ আমাকে দীনে হাক্ব সহকারে পাঠিয়েছেন, (৩) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস রাখবে এবং (৪) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে।[১২৩]

١٠٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

---

[১২১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২০৬৬, ইবনু মাজাহ্ ৩৮২৪ (সহীহ সুনানুত্ তিরমিযী)। ইমাম আত্ তিরমিযী জামে আত্ তিরমিযীর ২/২০ নং এ হাদীসটির মান/স্তর/হুকুম সম্বন্ধে বলেছেন : হাদীসটি হাসান। আলবানী (রহঃ) বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে।

[১২২] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৮৮৩০, ইবনু মাজাহ্ ৮৫, সহীহুল জামি' ২৩৬৫, শারহুস্ সুন্নাহ ১৪। ইমাম আহ্মাদ তাঁর মুসনাদে ৪/৪০৮ ও ৪১৯ নং এ ভিন্ন শব্দে দু'টি সহীহ সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এ শব্দে হাদীসটি আল বাগাবী প্রণেতা 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থের ১৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

[১২৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২০৭১, ইবনু মাজাহ্ ৭৮, তবে তাতে وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ অংশটুকু নেই, সহীহুল জামি' ৭৫৮৪। হাদীসের শব্দগুলো তিরমিযীর। হাদীসের সানাদটি সহীহ। ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটিকে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন আর এটিকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) সমর্থন করেছেন। ইবনু মাজাহ্তে হাদীসটি وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ অংশটুকু ব্যতীত রয়েছে।

১০৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দু' রকমের লোক রয়েছে, তাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হল : (১) মুর্জিয়াহ্ ও (২) ক্বদারিয়্যাহ্। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।[১২৪]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাহরাস্তানী বলেন, الإرجاء-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. বিলম্ব করা। যেমন: আরবরা বলে থাকে, অবকাশ দাও। ২. আশা দেয়া। এই দুই অর্থই উক্ত হাদীসে উল্লিখিত মুর্জিয়াহ্ দলের উপর নেয়া যেতে পারে। কেননা তারা 'আমালকে নিয়্যাত থেকে বিলম্বিত করে এবং তারা এ কথা বলে যে, ঈমানের পরে যতই পাপ হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি হবে না। যেমনিভাবে কুফ্রীর অবস্থায় কোন ভাল কাজ কোনই উপকারে আসবে না।

তিনি আরো বলেন, মুর্জিয়াহ্ চার শ্রেণীর : ১. খাওয়ারিজের মুর্জিয়াহ্ দল ২. ক্বদারিয়্যাদের মুর্জিয়াহ্ দল ৩. জাবরিয়াদের মুর্জিয়াহ্ দল ৪. মূল মুর্জিয়াহ্ দল।

অতঃপর তিনি মূল মুর্জিয়াদের আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে জানতে চায় সে যেন "আল মিলাল ওয়া আন্ নিহাল" কিতাব দেখেন। আর অত্র হাদীসে মুর্জিয়াহ্ দ্বারা জাবরিয়াই উদ্দেশ্য।

আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, এ তাক্বদীরের বিষয়ের হাদীসগুলো সহীহ, হাসান, য'ঈফ সবগুলোই প্রমাণ করছে কোন তর্ক ছাড়াই তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনতে হবে, যা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। অতএব, তাক্বদীরকে অস্বীকার করা বা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা কুফ্রী গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহই ভাল জানেন)

والْقَدَرِيَّةُ, দু'টোতেই যবর দিয়ে অথবা দালে সাকিন দিয়ে পড়া যায়। যারা বলে থাকে বান্দা নিজেই তার কর্মসমূহের স্রষ্টা এক্ষেত্রে তাক্বদীরের কোন প্রাধান্য নেই। এই নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে যারা তাক্বদীরকে স্বীকার করে না তারা এই কারণে যে, তারা তাক্বদীর সম্পর্কে কথা বলে এবং তাক্বদীর অস্বীকার করার দলীল উপস্থাপন করে। তাদের বাড়াবাড়ি কারণেই এ নামে প্রসিদ্ধ হতে তারাই বেশী হাক্বদার।

١٠٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ

১০৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মাতের মধ্যেও 'খাস্ফ' (জমিন ধ্বসিয়ে বা অদৃশ্য করে দেয়া) এবং 'মাস্খ' (চেহারা বা আকার পরিবর্তন করে দেয়ার) মত শাস্তি হবে। তবে এ শাস্তি তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসকারীদের মধ্যেই হবে। আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১২৫]

---

[১২৪] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২০৭৫, য'ঈফুল জামি' ৩৪৯৮। এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস থেকে 'ইকরিমাহ্ কর্তৃক দু'টি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। এর কতগুলো শাহিদমূলক বর্ণনা, রয়েছে তবে সবগুলো ত্রুটিযুক্ত ফলে কেউ কেউ এটিকে মাওযূ' বা বানায়োট হাদীসটি হিসেবে গণ্য করেছেন। আর আল্লামা 'আলাঈ বলেন : হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে দুর্বল বানায়োট নয়।

[১২৫] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২০৭৯, আবূ দাউদ ৩৯৯৭, ইবনু মাজাহ্ ৪০৬১, আহ্মাদ ২/১০৮ ও ১৬৩। সমস্ত অনুলিপিতে رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ এভাবে রয়েছে যা মূলত ভুল। সঠিক হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ। ইমাম আত্ তিরমিযী ২/২২ নং পৃষ্ঠায় এ শব্দেই হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবূ দাউদ ৪২১৬

١٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

১০৭। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্বদারিয়্যাগণ হচ্ছে এ উম্মাতের মাজূসী। অতঃপর তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না, আর যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।[১২৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি "ক্বদরিয়্যারাই এ উম্মাতের অগ্নিপূজক"-এর ব্যাখ্যা :

"এ উম্মাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দা'ওয়াত কবূলকারী উম্মাত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বদারিয়্যাহ্-কে 'অগ্নিপূজক' বলার কারণ হচ্ছে তাদের কথা হচ্ছে বান্দা তার নিজের কাজের স্রষ্টা নিজেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীরে এবং তার ইচ্ছায় হয় না। এ কথাটি অগ্নিপূজকদের কথার সদৃশ, কেননা তারা বলে পৃথিবীর প্রভু হচ্ছেন দু'জন।

১. কল্যাণের স্রষ্টা যার নাম ইয়ায্দান তথা আল্লাহ তা'আলা।

২. অকল্যাণের স্রষ্টা যার নাম আহারমান, অর্থাৎ শায়ত্বন।

আরো বলা হয়ে থাকে, অগ্নিপূজকরা বলে থাকে ভাল কাজ হচ্ছে نور তথা আলোর কৃতি, আর খারাপ কাজ হচ্ছে ظلمة তথা অন্ধকারের কৃতি। অতএব তারা দ্বৈতবাদীতে পরিণত হলো এমনিভাবে ক্বদারিয়্যারা তারা বলে ভাল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর খারাপ আসে অন্যের পক্ষ থেকে।

١٠٨ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১০৮। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ক্বাদারিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে হাকিম বা বিচারক নিযুক্ত করো না।[১২৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা গেল ক্বদারিয়্যাদের কাছে বসা যাবে না এবং তাদের কাছে বিচারের মুক্বদ্দামাহ্ নিয়ে যাওয়া যাবে না।

١٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَرَزِيْنُ فِي كِتَابِهِ

নং, ইবনু মাজাহ্ ৪০৬১ নং এবং আহ্মাদ ২/১০৮ এবং ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসের সানাদটি হাসান স্তরের/হাসান।

[১২৬] **হাসান :** আহ্মাদ ৫৩২৭, আবূ দাউদ ৪০৭১, সহীহুল জামি' ৪৪৪২। আবূ দাউদের সানাদের রাবীগণ সবই বিশ্বস্ত কিন্তু সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তবে আহ্মাদের সানাদটি মাতসুল সূত্রে বর্ণিত কিন্তু তাতে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। এ হাদীসের আরো একটি সানাদ রয়েছে যেটি আল্লামা আজারী তার "আশ্ শারী'আহ্" নামক গ্রন্থের ১৯০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা ক[illegible] হন। তবে তাতেও দুর্বলতা রয়েছে। তবে এ সবগুলো সানাদের সমন্বয়ে হাদীসটি হাসান স্তরে পৌঁছেছে।

[১২৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪০৮৭, য'ঈফুল জামে ৬১৯৩। কারণ এর সানাদে "হাকীম বিন শারীক" নামক অপরিচিত রাবী রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হাদীসটি দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সানাদেই হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ তার মুসনাদে এবং "আস্ সুন্নাহ" নামক গ্রন্থে এবং ইমাম হাকিম তা "মুস্তাদ্রাক" গ্রন্থে বর্ণনা করে সহীহ বলেনি। ইমাম হাকিম পূর্ববর্তী হাদীসের শাহিদ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ছয় রকম মানুষের প্রতি আমি লা'নাত (অভিশাপ) করি এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিশপ্ত করেছেন। আর প্রত্যেক নাবীর দু'আই কবূল হয়ে থাকে। (১) যারা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে সংযোজন; (২) যে ব্যক্তি তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; (৩) যে ব্যক্তি এ উদ্দেশে জোর-জবরে ক্ষমতা দখল করে, আল্লাহ যাদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন (কাফির-মুশরিক-ফাসিক্ব) তাদের যেন সে মর্যাদা দান করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন (মু'মিন দীনদার) তাদের যেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারে; (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামে (মাক্কায়) এমন সীমালঙ্ঘন করে, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন; (৫) যে ব্যক্তি আমার আহলে বায়ত-এর (অসম্মান করা এবং তাদের কষ্ট দেয়া) আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (নিয়ম-কানুন) পরিত্যাগ করে।[১২৮]

ব্যাখ্যা : অবজ্ঞাবশতঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং সে অভিশপ্ত। আর অবজ্ঞা করে নয় বরং অলসতাবশতঃ যদি কেউ তা করে তাহলে সে পাপী হবে কাঠিন্য অর্থে।

١١٠ ـ وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১১০। মাত্বার ইবনু 'উকামিস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার নির্ধারিত কোন জায়গায় মৃত্যুর ফায়সালা করেন, তখন সে জায়গায় তার যাওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনও তৈরি করে দেন।[১২৯]

ব্যাখ্যা : কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾
"কোন আত্মাই জানে না সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩৪)
উক্ত হাদীসে দলীল পাওয়া যায় তাক্বদীরের।

١١١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মু'মিনদের (নাবালেগ) বাচ্চাদের (জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত ব্যাপারে) কী হুকুম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে। আমি বললাম, কোন (নেক) 'আমাল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহ অনেক ভাল জানেন, তারা জীবিত থাকলে কী 'আমাল করত। আমি আবার জিজ্ঞেস

---

[১২৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২০৮০, য'ঈফুল জামি' ৩২৪৮, হাকিম ১/৩৬। কারণ হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত।
লেখকের শেষের কথা ধারণা দেয় যে, হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী ও রাজিন-এর চেয়ে প্রসিদ্ধ, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ রিওয়ায়াত করেননি। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। কারণ হাদীসটি ইমাম আত্ তিরমিযী জামে আত্ তিরমিযীর ২/২২, ২৩ পৃঃ ক্বদ্‌র অধ্যায়ে, ইমাম ত্বাবারানী তার "আল মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের ১/২৯১ পৃঃ এবং ইমাম হাকিম ১/৩৬ পৃঃ বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) একে দোষমুক্ত সহীহ হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আর ইমাম যাহাবী তার এ মতকে সমর্থন করেছেন। তবে ইমাম আত্ তিরমিযী এর মুরসাল হওয়াকে অধিক সঠিক বলেছেন।

[১২৯] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ২০৯৮০, আত্ তিরমিযী ২০৭২, সহীহুল জামি' ৭৩৫০।

করলাম, আচ্ছা মুশরিকদের (নাবালেগ) বাচ্চাদের কী হুকুম? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারাও তাদের বাপ-দাদার অনুসারী হবে। (অবাক দৃষ্টিতে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন (বদ) 'আমাল ছাড়াই? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, সে বাচ্চাগুলো বেঁচে থাকলে কী 'আমাল করত, আল্লাহ খুব ভাল জানেন।[১৩০]

ব্যাখ্যা : আল্লামা তুরবিশতী (রহঃ) বলেছেন, তারা তাদেরই অন্তর্গত হবে তারা জান্নাতী হলে জান্নাতী আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামী হবে। কেননা, ইসলামী শারী'আত পিতা-মাতা যদি ইসলামের উপর তার বিধান দিয়ে থাকে এবং আদেশ দেয় তাদের (এই সমস্ত শিশুর) জানাযার সলাত আদায় করতেন। অনুরূপভাবে মুশরিকদের সন্তানদের দাস বানিয়ে রাখতে এবং মুসলিম ও মুশরিকের মাঝে উত্তরাধিকার বাতিল করে। অতএব, হাদীসের বাহ্যিক অর্থে তারা তাদের পিতামাতার সাথেই মিলিত হবে।

قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ হাদীসের এ অংশটুকু 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর পক্ষ থেকে বের হয়েছে যা তিনি স্বভাবতই আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেছেন।

قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا অর্থাৎ যদি তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় এ অংশটুকু 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর আশ্চর্যান্বিত হয়ে করা প্রশ্নের প্রতি উত্তর পাশাপাশি তা তাক্বদীরের প্রতি ইঙ্গিতবাহী, এই জন্যই অত্র হাদীসটিকে তাক্বদীরের অধ্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

ইমাম তুরবিশতী (রহঃ) বলেন, তারা দুনিয়াতে তাদের পিতামাতার অনুগামী, তবে আখিরাতের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত তিনিই ভাল জানেন তাদের কি হবে?

কাজী ইয়াযও এমনটাই মতামত পোষণ করেছেন যে, সাওয়াব এবং শাস্তি কোনটাই 'আমালের কারণে হবে না। কেননা যদি 'আমালে কারণেই জান্নাত জাহান্নাম বা শাস্তি সাওয়াব হতো তাহলে মুশরিক সন্তানেরা জাহান্নামী আর মুসলিমদের সন্তানেরা জান্নাতী হওয়ার কথা নয়। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার শাস্তি এগুলো সব তাক্বদীরের বিষয়। অতএব, এ বিষয়ে আবশ্যক হচ্ছে বিষয়টিকে স্থগিত রাখা এবং তা আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে দেয়া, এটা হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্রে। আর দুনিয়াতে ভালকাজ জান্নাতী হওয়ার আর খারাপ কাজ জাহান্নামী হওয়ার দলীল বহন করে।

আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, আমি বলবো, মুসলিমের সন্তান জান্নাতী সকলের ঐক্য মতে হবে, মুশরিকের সন্তানের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে সঠিক এবং বিশ্লেষণমূলক মত হচ্ছে তারাও জান্নাতী। আর অত্র হাদীস সহ অন্যান্য এমন যত হাদীস আছে এগুলোকে তা'বীল করতে হবে অথবা এগুলোর অর্থ এমন হবে যে, আল্লাহর নাবী ﷺ একথা বলেছিলেন, তারা যে জান্নাতী এ খবর জানার আগেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

١١٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ فِي النَّارِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১১২। ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত ক্ববর দেয় এবং যে মেয়েকে ক্ববর দেয়া হয়, উভয়ই জাহান্নামী।[১৩১]

---

[১৩০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০৮৯ (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : হাদীসটি দু'টি সানাদে বর্ণিত যার একটি সহীহ।

[১৩১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০৯৪, সহীহুল জামি' ৭১৪২। হাদীসটির অনেকগুলো সানাদ রয়েছে যার কয়েকটি দুর্বল হলেও বাকীগুলো সহীহ। অতএব নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : الْوَائِدَةُ অর্থাৎ যারা জীবন্ত সন্তান দাফন করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, ধাত্রী বা সন্তান প্রসবে সহায়তাকারিণী। মহিলাকে বিশেষ উল্লেখ করার কারণ হলো জীবন্ত সন্তান কবর দেয়ার কাজটি তাদের মাধ্যমে বেশী হয়।

আল্লামা মুল্লা 'আলী আল্ কারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এটা ছিল দারিদ্র্যতার ভয়ে জাহেলী যুগে কিছু আরব গোত্রের ঘৃণ্যতর ভয়ানক স্বভাব।

কাযী ইয়াজ (রহঃ) বলেছেন, সন্তানকে জীবন্ত গোরস্থকারী তার কৃতকর্মের জন্য জাহান্নামী হবে। আর গোরস্থ সন্তানটি কুফ্রীর জন্য তার পিতা-মাতার অনুগামী হবে।

অথবা গোরস্থানের ব্যাপারে এমনটা বলা যেতে পারে যে, সে প্রাপ্তবয়স্কা কাফির ছিল অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কই, তবে নাবী আল্লাহ তা'আলার ওয়াহী অথবা বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমেই তার সম্পর্কে জাহান্নামী হওয়ার মন্তব্য করেছেন। অতএব, এ মুহূর্তে الْوَائِدَةُ শব্দের আলিফ লামটি ইসতিগরাকী (তথা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন) না হয়ে আহদ (তথা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব ইবনু মাস্'উদ কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীসের মাধ্যমে এ কথা বলা যাবে না যে, মুশরিকদের সকল সন্তানই জাহান্নামী। কেননা এটা এক বিশেষ ঘটনা ছিল, অতএব, সেটিকে সকল গোরস্থ সন্তানদের উপর ব্যাপক অর্থে ধরা যাবে না। যদিও নিয়মানুপাতে শব্দের ব্যাপক অর্থের উপরই 'আমাল করতে হয়, তথাপি দু' শ্রেণীর হাদীসের সমন্বয় সাধনের নিমেত্তেই এই প্রয়াস।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٣ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১১৩। আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি বিষয়ে তাঁর সৃষ্টজীবের জন্য চূড়ান্তভাবে (তাক্বদীরে) লিখে দিয়ে নির্ধারিত করে রেখেছেন : (১) তার আয়ুষ্কাল (জীবনকাল), (২) তার 'আমাল (কর্ম), (৩) তার অবস্থান বা মৃত্যুস্থান, (৪) তার চলাফেরা (গতিবিধি) এবং (৫) এবং তার রিয্ক্ব (জীবিকা)।[১৩২]

١١٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১১৪। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি তাক্বদীর বিষয়ে আলোচনা করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করবে না, তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে না।[১৩৩]

---

[১৩২] **সহীহ :** আহ্মাদ ২০৭২৯, ইবনু আবুল 'আস্-এর তাহ্ক্বীকুস্ সুন্নাহ, ৩০৩।

[১৩৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৮১, য'ঈফুল জামি' ৫৫৩২।

ব্যাখ্যা : مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এখানে فِيْ شَيْءٍ বলা হয়েছে فِيْ الْقَدَرِ বলা হয়নি। এর কারণ হলো, যাতে করে স্বল্পের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার প্রতি জোর দেয়া যায়। অর্থাৎ যে কেউ তাক্বদীরের একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও আলোচনা করবে এর জন্য তাকে ক্বিয়ামাতের দিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব যদি কেউ বেশী করে তাহলে তো কোন কথাই নেই।

يُسْأَلُ عَنْهُ ধমকের সাথে বলা হয়েছে অথবা এখানে সাধারণভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে এটাও বলা যায়।

আল্লামা আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, অন্যান্য যাবতীয় কথা এবং কাজের মতো তাক্বদীরের বিষয়ে কথা বললেও তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং এজন্য তাকে উপযুক্ত বিনিময় দেয়া হবে।

لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না এর অর্থ হলো তাকে এ কথা বলা হবে না তুমি তাক্বদীরের বিষয়ে কেন কথা বললে না? অতএব এ বিষয়ে কথা বলার চেয়ে না বলাই তার জন্য উত্তম হলো।

অতএব কোন ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি যখন ঈমান রাখলো আর সে বিষয়ে বেশী বেশী আলোচনা না করলো তার উপরে এই অভিযোগ আসবে না যে, সে কেন তাক্বদীরের বিষয়ে ব্যুৎপত্তি তথা গভীর জ্ঞান লাভ করে নাই। কেননা এ বিষয়ে সে আদিষ্ট নয়। এজন্যই নাবী ﷺ বললেন, এ ব্যাপারেই কি তোমরা আদিষ্ট হয়েছ? এবং তিনি আরোও বলেছেন, "যখন তাক্বদীরের আলোচনা করা হয় তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকো।"

١١٥ - وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

১১৫। ইবনু আদ্ দায়লামী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট পৌছে আমি তাকে বললাম, তাক্বদীর সম্পর্কে আমার মনে একটি সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। তাই আপনি আমাকে কিছু হাদীস শুনান যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার মন থেকে (তাক্বদীর সম্পর্কে) এসব সন্দেহ-সংশয় দূরিভূত হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি সমস্ত আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তা দিতে পারেন। এতে আল্লাহ যালিম বলে সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাঁর সৃষ্টজীবের সকলের প্রতিই রহমাত করেন, তবে তাঁর এ রাহমাত তাদের জন্য সকল 'আমাল হতে উত্তম হবে। সুতরাং তুমি যদি উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান কর, তোমার থেকে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, যে পর্যন্ত তুমি তাক্বদীরে বিশ্বাস না করবে এবং যা তোমার ভাগ্যে ঘটেছে তা তোমার কাছ থেকে কক্ষনো দূরে চলে যাবে না– এ কথাও তুমি বিশ্বাস না করবে, আর যা এড়িয়ে গেছে তা কক্ষনো তোমার নিকট আর

আসবে না– এ বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ইবনু আদ্ দায়লামী বলেন, উবাই ইবনু কা'ব-এর এ বর্ণনা শুনে আমি সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্'উদ-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও আমাকে এ কথাই প্রত্যুত্তর করলেন। তিনি বলেন, তারপর সহাবী হুযায়ফাহ্ ইবনু ইয়ামান-এর নিকট যেয়েও জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও আমাকে একই প্রত্যুত্তর করলেন। এরপর যায়দ ইবনু সাবিত-এর কাছে আসলাম। তিনি স্বয়ং নাবী ﷺ-এর নাম করেই আমাকে একই ধরনের কথা বললেন।[১৩৪]

١١٦ - وَعَن نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

১১৬। (তাবি'ঈ) নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক সহাবী ইবনু 'উমার-এর নিকট এসে বলল, অমুক লোক আপনাকে সালাম দিয়েছে। উত্তরে ইবনু 'উমার বললেন, আমি শুনেছি, সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন মত তৈরি করেছে (অর্থাৎ তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাস করছে)। যদি প্রকৃতপক্ষে সে দীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ হতে তাকে কোন সালাম পৌঁছাবে না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের অথবা এ উম্মাতের মধ্যে জমিনে ধ্বসে যাওয়া, চেহারা বিকৃত রূপ ধারণ করা, শিলা পাথর বর্ষণের মতো আল্লাহর কঠিন 'আযাব পতিত হবে, তাদের উপর যারা তাক্বদীরের প্রতি অস্বীকারকারী হবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।[১৩৫]

ব্যাখ্যা : بَلَغَنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ অর্থাৎ আমার কাছে পৌঁছেছে যে, সে বিদ্'আত চালু করেছে তাক্বদীরের বিষয়ে।

فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ আল্লামা ত্বীবী বলেন, এটা সালাম না গ্রহণ করার দিকে ঈঙ্গিত দিচ্ছে।

মুল্লা 'আলী কারী (রহঃ) বলেন, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রকাশমান কথা হচ্ছে, আমার পক্ষে থেকে তার সালামের উত্তর পাঠিও না কারণ সে তার বিদ্'আতের কারণে সালামের উত্তর পাবার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে যদিও সে এখন পর্যন্ত কাফির হয়ে যায়নি।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, আমার পক্ষ থেকে তার কাছে সালাম পাঠাইও না। কেননা, নিশ্চয় আমরা আদিষ্ট হয়েছি বিদ্'আতীদেরকে বর্জন করতে।

এর প্রেক্ষিতে উলামায়ে কিরাম বলে থাকেন, ফাসিক্বী, বিদ্'আতীর সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। এটা সুন্নাতও নয়।

---

[১৩৪] **সহীহ :** আহ্মাদ ২১১৪৪, আবূ দাউদ ৪৬৯৯, ইবনু মাজাহ্ ৭৭ (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)।

[১৩৫] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২১৫২, ইবনু মাজাহ্ ৪০৬১, আবূ দাউদ ৪৬১৩, (সহীহ সুনানুত তিরমিযী)।

١١٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَتْ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لَأَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَوَلَدِي مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১১৭। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) তাঁর (পূর্ব-স্বামীর) দু'টি সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে মারা গেছে (তারা কোথায় জান্নাতী, না জাহান্নামী)। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা উভয়ে জাহান্নামী। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (যখন সন্তানদের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা দেন তখন) খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-এর চেহারায় বিষণ্ণ ও অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদি তাদের অবস্থান বা অবস্থা দেখতে, তবে তুমি নিশ্চয়ই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে। অতঃপর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনার ঔরসে আমার যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গেছে (কাসিম ও 'আবদুল্লাহ, তাদের কী হবে)? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা জান্নাতে অবস্থান করছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিনগণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা জান্নাতে এবং মুশরিক ও তাদের সন্তানাদিরা জাহান্নামে যাবে। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ (কুরআনের) আয়াত করলেন (অনুবাদ) : "যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরা যারা তাদের অনুসরণ করেছে, [আমি তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) ওদের সাথে রাখবো]"– (সূরাহ্ আত্ তূর ৫২ : ২১)।[১৩৬]

ব্যাখ্যা : سَأَلَتْ خَدِيجَةُ তিনি হচ্ছেন খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন 'আবদুল 'উয্যা বিন কুসাই আল্ কুরাশিয়া। তিনি আবূ হালাহ বিন যুবায়র স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তাকে আতিক বিন আয়িয বিবাহ করে, অতঃপর তাকে নাবী ﷺ বিবাহ করেন সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর আর নাবী ﷺ এর ২৫ বছর। এটাই ছিল নাবী ﷺ-এর প্রথম বিবাহ এবং তিনি বেঁচে থাকতে নাবী ﷺ আর কাউকে বিবাহ করেননি। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারিণী। আর কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাদের মধ্যে প্রথম ঈমান আনয়নকারিণী। নবূওয়াতের পূর্বে তাকে তাহেরা নামে ডাকা হতো। নাবী ﷺ সব সন্তানগুলোই তার গর্ভের ইবরাহীম বাদে। যিনি হলেন মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভ থেকে। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

---

[১৩৬] **য'ঈফ :** যাওয়ায়িদুল মুসনাদ ১১৩৪। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান নামক একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। আর সে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে।

হাদীসটির বর্ণনার নিসবাত আহ্মাদের দিকে ভুলবশতঃ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি আহ্মাদের ছেলে 'আবদুল্লাহ তাঁর "যাওয়ায়িদুল মুসনাদ" গ্রন্থের ১/১৩৪-৩৫ নং এ বর্ণনা করেছেন হায়সামী হাদীসটি তাঁর "মাজ্মা'উয্ যাওয়া-য়িদ" গ্রন্থের ৭/২১৭ নং পৃঃ 'আবদুল্লাহর দিকে নিসবাত করেছে বলেছেন এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান নামক একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে তবে অবশিষ্ট রাবীগণ নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : ইমাম যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান সম্পর্কে বলেন যে, তিনি অপরিচিত তার মুনকার হাদীস রয়েছে। ইমাম 'আব্দী তাকে (মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান) দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

١١٨ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ دَاوُدُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৮। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর পিঠের উপর হাত বুলালেন। এতে তাঁর পিঠ হতে তাঁর সমস্ত সন্তান জীবন্ত বেরিয়ে পড়ল যা ক্বিয়ামাত অবধি তিনি সৃষ্টি করবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেকের দুই চোখের মধ্যস্থলে নূরের চমক ছিল। অতঃপর সকলকে আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর সামনে পেশ করলেন। (এদেরকে দেখে) আদাম আলায়হিস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে রব! এরা কারা? (প্রত্যুত্তরে) রব বললেন, এরা সব তোমার সন্তান। এমন সময় আদাম আলায়হিস্ সালাম তাঁদের একজনকে দেখলেন, তাকে তার খুব ভাল লাগল। তাঁরও দুই চোখের মধ্যস্থলে নূরের চমক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে রব! এ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, (তোমার সন্তান) দাউদ আলায়হিস্ সালাম। তিনি (আদাম) বললেন, হে প্রভু! তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন? তিনি বললেন, ষাট বছর। তিনি (আদাম) বলেন, হে প্রভু! (অনুগ্রহ করে) আমার বয়স থেকে তাঁকে চল্লিশ বছর দান করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর বয়স ফুরিয়ে গেলে এবং ঐ চল্লিশ বছর বাকী থাকতে মালাকুল মাওত এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। আদাম আলায়হিস্ সালাম তাঁকে বললেন, এখনো তো আমার বয়স চল্লিশ বছর বাকী আছে। মালাকুল মাওত বললেন, আপনি কি আপনার বয়সের চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদ আলায়হিস্ সালাম-কে দান করেননি? আদাম আলায়হিস্ সালাম তা অস্বীকার করলেন। তাই তাঁর সন্তানরাও অস্বীকার করেন। অতঃপর আদাম আলায়হিস্ সালাম (তার ওয়া'দা) ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি (নিষিদ্ধ) গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। তাই তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল, আর এ কারণেই এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সন্তানদের দ্বারাও হয়ে থাকে।[১৩৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আদাম সন্তান সৃষ্টিগতভাবেই ভুলে যাওয়া, ভুল করা, অস্বীকার করার মাধ্যমেই সৃজিত হয়েছে। তবে আল্লাহ যাকে হিফাযাত করেছেন সে বাদে।

---

[১৩৭] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩০৭৬ (সহীহ সুনানুত্ তিরমিযী), হাকিম ২/৫৮৫-৮৬।
আলবানী (রহঃ) বলেন : হাদীসের সানাদটি হাসান/হাসান স্তরের। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে তাঁর "মুসনাদে হাকিম" এর ২/৫৮৫-৮৬ নং এ সহীহ বলেছেন।

١١٩ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِيْ فِيْ يَمِيْنِهٖ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِيْ وَقَالَ لِلَّذِيْ فِيْ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِيْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১১৯। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা যখন আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর ডান কাঁধের উপর তাঁর হাত মারলেন। এতে ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দলের ন্যায় সুন্দর ঝকঝকে একদল আদাম সন্তান বেরিয়ে আসল। তিনি আবার তাঁর বাম কাঁধের উপর হাত মারলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো অপর একদল আদাম সন্তান বেরিয়ে আসল। তারপর আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ডান দিকের সন্তানদের ইঙ্গিত করে বললেন, এ দল জান্নাতী। এতে আমি কারো পরোয়া করি না। অতঃপর আবার তিনি বাম দিকের আদাম সন্তানদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ দল জাহান্নামী। এ সম্পর্কেও আমি কারো কোন পরোয়া করি না।[১৩৮]

ব্যাখ্যা : ذر (كَأَنَّهُمُ الذَّرّ) হচ্ছে ছোট পিপিলিকা। حُمَمٌ (كَأَنَّهُمُ الْحُمَمُ) কয়লা।

قَالَ لِلَّذِيْ فِيْ يَمِيْنِهٖ ডান দিক থেকে যে, মু'মিনের সন্তানদের বের করলেন তাদেরকে বললেন।

হাদীসখানা তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের প্রমাণবাহী। কারণ, এগুলো হলো আল্লাহ তা'আলার আগাম 'ইল্মের প্রতিফলন।

١٢٠ - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهٗ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهٗ يَعُوْدُوْنَهٗ وَهُوَ يَبْكِيْ فَقَالُوْا لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهٗ حَتّٰى تَلْقَانِيْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِيْنِهٖ قَبْضَةً وَأُخْرٰى بِالْيَدِ الْأُخْرٰى وَقَالَ هٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَهٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَلَا أُبَالِيْ فَلَا أَدْرِيْ فِيْ أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২০। (তাবি'ঈ) আবূ নাযরাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীগণের মধ্যে আবূ 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ (মৃত্যুশয্যায়) দেখতে আসলেন। তিনি তখন ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কান্নাকাটি করছেন কেন? আপনাকে কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বলেননি যে, তোমার গোঁফ খাটো করবে। আর সব সময় এভাবে গোঁফকে খাটো রাখবে, যে পর্যন্ত আমার সাথে (জান্নাতে) দেখা না হবে। তিনি বললেন, হাঁ। তবে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ডান হাতে এক মুঠি (লোক) নিয়ে বলেছেন, এরা এর (জান্নাতের) জন্য এবং অপর (এক বাম) হাতের তালুতে এক মুঠি (লোক) নিয়ে বললেন, এরা এর (জাহান্নামের) জন্য। আর

---

[১৩৮] **সহীহ :** আহ্মাদ ২৬৯৪২, সহীহুল জামি' ৩২৩৪। ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) তার মুসনাদের ৬/৪৪১ নং এ এবং তার ছেলে 'আবদুল্লাহ "আয্ যাওয়া-য়িদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সানাদটি সহীহ। হায়সামী তার "আল মাজ্মা" গ্রন্থের ৭/১৮৫ নং এ বলেছেন, "হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ, বায্যার, ত্ববারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন আর তার রাবীগণ সহীহুর রাবী। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : যদি তিনি (হায়সামী)-এর দ্বারা আহ্মাদ ব্যতীত অন্যদের রাবীর উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে অন্যথায় আহ্মাদের রাবীগণ সহীহুর রাবী বরং তারা সিক্বাহ্ বা বিশ্বস্ত।

এ ব্যাপারে আমি কারো কোন পরোয়া করি না। এ কথা বলে তিনি [‘আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, আমি জানি না, কোন হাতের মুঠির মধ্যে আমি আছি।[১৩৯]

١٢١ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২১। ইবনু ‘আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফার মাঠের সন্নিকটে না‘মান নামে এক জায়গায় আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর সন্তানদের বের করে শপথ গ্রহণ করিয়ে ছিলেন। তিনি আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে বের করেছিলেন। এ সকলকে পিঁপড়ার মত আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সামনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের সম্মুখপানে কথা বলেছিলেন- “আমি কি তোমাদের ‘প্রভু’ নই? আদাম সন্তানরা উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের ‘প্রতিপালক’। এতে আমরা সাক্ষী থাকলাম যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন এ কথা বলতে না পার, আমরা জানতাম না কিংবা তোমরা এ কথাও বলতে না পার, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ আমাদের পূর্বে মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তুমি কি বাতিলধর্মী (পিতৃ-পুরুষ)-গণ যা করেছে সে ‘আমালের কারণে আমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিবে”– (সূরাহ্ আ‘রাফ ১৭২-১৭৩)।[১৪০]

ব্যাখ্যা : প্রকৃতপক্ষে অর্থ হলো, নিজের তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়ার পরেও এর মাধ্যমে তারা যেন যুক্তি স্থাপন না করতে পারে এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা ঐ স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

١٢٢ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ﴾ قَالَ : جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قَالُوْ بَلٰى قَالَ فَإِنِّيْ أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اعْلَمُوْا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا تُشْرِكُوْا بِي شَيْئًا إِنِّيْ سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُّوا بِذٰلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟

---

[১৩৯] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ১৭০৮৭। ইমাম আহ্‌মাদ মুসনাদে আহ্‌মাদের ৪/১৭৬-৭৭, ৫/৬৮ নং এ বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি সহীহ। আর “আল মাজ্‌মা” গ্রন্থে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

[১৪০] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ২৪৫১, সহীহুল জামি‘ ১৭০১, মুসনাদে আহ্‌মাদ ১/২৭২। হাদীসের সানাদটি সহীহ।

قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২২। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের "তোমাদের রব যখন বানী আদামের মেরুদণ্ড থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন"– (সূরাহ্ আ'রাফ ৭ : ১৭২-১৭৩) এর তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম সন্তানদের একত্রিত করলেন। তাদেরকে বিভিন্ন রকম করে গড়ার মনস্থ করলেন, এরপর তাদের আকার-আকৃতি দান করলেন। তারপর কথা বলার শক্তি দিলেন। এবার তারা কথা বলতে লাগল। অতঃপর তাদের কাছ থেকে ওয়া'দা-অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? আদাম সন্তানগণ বলল, হ্যাঁ, (নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের এ কথার উপর সাত আসমান ও সাত জমিনকে তোমাদের সম্মুখে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের পিতা আদামকেও সাক্ষী বানাচ্ছি। তোমরা যেন ক্বিয়ামাতের দিন এ কথা বলার সুযোগ না পাও যে, আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তাই এখন তোমরা ভাল করে জেনে নাও, আমি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই এবং আমি ছাড়া তোমাদের কোন প্রতিপালকও নেই। সুতরাং (সাবধান) আমার সাথে কাউকে শারীক করো না। আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছে আমার রসূলগণকে প্রেরণ করব, যারা তোমাদেরকে আমার ওয়া'দা-অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিবেন। অতঃপর তোমাদের উপর আমি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব। তখন এ কথা শুনে আদাম সন্তান বলল, আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব ও আমাদের ইলাহ। তুমি ছাড়া আমাদের কোন রব নেই এবং তুমি ছাড়া আমাদের কোন ইলাহ নেই। বস্তুত আদাম সন্তানদের সকলে এ কথা স্বীকার করে নিল। আদাম ('আলায়হিস্ সালাম)-কে তাদের উপর উঠিয়ে ধরা হল। তিনি সকলকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রও আছে, সুন্দর-অসুন্দরও আছে, (এটা দেখে) তিনি বললেন, হে রব! তুমি তোমার বান্দাদের সকলকে যদি এক সমান করে বানাতে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি চাই আমার বান্দারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার মধ্যে থাকুক। এরপর আদাম ('আলায়হিস্ সালাম) নাবীদেরকে দেখলেন, তারা সকলেই যেন চেরাগের ন্যায়– তাদের উপর আলো ঝলমল করছিল। তাদের কাছ থেকে বিশেষ করে নাবূওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ শপথও নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন (অনুবাদ) : "আমি নাবীদের নিকট হতে যখন তাদের ওয়া'দা অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম), নূহ ('আলায়হিস্ সালাম), ইবরাহীম ('আলায়হিস্ সালাম), মূসা ('আলায়হিস্ সালাম), 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আলায়হিস্ সালাম) হতেও (অঙ্গীকার ও ওয়া'দা) নেয়া হয়েছে"– (সূরাহ্ আহযাব ৩৩ : ৭)। তিনি [উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, এ রূহ্‌দের মধ্যে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম-এর রূহ্ (আত্মা)-ও ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ রূহ্‌কেই মারইয়াম ('আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন। উবাই বলেছেন, এ রূহ মারইয়াম-এর মুখ দিয়ে (তাঁর পেটে) প্রবেশ করেছে।[১৪১] (আহমাদ)

---

[১৪১] **হাসান :** যাওয়ায়িদুল মুসনাদ ৫/১৩৫। ইমাম আহ্‌মাদ হাদীসটি রিওয়ায়াত বা বর্ণনা করেননি বরং তার ছেলে 'আবদুল্লাহ "যাওয়া-য়িদুল মুসনাদ" নামক গ্রন্থেরে ৫/১৩৫ নং এ বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি হাসান মাওকূফ।

١٢٣-وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২৩। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলাম এবং দুনিয়াতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা যখন শুনবে যে, কোন পাহাড় তার নিজের জায়গা থেকে সরে গেছে তাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু যখন শুনবে যে, কোন মানুষের (সৃষ্টিগত) স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা মানুষ সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যার উপর তার সৃষ্টি হয়েছে।[১৪২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হলো কাজগুলো তার ভাগ্যে যা লিখা আছে তাই হবে। বুদ্ধিমত্তা হতে পারে, অপারগতা হতে পারে। অতএব তোমরা যখন শুনতে পাবে যে, কোন বুদ্ধিমান বোকা অথবা কোন বোকা বুদ্ধিমান হয়েছে তা সত্যায়ন করবে না। পাহাড় এক স্থান থেকে অপরস্থানে সরে যাওয়া সম্ভব, তবে মানুষের চরিত্র যেটা তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ তা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লামা মুল্লা 'আলী কারী (রহঃ) বলেন, হাদীস মতে প্রকৃত চরিত্র পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। তবে গুণগতভাবে পরিবর্তন আসা সম্ভব বরং এটা করতে বান্দা আদিষ্ট এটাকে আত্মসংশোধনী বা পরিমার্জন বলা হয়। এমনটাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾

"যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফল হলো।" (সূরাহ্ আল আ'লা- ৮৭ : ১৪)

١٢٤-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِيْ كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي أَكَلْتَ قَالَ مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِيْنَتِهِ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

১২৪। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে বিষ মিশানো ছাগলের গোশ্‌ত খেয়েছিলেন, তার বিষক্রিয়ার কারণে প্রতি বছরই আপনি এত কষ্ট অনুভব করছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, প্রতি বছরই আমার যে যন্ত্রণা বা অসুখ হয়, এটা আমার (নির্ধারিত) তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, অথচ তখন আদাম (আলায়হিস সালাম) ভূগর্ভেই ছিলেন।[১৪৩]

---

[১৪২] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ২৬৯৫৩, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩৫। কারণ যুহরী আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় হাদীসটির সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[১৪৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৫৪৬, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৪২২। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র আল আনাসী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

(٤) بَابُ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

অধ্যায়-৪ : ক্ববরের 'আযাব

এখানে কবর দ্বারা উদ্দেশ হচ্ছে "আলামুল বারযাখ"। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

অর্থাৎ- "পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তারা বারযাখে থাকবে।" (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ১০০)

আর বারযাখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝের এক পৃথিবী। এখানে কবর দ্বারা মৃত্যু বরণকারী লাশকে দাফন করার গর্ত উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অনেক মৃত ব্যক্তি আছে। যেমন, পানিতে ডুবে যে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা আগুনে পুড়ে অথবা প্রাণী তাকে খেয়ে ফেলেছে এগুলোকে দাফন করা হয় না অথচ এদেরকেও শাস্তি দেয়া হয় এবং নি'আমাতও দান করা হয়।

এখানে إِثْبَات عذاب القبر বলে শুধুমাত্র শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে। এক- গুরুত্বারোপ করা। দুই- শাস্তি যাদেরকে দেয়া হবে সেই কাফির বেঈমানদের সংখ্যা বেশী।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهٗ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১২৫। বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন মুসলিমকে যখন ক্ববরে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল। "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে অটল ও অবিচল রাখেন"– (সূরাহ্ ইবরাহীম ১৪ : ২৭)। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হল এটাই। অপর এক বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : *"ইউসাব্বিতুল্লা-হুল্লাযীনা আ-মানূ বিল ক্বাওলিস্ সা-বিতি"*– এ আয়াত ক্ববরের 'আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্ববরে মৃতকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব মহান আল্লাহ তা'আলা। আর আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।[১৪৪]

ব্যাখ্যা : قَالَ الْمُسْلِمُ কোন বর্ণনায় اَلْمُؤْمِنُ এর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিন্স তথা জাতি। তা পুরুষ মহিলা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। অথবা এমন হতে পারে যে, মহিলার হুকুম বুঝা যাবে

---

[১৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৪৬৯৯, মুসলিম ২৮৭১।

পুরুষের অনুসারিণী হওয়ার দিক দিয়ে। এখানে কবরের কথা উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করার কারণ হচ্ছে সাধারণত কবরেই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

অথবা এটা প্রত্যেক ব্যক্তির থাকার স্থানের নামও ক্ববর হতে পারে এখানে যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে সে বিষয়গুলো অনুল্লেখিত আছে সেগুলো হলো তার রব তার নাবী এবং তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যেমনটা অন্য হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

١٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحَابُهٗ وَإِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهٗ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ

১২৬। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : বান্দাকে যখন ক্ববরে রেখে তার সঙ্গীগণ (আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব) সেখান থেকে চলে আসে, আর তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। তার নিকট (ক্ববরে) দু'জন মালাক (ফেরেশতা) পৌঁছেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি দুনিয়াতে এই ব্যক্তির (মুহাম্মাদ-এর) ব্যাপারে কী জান? এ প্রশ্নের উত্তরে মু'মিন বান্দা বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তখন তাকে বলা হয়, ঐ দেখে নাও, তোমার ঠিকানা জাহান্নাম কিরূপ (জঘন্য) ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তোমার সে ঠিকানা (জাহান্নামকে) জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে বান্দা দু'টি ঠিকানা (জান্নাত-জাহান্নাম) একই সঙ্গে থাকবে। কিন্তু মুনাফিক্ব ও কাফিরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তুমি কী ধারণা পোষণ করতে? তখন সে উত্তর দেয়, আমি বলতে পারি না (প্রকৃত সত্য কী ছিল)। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাঁকে বলা হয়, তুমি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং (আল্লাহর কুরআন) পড়েও জানতে চেষ্টা করনি। এ কথা বলে তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে কঠিনভাবে মারতে থাকে, এতে সে তখন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকে। এ চীৎকারের শব্দ (পৃথিবীর) জিন আর মানুষ ছাড়া নিকটস্থ সকলেই শুনতে পায়।[১৪৫]

(মুত্তাফাকুন 'আলায়হি : বুখারী ১৩৭৪, মুসলিম ২৮৭০;)

١٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১৪৫] **সহীহ** : বুখারী ১৩৭৪, মুসলিম ২৮৭০; এর শব্দগুলো বুখারীর।

১২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, (ক্ববরে) তাকে সকাল-সন্ধ্যায় তার (ভবিষ্যৎ) অবস্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তার অবস্থান জান্নাত আর যদি জাহান্নামী হয় তবে তার অবস্থান জাহান্নাম দেখানো হয়। আর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার প্রকৃত অবস্থান। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উঠিয়ে সেখানে প্রেরণ করবেন।[১৪৬]

ব্যাখ্যা : তার নিকট তার রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয় যাতে করে তার সাথে কথা বলা যায় এবং সে অনুধাবন করতে পারে।

প্রশ্ন হলো, প্রতিনিয়তই কি তার নিকট তার রুহ ফিরিয়ে দেয়া হয় নাকি একবারই দেয়া হয়।

একবারই দেয়া হয় এমতটিই বেশী গ্রহণযোগ্য, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসের কারণে এবং অপরাপর কিছু হাদীছ রয়েছে যা তাই প্রমাণ করে।

সকাল-সন্ধ্যা দিনের দুই প্রান্তে অথবা উদ্দেশ্য সার্বক্ষণিকের জন্যও হতে পারে। রূহের সামনে তার আসল ঠিকানা পেশ করা এবং মু'মিনকে নি'আমাত এবং কাফিরকে শাস্তি প্রদান করার মাধ্যমে প্রমাণ হয় ক্ববরের শাস্তি সাব্যস্ত এবং শরীরের মতো রূহ শেষ হয়ে যায় না। কেননা কোন জিনিস পেশ করা জীবিত ছাড়া অসম্ভব। তাহলে বুঝা গেল রূহ শেষ হয় না।

١٢٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১২৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহূদী নারী তাঁর কাছে এলো। সে ক্ববরের 'আযাব প্রসঙ্গ কথা উঠাল এবং বলল, হে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ববরের 'আযাব থেকে মুক্তি দিন। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ক্ববরের 'আযাবের সত্যতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাঁ, ক্ববরের 'আযাব সত্য। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, অতঃপর আমি কক্ষনো এমন দেখিনি যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করেছেন অথচ ক্ববরের 'আযাব হতে আল্লাহর নিকট মুক্তির দু'আ করেননি।[১৪৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহূদীরাও কবরের শাস্তিকে স্বীকার করে এবং তা সত্য বলে মানে।

উল্লেখিত রিওয়ায়াতগুলোর সমাধান হলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে ইয়াহূদীকে সমর্থন করেন তার কাছে ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার আগে। তারপরে তিনি ওয়াহী অবতীর্ণ হলে জানিয়ে দেন এবং সকলকে ক্ববরের 'আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ দেন। (الله اعلم)

١٢٩ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهٗ وَنَحْنُ مَعَهٗ إِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هٰذِهِ الْأَقْبُرِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ

[১৪৬] **সহীহ :** বুখারী ১৩৭৯, মুসলিম ২৮৬৬।
[১৪৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩৭২, মুসলিম ৯০৩। হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর।

فَمَتٰى مَاتُوْ قَالَ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلٰى فِي قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৯। যায়দ ইবনু সাবিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ বানী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং রসূলুল্লাহ -কে প্রায় মাটিতে ফেলে দেবার উপক্রম করল। দেখা গেল, সামনে পাঁচ–ছয়টি ক্ববর রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ বললেন, এ ক্ববরবাসীদের কে চেনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি! রসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে বলল, শির্কের যুগে। রসূলুল্লাহ বললেন, এ উম্মাত তথা ক্ববরবাসীরা তাদের ক্বব্রে পরীক্ষায় পড়েছে (শাস্তি কবলে পড়েছে)। তোমরা মানুষকে ভয়ে ক্ববর দেয়া ছেড়ে দিবে (এ আশংকা না থাকলে) আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকেও ক্ববরের 'আযাব শুনান, যে ক্ব্বরের 'আযাব আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা সকলে জাহান্নামের 'আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। সকলে একত্রে বললেন, আমরা জাহান্নামের 'আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা ক্ববরের 'আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তারা সকলে একত্রে বললেন, আমরা ক্ববরের 'আযাব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা সকলে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিত্নাহ্ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তখন সকলে একত্রে বললেন, আমরা সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিত্নাহ্ হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রসূল বললেন, তোমরা দাজ্জালের সকল ফিত্নাহ্ হতে আশ্রয় চাও। সকলে বললেন, আমরা দাজ্জালের ফিত্নাহ্ হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।[১৪৮]

ব্যাখ্যা : حَادَتْ ঝুঁকে গেল এবং ভেঙ্গে যেতে চাইল কবরবাসীদের শাস্তির আওয়াজ শুনে। চতুস্পদ জন্তু যে কবরের আযাব শুনতে পায় তা সহীহ ভিত্তিতে প্রমাণিত। যেমন, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত ইমাম আহমাদের হাদীস : মানব-দানব বাদে সকলেই কবরের শাস্তি শুনতে পায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ

[১৪৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৬৭।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهٗ فِي قَبْرِهٖ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهٗ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهٗ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلٰى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهٗ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهٖ إِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهٗ لَا أَدْرِي فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهٗ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩০। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মৃতকে যখন ক্বব্‌রে শায়িত করা হয় তখন তার নিকট নীল চোখবিশিষ্ট দু'জন কালো মালাক (ফেরেশতা) এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে মুনকার, অপর একজনকে নাকীর বলা হয়। তারা মৃতকে (রসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে) জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির ব্যাপারে দুনিয়াতে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তখন মালাক (ফেরেশতা) দু'জন বলবেন, আমরা আগেই জানতাম তুমি এ উত্তরই দিবে। অতঃপর তার ক্ববরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন ক্ববরবাসী বলবে, (না,) আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই এবং তাদের এ সুসংবাদ দিতে চাই। মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) বলবেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের বরের ন্যায় ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। অতঃপর সে ক্বিয়ামাতের দিন না আসা পর্যন্ত এভাবে ঘুমিয়ে থাকে। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক্ব হয় তাহলে সে বলবে, লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে যা বলতে শুনতাম আমিও তাই বলতাম, কিন্তু আমি জানি না। তখন মালায়িকাহ্ বলেন, আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অতঃপর জমিনকে বলা হবে, তার উপর চেপে যাও। সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে চেপে যাবে, যাতে তার এক দিকের হাড় অপর দিকে চলে যাবে। ক্ববরে সে এভাবে 'আযাব ভোগ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত (ক্বিয়ামাত দিবসে) আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ববর থেকে না উঠাবেন।[১৪৯]

ব্যাখ্যা : 'যখন মৃতকে ক্ববর দেয়া হয়' এটা বলা হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মের উপর খেয়াল করে। নচেৎ মৃত ব্যক্তি বলতে তো সব মৃত ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ সব মৃত্যুকে কবর দেয়া হয় না। এখানে ক্ববর বলতে বারযাখী জীবনে পদার্পণ করা, চাই সে মাটিতে হোক কিংবা মাছের পেটে হোক অথবা আগুনেই পুড়ে যাক।

فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا অর্থাৎ মালাকগণের কথা : "আমরা আগেই জানতাম যে, তুমি এ উত্তরই দিবে"। প্রশ্ন হলো তারা কিভাবে জানতে পারলো যে, মৃত ব্যক্তি এই উত্তর দিবে? উত্তর হলো, আল্লাহ তা'আলার জানানোর মাধ্যমে অথবা তার কপালে যে সৌভাগ্যের চিহ্ন আছে তা অবলোকন করে। যেমন ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) হাদীস নিয়ে এসেছেন "মু'মিন হলে তার সলাত তার মাথার নিকট তার যাকাত তার ডানে, তার সাওম তার বামে অবস্থান করে।"

[১৪৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৭১, সহীহুত্ তারগীব ৩৫৬০।

١٣١ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةُ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمٰى أَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

১৩১। বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্ববরে মৃত ব্যক্তির (মু'মিনের) নিকট দু'জন মালাক আসেন। অতঃপর মালায়িকাহ্ তাকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে?" সে উত্তরে বলে, "আমার রব হলেন আল্লাহ।" তারপর মালায়িকাহ্ জিজ্ঞেস করেন, "তোমার দীন কী?" সে ব্যক্তি উত্তর দেয়, "আমার দীন হল ইসলাম।" আবার মালায়িকাহ্ জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিল, তিনি কে?" সে বলে, "তিনি হলেন আল্লাহর রসূল (মুহাম্মাদ (ﷺ))।" তারপর মালায়িকাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করেন, "এ কথা তোমাকে কে বলেছে?" সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার উপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সমর্থন করেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এটাই হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যা : "আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে (দীনের উপর) প্রতিষ্ঠিত রাখেন যারা প্রতিষ্ঠিত কথার (কালিমায়ে শাহাদাতের) উপর ঈমান আনে... আয়াতের শেষ পর্যন্ত– (সূরাহ্ ইবরাহীম ১৪ : ২৭)। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আকাশমণ্ডলী থেকে একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতএব তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি দোলা দিতে থাকবে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তার ক্ববরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, "তারপর তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাকে দু'জন মালাক এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে?। তখন সে উত্তরে বলে, "হায়! হায়!! আমি তো কিছুই জানি না।"

তারপর তারা তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, "তোমার দীন কী?" সে বলে, হায়! হায়!! তাও তো আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করেন, "এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল?" সে বলে, "হায়! হায়!! এটাও তো জানি না।" তারপর আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও। আর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। সে অনুযায়ী তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তার ক্ববরকে তার জন্য সঙ্কুচিত করে দেয়া হয়, যাতে তার একদিকের হাড় অপরদিকের হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এরপর একজন অন্ধ ও বধির মালাক নিযুক্ত করে দেয়া হয়, যার সাথে লোহার এক হাতুড়ি থাকে। সে হাতুড়ি দিয়ে যদি পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহলে সে পাহাড় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মাটি হয়ে যাবে। সে অন্ধ মালাক এ হাতুড়ি দিয়ে সজোরে তাকে আঘাত করতে থাকে। (তার বিকট চীৎকারের শব্দ) পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত জিন্ ও মানুষ ছাড়া সকল মাখলুকই শুনতে পাবে। এর সাথে সাথে সে মাটিতে মিশে যাবে। অতঃপর পুনরায় তার মধ্যে রূহ্ ফেরত দেয়া হবে (এভাবে অনবরত চলতে থাকবে)।[১৫০]

ব্যাখ্যা : মালাক মু'মিন ব্যক্তির নিকট আসবে। প্রশ্ন করবে, এই ব্যক্তির পরিচয় কি, তিনি কি রসূল? অথবা এ ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস কি? তুমি যে আল্লাহর একত্ব, ইসলাম এবং রিসালাতের খবর দিলে এটা তুমি কিভাবে জেনেছ?

صَدَّقْتُ তিনি যা বলেছেন তা সত্যায়ন করেছি এবং কুরআনে যা পড়েছি তাও সত্যায়ন করেছি। অতএব কুরআানে পেয়েছি যে, আমিসহ সমগ্র সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা এক অদ্বিতীয়, আর তিনি হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় জীবন বিধান কেবল ইসলাম। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তারই প্রেরিত নাবী।

মু'মিন ব্যক্তি এই যথাযথ উত্তর দিতে পারাই আল্লাহ তা'আলার আয়াত–

﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ (সূরাহ্ ইবরাহীম ১৪ : ২৭)-এর বাস্তবতা।

١٣٢ـ وَعَنْ عُثْمَانَ إِنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৩২। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি যখন কোন ক্ববরের নিকট দাঁড়াতেন, কেঁদে দিতেন, (আল্লাহর ভয়ে চোখের পানিতে) তার দাড়ি ভিজে যেত। একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ হলে, আপনি কাঁদেন না। আর আপনি এ জায়গায় (ক্ববরস্থানে) দাঁড়িয়ে কাঁদছেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আখিরাতের মঞ্জীলসমূহের মধ্যে ক্ববর হল প্রথম মঞ্জীল। কেউ যদি এ মঞ্জীলে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে পরের মঞ্জীলসমূহ অতিক্রম করা তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি এ মঞ্জীলে মুক্তি লাভ করতে পারল না, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জীলসমূহ আরও কঠিন হয়ে

[১৫০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৭৫৩, আহ্‌মাদ ১৮০৬৩।

Contents

পড়ে। অতঃপর তিনি ['উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটাও বলেছেন, ক্ববর থেকে বেশি কঠিন কোন ভয়ঙ্কর জায়গা আমি কক্ষনো দেখিনি।[১৫১]

ব্যাখ্যা : একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর :

প্রশ্ন : 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তো জান্নাতের সানাদপ্রাপ্তদের একজন। এ সত্ত্বেও তিনি কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটির কারণ কি?

এর উত্তর কয়েকটি হতে পারে :

১. জান্নাতের ঘোষণা হলেই ক্ববরের 'আযাব থেকে মুক্তি হয়ে গেল বিষয়টি এমন নয়।

২. হতে পারে পরিস্থিতি কঠিন হওয়ায় তিনি যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এটা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. হতে পারে তিনি ক্ববরের চাপ থেকে ভয় পেয়েছেন। যেমন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এটাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই পাপ থেকে নাবীগণ ব্যতীত কেউই রেহাই পাবে না। মুল্লা 'আলী কারী (রহঃ) এমনটাই বলেছেন।

৪। আল্লাহর নাবী নিজেও ক্ববরের 'আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন অথচ তিনি ছিলেন নাবী! আর যে যত আল্লাহর বেশী প্রিয় সে তত বেশী আল্লাহকে এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পেতেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যাপারটি এমনি।

١٣٣ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ سَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৩৩। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাইয়্যিতের দাফন সম্পন্ন করে অবসর গ্রহণকালে ক্ববরের নিকট দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্লাহ তা'আলার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর ও দু'আ কর, যেন তাকে এখন (মালায়িকার প্রশ্নোত্তরে) ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার শক্তি-সামর্থ্য দেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।[১৫২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি, দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা এবং তার অবিচলতার জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করা শার'ঈ নিয়ম বিদ্'আত নয়। আর জীবিত ব্যক্তির দু'আ মৃত ব্যক্তিদের উপকার দেয়।

١٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا نَبَتَتْ خَضْرَاءُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُوْنَ بَدَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ.

১৩৪। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কাফিরদের জন্য তাদের ক্ববরে নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হয়। এ সাপগুলো তাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে। যদি তার কোন একটি সাপ জমিনে নিঃশ্বাস ফেলে, তবে এ জমিনে আর কোন ঘাস-তৃণলতা

---

[১৫১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৩০৮, সহীহুত্ তারগীব ৩৫৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৬৭।

[১৫২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২২১, সহীহুল জামি' ৪৭৬০।

জন্মাবে না। তিরমিযীও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিরানব্বইটির স্থানে সত্তরের উল্লেখ করেছেন।[১৫৩]

ব্যাখ্যা : এখানে সংখ্যাটি নির্দিষ্ট আর তা হলো ৯৯। যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওয়াহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

تِنِّيْنًا অত্যধিক বিষধর সাপ।

এদের বিষের তীব্রতা এত অধিক যে, যদি এগুলোর থেকে কোন একটি সাপের শ্বাস প্রশ্বাস জমিনে পৌঁছে তাহলে জমিন তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলবে। তাতে কোন সবুজ ফসলাদি ফলবে না।

কোন বর্ণনায় ৯৯ আর কোন বর্ণনায় ৭০। এ দুই বর্ণনার সামাধান এভাবে দেয়া হয়েছে যে, ৯৯ হলো অনুসৃত কাফির আর ৭০ হলো অনুসরণকারী কাফিরগণের জন্য প্রযোজ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهٖ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৩৫। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাযির হলাম। জানাযার সলাত আদায় করে তাকে যখন ক্ববরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেয়া হল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে (দীর্ঘক্ষণ) আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন এভাবে তাসবীহ পড়লেন ও তাকবীর বললেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, এ নেক ব্যক্তির ক্ববর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (তাই আমি তাসবীহ ও তাকবীর পড়লাম)। এতে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।[১৫৪]

---

[১৫৩] **য'ঈফ :** দারিমী ২৮১৫, আত্ তিরমিযী ২৩৮৪, য'ঈফুত্ তারগীব ২০৭৯। কারণ এ হাদীসের সানাদে "দাররাজ আবুস্ সাম্হ" নামক একজন অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী রাবী রয়েছে।

تِنِّيْنٌ (তিন্নীন) অত্যধিক বিষধর বড় সাঁপ। ইমাম দারিমী হাদীসটি কিতাবুর রিক্বাকে বর্ণনা করেছেন। আর তার সানাদটি দুর্বল। কারণ তাতে দাররাজ আবুস্ সাম্হ নামক একজন মুনকার রাবী রয়েছে। ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) দারিমী-এর সাথেই মুসনাদে আহ্মাদের ৩/৩৮ নং এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) আবূ সায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অন্য সূত্রে হাদীসটি আত্ তিরমিযীর ২/৭৫ নং এ বর্ণনা করেছেন। তবে সে সানাদেও দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[১৫৪] **য'ঈফ :** আহ্মাদ ১৪৪৫৯। কারণ এর সানাদে "মাহমূদ ইবনু 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আম্র ইবনু জামুহ" নামক একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। মুসনাদে আহ্মাদ ৩/৩৬০ নং ৩৭৭ নং পৃঃ।

Contents

ব্যাখ্যা : إِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ তাঁর জানাযার দিকে, তিনি হচ্ছেন সা'দ বিন মু'আয বিন নুমান আল্ আনসারী আল্ আশ্হালী, আবূ 'আম্র আওস গোত্রের নেতা মাদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। দুই আকাবার মধ্যবর্তী সময়ে। তার ইসলামের কারণে বানু 'আব্দ আশ্হাল-এর সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাকে রসূল ﷺ 'সাইয়্যিদুল আনসার' উপাধি দিয়েছেন। তিনি বাদ্র এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ নেন। খন্দকের যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হয়ে রক্ত ঝরতে ঝরতে এক মাসের মাথায় হিজরী ৫ সনে যিলক্বদ মাসে শাহাদাত বরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর বাকী গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সহীহুল বুখারীতে তার বর্ণিত দু'টি হাদীস রয়েছে।

١٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৩৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই [সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] সে ব্যক্তি যার মৃত্যুতে 'আর্শও কেঁপেছিল (তার পবিত্র রূহ্ 'আর্শে পৌঁছলে 'আর্শের নিকটতম মালায়িকাহ্ খুশীতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল) এবং আসমানের দরজা খুলে দিয়েছিল। তার জানাযায় সত্তর হাজার মালাক উপস্থিত হয়েছিলেন। অথচ তার ক্ববর সংকীর্ণ হয়েছিল। (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর বারাকাতে) পরে তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।[১৫৫]

ব্যাখ্যা : هٰذَا الَّذِيْ সা'দ বিন মু'আয-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা তা'যীমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ অন্য বর্ণনায় إِهْتَزَّ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ লাফিয়ে উঠেছে এবং তার সম্মানের সুসংবাদ তার রবের নিকটে দিয়েছে। কেননা 'আর্শ যদিও সেটা জড় পদার্থ কিন্তু আল্লাহ চাইলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এ হাদীসে সা'দ বিন মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফাযীলাত বর্ণনা আছে এবং এটাও বর্ণনা করছে যে, কবরের চাপ থেকে কোন মানুষই মুক্তি পাবে না। যেমন, সা'দ পাননি, তবে আম্বিয়ায়ে কিরামের কথা ভিন্ন।

ইমাম হাকিম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ চাপের কারণ হলো প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু পাপের সাথে জড়িত হয়, এই পাপ মোচনের জন্য এই চাপ দেয়া হয়, তারপর আবার তাকে রাহমাত করা হয়। সা'দ বিন মু'আয-এর চাপ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, প্রস্রাবের পরে পবিত্রতার প্রতি অসতর্ক থাকার দরুন তার এই চাপ হয়েছে।

١٣٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِيْ يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هكذا وزاد النسائى حَالَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّيْ أَيْ بَارَكَ اللهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

---

[১৫৫] **সহীহ :** নাসায়ী ২০৫৫, সহীহুল জামি' ৬৯৮৭।

১৩৭। আসমা বিনতু আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে নাসীহাত করার জন্য দাঁড়ালেন এবং ক্ববরের ফিত্নাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। মানুষ ক্ববরে যে ফিতনার সম্মুখীন হয় তা শুনে লোকজন ভয়ে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ইমাম বুখারী এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় আরো রয়েছে : (ক্ববরের ফিতনার কথা শুনে ভয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে) মুসলিমরা চীৎকারের কারণে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর (মুখ থেকে বের হওয়া) কথাগুলো বুঝতে পারিনি। চীৎকার বন্ধ হবার পর অবস্থা শান্ত হলে আমি আমার নিকটে বসা এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমায় কল্যাণ দান করুন, শেষের দিকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কী বলেছেন? সে ব্যক্তি উত্তরে বলল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উপর এ ওয়াহী এসেছে যে, তোমাদেরকে ক্ববরে ফিতনায় ফেলা হবে। আর এ ফিতনাহ্ দাজ্জালের ফিতনার মতো হবে।[১৫৬]

١٣٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

১৩৮। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন (মু'মিন) মৃতকে ক্ববরে দাফন করা হয়, তার নিকট মনে হয় যেন সূর্য ডুবছে। তখন সে হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং বলে যে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সলাত আদায় করে নেই। (সলাতের প্রতি একাগ্রতার কারণে এরূপ বলবে)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, সূর্য ডুবে যাওয়ার ক্ষণে এই অবস্থা শুধুমাত্র মু'মিনেরই হবে। কারণ হাদীসে যদি বিষয়টি ব্যাপক আছে তথাপি সলাত আদায়ের ইচ্ছা তো কাফিরের আসতে পারে না বরং সেটা মু'মিনেরই শোভা পায়।

١٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ مِنْ غَيْرِ فَزِعٍ وَلَا مَشْغُوبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

---

[১৫৬] **সহীহ :** বুখারী ১৩৭৩, নাসায়ী ২০৬২।

[১৫৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৪২৭২।

১৩৯। আবূ হুরায়রাহ্ সূত্রে নাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মৃত যখন ক্ববরের ভিতরে পৌঁছে, তখন (নেক) বান্দা ক্ববরের ভিতর ভয়-ভীতিহীন ও শঙ্কামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন্ দীনে ছিলে? তখন সে বলে, আমি দীন ইসলামে ছিলাম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) কে? সে বলে, এ ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ , আল্লাহর রসূল। আল্লাহর নিকট হতে আমাদের কাছে (হিদায়াতের জন্য) স্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছেন এবং আমরাও তাঁকে (পরিপূর্ণ) বিশ্বাস করেছি। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি আল্লাহকে কক্ষনো দেখেছ কি? সে উত্তরে বলে, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। সে সেদিকে তাকায় এবং দেখে, আগুনের লেলিহান শিখা একে অপরকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ! তোমাকে কি কঠিন বিপদ হতে আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। তারপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। এখন সে জান্নাতের শোভা সৌন্দর্য ও এর ভোগ-বিলাসের প্রতি তাকায়। তাকে তখন বলা হয়, এটা তোমার (প্রকৃত) স্থান। কেননা তুমি দুনিয়ায় ঈমানের সাথে ছিলে, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছ। ইন্‌শা-আল্লা-হ, ঈমানের সাথেই তুমি ক্বিয়ামাতের দিন উঠবে। অপরদিকে বদকার বান্দা তার ক্ববরের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কোন্ দীনে ছিলে? উত্তরে সে বলবে, আমি তো কিছুই জানি না। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) কে? উত্তরে সে বলবে, আমি মানুষদেরকে যা বলতে শুনেছি তা-ই আমি বলেছি। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হবে। এ পথ দিয়ে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও এতে যা (সুখ-শান্তির উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম) রয়েছে তা দেখবে। তখন তাকে বলা হবে, এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দাও যেসব জিনিস হতে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে রেখেছেন। তারপর তার জন্য আর একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর সে সেদিকে দেখবে। আগুনের লেলিহান শিখা একে অপরকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তাকে তখন বলা হবে, এটা তোমার (প্রকৃত) অবস্থান। তুমি সন্দেহের উপরেই ছিলে, সন্দেহের উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ। ইন্‌শা-আল্লা-হ, এ সন্দেহের উপরই ক্বিয়ামাত দিবসে তোমাকে উঠানো হবে।[১৫৮]

ব্যাখ্যা : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশে বলা হয়নি। বলার কারণ দু'টি হতে পারে। ১. বারাকাতের উদ্দেশে। ২. নিশ্চয়তা বুঝানোর উদ্দেশে।

[১৫৮] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৪২৬৮।

(٥) بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

অধ্যায়-৫ : কিতাব ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪০। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৫৯]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নিজের মনগড়া কিছু সংযোজন করবে যার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন প্রকার দলীল কুরআন ও সুন্নাহয় থাকবে না তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ ঐ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা মানুষের জন্য একান্তই আবশ্যক। ঐ বিষয়ে তাকলীদ করা এবং তার অনুসরণ করা কোনক্রমেই জায়িয হবে না। এ হাদীসটি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার মূল এবং সকল প্রকার বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান করার সুস্পষ্ট দলীল। ইমাম নাবাবী বলেছেন : অশ্লীল ও অপছন্দকর বিষয়কে বর্জন করার ব্যাপারে এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার জন্য হাদীসটির সংরক্ষণ একান্তই প্রয়োজন।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমোদন নেই, তা দীন বহির্ভূত এবং পরিত্যাজ্য।

হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন : নিষেধকৃত সকল বিষয় বাতিল বলে গণ্য হওয়া এবং বিষয়টির ফলাফল বাস্তবায়ন না হওয়ার উপর হাদীসটি প্রমাণ করে। কেননা নিষেধকৃত বস্তুসমূহ দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই তা প্রত্যাখ্যান একান্তই আবশ্যক।

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল দীনে (মনগড়াভাবে) নতুন জিনিস সৃষ্টি করা এবং (এ রকম) সব নতুন সৃষ্টিই গুমরাহী (পথভ্রষ্ট)।[১৬০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে নব-আবিস্কৃত বা সংযোজন তথা বিদ'আত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে এমন নতুন সংযোজনের কথা বলা হয়েছে, শারী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। তবে শারী'আতে

---

[১৫৯] **সহীহ :** বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮।

[১৬০] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬৭।

রয়েছে তা বিদ'আত নয়। যেমন কুরআনের তাফসীর করা এবং হাদীস লিপিবদ্ধকরণ। ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, সবচেয়ে সত্য বাণী হলো : আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো, মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ। বস্তুসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হলো নব-আবিষ্কৃত এবং নব-আবিষ্কৃতই হলো বিদ'আত, আর সকল বিদ'আতই ভ্রষ্ট এবং সকল ভ্রষ্টতাই হলো জাহান্নামী।

١٤٢ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪২। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মাক্কার হারাম এলাকার মধ্যে নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে (ইসলাম-পূর্ব) জাহিলী যুগের নিয়ম-নীতি অনুকরণ করে। (৩) যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে শুধু অন্যায়ভাবে (রক্তপাতের উদ্দেশে) কোন লোকের রক্তপাত ঘটায়।[১৬১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, তিন প্রকারের ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ১. ঐ ব্যক্তি যে (মাক্কায়) হারামের ভিতরে আল্লাহদ্রোহিতা তথা অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ করবে। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : হাদীসটি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, হারামের ভিতরে ছোট (সাগীরাহ্) গুনাহ্ করা হারামের বাইরে বড় (কাবীরাহ্) গুনাহ করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ। ২. ঐ ব্যক্তি, যে জাহিলী যুগের বিভিন্ন প্রথা ইসলামে চালু করে যেগুলোকে ইসলাম বর্জন করার নির্দেশ করেছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যে বিনা অপরাধে শুধু মাত্র রক্তপাতের উদ্দেশ্যেই (বিচারকের নিকট) কোন মুসলিমের রক্তের দাবি করে। হাদীসে এ তিন প্রকারের ব্যক্তিকে খাস করা হয়েছে এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের দ্বারা গুনাহর সঙ্গে আল্লাহদ্রোহিতারা বৃদ্ধি পায়।

١٤٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى قِيْلَ وَمَنْ أَبٰى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আমার সকল উম্মাত জান্নাতে যাবে, যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করবে? তিনি (ﷺ) বললেন, যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করল (অতএব সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে)।[১৬২]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মাতের সকলেই জান্নাতে যাবে। এখানে উম্মাত দ্বারা ঐ সকল উম্মাত হতে পারে যাদের নিকট রসূল ﷺ-এর দা'ওয়াত পৌঁছেছে অথবা যারা তাঁর দা'ওয়াত কবূল করেছে। অসম্মতি প্রকাশকারীর দ্বারা উদ্দেশ্যে হবে নাফরমান ব্যক্তি বা পাপী।

অতএব, হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে, কিতাব ও সুন্নাহকে ধারণ করার মাধ্যমে যে রসূল ﷺ এর আনুগত্য করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে সেই জাহান্নামে যাবে। ইমাম বাগাভী (রহঃ) এ হাদীসটিকে "কিতাব

---

[১৬১] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৮২।
[১৬২] **সহীহ :** বুখারী ৭২৮০।

ও সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধারণ করা” পূর্বক অধ্যায়ে নিয়ে আসা এবং তাতে আনুগত্য শব্দটিকে উল্লেখ করা দ্বারা উপরোক্ত ব্যাখ্যার গুরুত্ব বহন করে। কেননা, আনুগত্যশীল ব্যক্তিই কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধারণ করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা ও বিদ'আতী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে।

١٤٤- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল মালাক (ফেরেশতা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসলেন। এ সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুয়েছিলেন। মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) পরস্পরে বলাবলি করলেন, তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁর সামনেই উদাহরণটি বলো। তখন একজন বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আবার একজন বললেন, তাঁর চোখ ঘুমালেও তাঁর মন সর্বদা জাগ্রত। তাঁর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন। অতঃপর মানুষকে আহার করানোর জন্য দস্তরখান বিছালেন, তারপর মানুষকে ডাকবার জন্য আহ্বায়ক পাঠালেন। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল তারা ঘরে প্রবেশ করল এবং খাবারও খেল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা ঘরে প্রবেশ করতে পারল আর না খাবারও পেল। এসব কথা শুনে তারা (মালায়িকাহ্) পরস্পর বললেন, এ কথাটার তাৎপর্য বর্ণনা কর যাতে তিনি কথাটা বুঝতে পারেন। এবারও কেউ বললেন, তিনি তো ঘুমিয়ে। আর কেউ বললেন, তাঁর চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও অন্তর জেগে আছে। তারা বললেন, ‘ঘরটি’ হল জান্নাত আর আহবায়ক হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (ঘর ও মেহমানদারী প্রস্তুতকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা)। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন মানুষের মধ্যে (মুসলিম ও কাফিরের) পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড।[১৬৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘুমের অবস্থায় চক্ষু বন্ধ থাকলেও তাঁর অন্তর এবং অনুভূতি শক্তি জাগ্রত থাকে।

হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য যে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, এর তাৎপর্য হিসেবে বলা হয়েছে : ঘরটি হলো জান্নাত। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘরের মালিক হলেন : আল্লাহ, ইসলাম হলো দরজা, ঘরটি হলো জান্নাত এবং আপনি হে মুহাম্মদ আহ্বানকারীর দূত।

ইবনু মাস্'উদ কর্তৃক মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ঘরটির মালিক হলেন : আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন, ঘরটি হলো ইসলাম। খাবার বা যিয়াফত হলো- জান্নাত এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন

[১৬৩] **সহীহ :** বুখারী ৭২৮১।

আহব্বানকারী। সুতরাং যে তাঁর অনুসরণ করবে যে জান্নাতী হবে। মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আহ্বানকারী, সুতরাং যে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো। কেননা তিনি হচ্ছেন খাবার ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে দূত। অতএব, যে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করলো সে যেন খাবার খেলো, অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করলো।

তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি আল্লাহর রসূল! যে আপনার ডাকে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করলো এবং যে ইসলামে প্রবেশ করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো আর যে জান্নাতে প্রবেশ করলো সে জান্নাতি খাবার খেলো। মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন মু'মিন ও কাফির এবং সৎ ও অসৎ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যকারী।

হাদীসে মালায়িকাহ্ কর্তৃক দৃষ্টান্তের মাঝে রয়েছে জাগ্রত শ্রোতামণ্ডলীর জন্য গাফলতি ও অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান। আরো রয়েছে অনুপ্রেরণা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

١٤٥ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَثَةُ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الآخَرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর 'ইবাদাতের অবস্থা জানার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের নিকট এলেন। নাবী ﷺ-এর 'ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তাঁর ইবাদাতকে কম মনে করলেন এবং পরস্পর আলাপ করলেন : নাবী ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা কোথায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের-পরের (গোটা জীবনের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কিন্তু সারা রাত সলাত আদায় করবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি দিনে সিয়াম পালন করবো, আর কখনো তা ত্যাগ করব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় নাবী ﷺ এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কী এ ধরনের কথাবার্তা বলছিলে? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্‌কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেয করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন সিয়াম পালন করি আবার কোন দিন সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেই। রাতে সলাত আদায় করি আবার ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিয়েও করি। সুতরাং এটাই আমার সুন্নাত (পথ), যে ব্যক্তি আমার পথ থেকে বিমুখ হবে সে আমার (উম্মাতের) মধ্যে গণ্য হবে না।[১৬৪]

---

[১৬৪] **সহীহ :** বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত তিনজনের যে প্রতিনিধি আল্লাহর রসূলের স্ত্রীদের নিকট এসেছিলেন, তাঁরা হলেন– ‘আলী ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস এবং ‘উসমান ইবনু মায্‘উন। আবার কেউ বলেছেন : তিন জনের একজন ছিলেন : মিকদাদ, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আম্‌র নন। তাঁরা রসূলের ‘ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রতি দিনে এবং রাতে রসূল -এর ওযীফাহসমূহের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যাতে তারা সেভাবে আ‘মাল করতে পারেন। এ সম্পর্কে জানার পর নিজেদের কৃত আ‘মলসমূহকে অত্যন্ত স্বল্প মনে করে তাঁরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাতে রসূল -এর সমর্থন করেননি। কারণ হলো, একজন ভালো মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহর হক আদায় করার পাশাপাশি মানুষের হকও আদায় করা এবং সার্বিক ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা ও তাঁরই নিকট সবকিছু সোপর্দ করা। তাই রসূল বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ হতে বিমুখ হবে সে আমার মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ আমার সুন্নাহকে অস্বীকারকারী হলে সে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি অবজ্ঞাবশতঃ অথবা কোন প্রকার কৌশল অবলম্বনের দ্বারা আমার সুন্নাহকে এড়িয়ে যায় তাহলে সে আমার তরীকার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

١٤٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৬। ‘আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ সফরে সিয়াম ভঙ্গ করলেন), অন্যদেরকেও তা করার জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা থেকে বিরত থাকল (অর্থাৎ সিয়াম ভাঙ্গল না)। এ সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ খুত্‌বাহ্ দিলেন, হাম্‌দ-সানা পড়ার পর বললেন, লোকদের কী হল? তারা এমন কাজ হতে বিরত থাকছে যা আমি করছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে (আল্লাহকে) তাদের চেয়ে অধিক জানি ও তাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। (সুতরাং আমি যে কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না, তারা তা করতে ইতঃস্তত করবে কেন?)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল যে কাজটি করলেন তা’ অন্যদেরও করার জন্য সম্মতি ছিল। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় এবং আনাস -এর হাদীসে উল্লেখও করা হয়েছে, সেই কাজটি ছিল– রাতে ঘুমানো, রামাযান ছাড়া অন্য মাসে দিনে খাওয়া এবং নারীদেরকে বিবাহ করা। আর এব্যাপারে ‘আয়িশাহ্ কর্তৃক বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, কাজটি ছিল– রমাযান মাসে বাদ ফজর জানাবাতের গোসল করা। রসূল বলেন, আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আল্লাহ সম্পর্কে আমি বেশি জানি এবং তাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি।

এ হাদীস দ্বারা অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে রসূল -এর অনুসরণ করার ব্যাপারে। কারণ কল্যাণ রয়েছে রসূল -এর অনুসরণের মধ্যেই। সেই অনুসরণ “আযীমাহ্” অথবা “রুখসাহ্” প্রতিটি কাজেই শারী‘আতের পরিভাষায় “আযীমাহ্” হলো, যে কাজটি শারী‘আতের বিধানে যে ভাবে আছে সেভাবেই রেখে ‘আমাল করা। আর “রুখসাহ্” হলো, কোন কারণে শারী‘আতের কোন কাজ স্বাভাবিকের বিকল্প ব্যবস্থায় করা। যেমন : সফরে সলাতকে কসর পড়া। সুতরাং যে বিষয়ে “রুখসাহ্”-এর আছে সে বিষয়ে রসূলের

[১৬৫] **সহীহ :** বুখারী ৬১০১, মুসলিম ২৩৫৬।

অনুসরণের উদ্দেশ্যে "রুখসাহ্"-এর উপর আ'মল করাই হচ্ছে উত্তম। আবার কোন সময় ঐ "রুখসাহ্" 'আমাল করা গুনাহের কারণও হতে পারে। যেমন মোজার উপর মাসাহ্ না করা। কারণ এর দ্বারা সুন্নাতের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়।

١٤٧ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৭। রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যে সময় মাদীনায় (হিজরত করে) আসলেন, সে সময় মাদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তা'বীর করতেন। নাবী ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? মাদীনাবাসী উত্তর দিল, আমরা বরাবরই এমনি করে আসছি। তিনি (ﷺ) বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই ভাল হত। তাই মাদীনাবাসীরা এ কাজ করা পরিত্যাগ করল। কিন্তু ফসল (এ বছর) কম হল। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা নাবী ﷺ-এর কানে গেলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। তাই আমি যখন তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন তোমরা অবশ্যই আমার কথা শুনবে। আর আমি যখন নিজের মতানুসারে দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছু বলব তখন মনে করবে, আমি একজন মানুষ (তাই দুনিয়ার ব্যাপারে আমারও ভুল হতে পারে)।[১৬৬]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ এর যুগে লোকেরা খেজুর গাছে তা'বীর রকতো। অর্থাৎ মাদী গাছের কেশরের সঙ্গে নর গাছের কেশরকে লাগিয়ে দিতো। এতে করে গাছের ফলন অনেক বেশী হতো। আর এ কাজটি তারা জাহিলী যুগের অভ্যাস অনুযায়ী করতো। বিষয়টি তাঁর (ﷺ-এর) জানা না থাকার কারণে বলেছিলেন : এ রকম না করলেই ভালো হতো। ত্বলহাহ্ কর্তৃক মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূল ﷺ বললেন : আমার ধারণা এই যে, এতে কোন উপকার দেবে না। এ কথা শুনে লোকেরা তা'বীর করা বন্ধ করে দিলো, কিন্তু এতে যখন ফলন কমে গেল তখন বাগানের মালিকেরা এসে ফলন কমের কথা উল্লেখ করলে রসূল ﷺ বললেন আমিও একজন মানুষ। গায়িবী ব্যাপারে আমার কোন কিছু জানা নেই। আমি যা বলেছি তা শুধু আমার ধারণা থেকে।

সুতরাং আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ করবো যা দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপকারী হবে তা তোমরা গ্রহণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "রসূল ﷺ তোমাদের যা প্রদান করেন তাই তোমরা গ্রহণ করো"– (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭)। আর দুনিয়াবী বিষয়ে যা নির্দেশ করবো তা সঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে আমি ওয়াহী হতে বলি না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই আমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখো।

---

[১৬৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৬২।

١٤٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৮। আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার এবং যে ব্যাপারটি দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল, যেমন- এক ব্যক্তি তার জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি! আমি আমার এ দুই চোখে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি। আমি হচ্ছি তোমাদের একজন নাঙ্গা (নিঃস্বার্থ) সাবধানকারী। অতএব তোমরা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির পথ খোঁজ কর (তাহলে মুক্তি পাবে)। এ কথা শুনে জাতির একদল লোক তার কথা (বিশ্বাস করে) মেনে নিল। রাতেই তারা (শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য) ধীরে-সুস্থে চলে গেল এবং তারা মুক্তি পেল। জাতির অপর একদল তাঁকে মিথ্যুক মনে করল (তাই ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানেই রয়ে গেল)। ভোরে অতর্কিতে শত্রু সৈন্য এসে তাদের উপর আপতিত হল এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দিল। এই হল সে ব্যক্তির উদাহরণ- যে আমার কথা স্বীকার করেছে, আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে। আর সে ব্যক্তির উদাহরণ- যে আমার কথা মানেনি ও আমি যে সত্য নিয়ে (দীন ও শারী'আত) তাদের নিকট এসেছি, তাকে তারা মিথ্যা মনে করেছে।[১৬৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানিয়েছেন যে, অচিরেই আসন্ন 'আযাবের ব্যাপারে তাঁর জাতিকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন, এর দৃষ্টান্ত হিসেবে ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যে তার কাওমকে সতর্ক করলো শত্রু সম্পর্কে। আর তাঁর উম্মাতের মধ্যে তাঁর আনুগত্যকারী এবং অস্বীকারকারী উদাহরণ দিয়েছেন ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে সঙ্গে যে তার কাওমকে সতর্ক করলো, অতঃপর তাকে কেউ বিশ্বাস করলো এবং কেউ মিথ্যারোপ করলো।

١٤٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا هٰذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالَ فِيْ آخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِي تَقَحَّمُوْنَ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৭২৮৩, মুসলিম ২২৮৩। النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ (আন্ নাযীরুল 'উর্ইয়া-ন) এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য যা কঠিন পরিস্থিতি এবং আগত বিপদের সময় ব্যবহার করা হয়।

১৪৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার উদাহরণ হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাল এবং আগুন যখন তার চারদিক আলোকিত করল, তখন পতঙ্গসমূহ ও পোকা-মাকড় দলে দলে প্রজ্জ্বলিত আগুনে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল, আর আগুন প্রজ্জ্বলনকারী সেগুলোকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা বাধা উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই থাকল। ঠিক তদ্রূপ আমিও (হে মানবজাতি!) তোমাদেরকে পেছন থেকে তোমাদের কোমর ধরে আগুন হতে (বাঁচাবার জন্য) টানছি। আর তোমরা সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ইমাম বুখারী এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এ পর্যন্ত একই রূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শেষের দিকে কিছু বাড়িয়ে এরূপ বলেছেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এটাই হল আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে (বাঁচানোর জন্য) টানছি ও বলছি, এসো আমার দিকে, আগুন থেকে দূরে থাক; এসো আমার দিকে, আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ।[১৬৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্তব্য (হে মানব সকল) আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে টানছি, এর অর্থ হলো- তিনি মানবমণ্ডলীকে পাপের কাজ থেকে নিষেধ করছেন। যে পাপের কাজ মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়।

আল্লামা নাবাবী বলেছেন : হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহেল ও কুরআন সুন্নাহর খিলাফকারী লোকদের পাপ ও প্রবৃত্তির কারণে জাহান্নামে যাওয়া এবং তাদেরকে কথা দ্বারা নিষেধ করা সত্ত্বেও সে কাজে নিপতিত হওয়ার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে তুলনা করেছেন পতঙ্গসমূহের প্রবৃত্তির এবং ভাল-মন্দের পার্থক্য করার অক্ষমতার কারণে দুনিয়ার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে। কারণ এই যে, এরা নিজেদেরকে ধ্বংস করতে বেশ আগ্রহী, আর এটা হয় তাদের অজ্ঞতার কারণে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"এই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা, যে আল্লাহর সীমারেখাকে অতিক্রম করবে সে যালিম।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৯)

١٥٠ - وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرٰى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهٗ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫০। আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইল্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল জমিনে মুষলধারে বৃষ্টি, যা কোন ভূখণ্ডে পড়েছে। সে ভূখণ্ডের একাংশ উৎকৃষ্ট, যা বৃষ্টিকে চুষে নিয়েছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি ও

---

[১৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৪৮৩, মুসলিম ২২৮৪।

ঘাস জন্ম দিয়েছে। আর অপর অংশ ছিল কঠিন ও গভীর, যা পানি (শোষণ না করে) আটকিয়ে রেখেছে। যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করেছে। লোকেরা তা পান করেছে, অন্যকে পান করিয়েছে এবং তার দ্বারা ক্ষেত-খামারে কৃষি কাজ করেছে। আর কিছু বৃষ্টি ভূমির সমতল ও কঠিন জায়গায় পড়েছে, যা পানি আটকিয়ে রাখেনি বা শোষণ করেনি অথবা গাছপালা জন্মায়নি। এটা হল সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন এটা তার কল্যাণ সাধন করেছে– সে তা শিক্ষা করেছে ও (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছে। আর সে ব্যক্তির উদাহরণ, যে এর দিকে মাথা তুলেও তাকায়নি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা কবূলও করেনি।[১৬৯]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে রসূল ﷺ-কে যে 'ইল্‌ম দান করেছেন তাকে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণের দিক থেকে জমিনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক প্রকারের জমিন হলো উপকারী, আর অন্য প্রকার যার মাঝে কোন উপকার নেই। অনুরূপ ভাবে মানুষকে ইল্‌ম এর দিক থেকে দু' প্রকারে ভাগ করা হয়েছে।

মুজতাহিদ ব্যক্তি হলো উত্তম জমিনের মতো, যে জমিন বৃষ্টির পানি গ্রহণ করতঃ উদ্ভিদ ও ঘাস জন্মায়। আর 'ইল্‌ম-এর সংরক্ষণকারী ও বর্ণনাকারী যে মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেনি, তার উদাহরণ ঐ জমিনের ন্যায় যে পানিকে আটকিয়ে রাখলো, অতঃপর আল্লাহ ঐ পানির দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করলেন। অতঃপর অন্যকে পান করলো এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করলো।

যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ 'ইল্‌মের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো না, তার দৃষ্টান্ত ঐ জমিনের ন্যায় যে জমিন বৃষ্টির পানি আটকিয়ে রাখতে না পেরে ঘাস এবং উদ্ভিদ কিছুই জন্মায় না এবং কোন উপকারও করে না।

١٥١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَقَرَأَ إِلٰى وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন– "তিনি তোমার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতক আয়াত মুহকাম" হতে "আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা লাভ করে না" পর্যন্ত– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭)।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে সময় তুমি দেখবে, মুসলিমের বর্ণনায় আছে, 'যখন তোমরা দেখ যে, লোকেরা কুরআনের 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অনুসরণ করছে (তখন মনে করবে), এরাই সে সকল লোক আল্লাহ তা'আলা (বাঁকা হৃদয়ের লোক বলে) যাদের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।[১৭০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত মুহ্‌কাম এবং মুতাশাব্বিহ সম্পর্কে হাকিম ইবনু হাজার আল্ আসকালানী বলেছেন : কুরআনে বর্ণিত মুহ্‌কাম হলো, যার অর্থ সুস্পষ্ট। আর মুতাশাব্বিহ হলো, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয়।

আল্লামা নাবাবী বলেছেন : এ হাদীস দ্বারা সাধারণ মানুষকে ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে এবং যারা বিদ্'আতী আর যারা ফিৎনার উদ্দেশে

---

[১৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২।

[১৭০] **সহীহ :** বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ২৬৬৫।

সমস্যামূলক বিষয়ের অনুসরণ করছে। তবে জানার উদ্দেশে শালীনতা বজায় রেখে কেউ প্রশ্ন করলে তাতে কোন সমস্যা নেই এবং তার উত্তর দেয়াও আবশ্যক।

١٥٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পৌঁছলাম। ('আবদুল্লাহ বলেন,) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তখন দু'জন লোকের স্বর শুনলেন। তারা একটি (মুতাশাব্বিহ) আয়াতের ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করছিল (অর্থাৎ আয়াতের অর্থ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর চেহারায় রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের আগের লোকেরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতভেদ করার দরুনই ধ্বংস হয়েছে।[১৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম নাবাবী বলেছেন : যে সকল মতানৈক্য কুফ্‌র এবং বিদ্'আতের দিকে ধাবিত করে যেমন- ইয়াহূদী এবং নাসারাদের মতানৈক্য, তা থেকে মানুষকে সতর্ক করাই হচ্ছে এই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য। যেমন : কুরআন নিয়ে মতানৈক্য করা। এর যেখানে ইজতিহাদ চলে না অথবা যা মানুষকে সন্দেহ, ফিৎনাহ্, ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা বিদ্বেষে নিপতিত করে, এমন বিষয় থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তবে সঠিক বা কোন ভুল বিষয়কে প্রকাশ করা, হক্ব জিনিসকে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়কে উৎখাত করার জন্য আপোষে আলোচনা করতে নিষেধ নেই এবং এর প্রতি নির্দেশ রয়েছে।

١٥٣ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৫৩। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলিমদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী, যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয়ে (নাবীকে) প্রশ্ন করেছে, যা মানুষের জন্য পূর্বে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার দরুন হারাম হয়ে গেছে।[১৭২]

ব্যাখ্যা : আল্লামা খাত্ত্বাবী এবং তামীমী বলেন : এ হাদীসের বিধান ঐ ব্যক্তির উপর বর্তায়, যে ব্যক্তি অনর্থক বা কষ্ট দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যতীত কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে। তবে দীনের কোন বিষয়ে কোন রকমের বিপদাপদ আরোপিত হলে তা থেকে অব্যাহতির জন্য প্রশ্ন করলে অপরাধ হবে না। যেমন : 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য ব্যক্তি মদের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর মদ হারাম করা হয়েছে, যা পূর্বে হালাল ছিল। আর ঐ সময় মদ হারাম হওয়াই ছিল প্রয়োজনের দাবি। কারণ মদ পানের ক্ষতি সকল মুসলিমকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, এর প্রভাবে গোটা সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল।

: মুসলিম ২৬৬৬।

সহীহ : বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮। মুসলিমের বর্ণনায় لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ রয়েছে। আর আবূ দাউদে রয়েছে عَلَى النَّاسِ।

এখানে দু'টো বিষয় বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, ১) যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমাল করলো যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হবে, তাহলে 'আমালকারী গুনাহগার হবে। ২) প্রত্যেক বস্তুর মূল হচ্ছে বৈধতা, যতক্ষণ না এর বিপরীতে শারী'আতে কোন বিধান আসবে।

١٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শেষ যামানায় এমন মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব (মনগড়া) হাদীস নিয়ে উপস্থিত হবে যা তোমরা শুনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেননি। অতএব সাবধান! তাদের থেকে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গুমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে।[১৭৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যাদের সম্পর্কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক করেছেন, তারা সাধারণ মানুষকে বলবে, আমরা 'আলিম তোমাদেরকে দীনের পথে আহ্বান করছি। অথচ তারা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যুক। তারা অনেক রকমের মিথ্যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে কথা বলেও অগ্রহণযোগ্য বিধান। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সূচনা করবে। তাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন যে, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

١٥٥ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৫। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় পাঠ করত (এটা ইয়াহূদীদের ভাষা ছিল)। আর মুসলিমদেরকে তা আরবী ভাষায় বুঝাত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (তাদের ব্যাপারে সহাবীগণকে) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সমর্থনও করো না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। সুতরাং তোমরা তাদের বলবে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, আর যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৩৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১৭৪]

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের সংবাদকে সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করার কারণ এই যে, তাদের কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদটি যদি সত্য মিথ্যা ব্যাখ্যা দেয়া হয় অথবা মিথ্যা হলে সত্য মনে করা অবশ্যই সমস্যার কারণ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা বাগাবী বলেছেন : সন্দেহজনিত বা অস্পষ্ট কোন বিষয়ের জায়িয অথবা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য এ হাদীসটি মূল নীতিমালামূলক। খালাফগণ এ নীতিমালাই অনুসরণ করেছেন।

---

[১৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪।

[১৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৮৫।

এখানে দু'টো বিষয় বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, ১) যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমাল করলো যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হবে, তাহলে 'আমালকারী গুনাহগার হবে। ২) প্রত্যেক বস্তুর মূল হচ্ছে বৈধতা, যতক্ষণ না এর বিপরীতে শারী'আতে কোন বিধান আসবে।

١٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শেষ যামানায় এমন মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব (মনগড়া) হাদীস নিয়ে উপস্থিত হবে যা তোমরা শুনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেননি। অতএব সাবধান! তাদের থেকে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গুমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে।[১৭৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যাদের সম্পর্কে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক করেছেন, তারা সাধারণ মানুষকে বলবে, আমরা 'আলিম তোমাদেরকে দীনের পথে আহ্বান করছি। অথচ তারা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যুক। তারা অনেক রকমের মিথ্যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে কথা বলেও অগ্রহণযোগ্য বিধান। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সূচনা করবে। তাই রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন যে, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

١٥٥ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৫। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় পাঠ করত (এটা ইয়াহূদীদের ভাষা ছিল)। আর মুসলিমদেরকে তা আরবী ভাষায় বুঝাত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (তাদের ব্যাপারে সহাবীগণকে) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সমর্থনও করো না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। সুতরাং তোমরা তাদের বলবে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, আর যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৩৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১৭৪]

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের সংবাদকে সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করতে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করার কারণ এই যে, তাদের কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদটি যদি সত্য মিথ্যা ব্যাখ্যা দেয়া হয় অথবা মিথ্যা হলে সত্য মনে করা অবশ্যই সমস্যার কারণ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা বাগাবী বলেছেন : সন্দেহজনিত বা অস্পষ্ট কোন বিষয়ের জায়িয অথবা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য এ হাদীসটি মূল নীতিমালামূলক। খালাফগণ এ নীতিমালাই অনুসরণ করেছেন।

---

[১৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪।

[১৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৮৫।

١٥٦ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৬। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (সত্যতা যাচাই না করে) তা-ই বলে বেড়ায়।[১৭৫]

ব্যাখ্যা : যখন কোন মানুষের স্বাভাবিকভাবে কোন পাপ থাকে না। কিন্তু মানুষের নিকট থেকে যা শুনে এবং যাচাই-বাছাই না করেই তা বলে বেড়ায় ফলে পাপ সংগ্রহ করে। কারণ এই যে, সে অন্যের নিকট থেকে যা শুনে তার সবই সত্য হয় না, মাঝে মিথ্যাও থাকে। তাই যে কোন কথা যাচাই বাছাই না করে শুনামাত্র বর্ণনা না করার জন্য হুঁশিয়ার করা হয়েছে। বিশেষ করে রসূলের হাদীস সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হবে যে, এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্ণনা করবে না।

١٥٧ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِيْ أُمَّتِهٖ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ أُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهٖ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৭। ইবনু মাস্‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা এমন কোন নাবীকে তাঁর উম্মাতের মধ্যে পাঠাননি, যাঁর উম্মাতের মধ্যে কোন সাহায্যকারী বা সহাবীর দল ওই উম্মাতে ছিল না। এ তারা সুন্নাতের পথ অনুসরণ করেছে, তার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলেছে। তারপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদেরকে যা বলত নিজেরা তা করত না। আর তারা সে সব কাজ করত যার আদেশ (শারী‘আতে) তাদেরকে দেয়া হয়নি। (আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন কতিপয় লোক থাকতে পারে)। তাই যে নিজের হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে (পূর্ণ) মু’মিন। আর যে মুখের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু’মিন। আর যে অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু’মিন। আর এরপর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।[১৭৬]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সোনালী যুগের পরে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের মাঝে কল্যাণের কিছু থাকবে না কিংবা ধার্মিকতা ও দীনদারীর ঘাটতি থাকবে। অতঃপর ঈমানের স্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবশেষে বলেন : যে অন্তর দ্বারা সংগ্রাম করবে সেও মু’মিন। এরপর সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই। কারণ হলো : যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে সংগ্রাম করবে না, সে মন্দ কাজে সমর্থন করলো। আর মন্দ কাজ সমর্থন করবে যা কুফ্রীর নামান্তর।

١٥٨ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ دَعَا إِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[১৭৫] **সহীহ :** মুসলিম ৫।

[১৭৬] **সহীহ :** মুসলিম ৫০।

১৫৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন লোককে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্যও সে পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ তাদের সাওয়াবের কোন অংশ একটুও কমবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে তারও সে পরিমাণ গুনাহ হবে, যতটুকু গুনাহ তার অনুসারীদের জন্য হবে। অথচ এটা অনুসারীদের গুনাহ্কে একটুও কমবে না।[177]

ব্যাখ্যা : বান্দার যে কর্মে পুণ্য বা পাপ হওয়াকে আবশ্যক করে না, কিন্তু আল্লাহর বিধান হলো যে কারণে পুণ্য বা পাপ হয় সে কারণটাকে কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ কোন কাজ সরাসরি করলে যেমন পুণ্য বা পাপ হয়ে থাকে, তা' করার পেছনে যে কারণ থাকে তা দ্বারাও পুণ্য বা পাপ হয়।

١٥٩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৯। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইসলাম আগন্তুকের (অপরিচিতের) ন্যায় (স্বল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) শুরু হয়েছে এবং তা পরিশেষে ঐ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে শুরু হয়েছে। তাই আগন্তুকের (ঈমানদার লোকদের) জন্য সুসংবাদ।[178]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ইসলামকে তুলনা করা হয়েছে একাকী জীবন-যাপনকারী একজন প্রবাসী ব্যক্তির সঙ্গে যার সাথে তার পরিবারের অন্য কেউ থাকে না। অর্থাৎ ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। অনুরূপভাবে ইসলামের মাঝে নানা রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি ফিৎনাহ্-ফাসাদ ও বিদ্'আদ অনুপ্রবেশের ফলে এবং ঈমানের ঘাটতির কারণে ইসলাম বিলুপ্ত হতে হতে অতি অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে থাকবে। প্রাথমিক অবস্থায় যেমন ছিল তেমনি সবশেষে আবার সেভাবে পবিত্র স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

١٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيثَي مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

১৬০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইসলাম মাদীনার দিকে এভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ (পরিশেষে) তার গর্তে ফিরে আসে– (বুখারী ও মুসলিম)।[179] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস *"যারূনী মা- তুরাকতুকুম"* কিতাবুল মানাসিকে এবং মু'আবিয়াহ্ এবং জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দু'টি *"লা- ইয়াযা-লু মিন উম্মাতী"* এবং *"লা- ইয়াযা-লু ত্বা-য়িফাতুম্ মিন উম্মাতী"*। আমরা শীঘ্রই *"সাওয়া-বি হা-যিহিল উম্মাতি"* অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশা-আল্লাহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাবার্থ এই যে, শেষ যামানায় যখন প্রকৃত ইসলামপন্থীর সংখ্যা কমে যাবে তখন ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের ঈমান-ইসলামের হিফাযাতের জন্য মাদীনার দিকে ফিরে যাবে এবং সর্বশেষ

---

[177] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৭৪।
[178] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৫।
[179] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৭।

Contents

সেখানেই অবস্থান করবে। এখানে রসূল ﷺ ঈমান এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের পলায়ন করে মাদীনায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সাপের সঙ্গে। যে সাপ মানুষের ভয়ে পলায়ন করে গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যখন দাজ্জাল পৃথিবীতে এটা সেই অবস্থা আসবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٦١ ـ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ قَالَ أُتِيَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ فَقِيلَ لِي سَيِّدٌ بَنٰى دَارًا فَصَنَعَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَأَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৬১। রবী'আহ্ আল জুরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে স্বপ্নে কতক মালাক দেখানো হল এবং মালাক তাঁকে (ﷺ) বললেন, আপনার চোখ ঘুমিয়ে থাকুক, কান শুনতে থাকুক এবং অন্তর বুঝতে থাকুক। তিনি (ﷺ) বললেন, আমার চোখ দু'টি ঘুমাল, আমার কান দু'টি শুনল এবং আমার অন্তর বুঝল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তখন আমাকে (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ) বলা হল, যেন একজন মহৎ ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করলেন এবং এতে দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর (লোকেদের আহ্বানের জন্য) একজন আহ্বানকারীকে পাঠালেন। অতঃপর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পারল। আর গৃহস্বামীও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরেও ঢুকল না, খেতেও পারল না এবং গৃহস্বামীও তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর মালায়িকাহ্ (এর ব্যাখ্যারূপে) বললেন, এ দৃষ্টান্তের গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ এবং ঘর হল ইসলাম এবং খাবারের স্থান হল জান্নাত।[১৮০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ইসলামকে ঘরের সঙ্গে তুলনা করা এবং জান্নাতকে যিয়াফত হিসেবে আখ্যা দেয়ার কারণ এই যে, জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ হলো ইসলাম এবং জান্নাতের দিকে আহ্বান করা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হয় না যতক্ষণ না ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর জান্নাতের নি'আমাতরাজি যখন উদ্দেশ্য, তাই জান্নাতকে সরাসরি যিয়াফত বা খাদ্য বলা হয়েছে।

١٦٢ ـ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

[১৮০] **য'ঈফ :** দারিমী ১১। কারণ বর্ণনাকারী রাবী রবী'আহ্ আল জুরাশীর সহাবী হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

১৬২। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি তোমাদের কাউকেও যেন এরূপ অবস্থায় না দেখি যে, সে তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। আর তার নিকট আমার নির্দেশাবলীর কোন একটি পৌঁছবে, যাতে আমি কোন বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোন বিষয় নিষেধ করেছি। তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি না, যা কিছু আমি আল্লাহর কিতাবে পাব তার অনুসরণ করব।[১৮১]

ব্যাখ্যা : হাদীসও যে শারী'আতের অকাট্য দলীল এটা তার প্রমাণ। সুতরাং হাদীস থেকে বিমুখ ব্যক্তি অবশ্যই কুরআনকেও অমান্যকারী হবে। হাদীসটি নবূওয়াতের দলীল এবং অন্যতম নিদর্শন। এই হাদীসে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে তা ইতিমধ্যে ঘটেও গেছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের লোকদের নিকট যা মোটেও অস্পষ্ট নয়।

١٦٣ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ. أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ إِلٰى قَوْلِهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ

১৬৩। মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ জিনিসও। জেনে রেখ, শীঘ্রই এমন এক সময় এসে যাবে, যখন কোন উদরভর্তি বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা কেবল এ কুরআনকেই গ্রহণ করবে। এতে যা হালাল পাবে তাকেই হালাল জানবে এবং যা এতে হারাম পাবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যা হারাম বলেছেন, তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। তাই জেনে রেখ! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং শিকারী দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও হালাল নয়। এমতাবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের কোন হারানো বস্তুও তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে সে যদি সেটির মুখাপেক্ষী না হয় সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে, তাদের উচিত ঐ লোকের মেহমানদারি করা। যদি তারা তার মেহমানদারি না করে তবে সে জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে তার মেহমানদারির সম-পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার রাখবে। (অথচ কুরআনে এ সকল বিষয়ের উল্লেখ নেই)।[১৮২]

ব্যাখ্যা : ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, হাদীসটিতে দু'টো দিক রয়েছে। প্রথমতঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ওয়াহী দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে কিতাব দেয়া হয়েছে, যা তিলাওয়াত করা হয়। অনুরূপভাবে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাবে যা আছে তা বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লামা খাত্তাবী বলেন : এ হাদীস দ্বারা খারিজী সম্প্রদায়কে সতর্ক করা হয়েছে যারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ

---

[১৮১] **সহীহ :** আহ্মাদ ২৩৩৪৯, আবূ দাউদ ৪৬০৫, আত্ তিরমিযী ২৬৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১৩, সহীহুল জামি' ৭১৭২।

[১৮২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৬০৪, সহীহুল জামি' ২৬৪৩, ইবনু মাজাহ ১২।

সকল সুন্নাতের বিরোধিতা করে যেগুলোর উল্লেখ কুরআনে নেই। তারা শুধুমাত্র কুরআনের ব্যহ্যিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আর যেগুলো কিতাবের ব্যাখ্যা সম্বলিত সুন্নাত সেগুলোকে বর্জন করে, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। হাদীসের শেষাংশের ব্যাখ্যা হল, কোন ব্যক্তি যদি কোন মেহমানের হক যথারীতি আদায় না করে। তাহলে মেজবানের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুপাতে কোন কিছু গ্রহণ করা মেহমানের জন্য বৈধ।

١٦٤ـ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى أَرِيكَتِهٖ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّيْ وَاللهِ قَدْ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ إِسْنَادِهٖ أَشْعَثُ ابْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيْصِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ

১৬৪। ‘ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বাহ্ দিতে উঠে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজের গদিতে ঠেস দিয়ে বসে এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ তা‘আলা যা কিছু এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি? জেনে রেখ, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি নির্দেশ করেছি, আমি উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয় নিষেধও করেছি, আর এর পরিমাণ কুরআনের হুকুমের সমান, বরং এর চেয়ে অধিক হবে। তোমরা মনে রাখবে যে, অনুমতি ব্যতীত আহলে কিতাব যিম্মীদের বাসগৃহে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের প্রহার করা এবং তাদের ফসল বা শস্য খাওয়াকেও আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য হালাল করেননি, যদি তারা তাদের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করে দেয় (এসব বিষয় কুরআনে নেই, আমার দ্বারাই আল্লাহ এসব হারাম করেছেন)।[১৮৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের সার কথা এই যে, রসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলা সকল হারাম বস্তুকে কুরআনের ভিতর সীমাবদ্ধ করে দেননি। বরং রসূল ﷺ অনেক কিছু হারাম করেছেন। তবে রসূল ﷺ-এর হারাম করার বিষয়টি কুরআন থেকেই সংগৃহীত। তাই ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেছেন : রসূল ﷺ-এর যে সকল ফায়সালা বরং তা কুরআন থেকে সংগৃহীত।

١٦٥ـ وَعَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رجلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهٗ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رواه أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلٰوةَ

---

[১৮৩] **য‘ঈফ :** আবূ দাউদ ৩০৫০, য‘ঈফুল জামি‘ ২১৮৪। কারণ এর সানাদে “আশ্‘আস ইবনু শু‘বাহ্” নামক একজন রাবী রয়েছেন যার মধ্যে হাদীস বর্ণনায় শিথিলতা রয়েছে।

১৬৫। উক্ত রাবী ('ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সলাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে গেলেন। আমাদের উদ্দেশে এমন মর্মস্পর্শী নাসীহাত করলেন যাতে আমাদের চোখ গড়িয়ে পানি বইতে লাগল। অন্তরে ভয় সৃষ্টি হল মনে হচ্ছিল বুঝি উপদেশ দানকারীর যেন জীবনের এটাই শেষ উপদেশ। এক ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার, (ইমাম বা নেতার) আদেশ শোনার ও (তাঁর) অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা বা ইমাম) হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে তোমাদের যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাতকে ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং এ পথ ও পন্থার উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দীনের ভেতরে নতুন নতুন কথার (বিদ'আত) উদ্ভব ঘটানো হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটা নতুন কথাই [বা কাজ শারী'আতে আবিষ্কার করা যা রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং সহাবীগণ করেননি তা] বিদ'আত এবং প্রত্যেকটা বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা। কিন্তু এ বর্ণনায় তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ সলাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেননি।[১৮৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়েছেন। তাক্বওয়া অর্জনের নির্দেশ, আর তা এই যে, আল্লাহ কর্তৃক সকল নির্দেশের বাস্তবায়ন এবং সকল নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

অতঃপর নির্দেশ করেছেন, আমীর বা নেতারা কথা শুনা এবং আর অনুগত্য করা, যতক্ষণ না সে কোন নাফরমানীর নির্দেশ দিবে। কেননা, আল্লাহর নাফরমানী হবে এমন বিষয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এ বিষয়ে হাকিম-এর বর্ণনায় রয়েছে : যদি হাবশী-গোলামকেও তোমাদের আমীর করে দেয়া হয়, তারও আনুগত্য করবে।

এরপর রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার পরে যখন তোমরা মতবিরোধ দেখবে। তখন আমার ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরবে। কারণ এই যে, খোলাফায়ে রাশিদার তরীকা খোদ রসূলেরই তরীকা, তারা সার্বিক অবস্থায় এবং সকল বিষয়ে রসূলের তরীকা অনুযায়ী 'আমাল করতেন। মাসাবীহ গ্রন্থের শরাহ্তে আল্লামা তুরবিশতী বলেছেন, খুলাফায়ে রাশিদা দ্বারা উদ্দেশ হচ্ছে, প্রথম চার খলীফা। কারণ রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, খেলাফতের সময় কাল হবে ত্রিশ বছর। আর ত্রিশ বছর শেষ হয় 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর খিলাফাতের মাধ্যমে। অবশ্য এর দ্বারা অন্যদের খিলাফাতের নিষেধাজ্ঞা বুঝায় না।

١٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ وَقَرَأَ وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الْآيَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৬৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (আমাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশে) একটি (সরল) রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এ রেখার ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও পথ। এসব প্রত্যেক পথের উপর শায়ত্বন দাঁড়িয়ে থাকে। এরা (মানুষকে) তাদের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি তাঁর কথার

[১৮৪] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৬৬৯৪, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আত্ তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনু মাজাহ্ ৪২।

প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : "নিশ্চয়ই এটাই আমার সহজ সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথের অনুসরণ করে চলো ....." (সূরাহ্ আন'আম ৬ : ১৬৩) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য এই যে, সঠিক পথ ভ্রান্ত-পথের সঙ্গে একত্রিত হওয়া অসম্ভব এবং সঠিক পথের পথিক ও সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল ব্যক্তিরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিরা মুক্তিপ্রাপ্ত নয়।

١٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ أَرْبَعِيْنِهِ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَيْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার মনের প্রবৃত্তি আমার আনা দীন ও শারী'আতের অধীন না হবে– (শারহে সুন্নাহ)। ইমাম নাবাবী তার "আরবা'ঈন" গ্রন্থে বলেছেন, এটা একটা সহীহ হাদীস। আমরা কিতাবুল হুজ্জাত-এ হাদীসটি সহীহ সানাদসহ বর্ণনা করেছি।[১৮৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি আমার নিয়ে আসা দীন ও শারী'আতের পূর্ণ অনুসারী যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ সে ঈমানদার হতে পারবে না। অর্থাৎ মুনাফিক্বদের মতো বাধ্য হয়ে বা তলোয়ারের ভয়ে ঈমান আনলে হবে না। অথবা কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হবে না যতক্ষণ না আমার নিয়ে আসা বিষয়াদির অনুসারী হবে। অর্থাৎ- শারী'আতের বিষয়কে প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

١٦٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِيْ فَإِنَّ لَهٗ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৮। বিলাল ইবনু হারিস আল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কোন একটি সুন্নাতকে যিন্দা করেছে, যে সুন্নাত আমার পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তার এত সাওয়াব হবে যত সাওয়াব এ সুন্নাত 'আমালকারীদের হবে, কিন্তু সুন্নাতের উপর 'আমালকারীদের সাওয়াবে কোন অংশ হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গুমরাহীর নতুন (বিদ'আত) পথ সৃষ্টি করবে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল রাযী-খুশী নন, তার জন্য সে সকল লোকের গুনাহ চাপিয়ে দেয়া হবে, যারা তার সাথে 'আমাল করবে, অথচ তাদের গুনাহের কোন অংশ হ্রাস করবে না।[১৮৭]

---

[১৮৫] **হাসান :** আহ্‌মাদ ৪১৩১, নাসায়ী, তাঁর 'কুবরা' গ্রন্থে ১১১৭৪, দারিমী ২০২।

[১৮৬] **য'ঈফ :** ইবনু আবূ 'আসিম-এর 'আস্ সুন্নাহ' ১৫। কারণ এর সানাদে নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন।

[১৮৭] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ২৬৭৭, ইবনু মাজাহ্ ২১০, য'ঈফুত্ তারগীব ৪২। হাদীসের শব্দগুলো ইবনু মাজাতে। হাদীসের হুকুম বা মান সম্পর্কে ইমাম আত্ তিরমিযী বলেছেন, এটি একটি হাসান স্তরের হাদীস। কিন্তু তার এ হুকুমটি প্রত্যাখ্যাত বা ভুল। কারণ হাদীসটির সানাদে "কাসীর ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র" নামক একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ ও আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন : সে মিথ্যার একটি রুকন বা স্তম্ভ। ইবনু হিব্বানও অনুরূপ বলেছেন।

تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতের উপর এমন একটি সময় আসবে যেমন বানী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। যেমন এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমনকি বানী ইসরাঈলের মধ্যে যদি কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে কুকর্ম করে থাকে, তাহলে আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন লোক হবে যারা অনুরূপ কাজ করবে। আর বানী ইসরাঈল ৭২ ফিরক্বায় (দলে) বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরক্বায়। এদের মধ্যে একটি ব্যতীত সব দলই জাহান্নামে যাবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতী দল কারা? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, যার উপর আমি ও আমার সহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত আছি, যারা তার উপর থাকবে।[১৮৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে বিভক্তির কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ বিভক্তি নয় বরং এখানে বলা হয়েছে ঐ বিভক্তির কথা যদ্বারা বিভিন্ন দলে, গ্রুপে, ফিরকায় এবং জামা'আতে বিভক্ত হয়ে এক অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পারস্পরিক সম্পর্ক ভালবাসা এবং সহযোগিতার উপর নেই, বরং এর বিপরীতে একজন থেকে অন্য জন বিচ্ছিন্ন সম্পর্কহীন ও হিংসা বিদ্বেষের উপর রয়েছে এবং একে অপরকে পথভ্রষ্ট, কাফির ও ফাসিক্ব বলে আখ্যা দিচ্ছে। আর এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার কারণ হচ্ছে শারী'আতের বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ও পারস্পরিক বিদ্বেষ পোষণ করা এবং নাবীর সুন্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া।

ই'তিসাম নামক গ্রন্থে আল্লামা শাত্বিবী বলেছেন : হাদীসে বর্ণিত ফিরকাহ্ দ্বারা কেবলমাত্র 'আক্বীদার মূলনীতিগত ব্যাপারে যারা ফিরকার সৃষ্টি করেছে যেমন : জাবারিয়াহ্, ক্বদরিয়্যাহ্, মুর্জিয়াহ্ ও অন্য আরো যাদের কথা বলা হয়েছে শুধু তারাই নয়। বরং কুরআন ও হাদীস প্রমাণ করতেছে সার্বিক বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বিভক্তির উপর যেমন- আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

"যারা নিজেদের (পূর্ণ পরিণত) দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর (আপন আপন অংশ নিয়ে) দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৫৯)

এ আয়াতে দীনে বিভক্তির কথা বলা হয়েছে। আর দীন শব্দটি 'আক্বীদাহ্ ও 'আক্বীদাগত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের কথা ও কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

١٧٢ـ وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

---

[১৮৯] প্রথম অংশটুকু ব্যতীত **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬৪১, সহীহুল জামি' ৫৩৪৩। কারণ এর সানাদে "'আবদুর রহ্মান ইবনু যিয়াদ আল আফরীকী" যিনি দুর্বল রাবী।

১৭২। আহমাদ ও আবূ দাঊদে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে (কিছু পার্থক্যের সাথে) বর্ণনা করেন যে, ৭২ দল জাহান্নামে যাবে। আর একটি দল জান্নাতে যাবে। আর সে দলটি হচ্ছে জামা'আত। আর আমার উম্মাতের মধ্যে কয়েকটি দলের উদ্ভব হবে যাদের শরীরে এমন কুপ্রবৃত্তি (বিদ'আত) ছড়াবে যেমনভাবে জলাতংক রোগ রোগীর সমগ্র শরীরে সঞ্চারণ করে। তার কোন শিরা-উপশিরা বাকি থাকে না, যাতে তা সঞ্চার করে না।[১৯০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রবৃত্তি তথা বিদ'আতকে জলাতংক রোগের সঙ্গে করা হয়েছে, অর্থাৎ জলাতংক রোগ প্রথমতঃ কুকুরের হয়ে থাকে। অতপর সেই কুকুর যাকেই কামড় দেয় তাকেই ঐ রোগে আক্রান্ত করে এবং রোগীর শিরা উপশিরায় তা প্রবেশে মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে। অনুরূপ প্রবৃত্তির অনুসারী যখন বিদ্'আতী কার্যক্রম শুরু করে এবং তা অন্যের নিকট পেশ করে তখন সেই ব্যক্তিও তার এই ছোবলে পড়ে বিদ'আতী হয়ে যায়, যার পরিণাম হলো জাহান্নাম।

তাই হাদীসে সতর্কবাণী করা হয়েছে বিদ'আতীদের সংস্পর্শে না যাওয়ার জন্য।

١٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার গোটা উম্মাতকে; অপর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কখনও পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার হাত (রহমাত ও সাহায্য) জামা'আতের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) জাহান্নামে যাবে।[১৯১]

ব্যাখ্যা : আমার উম্মাত কুফ্র ছাড়া অন্য কোন ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না। অথবা ইজতিহাদী কোন ভুলের উপর অথবা কুফ্র এবং গুনাহের কাজের উপর একমত হবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে জামা'আত বদ্ধদের উপরে রয়েছে আল্লাহর হাত। অর্থাৎ জামা'আত বদ্ধ জীবন-যাপনকারীদের উপর আল্লাহর রহমত এবং সাহায্য রয়েছে। তারা ভয়-ভীতি ও শংকামুক্ত। তারা ফিরকা বা উপদল হবে না। অন্যদিকে যে জামা'আত থেকে বিচ্যুত হবে সেই হবে জাহান্নামী।

١٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ. رَوَاهُ ابْن مَاجَةَ من حديث انس

১৭৪। উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বৃহত্তম দলের অনুসরণ কর। কেননা, যে ব্যক্তি দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (পরিশেষে) জাহান্নামে যাবে।[১৯২]

---

[১৯০] **হাসান :** আহ্মাদ ১৬৪৯০, আবূ দাঊদ ৪৫৯৭, সহীহুত্ তারগীব ৫১।

[১৯১] প্রথম অংশটুকু ব্যতীত য'ঈফ। আত্ তিরমিযী ২১৬৭। কারণ এর সানাদে "সুলায়মান আল্ মাদানী" নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। তবে বেশ কয়েকটি শাহিদ বর্ণনা থাকায় হাদীসের প্রথম অংশটুকু সহীহ। অর্থাৎ- مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ অংশটুকু ব্যতীত বাকীটুকু সহীহ।

[১৯২] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৯৫০। কারণ এর সানাদে আবূ খাল্ফ আল আ'মা একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমরা সাওয়াতে 'আযম এর অনুসরণ করবে। অর্থাৎ ইমাম বা বাদশার অনুসারী এবং সার্বিক নীতিমালার অনুসারী হিসেবে যে দল বড় তাদের অনুসরণ করবে। অথবা, যারা রসূল ﷺ ও সহাবীগণের পথে আছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত, হকের উপর বিদ্যমান এবং আল্লাহর নিকট সম্মানিত দল। তোমরা তাদের অনুসরণ করবে।

'আযহার' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'উলামাদের মধ্যে যে দলটি বড় তাদের অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্যশীল বড় দল থেকে বিচ্যুত হয়ে নেতার আনুগত্যহীন হয়ে গেছে অথবা মুক্তিপ্রাপ্ত সঠিক জামা'আত থেকে বের হয়ে গেছে সে জাহান্নামী।

١٧٥ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭৫। আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : হে বৎস! তুমি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রেখে কাটাতে পার তাহলে তাই কর। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন, হে বৎস! এটা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।[১৯৩]

ব্যাখ্যা : সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা দিন রাতের সব সময়কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তুমি সদা-সর্বদা মানুষের সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। এরপর রসূল ﷺ বলেন এটাই হচ্ছে আমার সুন্নাত আর যে কেউ আমার সুন্নাতের উপর 'আমাল করে তা জারি রাখবে সে যেন আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সঙ্গে জান্নাতী হবে। কেননা, যে যাকে ভাল বাসবে তার হাশর-নশর তারই সঙ্গে হবে।

١٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

১৭৬। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শাহীদের সাওয়াব রয়েছে।[১৯৪]

---

[১৯৩] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬৭৮, য'ঈফুত্ তারগীব ১৭২৮। কারণ সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। যদিও হাদীসটি ইমাম আত্ তিরমিযী হাসান বলেছেন।

[১৯৪] **য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) :** হিল্‌ইয়া ৮/২০০, য'ঈফুত্ তারগীব ৩০। হাদীসটি সব সানাদই দুর্বল। ইবনু 'আদী হাদীসটি যে সানাদে বর্ণনা করেছেন সেটি খুবই দুর্বল। কারণ তাতে হাসান ইবনু কুতায়বাহ্ নামে একজন রাবী রয়েছেন যাকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) ধ্বংসকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়াও ইমাম ত্বাবারানী তাঁর "মু'জামুল আওসাতে" এবং আবূ নু'আয়ম তাঁর "হিল্‌ইয়াহ্" গ্রন্থের ৮/২০০ নং-এ যে সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও দুর্বল। কারণ তাতে 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবূ রাওওয়াদ নামে একজন রাবী রয়েছেন যার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত শব্দ "ফাসাদে উম্মাতী"- অর্থ হলো বিদ্'আত, ভ্রষ্টতা এবং পাপাচারীর কাজ যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন আমার সুন্নাতকে যে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত উটের সাওয়াব রয়েছে। যেমন দীনকে জীবিত রাখার জন্য কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, বিশেষ করে বিদ্'আত ও ভ্রষ্টতার কাজ যখন 'উলামার মাঝে প্রকাশ পাবে তখন তাদের প্রতিরোধ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করার চেয়ে এ ধরনের 'আলিমদের প্রতিবাদ করলে সাওয়াব দ্বিগুণ হয়ে থাকে।

١٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرٰى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُوْنَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَّا وَسِعَهٗ إِلَّا اتِّبَاعِيْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৭৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহূদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি। এসব আমাদের কাছে অনেক ভালো মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দীনের ব্যাপারে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কাছে একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় ছিল না।[১৯৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে ইয়াহূদী এবং নাসারাদের মতো দীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে প্রবৃত্তি এবং তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহর কিতাবের মাঝে পরিবর্তন করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত অর্থাৎ উন্নত ও উত্তম। মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এরই অনুসরণ করতেন। সুতরাং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূওয়াত জারি হবার পর মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-এর কওমের নিকট থেকে সফলতা লাভের কোন সুযোগই নেই।

١٧٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهٗ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُوْنُ فِيْ قُرُوْنٍ بَعْدِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭৮। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি হালাল (রিয্ক্ব) খাবে, সুন্নাতের উপর 'আমাল করবে এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে, সে

---

[১৯৫] **হাসান :** আহ্মাদ ১৪৭৩৬, বায়হাক্বী ১৭৭। ইমাম দারিমীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সানাদটি দুর্বল। কারণ তাতে মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : তবে আমার মতে হাদীসটি হাসান স্তরের। কারণ এর আরো অনেক শাহিদ সূত্র রয়েছে যার মাধ্যমে হাদীসটি হাসান স্তরে পৌঁছে যায়।
اَلتَّهَوُّكُ (আত্ তাহাব্বুক) হলো না দেখেই কোন বিষয়ে জড়িয়ে পড়া। হাসান বাসরী বলেন : হতবুদ্ধি, দিশেহারা, অসহায় হওয়া ইত্যাদি।

জান্নাতে যাবে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! এ ধরনের লোক তো আজকাল অগণিত। তিনি (ﷺ) বললেন, (ইনশা-আল্লাহ) আমার পরবর্তী যুগেও এ ধরনের লোক থাকবে।[১৯৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণ করবে এবং বিশুদ্ধভাবে সকল 'আমাল করবে। আল্লাহ নির্দেশ করেছেন : ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ অর্থাৎ- "তোমরা হালাল খাও এবং নেক 'আমাল কর"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৫১)। আর তার অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা ও কষ্ট থেকে অন্যরা যদি নিরাপদে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে জান্নাতে প্রবেশের অর্থ হচ্ছে কোন প্রকার শাস্তি ভোগ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ। অতঃপর যখন বলা হলো যে, ঐ ধরনের 'আমাল বর্তমানে অনেকের মধ্যেই আছে। তখন রসূল ﷺ বললেন, আমার পরেও সেটা থাকবে। অর্থাৎ আমার উম্মাত থেকে কোন সময়েই কল্যাণকর বিষয় বন্ধ হবে না।

١٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এমন যুগে আছ, যে যুগে তোমাদের কেউ তার উপর নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও ছেড়ে দিলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশের উপরও 'আমাল করে সে পরিত্রাণ পাবে।[১৯৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত যে যামানা হলো ইসলামের স্বর্ণযুগ, যে যুগে মুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা ছিল। নির্দেশিত বিষয় বলতে সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ এখানে ফারয বা আবশ্যকীয় বিষয়াদি কম-বেশী করে করার কোন দিক নেই। রসূল ﷺ-এর বাণী : তোমরা এই যুগে নির্দেশিত বিষয় থেকে এক দশমাংশ তরক করলেও ধ্বংস হবে। কারণ, সে যুগটি রসূল ﷺ-এর বিদ্যমানতায় ও ইসলামের সবচেয়ে সম্মানজনক। সুতরাং সে যুগে নির্দেশিত বিষয় তরক করা অপরাধমূলক, যা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

আর শেষ যামানায় এক দশমাংশ পালন করলেই নাজাত পাবে। কারণ হলো : সেই যামানায় যুলুম-অত্যাচার ফিৎনা-ফাসাদ বেড়ে যাবে, অন্যদিকে হক ও হকের সাহায্যকারী হ্রাস পাবে। উপরন্তু উপযুক্ত ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম সমাজ সঠিক দিক-নির্দেশনা হতে বঞ্চিত থাকবে।

١٨٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ : مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

---

[১৯৬] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৫২০, য'ঈফুত্ তারগীব ২৯, মুসতাদরাকে হাকিম ৪/১০৪। কারণ এ হাদীসে আবূ ওয়ায়িল থেকে "আবূ বিশ্‌র" নামে একজন রাবী রয়েছেন তিনি মূলত মাসহুল বা অপরিচিত। যদিও ভুলবশতঃ ইমাম হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ) তা সমর্থন করেছেন।

[১৯৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২২৬৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২/৬৮৪। কারণ এর সানাদে "নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ" একজন রাবী রয়েছেন যিনি দুর্বল। আলবানী (রহঃ) বলেন : এর সানাদে নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে যে বিষয়ে আমি «اَلْأَحَادِيْثُ الضَّعِيفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ» গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

১৮০। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : হিদায়াত প্রাপ্তির এবং হিদায়াতের উপর ক্বায়িম থাকার পর কোন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করলেন (অর্থ) : "তারা বাক-বিতণ্ডা করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার নিকট তা উত্থাপন করে না। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে বাক-বিতণ্ডাকারী লোক"– (সূরাহ্ যুখরুফ ৪৩ : ৫৮)।[১৯৮]

ব্যাখ্যা : কোন জাতি সঠিক পথ প্রাপ্তির পর সাধারণত গোমরাহ হয় না, মাত্র একটি কারণ ছাড়া, তা হলো বাতিল বা নাহক কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। কারণ তারা বিবদমান বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে সোপর্দ না করে একে অপরকে কষ্ট দেয়া এবং পরাস্ত করার জন্যই উঠে পড়ে লাগে এবং তখনই সুপথ হারিয়ে ফেলে।

١٨١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮১। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলতেন : তোমরা নিজেদের নাফ্সের (আত্মার) উপর ইচ্ছা করে কঠোরতা করো না। কেননা পরবর্তীতে আল্লাহ না আবার তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেন। পূর্বেও একটি জাতি (বানী ইসরাঈল) নিজেদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন। গির্জায় ও ধর্মশালায় যে লোকগুলো আছে, এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। (কুরআনে উল্লেখ আছে) "তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য 'রহ্বানিয়্যাত' বা বৈরাগ্যবাদ-কে আবিষ্কার করেছিল। আমি তাদের উপর নির্ধারণ করিনি"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ২৭)।[১৯৯]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন কঠিন 'আমাল দ্বারা তোমাদের নিজেদের উপর কঠিনতা এনো না। যেমন : সারা বছর লাগাতার রোযা রাখা, পূর্ণ রাত জাগরণ করা বা বিবাহ-শাদী না করা। আর যদি তা কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কিছুকে তোমাদের উপর ফারয করে দিবেন ফলে তোমরা কঠিনতায় পড়ে যাবে। অথবা কঠিন জিনিসকে নিজেদের উপর চাপিয়ে নেয়ার কারণে দুর্বল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমরা সেগুলোকে আদা করতে সক্ষম হবে না। হাদীসের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা 'ইবাদাতগুলোকে মানৎ অথবা কসমের মাধ্যমে নিজেদের উপর কঠিন করে নিওনা, তা করলে আল্লাহ তোমাদের উপর সেগুলোকে আবশ্যকীয় করে দিবেন। ফলে তোমরা যথারীতি পালন করতে পারবে না, বরং বর্জন করবে আর আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হবে।

---

[১৯৮] **হাসান :** আহ্মাদ ২১৬৬০, আত্ তিরমিযী ৩২৫৩, ইবনু মাজাহ্ ৪৩, সহীহুত্ তারগীব ১৪১।

[১৯৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৯০৪, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ৩৪৬৮। কারণ এর সানাদে "সা'ঈদ ইবনু 'আবদুর রহ্মান ইবনু আবুল 'আম্ইয়া" নামক একজন রাবী রয়েছেন যাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউই বিশ্বস্ত বলেননি। আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীসে শিথিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

١٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلٰى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَّمُحْكَمٍ وَّمُتَشَابِهٍ وَّأَمْثَالٍ فَأَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْأَمْثَالِ. هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَلَفْظُهٗ فَاعْمَلُوْا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

১৮২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলছেন : কুরআন পাঁচটি বিষয়সহ নাযিল হয়েছে : (১) হালাল (২) হারাম (৩) মুহ্‌কাম (৪) মুতাশাবিহ ও (৫) আমসাল (উপদেশপূর্ণ ঘটনা)। সুতরাং তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মনে করবে। মুহকামের উপর 'আমাল করবে, মুতাশাবিহের সাথে ঈমান পোষণ করবে। আর আমসাল (উপদেশপূর্ণ কাহিনী) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা মাসাবীহের বাক্য বিন্যাস। কিন্তু বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে এরূপ বর্ণনা করেছেন : তোমরা হালালের উপর 'আমাল কর, হারাম থেকে বেঁচে থাক এবং মুহকামের অনুসরণ কর।[২০০]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী কুরআন পাঁচ রকমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াত নিয়ে নাযিল হয়েছে তার মধ্যে "মুতাশাবিহ" যেমন হুরূফে মুকাত্ত্বাআত : الم، حم ইত্যাদি। আরেক প্রকার হলো "আম্‌সাল" অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঘটনাবলী। যেমন : ক্বওমে নূহ এবং সালিহ 'আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনাবলী অথবা "আমসাল" দ্বারা আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উদাহরণ পেশ করা। যেমন :

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে অন্য কিছুকে ওলী বানিয়ে নিয়েছে তার উদাহরণ হলো মাকড়সা।" (সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৪১)

কুরআন সাতটি পন্থায় এবং সাত রকমে নাযিল হয়েছে : ধমক প্রদানকারী, নির্দেশ প্রদানকারী, হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমসাল (হিসেবে)। অতএব, হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মনে করবে, যে ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করবে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকবে। আমসাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, মুহাকামের উপর 'আমাল করবে এবং মুতাশাবিহ এর উপর ঈমান আনবে। আর বলবে : আমরা ওর প্রতি ঈমান আনলাম। সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে।

١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهٗ فَاتَّبِعْهُ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهٗ فَاجْتَنِبْهُ وَأَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৩। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শারী'আতের বিষয় তিন প্রকার : (১) এমন বিষয়, যার হিদায়াত সম্পূর্ণ পরিষ্কার। তাই এ নির্দেশ মেনে চল। (২) সে

---

[২০০] **খুবই দুর্বল :** বায়হাক্বী ২২৯৩, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩৪৬। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী "মুয়াবেক" দুর্বল। আর তার শিক্ষক 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ আল মুকরিবী খুবই দুর্বল এবং মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ইমাম বায়হাক্বী ছাড়াও আরো কেউ কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তবে সবগুলো সূত্রই দুর্বল।

বিষয়, যার ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট, সুতরাং তা পরিহার কর এবং (৩) এ বিষয়, যা মতভেদপূর্ণ তা মহান আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও।[২০১]

ব্যাখ্যা : তিন প্রকার নিম্নরূপ :

১. এমন বিষয় যেগুলোর সঠিক হওয়াটা স্পষ্ট, তাহলো 'ইবাদাতের মৌলিক বিষয়াদি যেমন : সলাত ও যাকাত ফার্‌য হওয়া।

২. ভ্রষ্টতার বিষয়গুলো সুস্পষ্ট। যেমন মানুষ হত্যা করা, যিনা করা।

৩. এমন বিষয় যেগুলোর বিধান সম্পর্কে আল্লাহ ও রসূল বর্ণনা না করায় মানুষ সেগুলোতে মতবিরোধ করেছে। এ ধরনের বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতে বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সঠিক জানলে সেগুলোর প্রতি 'আমাল করতে হবে ভ্রান্ত জানলে সেগুলো বর্জন করতে হবে। যেমন কুরআনের মুতাশাবিহ মূলক আয়াত এবং ক্বিয়ামাতের বিষয়াদি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٤ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৪। মু'আয ইবনু জাবাল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মেষপালের ক্ষেত্রে নেকড়ে বাঘের ন্যায় শায়ত্বন মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ। পালের যে মেষটি দল হতে আলাদা হয়ে যায় অথবা যেটি খাবারের সন্ধানে দূরে সরে পড়ে অথবা যেটি অলসতাবশতঃ এক কিনারায় পড়ে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান! তোমরা কক্ষনও (দল ছেড়ে) গিরিপথে চলে যাবে না, আর জামা'আতবদ্ধ হয়ে (মুসলিম) জনগণের সাথে থাকবে।[২০২]

ব্যাখ্যা : শায়ত্বন মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ। জামা'আত পরিত্যাগ করা, বড় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের সঙ্গ ছেড়ে দেয়া, শায়ত্বনের আধিপত্য বিস্তার এবং পথভ্রষ্ট করার সহায়ক। একাকি অবস্থানকারী, দল বিচ্ছিন্ন এবং একপ্রান্তে পড়ে থাকা বকরিকে নেকড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই হাদীসের শেষে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা এবং মুসলিমদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

---

[২০১] **য'ঈফ :** ইবনু 'আসা-কির এর "তা-রিখাহ্ ৫৫/১৩৩"; হাদীসটি আহমাদে নেই। কারণ এর সানাদে "আবুল মিকদাম হাশিম ইবনু যিয়াদ" নামক একজন রাবী রয়েছেন যাকে হাফিয ইবনু হাজার "মাতরূক" বা পরিত্যক্ত বলেছেন এবং সে মিথ্যা বলাতে অভ্যস্ত। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : আমি কাউকে জানি না যে এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এ হাদীসটি তার মুসনাদে নেই বলেও আমার ধারণা। ইমাম সুয়ূত্বী "আল জা-মি'উল কাবীর" গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু মানী'-এর দিকে সম্বোধন করেছেন যার নামও আহ্‌মাদ।

[২০২] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ২১৬০২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩০১৬। কারণ দু'টি। প্রথমতঃ এর সানাদে একজন বেনামী রাবী রয়েছেন। আর 'উমার ইবনু ইব্‌রাহীম ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল যা এ সানাদে বিদ্যমান। ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) তার মুসনাদের ৫/২৪৩ নং এ হাদীসটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।

١٨٥ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৮৫। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জামা'আত (দল) হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে ইসলামের রশি (বন্ধন) তার গলা হতে খুলে ফেলেছে।[২০৩]

ব্যাখ্যা : এখানে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য সহাবী, তাবি'ঈন, তাবে তাবি'ঈন, সালফে সালিহীন এবং ধারাবাহিকতা বা নীতিভিত্তিক মুসলিমদের জামা'আত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুন্নাতকে বর্জন ও বিদ'আতকে ধারণ করে এবং আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়ে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে যেন ইসলামের বন্ধনকে নিজ গলা থেকে খুলে দিল।

আল্লামা খাত্ত্বাবী বলেছেন : যে কোন জামা'আতের ইমামের বা নেতার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে অথবা ঐক্যমতের কোন বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, যে তখন পথ-ভ্রষ্ট এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী এভাবে বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন পয়ে পড়ল, সে যেন জাহিলী যুগের মৃত্যুবরণ করল।

١٨٦ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا

১৮৬। মালিক ইবনু আনাস (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হাদীস। [ইমাম মালিক মুওয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন।][২০৪]

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহ হলো সব কিছুর মূল, যা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এ দু'টোকে ধারণ করা ব্যতীত হিদায়াত এবং নাজাত পাওয়া যাবে না। হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এ দু'টো হলো সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং অকাট্য দলীল। সুতারাং এ দু'টো মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা অপরিহার্য। ইমাম হাকিম হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। এ দু'টোকে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।

---

[২০৩] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ২১০৫১, আবূ দাউদ ৪৭৫৮, সহীহুল জামি' ৬৪১০, আত্ তিরমিযী ২/১৪১, হাকিম ১/৪২২। (বায়হাক্বী) [তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন] হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে য'ঈফ বটে। কিন্তু আলবানী (রহঃ) বলেন, এর মারফূ' ও মাওসুল তথা অনেক সানাদ থাকার কারণে হাসানের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

[২০৪] **হাসান :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯৪। [ইমাম মালিক মুওয়াত্ত্বায় বর্ণনা করেছেন।] এ হাদীসটি মুরসাল বরং মু'যাল (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে দু'জন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি) এজন্য য'ঈফ বটে। তবে ইবনু 'আববাস (রাঃ) থেকে হাসান সানাদে ইমাম হাকিম এর শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন, আমি 'আত্তাজুল জামি'উ লিল উসূলিল খামসাহ' নামক গ্রন্থে এর উভয় সানাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন এভাবে! রসূল ﷺ বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন : হে মানব সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা' আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাত।

١٨٧ـ وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৭। গুযায়ফ ইবনু আল হারিস আস্ সুমালী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই কোন জাতি একটি বিদ'আত সৃষ্টি করেছে, তখনই সমপরিমাণ সুন্নাত বিদায় নিয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নাতের উপর 'আমাল করা (সুন্নাত যত ক্ষুদ্রই হোক), একটি বিদ'আত সৃষ্টি করা অপেক্ষা উত্তম।[২০৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে একটা জিনিসের গুরুত্ব আরোপের জন্য আরেকটি বিপরীত জিনিস দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। কারণ দু'টো জিনিসের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক বিদ্যামান যে, যখন একটার কথা উল্লেখ করা হয় অথবা একটাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অন্যটার কথা এমনিতেই চলে আসে। বিদ'আত সৃষ্টির দ্বারা সুন্নাহ উঠে যায় এবং বিদ'আত সুন্নাহর পরিপন্থী। অতএব সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করলেই বিদ'আত দূরীভূত হবে।

পাপ এবং বিদ্'আত মানে সুন্নাত পরিপন্থী বিষয়। আর এটা বোধগম্য যে, পাপের কোন বিষয়ের চেয়ে নেকীর বিষয় অনেক উত্তম। সুন্নাতকে ধারণ করায় অনেক কল্যাণ রয়েছে। অন্যদিকে বিদ'আতে কল্যাণকর বলতে কিছুই নেই।

١٨٨ـ وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِيْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৮৮। হাস্সান (ইবনু 'আতিয়্যাহ্) (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন জাতি যখনই যখন দীনের মধ্যে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না।[২০৬]

ব্যাখ্যা : বিদ্'আত সৃষ্টি করার কারণে আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতকে উঠিয়ে নেন। তার কারণ এই যে, যখন সুন্নাত তার স্থলে অবিচল ছিল। অতপর একে যেখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হলে তা' যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব হয় না। এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ বৃক্ষের ন্যায় যার শিকড়গুলো মাটির নীচে চলে গিয়েছিল, অতঃপর গাছটিকে শিকড়সহ উপড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

١٨٩ـ وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا

---

[২০৫] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ১৬৫২২, য'ঈফুত্ তারগীব ৩৭, য'ঈফাহ্ ৬৭০৭। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র বিন 'আবদুল্লাহ যার প্রকৃত নাম ইবনু আবী মারইয়াম আল্ গাস্সানী নামে একজন রাবী রয়েছে যাকে ইবনু হাজার তার তাক্বরীবে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

[২০৬] **সহীহ :** দারিমী ৯৮।

১৮৯। ইব্‌রাহীম ইবনু মায়সারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতীকে সম্মান দেখাল, সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল।[২০৭]

ব্যাখ্যা : কোন বিদ‘আতীকে সম্মান করা ইসলাম ধ্বংস করার শামিল। কারণ একজন বিদ‘আতী সুন্নাতের বিরোধ, আর কোন বিরোধীকে সাহায্য করা ঐ বস্তুকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সহযোগিতা করারই নামান্তর। অতএব, যখন কোন ব্যক্তি বিদ‘আতীকে সম্মান করবে সে তখন সুন্নাতকে অবমূল্যায়ন করবে। আর সুন্নাতকে অবমূল্যায়ন করলে তা হবে মূলত ইসলামের অবমূল্যায়ন তথা ইসলামের বুনিয়াদকে ধ্বংস করা। বিদ‘আতীকে সম্মানকারীর অবস্থা যদি এই হয় তাহলে বিদ্‘আতীর অবস্থা কি হতে?

١٩٠ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدٰى بِكِتَابِ اللهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى﴾ رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৯০। ইবনু ‘আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা লাভ করল, অতঃপর এ কিতাবের মধ্যে যা আছে তা অনুসরণ করল, আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে নিকৃষ্ট হিসাবের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে– তিনি বলেছেন, যে আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতেও হতভাগ্য হবে না। অতঃপর এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি তিলাওয়াত করলেন : ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى﴾ অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আমার হিদায়াত গ্রহণ করল, সে (দুনিয়াতে) পথভ্রষ্ট হবে না এবং (পরকালেও) ভাগ্যাহত হবে না”– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১২৩)।[২০৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বীবী বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করত তা মেনে চলবে সে হবে সফলকাম থাকবে। সে দুনিয়াতে যেমন গোমরাহী থেকে মুক্ত অনুরূপভাবে আখিরাতেও শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত জানার পর উভয়ের উপর ‘আমাল করবে তার জন্য এটাই উভয় জগতে সফলতার কারণ হবে।

ইবনু ‘আব্বাস থেকে বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ও সার্বিক অবস্থায় আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে চলবে সে দুনিয়াতে কোন দিনই গোমরাহীতে নিপতিত হবে না। পরকালে তাকে কোন শাস্তিও দেয়া হবে না। অতঃপর এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন : ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى﴾

অর্থাৎ- “যে আমার পথের অনুসরণ করবে যে বিপদগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না।”

(সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১২৩)

١٩١ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَعَنْ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا أَبْوَابٌ مُّفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُّرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ اِسْتَقِيْمُوْا

---

[২০৭] **য‘ঈফ :** বায়হাক্বী ৯৪৬৪, সিলসিলাহ্ আয্ য‘ঈফাহ্ ১৮৬২। এর সানাদে হাসান বিন ইয়াহ্ইয়া নামে একজন মাতরূক রাবী রয়েছে যিনি অনেক বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২০৮] ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৯৯৫৫।

عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعَوَّجُوْا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِّنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. ثُمَّ فَسَّرَهٗ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللهِ وَأَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللهِ وَأَنَّ الدَّاعِيْ عَلٰى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ وَأَنَّ الدَّاعِيْ مِنْ فَوْقِهٖ هُوَ وَاعِظُ اللهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ

১৯১। ইবনু মাস্‘উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তা হল একটি সরল সঠিক পথ আছে, এর দু’দিকে দু’টি দেয়াল। এসব দেয়ালে খোলা দরজা রয়েছে এবং সে সব দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহ্বায়ক, যে (লোকদেরকে) আহ্বান করছে, এসো সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাও। ভুল ও বাঁকা পথে যাবে না। আর এ আহ্বানকারীর একটু আগে আছেন আর একজন আহ্বানকারী। যখনই কোন বান্দা সে দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খুলতে চায়, তখনই সে তাকে ডেকে বলেন, সর্বনাশ! এ দরজা খুলো না। যদি তুমি এটা খুলো তাহলে ভিতরে ঢুকে যাবে (প্রবেশ করলেই পথভ্রষ্ট হবে)। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যা করলেন : সঠিক সরল পথের অর্থ হচ্ছে ‘ইসলাম’ (সে পথ জান্নাতে চলে যায়)। আর খোলা দরজার অর্থ হলো ওই সব জিনিস আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন এবং দরজার মধ্যে ঝুলানো পর্দার অর্থ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ। রাস্তার মাথায় আহ্বায়ক হচ্ছে কুরআন। আর তার সামনের আহ্বায়ক হচ্ছে নাসীহাতকারী মালাক, যা প্রত্যেক মু’মিনের অন্তরে আল্লাহর তরফ থেকে বিদ্যমান।[২০৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে দরজার কথা বলা হয়েছে তা খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ দরজার পর্দা উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পর্দা উঠালেই সে ভিতরে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না। অতপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যায় বললেন : সিরাতে মুস্তাকীম হলো ইসলাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকরই ইসলামের উপর বহাল থাকা এবং ইসলামের সঠিক বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বস্তুসমূহ দিয়ে বুঝানো হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার এবং ‘আযাবে ও অপমানজনক স্থানে প্রবেশ করা। এসবের ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ঐ হারাম বস্তুসমূহ। আর পর্দা হলো মানুষও হারাম কাজের প্রতিবন্ধকতা। যেমন আল্লাহ বলেছেন : অর্থাৎ- “এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা, তোমরা তা অতিক্রম করো না।” (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৯)

١٩٢ـ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهٗ ذَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ.

১৯২। ইমাম বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমানে এ হাদীসটিকে নাও্ওয়াস ইবনু সাম্‘আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও একই সহাবী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তবে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তাকারে।

١٩٣ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَّأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا

[২০৯] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৭১৮২, সহীহুল জামি‘ ৩৮৮৭, হাকিম ১/৭৩, আত্ তিরমিযী ২/১৪০।

اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى آثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ. رَوَاهُ رَزِيْن

১৯৩। ইবনু মাস্‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো কোন ত্বরীক্বাহ্ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পথ অনুসরণ করে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কারণ জীবিত মানুষ (দীনের ব্যাপারে) ফিতনাহ্ হতে মুক্ত নয়। মৃত ব্যক্তিরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সহাবীগণ, যারা এ উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ। পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ হিসেবে ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং দূরে ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রসূলের সাথী ও দীন ক্বায়িমের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফাযীলাত ও মর্যাদা বুঝে নাও। তাদের পদাংক অনুসরণ কর এবং যথাসাধ্য তাদের আখলাক্ব ও জীবন পদ্ধতি মজবুত করে আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরাই (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত) সহজ-সরল পথের পথিক ছিলেন।[২১০]

ব্যাখ্যা : ইবনু মাস্‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি কেউ যদি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায় তাহলে যেন ওদের তরীকার অনুসরণ করে যারা ইসলামের কথা, জ্ঞান ও ‘আমালের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

এখানে কুরআন-সুন্নাহ হতে সঠিক পথ খুঁজে বের করার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এতে যদি কেউ সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম–এর সহাবীগণের অনুসরণ করে। কেননা, তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কর্ম, অবস্থা, সমর্থনমূলক সকল বিষয় অনুসরণ করেছেন। তাই ইবনু মাস্‘ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সহাবীগণের যুগের পরবর্তী লোকদেরকে ওয়াসীয়াত করে বলেছেন সহাবীগণের মতাদর্শ গ্রহণ করতে এবং তাঁদের পথে চলতে।

١٩٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৯৪। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাওরাত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা হল তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এরপর ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাওরাত পড়তে আরম্ভ করলেন। (এদিকে রাগে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘উমার! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিবর্ণ চেহারা মুবারক দেখছো না? ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলের চেহারার দিকে তাকালেন এবং (চেহারায় ক্রোধান্বিত ভাব লক্ষ্য করে) বললেন, আমি আল্লাহ্র গযব ও তাঁর রসূলের ক্রোধ

---

[২১০] **য‘ঈফ :** হিল্‌ইয়াহ্ ১/৩০৫-৩০৬, ইবনু ‘আবদুল বার ২/৯৭, কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

হতে পানাহ চাচ্ছি। আমি 'রব' হিসেবে আল্লাহ তা'আলার উপর, দীন হিসেবে ইসলামের উপর এবং নাবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি (তাওরাতের নাবী স্বয়ং) মূসা আলায়হিস্ সালাম তোমাদের মধ্যে থাকতেন আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। মূসা 'আলায়হিস্ সালাম যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবূওয়াতের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করতেন।[২১১]

ব্যাখ্যা : মূসা 'আলায়হিস্ সালাম এর শারী'আত এবং তাঁর উম্মাতের সংবাদ সম্পর্কে জানার জন্য 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাওরাত পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকার কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে, এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মতি রয়েছে। অতঃপর যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে অসম্মতির ভাব বুঝতে পারলেন তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কৃত ত্রুটি থেকে পানাহ চাইলেন।

মূলত পানাহ চাইতে হয় আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিন্তু এখানে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলের ক্রোধ থেকেও পানাহ চাইলেন এজন্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হওয়ার কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হতেন।

হাদীসে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে অন্যদিকে ধাবিত হতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

١٩٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهٗ بَعْضًا.

১৯৫। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার কথা আল্লাহর কথাকে রহিত করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহর কথা আমার কথাকে রহিত করে। এছাড়া কুরআনের একঅংশ অপরাংশকে রহিত করে।[২১২]

ব্যাখ্যা : শারী'আতের পরিভাষায় 'নাসখ' বা মানসূখ" বলা হয় পূর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী বিধান কর্তৃক রহিত করাকে। এর পাঁচটি অবস্থা রয়েছে :

১. কুরআনকে কুরআন দ্বারা রহিত করা।

২. মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা মুতাওয়াতির হাদীসকে এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা খবরে ওয়াহিদকে রহিত করা।

- এই দুই প্রকারের রহিত করার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই।

৩. কুরআনের দ্বারা হাদীসের বিধানকে রহিত করা। যেমন : বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সলাত আদা করার বিধান যখন ছিল।

- এই প্রকারের রহিত করা অধিক সংখ্যক ইমাম ও আলেমের মতে জায়িয।

৪. মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধানকে রহিত করা।

---

[২১১] **হাসান :** দারিমী ৪৩৫।

[২১২] **মাওযূ' :** দারকুতনী ৪/১৪৫, য'ঈফুল জামি' ৪২৭৫। কারণ এর সানাদে হিব্রুন ইবনু নামে একজন রাবী রয়েছেন যাকে ইমাম যাহাবী (রহঃ) মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাফিয ইবনে হাজারও "লিসানুল মিযান" গ্রন্থে এ ব্যক্তিকে হাদীস জালকারী বলেছেন।

● এ ধরনের রহিত করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই জায়িযের পক্ষে গিয়েছেন। আবার অনেকেই এর বিরুদ্ধে গিয়েছেন তবে যেহেতু 'আমাল রহিতকারী স্বয়ং আল্লাহ তিনি শুধুমাত্র রসূলের যবানীতে করিয়েছেন তাই বেশী সংখ্যক লোক জায়িযের পক্ষেই রয়েছেন।

৫. রহিত করণের পাঁচ নম্বর অবস্থান হচ্ছে, কুরআনকে মুতাওয়াতির হাদীসকের খবরে ওয়াহিদ দ্বারা রহিত করা। এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে, এবং অধিক সংখ্যকদের মতে জায়িয নয়।

١٩٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ.

১৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার কোন হাদীস অপর হাদীসকে রহিত করে, যেমন কুরআনের কোন অংশকে অপর অংশ রহিত করে।[২১৩]

١٩٧ـ وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا. رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ الدَّارَقُطْنِيُّ.

১৯৭। আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিছু জিনিসকে ফারয হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেগুলো ছেড়ে দিবে না। তিনি কিছু জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন সে (হারাম) কাজগুলো করবে না। আর কতকগুলো (জিনিসের) সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলোর সীমালঙ্ঘন করবে না। আর কিছু বিষয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রয়েছেন, সে সকল বিষয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হবে না। উপরের তিনটি হাদীসই দারাকুত্বনী বর্ণনা করেছেন।[২১৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কিছু বিধানকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। সেগুলোকে পালন না করে অথবা সেগুলোর শর্ত এবং রুকনকে বর্জনের মাধ্যমে তার আবশ্যকীয়তা নষ্ট করো না। অনুরূপ যে সকল পাপের কাজ হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর নিকটেও যাবে না। হালাল ও হারামের মাঝে যে সীমারেখা করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করবে না। এখানে সীমা অতিক্রমের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত না থেকে তা করা।

কিছু বিষয়ে হালাল, হারাম এবং ওয়াজিব ইত্যাদির কোন হুকুম লাগাননি। সেগুলোর কোন বিধান খুঁজতে যাবে না। কারণ তা করলে অন্যান্য হালাল ও হারামের সদৃশ মনে করে বিবেকের নিকট যা হালাল ছিল না তা হালাল অথবা যা হারাম ছিল না তা হারাম বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই ঐ সকল বিষয়ে কোন প্রকার গবেষণা করা এবং প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

---

[২১৩] **মাওযূ'** : দারাকুতনী ৪/১৪৫। ইবনু হিব্বান বলেন, এর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান বিলমানী এমন এক রাবী, যে তার পিতা থেকে প্রায় ২০০ হাদীসের একটি নুসখা (কপি) বর্ণনা করেছে। এর সব ক'টি হাদীসই মাওযূ' জাল।

[২১৪] **হাসান** : দারাকুতনী ৪/১৮৪ (ইবনু তাইমিয়াহ্ এর "তাহকীফুল ঈমান")।

(٢) كِتَابُ الْعِلْمِ

পর্ব-২ : 'ইল্‌ম (বিদ্যা)

'ইল্‌মের মর্যাদা এবং 'ইল্‌ম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা বিষয়ে যা কিছু 'ইল্‌মের সাথে সংশ্লিষ্ট তার বিবরণ, ভাষাগতভাবে 'ইল্‌ম কি? এবং 'ইল্‌মের ফার্‌য ও নাফ্‌লের বিবরণ। এছাড়া 'ইল্‌মের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, এখানে 'ইল্‌মের সার বস্তু ও বাস্তবতার বিবরণ আনা হয়নি, কেননা সারবস্তু কিতাবের বিষয় নয়। কিতাবুল 'ইল্‌ম সকল কিতাবের কেন্দ্রবিন্দু। তাই এটিকেই অন্য সব কিতাবের পূর্বভাগে স্থান দেয়া হয়েছে। আবার এটিকে কিতাবুল ঈমান ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন- তাক্বদীর, ক্ববরের শাস্তি, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আঁকড়ে ধরা কিংবা কুফ্‌র এবং ঈমানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অন্যান্য বিষয়ের পূর্বে স্থান দেয়া হয়নি। কারণ শারী'আতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য ব্যক্তির জন্য সর্বপ্রথম ওয়াজিব এবং সর্বাধিক সম্মানিত বিষয় হচ্ছে ঈমান। এক্ষেত্রে 'ইল্‌ম অন্বেষণকারীর জন্য উচিত হবে ইবনু জামা'আর «تذكرة السامع والمتعلم» মৃঃ ৭৩৩ হিজরী, ইবনু 'আবদুল বার-এর «جامع بيان العلم» মৃঃ ৪৬২ হিজরী এবং এ বিষয়ের আরো অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٨-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার পক্ষ হতে (মানুষের কাছে) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও। বানী ইসরাঈল হতে শোনা কথা বলতে পার, এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়।[২১৫]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, কুরআনের একটি ছোট আয়াতও যদি কারো জানা থাকে তাহলে তা প্রচার করতে হবে। আর কুরআন স্বয়ং রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে যা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। যে কুরআন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তার ধারক-বাহক অধিক হওয়া এবং স্বয়ং আল্লাহ তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়া সত্ত্বেও তা আরো প্রচারের জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। অতএব হাদীস প্রচারের দায়িত্ব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বানী ইসরাঈলের মাঝে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা যদিও এ উম্মাতের মাঝে তা ঘটা অসম্ভব মনে হয় তথাপিও তা বর্ণনা করা যাবে। যেমন– কুরবানীকে গ্রাস করার জন্য আকাশ হতে

---

[২১৫] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৬১।

আগুন নেমে আসার বিষয়কে আমরা মিথ্যা বলে জানি না এবং এ ধরনের তাদের আরো ঘটনাবলী যেমন বানী ইসরাঈল গোবৎসের উপাসনা করার পর অনুশোচনায় নিজেদেরকে হত্যা করা এবং কুরআনে বিবৃত ঘটনাবলী যাতে শিক্ষণীয় কিছু আছে, তা বর্ণনা করাতে কোন দোষ নেই। তবে বানী ইসরাঈল থেকে যে ঘটনাবলী এসেছে তা নিয়ে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়তে এবং তাওরাতের রহিত হওয়া বিধানের প্রতি 'আমাল করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের সূচনাতে যখন বিধি-বিধান নির্ধারিত না থাকা অবস্থায় বানী ইসরাঈল হতে কোন কিছু বর্ণনা করা হলে তার প্রতি কখনো কখনো মানুষ 'আমাল করত বিধায় ঐসব ঘটনা বর্ণনা করা নিষেধ ছিল। অতঃপর যখন ইসলামী বিধি-বিধান স্থির হয়ে গেল তখন পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞা আর বাকী রইল না। হাদীসের শেষাংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে কোন ধরনের মিথ্যারোপ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যারা দীনের প্রতি উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং আল্লাহর প্রতি ভয় দেখানোর উদ্দেশে মিথ্যা হাদীস তৈরি করা জায়িয বলে থাকে তাদের এ ধরনের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। সুতরাং সর্বাবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা ছড়ানো হারাম।

١٩٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَاى أَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৯। সামুরাহ্ বিন জুনদুব ও মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এমন হাদীস বলে, যা সে মিথ্যা মনে করে, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদীদের একজন।[২১৬]

ব্যাখ্যা : কোন একটি হাদীস তৈরি করে তা রসূলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে এ বিষয়টি পরিষ্কার জানার পরেও কোন ব্যক্তি যদি তা রসূলের হাদীস বলে মানুষের সামনে উল্লেখ করে তাহলে সে ব্যক্তি হাদীস তৈরিকারীদের একজন। তবে হাদীস উল্লেখের পর যদি বলে দেয় এ হাদীসটি তৈরিকৃত তবে ঐ ব্যক্তির হুকুম আলাদা।

٢٠٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০০। মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। বস্তুত আমি শুধু বণ্টনকারী। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেন।[২১৭]

ব্যাখ্যা : রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওয়াহীর জ্ঞান বিতরণ করা কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে নয়; তথাপিও ওয়াহীর জ্ঞান বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের তাক্বদীর অনুপাতে 'ইল্ম দান করে থাকেন।

٢٠١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[২১৬] **সহীহ :** মুসলিম (পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)

[২১৭] **সহীহ :** বুখারী ৭৩১২, মুসলিম ১০৩৭।

২০১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সোনা-রূপার খনির ন্যায় মানবজাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারের) যুগে উত্তম ছিল, দীনের জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা ইসলামের যুগেও উত্তম।[২১৮]

ব্যাখ্যা : মানুষ সম্মান ও হীনতার দিক দিয়ে বংশগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন- স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য পদার্থের খনি বিভিন্ন রকম হয়। খনির সাথে মানুষকে সাদৃশ্য দেয়ার অন্য কারণ এমনও হতে পারে : মানুষ যেমন সম্মান, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সংরক্ষণকারী খনি তেমন উৎকৃষ্ট পদার্থ ও উপকারী বস্তুর অংশ সংরক্ষণকারী। হাদীসে বলা হয়েছে, যারা জাহিলী যুগে সর্বোত্তম গোত্রের আওতাভুক্ত ছিল; কৃতিত্ব, উত্তম গুণাবলী, জ্ঞানে, বীরত্বে, অন্যের সমকক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কুফ্‌র ও মূর্খতার অন্ধকারে ঢাকা ছিল তারা মূলত খনিতে থাকা ঐ স্বর্ণ রৌপ্যের মতো যা প্রথমে মাটি মিশ্রিত থাকে পরে স্বর্ণকারগণ তা আহরণ করে মাটি হতে আলাদা করে নেয়। জাহিলী যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ যখন ইসলামী যুগে শারী'আতী জ্ঞান লাভ করে তখন সে তার জ্ঞান ও ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়।

٢٠٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০২। ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হিংসা করা ঠিক নয়। প্রথম ব্যক্তি– যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা সত্যের পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) বা সৎকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে তাওফীক্বও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি– যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাহ্, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগায় এবং (লোকদেরকে) তা শিখায়।[২১৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে মূলত حَسَدَ শব্দ উল্লেখ হয়েছে যার প্রকৃত অর্থ অন্যের সম্পদ নষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এতে আকাঙ্ক্ষাকারীর ঐ সম্পদ অর্জন হোক আর না হোক। তবে হাদীসে বর্ণিত حَسَدَ দ্বারা মূলত তা উদ্দেশ্য নয়। বরং غبطة বা ঈর্ষা উদ্দেশ্য। غبطة বলা হয় অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে অন্যের সম্পদের ন্যায় নিজেরও সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করা। غبطة এটি জায়িয পক্ষান্তরে حَسَدَ জায়িয নয়। তবে حَسَدَ শব্দটি হাদীসে ব্যবহারের কারণ এই যে, অধিকাংশ সময় হাদীসে বর্ণিত দু'টি বিষয়ে মানুষের حَسَدَ বা হিংসা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

٢٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 'আমাল বন্ধ (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 'আমালের সাওয়াব (অব্যাহত থাকে) : (১) সদাক্বায়ে জারিয়া, (২) জ্ঞান- যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) সুসন্তান- যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করে।[২২০]

---

[২১৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৮৩, মুসলিম ২৬৩৮; হাদীসের শব্দ মুসলিমের।

[২১৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬।

[২২০] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৩১।

Contents

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়ই মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 'আমালের সাওয়াব আর লেখা হয় না কেননা সাওয়াব মূলত তার 'আমালের বদলা আর তা ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তবে সর্বদাই কল্যাণকর ও উপকারী কাজের বদলা চলতে থাকে। যেমন- কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করে যাওয়া অথবা শারী'আতী বিদ্যা লিখে যাওয়া অথবা শিক্ষা দিয়ে যাওয়া বা ব্যবস্থা করে যাওয়া অথবা সৎ সন্তান রেখে যাওয়া। সৎ সন্তান মূলত 'আমালেরই আওতাভুক্ত কেননা পিতাই মূলত সন্তানের অস্তিত্বের কারণ ও তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে সৎ করে তোলার কারণ। সন্তান ছাড়া অন্য কেউ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য ঐ দু'আ কাজে আসবে তথাপিও হাদীসে সন্তানকে নির্দিষ্ট করার কারণ হচ্ছে সন্তানকে দু'আর ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

٢٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদসমূহের মধ্য হতে একটি (কঠিন) বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিনে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে (প্রকাশ করবে না), আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে, আল্লাহ্‌র রহ্‌মাত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং মালায়িকাহ্ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা মালাকগণের নিকট তাদের উল্লেখ করেন। আর যার 'আমাল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।[২২১]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি দরিদ্র ব্যক্তির কাছ থেকে পাওনা আদায়ে অবকাশ দেয় অথবা পাওনার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অথবা পাওনার সম্পূর্ণ অংশই ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ এ ধরনের পাওনাদার ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সহজতা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে কাপড় দ্বারা আবৃত করবে বা তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ না করে গোপন করে রাখবে আল্লাহ

[২২১] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৯৯।

ক্বিয়ামাতের দিন এ ব্যক্তির নগ্ন দেহকে কাপড় দ্বারা আবৃত করবেন বা তার দোষ-ক্রটিসমূহ গোপন করে রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই থেকে ক্ষতিকর বিষয় প্রতিহত করা ও উপকার করার মাধ্যমে তার ভায়ের সহযোগিতায় থাকবে আল্লাহও তার সহযোগিতায় থাকবেন। আর যে কোন সম্প্রদায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত মাসজিদ, মাদ্‌রাসা, মাহফিলে বসে পরস্পরের মধ্যে দীনী বিদ্যা চর্চা করবে, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে তাহলে রহ্‌মাত তাদেরকে ঢেকে নিবে তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে। তাদের উত্তম কাজের জন্য তাদের উপর রহ্‌মাত ও বারাকাতের মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) অবতীর্ণ হবেন। যে ব্যক্তিকে তার মন্দ 'আমাল পরকালের সৌভাগ্যমণ্ডিত স্থানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হবে অথবা সৎ 'আমালে যার অগ্রগামিতা তাকে পিছিয়ে রাখবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থ, দৈহিক বিশাল আকারের গঠন উচ্চ বংশ মর্যাদা আল্লাহর কাছে কোন কাজে আসবে না।

٢٠٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا؟ فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ انك قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৫। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন প্রথমে এক শাহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে বিচার হবে। আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করবেন এবং তাকে তিনি তার সকল নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। অতঃপর তার এসব নি'আমাতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নি'আমাত পাবার পর দুনিয়াতে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কী কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার (সন্তুষ্টির) জন্য তোমার পথে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমাকে বীরপুরুষ বলবে এজন্য তুমি লড়েছো। আর তা বলাও হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি- যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নি'আমাত আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব নি'আমাত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'আমাতের তুমি কি শোকর আদায় করেছো? সে উত্তরে বলবে, আমি 'ইল্‌ম অর্জন করেছি,

মানুষকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমাকে 'আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন, তাকেও আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'আমাত পেয়ে তুমি কি 'আমাল করেছো? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোন খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি, যে খাতে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি খরচ করেছো, যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। সে খিতাব তুমি দুনিয়ায় অর্জন করেছো। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২২২]

ব্যাখ্যা : হাদীস হতে বুঝা যায় 'আমালে স্বচ্ছ নিয়্যাত থাকা আবশ্যক যা আল্লাহর বাণী কর্তৃকও প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন- "তাদের এছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে"- (সূরাহ্ আল বাইয়্যিনাহ্ ৯৮ : ৫)।

٢٠٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (শেষ যুগে) আল্লাহ তা'আলা 'ইল্‌ম' বা জ্ঞানকে তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না, বরং (জ্ঞানের অধিকারী) 'আলিমদেরকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার মাধ্যমে 'ইল্‌ম বা জ্ঞানকে উঠিয়ে নিবেন। তারপর (দুনিয়ায়) যখন কোন 'আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকজন অজ্ঞ মূর্খ লোকদেরকে নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসআলা-মাসায়িল) জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তারা বিনা 'ইল্‌মেই 'ফাতাওয়া' জারী করবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২২৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বিদ্যা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, মূর্খদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হতে সতর্ক করা হয়েছে এবং বিনা 'ইল্‌মে ফাতাওয়া দাতাদের নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি যারা কুরআন-সুন্নাহর 'ইল্‌ম ছাড়া ফাতাওয়া দিবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী হবে।

٢٠٧ـ وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهٗ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّيْ أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[২২২] **সহীহ :** মুসলিম ১৯০৫।

[২২৩] **সহীহ :** বুখারী ১০০, মুসলিম ২৬৭৩।

২০৭। তাবি'ঈ শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লোকজনের সামনে ওয়ায-নাসীহাত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমরা চাই, আপনি এভাবে প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত করুন। তখন তিনি ['আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ] বললেন, এরূপ করতে আমাকে এ কথাই বাধা দিয়ে থাকে যে, আমি প্রতিদিন (ওয়ায-নাসীহাত) করলে তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠবে। এ কারণে আমি মাঝে মধ্যে ওয়ায-নাসীহাত করে থাকি, যেমনিভাবে আমাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমাদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক না হয়।[২২৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে ওয়ায-নাসীহাতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে মানুষ বিরক্তবোধ না করে ও মূল উদ্দেশ্য ছুটে না যায়। সুতরাং নাসীহাতের সময় নাসীহাতকারীকে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ও মানুষের অবস্থা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মানুষকে নাসীহাত করতেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে ইমাম বুখারী মাস্‌আলা সাব্যস্ত করেছেন-নাসীহাতের জন্য উস্তাদ কর্তৃক সপ্তাহের কোন দিন ধার্য করা জায়িয।

٢٠٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৮। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী যখন কোন কথা বলতেন (অধিকাংশ সময়) তিনবার বলতেন, যাতে মানুষ তাঁর কথাটা ভাল করে বুঝতে পারে। এভাবে যখন তিনি কোনও সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তাদেরও সালাম করতেন তখন তাদের তিনবার করে সালাম করতেন।[২২৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে এসেছে রসূল যখন কথা বলতেন তখন তিনবার করে বলতেন। হাদীসে বর্ণিত এ কাজটি রসূল অবস্থা অনুপাতে করতেন, অর্থাৎ– উপস্থাপিত শব্দ যদি কঠিন হত অথবা শ্রোতাদের কাছে অপরিচিত হত অথবা শ্রোতাদের সংখ্যা অধিক হত তখন রসূল এমন করতেন, সর্বদা নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে কথার পুনরুক্তি বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাদীস থেকে বুঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় স্থানে একজন শিক্ষকের জন্য উচিত হবে তার কথাকে একাধিকবার বলা। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যখন একবার কোন কথা শুনার পর মুখস্থ করতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না তখন বক্তা/শিক্ষক তার কথা বুঝিয়ে দেয়ার উদ্দেশে বা মুখস্থ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশে একাধিকবার বলতে পারেন। হাদীসে স্থান পেয়েছে "রসূল যখন কোন সম্প্রদায়ের কাছে গমন করতেন তখন তিনবার সালাম দিতেন" এ কথার তাৎপর্য প্রথম সালাম দিতেন অনুমতির জন্য দ্বিতীয় সালাম দিতেন ঘরে প্রবেশের জন্য এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের মুহূর্তে– এ প্রত্যেকটিই সুন্নাত।

٢٠٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[২২৪] **সহীহ :** বুখারী ৭০, মুসলিম ২৮২১।

[২২৫] **সহীহ :** বুখারী ৯৫।

২০৯। আবূ মাস্‘ঊদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সওয়ারী চলতে পারছে না, আপনি আমাকে একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ সময় তো আমার নিকট তোমাকে দেবার মত কোন সওয়ারী নেই। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে এমন এক লোকের সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে কোন কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে, সে উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।[২২৬]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কথা, কাজ, ইশারা-ইঙ্গিত বা লিখনীর মাধ্যমে পুণ্যময় কোন কাজ বা ‘ইল্‌মের দিক-নির্দেশনা দিবে তাহলে দিক-নির্দেশক নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো সাওয়াব লাভ করবে। এতে দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাওয়াবে ঘাটতি হবে না। ইমাম নাবাবী বলেন “দিক-নির্দেশক দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো সাওয়াব লাভ করবে” উক্তি হতে উদ্দেশ্য হলো দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন সাওয়াব লাভ করবে দিক-নির্দেশকও সাওয়াব লাভ করবে, এতে উভয়ের সাওয়াব সমান হওয়া আবশ্যক নয়। ইমাম কুরতুবী বলেন– গুণে পরিমাণে উভয়ের সাওয়াব সমান কেননা কাজের পর যে সাওয়াব দেয়া হয় তা আল্লাহর তরফ হতে অনুগ্রহ; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দেন।

٢١٠ـ وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلٰى آخِرِ الْاٰيَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْاٰيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهٗ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১০। জারীর (ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল বাজালী) (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা দিনের প্রথম বেলায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময়ে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে পৌঁছল। তাদের শরীর প্রায় উলঙ্গ, ‘আবা’ বা কালো ডোরা চাদর দিয়ে কোন রকমে শরীর ঢেকে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ লোক, বরং সকলেই ‘মুযার’ গোত্রের ছিল। তাদের চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি

[২২৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৯৩।

খাবারের খোঁজে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর কিছু না পেয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (আযান ও ইক্বামাত দিতে) নির্দেশ করলেন। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান ও ইক্বামাত দিলেন এবং সকলকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খুত্‌বাহ্ দিলেন এবং এ আয়াত পড়লেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

"হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এরপর এ জোড়া হতে বহু নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর (নিজেদের অধিকার) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কেও সতর্ক থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"

(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১)

অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সূরাহ্ আল্ হাশ্‌র-এর এ আয়াত পড়লেন :

﴿اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য (ক্বিয়ামাতের জন্য) কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।" (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ১৮)

(অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাদের) প্রত্যেকেরই তাদের দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, গম ও খেজুরের ভাণ্ডার হতে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুর এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী (জারীর) বলেন, এটা শুনে আনসারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা সে বহন করতে পারছিল না। অতঃপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগল। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যে ও কাপড়-চোপড়ে দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে এবং দেখলাম, (আনন্দে) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা ঝকমক করছে, যেন তা স্বর্ণে জড়ানো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করল সে এ চালু করার সাওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর 'আমাল করবে তাদেরও সম-পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। অথচ এদের সাওয়াব কিছু কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর 'আমাল করবে তাদের জন্য গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে 'আমালকারীদের গুনাহ কম করবে না।[২২৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে কল্যাণকর বিষয় সূচনার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে সমাজে তার ধারা চলতে থাকে। পক্ষান্তরে অকল্যাণকর কাজ সমাজে প্রসার ঘটবে এ আশংকায় অকল্যাণকর কাজ চালু করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। 'ইল্‌ম অধ্যায়ের সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্যতা হচ্ছে- নিঃশ্চয়ই সন্তোষজনক সুন্নাত চালু করা উপকারী 'ইল্‌ম অধ্যায়েরই আওতাভুক্ত। ভাল কাজের প্রচলন বলতে এমন কাজ যা রসূলের সুন্নাতের বহির্ভূত নয়।

٢١١ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[২২৭] **সহীহ :** মুসলিম ১০১৭।

২১১। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক, তার খুনের (গুনাহর) একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী 'আদাম সন্তানের উপর বর্তাবে। কারণ সে-ই ('আদামের সন্তান কাবীল) প্রথম হত্যার প্রচলন করেছিল।[২২৮]

ব্যাখ্যা : কোন ভাল কাজের প্রচলন করলে প্রচলনকারী পরবর্তী কাজ সম্পাদনকারীর সাওয়াবের মতোই সাওয়াব লাভ করে তেমনিভাবে খারাপ কাজের প্রচলন ঘটালেও প্রচলনকারীর উপর ঐ কাজের কর্তার পাপের মতো পাপ বর্তাবে। হাদীসে আদাম সন্তান কাবীল কর্তৃক হাবীল-কে হত্যা করার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এটাই বুঝানো হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٢-وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّيْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهٗ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهٗ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيْرٍ

২১২। কাসীর বিন ক্বায়স (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দিমাশ্ক-এর মাসজিদে আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আবুদ্ দারদা! আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শহর মাদীনাহ্ থেকে শুধু একটি হাদীস জানার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি শুনেছি আপনি নাকি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর কোন উদ্দেশে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এ কথা শুনে আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, (হ্যাঁ,) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি (কুরআন ও হাদীসের) 'ইল্ম সন্ধানের উদ্দেশে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং মালায়িকাহ্ 'ইল্ম অনুসন্ধানকারীর সন্তুষ্টি এবং পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর 'আলিমদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করে থাকেন, এমনকি পানির মাছসমূহও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। 'আলিমদের মর্যাদা মূর্খ 'ইবাদাতকারীর চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর এবং 'আলিমগণ হচ্ছে নাবীদের ওয়ারিস। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাস (উত্তরাধিকারী) হিসেবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাস হিসেবে

---

[২২৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৩৬, মুসলিম ১৬৭৭।

রেখে যান শুধু 'ইল্‌ম। তাই যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।[২২৯] আর তিরমিযী হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়স বিন কাসীর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাবীর নাম কাসীর ইবনু ক্বায়সই এটিই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন)।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি ন্যূনতম দ্বীনি বিদ্যার্জনের উদ্দেশে পৃথিবীর কোন রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) তাদের সহযোগিতায় এবং সম্মানার্থে সদা প্রস্তুত থাকে। হাদীস হতে এটাও প্রতীয়মান হয়,নাফ্‌ল 'ইবাদাতের চাইতে দীনি বিদ্যায় ব্যস্ত থাকা উত্তম।

٢١٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২১৩। আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ -এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এদের একজন ছিলেন 'আবিদ ('ইবাদাতকারী), আর দ্বিতীয়জন ছিলেন 'আলিম (জ্ঞান অনুসন্ধানকারী)। তিনি বললেন, 'আবিদের উপর 'আলিমের মর্যাদা হল যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর রসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর মালায়িকাহ্ এবং আকাশমণ্ডলী ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত 'ইল্‌ম শিক্ষাকারীর জন্য দু'আ করে।[২৩০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে দীনী বিদ্যা শিক্ষাদানের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। হাদীস থেকে বুঝা যায় দীনী বিদ্যা শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। যার জন্য মানুষ, জিন্, মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) এমনকি গর্তের ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়া এবং সমুদ্রের অতল তলের মাছসহ সকল প্রাণী দু'আ করে থাকে।

٢١٤ - وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وَسَرَدَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

২১৪। দারিমী এ হাদীস মাকহূল (রহঃ) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন, 'আবিদের তুলনায় 'আলিমের মর্যাদা এমন, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা। এরপর তিনি () এ কথার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে 'আলিমরাই তাঁকে ভয় করে"– (সূরাহ্ ফাত্বির/মালায়িকাহ্ ৩৫ : ৮)। এছাড়া তার হাদীসের অবশিষ্টাংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ।[২৩১]

---

[২২৯] **সহীহ লিগায়রিহী :** আহ্‌মাদ ২১২০৮, আবূ দাউদ ৩৬৪১, আত্ তিরমিযী ২৬৮২, ইবনু মাজাহ্ ২২৩, সহীহুত্ তারগীব ৭০, দারিমী ৩৫৪।

[২৩০] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ২৬৭৫, সহীহুত্ তারগীব ৮১, দারিমী ১/৯৭-৯৮।

[২৩১] **হাসান :** আদ্ দারিমী ২৮৯।

ব্যাখ্যা : বিদ্বান ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর বড়ত্ব সম্পর্কে বেশি জানার কারণে তার ঐ বিদ্যা অন্তরে ভয় সঞ্চার করে এবং ভয় তাকওয়ার জন্ম দেয়, পরিশেষে তাকওয়া ব্যক্তিকে মর্যাদাবান করে। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, যে ব্যক্তির 'আমাল আল্লাহভীতিতে পূর্ণ হবে না সে মূর্খের ন্যায় বরং মূর্খই।

٢١٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২১৫। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একদা লোকেরা (আমার পরে) তোমাদের অনুসরণ করবে। আর তারা দূর-দূরান্ত হতে দীনের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে তোমাদের কাছে আসবে। সুতরাং তারা তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদেরকে ভাল কাজের (দীনের 'ইল্‌মের) নাসীহাত করবে।[২৩২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দুর্বল কারণ এর সানাদে আবূ হারূন আল আবদারী আছে সে মাতরূক। অতএব হাদীসটি যে রসূলের মুখ নিঃসৃত বাণী সে নিশ্চয়তা নেই। তবে মানুষের সাথে ভাল আচরণ করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ রয়েছে, সুতরাং মানুষের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে বিশেষ করে দীনী বিদ্যা শিক্ষার্থীদের সাথে আরো ভাল আচরণ করতে হবে।

٢١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ

২১৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো ধন। সুতরাং মু'মিন যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার অধিকারী।[২৩৩]

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তাছাড়াও এর অপর বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইবনু ফায্‌লকে দুর্বল (য'ঈফ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত কথাটিকে রসূলের দিকে সম্বন্ধ না করে এভাবে বলা যেতে পারে যা কোন কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হবে না। অর্থাৎ– প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিকমাত পূর্ণ কথা অনুসন্ধান করে চলে অতঃপর যখনই সে হিকমাতপূর্ণ কথা পেয়ে যায় তখনই সাধারণত ঐ হিকমাত পূর্ণ কথার অনুসরণ করে ও সে অনুপাতে কাজ করে। অথবা, উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে অতএব কুরআন-সুন্নাহর সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বুঝার ক্ষেত্রে যার বুঝ শক্তির ঘাটতি রয়েছে তার উচিত হবে আল্লাহ যাকে সূক্ষ্ম বিষয় বুঝার ক্ষমতা দান করেছেন তার জ্ঞানকে অস্বীকার না করে বরং স্বীকৃতি দেয়া এবং তার সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত না হওয়া। যেমন হারানো বস্তুর মালিক তার বস্তু ফিরে পাওয়ার পর তার সাথে কেউ মতানৈক্যে লিপ্ত হয় না। অথবা হারানো বস্তুকে যে ব্যক্তি পায়

---

[২৩২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬৫০, য'ঈফুল জামি' ১৭৯৭। কারণ এর সানাদে "আমারাহ্ ইবনু জুওয়াইন" নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। আবার কোন কোন ইমাম তাকে মিথ্যুকও বলেছেন।

[২৩৩] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ্ ৪১৬৯, য'ঈফুল জামি' ৪৩০২। আলবানী বলেন : বরং ইবরাহীম ইবনুল ফায্‌ল মাতরূক, অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য, মুহাদ্দিসগণ এ রাবীর হাদীস গ্রহণ করেননি। (তাকরীবুত্ তাহযীব)

তার কাছ থেকে হারানো বস্তুর মালিক হারানো বস্তু নিয়ে যাওয়ার সময় হারানো বস্তু পাওয়া ব্যক্তি হতে মালিককে নিষেধ করা যেমন হালাল হয় না তেমন একজন 'আলিম ব্যক্তি যখন প্রশ্নকারীর বুঝার আগ্রহ দেখতে পাবে তখন 'আলিম ব্যক্তির জন্য ঐ প্রশ্নকারীকে উত্তর প্রদান না করে জানার বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হালাল হবে না। অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় এমন ব্যক্তির সাথে হিকমাতপূর্ণ কথা এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় যে ঐ কথার উপযুক্ত; যে হিকমাতপূর্ণ কথা তুচ্ছ মনে করে না। যেমন কোন ব্যক্তি তার কোন কিছু হারিয়ে ফেলার পর যখন তা কারো কাছে পেয়ে যায় তখন ঐ পাওয়া বস্তুকে তার কাছ থেকে গ্রহণ করা তুচ্ছ মনে করে না যদিও হয়ত ঐ বস্তু তুচ্ছ।

٢١٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

২১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একজন ফাকীহ ('আলিমে দীন) শায়ত্বনের কাছে হাজার 'আবিদ ('ইবাদাতকারী) হতেও বেশী ভীতিকর।[২৩৪]

ব্যাখ্যা : মূল 'ইবারাত/ভাষ্যতে উল্লিখিত فَقِيْهٌ শব্দ থেকে যদি ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় যাকে দীন ও দীনের মূল উৎসের ক্ষেত্রে বুঝ শক্তি দেয়া হয়েছে তাহলে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি শায়ত্বনের চক্রান্ত ও তিরস্কার সম্বন্ধে জানে এবং বিপদ থেকে বাঁচার 'ইল্ম এবং অন্তরসমূহের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার ব্যাপারে অনুভূতি শক্তি তাকে দান করা হয়েছে। আর যদি فَقِيْهٌ শব্দ দ্বারা দীনের হুকুম-আহকাম ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় যেমন উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব তাহলে فَقِيْهٌ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার মতো ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। কেননা সে এ ধরনের 'ইল্ম দ্বারা হারাম স্থানসমূহ সম্পর্কে সতর্ক থাকে, ফলে সে হারাম স্থানগুলোকে হালকা ও বৈধ মনে করে না এবং সে কুফরের জটিলতায় পতিত হয় না, সে ঐ 'ইবাদাতকারীর বিপরীত যে 'ইবাদাতকারী উল্লিখিত দু'টি অর্থের স্তরে নয়। হাদীসে একজন ফাক্বীহকে শায়ত্বনের কাছে হাজার মূর্খ 'ইবাদাতকারী অপেক্ষা কঠিন বলা হয়েছে তার কারণ ফাক্বীহ ব্যক্তি শায়ত্বনের বক্রতাকে গ্রহণ করে না, মানুষকে কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে শায়ত্বনের বক্রতা থেকে রক্ষা করে, পক্ষান্তরে একজন আবেদের ('ইবাদাতকারী) চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে শায়ত্বনের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা অথচ সে এ ব্যাপারে সক্ষম না বরং শায়ত্বন তাকে এমনভাবে গ্রাস করে যে সে বুঝতেই পারে না।

٢١٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ وروَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفٌ

---

[২৩৪] **মাওযূ'** : আত্ তিরমিযী ২৬৮১, ইবনু মাজাহ্ ২২, য'ঈফুত্ তারগীব ৬৬।
আলবানী বলেন : ইবনু মাজাহ হাদীসটির সানাদকে গরীব বলেছেন। আর এ হাদীসের ভিতরে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো রূহ বিন জান্নাহ যে সবচেয়ে বেশী য'ঈফ। হাদীস জাল করণের অভিযোগে সে অভিযুক্ত। সাখাযী বলেন, এ হাদীস বর্ণনায় সে মুনকার বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনু 'আবদুল বার-এর বর্ণনাও অনুরূপ।

২১৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফার্‌য এবং অপাত্রে তথা অযোগ্য মানুষকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া শুকরের গলায় মণিমুক্তা বা স্বর্ণ পরানোর শামিল।[২৩৫]

ব্যাখ্যা : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ এ অংশটুকু বিশুদ্ধ। এ অংশ উল্লিখিত শব্দটির মুসলিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বাভাবিক রীতিতে শারী'আতের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। ফলে মুসলিম শব্দের আওতা থেকে পাগল, শিশু বেরিয়ে যাবে কারণ শারী'আতের পক্ষ থেকে এদের উপর কোন দায়িত্ব নেই এবং মুসলিম শব্দ দ্বারা মুসলিম ব্যক্তি উদ্দেশ্য, বিধায় মুসলিম ব্যক্তি বলতে নারী-পুরুষ উভয়কে শামিল করবে। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ইমাম নাবাবীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই সানাদগতভাবে হাদীসটি দুর্বল, যদিও অর্থ বিশুদ্ধ।" অতএব মাতানটিকে সানাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধ না করে মানুষের উপস্থাপিত উপমার মতো ধরে নেয়া যায়। ভাষ্যটুকুর মর্মার্থ হলো– সর্বাধিক নিকৃষ্ট প্রাণী শুকরের গলায় উৎকৃষ্ট অলংকার পরানো যেমন মূল্যহীন বরং যুল্‌ম তেমন যে 'ইল্‌মের ক্বদর বুঝে না তাকে 'ইল্‌ম দান করা মূল্যহীন ও যুল্‌ম।

٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২১৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুনাফিক্বের মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্র হতে পারে না– নেক চরিত্র ও দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান।[২৩৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে মু'মিনদেরকে সৎচরিত্রবান হতে, সৎকর্মশীলদের সাজে সজ্জিত হতে এবং দীনের এমন জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে, অন্তরে থাকবে যে জ্ঞানের প্রতি অটুট বিশ্বাস, যবানে থাকবে বহিঃপ্রকাশ, 'আমালে যার বাস্তব রূপ এবং আল্লাহ ভীতি ও তাক্বওয়ার ছোঁয়া। পক্ষান্তরে উল্লিখিত দু'টি গুণের বিপরীত গুণ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

٢٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

---

[২৩৫] **য'ঈফ :** প্রথম অংশ তথা طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ সহীহ। ইবনু মাজাহ্ ২২৪, সহীহুল জামি' ৩৯১৩, য'ঈফুল জামি' ৩৬২৬, বায়হাক্বী ১৫৪৪। কারণ এর সানাদে হাফস্ ইবনু সুলায়মান রয়েছে যে হাদীস জালকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত।

বায়হাক্বী এ বর্ণনাটি শু'আবুল ঈমানে 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত নকল করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসের মাতান (মূল ভাষ্য) মাশহুর, আর সানাদ য'ঈফ। বিভিন্ন সানাদে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, এসবই য'ঈফ।

তবে আল্লামা সুয়ূতী এর পঞ্চাশটির মতো সানাদ উল্লেখ করেছেন এ কারণে তিনি এ হাদীসের প্রতি সহীহ হওয়ার হুকুম লাগিয়েছেন। ইমাম ইরাক্বীও কোন কোন আয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের পক্ষ থেকে সহীহ বলেছেন। আর অনেকেই একে হাসান বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ হাদীসের শেষে مسلمة শব্দ যা সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এর কোনই ভিত্তি নেই। আর কোন কোন সানাদে এর শুরুতে اطلبوا العلم ولو بالصين অর্থাৎ "বিদ্যার্জন কর, যদি এর জন্য সুদূর চীন যেতে হয় তবুও।" সম্পূর্ণ বাতিল কথা। বিস্তারিত দেখুন আল আহাদীসুয্ য'ঈফাহ্ (হাদীস নং ৪১৬)।

[২৩৬] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬৪৭, সহীহুল জামি' ৩২২৯।

Contents

২২০। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়েছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই রয়েছে।[২৩৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল মু'মিনদেরকে দীনের ব্যাপারে খরচ করতে, তাদের একটি দল জিহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বেরিয়ে যেতে এবং সর্বদা একটি দলকে জ্ঞানার্জনে রত থাকতে উৎসাহিত করেছেন। হাদীসে দীনের জ্ঞান অর্জনকে আল্লাহর পথে জিহাদের শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে– জিহাদকারী যেমন দীনকে জীবন্ত করণে, শায়ত্বনকে পরাজিত করণে ও নিজ আত্মাকে হার মানাতে রত থাকে দীনের জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তিও অনুরূপ।

٢٢١ - وَعَنْ سَخْبَرَةَ الأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ وَأَبُوْ دَاوُدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ

২২১। সাখবারাহ্ আল আয্‌দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধান করে, তা তার পূর্ববর্তী সময়ের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্ হয়ে যাবে।[২৩৮]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি সানাদের দিক দিয়ে য'ঈফ। কারণ এর একজন রাবী আবূ দাউদ (নকী ইবনু হারিস)-কে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : অতএব মাতানটিকে রসূল -এর দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ নয়। বরং 'আমাল করার উদ্দেশে শার'ঈ বিদ্যা অর্জন করা এবং তাওবাহ্ করা, অন্যায় ও অন্যান্য পাপের কাজ বর্জনের করা গুনাহ মাফের মাধ্যম।

٢٢٢ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২২। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি কল্যাণকর কাজে অর্থাৎ জ্ঞানার্জনে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না পরিণামে সে জান্নাতে পৌঁছে যায়।[২৩৯]

ব্যাখ্যা : খায়রী সা'ঈদ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন– সুতরাং এ রকম হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আর মাতানের দিক দিয়েও হাদীসটি সঠিক নয়। কারণ একজন মানুষ কি জান্নাতী হওয়ার জন্য নিশ্চিত হতে পারে? কাজেই জান্নাতে না পৌঁছা পর্যন্ত সে কিভাবে জ্ঞান অর্জনে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। মৃত্যুর সময় থেকেই তার সব 'আমাল বন্ধ হয়ে যাবে।

---

[২৩৭] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ২৬৪৭, সহীহুত্ তারগীব ৮৮।

[২৩৮] **মাওযূ' :** আত্ তিরমিযী ২৬৪৭, য'ঈফুল জামি' ৫৬৮৬, দারিমী ৫৮০। কারণ এর সানাদে "আবূ দাউদ আল আ'মা" রয়েছে যিনি "নাসীফ" নামে প্রসিদ্ধ, তিনি একজন মিথ্যুক রাবী। আর মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ একজন দুর্বল রাবী।

[২৩৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬৮৬, য'ঈফুল জামি' ৪৭৮৩।
ইমাম আত্ তিরমিযী কিতাবুল 'ইল্‌মের মধ্যে হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : এর সানাদে আবুল হায়সাম থেকে দার্‌রাজ-এর বর্ণনা রয়েছে যিনি (দার্‌রাজ) একজন দুর্বল রাবী। বিশেষতঃ আবুল হায়সাম থেকে বর্ণনাকালে।

٢٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

২২৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে এমন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে, অথচ গোপন রাখে (বলে না), ক্বিয়ামাতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।[২৪০]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি কোন বিদ্বানকে দীনে শারী'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং জিজ্ঞাসাকারী ঐ বিষয়ে 'ইল্‌ম ধারণ করার যোগ্যতা রাখে এবং জিজ্ঞাসার বিষয় যদি দীনের আবশ্যকীয় কোন বিষয় হয় যেমন– ইসলাম, সলাতের শিক্ষা, হারাম ও হালাল তাহলে অবশ্যই সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে উত্তর দিতে হবে। যদি জিজ্ঞাসাকারীকে উত্তর দেয়া না হয় তাহলে ক্বিয়ামাত দিবসে বিদ্বান ব্যক্তিকে বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তুর মতো মুখে আগুনের লাগাম লাগিয়ে উপস্থিত করা হবে। পক্ষান্তরে যদি দীনের কোন নাফ্‌ল বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির এ বিষয়ে উত্তর দেয়া বা না দেয়া ইচ্ছাধীন।

٢٢٤ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَنَسٍ.

২২৪। ইবনু মাজাহ্ এ হাদীসটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٥ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৫। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে 'আলিমদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[২৪১]

ব্যাখ্যা : যে বিদ্যা অন্বেষণকারী ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য বাদ দিয়ে মানুষের সামনে নিজ 'ইল্‌মের প্রকাশের জন্য বিদ্বান ব্যক্তির সাথে তর্কে লিপ্ত হবে, অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে সন্দেহে লিপ্ত করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করবে অথবা সম্পদ ও সম্মান অর্জনের উদ্দেশে, জনসাধারণ ও বিদ্যা অন্বেষণকারীদের দৃষ্টিকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার উদ্দেশে এবং তাদের সকলকে খাদেমে পরিণত করতে তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

٢٢٦ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

২২৬। ইবনু মাজাহ এ হাদীসটি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।[২৪২]

---

[২৪০] **সহীহ :** আহ্মাদ ৭৮৮৩, আবূ দাউদ ৩৬৫৮, আত্ তিরমিযী ২৬৪৯, সহীহুল জামি' ৬২৮৪। ইমাম হাকিম ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এর শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন। যাহাবীও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

[২৪১] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ২৬৫৪, সহীহুল জামি' ১০৬। যদিও ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। কারণ পরবর্তী হাদীস দু'টি এর শাহিদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَةَ

২২৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে 'ইল্‌ম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সে জ্ঞান পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।[২৪৩]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দীনী বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়ার সম্পদের ইচ্ছা করবে সে জান্নাতের আশ-পাশেও ভিড়তে পারবে না। তবে কেউ যদি তা' দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করে। অতঃপর দুনিয়ার সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক থাকে সে ব্যক্তি হাদীসে উল্লিখিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে না।

٢٢٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ

২২৮। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর এ কথাকে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে এবং যা শুনেছে হুবহু তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কারণ জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার কেউ কেউ এমন আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী হলেও, নিজের তুলনায় বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। তিনটি বিষয়ে মুসলিমের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা (অবহেলা) করতে পারে না : (১) আল্লাহর উদ্দেশে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা, (২) মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) মুসলিমের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কারণ মুসলিমদের দু'আ বা আহ্বান তাদের পরবর্তী (মুসলিমদেরও) শামিল করে রাখে।[২৪৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রথমাংশ থেকে বুঝা যায়, দীনী বিদ্যা অর্জনের পর তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াই মূল লক্ষ্য। জ্ঞানের অনেক বাহক আছে যারা অর্জন করা জ্ঞান থেকে মাসআলাহ্ সাব্যস্ত করতে পারে না বিধায় অর্জিত জ্ঞান থেকে তেমন কিছু উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তারা সে জ্ঞান থেকে যথার্থভাবে মাস্আলাহ্ সাব্যস্ত করতে পারে ফলে সে জ্ঞান দ্বারা নিজে উপকৃত হয় জ্ঞানের বাহক উপকৃত হয়। হাদীসের শেষে বলা হচ্ছে এমন তিনটি

---

[২৪২] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ২৫৩। ইবনু মাজাহ্-এর রিওয়ায়াতটি য'ঈফ। মুনযিরী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ এবং আবূ কারব নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[২৪৩] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ৮২৫২, আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ্ ২৫২, সহীহুত্ তারগীব ১০৫। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

[২৪৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬৫৮, মুসনাদে শাফি'ঈ ১৬।

বৈশিষ্ট্যের কথা যার উপর একজন মু'মিন ব্যক্তিকে সদা অটল থাকতে হবে। তিনটি বৈশিষ্ট্যের মাঝে তৃতীয় নম্বর বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে মুসলিমদের জামা'আত বা দল আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। অতএব মুসলিমকে অন্যান্য মুসলিমের সাথে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিশ্বাসে, সৎ 'আমালে, জামা'আতের সলাতে, জুমু'আর সলাতে দু' ঈদের সলাতে এবং মুসলিম নেতাদের আনুগত্যে ও অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। ফলে শায়ত্বনের চক্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে।

٢٢٩- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ إِلَى آخِرِهِ.

২২৯। আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ হাদীসটি যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিরমিযী ও আবূ দাউদ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।[২৪৫]

٢٣٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

২৩০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয়।[২৪৬]

٢٣١- وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

২৩১। এ হাদীসটি দারিমী আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৪৭]

٢٣٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে পর্যন্ত আমার হাদীস বলে তোমরা নিশ্চিত না হবে, তা বর্ণনা করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করেছে (বর্ণনা করেছে), সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম নির্ধারণ করে নিয়েছে।[২৪৮]

---

[২৪৫] **সহীহ** : ইমাম আহমাদ ১২৯৩৭, ২১০৮০; তিরমিযী ২৬৫৮, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ৩০৫৬, দারিমী ২২৭।

[২৪৬] **সহীহ** : আত্ তিরমিযী ২৬৫৮, ইবনু মাজাহ ২৩২।

[২৪৭] **সহীহ** : দারিমী ২৩০।

[২৪৮] **য'ঈফ** : আত্ তিরমিযী ২৯৫১, য'ঈফুল জামি' ১১৪, আহমাদ ২৬৭৫, য'ঈফাহ্ ১৭৪৩। তবে শেষের অংশটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত।

ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) কিতাবুত্ তাফসীরে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : ইমাম আত্ তিরমিযীর এ সানাদটি দুর্বল। কারণ এর সানাদে 'আবদুল আ'লা 'আস সা'লাবী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে ইবনু আবী শায়বাহ্ হাদীসটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনুল ক্বাত্তান বলেছেন এবং মানাভী তা 'ফায়যুল ক্বাদীর' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : একাধিক সানাদ ও একাধিক শাহিদের কারণে ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা জানার পর হাদীস বর্ণনা করতে হবে যাতে কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপে শামিল না হয়। এ হাদীসে 'ইল্‌ম স্বচ্ছ ধারণাপ্রসূত বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করছে। মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য সহকারে অকাট্য ধারণার মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করাকে বৈধ বলেছেন যা মূলত হাদীস বর্ণনার চেয়ে সংকীর্ণ। علم ('ইল্‌ম) শব্দটি আরো সমর্থন করছে যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখনীর উপর নির্ভর করা বৈধ।

٢٣٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ لَمْ يَذْكُرْ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ.

২৩৩। ইবনু মাজাহ্ এ হাদীসকে ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম অংশ 'আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে' অংশটুকু বর্ণনা করেননি।[২৪৯]

٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৩৪। ইবনু 'আববাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন মতামত দিয়েছে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে (শব্দগুলো হল), যে লোক কুরআন সম্পর্কে নিশ্চিত 'ইল্‌ম ছাড়া (মনগড়া) কোন কথা বলে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়।[২৫০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দুর্বল। সেজন্য এ হাদীসটিকে সরাসরি রসূল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করা যাবে না। তবে সকলের কাছে এ কথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, বিনা 'ইল্‌মে শারী'আতের ব্যাপারে কোন কথা বলা হারাম। কুরআনের শব্দ, ক্বিরাআত অথবা অর্থের ক্ষেত্রে আহাদীসে মারফূ'আহ্ বা মাওকূ'ফাতে তাফসীর অনুসন্ধান এবং শারী'আতের নীতিমালার অনুকূল আরবী ভাষাবিদ ইমামদের উক্তি অনুসন্ধান ছাড়াই যে নিজের তরফ থেকে কোন কথা বলবে বরং তার জ্ঞান যা দাবী করে সে অনুপাতে কথা বলবে সে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾-কে লঙ্ঘন করবে।

নীসাপূরী বলেন : কথার সারাংশ হচ্ছে– কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর কুরআনের অন্য আয়াত এবং রসূল ﷺ থেকে শ্রবণ করা ছাড়া এমনটা বলা যাবে না। উল্লিখিত ইবারাত হতে উদ্দেশ্য করা বৈধ হবে না। কেননা সহাবীগণ তাফসীর করেছেন এবং সে তাফসীরের ব্যাপারে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে যা বলেছেন তা কেবল রসূল থেকে শ্রবণ করার পরই বলেছেন এমনও নয়। কারণ যদি পরিস্থিতি এমনই হয়ে থাকে তাহলে সে মুহূর্তে ইবনু 'আব্বাসের জন্য রসূলের দু'আ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» কোন উপকারে আসবে না। অতএব বলা যেতে পারে, না জেনে কুরআন সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না এর দ্বারা নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো দু'টি : একটি– কোন বিষয়ে ব্যক্তির কোন অভিমত থাকা ও সে দিকে তার স্বভাব, প্রবৃত্তি ঝুঁকে পড়া অতঃপর নিজ উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ করণের নিমিত্তে প্রবৃত্তি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা। ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি 'ইল্‌মের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও আয়াত দ্বারা (কক্ষনো) তা উদ্দেশ্য হয় না। আবার কখনো কোন আয়াতের তাফসীরকে ধারণাভিত্তিক করা সত্ত্বেও তা প্রকৃত তাফসীর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও নিজ অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে তা নিষিদ্ধ।

---

[২৪৯] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৩০।

[২৫০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৯৫০, ২৯৫১।

Contents

দ্বিতীয়– কুরআনের অপরিচিত ও অস্পষ্ট শব্দগুলো এবং যেখানে তাক্বদীম ও তা'খীর আছে এবং বিলুপ্ত ইবারাত আছে সে স্থানগুলোর তাফসীর রসূল থেকে শ্রবণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে আরবী ভাষার বাহ্যিক দিক লক্ষ করে দ্রুত তাফসীর করা। সুতরাং বাহ্যিক তাফসীর এর ক্ষেত্রে প্রথমত আবশ্যক হচ্ছে, তা রসূল থেকে শ্রবণ বা কুরআন ও হাদীস হতে নকল হতে হবে। যাতে এর মাধ্যমে ভুলের স্থানগুলো আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান খাটানো ও মাসআলাহ্ ইস্তিম্বাতের সুযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা তাফসীর করার দু'টি নিষেধাজ্ঞা ছাড়া নিষেধাজ্ঞার আর কোন কারণ নাই; যতক্ষণ তা আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নীতিমালা ও মূল ও শাখা-প্রশাখা জনিত নিয়ম অনুযায়ী হবে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন : যে ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে ভাষা ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহাবী, তাবেয়ীদের থেকে মাশহূর এবং অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা, আয়াত অবতীর্ণের কারণ, নাসিখ এবং মানসূখ যে ব্যক্তি না জানবে সে ব্যক্তির জন্য কুরআনের তাফসীর বা গবেষণাতে লিপ্ত হওয়া হারাম।

٢٣٥ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهٖ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ

২৩৫। জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের মনগড়া কোন কথা বলল এবং সে সত্যেও উপনীত হল, এরপরও (মনগড়া কথা বলে) সে ভুল করল (কেননা, সে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে)।[২৫১]

٢٣٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

২৩৬। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী।[২৫২]

ব্যাখ্যা : সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কুরআন সম্পর্কে বাদানুবাদ করা, অর্থাৎ– কুরআন আল্লাহর কালাম কিনা, এ ব্যাপারে সন্দেহ করা, আয়াতে মুতাশাবিহাত এর ব্যাপারে এমন তর্কে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিকে ঐ আয়াতসমূহ অস্বীকার করার দিকেই ঠেলে দেয়া, কুরআনের পঠনরীতি ও তার শব্দের বিভিন্নতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে যা মূলত আল্লাহর তরফ থেকেই অবতীর্ণ; অথবা তাক্বদীরের আয়াতগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যা প্রবৃত্তির অনুসারীরা তর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে। এছাড়া যে কোনভাবে কুরআন সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হওয়া কুফরীর শামিল।

٢٣٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُوْنَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ إِلٰى عَالِمِهٖ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن مَاجَةَ

---

[২৫১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৬৫২, আত্ তিরমিযী ২৯৫২, য'ঈফুল জামি' ৫৭৩৬।
আলবানী বলেন, এর সানাদ খুবই দুর্বল এবং এর দুর্বলতা ইতোপূর্বেও আমি বর্ণনা করেছি। 'কিতাবুত্ তাজ' এর মধ্যে আমি এর তাহক্বীক্ব ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছি। এখানেও তার প্রতি আমি ইঙ্গিত করলাম।

[২৫২] **সহীহ হাসান :** আবূ দাউদ ৪৬০৩, আহ্মাদ ৭৭৮৯, সহীহুত্ তারগীব ১৪৩।
ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন, যাহাবীও তা সমর্থন করেছেন। আর এর সহীহ হওয়ার কারণ এ হাদীসের অনেক শাহিদ হাদীস আছে। যেগুলো আমি তাবারানীর "আল মু'জামুস সগীর" গ্রন্থে তা'লীক্ব হিসেবে উল্লেখ করেছি।

২৩৭। 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একটি দল সম্পর্কে শুনলেন, তারা পরস্পর কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, ঝগড়া করেছে। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করছিল। অথচ আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের পরিপূরক হিসেবে ও সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তাই তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না, বরং তোমরা তার যতটুকু জান শুধু তা-ই বল, আর যা তোমরা জান না তা কুরআনের 'আলিমের নিকট সোপর্দ কর।[২৫৩]

ব্যাখ্যা : কুরআন এবং সুন্নাহ নিয়ে বিবাদ করা হারাম অর্থাৎ– নিজ মতামতকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশে অন্যের দলীলকে রদ করার মনোবৃত্তি পোষণ করে কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে তর্ক করা হারাম। উদাহরণ স্বরূপ মুহাদ্দিস মাযহার বলেন– আহলুস্ সুন্নাহগণ বলে থাকেন কল্যাণ ও অকল্যাণ সকলই আল্লাহর তরফ থেকে যেমন আল্লাহ বলেন– ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ এবং ক্বাদারিয়্যাহ্‌রা আল্লাহর এ বাণীকে আল্লাহর অপর বাণী কর্তৃক রদ করে দেয় যেমন– ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ আয়াত দ্বারা রদ করে দেয়। তারা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং ঐ পন্থাটিই গ্রহণ করতে হবে যার উপর সকলেই একমত এবং অপর আয়াতটির ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ তা'বীল ঐ ভাবেই করতে হবে যেভাবে আমরা বলে থাকি– "নিশ্চয়ই প্রতিটি জিনিস তাক্বদীরের উপর নির্ভরশীল" এ কথার উপর সকলের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর বাণী– ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ﴾ তাক্বদীরের মাসআলার বহির্ভূত; কেননা এর অর্থ হচ্ছে পরাজয় বরণ করা, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ও অসুস্থ হওয়ার বিপদ দ্বারা তোমার কাছে যা পৌঁছে তা মূলত তুমি যে সমস্ত গুনাহ করেছ তার বদলাস্বরূপ।

٢٣٨ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَّلِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلَعٌ. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৩৮। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন মাজীদ সাত হরফের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক আয়াতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক রয়েছে। প্রত্যেকটি দিকের একটি 'হাদ্' (সীমা) রয়েছে। আর প্রত্যেকটি সীমার একটি অবগতির স্থান রয়েছে।[২৫৪]

ব্যাখ্যা : আরবী ভাষ্য বলতে শারী'আতের বিধি-বিধান উদ্দেশ্য।

٢٣٩ ـ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

---

[২৫৩] **হাসান :** আহ্‌মাদ ২৭০২, ইবনু মাজাহ্ ৮৫। হাদীসের শব্দ আহ্‌মাদ-এর। তবে এর অপর এক বর্ণনায় আছে তারা যে বিষয়ে ঝগড়া করছিল তা ছিল তাক্বদীর সম্পর্কীয়।

[২৫৪] **য'ঈফ :** আবূ ই'লা ৫১৪৯, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ২৯৮৯। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম বিন মুসলিম নামে দুর্বল রাবী রয়েছে। আর আলবানী (রহঃ) তাঁর "সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্" হাদীসটিকে তার শেষের অংশ ছাড়া দুর্বল বলেছেন।

২৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'ইল্ম বা জ্ঞান তিন প্রকার- (১) আয়াতে মুহকামাতের জ্ঞান, (২) সুন্নাতে ক্বায়িমার জ্ঞান এবং (৩) ফারীযায়ে আদিলার জ্ঞান। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত।[২৫৫]

ব্যাখ্যা : শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে তাঁর সংকলিত দুর্বল হাদীসের গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন।

٢٤٠ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪০। 'আওফ ইবনু মালিক আল আশ্জা'ঈ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : [তিন ব্যক্তি বাগাড়ম্বর করে] (১) শাসক (২) শাসকের পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৩) অথবা কোন অহংকারী লোক।[২৫৬]

٢٤١ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ أَوْ مُرَاءٍ بَدَلٌ أَوْ مُخْتَالٌ.

২৪১। দারিমী এ হাদীসটি 'আম্র ইবনু শু'আয়ব থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের এ বর্ণনায় শব্দ مختال এর পরিবর্তে مراء উল্লেখ রয়েছে।[২৫৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ইমামের 'আমীরের অনুমতি ছাড়া ওয়ায করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের মাঝে তিনিই বেশি অবহিত। সুতরাং তিনি যার মাঝে উত্তম ধ্যান-ধারণা ও সততা দেখতে পাবেন তাকে তিনি মানুষের সামনে ওয়ায করতে অনুমতি দিবেন, অন্যথায় দিবেন না।

٢٤٢ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلٰى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِيْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে ভুল ফাতাওয়া দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বিনা 'ইল্‌মে (বিদ্যায়) ফাতাওয়া দেয়া হয়েছে এর গুনাহ তার উপর বর্তাবে যে তাকে ফাতাওয়া দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে (অপরকে) এমন কোন কাজের পরামর্শ দিয়েছে, যা কল্যাণ হবে না বলে সে জানে, সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।[২৫৮]

---

[২৫৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৮৮৫, ইবনু মাজাহ্ ৫৪, য'ঈফুল জামি' ৩৮৭১।
এ হাদীসের সানাদে দু'জন রাবী 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন না'ঈম, 'আবদুর রহমান রাফি' য'ঈফ। বিধায় ইমাম যাহাবী তার 'তালখীস' নামক গ্রন্থের ৩/৩২২ পৃষ্ঠায় হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

[২৫৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৬৬৫, সহীহুল জামি' ৭৭৫৩,আহমাদ ২৩৪৮৫, ২৩৪৭২, ২৩৪৫৪।
মুসনাদে আহমাদে এর অনেক সানাদ আছে যার কোন কোনটি সহীহ।

[২৫৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৭৫৩, সহীহুল জামি' ৭৭৫৪।
দারিমী কিতাবুর রিক্বাক এ য'ঈফ সানাদে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজাহ্ও এটি বর্ণনা করেছেন হাদীস নং ৩৭৫৩। এ হাদীসটির সানাদ সহীহ।

হাসান : আবূ দাউদ ৩৬৫৭, সহীহুল জামি' ৬০৬৮। ইমাম দারিমীও এটিকে (হাদীস নং ১৫৯) হাসান বলে উল্লেখ

Contents

ব্যাখ্যা : হাদীসে বিনা 'ইল্‌মে ফাতাওয়া দেয়া নিষেধ করা হয়েছে, ধমকানো হয়েছে। এমনকি ফাতওয়াদাতা যদি তার ইজতিহাদে ঘাটতি রেখে ভুল ফাতাওয়া দেয় তাহলে গুনাহ ফাতওয়া দাতার উপর বর্তাবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে জেনে-শুনে ভুল দিক-নির্দেশনা দেয়া খিয়ানাত করার শামিল।

٢٤٣ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَنَّ نَبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الأُغْلُوْطَاتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪৩। মু'আবিয়াহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী আমাদেরকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।[২৫৯]

٢٤٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৪। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা (আমার নিকট হতে) ফারায়িয ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে (আমার মৃত্যু হবে)।[২৬০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের সানাদটি দুর্বল। তবে এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের সানাদে ইমাম আহ্‌মাদ, আত্ তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম সেটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি দ্বারা 'ইল্‌মে মীরাস ও কুরআন শিক্ষা করা ও তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

٢٤٥ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৫। আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর (ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর) সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, অতঃপর বললেন, এটা এমন সময় যখন মানুষের নিকট হতে 'ইল্‌মকে (দীনী বিদ্যাকে) ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তারা 'ইল্‌ম হতে কিছুই রাখতে পারবে না।[২৬১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে শেষ যামানার দিকে ইশারা করে 'আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে 'ইল্‌মে ওয়াহী উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

---

[২৫৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৬৫৬, য'ঈফুল জামি' ৬০৩৫। যাহাবী বলেন, এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন সাআদ অপরিচিত (মাজহূল) রাবী।

[২৬০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২০৯১, য'ঈফুল জামি' ২৪৫০, দারিমী ১/৭৩, হাকিম ৪/৩৩৩।
[এ হাদীসে ইযতিরাব আছে। অর্থাৎ সানাদে রাবীর নাম এবং মতনে শব্দের কম বেশি হয়েছে, এছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন আল-কাসিম আল-আসাদীকে য'ঈফ বলেছেন। আলবানী বলেন, বরং আহমাদ, দারাকুত্বনী একে মিথ্যাবাদী বলেছেন। এছাড়া এর সানাদে শাহর বিন হাওশাব রাবী য'ঈফ। তবে ইমাম তিরমিযী, দারিমী ও হাকিম এ হাদীসটিকে অন্য একটি মারফূ' সানাদে বর্ণনা করেছেন। এটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।]

[২৬১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬৫৩, সহীহুল জামি' ৬৯৯০।

٢٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي جَامِعِهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمِثْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

২৪৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এমন সময় খুব বেশি দূরে নয়, মানুষ যখন জ্ঞানের সন্ধানে উটের কলিজায় আঘাত করবে (অর্থাৎ উটে আরোহণ করে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে)। কিন্তু মাদীনার 'আলিমদের চেয়ে বড় কোন 'আলিম কোথাও খুঁজে পাবে না।[২৬২]

জামি' আত্ তিরমিযীতে ইবনু 'উআয়নাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে, মাদীনার সে 'আলিম মালিক ইবনু আনাস। 'আবদুর রায্যাকও এ কথা লিখেছেন। আর ইসহাক্ব ইবনু মূসার বর্ণনা হল, আমি ইবনু 'উআয়নাহ্কে এ কথা বলতে শুনেছি, মাদীনার সে 'আলিম হল 'উমারী জাহিদ। অর্থাৎ 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খান্দানের লোক। তার নাম হল 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুলাহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম হাকিম বলেন ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় মানুষ বিদ্যার্জনের জন্য এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ ধরণের উক্তি বিদ্যা অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। হাদীসে "মাদীনার 'আলিম অপেক্ষা অধিক বড় 'আলিম বলে কাউকে পাওয়া যাবে না" বলে সহাবী ও তাবেয়ীদের যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তাদের যুগের পর মাদীনার বড় 'আলিম এর সংখ্যা অপেক্ষা এর বাইরে ইসলামী বিশ্বের 'আলিমের সংখ্যা বেশি ছিল।

٢٤٧ - وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪৭। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে অবগত হয়েছি যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন।[২৬৩]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শেষ লগ্নে আল্লাহ এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি কিতাব এবং সুন্নাহ এর 'আমাল ও এগুলোর দাবী অনুপাতে যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো জীবিত করবে; নতুন আবিস্কৃত জিনিসগুলোর মূলোৎপাটন করে। বক্তব্য লিখনী পাঠদান বা অন্যান্য পদ্ধতিতে বিদ'আতকারীদেরকে প্রতিহত করবে। তবে এ মুজাদ্দিদ ব্যক্তিকে তাঁর সমসাময়িক যুগের 'আলিমগণ তার বিভিন্ন অবস্থা ও তার 'ইল্ম কর্তৃক মানুষের উপকৃত হওয়ার পরিমাণ দেখে কেবল ব্যাপক ধারণার ভিত্তিতে জানতে পারবে। কেননা মুজাদ্দিদ ব্যক্তির প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দীনে শারী'আহ সম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়া

---

[২৬২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬৮০, য'ঈফুল জামি' ৬৪৪৮, হাকিম ১/৯১, য'ঈফাহ্ ৪৮৩৩। যদিও তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। কারণ এর সানাদে ইবনু জুরায়জ এবং আবুয্ যুরায়য নামে দু'জন মুদাল্লিস রাবী রয়েছে।

[২৬৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৯১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৯৯। এ হাদীসটি হাকিম মুসতাদরকে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। সহীহ বলার ব্যাপারে ইমাম যাহাবীও একমত হয়েছেন।

আবশ্যক এবং সুন্নাতের সাহায্যকারী, বিদ্‌'আতের মূলোৎপাটনকারী, তার 'ইল্‌ম তার যুগের লোকদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করা আবশ্যক। আর দীনের সংস্কার কেবল প্রত্যেক শতাব্দির শেষে হবে। সে সময় সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটবে, বিদ'আত প্রকাশ পাবে। ফলে তখন দীনের সংস্কারের প্রয়োজনে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি হতে পরবর্তী প্রজন্ম হতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ নিয়ে আসবেন। কারণ দীনের সংস্কারের জন্য বিভিন্ন গুণাবলীর 'আলিম লাগবে।

٢٤٨ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُذْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهٗ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَدْخَلِهٖ مُرْسَلًا.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ: «فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ» فِيْ بَابِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২৪৮। ইবরাহীম ইবনু 'আবদুর রহমান আল 'উয্‌রী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আগত জামা'আতের মধ্যে নেক, তাক্বওয়াসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র) এ জ্ঞান গ্রহণ করবেন। আর তিনিই এ জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন-সুন্নাহ) সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অপবাদ এবং জাহিল অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিদূরিত করবেন।[২৬৪]

ইমাম বায়হাক্বী এ হাদীসটি 'মাদখাল' গ্রন্থে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক শতাব্দীর বিদ্বানগণ কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানকে বহন করবেন ও তার প্রতি নিজেরা 'আমাল করবেন ও মৃত হুকুম আহকামগুলোকে সমাজে জীবিত করণে সদা সচেষ্ট হবেন। যারা কুরআন-সুন্নাহকে এর উদ্দেশিত অর্থের পরিবর্তনকারীদের থেকে, বাতিলপন্থীদের বাতিল অগ্রহণযোগ্য কথা থেকে এবং মুর্খদের বেঠিক ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখবেন। হাদীসে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম আহকাম সমাজে প্রতিষ্ঠা করণে উৎসাহিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِي

২৪৯। হাসান আল বাস্‌রী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন ব্যক্তি যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়ও ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে 'ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জনে মশগুল রয়েছে, জান্নাতে তার সাথে নাবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে।[২৬৫]

---

[২৬৪] **সহীহ :** বায়হাক্বী ১০/২০৯। আলবানী (রহঃ) বলেন : হাদীসটি মুরসাল হলেও সহীহ বটে। কেননা এর অনেক মাওসুল সানাদ আছে। এর কোন কোনটিকে হাফিয আল 'আলাঈ সহীহ বলেছেন। (বুগ্ইয়াতুল মুল্‌তামিস ৩-৪ পৃঃ)

[২৬৫] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৫৪, সিলসিলা য'ঈফাহ্‌ ৫১৫৬। এর সানাদ মুরসাল হওয়ার কারণে য'ঈফ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ইসলামকে জীবিত করার লক্ষে দ্বীনি বিদ্যা অর্জন করা অবস্থায় যার কাছে মৃত্যু আগমন করবে ঐ ব্যক্তি ও নাবীদের মাঝে জান্নাতে কাছাকাছি মর্যাদা থাকবে। হাদীসটি হতে বুঝা যাচ্ছে সৎকর্মশীল 'আলিমদের হতে ওয়াহীর মর্যাদা ছাড়া আর কিছু হাত ছাড়া হয় না। (পক্ষান্তরে নাবীদের কাছে ওয়াহী আসে।)

٢٥٠ـ وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلٰى أَدْنَاكُمْ رَجُلًا. رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

২৫০। হাসান আল বাস্‌রী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তাদের একজন ছিলেন 'আলিম, যিনি ওয়াক্তিয়া ফার্‌য সলাত আদায় করার পর বসে বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে সিয়াম পালন করতেন, গোটা রাত 'ইবাদাত করতেন। (রসূলকে জিজ্ঞেস করা হল) এ দু' ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াক্তিয়া ফার্‌য সলাত আদায় করার পরপরই বসে বসে যে ব্যক্তি তা'লীম দেয়, সে ব্যক্তি যে দিনে সিয়াম পালন করে ও রাতে 'ইবাদাত করে তার চেয়ে তেমন বেশী মর্যাদাবান। যেমন- তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমার মর্যাদা।[২৬৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, নাফ্‌ল 'আমাল অপেক্ষা দীনী বিদ্যা শিক্ষা ও মানুষকে শিখানো উত্তম কাজ।

٢٥١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِي الدِّينِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنٰى نَفْسَهُ. رَوَاهُ رَزِيْن

২৫১। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম ব্যক্তি হল সে যে দীন ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ। যদি তার কাছে লোকজন মুখাপেক্ষী হয়ে আসে, তাহলে সে তাদের উপকার সাধন করে। আর যখন তার কাছে মানুষের প্রয়োজন থাকে না, তখন তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।[২৬৭]

٢٥٢ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ

---

[২৬৬] **হাসান সহীহ :** দারিমী ৩৪০। আলবানী বলেন, এর সানাদ হাসান সহীহ তবে হাদীসটি মুরসাল বটে, কিন্তু এর একটি মাওসূল শাহিদ হাদীস একে শক্তিশালী করছে। যা আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[২৬৭] **মাওযূ' :** ফিরদাওস ৬৭৪২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৭১২।
আলবানী বলেন, এ হাদীসটি মাওযূ' (জাল)। তিনি বলেন, 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ'। আমি এর সানাদ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দামিশ্‌ক ১৩ খণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। 'ঈসা ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার ইবনু 'আলী এ সূত্রে। দারাকুত্বনী বলেন, এ 'ঈসা মাতরূকুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন, সে তার পিতার বরাতে অনেক কথা বলেছেন। (১/৮৪ পৃষ্ঠা)

عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫২। তাবি'ঈ 'ইক্‌রিমাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : হে 'ইক্‌রিমাহ! প্রত্যেক জুমু'আয় (সপ্তাহে) মাত্র একদিন মানুষকে ওয়ায-নাসীহাত শুনাবে। যদি একবার ওয়ায-নাসীহাত করা যথেষ্ট নয় মনে কর তাহলে সপ্তাহে দু'বার। এর চেয়েও যদি বেশী করতে চাও তাহলে সপ্তাহে তিনবার ওয়ায-নাসীহাত কর। তোমরা এ কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলো না। কোন জাতি যখন তাদের কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে তখন তোমরা সেখানে পৌঁছলে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের কাছে ওয়ায-নাসীহাত করতে যেন আমি কখনো তোমাদেরকে না দেখি। এ সময় তোমরা চুপ করে থাকবে। তবে তারা যদি তোমাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত করার জন্য বলে তখন তাদের আগ্রহ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে হাদীস শুনাও। কবিতার ছন্দে দু'আ করা পরিত্যাগ করবে এবং এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সহাবীগণকে দেখেছি, তারা এরূপ করতেন না।[২৬৮]

ব্যাখ্যা : সপ্তাহের প্রতিদিন মানুষকে নাসীহাত করা আল্লাহর কিতাবকে বা হাদীসকে তাদের সামনে বিরক্তিকর হিসেবে উপস্থাপনের শামিল। অনুরূপ কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেয়ে তাদের আলাপরত অবস্থাতেও নাসীহাত করা তা বিরক্তিকর হিসেবে উপস্থাপনের শামিল।

٢٥٣ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫৩। ওয়াসিলাহ্ বিন আসক্বা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান সন্ধান করেছে ও অর্জন করতে পেরেছে, তার সাওয়াব দুই গুণ। আর যদি সে জ্ঞান অর্জন করতে না পেরেও থাকে, তাহলেও তার সাওয়াব (চেষ্টা করার জন্য) এক গুণ।[২৬৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসের সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে ত্ববারানী এ হাদীসটি তার কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যার রাবীগণ নির্ভরশীল। হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দীনী বিদ্যা অনুসন্ধান করবে অতঃপর তা ভালভাবে অর্জন করতে পারবে তার জন্য সঠিক ফাতাওয়াতে পৌঁছতে পারা মুজতাহিদ ব্যক্তির মতো দু'টি সাওয়াব থাকবে। একটি সাওয়াব 'ইল্‌ম অনুসন্ধানের কষ্টের কারণে। অন্যটি ভালভাবে 'ইল্‌ম অর্জনের কারণে। পক্ষান্তরে 'ইল্‌ম অর্জন করতে না পারলে তার জন্য ফাতাওয়া দানে ভুলকারী মুজতাহিদ ব্যক্তির ন্যায় একটি সাওয়াব।

٢٥٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ

---

[২৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৩৩৭।

[২৬৯] **খুবই দুর্বল :** দারিমী ৩৩৫, য'ঈফাহ্ ৬৭০৯। এর সানাদে ইয়াযীদ বিন রবী'আহ্ আস্ সন'আনী নামে একজন রাবী রয়েছে আবূ হাতিম যাকে মুনকিরুল হাদীস (হাদীস অস্বীকার) বলেছেন।

أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهٖ فِي صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ والْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৫৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মু'মিনের ইন্তি কালের পরও তার যেসব নেক 'আমাল ও নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট সব সময় পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) 'ইল্‌ম বা জ্ঞান- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে; (২) নেক সন্তান- যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে; (৩) কুরআন- যা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে; (৪) মাসজিদ- যা সে নির্মাণ করে গেছে; (৫) মুসাফিরখানা- যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে; (৬) কূপ বা ঝর্ণা- যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত- যা সুস্থ ও জীবিতবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে।[২৭০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে ব্যক্তি তার জীবিত ও সুস্থাবস্থায় তার সম্পদ হতে যা সদাক্বাহ্ হিসেবে দিয়ে থাকে তার সাওয়াব তার মৃত্যুর পর তার 'আমালনামাতে লিপিবদ্ধ হয়। উল্লিখিত হাদীসাংশ দ্বারা সুস্থাবস্থায় দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তার এ সদাক্বাটি তার জীবনের সর্বোত্তম সদাক্বাতে পরিণত হতে পারে। যেমন অপর এক হাদীসে এসেছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো পুণ্যের দিক থেকে সর্বাধিক বড় সদাক্বাহ্ কোন্‌টি? তিনি বললেন- সুস্থ ও মন কার্পণ্যপূর্ণ অবস্থায় সদাক্বাহ্ করা।

٢٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحٰى إِلَيَّ أَنَّ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهٗ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ أَثَبْتُهٗ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبُ الْإِيْمَانِ

২৫৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম (বিদ্যা) হাসিল করার জন্য কোন পথ ধরবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিব। আর যে ব্যক্তির দুই চোখ আমি নিয়ে নিয়েছি, তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব। 'ইবাদাতের পরিমাণ বেশি হবার চেয়ে 'ইল্‌মের পরিমাণ বেশি হওয়া উত্তম। দীনের মূল হল তাক্বওয়া তথা হারাম ও দ্বিধা-সন্দেহের বিষয় হতে বেঁচে থাকা।[২৭১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আল্লাহ বলেছেন : "তিনি যার দু'টি সম্মানিত জিনিস তথা দু'টি চক্ষুকে নিয়ে নিবেন এবং এরপরে ব্যক্তি এতে ধৈর্য ধরবে তাকে তিনি জান্নাত দিবেন" উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় আল্লাহ যাকে বোবা করবেন এবং ব্যক্তি তাতে ধৈর্য ধরবে তাহলে ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে দীনের মূল আল্লাহভীতি তথা হারাম ও সন্দেহ-সংশয় থেকে বেঁচে থাকা অর্থাৎ- হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না এমনকি যাতে হারামের সন্দেহ আছে তা হতেও বেঁচে থাকতে হবে।

---

[২৭০] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ২৪২, সহীহ তারগীব ৭৭। এ হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ তাঁর সহীহ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুনযিরী ও আলবানী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

[২৭১] **সহীহ :** বায়হাক্বী ৫৭৫১, সহীহুল জামি' ১৭২৭। আলবানী (রহঃ) বলেন, আমি এর সানাদ সম্পর্কে ওয়াকিফ নই। তবে হাদীসটি সহীহ। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তার এ পৃথক পৃথক অংশ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন প্রথম অংশ সহীহ মুসলিমে, দ্বিতীয় অংশ বুখারীতে, তৃতীয়-চতুর্থ অংশ মুসতাদরাকে হাকিমে।

٢٥٦ـوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا. رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

২৫৬। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সামান্য কিছু সময় দীনের জ্ঞান আলোচনা করা ('ইবাদাতে রত থাকে) গোটা রাত জাগরণ অপেক্ষা উত্তম।[২৭২]

٢٥٧ـوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদে নাবাবীতে অনুষ্ঠিত দু'টি মাজলিসের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উভয় মাজলিসই উত্তম কাজ করছে, কিন্তু এদের এক মাজলিস অন্য মাজলিস অপেক্ষা উত্তম। একটি দল 'ইবাদাতে লিপ্ত, তারা অবশ্য আল্লাহর নিকট দু'আ করছে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে নাও পারেন। আর দ্বিতীয় দলটি হল ফাকীহ ও 'আলিমদের। তারা 'ইল্‌ম অর্জন করেছে এবং মূর্খদের শিখাচ্ছে, তারাই উত্তম। আর আমাকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দলের সাথেই বসে গেলেন।[২৭৩]

٢٥٨ـوَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِيْ إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلٰى أُمَّتِيْ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِيْ أَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا.

২৫৮। আবুদ্‌ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রসূল! সে 'ইল্‌মের সীমা কী যাতে পৌঁছলে একজন লোক ফাকীহ বা 'আলিম বলে গণ্য হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের জন্য দীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিন ফাকীহ হিসেবে (ক্ববর হতে) উঠাবেন। আর আমি তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন শাফা'আত করব ও তার আনুগত্যের সাক্ষ্য দিব।[২৭৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যখন চল্লিশটি হাদীস জেনে তা মুসলিম ভাইদের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে ঐ ব্যক্তিকে ফকীহ তথা 'আলিমদের দলে গণ্য করা হবে। এ হাদীসের দিকে লক্ষ্য করেই সালাফ ও খালাফ উলামার অনেকে এ ধরনের বহু কিতাব লিখেছেন এবং প্রত্যেকেই তাদের কিতাবের নাম أربعين দিয়েছেন।

---

[২৭২] **য'ঈফ :** দারিমী ২৬৪। এতে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন যার নাম জানা যায়নি।

[২৭৩] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৪৯। এর সানাদ য'ঈফ সিলসিলাতুল আহাদীসুয্ য'ঈফাহ্ ওয়াল মাওযূ'আহ্ প্রথম খণ্ডের হাঃ ১১ এর বর্ণনা রয়েছে।

[২৭৪] **য'ঈফ :** বায়হাক্বী ১৭২৬। কারণ এর সানাদে "'আবদুল মালিক ইবনু হারূন ইবনু আন্‌তারাহ্" রয়েছে যাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক হিসেবে অবহিত করেছেন তার ইবনু হিব্বান মিথ্যার অপবাদ দিয়েছেন।

٢٥٩ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ أَجْوَدُ جُوْدًا؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ أَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِيْ آدَمَ وَأَجْوَدُهُمْ مِّنْ بَعْدِيْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيْرًا وَحْدَهٗ أَوْ قَالَ أُمَّةً وَّاحِدَةً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

২৫৯। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা বলতে পার, সর্বাপেক্ষা বড় দানশীল কে? সহাবীগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দান-খয়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর বানী আদামের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে 'ইল্‌ম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে। ক্বিয়ামাতের দিন সে একাই একজন 'আমীর' অথবা বলেছেন, একটি উম্মাত হয়ে উঠবে।[২৭৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ সর্বাধিক বড় দাতা। কেননা তিনি বিশ্বের সমস্ত দেশে বিভিন্ন তাঁর দান ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। আদাম সন্তানদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর বড় দাতা ঐ ব্যক্তি যে 'ইল্‌ম শিক্ষা করে পাঠদান, লিখনী বা উৎসাহের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এ ব্যক্তির মর্যাদা ক্বিয়ামাত দিবসে এত বেশি হবে যে, সে একাই একজন নেতা হিসেবে আগমন করবে আর তার সাথে তার অনুসারী ও সম্মান প্রদর্শনকারী সেবকরা থাকবে। অথবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, হাদীসে নেতা শব্দ ব্যবহার না করে একটি উম্মাতের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ– মান-মর্যাদায় ব্যক্তি একাই একটি দল হিসেবে আগমন করবে। আর এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলার বাণী (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১২) আল্লাহ ইব্‌রা-হীম 'আলায়হিস্ সালাম-কে একাকী একটি উম্মাত বলে অভিহিত করেছেন।

٢٦٠ـ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هٰذَا مَتْنٌ مَشْهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهٗ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ

২৬০। তাঁর থেকেই [আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। একজন জ্ঞানপিপাসু লোক– 'ইল্‌ম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হল দুনিয়া পিপাসু– দুনিয়ার ব্যাপারে সেও কখনো পরিতৃপ্ত হয় না।[২৭৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা দীনী জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুপ্রেরণা জাগানো হয়েছে, পক্ষান্তরে দীনী সকল হুকুম-আহকাম পরিপালনের পর বৈধভাবে প্রয়োজন অনুপাতে দুনিয়া অর্জন করাতে দোষ নেই।

٢٦١ـ وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ

---

[২৭৫] **য'ঈফ :** বায়হাক্বী ১৭৬৭, হায়সামী ১/১৬৬। কারণ এর সানাদে "যু'আয়দ ইবনু 'আবদুল 'আযীয" নামে একজন মাত্‌রূক (পরিত্যক্ত) রাবী রয়েছে।

[২৭৬] **সহীহ :** বায়হাক্বী ১০২৭৯, মুসতাদরাকে হাকিম ১/৯২। যদি এর সানাদে "ক্বাতাদাহ্" মুদাল্লিস রাবী এবং সে 'আন্'আনাহ্ সূত্রে বর্ণনা করে তথাপি এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা সহীহ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

عَبْدُ اللهِ ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۝ أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى﴾ قَالَ وَقَالَ الآخَرُ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৬১। তাবিঈ 'আওন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেছেন : দুই পিপাসু ব্যক্তি কক্ষনো পরিতৃপ্ত হয় না। তার একজন হলেন 'আলিম আর অপরজন দুনিয়াদার। কিন্তু এ দু'জনের মর্যাদা সমান নয়। কেননা 'আলিম ব্যক্তি, তার প্রতি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর দুনিয়াদার তো (ধীরে ধীরে) আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ দুনিয়াদার ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۝ أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى﴾

"কক্ষনো নয়, নিশ্চয় মানুষ নিজকে (ধনে জনে সম্মানে) স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে।" (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব ৯৬ : ৬-৭)

বর্ণনাকারী বলেন, অপর ব্যক্তি 'আলিম সম্পর্কে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয় 'আলিমরাই তাঁকে ভয় করে"– (সূরাহ্ ফাত্বির ৩৫ : ২৮)।[২৭৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, বিদ্যার অধিকারী ও দুনিয়াদার ব্যক্তি সমান নয় উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য। দুনিয়াদার সীমালঙ্ঘন বাড়াতে থাকে, মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহভীতি ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বাড়াতে প্রয়াসী হয়।

٢٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهٗ يَعْنِي الْخَطَايَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৬২। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : সেদিন বেশি দূরে নয় যখন আমার উম্মাতের কতক লোক দীনের 'ইল্‌ম অর্জনে তৎপর হবে ও কুরআন অধ্যয়ন করবে। তারা বলবে, আমরা আমীর-উমরাদের কাছে যাবো এবং তাদের পার্থিব স্বার্থে কিছু ভাগ বসিয়ে আমাদের দীন নিয়ে আমরা সরে পড়ব। কিন্তু তা কখনো হবার নয়। যেমন কাঁটার গাছ থেকে শুধু কাঁটাই পাওয়া যায়, কোন ফল লাভ করা যায় না। ঠিক এভাবে আমীর-উমরাদের নৈকট্য দ্বারা। মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ (রহঃ) বলেন, গুনাহ ছাড়া কিছু অর্জিত হয় না।[২৭৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ইঙ্গিত করছে আমীরদের মুখাপেক্ষী হওয়াতে দীনী ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই ঘটে না।

---

[২৭৭] **য'ঈফ :** সুনানে দারিমী ৩৩২। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে অর্থাৎ– বর্ণনাকারী 'আওন ইবনু 'আবদুল্লাহ যাহাবী ইবনু মাস'ঊদ-এর থেকে শ্রবণ করেনি।

[২৭৮] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ২৫৫, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ১২৫০। কারণ এর সানাদে "ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম" রয়েছে যিনি 'আন্'আনাহ্ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন আর "উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ বুরদাকে" ইবনু হিব্বান সহ কেউ বিশ্বস্ত বলেননি।

Contents

٢٦٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

২৬৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলিমগণ যদি 'ইল্‌মের হিফাযাত ও মর্যাদা রক্ষা করতেন, উপযুক্ত ও যোগ্য লোকেদের কাছে 'ইল্‌ম সোপর্দ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের 'ইল্‌মের কারণে নিজেদের যুগের লোকেদের নেতৃত্ব করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ লাভ করতে পারেন। তাই তারা দুনিয়াদারদের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাদের নাবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত চিন্তাকে এক মাকসুদ, অর্থাৎ শুধুমাত্র আখিরাতের চিন্তায় নিবদ্ধ করে নিবে– আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় মাকসুদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যাকে দুনিয়ার নানা দিক ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহর কোন পরওয়াই নেই, চাই সে কোন জঙ্গলে (দুনিয়ায় যে কোন অবস্থায়) ধ্বংস হোক না কেন।[২৭৯]

٢٦٤ـ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ إِلٰى آخِرِهِ.

২৬৪। বায়হাক্বী এ হাদীসকে শু'আবুল ঈমানে ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে তার বক্তব্য হিসেবে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।[২৮০]

ব্যাখ্যা : দুর্বল। তবে মারফূ' অংশটুকু হাসান বা গ্রহণযোগ্য। মারফূ' অংশটুকুর ব্যাখ্যা– যে ব্যক্তিকে দুনিয়াবী ও পরকালীন সকল চিন্তা গ্রাস করে নিবে এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যদি সকল চিন্তা ত্যাগ করে এক পরকালীন চিন্তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন করবে না আল্লাহ তার দুনিয়া ও পরকালীন কোন ধরনের চিন্তার জন্য তিনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

٢٦٥ـ وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

২৬৫। তাবি'ঈ আ'মাশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'ইল্‌মের জন্য বিপদ হল ('ইল্‌ম শিখে) তা ভুলে যাওয়া। অযোগ্য লোক ও অপাত্রে 'ইল্‌মের কথা বলা বা জ্ঞান দেয়া 'ইল্‌মকে ধ্বংস করার সমতুল্য। দারিমী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।[২৮১]

---

[২৭৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ২৫৭, হাকিম ৪/৩২৭-২৯। কারণ এর সানাদে "নাহ্শাল ইবনু সা'ঈদ" রয়েছে যাকে ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়া মিথ্যুক বলেছেন, আবূ হাতিম ও নাসায়ী মাত্‌রূক (পরিত্যাজ্য) বলেছেন। এছাড়াও ইয়াযীদ আর রুক্বাশীও দুর্বল রাবী।

[২৮০] **সহীহ :** শু'আবুল ঈমান ১০৩৪০।

[২৮১] **য'ঈফ :** দারিমী ৬২৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩০৩। কারণ আ'মাশ আনাস (রাঃ)-সহ কোন সাহাবীর থেকে শ্রবণ করেননি।

ব্যাখ্যা : মূল ভাষ্যের অর্থ সঠিক হওয়াতে বলা যেতে পারে বিদ্যার্জনের পর তা ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য বিপদ, সুতরাং বিদ্যা ভুলে যাওয়ার যে সকল কারণ রয়েছে যেমন– পাপ করা, বিভিন্ন চিন্তাতে ব্যস্ত হওয়া, নিজ ও দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া মুখস্থ বিদ্যাকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে এবং তার উপযুক্ত মন-মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

٢٦٦ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৬৬। সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কা'ব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রকৃত 'আলিম কারা? কা'ব (রহঃ) বললেন, যারা অর্জিত 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমাল করে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আলিমের অন্তর থেকে 'ইল্‌মকে বের করে দেয় কোন্ জিনিস? কা'ব (রহঃ) বললেন, (সম্মান ও সম্পদের) লোভ-লালসা।[২৮২]

ব্যাখ্যা : ভাষ্যটুকু দ্বারা বুঝা যায় 'আমাল ছাড়া 'ইল্‌ম মূল্যহীন এবং 'ইল্‌ম ধরে রাখার শর্ত হচ্ছে লোভ-লালসা ছেড়ে দেয়া। আরো বলা যেতে পারে দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা মানুষকে রিয়া (দেখানোর জন্য) ও সুম্'আর (যা শোনানোর জন্য) দিকে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠা ছাড়া 'ইল্‌ম ও 'আমাল মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে পারে না।

٢٦٧ ـ وَعَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَاسْأَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৬৭। আহ্ওয়াস ইবনু হাকীম (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে মন্দ (লোক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন, সাবধান! খারাপ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে মন্দ 'আলিম। আর ভাল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল ভাল 'আলিমরা।[২৮৩]

ব্যাখ্যা : দীনী বিদ্যাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন তাদের বিদ্যানুযায়ী 'আমাল করবে তখন তারা হবে মানুষের মাঝে সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে তারা যখন তাদের 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমাল করা ছেড়ে দিবে তখন তারা হবে মানুষের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট।

٢٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

---

[২৮২] **য'ঈফ :** দারিমী ৫৭৫। কারণ সুফ্ইয়ান সাওরী এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে অনেক দূরত্ব রয়েছে অর্থাৎ– তাদের উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ সংঘটিত হয়নি।

[২৮৩] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৭০। কারণ আহ্ওয়াস থেকে দারিমী পর্যন্ত এর সানাদের সবগুলো বর্ণনাকারী দুর্বল। এর উপর হাদীস মুরসালুত তাবি'ঈ যা গ্রহণযোগ্য নয়।

২৬৮। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক মন্দ সে ব্যক্তি হবে, যে তার 'ইল্‌মের দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।[২৮৪]

٢٦٩ ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৬৯। তাবি'ঈ যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি বলতে পারো, ইসলাম ধ্বংস করবে কোন্ জিনিসে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তখন তিনি ['উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, 'আলিমদের পদস্খলন, আর আল্লাহর কিতাব কুরআন নিয়ে মুনাফিক্বদের ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে।[২৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে কিতাব শব্দ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। হাদীসে কুরআনকে খাসভাবে বর্ণনা করার কারণ– যেহেতু কুরআন নিয়ে বাদানুবাদ করা সর্বাধিক মন্দকাজ যা মানুষকে কুফ্‌রীর দিকে ঠেলে দেয়। হাদীস থেকে বুঝা যায়, পথভ্রষ্ট ইমামদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী দেয়া হুকুম, সে প্রবৃত্তির ব্যাপারে মানুষকে জোর জবরদস্তি করা, অতঃপর সত্য-বিচ্যুত 'আলিম সম্প্রদায়, বিদ'আতপন্থী ঝগড়াটে মুনাফিক্ব এবং যালিম নেতারা ইসলামের রুকনসমূহকে দুর্বল করে দিবে এবং তাদের 'আমালের মাধ্যমে সেগুলোর মর্মার্থকে নষ্ট করবে।

٢٧٠ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৭০। হাসান [আল বাসরী] (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইল্‌ম দুই প্রকার। এক প্রকার 'ইল্‌ম হল অন্তরে, যা উপকারী 'ইল্‌ম। আর অপর প্রকার 'ইল্‌ম হল মুখে মুখে, আর এটা হল আল্লাহর পক্ষে বানী আদামের বিরুদ্ধে দলীল।[২৮৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ বলতে ঐ 'ইল্‌মকে বুঝানো হয়েছে যে, 'ইল্‌মের উপর 'আমাল করার দরুন অন্তরে তার প্রভাব পড়ে ও জ্যোতি প্রকাশ পায়। যে 'ইল্‌ম তার দাবী অনুপাতে বেগবান, সুন্নাতের প্রকাশ ঘটায় ও বিদ'আতকে ধ্বংস করে এটিই মূলত উপকারী 'ইল্‌ম। পক্ষান্তরে عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ বলতে ঐ عِلْمٌ যা মুখে চলে মুখের উপরই কেবল প্রকাশ পায় অন্তরে তার কোন জ্যোতি ও প্রভাব প্রকাশ পায় না। যে عِلْمٌ হতে 'আমাল করা হয় না এ ধরনের عِلْمٌ-ই আদাম সন্তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর দলীল। ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাকে বলবেন তুমি যা শিক্ষা করেছিলে সে অনুযায়ী কি 'আমাল করেছ? এ ধরনের বিদ্যা থেকেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) «أعوذبك من علم لا ينفع» দু'আ দ্বারা পানাহ চাইতেন।

---

[২৮৪] **খুবই দুর্বল :** দারিমী ২৬২। কারণ এর সানাদে "আবুল ক্বাসিম ইবনু ক্বায়স" নামে একজন মাজহূল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে।

[২৮৫] **সহীহ :** সুনানে দারিমী ২১৪।

[২৮৬] **মুরসালুত্ তাবি'ঈ :** দারিমী ৩৬৪। তবে এর সানাদটি সহীহ।

٢٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দুই পাত্র (দুই প্রকারের 'ইল্‌ম) শিখেছি। এর মধ্যে এক পাত্র আমি তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু অপর পাত্রের 'ইল্‌ম– তা যদি আমি তোমাদেরকে বলে দিই তাহলে আমার এ গলা কাটা যাবে।[২৮৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক দু'পাত্র 'ইল্‌ম শিক্ষার কথা উল্লেখ আছে। "দু'পাত্র 'ইল্‌ম শিক্ষা" কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে যদি সে 'ইল্‌ম লিখা হয় তাহলে দু'টি পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। এক পাত্র 'ইল্‌মকে তিনি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অন্য পাত্রের 'ইল্‌ম যা তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ করেননি; তা মূলত ফিত্‌নাহ্ ও ব্যাপক যুদ্ধের খবরসমূহ, শেষ যামানাতে অবস্থাসমূহের বিবর্তন, এবং যে ব্যাপারে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতিপয় কুরায়শী নির্বোধ ক্রীতদাসের হাতে দীন নষ্ট হওয়ার খবর দিয়েছেন। আবূ হুরায়রাহ্ কখনো কখনো বলতেন– আমি চাইলে তাদের নামসহ চিহ্নিত করতে পারি। অথবা আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক গোপন করা 'ইল্‌ম দ্বারা ঐ হাদীসসমূহও হতে যেগুলোতে অত্যাচারী আমীরদের নাম, তাদের অবস্থাসমূহ ও তাদের যামানার বিবরণ আছে। আবূ হুরায়রাহ্ কখনো কখনো এদের কতক সম্পর্কে ইশারাহ করতেন তাদের থেকে নিজের উপর ক্ষতির আশংকায় তা স্পষ্ট করে বলতেন না যেমন তাঁর উক্তি– আমি ষাট দশকের মাথা ও তরুণদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আবূ হুরায়রাহ্ উল্লিখিত উক্তি দ্বারা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাত এর দিকে ইশারা করতেন কেননা তার খিলাফাত ছিল ষাট হিজরী সন। আল্লাহ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'আতে সাড়া দিলেন, অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ ষাট হিজরীর এক বছর পূর্বেই মারা যান। ইবনুল মুনীর বলেন– বাত্বিনী সম্প্রদায় এ হাদীসটিকে বাতিল পন্থিদের সঠিক বলার কারণ স্বরূপ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন তারা বিশ্বাস করে শারী'আতের একটি বাহ্যিক ও একটি আভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে এ উক্তির মাধ্যমে ঐ বাতিলপন্থীদের অর্জিত বিষয়টি হলো দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ইবনুল মুনযীর বলেন– আবূ হুরায়রাহ্ তার উক্তি– «قطع» দ্বারা উদ্দেশ করেছেন অত্যাচারী ব্যক্তিরা যদি আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ও তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়ার কথা জানতে পারে তাহলে তার মাথা কেটে নিবে। এ বিশ্লেষণটি ঐ কথাকে আরো জোরদার করছে যে, আবূ হুরায়রাহ্-এর গোপন করা বিষয়টি যদি শারী'আতী কোন হুকুম-আহকাম হত তাহলে তা গোপন করা বৈধ হতো না। কারণ তিনি এমন বাক্য উল্লেখ করেছেন যা 'ইল্‌ম গোপনকারী ব্যক্তির নিন্দা জ্ঞাপন করে। ইবনু মুনযীর ছাড়াও অন্য আরেকজন বলেছেন– আবূ হুরায়রাহ্ তার গোপন করা 'ইল্‌ম সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন, বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে নয়। অতএব বাতিলপন্থীরা কিভাবে এর দ্বারা দলীল উপস্থাপন করছে যে শারী'আতে এক প্রকার বাত্বিনী 'ইল্‌ম আছে? কিংবা আমরা যা জানি আবূ হুরায়রাহ্ তার গোপন করা বিষয় প্রকাশ করেননি; অতএব আবূ হুরায়রাহ্ যা গোপন করেছেন বাতিলপন্থীরা তা কোথা থেকে জানতে পারল? এরপরও যে ব্যক্তি এ ধরনের দাবী করবে তার উচিত সে ব্যাপারে দলীল পেশ করা।

---

[২৮৭] **সহীহ :** বুখারী ১২০।

٢٧٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَّقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭২। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকসকল! যে যা জানে সে তা-ই যেন বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। কারণ যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই সে ব্যাপারে "আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত আছেন" এ কথা ঘোষণাই তোমার জ্ঞান। (কুরআনে) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে বলেছেন : "আপনি বলুন, আমি (দীন প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই"– (সূরাহ্ সোয়াদ ৮৮ : ৮৬)।[২৮৮]

ব্যাখ্যা : জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে "ক্বিয়ামাতের দিন ধোঁয়ার আগমন ঘটা" সম্পর্কে বললে 'আবদুল্লাহ তার কথার অস্বীকৃতি স্বরূপ বলেন– যা তোমরা জানো না সে ব্যাপারে তোমাদের জানা আছে এ কথা বুঝানোর ভান করো না। পূর্ণাঙ্গ হাদীস হতে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো অজানা বিষয় জানা আছে এ কথা বুঝানোর জন্য কারো সামনে ভান করা যাবে না এবং অজানা বিষয়ের «اللّٰهُ أَعْلَمُ» বলে উত্তর দিতে হবে কারণ অজানা বিষয় হতে জানা বিষয়কে আলাদা করাও এক প্রকার বিদ্যা। পক্ষান্তরে এর বিপরীত করা সুন্নাহ বহির্ভূত অনুচিত কাজ।

٢٧٣ـ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৩। তাবি'ঈ ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ (সানাদের) 'ইল্‌ম হচ্ছে দীন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, তোমাদের দীন কার নিকট হতে গ্রহণ করছো।[২৮৯]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আসার থেকে বুঝা যায়, দলীল-প্রমাণাদি ছাড়া দীনের কোন বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। এক সময় এমন ছিল মানুষ সানাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না, অতঃপর যখন ফিতনা সংঘটিত হলো অর্থাৎ– সুফিবাদী ও অন্যান্য ইসলাম বিধ্বংসীরা হাদীস তৈরি করতে লাগল তখন মুহাদ্দীসদের কাছে কোন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা সে হাদীসের রাবীদের নাম উল্লেখ করতে বলতেন। অতঃপর রাবীদেরকে সুন্নাতের অনুসারী পেলে তাদের হাদীস গ্রহণ করত আর বিদ্'আতকারী হিসেবে পেলে তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন। মানুষদেরকে হাদীসের সানাদের প্রতি খেয়াল করতে উৎসাহিত করতেন ও সতর্ক করত।

٢٧٤ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৪। হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি (তাবি'ঈদের উদ্দেশে) বলেন, হে কুরআন-ধারী ('আলিম) গণ! সোজা সরল পথে চল। কেননা (প্রথমে দীন গ্রহণ করার দরুন পরবর্তীদের তুলনায়) তোমরা

[২৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৭৪, মুসলিম ২৭৯৮।
[২৮৯] **সহীহ :** মুক্বদ্দামাহ্ মুসলিম।

অনেক অগ্রসর হয়েছো। অপরপক্ষে তোমরা যদি (সরল পথ বাদ দিয়ে) ডান ও বামের পথ অবলম্বন কর, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হবে।[২৯০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির দু'টি অর্থ হতে পারে প্রথম অর্থ– ওহে কুরআন সুন্নাহতে পারদর্শী সহাবীগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও তাঁর নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যম সরল-সঠিক পথের উপর চলো কেননা তোমরা ইসলামের প্রথম অবস্থা পেয়েছ অতএব যদি তোমরা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরো তাহলে প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়ে তোমরা অগ্রগামী হবে; কেননা তোমাদের পরে যারা আসবে তারা যদি তোমাদের 'আমাল অনুপাতে 'আমাল করে তাহলে তারা ইসলামে তোমাদের পশ্চাদগামী হওয়ার দরুন মর্যাদায় তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে পারবে না কারণ– অনুসৃত ব্যক্তির মর্যাদা অনুসরণকারীর উপরে থাকে।

দ্বিতীয় অর্থ– সরল-সঠিক পন্থা অবলম্বনের গুণে যারা গুণান্বিত তারা আল্লাহর নিকট তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। সুতরাং এ ধরনের পিছে পড়ে থাকাকে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কিভাবে মেনে নিচ্ছ যা সরল-সঠিক পন্থা থেকে ডান ও বাম দিকে নিয়ে যায়। স্থায়ী ধ্বংসকে টেনে আনে। হাদীসে রসূল ﷺ সহাবীগণকে সরল-সঠিক পথের উপর থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন যা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিকে সরল-সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

٢٧٥ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِأَعْمَالِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وكذا ابن مَاجَةَ وزاد فيه وَإِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِيِّ يَعْنِيْ الْجَوَرَةَ

২৭৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা 'জুব্বুল হুয্‌ন' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! 'জুব্বুল হুয্‌ন' কী? তিনি বললেন, এটা হল জাহান্নামের মধ্যে একটি গর্ত। এ গর্ত হতে বাঁচার জন্য জাহান্নামও নিজেই দৈনিক চারশ' বার আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! এতে (এ গর্তে) কারা যাবে? তিনি (ﷺ) বললেন, যারা দেখাবার উদ্দেশে 'আমাল ও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে।

তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ মুক্বদ্দামাহ্; ইবনু মাজার অপর বর্ণনায় রয়েছে : রসূল ﷺ এ কথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যয়নকারী ('আলিম)-গণের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমারাহ্‌র সাথে বেশী বেশী সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করে।[২৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'জুব্বুল হুয্‌ন' নামক জাহান্নামের একটি গভীর উপত্যকার কথা এসেছে যা পূর্ণাঙ্গ গভীরতার কারণে কূপের সাথে সাদৃশ্য রাখে। হাদীসে আরো উল্লেখ হয়েছে জাহান্নাম 'জুব্বুল হুয্‌ন' হতে প্রত্যেকদিন চারশত বার আশ্রয় চায়, অন্য বর্ণনাতে আছে একশত বার আশ্রয় চায়। উভয় বর্ণনাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পার্থক্য মনে হলেও মূলত কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার পরিপন্থি নয়। হাদীসের শেষে اَلْقُرَّاءُ দ্বারা

---

[২৯০] **সহীহ :** বুখারী ৭২৮২।

[২৯১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৩৮৩, ইবনু মাজাহ্ ২৫৬, য'ঈফুত্ তারগীব ১৬। কারণ এর সানাদে 'আম্মার ইবনু সায়িফ আয্ যব্বী রয়েছে যিনি আবূ মু'আয আল বাসারী থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। আর আবূ মু'আয যার নাম সুলায়মান ইবনু আরক্বাম সে একজন মাত্‌রূক বা পরিত্যক্ত রাবী।

কুরআন-সুন্নায় জ্ঞানী ব্যক্তি উদ্দেশ্য। হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে যাদের কোনটির শাস্তি কোনটি হতে তীব্রতর। ফলে কোনটি কোনটি হতে আশ্রয় চায়। হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা যায় দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া সম্মান ও সম্পদের উদ্দেশে আমীরদের সাথে সাক্ষাৎকারীরা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

٢٧٦-وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَّهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৭৬। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শীঘ্রই মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যখন শুধু নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সেদিন কুরআনের অক্ষরই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মাসজিদগুলো তো বাহ্যিকভাবে আবাদ হতে থাকবে, কিন্তু হিদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের 'আলিমগণ হবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক, তাদের নিকট হতেই (দীনের) ফিতনাহ্-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। অতঃপর এ ফিত্নাহ্ তাদের দিকেই ফিরে আসবে।[২৯২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুরূপভাবে ইমাম হাকিমের তারীখে ইবনু 'উমার থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দাইলামী মু'আয এবং আবূ হুরায়রাহ্ থেকেও বর্ণনা করেছেন। হাদীস থেকে বুঝা যায় ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি হবে যে, ইসলামের নাম যেমন সলাত, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ছাড়া ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও প্রকৃত সলাত, রোযা, হাজ্জ, যাকাত কিছুই থাকবে না এবং কুরআনের লেখা ছাড়া তার উপর মানুষের 'আমাল থাকবে না, মাসজিদসমূহ উঁচু দালান ও কারুকার্য খচিত প্রাচীর দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আবাদ হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হবে হিদায়াত শূন্য। 'আলিমদের দ্বারা ফিতনাহ্ শুরু হয়ে তার মন্দ পরিণতি তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

٢٧٧-وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهٗ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهٗ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ أَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيْهِمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ نَحْوَهٗ

২৭৭। যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বিষয় বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেটা 'ইল্‌ম উঠে যাওয়ার সময় সংঘটিত হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কিরূপে 'ইল্‌ম উঠে যাবে? অথচ আমরা তো কুরআন শিক্ষা করছি, আমাদের সন্তানদেরকেও কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তানগণ ক্বিয়ামাত অবধি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। আমি তো তোমাকে মাদীনার একজন

[২৯২] **খুবই দুর্বল :** শু'আবুল ঈমান ১৯০৮, য'ঈফাহ্ ১৯৩৬। কারণ এর সানাদে বিশ্‌র ইবনু ওয়ালীদ আল ক্বিন্দী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে যার বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রষ্টতা ছিল।

বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই মনে করতাম। এসব ইয়াহূদী ও নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পড়ছে না? কিন্তু তারা তদনুযায়ী কাজ করছে না এমন নয় কি? আহমাদ, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।[২৯৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমাল না করাকে সমাজ থেকে 'ইল্‌ম চলে যাওয়া ও পৃথিবীতে মূর্খতা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ– কোন বিদ্যা জানার পর সে অনুযায়ী 'আমাল না করা সে বিদ্যা না জানা বা মূর্খতারই নামান্তর। অতএব একজন মূর্খ ব্যক্তি ও শিক্ষিত 'আমালহীন ব্যক্তি উভয়ই সমান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষিত 'আমালহীন ব্যক্তি বোঝা বহনকারী গাধা। হাদীসটি মানুষকে 'আমালের প্রতি উৎসাহিত ও সতর্ক করছে।

٢٧٨ـ وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

২৭৮। ইমাম দারিমীও আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২৯৪]

٢٧٩ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

২৭৯। ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন : তোমরা 'ইল্‌ম শিক্ষা কর, লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো (বা ফারায়িয) শিখবে, অন্যকেও শিখাবে। এভাবে কুরআন শিখ, লোকদেরও শিখাও। নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে, 'ইল্‌মও উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফিতনাহ্-ফাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এমনকি দুই ব্যক্তি অবশ্য পালনীয় বিষয়ে মতভেদ করবে, অথচ ঐ দুই ব্যক্তি এমন কাউকে পাবে না, যে এ দু'জনের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।[২৯৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি 'ইল্‌ম, ফারায়িয ও কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে ও তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ করছে এবং এতে অদূর ভবিষ্যতে 'ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া, ফিত্‌নাহ্ প্রকাশ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমনকি কোন একটি ফরয্ বিষয় নিয়ে দু' ব্যক্তি মতানৈক্যে পতিত হবে কিন্তু তারা এমন কাউকে পাবে না যে তাদের দু'জনের মাঝে মীমাংসা করে দিবে। আর তা বিদ্যার কমতি বা ফিতনার আধিক্যের কারণে।

٢٨٠ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

---

[২৯৩] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ১৮০১৯, ইবনু মাজাহ্ ৪০৪৮।

[২৯৪] **য'ঈফ :** দারিমী ২৪০, ইবনু মাজাহ্ ২২৮। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আর্‌ত্বাত নামে একজন মুদাল্লিস বারী রয়েছে যিনি عَنْعَنَ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

[২৯৫] **য'ঈফ :** দারিমী ২২১। কারণ এর সানাদে সুলায়মান ইবনু জাবির আল হিজ্‌রী নামে একজন মাজহুল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে।

২৮০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে 'ইল্‌ম বা জ্ঞান দ্বারা কারো কোন উপকার হয় না, তা এমন এক ধনভাণ্ডারের ন্যায় যা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না।[২৯৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায় বিদ্যা যদিও উপকারী কিন্তু তা শিক্ষার পর যদি সে অনুযায়ী 'আমাল করা না হয় এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়া না হয় তাহলে এ ধরনের বিদ্যার দৃষ্টান্ত ঐ গচ্ছিত ধন ভাণ্ডারের মতো যা থেকে ব্যক্তি নিজের উপর খরচ করে না এবং কোন কল্যাণকর কাজেও ব্যয় করে না। হাদীসে বিদ্যার সাথে গচ্ছিত ধন ভাণ্ডারের সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে তা উপকৃত না হওয়ার দিক দিয়ে। মোদ্দা কথা– বিদ্যার সার্থকতা হচ্ছে 'আমাল ও অপরকে তা শিখানো; যদি এটি করা না হয় তাহলে সার্থকতা নষ্ট হয়। হাদীসটি মানুষকে বিদ্যা শিক্ষার পর সে অনুপাতে 'আমাল করতে ও অন্যকে তা শিখাতে উৎসাহিত করছে।

---

[২৯৬] **হাসান :** আহ্‌মাদ ১০০৯৮, দারিমী ৫৫৬। যদিও আহ্‌মাদের সানাদে "ইবনু লাহ্‌'ইয়াহ্ দাব্‌রাজ আবুস্ সাম্‌হ" থেকে বর্ণনা করেছেন যারা উভয়েই দুর্বল। এছাড়াও দারিমীর সানাদে "ইব্‌রাহীম ইবনু মুসলিম আল হিজরী" নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে এ দু' বর্ণনার সমষ্টিতে হাদীসটি হাসানের স্তরে উন্নিত হয়েছে। বিশেষতঃ তার একটি সহীহ শাহিদ বর্ণনা থাকায়।

(٣) كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পর্ব-৩ : পাক-পবিত্রতা

اَلطَّهَارَةُ -এর শাব্দিক অর্থ– প্রত্যেক শারীরিক অনুভূতি সম্বন্ধীয় অথবা মানসিক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

পরিভাষাগতভাবে দেহকে নাজাসাতে হুকমী এবং দেহ, কাপড় ও ‘ইবাদাতের স্থানকে নাজাসাতে হাকীকি তথা পায়খানা-প্রস্রাব ও বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা হতে মুক্ত রাখা। উল্লেখ্য যে, ‘আমাল যেহেতু ‘ইল্‌মের ফল এবং ‘ইল্‌মের পর ‘আমালের স্থান তখন কিতাবুল ‘ইল্‌মকে লেখক আগে নিয়ে এসেছেন। পক্ষান্তরে ‘ইল্‌মের পর ‘আমালের স্থান ও দৈহিক ‘আমালের মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে সলাত এবং পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সলাতে শামিল হওয়া যায় না; তাই সলাত আদায়কারীর শর্তস্বরূপ ‘ইল্‌মের পরই পবিত্রতা অধ্যায়কে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রত্যেক ‘ইল্‌ম অন্বেষণকারীর জন্য দায়িত্ব হচ্ছে দীনের হাকীকাত ও তার কল্যাণকর হুকুম-আহকাম জানার জন্য ইমাম ইবনুল ক্বাইয়ূম-এর إعلام الموقعين নামক গ্রন্থ এবং حجة الله البالغة ও হাফিয ইরাকীর তাখরীজুল আহাদীসসহ إحياء علوم الدين গ্রন্থ এবং জাস্‌র-এর الحصون الحميدية এবং এ বিষয়ের আরো অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨١ـ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَا فِي الْجَامِعِ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

২৮১। আবূ মালিক আল আশ্‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পাক-পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। *‘আলহাম্‌দু লিল্লা-হ’* মানুষের ‘আমালের পাল্লাকে ভরে দেয় এবং *‘সুবহানাল্ল-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হ’* সাওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয় অথবা বলেছেন, আকাশমণ্ডলী ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। সলাত হল নূর বা আলো। দান-খায়রাত (দানকারীর পক্ষে) দলীল। সব্‌র বা ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন হল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ ভোরে

ঘুম হতে উঠে নিজের আত্মাকে তাদের কাজে ক্রয়-বিক্রয় করে– হয় তাকে সে আযাদ করে দেয় অথবা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।[২৯৭]

আর এক বর্ণনায় এসেছে, *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু আল্ল-হু আকবার'* আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে দেয়।[২৯৮] মিশকাতুল মাসাবীহ-এর সংকলক বলেছেন, আমি এ বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিম কিংবা হুমায়দী বা জামিউল উসূলে কোথাও পাইনি। অবশ্য দারিমী এ বর্ণনাটিকে *'সুবহানাল্ল-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হি'* এর স্থলে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত شطر الإيمان থেকে উদ্দেশ্য ঈমানের অর্ধেক। এক মতে বলা হয়েছে– এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া ও এর বিশাল সাওয়াব বর্ণনা করা যেন তা ঈমানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এ ধরনের আরো মত আছে তবে شطر থেকে نصف অর্থ নেয়াটাই শক্তিশালী মত। যা বানী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির হাদীসে "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"। এভাবে আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে شطر শব্দের অর্থ نصف -ই জানা যায়। الإيمان থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে সাওয়াবের বিশালত্বের বিবরণ দেয়া।

الصدقة برهان অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ সাদাক্বাকারীর ঈমানী দাবীর সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা ব্যক্তির সম্পদ ব্যয় সাধারণত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, অতএব সম্পদ ব্যয় তার ঈমানের ব্যাপারে সত্যতার প্রমাণকারী ছাড়া কিছু না।

الصبر ضياء অর্থাৎ- ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশসূচক কাজের আনুগত্য করে ও তাঁর নিষেধসূচক ও অবাধ্য কাজ থেকে বেঁচে থেকে সঠিক পথের উপর ধৈর্য ধারণ করা, এছাড়া সকল প্রকার বিপদে ও দুনিয়াবী সকল অপছন্দনীয় কষ্টদায়ক বিষয়ের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা ব্যক্তির জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বহু পথের এমন এক জ্যোতি লাভ করে যার মাধ্যমে ব্যক্তি সঠিক পথের দিশা পায়। হাদীসে ধৈর্য ধরাকে ضياء বা জ্যোতি বলা হয়েছে যা نور অপেক্ষাও শক্তিশালী। صبر ধৈর্য ধরাকে ضياء বলার ও صلاة কে نور বলার কারণ হচ্ছে– যেহেতু صبر -এর বিষয়টি صلاة অপেক্ষা প্রশস্ত। ব্যক্তি তার জীবনে প্রত্যেক ওয়াজিব কাজ করতে গিয়েও নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে গিয়ে ধৈর্যের মুখাপেক্ষী হয়। দীনের প্রতিটি বিষয়ই ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল। হাদীসটিতে একজন মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তাসবীহ, তাহলীল ও 'আমালের উল্লেখ করা হয়েছে যা তাকে 'আমালের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। হাদীসটি থেকে আরো বুঝা যায়, কুরআন অনুযায়ী 'আমাল করলে ক্বিয়ামাতের দিনে কুরআন ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য হবে পক্ষান্তরে তা হতে মুখ ফিরিয়ে রাখলে কুরআন ব্যক্তির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। হাদীসের শেষাংশ থেকে বুঝা যায় মানুষের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে আছে অথচ মানুষের অবস্থা এই যে, প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপারে চেষ্টা করে, অতঃপর তাদের কেউ এমন যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করে। আর কেউ এমন আছে যে শায়ত্বন ও প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে শায়ত্বন ও প্রবৃত্তির কাছে বিক্রি করে দেয় এবং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। অতএব এ অংশে মানুষের শিক্ষণীয় দিক হলো– সদা-সর্বদা যেন নিজের প্রতি খেয়াল রাখা যে, সে প্রতিনিয়ত কোন 'আমাল করে সে নিজেকে কার কাছে বিক্রি করছে।

---

[২৯৭] **সহীহ :** মুসলিম ২২৩, আহ্‌মাদ ৫/৩৪২-৪৩।

[২৯৮] দারিমী ৬৫৩।

٢٨٢-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

২৮২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সহাবীগণের উদ্দেশ করে) বললেন : 'আমি কি তোমাদের এমন একটি কথা বলব না আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন এবং (জান্নাতেও) পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? সহাবীগণ আবেদন করলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কষ্ট হলেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মাসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখা এবং এক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের পর আর এক ওয়াক্ত সলাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হল 'রিবাত্ব' (প্রস্তুতি গ্রহণ)।[২৯৯]

٢٨٣-وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ ثَلَاثًا.

২৮৩। মালিক ইবনু আনাস-এর বর্ণনায় রয়েছে, 'এটাই রিবা-ত্ব, এটাই রিবা-ত্ব' দু'বার বলা হয়েছে– (মুসলিম ২৫১)। আর তিরমিযীতে তা তিনবার উল্লিখিত হয়েছে।[৩০০]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি ঠাণ্ডা পানি কিংবা শরীরে ব্যথা বা অন্যান্য সমস্যা সত্ত্বেও দুনিয়ার সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল বর্জন করে উযূর অঙ্গগুলোকে তিনবার করে ধৌত করে এবং ঘর্ষণের মাধ্যমে ও উযূর অঙ্গগুলোর শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশে উযূর প্রতি ব্যস্ত থাকে তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির 'আমালনামা থেকে আল্লাহ তার সগীরাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবেন এবং ইহজীবন ও পরজীবনে তার মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং এটিই আল্লাহ তা'আলার বাণী– ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ এর মাঝে উল্লিখিত প্রকৃত রিবাত্ব। কারণ এ ধরনের উযূ একজন ব্যক্তিকে শায়ত্বনী পথসমূহ থেকে বাধা দেয়। আত্মাকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে এবং নফসের শত্রু ও শায়ত্বন হতে দূরে রাখে। পরিশেষে বলা যায় মুসলিমে উল্লিখিত হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ কথাটি দু'বার এবং আত্ তিরমিযীর বর্ণনাতে তিনবার এসেছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গুরুত্ব দান অথবা বিষয়টির মর্যাদা বুঝানো এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ প্রদানের জন্য একাধিকবার বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন।

٢٨٤-وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করে এবং উত্তমভাবে উযূ করে, তার শরীর হতে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ হতেও তা বের হয়ে যায়।[৩০১]

---

[২৯৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৫১।

[৩০০] **সহীহ :** মুসলিম ২৫১, আত্ তিরমিযী ৫১।

ব্যাখ্যা : গুনাহর একটি নিজস্ব আকার-আকৃতি আছে যা মানব দেহের সাথে ঝুলন্ত বা লেগে থাকে কিংবা দেহ হতে আলাদাও থাকতে পারে। কথাটিকে উপেক্ষা করা যায় না যেমন বলা হয়েছে আল্লামা সুয়ূত্বী তাঁর قوت المغتذي গ্রন্থে বলেন– হাদীসটির বাহ্যিক দৃষ্টি-ভঙ্গি হাক্বীক্বাতের উপর। অতঃপর এ কথাটি এমন হাদীস দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন যা প্রমাণ করে নিশ্চয়ই গুনাহর আকার-আকৃতি আছে। হাদীসটি প্রত্যেক মু'মিনকে বেশি বেশি উযূ করার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে।

٢٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা উযূ করে এবং তার চেহারা ধুয়ে নেয়, তখন তার চেহারা হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার চোখের দ্বারা কৃত সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যা সে চোখ দিয়ে দেখেছে। যখন সে তার দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত দিয়ে করা গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় যা তার দু' হাত দিয়ে ধরার কারণে সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সে যখন তার দুই পা ধোয়, তার পা দ্বারা কৃত গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় যে পাপের জন্যে তার দু' পা হাঁটছে। ফলে সে (উযূর জায়গা হতে উঠার সময়) সকল গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যায়।[৩০২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বেশি বেশি উযূ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানকারী এবং নিয়্যাত খালিস করে কুরআন তিলাওয়াত অথবা সলাত কায়িম করার উদ্দেশে উযূ করলে শরীরের সমস্ত সগীরাহ্ গুনাহ মাফ হয়ে যায় এটা নিশ্চিত।

٢٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৬। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে মুসলিম ফারয সলাতের সময় হলে উত্তমভাবে উযূ করে, বিনয় ও ভয় সহকারে রুকূ' করে (সলাত আদায় করে তার এ সলাত), তা তার সলাতের পূর্বের গুনাহর কাফ্ফারাহ্ (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কাবীরাহ্ গুনাহ করে থাকে। আর এভাবে সর্বদাই চলতে থাকবে।[৩০৩]

---

[৩০১] **সহীহ :** মুসলিম ২৪৫। লেখক বলেন, আমি বুখারীতে এ হাদীসটি পাইনি।
[৩০২] **সহীহ :** মুসলিম ২৪৪।
[৩০৩] **সহীহ :** মুসলিম ২২৮।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি উযূর সুন্নাত ও তার নিয়ম-কানুন সংরক্ষণের মাধ্যমে উযূ করে এবং সলাতের প্রতিটি রুকনকে সর্বাধিক বিনয়-নম্রতার সাথে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যথার্থভাবে আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার পূর্বের সগীরাহ্ গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। তবে শর্ত হলো যদি কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকে। সলাত গুনাহ মাফের কারণ হওয়াকে কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অতএব কাবীরাহ্ গুনাহতে লিপ্ত হলে সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করা হবে না এবং এটিই আল্লাহর আয়াত ﴿إِن تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে। তবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন– শর্তারোপ ছাড়াই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন কাবীরাহ্ গুনাহসমূহ ছাড়া, কেননা কাবীরাহ্ গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না ইমাম নাবাবী বলেন– এটাই উদ্দেশিত অর্থ। প্রথম অর্থটি যদিও ইবারাত থেকে সম্ভাবনাময় অর্থ কিন্তু হাদীসের বাচনভঙ্গি তা অস্বীকার করছে। কাবীরাহ্ গুনাহের ক্ষমা কেবল তাওবা-ই করতে পারে। অথবা আল্লাহর রহ্মাত ও দয়া। কখনো কখনো বলা হয়, উযূই যখন গুনাহ মোচন করে দিবে তাহলে সলাতে আর কি কাজ? আবার সলাত যখন গুনাহ মোচন করে দিবে তখন জামা'আত এবং হাদীসসমূহে গুনাহ মোচনের আরো যত কারণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো কি মোচন করবে? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে– এগুলোর প্রত্যেকটি গুনাহ মোচনের জন্য উপযুক্ত, অতএব সগীরাহ গুনাহ হয়েছে এমন কোন 'আমাল তা ছোট গুনাহকে ক্ষমা করবে আর যদি ব্যক্তি এমন হয় যে, সে সগীরাহ গুনাহ করেনি, কাবীরাহ গুনাহ করেছে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তার কাবীরাহ গুনাহকে হালকা করবেন। অন্যদিকে সগীরাহ বা কাবীরাহ কোন গুনাহই যদি করে না থাকেন তাহলে এসব 'আমালের কারণে আল্লাহ তার জন্য পুণ্য লিখবেন এবং এর মাধ্যমে তার মর্যাদাকে আরো উন্নীত করবেন। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে রসূল ﷺ শুধু রুকূ'র আলোচনা করেছেন সাজদার আলোচনা করেননি। এর কারণ হচ্ছে– যেহেতু সাজদাহ্ ও রুকূ' পারস্পরিক দু'টি রুকন তাই যখন উভয়ের একটিকে সুন্দরভাবে আদায় করতে বলেছেন তখন এমনিতেই বুঝা যাচ্ছে অপরটিও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে এবং "রুকূ'কে" যিক্র দ্বারা খাস করাতে একটি সতর্কতাও পাওয়া যাচ্ছে যে, রুকূ'র ব্যাপারে নির্দেশটি অত্যন্ত কঠিন ফলে রুকূ'টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কেননা রুকূ'কারী রুকূ'তে নিজেকে পুরোপুরি বহন করে কিন্তু সাজদাতে সে জমিনের উপর ভর করে থাকে।

একমতে বলা হয়েছে রুকূ'কে সাজদার অধীন করার জন্যই বিশেষভাবে রুকূ'র উল্লেখ করেছেন। কারণ রুকূ' এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ 'ইবাদাত নয়। সাজদাহ্ অথচ আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ 'ইবাদাত যেমন– তিলাওয়াতে সাজদাহ্, শুকরিয়া আদায়ের সাজদাহ্ ইত্যাদি।

٢٨٧ ـ وَعَنْهُ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ

২৮৭। উক্ত রাবী ['উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)] হতে বর্ণিত। একদা তিনি এরূপে উযূ করলেন, তিনবার নিজের দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন, নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধুলেন, এভাবে বাম হাতও কনুই পর্যন্ত ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন, তারপর ডান পা তিনবার ও বাম পা তিনবার করে ধুলেন। এরপর তিনি ['উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)] বললেন, আমি যেভাবে উযূ করলাম এভাবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে উযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় উযূ করবে ও মনোযোগ সহকারে দুই রাক্'আত (নাফ্ল) সলাত আদায় করবে, তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। মুত্তাফাকুন 'আলায়হি; এ বর্ণনার শব্দসমূহ ইমাম বুখারীর।[৩০৪]

● ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ হলো : দু' কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া, এ অংশের মাঝে ঐ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, পাত্রে দু'হাত প্রবেশের পূর্বে সতর্কতা স্বরূপ দু' হাত ধুয়ে নিতে হবে যদিও ঘুম থেকে উঠার পর না হয়। উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে যা হাদীসে ব্যবহৃত ثم শব্দটি দ্বারা বুঝা যায়। হাদীসে পরস্পর واستنفق واستنثر শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো : নিঃশ্বাসের মাধ্যমে পানি নাকের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে তা পুনরায় ঝেড়ে ফেলতে হবে। ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ অংশ থেকে বুঝা যায় প্রত্যেক উযূর পর দু'রাক্'আত সলাত আদায় করা মুসতাহাব। উযূর পর কেউ যদি ফারয সলাত শুরু করে দেয় তাহলে তার জন্য এ সাওয়াব অর্জন হয়ে যাবে। যেমন মাসজিদে ঢোকার পর কেউ সরাসরি ফারয সলাতে শামিল হলে বা সলাত শুরু করলে তার জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় হয়ে যায়। হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ঐ ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যার উযূ হাদীসটিতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হবে এবং হাদীসে নির্দেশিত দু'রাক্'আত সলাতের মতো সলাত আদায় করবে; যে দু'রাক্'আত সলাতে ব্যক্তি মনে মনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলবে না। উল্লেখ্য যে, পূর্বে কতিপয় হাদীস এসেছে যেখানে শুধু ভালভাবে উযূ করলে ব্যক্তির গুনাহসমূহ ঝরে পড়ার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে ব্যক্তির গুনাহসমূহ মাফের জন্য উযূর সঙ্গে বিশেষ দু'রাক্'আত সলাতের কথাও জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উভয় হাদীসের বক্তব্যে কিছু কম-বেশি আছে এর কারণ কি? উত্তরে বলা যেতে পারে উযূ এবং সলাত প্রত্যেকটিই আলাদাভাবে গুনাহ মাফের উপযোগী। অথবা উযূ শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ মোচনকারী, সলাত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ মোচনকারী। অথবা উযূ প্রকাশ্য গুনাহসমূহের মোচনকারী এবং সলাত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের পাপ মোচনকারী।

٢٨٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৮। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে মুসলিম উযূ করে এবং উত্তমরূপে উযূ করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে (অন্তর ও দেহ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করে) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।[৩০৫]

---

[৩০৪] **সহীহ :** বুখারী ১৯৩৪, মুসলিম ২২৬।

[৩০৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করার পর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনয়-নম্রতার ভাব রেখে দু'রাক্'আত সলাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে যাবে। হাদীসটিতে জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি মুতলাক বা আম নয় কারণ আমভাবে জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি কেবল ঈমান এর বিনিময়ে-ই সম্ভব আর হাদীসে সলাতের মাধ্যমে যে জান্নাতে প্রবেশের যে কথা বলা হয়েছে তা কবূল হওয়ার পূর্ব শর্ত-ই হচ্ছে এ ঈমান। বিবেচনায় ঈমান ব্যক্তির প্রথম ধাপ আর সলাত দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপে থাকার কারণে যদি জান্নাতে প্রবেশ করা যায় তাহলে দ্বিতীয় ধাপ থাকার কারণে আরো ভালভাবে প্রবেশ করা যাবে। আর আমরা জানি ঈমান থাকলে ব্যক্তি তার অপরাধের শাস্তি পাওয়ার পর কোন একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর উভয় ধাপ ঠিক থাকলে সে প্রথমবারে শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব আমরা বলতে পারি হাদীসে জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা প্রথম বারে জান্নাতে প্রবেশকে উদ্দেশ করা হয়েছে। আর তা কাবীরাহ ও সগীরাহ্ সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার উপর নির্ভরশীল বরং এরপর আরো যা কিছু পাপ ব্যক্তি করবে তাও ক্ষমা করে দেয়া হবে। তবে শর্তারোপ এই করা হয়েছে যে, তার মরণ ভাল 'আমাল বা ঈমানের উপর হতে হবে। মূলত আল্লাহ তার অনুগ্রহে বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তিনি তার ওয়া'দা ভঙ্গ করেন না। হাদীসটিতে ভালভাবে উযূ করতে ও তারপর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং হাদীসটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের দিকে ইশারা করছে।

٢٨٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ إِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ هٰكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهٖ وَالْحُمَيْدِيُّ فِيْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيْرِ فِيْ جَامِعِ الْأُصُوْلِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْيِ الدِّيْنِ النَّوَوِيُّ فِيْ آخِرِ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَالْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ مُحْيِ السُّنَّةِ فِي الصِّحَاحِ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ إِلٰى آخِرِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهٖ بِعَيْنِهٖ إِلَّا كَلِمَةَ أَشْهَدُ قَبْلَ أَنَّ مُحَمَّدًا.

২৮৯। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বল্লেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং উত্তমভাবে অথবা পরিপূর্ণভাবে উযূ করবে এরপর বলবে : *"আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ"*, অর্থাৎ- 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রসূল'। আর এক বর্ণনায় আছে : *"আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ"*– (অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এসব দরজার যেটি দিয়ে খুশী সে সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর হুমায়দী তাঁর আফরাদে মুসলিম গ্রন্থে, ইবনুল 'আসীর জামিউল উসূল গ্রন্থে এরূপ ও শায়খ মুহীউদ্দীন নাবাবী হাদীসের শেষে আমি যেরূপ বর্ণনা করেছি এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী

উপরিউক্ত দু'আর পরে আরো বর্ণনা করেছেন : *"আল্ল-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাওয়া-বীনা ওয়াজ 'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাহ্কারীদের মধ্যে শামিল কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য কর" ।[৩০৬]

মুহ্য়ুস্ সুন্নাহ্ তাঁর সিহাহ গ্রন্থে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, "যে উযূ করল ও উত্তমভাবে তা করল শেষ ..... পর্যন্ত । তিরমিযী তার জামি কিতাবে হুবহু এটাই বর্ণনা করেছেন । অবশ্য তিনি أَنَّ مُحَمَّدًا (আন্না মুহাম্মাদান) শব্দের পূর্বে أَشْهَدُ (আশ্হাদু) শব্দটি বর্ণনা করেননি ।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উযূর পর পঠিতব্য যে দু'আটি উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে করা 'আমালের স্বচ্ছতা ও হাদাসে আকবার ও আসগার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা লাভের পর অন্তরকে শির্ক ও রিয়া থেকে পবিত্র রাখার দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং তাওবাহ্ গোপন গুনাহ হতে পবিত্রকারী এবং উযূ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে বাধাদানকারী বাহ্যিক গুনাহর পবিত্রকারী বিধায় উযূর পর পঠিতব্য দু'আর প্রথমাংশের সাথে আত্ তিরমিযীর বর্ণনা করা বর্ধিত অংশের সমন্বয় সাধন ঘটেছে । হাদীসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে উযূ করার পর শাহাদাতায়ন পাঠ করে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয় । এ বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে একটি দরজা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে । তথাপিও হাদীসে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে এটি মূলত ব্যক্তির কর্মের সম্মানার্থে । অথবা বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টি দিলে বলা যায় ব্যক্তি যে ধরনের 'আমাল বেশি করবে তার জন্য ঐ 'আমালের জন্য প্রস্তুত করা বিশেষ দরজা খুলে দেয়া হবে কারণ জান্নাতের দরজাসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ 'আমালের জন্য । যেমন যে ব্যক্তি বেশি বেশি রোযা রাখবে তার জন্য জান্নাতের রায়্যান নামক দরজা খুলে দেয়া হবে । অনুরূপ যে ব্যক্তি যেমন 'আমাল করবে তাঁর জন্য তেমন দরজা খুলে দেয়া হবে । ইবনু সায়্যিদিন্ নাস বলেন : দরজার সংখ্যাধিক্যতা খুলে দেয়া ও এসব হতে ডাকা ইত্যাদি ক্বিয়ামাতের দিন ব্যক্তির সম্মান এবং মর্যাদার দিকেই ইশারা । অতএব বিষয়টি এমন নয় যে, কোন এক দরজা দিয়ে ডাকা হলে সে সে দরজার সীমা অতিক্রম করবে না । বরং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ডাক/সাক্ষাৎ পাওয়ার পর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করবে ।

٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০ । আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতকে (জান্নাতে যাবার জন্য) এই অবস্থায় ডাকা হবে যখন তাদের চেহারা উযূর কারণে ঝক্মক্ করতে থাকবে, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকাতে থাকবে । "অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ উজ্জ্বলতাকে বাড়াতে সক্ষম সে যেন তাই করে ।"[৩০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ব্যবহৃত غُرًّا শব্দের অর্থ শুভ্র ঝলক যা ঘোড়ার কপালে হয়ে থাকে । তবে এখানে উদ্দেশ্য মু'মিনের চেহারাতে সৃষ্ট নূর । আর তারপরেই مُحَجَّلِيْنَ শব্দের অর্থ শুভ্রতা যা ঘোড়ার দু' হাত ও দু'

---

[৩০৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৪, আত্ তিরমিযী ৫৫, সহীহুল জামি' ৬১৬৭ ।

[৩০৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩৬, মুসলিম ২৪৬ । غُرَّةٌ (গুর্রাহ্) বলা হয় কপালের শুভ্রতাকে আর تَحْجِيْلٌ (তাহ্জীল) বলা হয়ে ঘোড়ার পায়ের শুভ্রতা ।

পায়ে হয়ে থাকে, তখনও উদ্দেশ্য নূর। মুদ্দাকথা ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনের উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শুভ্র নূরে ঝলকাতে থাকবে। তাদেরকে যখন সাক্ষ্যদাতাদের সামনে ডাকা হবে, হাশরের মাঠে, মীযানের নিকট, সীরাতের নিকট অথবা জান্নাতে তখন এ গুণ অনুপাতেই ডাকা হবে। এ অবস্থায় তারা এ গুণের উপরই বহাল থাকবে অথবা এ নামেই তাদেরকে ডাকা হবে। মু'মিন ব্যক্তির চেহারা ঝলকানোর দু'টি কারণের একটি উযূ; যা এ হাদীসে উল্লেখ আছে। অপর কারণ– সাজদাহ্; যা আত্ তিরমিযীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র এর হাদীসে উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে হাত, পা ঝলকানোর কারণ একটি আর তা হলো উযূ। এ হাদীসের রাবীদের একজন নু'আয়ম বলেন : فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ উক্তিটি নাবী ﷺ-এর উক্তি নাকি আবূ হুরায়রাহ্র উক্তি? হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে বলেন : সহাবীগণের থেকে যে দশজন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কারো বর্ণনাতে এ বাক্যটি আছে বলে আমি জানি না এবং যারা আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনাতেও আছে বলে জানি না কেবল নু'আয়ম-এর এ বর্ণনাটি ছাড়া। উযূকারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিন তার উযূর কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুভ্রতাকে বর্ধিতকরণে এ হাদীসটি দলীলস্বরূপ। তবে এ শুভ্রতাকে বর্ধিতকরণে উযূর অঙ্গগুলোকে কি পরিমাণ ধৌত করতে হবে এ নিয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। বলা হয়েছে হাত কাঁধ পর্যন্ত। পা হাঁটু পর্যন্ত। অন্য মতে বলা হয়েছে, হাত অর্ধ বাহু পর্যন্ত এবং পা নলা পর্যন্ত।

٢٩١ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (জান্নাতে) মু'মিনের অলংকার অর্থাৎ উযূর চিহ্ন সে পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌছবে (তাই উযূ সুন্দরভাবে করবে)।[৩০৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি একজন উযূকারীর হস্ত ও পা ধৌত করার যে ফার্য পরিমাণ রয়েছে তার অপেক্ষাও কিছু বেশি ধৌত করা ও অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও ধৌত বা মাসাহকরণে কমতি না করার প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٢ـ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৯২। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (হে মু'মিনগণ!) তোমরা দীনের উপর যথাযথভাবে অটল থাকবে। অবশ্য তোমরা সকল (কাজ) যথাযথভাবে করতে পারবে না, তবে মনে রাখবে তোমাদের সকল কাজের মধ্যে সলাতই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর উযূর সব নিয়ম-কানুনের প্রতি মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ লক্ষ্য রাখে না।[৩০৯]

---

[৩০৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৫০।

[৩০৯] **সহীহ :** আহ্মাদ ২১৮৭৩, ইবনু মাজাহ্ ২৭৭, দারিমী ৬৫৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকে, সকল নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এবং সত্যের অনুসরণ ও সঠিক পথকে আঁকড়িয়ে ধরার ইসলামের উপর অটল থাকতে হবে। তবে ওটা এমন এক পবিত্র আলো যার দ্বারা কারো অন্তর আলোকিত হলে সে সমস্ত মানবিক অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহ যাকে তাঁর তরফ থেকে শক্তিশালী করবেন সে কেবল সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে পারবে আর তার সংখ্যায় কম। তবে বিষয়টি কঠিন হওয়ার দরুন তার প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা অথবা ব্যক্তি যে অবস্থায় বর্তমান তার উপর ভরসা করে বসে থাকা কিংবা অক্ষমতা ও অনিচ্ছাবশতঃ 'আমালে ঘাটতি হওয়াতে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকা হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। বরং সঠিক পথের উপর অবিচল থাকার সহজ একটি উপায় হচ্ছে বিভিন্ন রকম 'ইবাদাত করতে থাকা, ক্বিরাআত, তাসবীহ, তাহলীল, সলাত অব্যাহত রাখা। সলাত নষ্টকারী কথা হতে বিরত থাকা। এমন এক বৈশিষ্টপূর্ণ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'ইবাদাতকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। বিশেষ করে এ সলাতের পূর্বশর্ত উযূর প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। এ হাদীসে উল্লিখিত সলাত দ্বারা গোপনীয় বিষয়ের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে। কেননা সলাত অশ্লীল ও অসমীচীন কাজ থেকে বাধা দেয়। পক্ষান্তরে উযূ বাহ্যিক বিষয়াবলীকে পবিত্র করে। উল্লেখ্য যে সর্বোত্তম 'আমাল সম্পর্কে বৈপরীত্যপূর্ণ অনেক হাদীস এসেছে। সুতরাং হাদীসটির সামঞ্জস্যতা প্রয়োজন। অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসের সামঞ্জস্য এভাবে যে এ হাদীসে উল্লিখিত خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ -কে مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ অর্থে ব্যবহার করতে হবে। এমনিভাবে হাদীসের শেষ অংশে মু'মিন বলতে পূর্ণ মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। পরিশেষে এক কথায় বলা যায় একজন মু'মিন ব্যক্তিকে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকার সর্বাধিক সহজ উপায় সলাত সংরক্ষণ করা এবং এ সলাতকে সংরক্ষণ করতে হলে এর পূর্বশর্ত উযূকে সংরক্ষণ করতে হবে।

٢٩٣ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ بِهٖ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৯৩। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ থাকতে উযূ করে তার জন্য (অতিরিক্ত) দশটি নেকী রয়েছে।[৩১০]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٤ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জান্নাতের চাবি হল সলাত। আর সলাতের চাবি হল ত্বহারাত (উযূ)।[৩১১]

---

[৩১০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫৯, য'ঈফুল জামি' ৫৫৩৬। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরিক্বী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। এছাড়াও আবূ গাত্বফি একজন মাজহুল বা অপরিচিত রাবী।

[৩১১] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৪২৫২, য'ঈফুল জামে ৫২৬৫। কারণ এর সানাদে আবূ ইয়াহইয়া আল ফাতাত থেকে সুলায়মান ইবনু কাওম রয়েছে যারা দু'জনই স্মৃতি বিভ্রাটজনিত কারণ দুর্বল রাবী। হাদীসের দ্বিতীয় অংশ তথা مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ -এর শাহিদ রিওয়ায়াত থাকায় তা সহীহ।

ব্যাখ্যা : ত্বিয়্যিবী বলেন : সলাতকে জান্নাতে প্রবেশের ভূমিকা বলা হয়েছে যেমন উযূকে সলাতের ভূমিকা করা হয়েছে। উযূ ছাড়া যেমন সলাত বিশুদ্ধ হয় না তেমন সলাত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা যায় না। যারা সলাত বর্জনকারীকে কাফির বলে এ হাদীসটি তাদের দলীল আর নিশ্চয়ই এ সলাত ঈমান ও কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্যকারী। আর অন্যান্যগণ বলেন : এ হাদীস সলাতের ব্যাপারে উৎসাহ দানকারী। আর তা এমন এক বিষয় যা থেকে অমুখাপেক্ষি থাকা যায় না এবং এ সলাত শাস্তি ছাড়া প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

٢٩٥ - وَعَنْ شَبِيبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولٰئِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৯৫। শাবীব ইবনু আবূ রাওহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক সহাবী হতে বর্ণনা করেন। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন এবং (সলাতে) সূরাহ্ আর্ রূম তিলাওয়াত করলেন। সলাতের মধ্যে তাঁর তিলাওয়াতে গোলমাল বেঁধে গেল। সলাত শেষে তিনি বললেন, মানুষের কি হল! তারা আমার সাথে সলাত আদায় করছে অথচ উত্তমরূপে উযূ করছে না। এটাই সলাতে আমার কিরাআতে গোলযোগ সৃষ্টি করে।[৩১২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনেকেই বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকেই সহাবী থেকে। তার মাঝে ইমাম নাসায়ী ও আহ্‌মাদও বর্ণনা করেছেন তাদের উভয়ের সানাদের রাবীগুলো বিশুদ্ধ কিন্তু মুজতারাবুল ইসনাদ। তবে তাদের দু'জনের সানাদই রাজেহ। হাদীস দ্বারা বুঝা যায় উযূতে ত্রুটি সৃষ্টিকারীরা ইমামের কিরাআতে ত্রুটি সৃষ্টির কারণ।

٢٩٦ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِهِ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقال هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৯৬। বানী সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি (সহাবী) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি কথা আমার হাতে অথবা তাঁর নিজের হাতে গুণে বললেন : *'সুবহা-নাল্ল-হ'* বলা হল দাঁড়ি পাল্লার অর্ধেক, আর *'আলহাম্‌দু লিল্লা-হ'* বলা হল দাঁড়ি পাল্লাকে পূর্ণ করা এবং *'আল্ল-হু আকবার'* বলা হল আকাশমণ্ডলী ও জমিনের মধ্যে যা আছে তা পূর্ণ করে দেয়া। সিয়াম ধৈর্যের অর্ধেক এবং পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[৩১৩]

ব্যাখ্যা : দুর্বল। তবে হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র হতেও বর্ণিত, হাদীসে সাওম (রোযা)-কে সবরের অর্ধেক বলা হয়েছে, তার কারণ সবর যেহেতু নাফ্‌সকে আনুগত্যে নিয়োজিত রাখে ও অবাধ্যতা হতে

---

[৩১২] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৯৪৮, জঈফুল জামি' ৫০৩৪। কারণ এর সানাদে 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমায়র-এর রয়েছে যার মুখস্থশক্তিতে পরিবর্তন ঘটেছিল এমনকি ইবনু মা'ঈন তাকে مخلط (মুখলাত্ব) বলেছেন। আর ইবনু হাজার তার ব্যাপারে তাদলিসের অভিযোগ এনেছেন।

[৩১৩] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৫১৯, য'ঈফুল তারগীব ৯৪৪। কারণ এর সানাদে ইবনু কুলায়ব হুবারী আল হিম্‌দী নামে একজন মাজহুল (অপরিচিত রাবী) রয়েছে। কারণ তার থেকে আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবি'ঈ ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি।

বিরত রাখে সাওম (রোযা) তেমন নাফ্সের প্রবৃত্তিকে অবাধ্য কাজ হতে পূর্ণাঙ্গভাবে দূরে রাখে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ হতে সাওম সবরের অর্ধেক।

٢٩٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ .

২৯৭। 'আবদুল্লাহ আস্ সুনাবিহী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন কোন মু'মিন বান্দা উযূ করে ও কুলি করে, তখন তার মুখ থেকে গুনাহ বের হয়ে যায়। আর যখন সে নাক ঝাড়ে তখন তার নাক থেকে গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধোয়, গুনাহ তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এরপর যখন নিজের দু'টি হাত ধোয়, তখন তার হাত হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার হাতের নখের নীচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন মাথা মাসাহ করে, মাথা হতে গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি দুই কান থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন নিজের পা দু'টো ধোয়, তার দুই পায়ের গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার পায়ের নখের নীচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। অতঃপর মাসজিদের দিকে গমন এবং তার সলাত হয় তার জন্য অতিরিক্ত।[৩১৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত মুখের গুনাহ বলতে– অশ্লীল কাজের দিকে ফুসলানো, অবাধ্য কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়া রয়েছে ইত্যাদি সগীরাহ্ গুনাহ। নাকের গুনাহ বলতে এমন বস্তুর ঘ্রাণ নেয়া যা বৈধ নয় যেমন– চুরি করা আতর। চেহারার গুনাহ বলতে এমন বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেয়া যার দিকে দৃষ্টি দেয়া বৈধ নয় যেমন কোন গাইরে মাহরাম নারীর দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি দেয়া। হাতের গুনাহ বলতে এমন গুনাহ যা স্পর্শ করা জায়িয নয়। মাথার গুনাহ বলতে অশ্লীল চিন্তা করা কানের গুনাহ বলতে অশ্লীল কিছু শোনা। পায়ের গুনাহ বলতে এমন কাজের উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া যা করা উচিত নয়।

হাদীসে উল্লেখ হয়েছে "অতঃপর যখন সে মাথা মাসাহ ঝরে তখন তার মাথা হতে গুনাহ ঝরে যায় এমনকি তার কান হতেও।" উল্লিখিত অংশ প্রমাণ করছে কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। অতএব মাথা মাসাহের পানি দিয়ে কান মাসাহ করতে হবে নতুন পানি দ্বারা নয়। এ হাদীস نَافِلَةً لَهُ বলা হয়েছে মর্মার্থ হচ্ছে– ব্যক্তি উযূ করার সাথে সাথে তার উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর গুনাহ ঝরে যায় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অঙ্গের গুনাহ থাকলে সেগুলোর গুনাহও মাফ হয়ে যায় অর্থাৎ– সগীরাহ গুনাহ। সগীরাহ গুনাহ যদি না থাকে তাহলে তার কাবীরাহ্ গুনাহ হালকা করা হবে। যদি কোন প্রকার গুনাহ না থাকে তাহলে তার মর্যাদাকে উন্নীত করা হবে। হাদীসটি একজন মুসলিমকে উযূর প্রতি উৎসাহিত করছে।

---

[৩১৪] **সহীহ লিগায়রিহী :** নাসায়ী ১০৩, সহীহুত্ তারগীব ১৮৫।

Contents

٢٩٨ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ববরস্থানে (অর্থাৎ- মাদীনার বাকী'তে) উপস্থিত হলেন এবং সেখানে (মৃতদের উদ্দেশে) বললেন : "আস্সালা-মু 'আলায়কুম, (তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) হে মু'মিন অধিবাসীগণ! আমরা ইনশা-আল্লাহ তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি। আমরা আশা করি, আমরা যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই"। সহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা আমার বন্ধু। আমার ভাই তারা যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি (পরে আসবে)। সহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মাতদের যারা এখনো আসেনি, তাদের আপনি ক্বিয়ামাতের দিন কিভাবে চিনবেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির একদল নিছক কালো রঙের ঘোড়ার মধ্যে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা সম্পন্ন ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াগুলো চিনতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনতে পারবে হে আল্লাহর রসূল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, আমার উম্মাত উযূর কারণে (ক্বিয়ামাতের দিন) সাদা ধবধবে কপাল ও সাদা হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে এবং আমি হাওযে কাওসারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসেবে উপস্থিত থাকব।[৩১৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "আমরা ইনশা-আল্লাহ তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি" বলেছেন অথচ মরণ সুনিশ্চিত। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের একাধিক উক্তি আছে যা দশ পর্যন্ত পৌঁছাবে। সে উক্তিগুলো থেকে সর্বাধিক স্পষ্ট হচ্ছে- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারাকাতের জন্য إِنْ شَاءَ اللهُ (ইন্শা-আল্ল-হ) বলেছেন, সন্দেহের জন্য নয়। অন্য এক মতে বলা হয়েছে- আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য এরূপ বলেছেন। যেমন- আল্লাহর বাণী (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২৩) : ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ হাদীসে সহাবীগণের প্রশ্ন "আমরা কি আপনার ভাই নই?" এর উত্তরে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "তোমরা আমার সহাবী।" এ ধরনের উত্তর দিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহাবীগণেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে আলাদা করে দেননি। বরং তাঁদের একটি আলাদা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহাবীগণের সামনে মু'মিনদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা কেবল উম্মাতে মুসলিমার জন্য খাস।

٢٩٩ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْظُرَ إِلٰى مَا بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ؟ مِنْ بَيْنِ

[৩১৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৪৯।

الْأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذٰلِكَ غَيْرَهُمْ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَد

২৯৯। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে ক্বিয়ামাতের দিন (আল্লাহর দরবারে) সাজদাহ্ করার অনুমতি দেয়া হবে। আর এভাবে আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবার অনুমতি দেয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সামনে (উপস্থিত উম্মাতদের দিকে) দৃষ্টি নিক্ষেপ করব এবং সকল নাবী-রসূলদের উম্মাতদের মধ্য হতে আমার উম্মাতকে চিনে নিব। এভাবে আমার পেছনে, ডান দিকে, বাম দিকেও তাকাব। আমার উম্মাতকে চিনে নিব। (এটা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে আপনি নূহ 'আলায়হিস্ সালাম থেকে আপনার উম্মাত পর্যন্ত এত লোকের মধ্যে আপনার উম্মাতকে চিনে নিবেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মাত উযূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা সম্পন্ন হবে, অন্য কোন উম্মাতের মধ্যে এরূপ হবে না। তাছাড়া আমি তাদেরকে চিনতে পারব এসব কারণে যে, তাদের ডান হাতে 'আমালনামা থাকবে এবং তাদেরকে আমি এ কারণেও চিনব যে, তাদের অপ্রাপ্ত বয়সের সন্তানরা তাদের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে।[৩১৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উযূর কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকানো উম্মাতে মুসলিমার খাস বৈশিষ্ট্য। এছাড়া হাদীসটিতে উম্মাতের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে চিনতে পারবেন। ক্বিয়ামাতের বিভীষিকাময় দিনে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যে হবেন তাঁর উম্মাতের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হবেন হাদীসটিতে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

(١) بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

অধ্যায়-১ : যে কারণে উযূ করা ওয়াজিব হয়

اَلْوُضُوْءُ (واو বর্ণে যম্মাযোগে) শব্দের অর্থ উযূ করা আর واو বর্ণে ফাতাহ যোগে اَلْوَضُوْءُ -এর অর্থ উযূর পানি। অত্র অধ্যায়ে ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যা উযূ বিনষ্ট করে ফেলে এবং অন্য একটি উযূ (নতুন উযূ) আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৩১৬] **সহীহ :** আহ্মাদ ৩১২৩০, সহীহুত্ তারগীব ১৮০।

৩০০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যার উযূ ছুটে গেছে তার সলাত কবূল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উযূ না করে।[৩১৭]

ব্যাখ্যা : সে ব্যক্তির সলাত প্রত্যাখ্যাত হয় বা গণ্য করা হয় না, সঠিক হয় না, যার সামনের এবং পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হয় যতক্ষণ না সে উযূ করে। আর উযূ পানি এবং মাটি উভয়ের দ্বারাই হতে পারে। উযূ অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা যা গোসল, উযূ এবং তায়াম্মুম দ্বারা হতে পারে। এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়ার মাধ্যমে উযূ বিনষ্ট হবে আর উযূ না হলে সলাত সঠিক হবে না। চাই তার নির্গত হওয়াটা নিরুপায় অবস্থায় হোক বা স্বাভাবিক অবস্থায় হোক। কেননা হাদীসে উভয় অবস্থার মাঝে কোন পার্থক্য বর্ণিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ঐ লোকদের প্রতিউত্তর যারা বলে যেহেতু তার উযূ নষ্ট হয়ে গেছে তাই সে উযূ করে আগের সলাতের উপর নির্ভর করবে। তৃতীয়তঃ সকল সলাত পবিত্রতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল। আর জানাযা, ঈদ সহ সমস্ত সলাত এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ উযূ ছাড়া কোন সলাত গৃহীত হবে না।

قَوْلُهٗ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ) (পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সলাত গৃহীত হয় না)। অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া অর্থ এ নয় সলাতটি পবিত্রতার পরিপন্থি কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। কেননা অন্যান্য শর্তের ন্যায় পবিত্রতার ভিন্নধর্মী বিষয়ের সাথেও সলাতের সম্পৃক্ততা থাকা অবশ্যক। তবে যদি পবিত্রতার পরিপন্থী দ্বারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঠিক আছে। আর তা হল حَدَثٌ হাদাস অর্থাৎ এমন অপবিত্রতা যা উযূ, গোসল বা তায়াম্মুম ছাড়া দূরিভূত হয় না।

قَوْلُهٗ (وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ) (খিয়ানাতের মাল সদাক্বাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না) غُلُوْلٌ অর্থ হারাম সম্পদ। غُلُوْلٌ (গুলূল) এর মূল অর্থ গানীমাতের মালে খিয়ানাত করা। গানীমাতের সম্পদ বণ্টিত হওয়ার পূর্বে তা চুরি করা হারাম।

যে ব্যক্তিই সংগোপনে কোন কিছুতে বিশ্বাসঘাতকতা করল বা খিয়ানাত করল সেই গুলূল করল। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন : হারাম সম্পদের সদাক্বাহ্ প্রত্যাখ্যান এবং শাস্তির যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উযূ বা পবিত্রতা ছাড়াই সম্পাদিত সলাতের ন্যায়। অতএব, সলাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সম্পদ পবিত্র হওয়া শর্ত। এ হুকুমটি সকল প্রকার হারাম সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এখানে গানিমাতের আত্মসাৎকৃত সম্পদের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটা হতে পারে যে, গানিমাত সকলের অধিকার সম্বলিত সম্পদ। আর অন্যের অধিকার যুক্ত সম্পদের সদাক্বাই যদি গ্রহণ করা না হয় তাহলে একক অধিকারভুক্ত সম্পদ গৃহীত না হওয়াটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

٣٠١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : পাক-পবিত্রতা ছাড়া সলাত এবং হারাম ধন-সম্পদের দান-খায়রাত কবূল হয় না।[৩১৮]

---

[৩১৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩৫, মুসলিম ২২৫।

[৩১৮] **সহীহ :** মুসলিম ২২৪।

٣٠٢- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০২। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক 'মাযী' বের হত। কিন্তু আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যার (ফাত্বিমার) স্বামী, তাই এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। তাই আমি মাসআলাটি জানার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করতে মিক্বদাদকে বললাম। সে (নাম প্রকাশ ব্যতীত) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ অবস্থায় সে প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে ও তারপর উযূ করে নিবে।[৩১৯]

ব্যাখ্যা : مَذِيٌّ (মাযী) বলা হয় সাদা পাতলা আঠালো ধরনের একপ্রকার পানি যা স্ত্রীর সাথে প্রেমালাপ, চুম্বন, সহবাসের স্বরণ বা পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা হলে স্ত্রী-পুরুষের গোপন অঙ্গ থেকে বের হয়। আবার কখনো কখনো এর বের হওয়াটা অনুভূত হয় না।

مَذِيٌّ (মাযী) সম্পর্কে জিজ্ঞেসের কারণ সেটি গোসল আবশ্যককারী নাপাকী কিনা তা জানা। মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারো নাম উল্লেখ ছাড়াই এর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যা শুধুমাত্র 'আলীর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এ বিষয়ে প্রশ্নকারী নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন এ বর্ণনায় মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা আবার নাসায়ীর বর্ণনায় 'আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা এবং ইবনু হিব্বান ও তিরমিযীর বর্ণনায় 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা উল্লেখ হয়েছে। ইবনু হিব্বান এ ক্ষেত্রে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমতঃ আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করতে বলেন। পরবর্তীতে মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন। পরে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন। কিন্তু ইবনু হিব্বান পরক্ষণে উল্লেখ করেন যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি "আমি লজ্জায় তাঁকে প্রশ্ন করতে পারিনি" এটি প্রমাণ করে তিনি স্বয়ং প্রশ্ন করেননি।

قَوْلُهٗ (يَغْسِلُ ذَكَرَهٗ) (মাযী বের হলে সে তার গোপন অঙ্গ ধৌত করবে) যেহেতু মাযী অপবিত্র তাই তা আগে অপসারণ করতে হবে। তারপর উযূ। গোপনাঙ্গের কতটুকু ধৌত করতে হবে তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য অভিমত হল মাযী বের হওয়ার স্থানটুকু ধৌত করাই যথেষ্ট, সবটুকু নয়। তবে সাবধানতা অবলম্বনার্থে মাযী ছড়িয়ে পড়া স্থানসমূহ ধৌত করা উত্তম। হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্যমতে মাযী বের হলে পানি দ্বারা ধৌত করাই নির্দিষ্ট। হাদীসের শেষাংশ থেকে প্রতীয়মান হয় মাযীতে শুধু উযূই ভঙ্গ হয়। অতএব তাতে গোসল ওয়াজিব হয় না।

٣٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩০৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আগুন দিয়ে পাকানো কোন জিনিস খেলে তোমরা উযূ করে নিবে।[৩২০]

ইমাম মুহ্য়িয়ুস্ সুন্নাহ্ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের হুকুম ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

---

[৩১৯] **সহীহ :** বুখারী ১৩২, ১৭৮, ১৬৯, মুসলিম ৩০৩; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

[৩২০] **সহীহ :** মুসলিম ৩৫২।

٣٠٤ـ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩০৪। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বকরীর রানের (পাকানো) গোশ্‌ত খেয়ে সলাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করেননি।[৩২১]

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ (تَوَضَّؤُا وِمِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (তোমরা আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে উযূ করবে) পাকানো, ভাজা বা আগুন যাতে প্রভাব বিস্তার করে এমন খাদ্য হল আগুনে পাকানো খাদ্য। উযূ দ্বারা উদ্দেশ্য সলাতের উযূ। এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় আগুনে পাকানো খাবার খাওয়া উযূ ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ। তবে এ মাসআলাতে উলামার মতভেদ রয়েছে।

* পূর্ব ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামার মতে এটি উযূ ভঙ্গের কোন কারণ নয়।

– আর একদলের মতে আগুনে পাকানো খাবার খেলে শার'ঈ উযূ করা আবশ্যক। তাদের দলীল আবূ – হুরায়রার এ হাদীসসহ এ বিষয়ে বর্ণিত আরোও কতিপয় হাদীস। তবে প্রথম মতাবলম্বীরা বিভিন্নভাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যা বা উত্তর দিয়েছেন। যথা :

(১) হাদীসে উযূ দ্বারা উদ্দেশ্য মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ধৌত করা। তবে তাদের এ কথাটি প্রত্যাখ্যাত। কেননা প্রতিটি শব্দের শার'ঈ অর্থ অন্য অর্থের উপর প্রাধান্যযোগ্য।

(২) এ হাদীসে 'আম্‌রটি মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ওয়াজিব অর্থে নয়। তাদের এ দাবীও প্রত্যাখ্যাত। কেননা আমরের আসল অর্থ হল وجوب বা কোন কিছু আবশ্যক হওয়া।

– যখন এ বিষয়ে বর্ণিত পরস্পর বিপরীত হাদীসগুলোর অগ্রাধিকার যোগ্যতা সুস্পষ্ট নয় তখন আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের আমালের মাধ্যমে একটি দিককে প্রাধান্য দিব। আল্লামা ইমাম নাবাবী (রহঃ) (شرح المهذب) গ্রন্থে এটিকে সন্তোষজনক অভিমত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে ইমাম বুখারীর ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের ভূমিকায় তিন খলিফা হতে বর্ণিত আসার নিয়ে আমার রহস্যও উন্মোচিত হয়। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ বিষয়ে সহাবী তাবি'ঈদের মাঝের মতবিরোধটা অতি সুপরিচিত। অতঃপর আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে উযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়েছে।

(৩) এ হাদীসটি আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে উযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস ও উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

– ভাষ্যকার বলেন : আমার নিকট তৃতীয় উত্তরটি অধিক শক্তিশালী। কারণ নাসখের দাবীর চেয়ে ঢের উত্তম। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে আগুনে পাকানো খাদ্যের ব্যাপারে উযূ করার আদেশ প্রদানের রহস্য হল তারা (মুসলিমরা) অজ্ঞতার যুগে অল্পই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। অতঃপর ইসলামে যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি স্বীকৃতি ও ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করল, তখন মু'মিনদের প্রতি সহজ করণার্থে সে আদেশ রহিত করা হয়।

আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে শার'ঈ উযূ আবশ্যক হওয়ার বর্ণনাটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা রহিতকরণের উপর এ বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, রহিতকরণের দাবি তখনই সঠিক হবে যখন একটি আরেকটির পূর্বে ঘটেছে বলে ইতিহাস থেকে জানা যাবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে : বায়হাক্বী থেকে ইমাম

[৩২১] **সহীহ :** বুখারী ২০৭, মুসলিম ৩৫৪।

শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বর্ণনামতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মাক্কাহ্ বিজয়ের পর রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সহচর্যে এসেছেন যা মুহাম্মাদ বিন 'আম্র বিন 'আত্বা হতে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসটি পরের।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীস রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি অধিক সুস্পষ্ট যেখানে বলা হয়েছে كَانَ أٰخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِهٖ وَسَلَّمَ (অর্থাৎ রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বশেষ 'আমাল ছিল আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে উযূ না করা)। হাদীসটি সহীহ হলেও কেউ কেউ এটির একটি ত্রুটি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, যে চেষ্টাকে মুসনাদে আহমাদে জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বাতিল করে দেয় যেখানে বলা হয়েছে "রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সহাবীগণের নিয়ে খেয়ে প্রস্রাব করার পর উযূ করে যুহর সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আবার সহাবীগণের নিয়ে খেয়ে বিনা উযূতে আসর সলাত আদায় করলেন।" এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে উযূ করেননি।

٣٠٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৫। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি বকরীর গোশ্ত খেলে উযূ করব? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি চাইলে করতে পার, না চাইলে না কর। সে আবার জিজ্ঞেস করল, উটের গোশ্ত খাবার পর কি উযূ করব? রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাঁ, উটের গোশ্ত খাবার পর উযূ কর। অতঃপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, বকরী থাকার স্থানে কি সলাত আদায় করতে পারি? রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, পারো। তারপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, উটের বাথানে কি সলাত আদায় করব? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না।[৩২২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি উটের গোশ্ত খাওয়ার ফলে সর্বাবস্থায় উযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য চাই তা কাঁচা হোক বা পাকানো হোক।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছাগলের গোয়ালে সাধারণত সলাত আদায় করা বৈধ। আর এটিই সঠিক বক্তব্য যদিও ইমাম আবূ হানিফা ও শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

উট বসার স্থানে সলাত আদায় করা হারাম। ইমাম আহমাদ এবং ইবনু হায্ম এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। তবে জমহুরের মতে যদি স্থানে নাজাসাত বা অপবিত্রতা না থাকে তাহলে সলাত আদায় করা মাকরূহ বা অপছন্দীয় আর যদি অপবিত্রতা থাকে তাহলে সলাত আদায় করা হারাম। জমহুরের এ উক্তিটি সঠিক হত যদি নিষেধের কারণ নাজাসাত বা অপবিত্রতা হতো মূলত যা এখানে উটের পেশাব-পায়খানা কিন্তু এ কথা প্রমাণিত যে সেকল প্রাণীর গোশ্ত হালাল তার পেশাব-পায়খানাও হালাল। যদি উটের পেশাব-পায়খানা নাজাসাত হাওয়ার বিষয়টি মেনে নেয়া হয় তারপরেও সেটিকে নিষেধের কারণ বানানো সঠিক হবে না। কেননা যদি নাজাসাতই কারণ হতো তাহলে উট এবং ছাগলের হুকুম ভিন্ন হতো না যেহেতু উভয়ের পেশাব-পায়খানার হুকুম একই।

---

[৩২২] **সহীহ :** মুসলিম ৩৬২।

মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে নিষেধের কারণ উটের পলায়ন করার যে স্বভাব রয়েছে তা। কিন্তুএটিই যদি কারণ হতো তাহলে রসূল ﷺ উট গোয়ালে উপস্থিত থাকা এবং না থাকার মাঝে পার্থক্য করতেন না, বরং সর্বাবস্থায় যেখানে সলাত আদায় করা হারাম বলতেন চাই তা উপস্থিত থাক আর না থাক। এছাড়াও অনেকে আরও অন্যান্য কারণ উল্লেখ করেছেন যেগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : নিষেধের কারণের ক্ষেত্রে এ মতবিরোধ জানার পর এ স্পষ্ট হল নাহীর দাবী তাহরীম তথা (কোন কিছু হারাম সাব্যস্ত করা) এর উপর ক্ষান্ত থাকাই হল সঠিক বক্তব্য, এখানে এর কারণ অন্বেষণের কোন অবকাশ নেই। যেমনটি ইমাম আহমাদ ও দাউদ যহেরী বলেছেন।

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাহনকে সুত্রাহ্ বানিয়ে সলাত আদায় করার হাদীসটি এর বিপরীত নয়। কারণ তা ছিল সফরে প্রয়োজনীয় অবস্থায়।

٣٠٦ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৬। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু (বায়ু) শব্দ পায় এবং এরপর তার সন্দেহ হয় যে, তার পেট হতে কিছু (বায়ু) বের হয়েছে কিনা, তাহলে সে যেন (উযূ) নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে মাসজিদ হতে বের না হয়, যে পর্যন্ত সে (বায়ু বের হবার দরুন) কোন শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়।[৩২৩]

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ (حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (যতক্ষণ না সে বায়ু বের হওয়ার শব্দ বা নির্গত বায়ুর গন্ধ পাবে ততক্ষণ সলাত ছেড়ে আসবে না)। এর অর্থ হল যতক্ষণ না সে শব্দ শ্রবণ বা গন্ধ পাওয়া বা অন্য যে কোন পন্থায় তার বায়ু নির্গত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয় ততক্ষণ সলাত পরিত্যাগ করবে না বা ছেড়ে আসবে না। তবে এতে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র শব্দ শ্রবণ বা গন্ধ পাওয়াটিই শর্ত নয়।

এ হাদীস আরও প্রমাণ করে যে, শারী'আতের কোন বিষয়ে সন্দেহের মাধ্যমে সুনিশ্চিত বিষয় বাতিল হয়ে যাবে না। অতএব যার সন্দেহ হবে বায়ু নির্গত হয়েছে কিনা তবে সে তার উযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত থাকবো নিশ্চিত না হাওয়া পর্যন্ত এ সন্দেহ তার কোন ক্ষতি করবে না। আর এটি অন্যান্য বিষয়েও সমভাবে প্রযোজ্য।

٣٠٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৭। 'আবদুলাহ ইবনু 'আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে।[৩২৪]

ব্যাখ্যা : دَسَمٌ (দাসাম) অর্থ দুধের উপর প্রকাশিত চর্বি। এটি দুধ খেয়ে কুলি করার কারণের বর্ণনা। আর এটি প্রমাণ করছে প্রত্যেক চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে কুলি করা উত্তম। যাতে মুখের অবশিষ্ট চর্বি মুসল্লীর মনকে তার সলাত থেকে অন্যদিকে না নিয়ে যায়। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পরিষ্কার-পরিছন্নতার

---

[৩২৩] **সহীহ :** মুসলিম ৩৬২।

[৩২৪] **সহীহ :** বুখারী ২১১, মুসলিম ৩৫৮।

স্বার্থে চুর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে হস্তদ্বয় ধৌত করা ভাল। অধ্যায়ের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য হল উল্লিখিত কুলিটা উযূর পরিপূরক।

٣٠٨ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهٗ فَقَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهٗ يَا عُمَرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৮। বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন এক উযূতে কয়েক ওয়াক্তের সলাত আদায় করলেন এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, আজ আপনি এমন কিছু করলেন যা পূর্বে কখনো করেননি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে 'উমার! আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি।[৩২৫]

ব্যাখ্যা : সহাবীর বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায় রসূল এরূপ 'আমাল আদৌ করতেন না। মূলত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরূপ কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না বটে। তবে তিনি ইতোপূর্বে এরূপ 'আমাল মাঝে মাঝে করতেন মর্মে প্রমাণিত রয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ সর্বোত্তম হল প্রতি সলাতের জন্য আলাদা আলাদা উযূ করা যেমনটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভ্যস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এক উযূ দ্বারা অনেক ফারয এবং নাফ্ল সলাত আদায় করাও বৈধ, মাকরূহ নয়। তবে প্রস্রাব-পায়খানার চাপ সৃষ্টি করলে তা সম্পূর্ণ করে নতুনভাবে উযূ করে নিবে। আর এটিই অধিকাংশ ওলামার অভিমত। তবে এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী "যখনই তোমরা সলাত সম্পাদনের ইচ্ছা করবে তখন উযূ কর" এর সাথে সংঘর্ষিক মনে হয় যেহেতু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সলাতের জন্য উযূ করার আদেশ দিয়েছেন। এর সমাধানকল্পে অনেক মতের সৃষ্টি হয়েছে। জমহুরের মতে আয়াতে অর্থ হল إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِيْنَ (যখন তোমরা উযূবিহীনবস্থায় সলাত সম্পাদনের ইচ্ছা করবে) অর্থাৎ অযু অবস্থায় থাকলে পুনরায় উযূ করতে হবে না। যদিও আয়াতটি বাহ্যিকভাবে পবিত্র অপবিত্র সকলের উযূ করার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই জমহুরের মতানুযায়ী আয়াত দ্বারা উযূবিহীন ব্যক্তির উযূ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। এটিই সঠিক অভিমত। আবার কেউ কেউ বলেন : আয়াতে আদেশ দ্বারা উত্তম উদেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য প্রতিটি সলাতের প্রারম্ভে উযূ করা ভাল। আর উযূহীন ব্যক্তির উপর উযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আবার কেউ কেউ বলেন আয়াত দ্বারা সকলের উপর উযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি শুরুতে কার্যকর থাকলেও পরে তা রহিত হয়েছে।

٣٠٩ـ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنٰى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهٖ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩০৯। সুওয়াইদ ইবনু নু'মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁরা খায়বারের অতি নিকটে 'সহ্বা' নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আস্রের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আহার পরিবেশন করতে বললেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছু পাওয়া

[৩২৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৭।

Contents

গেল না। তিনি নির্দেশ দিলেন। তাই পানি দিয়ে ছাতু নরম করা হল। এ ছাতু তিনি নিজেও খেলেন আমরাও খেলাম। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের সলাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং শুধু কুলি করলেন। আর আমরাও কুলি করলাম। এ অবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করলেন, অথচ নতুনভাবে উযূ করলেন না।[৩২৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ সফরকালে খাদ্য বহনে করা আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদের মতে সরকারের জন্য খাদ্য সংকটের সময় খাদ্য গুদামজাতকারীদের পাকড়াও করে ক্রেতাদের নিকট সে গুদামজাতকৃত খাদ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা বৈধ। তৃতীয়তঃ চর্বিবিহীন কোন খাবার দাঁতের মাঝে আবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা থাকলে তা থেকে কুলি করা মুস্তাহাব বা ভাল। চতুর্থতঃ আগুনে পাকানো খাবার গ্রহণ উযূ ভঙ্গের কোন কারণ নয় এবং উযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তের সলাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করা ওয়াজিব নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٠ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩১০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (বায়ু নির্গত হবার) শব্দ কিংবা গন্ধ পেলেই কেবল উযূ করতে হবে।[৩২৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ মাযী বের হলে উযূ ওয়াজিব হয়, গোসল নয়। আর মানী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন যে, মানী বের হলে গোসল ওয়াজিব। কারণ তিনি অনুধাবন করেছেন যে, মানুষ এ বিষয়ে মুখপেক্ষি হবে। আর বালাগের পরিভাষায় এটিকে أُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ বলা হয়।

٣١١ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১১। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে 'মাযী' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'মাযীর' কারণে উযূ আর 'মানীর' কারণে গোসল করতে হবে।[৩২৮]

٣١٢ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩১২। উক্ত রাবী ['আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতের চাবি হল 'উযূ', আর সলাতের 'তাহরীম' হল 'তাকবীর' (অর্থাৎ *আল্ল-হু আকবার* বলা) এবং তার 'তাহলীল' হল (সলাতের শেষে) সালাম ফিরানো।[৩২৯]

---

[৩২৬] **সহীহ :** বুখারী ২০৯।
[৩২৭] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ৯৭৪৩, তিরমিযী ৭৪, ইবনু মাজাহ্ ৫১৫, সহীহুল জামি' ৭৫৫২।
[৩২৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১১৪।

Contents

ব্যাখ্যা : সলাতের চাবি হল (উযূ, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে) পবিত্রতা অর্জন করা সক্ষম ব্যক্তির জন্য পানি দ্বারা আর পানি ব্যবহারে অক্ষমের জন্য মাটি দ্বারা। এখানে রূপকার্থে তাকবীর এবং সালামকে সলাতের হারাম ও হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যথায় প্রকৃত হালাল-হারামকারী হল আল্লাহ তা'আলা। হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলা সলাতের মধ্যে যে সকল কথা কাজ হারাম করেছেন তা তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে হারাম হওয়া আর হালাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সলাতের বাইরে যে সকল কথাকর্ম হালাল করেছেন তা সালামের মাধ্যমে হালাল হওয়া।

٣١٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عنه وَعَنْ وَأَبِي سَعِيدٍ.

৩১৩। ইবনু মাজাহ্ এ হাদীসটিকে 'আলী ও আবূ সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৩০]

٣١٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩১৪। 'আলী ইবনু ত্বল্ক্ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কারও যখন বায়ু বের হয়, তখন সে যেন আবার উযূ করে নেয়। আর তোমরা নারীদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে না।[৩৩১]

ব্যাখ্যা : যখন কারো পিছনের রাস্তা দিয়ে শব্দহীন বাতাস বের হয় যা শোনা যায় না চাই তা ইচ্ছাকৃত বের হোক বা অনিচ্ছাকৃত তখন সে যেন উযূ করে। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন সলাত ছেড়ে ফিরে যায় এবং উযূ করে পুনরায় তা আদায় করে। আর মহিলাদের পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা হারাম। এখানে উভয় বাক্যের মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান হল রসূল যখন বায়ুর বিষয়টি উল্লেখ করলেন যা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয় এবং পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকে দূরীভূত করে দেয় তখন সাথে সাথে সে বিষয়েরও উল্লেখ করলেন যা পবিত্রতা দূরকরণে আরো কঠোর। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হওয়া উযূ ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ।

٣١٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩১৫। মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : চোখ দু'টো হল গুহ্যদ্বারের ফিতা-বন্ধন স্বরূপ। সুতরাং চোখ যখন ঘুমায় ফিতা (ঢাকনা) তখন খুলে যায়।[৩৩২]

---

[৩২৯] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৬১৮, আত্ তিরমিযী ৩, আহ্মাদ ১/১২৯, দারিমী ৭১৪।

[৩৩০] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ২৭৫, ২৭৬।

[৩৩১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১১৬৫, আবূ দাউদ ২০৫। শব্দবিন্যাস আত্ তিরমিযীর اَلسَّهُ (আস্ সাহু) হলো নিতম্বের নাম। আর اَلْوِكَاءُ (আল বিকা-উ) হলো মশকের মুখবাধার রশি।

[৩৩২] **হাসান :** আহমাদ ১৬৪৩৭, দারিমী ৭২২, সহীহুল জামি' ৪১৪৮। এর সানাদে আবূ বাক্র ইবনু আবূ মারইয়াম নামক একজন দুর্বল রাবী থাকা সত্ত্বেও তার শাহিদ বর্ণনা থাকায় হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে রসূল ﷺ عَيْنٌ (চক্ষু) দ্বারা জাগ্রত অবস্থা বুঝিয়েছেন। কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির অবলোকন করতে সক্ষম কোন চক্ষু থাকে না। তিনি জাগ্রত অবস্থাকে মশকের বাধনের ন্যায় নিতম্বের বাধন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে মশকের মালিকের ইচ্ছায় রশি দ্বারা যেমনভাবে তা সর্বদায় ধাধা থাকে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের ইচ্ছায় জাগ্রত অবস্থার মাধ্যমে তার নিতম্বটি কোন কিছু বের হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকে। এর অর্থ হল জাগ্রত অবস্থাটা নিতম্বের বাঁধনস্বরূপ বা কোন কিছু বের হওয়া থেকে সংরক্ষক। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে বুঝতে পারে কিন্তু যখনই সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তা আর বুঝতে পারে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের কারণে নিজের উপর কর্তৃত্ব হারায়। ফলে অধিকাংশে সময় তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হয়ে যায় যা সে বুঝতেই পারে না। যার ফলে শারী'আত এ প্রবল বিষয়টিকে ইয়াকিনের স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর উযূ আবশ্যক করেছে।

٣١٦ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ هٰذَا فِيْ غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ

৩১৬। 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুহ্যদ্বারের ফিতা বা ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়। তাই যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন উযূ করে।[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এবং পরবর্তী হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র ঘুমই উযূ ভঙ্গের কারণ নয় বরং ভেঙ্গে যায়। আর এজন্য এর হুকুম থেকে যে ঘুমকে বের করে দেয়া হয়েছে যা জমিনের উপর উপবিষ্ট হয়ে পাতা সম্ভব। অর্থাৎ এ প্রকারের ঘুমে উযূ ভাঙ্গবে না।

٣١٧ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رَءُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّأُوْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ يَنَامُوْنَ بَدَلَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ

৩১৭। আনাস رضي الله عنه হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ 'ইশার সলাতের জন্য বসে অপেক্ষা করতেন। এমনকি ঘুমের আমেজে তাদের মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তো। এরপর তারা সলাত আদায় করতেন, অথচ নতুন উযূ করতেন না।[৩৩৪] তবে ইমাম তিরমিযী "ইশার সলাতের অপেক্ষায় বসে থাকতেন"- এর জায়গায় "ঘুম যেতেন" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শুয়ে বা চিৎ হয়ে ঘুমায় এর দ্বারা তার উযূ ভেঙ্গে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি জমিনের উপর তার নিতম্ব রেখে বসে বসে ঘুমায় অতপর জাগ্রত হয়ে দেখে যে, সে তার নিতম্ব বা বসন আগের অবস্থায় রয়েছে তাহলে এর দ্বারা তার উযূ বাতিল হবে না। তৃতীয়তঃ কেউ কেউ বলেন : এ হাদীসটি হালকা ঘুমের ক্ষেত্রে উযূ ভঙ্গ হয় না। তেমনিভাবে নাক ডাকা এবং জাগ্রতকারটিও। কারণ কেউ কেউ গভীর ঘুমে যাওয়ার পূর্বে ঘুমের সাথে সাথেই নাক ডাকা শুরু করে আবার কাউকে এ অবস্থায় জাগিয়ে তুলতে হয় যাতে সে গভীর ঘুমে তন্ময় না হয়ে যায়।

---

[৩৩৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২০৩, সহীহুল জামি' ৭১১৭।

[৩৩৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২০০, আত্ তিরমিযী ৭৮, মুসলিম ৩৭৬।

٣١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهٗ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১৮। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয়ই উযূ সে ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়। কারণ কাত হয়ে ঘুমালে শরীরের বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ে।[৩৩৫]

ব্যাখ্যা : ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গের বিষয়ে উলামা আটটি অভিমতে বিভক্ত হয়েছে যেগুলোকে তিনটিতে সীমিত করা যায়। যথা–

১ম অভিমত : সর্বাস্থায় ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, চাই ঘুম কম হোক বা বেশি হোক।

২য় অভিমত : কোন অবস্থাতেই ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গ হবে না।

৩য় অভিমত : হালকা এবং গভীর ঘুমের মাঝে পার্থক্যকরণ। (অর্থাৎ হালকা ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গ হবে না আর গভীর ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গ হবে।) এটি প্রধান সহাবা, তাবি'ঈ ফুকহায়ূল ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত। আর এটি সঠিক অভিমত। এতএব, শুধুমাত্র ঘুমই উযূ ভঙ্গের কারণ নয় বরং এজন্য যে, ঘুম বায়ুর নিগর্মন নিয়ন্ত্রণকারী বা রোধকারী গ্রন্থীসমূহ শিথিল হওয়াই কারণ।

৩য় মতাবলম্বীরা আবার ঘুম কম বেশির পরিমাণ বর্ণনা, উযূ ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিবেচিত বা গ্রহণযোগ্য ঘুম নির্ধারণ এবং সেই ঘুমের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণে অনেক মতবিরোধ করেছেন যা গ্রন্থিসমূহ শিথিল হওয়ার কারণ এবং অনুভূতি চেতনা লোপ হওয়র কারণ। ভাষ্যকার 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত হল যে ঘুমের মাধ্যমে চেতনা লোপ পায়, সেই গভীর ঘুমই উযূ ভঙ্গের কারণ চাই তা যে ধরনের ঘুমই হোক না কেন। তাই চেতনা লোপ পাওয়াটাই আমার নিকট ঘুমের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গের শর্ত। এতএব, যখন চেতনা বা অনুভূতি লোপ পায় তখন ঘুমন্ত ব্যক্তি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তার উযূ ভেঙ্গে যাবে। আর হুকুমটি শুধুমাত্র গা এলিয়ে শায়িত ব্যক্তির সাথে সীমিত নয় যেমনটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি প্রমাণ করে। কারণ এ হাদীসটি য'ঈফ। আর শায়িত ব্যক্তির হালকা ঘুমের মাধ্যমে তার উযূ বাতিল হবে না।

٣١٩- وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفِلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৯। বুসরাহ্ বিনতু সফ্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে তাকে উযূ করতে হবে।[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে যে সব মাস্আলা সাব্যস্ত হয় তা হল :

কোন ব্যক্তি (পুরুষ) স্বহস্তে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করা তা উযূ ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ হবে। এখানে স্পর্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হাতের তালুর উপর বা নিম্নভাগ দ্বারা কোন প্রকার আবরণ ছাড়াই স্পর্শ করা।

---

[৩৩৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২০২, আত্ তিরমিযী ৭৭, য'ঈফুল জামি' ১৮০৮। কারণ এর সানদে ইয়াযীদ ইবনু খালিদ আদ্ দালানী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে এবং সে হাদীসের মতনের ক্ষেত্রেও ভুল করে।

[৩৩৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৮১, আত্ তিরমিযী ৮২, নাসায়ী ৪৪৭, মালিক [illegible]১, আহ্মাদ ২৬৭৫১, সহীহুল জামি' ৬৫৫৪, ইবনু মাজাহ ৪৭৯, দারিমী ৭৫১।

আর এটিই সহাবা ও তাবি'ঈগণের একটি দল, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত।

অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি হাতের তালুর উপরিভাগ বা নিম্নভাগ দ্বারা স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে তারও উযূ বাতিল হয়ে যাবে। যা মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাক্বীতে 'আম্‌র বিন শু'আয়ব কর্তৃক তার পিতা, তার দাদা থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। রসূল ﷺ বলেন, «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (অর্থাৎ কোন পুরুষ তার লজ্জাস্থান কোন আবরণ) ছাড়া স্পর্শ করবে সে যেন উযূ করে। আর কোন মহিলা কোন আবরণ ছাড়া স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সেও যেন উযূ করে। ইমাম তিরমিযী اَلْعِلَلُ (আল 'ইলাল) গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসটি সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। আর এ হাদীসটি এ বিষয়ে মহিলা পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য না থাকার স্পষ্ট প্রমাণ।

٣٢٠ـ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وروى ابن مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ هٰذَا مَنْسُوْخٌ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ قُدُوْمِ طَلْقٍ

৩২০। ত্বল্‌ক্ব ইবনু 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, উযূ করার পর কেউ যদি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে এর হুকুম কী? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটা তো মানুষের শরীরেরই একটা অংশবিশেষ।[৩৩৭]

ইমাম মুহ্‌য়িয়ুস সুন্নাহ্ (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত)। কেননা আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه ত্বল্‌ক্ব-এর মাদীনাহ্ আগমনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা : বাহ্যিকভাবে এ হাদীস থেকে লজ্জাস্থান স্পর্শ করায় উযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়টিই প্রমাণিত হয়। আর হানাফীগণ এ মতাবলম্বী। তারা (নিজের মত প্রতিষ্ঠাকল্পে বুসরা বিনতে সফওয়ানের হাদীসের দশটির বেশি উত্তর দিয়ে তা খণ্ডন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন যার সবগুলোই ভিত্তিহীন ও প্রত্যাখ্যাত। শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী পাঁচটি তুহফাতে প্রতিউত্তর উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্টগুলো এখানে উল্লেখ করা হল :

(১) তারা বলেন যে, বুসরাহ্ বিনতু সফওয়ান-এর হাদীসটি মারওয়ান থেকে 'উরওয়াহ্ رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণিত, আর মারওয়ান তার অপকর্মের কারণে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। অথবা হাদীসটি মারওয়ান-র দেহরক্ষী থেকে 'উরওয়াহ্ এর সূত্রে বর্ণিত যে একজন অপরিচিত রাবী। (অতএব হাদীসটি সহীহ নয়)।

'উরওয়ার উক্তির মাধ্যমেই এর উত্তর দেয়া যায়, তিনি বলেন : "মারওয়ানকে হাদীস বর্ণনায় অভিযুক্ত করা হত না।" এছাড়াও তার থেকে সহাবী সাহ্‌ল বিন সা'দ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক তাঁর হাদীসের উপর আস্থা রেখেছেন। ইমাম বুখারীও তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীস নিয়ে এসেছেন। আর 'উরওয়াহ্ তার থেকে এ হাদীসটি তার অপকর্ম এবং 'আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের পূর্বে গ্রহণ করেছেন। ইবনু হায্‌ম (রাহঃ) বলেন : "আবদুল্লাহ বিন যুবায়র رضي الله عنه-এর বিরোধিতা করার পূর্বে মারওয়ান-এর কোন ত্রুটি আমরা জানি না। আর সে সময়েই তার সাথে 'উরওয়ার সাক্ষাৎ ঘটেছে।

---

[৩৩৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৮২, আত্ তিরমিযী ৮৫, নাসায়ী ১৬৫। ইবনু মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে এটিও প্রমাণিত যে, 'উরওয়াহ্ বুসরাহ্ থেকে কারো মাধ্যম ছাড়াই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিমসহ আরও অনেক মুহাদ্দিস নিশ্চিত করে বলেছেন। আর বুসরার হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম তাদের উভয়ের গ্রন্থে সংকলন না করায় এটা প্রমাণিত হয় না যে, 'উরওয়াহ্ বুসরাহ্ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। কারণ তাদের শর্তানুপাতে অনেক সহীহ হাদীসই তারা তাদের কিতাবে সংকলন করেননি। উপরন্তু 'আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন এর সাথে তর্কে ইয়াহইয়া এর উক্তি ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بشرة نسألها وشافهته بالحديث (অর্থাৎ 'উরওয়াহ্ মারওয়ান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে সন্তুষ্ট হতে না পেরে সরাসরি বুসরার কাছে এসে এ হাদীস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি (বুসরাহ্) তাকে তা মুখে মুখে বর্ণনা করেন) এর প্রতিউত্তর করেননি বা খণ্ডন করেননি। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-ও হাদীসটি এ সানাদে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সঠিক বলেছেন। অতএব, উক্ত ইমামের নিকট 'উরওয়ার হাদীসটি বুসরাহ্ থেকে সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত। এজন্যই আহমাদ এবং ইবনু মা'ঈন বুসরার হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (তাই তাদের এ দাবীটি একেবারে ভিত্তিহীন)।

(২) তারা বলেন : বুসরার হাদীসের সানাদটি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। কারণ কিছু রাবী তা বুস্‌রাহ্ থেকে মারওয়ান-এর মাধ্যমে 'উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছে, আবার কেউ কেউ বুস্‌রাহ্ থেকে কারো মাধ্যমে ছাড়াই 'উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছে। (অতএব, হাদীসটি সহীহ নয়)।

(তাদের প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) বর্ণনাকারীদের এ ভিন্নতাটি সে পর্যায়ের কোন ত্রুটি নয় যার মাধ্যমে হাদীসটি য'ঈফ হিসেবে আখ্যায়িত হবে। কারণ 'উরওয়াহ্ হাদীসটি প্রথমত মারওয়ান-এর মাধ্যমে বুসরাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন। অতঃপর বুসরার নিকট এসে সরাসরি তার মুখ থেকে কোন মাধ্যম ছাড়াই তা শুনেছেন এবং তাদের কাছ থেকে অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো মারওয়ান-এর মাধ্যমে বুস্‌রাহ্ থেকে 'উরওয়ার সূত্রে আবার কখনো মারওয়ান-এর মাধ্যম ছাড়াই বুস্‌রাহ্ থেকে সরাসরি 'উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর এটি সে ধরনের কোন ভিন্নতা বা বৈপরীত্য নয় যা হাদীসের বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। (তাই তাদের এ দাবীও ভিত্তিহীন)

(৩) তারা বলেন : এ হাদীসের রাবী হিশাম তার পিতা থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি যা তৃবারানীর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। (অতএব হাদীসের সানাদে বিচ্ছিন্নতা থাকায় তা যঈফ)।

(তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব) নিশ্চয় মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী এবং হাকিম-এর বর্ণনাটি এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন যে, হিশাম হাদীসটি তার পিতা থেকে শ্রবণ করেছেন। আর যদি এ ত্রুটিটি সঠিকও হয়ে থাকে তারপরেও তা এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না। কারণ হিশাম ছাড়াও 'আব্দুল্লাহ বিন আবূ বাক্‌র, তার পিতা আবূ বাক্‌র-এর মত বিশ্বস্ত রাবীগন হাদীসটি 'উরওয়াহ্ থেকে সরাসরি শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। যা মুয়াত্ত্বা মালিক, মুসনাদে আহমাদ এবং ইবনু জারূদ-এর বর্ণনা প্রমাণ করে। অতএব, তাদের এ দাবীটিও ভিত্তিহীন)।

(৪) তারা বলেন : হাদীসটি মহিলা সহাবী থেকে বর্ণিত অথচ বিধান পুরুষ সম্পর্কিত। অতএব, কিভাবে তা কেবলমাত্র মহিলারাই বর্ণনা করতে পারে? (তাই তা সঠিক নয়, নইলে পুরুষেরাও বর্ণনা করত)।

(আমরা তাদের প্রতিউত্তরে বলব) এর বিষয়ের হাদীস শুধুমাত্র মহিলারাই বর্ণনা করেননি বরং তা পুরুষেরাও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটি।

(৫) তারা বলেন : যে মাস্‌আলাহ্ কষ্টকে অন্তর্ভুক্ত করে সে ধরনের মাস্‌আলার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষত এ ধরনের খবর।

(তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব) সহীহ হাদীসসমূহকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশে হানাফীগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত এ নিয়মটি অবান্তর, বাতিল। যা ইমাম শাওকানী إِرْشَادُ الْفُحُوْلِ আর ইবনু হায্ম তাঁর الأَحْكَامُ فِيْ أُصُوْلِ الأَحْكَامِ এবং ইবনু কুদামাহ্ তাঁর جَنَّةُ الْمَنَاظِرِ গ্রন্থে বাতিল ঘোষণা করেছেন। আর যদিও এ নিয়মটি মেনে নেয়া হয় তারপরেও তা এ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের নয় বরং তা নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) দ্বারা উযূর হাদীসের চেয়েও প্রসিদ্ধ এবং তা সতেরজন সহাবা কর্তৃক বর্ণিত।

(৬) তারা বলেন : হাদীসটির বিশুদ্ধতা মেনে নেয়া হলেও তাতে এ বিষয়ে কোন দলীল নেই। কারণ সকলের নিকট সর্বসম্মতক্রমে তা বাহ্যিকভাবে বর্জিত। কেননা لَمْسٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সাধারণ স্পর্শ। আর তারা এটিকে কামভাবের সাথে বা হাতের নিম্নভাগ দ্বারা বা কোন আবরণ ছাড়া সহ আরও যেসব শর্ত দ্বারা করেছে তা এ হাদীসের মুতলাক অর্থের সীমাবদ্ধকরণ আর এটাও সুস্পষ্ট যে, তারা হাদীসের কথা বলে না।

(তাদের প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) নিশ্চয় স্পর্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাত দ্বারা স্পর্শ করা চাই তা হাতের উপরিভাগ হোক বা নিম্নভাগ। কিন্তু তা আবরণ ছাড়াই হতে হবে যা আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটি প্রমাণ করে। আর একটি বর্ণনা অন্য একটি বর্ণনার ব্যাখ্যাস্বরূপ। অতএব আমরা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের কথাই বলছি এবং তার উপরই 'আমাল করছি। কিন্তু অন্যান্য যে সকল শর্তের কথা ফুকাহায়ে শাফি'ঈসহ অন্যরা বলেছেন আমরা সেদিক দৃষ্টিপাত করব না। কেননা হাদীসের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

(৭) তারা বলেন : বুসরার হাদীস প্রমাণে বা সত্যায়নে বিনা আবরণে (লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা) উযূ ভেঙ্গে যাওয়ার পক্ষের প্রবক্তারা অনেকগুলো মতে এবং বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন যার সংখ্যা প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি যা ইবনুল আরাবী তিরমিযীর শরাহতে বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনার প্রমাণে তাদের মতাবিরোধটি এর দলীল গ্রহণে সন্দেহের জন্ম দেয় যা প্রমাণ করে যে, তা তাদের নিকটই প্রমাণিত নয় এবং হাদীসের প্রয়োগের ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট নয়। অতএব, যদি হাদীসটি সহীহ হয় এবং ত্বল্ক্ব-এর হাদীসের উপর তার অগ্রাধিকার পাওয়াটি প্রমাণিত হয় তাহলে হাদীসটি মুজমাল হওয়াটাও সহীহ যার উদ্দেশ্য এর প্রবক্তাদের নিকট স্পর্শ হয়নি। পক্ষান্তরে লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা উযূ ভাঙ্গার বিপক্ষের প্রবক্তাদের মাঝে তা নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। (তাই তাদের মতটি গ্রহণযোগ্য নয়)

(তাদের প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) নিশ্চয়ই হাদীসের অর্থ স্পষ্ট, তার প্রমাণ বা সত্যায়নও প্রকাশিত ও এর প্রয়োগের ক্ষেত্রটিও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এটি সুন্নাহ প্রেমিক লেখকদের নিকটে। আর প্রতিষ্ঠিত ও সহীহ হাদীসগুলো প্রত্যাখানের জন্য কৌশল অবলম্বনকারী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরাই সর্বদা এই ধরনের ভিত্তিহীন বাতিল গাদ্দারীতে লেগে থাকে। এছাড়া মালিকী, শাফি'ঈ সহ অন্যরা হাদীসের অর্থ বর্ণনায় যে মতবিরোধ করেছেন– আমাদের নিকট তা ধর্তব্য নয়। এতএব হাদীসটির অর্থ সুস্পষ্ট, যা মুজমাল নয়।

(৮) তারা বলেন : লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা প্রসবের পরে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ অধিকাংশ সময় প্রসবের পরে অপবিত্রতা বের হয়ে থাকে। ফলে লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা এটি বর্ণনা করা হয়েছে আর যেসব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করাটা খারাপ মনে হয় সেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের ইঙ্গিতমূলক উল্লেখকরণ রয়েছে।

(তাদের প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) প্রথমত : নিশ্চয়ই এ সম্ভাবনাটি অনেক দূরবর্তী বরং তা বাতিল, যাকে আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটি প্রত্যাখান করে। দ্বিতীয়ত : সহাবা, তাবি'ঈসহ সালফে সালেহীনদের কারো মনে এ সম্ভাবনার উদয় ঘটেনি এবং তাদের কেউ এ কথা বলেননি বরং তাদের সকলেই একে তার বাহ্যিক অর্থেই বুঝেছেন যেদিকে ব্রেন দ্রুত ধাবিত হয়।

(৯) তারা বলেন : হাদীসটি সেই সময়ের শর্তযুক্ত যখন লজ্জাস্থান থেকে কোন কিছু বের হয়।

(তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব) এই শর্তারোপের উপর কোন প্রমাণ নেই। অতএব, তা প্রত্যাখ্যাত।

(১০) তারা বলেন : হাদীসে مَسَّ ক্রিয়ার কর্মটি লুকায়িত রয়েছে যা উল্লেখ করাটা খারাপ মনে করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হাদীসের অর্থ হল : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِفَرْجِ اِمْرَأَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থানকে স্বীয় স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের সাথে স্পর্শ করাবে সে যেন উযূ করে)

(তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব) এটি হাদীসের বিকৃতি করা যা আবূ হুরায়রাহ্-এর হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছে। যেখানে বলা হয়েছে أَفْضَى بِيَدِهٖ (তার হাত নিয়ে যায় লজ্জাস্থানের কাছে)

তাদের কেউ কেউ বলেন : বুসরার হাদীসের অর্থের দাবী অনুপাতে রাবী হাদীসটি রিওয়ায়াত বিলমা'না করেছেন।

(তাদের প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) আবূ হুরায়রাহ্-এর এ বর্ণনাটি রিওয়ায়াত বিল মা'না হওয়ার দাবী করাটা মাযহাবের পক্ষপাতিত্বকরণ মস্তিষ্ক এবং শ্রবণশক্তি যাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কারণ বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে হাদীসের বর্ণনাসমূহের বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা, নিশ্চয়তা সব উঠে যাবে।

তাদের কেউ কেউ আবার বলেন : আবূ হুরায়রাহ্ এর হাদীসটি এভাবে তা'বিল করা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজ হস্ত দ্বারা লজ্জাস্থানকে স্ত্রীর লজ্জাস্থানে পৌছাবে সে যেন উযূ করে। কারণ إفضاء ক্রিয়াটি কর্ম দাবী করে আর হাততো কেবলমাত্র একটি উপকরণ বা অস্ত্র। তাই পরবর্তীটুকু এর কর্ম।

এটি মূলত রসূলুল্লাহ্-এর হাদীসের সাথে কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয় যার উত্তর দানের প্রয়োজন নাই। কারণ এটি রসূল-এর হাদীসের চূড়ান্ত বিকৃতকরণ।

তারা আরও বলেন : বুসরার হাদীসের আমর বা নির্দেশ দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য।

(তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব) প্রথমতঃ 'আম্‌র-এর মূল অর্থ হচ্ছে ওয়াজিব হওয়া। দ্বিতীয়তঃ মুসনাদে আহমাদ আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণিত হাদীসটিও এ কথা প্রত্যাখ্যান করছে যেখানে বলা হয়েছে : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন আবরণ ছাড়াই নিজ হস্তকে লজ্জাস্থানের কাছে নিয়ে গিয়ে তা স্পর্শ করলো তার উপর উযূ ওয়াজিব হয়ে গেল। তৃতীয়তঃ দারকুত্বনীতে 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত হাদীসটিও তাদের এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করছে যেখানে বলা হয়েছে ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضون (যারা নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করে উযূ করে না তাদের জন্য দুর্ভোগ)। আর অকল্যাণ শুধুমাত্র ওয়াজিব পরিত্যাগ করার ফলে হয়ে থাকে।

আর প্রাধান্যযোগ্য কথা হল ত্বল্‌ক্ব-এর এ হাদীসটি হাসান স্তরের হলেও বুসরার হাদীসটি তার চেয়ে কয়েক কারণে অধিক সহীহ এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। প্রথমতঃ ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীসের কোন রাবী দ্বারা বুখারী মুসলিম দলীল পেশ করেননি। পক্ষান্তরে বুসরার হাদীসের সকল রাবী দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ বুসরার হাদীসের অনেকগুলো সানাদ ও শাহিদ বর্ণনা থাকার সাথে সাথে একে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িতকারী মুহাদ্দিসের সংখ্যাও অধিক। আঠারজনের মতো সহাবী বুসরার হাদীসের অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে ত্বল্‌ক্ব বিন 'আলী অন্যতম। তৃতীয়তঃ বুসরাহ্ হাদীসটি মুহাজির আনসার পূর্ণ

Contents

তাদের কেন্দ্রে বর্ণনা করলেও কেউ তার বিরোধিতা করেননি বরং কেউ কেউ একে সমর্থন করেছেন। [অতএব, বুস্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার যোগ্য।]

٣٢١- وَقَدْ رَوٰى أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْضٰى أَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ إِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ

৩২১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমাদের কারো হাত নিজের পুরুষাঙ্গের উপর লাগলে এবং হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ না থাকলে তাকে উযূ করতে হবে"।[৩৩৮]

ব্যাখ্যা : ত্বল্‌ক্ব বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি মুহ্‌য়িয়ুস্ সুন্নাহর মত ইবনু হিব্বান ত্ববারানী, ইবনুল আরাবী হাযিমীসহ আরো অনেককেই মানসূখ হওয়ার দাবী করেছেন। কারণ, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ত্বল্‌ক্ব বিন আলমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইয়ামান থেকে আগমনের পরে ৭ম হিজরীতে খায়বারের বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর ত্বল্‌ক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদে নাবাবী নির্মাণের সময় ১ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতএব, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সংবাদটি ত্বল্‌ক্ব বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সংবাদের সাত বছরে পরের ছিল (যা প্রমাণ করে যে ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীসটি মানসূখ।

٣٢٢- وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ.

৩২২। নাসায়ী (রহঃ) বুসরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কোন আবরণ নেই"– এ শব্দগুলো বর্ণনা করেননি।[৩৩৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বুস্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বুসরাহ্ ত্বল্‌ক্ব-এর পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ বুসরাহ্ আগেই ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেছেন। যেমনটি হাযিমীসহ অন্যরা বলেছেন। আর যদি এটি মেনে নেয়া হয় তাহলে তা আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের মতো ত্বল্‌ক্ব বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস মানসূখ করার উপর দলীল হয় না। ইমাম শাওকানী তাঁর "নায়লুল আওত্বার" গ্রন্থে বলেছেন, বুসরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ত্বল্‌ক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরবর্তী মুসলিম হওয়ার দ্বারা ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীস মানসূখ হওয়ার দাবী শক্তিশালী হলেও উসূলবিদ বিশ্লেষকদের নিকট তা মানসুখের দলীল নন। আর ইবনু হায্‌ম-এর المحلى গ্রন্থে বলেছেন, ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীসটি সহীহ। তবে এতে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। আর তা কয়েকটি কারণে যথা প্রথমতঃ এ হাদীসটি লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা উযূর নির্দেশ আসার পূর্বে মানুষেরা যে বিধানে ছিল তার উপযোগী। আর এ বিষয়টিতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যখন হাদীসটির অবস্থা এরূপ তখন লজ্জাস্থান স্পর্শ দ্বারা উযূ করার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশের সাথে সাথে হুকুমটি নিশ্চিতভাবেই মানসূখ হয়ে গেছে। আর যার মানসূখ হওয়া সুনিশ্চিত তা গ্রহণ করে নাসেককে পরিত্যাগ করা আদৌ ঠিক নয়।

ভাষ্যকার বলেন : আমাদের নিকট ত্বল্‌ক্ব-এর হাদীসের উপর বুসরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার মতটি মানসূখ বা য'ঈফ বলার চেয়ে উত্তম।

---

[৩৩৮] **সহীহ :** মুসনাদে শাফি'ঈ ১২ পৃঃ, দারাকুতনী ১/১৪৭, সহীহুল জামি' ৩৬২।

[৩৩৯] **সহীহুল ইসনাদ :** নাসায়ী ৪৪৫ (সহীহ সুনান আন্ নাসায়ী)।

٣٢٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ وقال التِّرْمِذِي لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا.

وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ وَّإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

৩২৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন, এরপর সলাত আদায় করতেন, অথচ উযূ করতেন না।[৩৪০]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমাদের হাদীসবেত্তাদের মতে কোন অবস্থাতেই 'উরওয়ার সানাদ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, এমনকি ইবরাহীম আত্ তায়মী (রহঃ)-এর সানাদও 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ হতে পারে না।

আবূ দাউদ বলেছেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কারণ ইবরাহীম আত্ তায়মী (রহঃ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে শুনেননি।

ব্যাখ্যা : قوله ولا يتوضأ এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চুম্বন দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয় না। যদিও তা শুধু স্পর্শের উপর স্তরের এবং সচরাচর তা কামভাব থেকেই হয়ে থাকে। আর এটিই হল মূলনীতি যেটির নির্ধারক হল এ হাদীসটি। এটিই আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অভিমত যার স্বপক্ষে আরো অনেক দলীল রয়েছে।

* তন্মধ্যে প্রথমটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন :

كنت أنام بين يدى رسول الله ﷺ ورجلاى فى قبلته فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى – الحديث

অর্থাৎ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সলাতরত অবস্থায়) এর সামনে থাকতাম আর আমার পদদ্বয় তাঁর ক্বিবলার দিকে থাকত। ফলে যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন আমায় গুতো মারলে আমি পদদ্বয় গুটিয়ে নিতাম।

তবে ইবনু হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এ হাদীসের ব্যাপারে তা পর্দার আড়ালে হওয়া বা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকার মর্মে যে অজুহাত পেশ করেছেন তা শুধু শুধু কষ্ট করা এবং বাহ্যিকের বিপরীত। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খাস হওয়ার বিষয়টি দলীল ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আর আবরণ বা পর্দার অন্তরালে হওয়ার বিষয়টি কেবলমাত্র ইমামের পক্ষপাতিত্বকারী ব্যক্তিই কল্পনা করতে পারে।

২য়টি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে নাসায়ীতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন :

إن كان رسول الله ﷺ ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله

[৩৪০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৭৮, আত্ তিরমিযী ৮৬, নাসায়ী ১৭০, ইবনু মাজাহ্ ৫০২, সহীহুল জামি' ৪৯৯৭। শব্দবিন্যাস নাসায়ীর।

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতেন, আর আমি তার সামনে জানাযার মত লম্বা হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি বিজোড় করার (সাজদাহ্) করার ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে পা দ্বারা ইঙ্গিত বা স্পর্শ করতেন।

তৃতীয়তঃ

فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته. فوضعت يدي على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان الحديث

(আমি একরাত্রে রসূল ﷺ-কে বিছানা থেকে হারিয়ে ফেললাম। পরে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে তার খাড়া পদদ্বয়ের উপরিভাগে আমার হাত পড়লো। এমতাবস্থায় তিনি মাসজিদে অবস্থান করছেন।)

٣٢٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهٗ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

৩২৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ভেড়ার বাজুর গোশ্ত খেলেন, তারপর আপন হাতকে আপন পায়ের তলায় ঘষে মুছে নিলেন, অতঃপর সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন, অথচ (নতুন করে) উযূ করলেন না।[৩৪১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

* আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য খেলে উযূ ভঙ্গ হবে না।

* খাওয়ার পরে হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয় বরং তা মুছে নিলেই যথেষ্ট হবে।

٣٢٥ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩২৫। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট পাঁজরের ভুনা গোশ্ত পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন, তারপর সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, নতুন করে উযূ করেননি।[৩৪২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٦ ـ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৩৪১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৪৮৮।

[৩৪২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৮২৯, আহ্মাদ ২৬০৮২, ইবনু মাজাহ্ ৪৯১, নাসায়ী পবিত্রতা অধ্যায়।

৩২৬। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে আমি বকরীর পেটের গোশ্‌ত (কলিজা প্রভৃতি) ভুনা করে দিতাম (তিনি তা খেতেন)। এরপর তিনি সলাত আদায় করতেন, কোন উযূ করতেন না।[৩৪৩]

৩২৭- وَعَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْآخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

৩২৭। উক্ত রাবী [আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে একটি বকরী হাদিয়্যাহ্ দেয়া হল এবং তিনি তা পাতিলে রান্না করলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কী, হে আবূ রাফি'? তিনি বললেন, আমাদেরকে একটি বকরী হাদিয়্যাহ্ হিসেবে দেয়া হয়েছে, হে আল্লাহর রসূল! পাতিলে তা পাক করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আবূ রাফি'! আমাকে এর একটি বাজু দাও তো। আমি তাঁকে একটি বাজু দিলাম। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমাকে আরো একটি বাজু দাও। অতঃপর আমি তাঁকে আরো একটি বাজু দিলাম। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেন, আমাকে আরো একটি বাজু দাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! একটি বকরীর তো দু'টি বাজু হয়। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আহ! তুমি যদি চুপ থাকতে, তাহলে 'বাজুর পর বাজু আমাকে দিতে পারতে, যে পর্যন্ত তুমি নিশ্চুপ থাকতে। এরপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পানি চাইলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কুলি করলেন, নিজের আঙ্গুলের মাথা ধুয়ে নিলেন, অতঃপর সলাতে দাঁড়ালেন এবং সলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবার তাদের কাছে ফিরে এলেন। এবার তাদের কাছে ঠাণ্ডা গোশ্‌ত দেখতে পেলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা খেলেন, এরপর মাসজিদে প্রবেশ করলেন এবং সলাত আদায় করলেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পানি ব্যবহার করলেন না অর্থাৎ উযূ করলেন না।[৩৪৪]

৩২৮- رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ إِلٰى آخِرِهٖ.

৩২৮। দারিমী আবূ 'উবায়দ হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারিমী 'অতঃপর তিনি পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত' বর্ণনা করেননি।[৩৪৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্ট করে বাহু বা রানের গোশ্‌ত চেয়েছেন যার বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। তা হল :

---

[৩৪৩] **সহীহ :** মুসলিম ৩৫৭।

[৩৪৪] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ২৬৬৫৪। কারণ এর সানাদে শুরাহবিল বিন সা'দ নামে দুর্বল রাবী এবং আবূ জা'ফার আর্ রাযী নামে মতবিরোধপূর্ণ রাবী রয়েছে। তবে "শামায়িল"-এর তাহ্‌ক্বীক্বে আল্লামা আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৪৫] **সহীহ :** দারিমী ১/২২, আহমাদ ৩/৪৮৪-৮৫।

Contents

* রসূল ﷺ বাহু বা রানের গোশ্‌ত পছন্দ করতেন।

* তা দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং অধিক সুস্বাদু।

আবূ রাফি'-এর উক্তি هل للشاة إلا ذراعان আহমাদের অপর বর্ণনায় রয়েছে إنما للشاة ذراعان আর তিরমিযী এবং দারিমীর বর্ণনায় রয়েছে وكم للشاة ذراع

তবে ইসতিফহাম-এর দ্বারা এখানে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় বরং বিষয়টিকে দূরবর্তী মনে করা। রসূল ﷺ এর উক্তি اما إنك لو سكت لنا ولشئ ذراعا فذراعا ما سكت আহমাদ-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে لو سكت لنا ولتمنى منها ما دعوت به অর্থাৎ যদি আমার কথার প্রত্যুত্তর না করে নীরব থাকতে তাহলে আমার চাওয়া অবধি আমাকে তা দিতেই থাকতে কারণ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন আর তিনি তাঁর নাবীর মর্যাদা ও মু'জিযা প্রকাশার্থে তাতে একটির পর একটি বাহুর গোশত বা রান সৃষ্টি করতেন। মূলত তার প্রত্যুত্তরে করায় এর প্রতিবন্ধক হয়েছে।

(এর কারণ হিসেবে) বলা হয়েছে যে, সহাবী বা তার প্রশ্নোত্তরের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

(এর কারণ হিসেবে আরও) বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রীতির বিপরীতে কোন কিছু প্রকাশ পাওয়ার শর্তই হল তা সন্দেহমুক্ত হওয়া। আর সুনিশ্চিত ও সত্যায়িত বিষয়ে কোন ত্রুটি থাকবে না।

৩২৯ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُبَيٌّ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَا أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. رَوَاهُ أَحْمَد

৩২৯। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ ত্বলহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)– এ তিনজন এক জায়গায় বসে গোশ্‌ত ও রুটি খেলাম। অতঃপর খাওয়া শেষে আমি উযূ করার জন্য পানি চাইলাম। এটা দেখে তাঁরা [উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, তুমি উযূ কেন করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে? তাঁরা উভয়ে বললেন, এ পাক-পবিত্র খেয়েও কি তুমি উযূ করবে? অথচ তোমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম যিনি ছিলেন তিনি (ﷺ) তাঁর আহারের পর উযূ করেননি।[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় তা হল, উযূর পরিপন্থী অপবিত্রতার কারণে উযূ ভঙ্গ হয়। যেমন আগের পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়ার যে বিষয়টি দ্বারা বোধগম্য হয়। এছাড়াও ঘুম, চৈতন্যহীনতা, পাগলামীর মতো বোধাতীত বিষয়গুলোর মাধ্যমেও উযূ ভঙ্গ হয়। কারণ এগুলো (পিছনের রাস্তা দিয়ে) খাবিস বের হওয়ার সম্ভাব্য স্থান (৩৩১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)।

৩৩০ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

---

[৩৪৬] **জায়য়িদুল ইসনাদ :** আহ্‌মাদ ১৫৯৩০।

৩৩০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু দেয়া অথবা তার স্বীয় হাত দিয়ে স্পর্শ করা 'লামস্'-এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং যে লোক তার স্ত্রীকে চুমু দিবে কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে তার জন্য উযূ করা ওয়াজিব।[৩৪৭]

٣٣١-وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوْءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৩১। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে চুমু দিলে উযূ করা অত্যাবশ্যক।[৩৪৮]

٣٣٢-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوْا مِنْهَا.

৩৩২। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, চুমু দেয়া 'লামস্'- এর অন্তর্ভুক্ত। (যা কুরআনে উলেখ করা হয়েছে)। সুতরাং চুমু দেয়ার পরে তোমরা উযূ করবে।[৩৪৯]

ব্যাখ্যা : সর্বশেষ তিনটি (৩০, ৩১, ৩২) 'আম্র-এর সানাদ কতিপয় সহাবী পর্যন্ত পৌছেছে যারা لمس (লামস্)-কে উযূ ভঙ্গের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যে আসারগুলো মারফূ'র হুকুম রাখে না। তাদের এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিমতের অবকাশ রয়েছে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার উক্তি ﴿أولا مستم النساء﴾ থেকে গ্রহণ করে আয়াতের বুঝ অনুপাতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অথচ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে স্ত্রী চুম্বন ও স্পর্শকরণের মাধ্যমে উযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যেমনটি পূর্বে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে অতিবাহিত হল। আর এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাসঙ্গিক দলীল যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে কারীমার لمس (লামস্) দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রী সঙ্গম। ইবনু 'আব্বাস এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো সহাবী আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন। অতএব সুস্পষ্ট সহীহ মারফূ' হাদীসের প্রতি 'আমাল করাই অত্যাবশ্যক এবং আয়াতে لمس (লামস্) এর সহীহ তাফসীর جماع (স্ত্রী সহবাস) হওয়ার বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা উচিত হবে না। কেননা সহীহ মারফূ' হাদীসের মোকাবেলায় সহাবীর উক্তি দলীল হিসেবে গৃহীত হতে পারে না।

٣٣٣-وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْوُضُوْءِ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِيُ وَلَا رَاهُ وَيَزِيْدُ بْنِ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنِ مُحَمَّدٍ مَجْهُوْلَانِ.

৩৩৩। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) তামীম আদ্ দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই উযূ করতে হবে।[৩৫০]

---

[৩৪৭] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৯৭, মুসনাদে শাফি'ঈ ১১ নং পৃঃ।

[৩৪৮] **সহীহ :** মালিক ৯৬, বায়হাক্বী ১/১২৪।

[৩৪৯] **য'ঈফ :** দারাকুতনী ১/১৪৪। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'উসমান যিনি স্মরণশক্তিগত ত্রুটির কারণে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছেন।

[৩৫০] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ১/১৫৭। হাদীসে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও এর দুর্বলতার তৃতীয় একটি কারণ হলো সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ ইবনু ওয়ালীদ এর উপস্থিতি যিনি একজন মুদাল্লিস রাবী হিসেবে পরিচিত।

দারাকুত্বনী হাদীস দু'টো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) এ হাদীসটি তামীম আদ্ দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে শুনেননি। তিনি তাঁকে দেখেনওনি। অপর রাবী ইয়াযীদ ইবনু খালিদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ উভয়ই অজ্ঞাত ব্যক্তি। সুতরাং এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন ইমামের মতে সামনের পিছনের রাস্তা ছাড়াও শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে তরল রক্ত প্রবাহিত হলেও তাতে উযূ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু হাদীসটি এতই দুর্বল যে, তা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। যারা বলেন সামনের পিছনের রাস্তা ছাড়াও শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে নাপাকী বের হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে তারা তাদের মতের সপক্ষে এমন কিছু হাদীস এবং সহাবীগণের উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যাতে আদৌ তাদের কোন দলীল নয়। তাদের সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল মুস্তাহাযা রোগাক্রান্ত সহাবী ফাত্বিমাহ্ বিনতে আবি হুবায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কিত বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীসটি যেখানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছেন এটি (মুসতাহাযা) মূলত একটি রোগ যা হতে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাতে আরও রয়েছে : তুমি রক্তস্রাবের নির্দিষ্ট সময় আগমনের আগ পর্যন্ত প্রতি সলাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করবে। (এ হাদীসের আলোকে তারা বলেন : সাবিলায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য মূলত প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা। আর ইসতেহাযার রক্ত প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয় না। অতএব জানা গেল সামনের বা পেছনের রাস্তা দিয়ে বের না হওয়া সত্ত্বেও ইসতিহাযার রক্ত উযূ ভঙ্গের কারণ এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি إنما ذلك عرق (এটি কেবলমাত্র একটি রগ) এর দ্বারা সাবিলায়ন ছাড়াও শরীরের যে কোন স্থানের রগ থেকে রক্ত বের হওয়া দ্বারা যে উযূ ভেঙ্গে যাবে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব শরীরের যে কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে উযূ বাতিল হয়ে যাবে।

* (ভাষ্যকার এর প্রত্যুত্তরে বলেন) মহিলাদের লজ্জাস্থান বা গুপ্তাঙ্গ যেখান থেকে ইসতিহাযার রক্ত প্রবাহিত হয় তা পার্শ্ববর্তিতার কারণে প্রস্রাব বের হওয়ার স্থানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য রক্তস্রাব বা মানী উযূ ভঙ্গের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অনুরূপ ইসতিহাযার রক্তও উযূ ভঙ্গের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি إنما ذلك عرق (এটাতো একটি রগ) দ্বারা সহাবী ফাত্বিমাহ্ বিনতু হুবায়শ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসতাহাযার রক্ত কেবলমাত্র হায়যের রক্তের হুকুমের অন্তর্গত একটি বিষয় মর্মে যে ধারণা করেছিলেন তা খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ মহিলারা হায়েযের যে রক্ত দেখে অভ্যস্ত মুসতাহাযার রক্ত তার অর্ন্তগত নয় বরং অসুস্থতার কারণে একটি বিশেষ শিরা থেকে নির্গত এক প্রকার রক্ত।

তারা তাদের মতের স্বপক্ষে আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল প্রদান করে যেখানে বলা হয়েছে قاء فتوضأ (অর্থাৎ তিনি বমন করে উযূ করলেন)। তারা বলেন, এতএব বমনের কারণে উযূ ভঙ্গ হবে। যেহেতু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে উযূ করেছেন।

* (ভাষ্যকার এর প্রতিউত্তরে বলেন) এ বর্ণনায় তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ এখানে فتوضأ টি কারণ হবে বর্ণনামূলক হওয়ার চেয়ে তা'ক্বীর (অর্থাৎ একটির পরে অন্য একটি করা) হওয়ার অধিক সম্ভাবনাময়। যদিও বা মেনে নেয়া হয় যে, ف টি এখানে কারণ (অর্থাৎ বমনের কারণেই তিনি উযূ করেছেন) তারপরেও এটি দ্বারা বমনের কারণে উযূ ভঙ্গ প্রমাণিত হয় না। কারণ মানুষ কখনো বমনের পর নাক, মুখসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অবশিষ্ট ময়লা দূরে করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশেও উযূ করে থাকে। অতএব বমন উযূর শার'ঈ কোন কারণ নয় বরং এটি একটি স্বভাবগত কারণ যাতে মানুষ উযূ করে থাকে। শার'ঈ কারণ হওয়ার জন্য এর প্রবর্তকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা আবশ্যক। মূলকথা হল শুধুমাত্র কোন

কর্মের দ্বারা উযূ আবশ্যক হওয়া বা উযূ নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ কোন কর্ম কেবলমাত্র তখনই আবশ্যক প্রমাণিত হবে যখন রসূল ﷺ তা করবেন এবং লোকদের তা করার নির্দেশ প্রদান করবেন। অথবা সেই কর্মের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করবেন যে তা উযূ ভঙ্গের কারণ।

● তাদের মতে স্বপক্ষে সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ হল 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে ইবনু মাজায় বর্ণিত মারফূ' হাদীস যেখানে বলা হয়েছে

«من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ»

(অর্থাৎ যার সলাতরত অবস্থায় বমন অথবা নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হবে সে যেন সলাত ছেড়ে দিয়ে উযূ করে)। (অতএব, বমন বা নাক দিয়ে রক্ষক্ষরণ উযূ ভঙ্গের কারণ)

● (ভাষ্যকার তাদের প্রতিউত্তরে বলেন) হাদীসটি একেবারে দুর্বল যাকে আহ্মাদ বিন হাম্বাল ছাড়াও অন্যরা য'ঈফ বলেছেন।

● এছাড়াও তারা আরো কতগুলো হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন যার সবগুলো গ্রহণের আযোগ্য বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে সেই সহীহ হাদীসের বিপরীত যা ইমাম বুখারী জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে মুয়াল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

ان النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاء، فرمى رجل بسهم فترفه الدم فركع وسجد وقضى في صلاته

(অর্থাৎ রসূল ﷺ যাতুর রিক্বায় যুদ্ধে ছিলেন, সে সময় এক ব্যক্তি তীর দ্বারা আক্রান্ত হলে তার রক্ত ঝরল তারপরেও তিনি রুকূ' সাজদাহ্সহ সলাত চালিয়ে গেলেন)। আর বায়হাক্বীর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে "রসূল ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি সেই সহাবীকে ডাকলেন। রাবী বলেন : রসূল ﷺ তাকে উযূ এবং সলাত পুনরায় আদায়ের আদেশ দেননি।" এছাড়া সাবিলায়ন ছাড়া শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গ দিয়ে রক্ত বা অন্য কোন কিছু প্রবাহিত হওয়াতে উযূ ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস এবং সহাবীগণের উক্তি রয়েছে যা মূলকেই সমর্থন করে যেগুলো ইমাম যায়লা'ঈ, দারাকুতনী এবং শাওকানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। অতএব, সামনের বা পিছনের রাস্তা ছাড়া শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে রক্ত, পূঁজ বা বমনের মতো কোন কিছু বের হলেও তাতে উযূ ভাঙ্গবে না বা নষ্ট হবে না।

(٢) بَابُ اٰدَابِ الْخَلَاءِ

অধ্যায়-২ : পায়খানা-প্রস্রাবের আদাব

اَلْأَدَبُ (আদাব) বা শিষ্টাচার হলো প্রত্যেক জিনিসের সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারো কারো মতে আদাব হলো প্রশংসনীয় কথা বা কাজের প্রয়োগ। অভিধানবেত্তাগণ 'আদ্বাব' শব্দটি ব্যবহার করেন কোন্ ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে যা উপযোগী সেক্ষেত্রে। যেমন বলা হয় أَدَابُ الدَّرْسِ পাঠের আদব বা শিষ্টাচার أَدَابُ الْقَاضِيْ বিচারকের শিষ্টাচার। আর اَلْخَلَاءُ বলা হয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থানকে। যেহেতু মানুষ সেখানে নির্জন থাকে তাই তাকে (খলা-) নির্জন স্থান বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٤ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ الله هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رُوِيَ.

৩৩৪। আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না, বরং পূর্বদিকে ফিরে বসবে অথবা পশ্চিম দিকে।[৩৫১]

শায়খ ইমাম মুহ্য়িয়ুস্ সুন্নাহ বলেছেন, এটা উন্মুক্ত প্রান্তরের হুকুম। দালান-কোঠা বা ঘরের মধ্যকার পায়খানায় অথবা ঘরের মতো করে নির্মিত পায়খানায় এরূপ করা দোষের নয়।

ব্যাখ্যা : قوله : ولكن شرقوا أو غربوا অর্থাৎ তোমরা পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা কর। এ আদেশটি মূলত মাদীনাবাসী এবং যাদের ক্বিবলা মাদীনাবাসীদের ক্বিবলার দিকে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে দিকাভিমুখী হলে ক্বিবলাহ্ সামনে বা পেছনে হয় না সেদিকে মুখ করে স্বাভাবিক প্রয়োজন (তথা পেশার পায়খানা) পূরণ করা যা দেশ ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। (অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা সেদিকে মুখ করে স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করবে যে দিকাভিমুখী হবে (ক্বিবলা সামনে বা পেছনে হবে না)। হাদীসটি বাহ্যিকভাবে খোলা ময়দান ও প্রাচীর বেষ্টিত টয়লেটের মাঝে কোন পার্থক্যকরণ ছাড়াই স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে করতে নিষিদ্ধের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

---

[৩৫১] **সহীহ :** বুখারী ৩৯৪, মুসলিম ২৬৪।

٣٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার কোন কাজে (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফসার ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (নীচে এক ঘেরাও করা জায়গায়) ক্বিবলাহ্‌কে পেছনে রেখে (উত্তরে) সিরিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়খানা করছেন।[৩৫২]

ব্যাখ্যা : ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর কর্ম থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি বলতে চেয়েছেন নিষেধের হাদীসটি প্রথমতঃ আমভাবে বর্ণিত হলেও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা তার ব্যাপকতা নির্দিষ্ট হয়েছে।

٣٣٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৬। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে প্রস্রাব-পায়খানা করতে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটির কম ঢিলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।[৩৫৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা হারাম। কারণ এখানে নিষেধের ক্ষেত্রে ভিন্নার্থে প্রবাহিতকারী কোন কারণ না থাকায় হারাম অর্থটি মূল। অতএব, ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা মাকরুহ বলে হুকুম দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এটি ডান হাতের মর্যাদা এবং তাকে পংকিলতা থেকে রক্ষার বিষয়ে অবহিতকরণ।

* ইস্তিন্‌জার ক্ষেত্রে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার বৈধ নয় যদিও তিনটির কম ব্যবহারে পবিত্রতা অর্জিত হয়।

* পশুর বিষ্ঠা এবং হাড় দ্বার ইস্তিন্‌জা করা বৈধ নয়। প্রথমটির (পশুর বিষ্ঠা) দ্বারা বৈধ না হওয়ার কারণ হল : প্রথমতঃ তা জিন্ জাতির চতুষ্পদ জন্তুর শুকনা খাবার। দ্বিতীয়তঃ তা অপবিত্র হওয়ায় অন্য কোন বস্তুকে পবিত্র করতে পারে না।

হাড় দ্বারা বৈধ না হওয়ার কারণ হল :

প্রথমতঃ তা জিন্‌দের খাদ্য। অর্থাৎ তারা তা খাওয়ার সময় *'বিসমিল্লা-হ'* বললে তা গোশ্‌তপূর্ণ অবস্থায় পায় যেমনটি আগে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ তা চটচটে থাকে ফলে তা অপবিত্রতা।

তৃতীয়তঃ তা প্রায়শ তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত থাকে।

চতুর্থতঃ তা কষ্টকর যা ব্যবহারে ব্যবহারকারী কষ্ট পায়।

---

[৩৫২] **সহীহ :** বুখারী ১৪৮, মুসলিম ২৬৪।

[৩৫৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৬২।

দুই হাদীসে দ্বন্দ্ব নিরসন

এ হাদীসে সর্বনিম্ন তিনটি ঢিলা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অথচ ২য় অনুচ্ছেদে আগত আবূ দাউদসহ অন্যান্য গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (অর্থাৎ যে ঢিলা ব্যবহার করবে সে যে বিজোড় করে। যে তা করল সে ভাল করল তবে বিজোড় না হলেও সমস্যা নেই)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে তিনটির কমেও বৈধ। এর দ্বন্দ্ব কয়েকভাবে নিরসন করা যায়। যথা :

প্রথমতঃ সালমান (রাঃ)-এর হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। অতএব, তা অগ্রাধিকারযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনকরণ। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন : ইমাম শাফি'ঈ আহমাদ ও আহলে হাদীসগণ সালমান (রাঃ)-এর হাদীসের দ্বারা ঢিলা তিনটির কম না হওয়ার শর্তারোপ করেছেন যদিও তার কমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। কিন্তু তিনটিতে পবিত্রতা অর্জিত না হলে তার বেশি নিতে পারবে যতক্ষণ না পবিত্রতা অর্জিত হয়। তখন (বেশি নেয়ার সময়) বিজোড় ঢিলা ব্যবহার মুস্তাহাব - যেমনটি রসূল (সাঃ) বলেছেন, من استجمر فليوتر (ঢিলা ব্যবহার করলে বিজোড় করবে) তবে তা ওয়াজিব নয়। যেমনটি রসূল (সাঃ) বলেছেন, ومن لا فلا حرج (বিজোড় না হলে সমস্যা নেই)। অতএব তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার বৈধ নয় তবে তিনটির বেশি হলে বিজোড় ব্যবহার মুস্তাহাব)।

الاستنجاء (ইস্তিঞ্জা) অর্থ মানুষ বা পশুর বিষ্ঠা, শুকনো মল।

٣٣٧-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পায়খানায় গেলে বলতেন : "*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবা-য়িস*"– [অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নর ও নারী শায়ত্বনদের (ক্ষতি সাধন) থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।][৩৫৪]

ব্যাখ্যা : إذا دخل الخلاء (যখন কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে) অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থানে প্রবেশের মনস্থ করবে তখন সে যেন এ দু'আটি পাঠ করে। তবে এটি (দু'আ পাঠ) প্রাচীর বিশিষ্ট টয়লেটের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, বরং এর হুকুমটি এমন কি কেউ যদি গৃহের কোণে পাত্রে পেশাব করে তখনও পেশাব আরম্ভ করার পূর্বে দু'আ পাঠ করতে হবে। অতএব প্রাচীর বিশিষ্ট টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দু'আ পাঠ করতে হবে। অতএব প্রাচীরবিশিষ্ট টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে আর এ ছাড়া অন্য স্থানে প্রয়োজন পূরণের শুরুতে তথা কাপড় উপরে তোলার সময় দু'আ বলবে। কেউ ভুলে গেলে মনে মনে পড়ে নেবে, উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই।

قوله (اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অনিষ্ট সাধনকারী পুরুষ মহিলা জিন্ শায়ত্বন হতে আশ্রয় চাচ্ছি। রসূল (সাঃ) দাসত্ব প্রকাশার্থে দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মাতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন। خبث (খুবুস) অর্থ অনিষ্ট সাধনকারী পুরুষ জিন্-শায়ত্বন আর خبائث (খাবা-য়িস) অর্থ মহিলা।

---

[৩৫৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪২, মুসলিম ৩৭৫।

٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি ক্ববরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ দুই ক্ববরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন বিরাট গুনাহের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় আড়াল করত না। সহীহ মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, প্রস্রাব করার পর উত্তমভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করত না। আর অপরজন একজনের কথা অন্যজনের কানে লাগাত (চোগলখোরি করত)। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুরের একটি তাজা ডাল ভেঙ্গে তা দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক ক্ববরে তার একটি অংশ গেড়ে দিলেন। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাবে, হয়তো তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে।[৩৫৫]

ব্যাখ্যা : قوله (مر النبى ﷺ بقبرين) (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি ক্ববরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন)। ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে ক্ববর দু'টি নতুন ছিল। ইবনু হাজার বলেন : হাদীসের সমস্ত সানাদ থেকে স্পষ্ট যে, ক্ববর দু'টি মুসলিম ব্যক্তির ছিল।

قوله (وما يعذبان فى كبير) (তারা বড় কোন পাপের কারণে শাস্তি পাচ্ছিল না) অর্থাৎ তাদের অপরাধ দু'টি এতটাই হালকা ছিল যে, চাইলেই তারা তা থেকে বাঁচতে পারত। তবে এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের গুনাহ দু'টি গুরুতর বা কাবীরা গুনাহ ছিল না কিংবা এ অপরাধে তাদের শাস্তি হত না। কারণ পেশাব থেকে না বাঁচলে শরীর অপবিত্র থাকে ফলে সলাত বিনষ্ট হয়ে যায়। আর একজনের ত্রুটি অপরকে বলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমনকি তা হানাহানিতে রূপ নেয়। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি কাবীরাহ্ গুনাহ। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে وإنه لكبير এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটি কবিরা গুনাহ। আর وما يعذبان فى كبير দ্বারা উদ্দেশ্য তা থেকে বেঁচে থাকা সহজ ছিল কঠিন ছিল না।

'আযাব হালকা হওয়ার কারণ সম্পর্কে বেশ কিছু অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যথা :

কেউ কেউ বলেন : ডাল শুকনো হওয়া শাস্তি লাঘব হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্টকরণের কারণ হল রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের শাস্তি লাঘবের সুপারিশ করেছিলেন। খেজুর ডালের সজীবতা থাকা পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব করার মাধ্যমে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। ডালের সজীবতা অবশিষ্ট থাকা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশের দ্বারা শাস্তি লাঘব করা একটি নিদর্শন। আর এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে মুসলিমের শেষে জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ এটি নয় যে খেজুর ডালের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিংবা তাজা ডালের কোন বিশেষত্ব রয়েছে যার ফলে তাদের শাস্তি লাঘব হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের বারাকাতে শাস্তি লাঘব করা হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সর্বদা প্রযোজ্য কোন নির্দেশনা বা ইঙ্গিত নয়।

---

[৩৫৫] **সহীহ :** বুখারী ২১৮, মুসলিম ২৯২।

* কেউ কেউ বলেন : এর হুকুমটি ব্যাপক যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সবার জন্য প্রযোজ্য। এর প্রমাণ সহাবী বুরায়দাহ্ বিন হুসায়ন-এর মৃত্যুর পরে তার ক্ববরে দু'টি খেজুর ডাল গেড়ে দেওয়ার ওসিয়ত করেছিলেন। সহাবী আবূ বারযা আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

* ভাষ্যকার বলেন : আমার মতে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যাচার করে ক্ববরের উপর সুগন্ধি গুল্ম স্থাপন, বৃক্ষ রোপন, এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ দ্বারা ক্ববরকে সুবাসিতকরণ, কবরস্থানে প্রদীপ জ্বালানোসহ আরও যে সমস্ত কর্মকাণ্ড ঘটে তা সবগুলোই সুস্পষ্ট বিদ্'আত বা ভ্রষ্টতা।

* এ হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে মানুষের পেশাব অপবিত্র যা হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আর এ বিষয়ে সকলেই একমত। পেশাবের বিষয়টি খুবই গুরুতর যা ক্ববরে শাস্তি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ যেমনটি চোগলখোরী করাও ক্ববরে শাস্তি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

٣٣٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা দু'টি অভিসম্পাত থেকে বেঁচে থাকবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দু'টি অভিসম্পাত কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের পথে অথবা তাদের কোন কিছুর ছায়ার স্থানে পায়খানা করে।[৩৫৬]

ব্যাখ্যা : (اتقوا الاعتين) قوله (তোমরা অভিশাপকারী দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক) অর্থাৎ এমন দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক যা অভিশাপ বয়ে আনে, মানুষকে যে বিষয়ে প্ররোচিত করে এবং তার দিকে আহ্বান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে দু'টি কাজ অভিশাপের কারণ হওয়ার ফলে যেন তা নিজেই অভিশাপকারী। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে اتقوا للعانين (তোমরা অভিশাপকারীদের থেকে বেঁচে থাক)। অর্থাৎ তোমরা অভিশাপ প্রাপ্তদের কর্ম থেকে বেঁচে থাক। এখানে ইস্মে ফায়েলটি ইসমে মাফউল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হল জন চলাচলের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা আর অপরটি ছায়াযুক্ত স্থান যেখানে বসে মানুষ বিশ্রাম করে বা সফরের সময় যাত্রা বিরতি দিয়ে বাহন বসায় এবং নিজেরা বিশ্রাম নেয় সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা। অতএব হাদীসটি প্রমাণ করে জনতার রাস্তায় এবং তাদের ছায়াযুক্ত বিশ্রামের স্থানে পেশাব-পায়খানা করা হারাম। কারণ এর ফলে মুসলিমরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে অপবিত্র এবং দুর্গন্ধের জন্য কষ্ট পায়।

٣٤٠ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪০। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় যেন পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে, শৌচাগারে গেলে ডান হাতে নিজের পুরুষাঙ্গকে না ধরে এবং নিজের ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে।[৩৫৭]

---

[৩৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৯।
[৩৫৭] **সহীহ :** বুখারী ১৫৩, মুসলিম ২৬৭।

ব্যাখ্যা : (قوله (فلا يتنفس في الإناء সে যেন পাত্রে শ্বাস না নেয়। অর্থাৎ পাত্রের অভ্যন্তরে শ্বাস নিবে না। কারণ শ্বাস প্রশ্বাসের উষ্ণতার ফলে তৃষ্ণা নিবারণকারী পানির উপশমন ক্ষমতা কমে যায়। অথবা তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে জীবাণু পতিত হয় যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। বরং পাত্র থেকে মুখ তুলে বাইরে শ্বাস নিয়ে পুনরায় পানি পান করবে।

٣٤١ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন ব্যক্তি উযূ করার সময় যেন ভাল করে নাক ঝেড়ে নেয় এবং ইস্তিঞ্জা করার সময় বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা (তিন, পাঁচ ও সাত) ব্যবহার করে।[৩৫৮]

(وقوله (فلا يمس ذكره بيمينه (সে যেন প্রয়োজন পূরণের সময় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه) (অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে সে যেন ডান হস্ত দ্বারা স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে)। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে (لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) (অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন পেশাবরত অবস্থায় ডান হাত দ্বারা স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে) উপরোক্ত সবগুলো বর্ণনা প্রমাণ করে যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শের নিষেধাজ্ঞাটা পেশাবরত অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত। এছাড়া অন্য অবস্থায় তা বৈধ। সর্বাবস্থায় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা এসেছে এগুলোর উৎসস্থল একই।

আবার কেউ কেউ বলেন : সর্বাবস্থায় এ বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়াটাই যথাযথ হওয়া সত্ত্বেও নিষেধ করেছেন। কেননা প্রস্রাবরত অবস্থায় তা স্পর্শ করার প্রয়োজন। আর ত্বল্ক্ব বিন 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও ১ম উক্তিকে সমর্থন করে যেখানে "তিনি রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে লজ্জাস্থান স্পর্শ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন যে তাতো তোমার শরীরের একটি অঙ্গ মাত্র।" ত্বল্ক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর এ বর্ণনাটি সর্বাবস্থায় তা স্পর্শ করা বৈধতা প্রমাণ করে। তবে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সহীহ হাদীসটির মাধ্যমে প্রস্রাবরত অবস্থাটি বৈধতা থেকে বের হয়ে গেল এবং অন্য অবস্থায় তা বৈধতার উপর অবশিষ্ট রইল। ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা নিষেধের কারণ ডান হাতের মর্যাদা রক্ষা। হাদীসটি উল্লিখিত তিনটি বিষয় যথা পানি পানের সময় পাত্রে শ্বাস ফেলা, প্রস্রাব করা কালে ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা নাহীর মূল অর্থ হল হারাম করা যদি অন্য কোন অর্থে গ্রহণের কারণ না থাকে। এখানে সে ধরনের কোন কারণ নেই। তবে জমহুরের মতে এখানে নাহী দ্বারা উদ্দেশ্য নাহীয়ে তানযীহি।

٣٤٢ـ وَعَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪২। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পায়খানায় যেতেন। আমি এবং অন্য এক বালক পানির পাত্র ও বর্শাধারী একটি লাঠি নিয়ে যেতাম। সে পানি দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শৌচ কার্য সমাধা করতেন।[৩৫৯]

---

[৩৫৮] **সহীহ :** বুখারী ১৬১, মুসলিম ২৩৭।

ব্যাখ্যা : (قوله (يدخل الخلاء (তিনি খানায় প্রবেশ করতেন) এখানে খানা দ্বারা উদ্দেশ্য ফাঁকা ময়দান যা عنزة, এ শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কেননা রসূল উযূ করে 'আনাযাকে সুত্রাহ্ করে সলাত আদায় করতেন, এর উপর কাপড় রেখে পর্দা করতেন, তাঁর পার্শ্বে এটি প্রোথিত করতেন এবং এর পাশ দিয়ে অতিক্রমে মনস্থকারীর নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবাণী স্বরূপ। এর দ্বারা শক্তভূমি খনন করতেন যাতে প্রস্রাবের সময় তা নিজের দিকে ছিটকে না আসে এ ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের সময়ও তিনি এটি ব্যবহার করতেন।

(غلام) গোলাম উঠতি বয়সী তরুণকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেন সাত বছর বয়স পর্যন্ত গোলাম বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন দাড়ি দেখা দেওয়ার আগ পর্যন্ত গোলাম বলা হয়। তবে অন্যদেরও রূপকভাবে গোলাম বলা হয়। এখানে غلام (গোলাম) দ্বারাকে তা নিয়ে বিভিন্ন উক্তি এসেছে। যেমন কেউ কেউ বলেছেন অন্য একজন গোলাম দ্বারা আনাস ইবনু মাস্'উদ -কে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি ()-এর জুতার ফিতা বহন করতেন। আবার অন্যরা বলেছেন আবূ হুরায়রাহ্ তিনি। কেউ কেউ বলেছেন : জাবির বিন 'আবদুল্লাহ । এ হাদীসটি ছোট ছেলেকে খাদেম হিসেবে গ্রহণের বৈধতার দলীল।

(قوله (يستنجي بالماء (তিনি পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন) মুল্লা 'আলী ক্বারীর ভাষ্যমতে আনাস এবং অন্য সহাবী -এর বর্ণনা হতে পাওয়া যায় যে, রসূল কখনো ইস্তিঞ্জায় শুধু পানি ব্যবহার করতেন আবার কখনো শুধু পাথর ব্যবহার করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি দু'টোই ব্যবহার করতেন। অতএব, এর মাধ্যমে মালিকীদের রসূল পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেননি মর্মে যে দাবী রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হল।

إداوة (ইদাওয়াহ্) হল পানি রাখার জন্য চামড়ার তৈরি ছোট পাত্র।

عنزة ('আনাযাহ্) হল লাঠির চেয়ে লম্বা বর্শার চেয়ে খাটো দুই দাঁতবিশিষ্ট একটি বল্লম জাতীয় বস্তু।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٣ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتِمَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَفِيْ رِوَايَتِهِ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ

৩৪৩। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ পায়খানায় প্রবেশকালে নিজের হাতের আংটি খুলে রাখতেন।[৩৬০] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হাদীসটি 'মুনকার'। অধিকন্তু তিনি 'খুলে রাখতেন' এর পরিবর্তে 'রেখে দিতেন' বলেছেন।

---

[৩৫৯] **সহীহ :** বুখারী ১৫২, মুসলিম ২৭১।

[৩৬০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৯, নাসায়ী ৫২১৩, আত্ তিরমিযী ১৭৪৬।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

* প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় আল্লাহর যিক্র সম্বলিত সকল বস্তুকে দূরে রাখতে হবে। আর কুরআনের অবস্থান তো সবার উপরে। এমনকি বলা হয়েছে বিনা প্রয়োজনে পায়খানায় মুসাহাফ প্রবেশ করানোও হারাম।

* আল্লামা আমীর আল ইয়ামানী বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে "মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ" অঙ্কিত তাঁর আংটি খুলে রাখতেন যার কারণটিও সর্বজনবিদিত আর তা হল আল্লাহর যিকির সম্বলিত সকল বস্তুকে অপবিত্র স্থান থেকে দূরে রাখা, শুধু আংটিই নয়।

* আল্লামা ত্বীবী (রাহঃ) বলেন : আল্লাহ, রসূলুল্লাহ এবং কুরআনের নাম সম্বলিত কোন বস্তু টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করা হারাম।

٣٤٤ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৪। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পায়খানায় যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন এত দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।[৩৬১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে সে সকল মাস্আলাহ্ সাব্যস্ত হয় তা হলো : প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় জনসম্মুখ থেকে অনেক দূরে যাওয়াই শারী'আতসম্মত তা জমিনের এমন স্থান হবে যেখান দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে না। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল :

* প্রাচীর বেষ্টনির মাধ্যমে মানব চক্ষুকে আড়াল করা বা কাপড় জাতীয় কোন আবরণের মাধ্যমে আড়াল করা বা খাল, গর্তের অভ্যন্তরে যাওয়ার মাধ্যমে আড়াল করা।

٣٤٥ـ وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتٰى دَمِثًا فِيْ أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৫। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে নরম জায়গায় প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করলে এরূপ নরম স্থান খোঁজ করবে (যাতে শরীরে প্রস্রাবের ছিটা না আসে)।[৩৬২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্রাবকারীর জন্য অনুপযুক্ত শক্তভূমি পরিত্যাগ করে নরমভূমিতে গমন করা উচিত যাতে প্রস্রাবের সময় তার ছিটা এসে অপবিত্র না হয়। دَمِثٌ (দামিস) সে নরমভূমি যা প্রস্রাব চুষে নেয় ফলে পেশাবকারীর উপর ছিটা আসে না।

٣٤٦ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

---

[৩৬১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২।

[৩৬২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২৩২০। এর সানাদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

৩৪৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রস্রাব-পায়খানার সময় নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি যাওয়ার পরই কাপড় উঠাতেন (অর্থাৎ বসার সময়ে উঠাতেন, তার পূর্বে নয়)।[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পেশাব বা পায়খানা করার জন্য বসার ইচ্ছা করতেন তখন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনার্থে জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় কাপড় উপরে উত্তোলন করতেন না। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এটি পেশাব-পায়খানার একটি অন্যতম শিষ্টাচার যা প্রাচীরবিশিষ্ট টয়লেট এবং খোলা ময়দানের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ পরিধেয় কাপড় উপরে তুললে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা প্রয়োজন ছাড়া বৈধ নয়। আর জমিনের নিকটবর্তী না হয়ে কাপড় উপরে তোলার প্রয়োজনও নেই।

٣٤٧-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهٖ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (তা'লীম ও নাসীহাতের ব্যাপারে) আমি তোমাদের জন্য পিতা-পুত্রের ন্যায়। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি (তোমাদের দীন, এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার শিষ্টাচারও)। যখন তোমরা পায়খানায় যাবে ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসবে না, পিঠ দিয়েও বসবে না। পায়খানা করার পর তিনটি ঢিলা দিয়ে তিনি পাক-পবিত্র হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে (পাক-পবিত্র হতে) নিষেধ করেছেন। তিনি ডান হাতে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন।[৩৬৪]

আল্লামা 'আযীযী বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জমিনের নিকটবর্তী না হয়ে পরিপূর্ণ কাপড় উত্তোলন করতেন না বা করেননি। অতএব, কাপড় অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকলে সতর সংরক্ষণ করে তা উত্তোলন করা বৈধ অন্যথায় প্রয়োজনানুপাতে উঠাবে।

ব্যাখ্যা : قوله (أعلمكم) (আমি তোমাদের পিতার মত শিক্ষা দিই) যেমন পিতা পুত্রকে তার প্রয়োজনীয় সকল কিছুই শিক্ষা দেয় এবং তাতে কারও পরওয়া করে না। হাদীসের প্রথমাংশটুকু সহাবীগণের নিকট পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার বর্ণনার একটি ভূমিকাস্বরূপ। কারণ মানুষ প্রায়শ এ বিষয়গুলো উল্লেখে করতে লজ্জাবোধ করে। বিশেষত সম্মানিত ব্যক্তিদের বৈঠকে। (তাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করেছেন)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় সন্তানদের পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যক আর পিতাদের দায়িত্ব সন্তানদের শিষ্টাচার এবং দীনী বিষয়গুলো ভালভাবে শিক্ষা দেয়া যা তাদের জন্য অতীব প্রয়োজন।

قوله (أمر بثلاثة أحجار) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে বিজোড় ঢিলা ব্যবহার এবং পূর্ণ পরিষ্কার উভয়টিই শরীয়তের কাম্য যা তিনটি ঢিলা ব্যবহারের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

---

[৩৬৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৪, আবূ দাউদ ১৪, সহীহুল জামি' ৪৬৫২। যদিও আবূ দাউদ সানাদে একজন অপরিচিত রাবী থাকায় হাদীসটি দুর্বল বলেছেন, কিন্তু বায়হাক্বী সে রাবীর নাম ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বলেছেন। আর তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী। অতএব হাদীসটি সহীহ।

[৩৬৪] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩১৩, আবূ দাউদ ৮।

الرمة (রিমমাহ্) অর্থ জরাজীর্ণ হাড়। সম্ভবত এখানে সকল হাড়ই উদ্দেশ্য। তবে এটাও বলা যেতে পারে যে অনুপকারী জরাজীর্ণ হাড় নোংরা করতে নিষিদ্ধ হলে অন্যগুলো আরও নিষেধ হওয়ার উপযোগী। ইমাম বাগাবী شرح السنة গ্রন্থে বলেছেন : পশুর মল এবং হাড়ের সাথে নিষেধাজ্ঞাটা সুনির্দিষ্টকরণে বুঝা যায় যে, পরিষ্কারকরণের ক্ষেত্রে পাথর এবং পাথরের মতই অন্যকিছু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ। আর তা নাজাসাত অপসারণকারী মাটি, কাঠ, কাগজের টুকরাসহ সকল পাক জড়বস্তু।

আল্লামা ত্বীবী বলেন : ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলে একই পর্যায়ভুক্ত। ইসিন্তঞ্জাকে 'ইস্তিত্বব' বলা হয়েছে কারণ তাতে অপবিত্রতা অপসারিত হয়ে পবিত্রতা অর্জিত হয়।

٣٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيُمْنٰى لِطُهُورِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৪৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ডান হাত ছিল তাঁর পবিত্রতা অর্জন ও খাবারের জন্য। আর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও অপর অপছন্দনীয় কাজের জন্য।[৩৬৫]

ব্যাখ্যা : (قوله لطهوره) (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ডান হাত পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহার করতেন) অর্থাৎ উযূ করার ক্ষেত্রে যে সকল অঙ্গ ধৌতকরণে ডান হাতের সাথে বাম হাত মিলানোর বিষয় পাওয়া যায় ততে শুধু ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর মুখমণ্ডল ধৌত করা এবং মাথা ও কান মাসাহ করার মত যে সকল অঙ্গের ক্ষেত্রে ডান হাতের সাথে বাম হাত একত্র করতে হয় যেখানে উভয় হাতই ব্যবহার করতন। এ ছাড়াও খাওয়া, পান করা, কাউকে কোন কিছু দেয়া, কাপড় পরিধান করা, মিসওয়াক করা, জুতা পরিধান করা, সিঁথি করা, মুসাফাহ করা, চোখে সুরমা ব্যবহার করাসহ যাবতীয় সম্মানজনক কাজ ডান হাত দ্বারা সম্পাদন করতেন। অপরপক্ষে ইস্তিঞ্জা করা, নাকের ময়লা পরিষ্কার করা, রক্ত পরিষ্কার করা, কাপড় খুলে ফেলা, নাকের পানি ঝাড়াসহ যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজ বাম হাত দ্বারা সম্পাদন করতেন। (অতএব ডান হাত যাবতীয় ভালকাজে ব্যবহৃত হবে) যেহেতু এর মর্যাদা রয়েছে। আর বাম হাত যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহৃত হবে)।

٣٤٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهٗ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৯। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায়, সে যেন তিনটি ঢিলা সাথে করে নিয়ে যায়। এ ঢিলাগুলো দিয়ে সে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৩৬৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে গৃহীত মাস্আলাসমূহ হল :

* ইস্তিঞ্জা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পাথর বা ঢিলা ব্যবহারই যথেষ্ট যা পানির সমতুল্য। জীবাণুসহ মূল অপবিত্রতা দূরীভূত হওয়ার পরে যদি নাজাসাতের কোন দাগ অবশিষ্ট থাকে।

---

[৩৬৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩।

[৩৬৬] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪০, আহমাদ ২৪৪৯১, নাসায়ী ৪৪, দারিমী ৬৯৭।

* পাথর বা ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা নেই।

* তিনটি পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ إجزاء ক্রিয়াটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবশ্যকতা বুঝায়।

٣٥٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهٗ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ زَادَ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

৩৫০। ('আবদুল্লাহ) ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করো না। কেননা এসব তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক।[৩৬৭] তবে ইমাম নাসায়ী 'জিন্‌দের খোরাক' বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা : আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় এ হাদীসের প্রেক্ষাপট এভাবে এসেছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিনদের নিকট এসে তাদেরকে কুরআন পড়ালেন। পরে জিনেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করলে তিনি তাদের বললেন আল্লাহর নামে যাবাহকৃত প্রতিটি প্রাণীর হাড় তোমরা পরিপূর্ণ মাংসসহ পাবে। (এটিই তোমাদের যাদ বা খাবার) আর পশুর মলগুলো তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খাবার হিসেবে পাবে। এজন্যেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঐ দু'টি বস্তুর দ্বারা শৌচকার্য করো না, কারণ তা জিন্‌দের খাবার।

قوله (زاد اخوانكم من الجن) (অর্থাৎ তোমাদের ভাই জিন্‌দের খাবার) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের এ অংশ থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে জিন্‌রাও মুসলিম যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের মুসলিমদের ভাই-হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটিও জানা যায় যে, তারা আহার করে।

٣٥١- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهٗ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيْءٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫১। রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসেবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না।[৩৬৮]

ব্যাখ্যা : قوله (لعل الحياة ستطول بك وبعدي فأخبر الناس) অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরে সম্ভবত তুমি দীর্ঘজীবী হবে এমনকি তুমি মানুষকে প্রকাশ্যভাবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে দেখবে। অতএব যখন তুমি তা অবলোকন করবে তখন তাদেরকে এই নির্দেশাবলী অবহিত করবে।

قوله (من عقد لحيته) (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিঁট দেয়) এর অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন। কেউ বলেন : এর অর্থ চিকিৎসার মাধ্যমে দাড়ি কোঁকড়ানো করা। কেউ বলেন : যুদ্ধের ময়দানে

---

[৩৬৭] **সহীহ :** সহীহুল জামি' ৭৩২৫, আত্ তিরমিযী ১৮। যদিও ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন কিন্তু দু'জন বিশ্বস্ত বারী হাদীস মাওসুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

[৩৬৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৬, সহীহুল জামি' ৭৩১০।

অহমিকা প্রদর্শনার্থে দাড়ি কোঁকড়ানো। কেউ বলেন : যুদ্ধের ময়দানে অহমিকা প্রদর্শনার্থে দাড়ি বাঁকিয়ে রাখত ফলে রসূল ﷺ তাদের তা ছেড়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। আবার কেউ বললেন : অনারবদের মত দাড়ি পেচিয়ে গুটিয়ে রাখা (যেমনটি আমাদের দেশের ভণ্ড পীর ও লাল ফকীররা করে থাকে)।

قوله (أو تقلد وترا) (অর্থাৎ যে ব্যক্তি গলায় সুতা বা তন্তু ঝুলায়)। কেউ কেউ বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিপদ আপদ ও খারাপ দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশে তারা নিজেদের, নিজ সন্তানদের এবং ঘোড়ার গলায় সুতা দিয়ে বেঁধে যেসব তাবিজ কবচ ঝুলিয়ে রাখত তা। আবার কেউ বলেন : বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা নিষেধ।

(অর্থাৎ- যারা এ কাজগুলো করবে তাদের থেকে মুহাম্মাদ ﷺ মুক্ত)।

এটি কঠোর ধমকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে।

٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৫২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এভাবে করল সে ভাল করল, আর যে এভাবে করল না সে গর্হিত কাজ করল না। আর যে ব্যক্তি (প্রস্রাব-পায়খানা করার পর) ঢিলা ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এভাবে করল সে ভাল করল, আর যে ব্যক্তি করল না সে গর্হিত কাজ করল না। যে ব্যক্তি খাবার খেলো এবং (খাবারের পর) খিলাল দ্বারা দাঁত হতে কিছু বের করল, সে যেন তা মুখ থেকে ফেলে দেয়। আর যা জিহ্বা দিয়ে বের করে নেয় তা যেন গিলে ফেলে। যে এভাবে করল সে উত্তম কাজ করল, আর যে এরূপ করল না সে গর্হিত কাজ করল না। যে লোক পায়খানায় যায় সে যেন পর্দা করে। পর্দা করার জন্য যদি সে বালুর স্তূপ ছাড়া কিছু না পায় তাহলে স্তূপের দিকে যেন পিঠ দিয়ে বসে (কাপড় দিয়ে সামনের দিক ঢেকে রাখে)। কারণ শায়ত্বন মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে। যে এরূপ করল ভাল করল, আর না করলে মন্দ কিছু করল না।[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : قوله (من اكتحل فليوتر) (যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করতে চায় সে যেন বিজোড় সংখ্যকবার করে) অর্থাৎ সে যেন উভয় চক্ষুতে ধারাবাহিকভাবে তিনবার ব্যবহার করে। কারো কারো মতে ডান চক্ষুতে তিনবার এবং বাম চক্ষুতে দু'বার যাতে উভয় চক্ষুর সমষ্টি বিজোড় হয়। রসূল ﷺ-এর আমাল ছিল তিনবার করে ব্যবহার করা। যেমনটি শামায়িলে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ প্রতি রাত্রে উভয় চক্ষুতে তিনবার করে সুরমা ব্যবহার করতেন। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তথা তিনবার করে ব্যবহার করবে সে ভাল কাজ করবে যার বিনিময় পাবে। কেননা তা রসূল ﷺ-এর সুন্নাত। قوله (من لا فلا

[৩৬৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৩৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১০২৮, দারিমী ৬৮৯। কারণ এর সানাদে দু'জন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

(حرج) অর্থাৎ কেউ যদি এরূপ করতে না পারে তবে কোন সমস্যা বা পাপ হবে না। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এটিই প্রমাণ করে যে রসূল ﷺ-এর সকল নির্দেশই আবশ্যকতা বুঝায় না। নইলে لَا حَرَجَ (কোন গুনাহ হবে না) বলে আদেশের আবশ্যকতা রহিতকরণে করা হতো না।

قوله (ومن أكل فما تخلل فليلفظ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি খায় অতঃপর কাঠি বা অন্য কিছু দ্বারা দাঁতের অভ্যন্তর থেকে যেসব খাদ্যকণা বের করে সে যেন তা না খেয়ে মুখ থেকে বের করে ফেলে।

قوله (وما لاك فليبلع) অর্থাৎ যা সে চর্বন করে তা গলধঃকরণ করবে আবার কেউ কেউ বলেন : এর অর্থ হল আহারকারীর উচিত কঠিন কোন কিছু দ্বারা দাঁতের অভ্যন্তরে থেকে বস্তু বের করা না খেয়ে ফেলে দেয়া। কারণ তাতে ময়লা রয়েছে। আর জিহ্বা দ্বারা বের করা বস্তু গলধঃকরণ করা। কেননা সে তা খারাপ মনে করে না।

بما لاك দ্বারা এ উদ্দেশ হতে পারে দাঁতের মাড়ি এবং তালুতে লেগে থাকা অবশিষ্ট খাবার যা সে জিহ্বার মাধ্যমে বের করে, তা ভক্ষণ করবে। আর দাঁতের মাঝের খাবার সে না আহার করে ফেলে দিবে চাই তা কঠিন কোন কিছু দ্বারা বের করুক বা জিহ্বার দ্বারা বের করুক। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন সাধিত হয়।

قوله (فإن الشيطان يلعب بمقاعد أدم) (নিশ্চয় শায়ত্বন আদাম সন্তানের পিছন নিয়ে খেলা করে) অর্থাৎ টয়লেট বা পায়খানা করার স্থানে শায়ত্বন মানুষের অনিষ্ট করার মতলব করে। সে সেখানে উপস্থিত হতে অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। কারণ সেখানে আল্লাহর যিক্র বর্জন করা হয়।

এজন্য রসূল ﷺ যথাসম্ভব পায়খানা (পেশাবের সময় নিজেদের আড়াল করার আদেশ প্রদান করেছেন পিছনে বালির ঢিবি তৈরি করে হলেও পাশাপাশি লোকচক্ষুর সম্মুখিন হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সাথে সাথে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রস্রাব যাতে শরীর কাপড়ে ছিটে না লাগে সে দিকেও লক্ষ রাখতে বলেছেন।

٣٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ

৩৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে, এরপর আবার সেখানে গোসল করে অথবা উযূ করে। কারণ মানুষের অধিকাংশ ওয়াস্ওয়াসা এসব থেকেই উৎপন্ন হয়।[৩৭০] কিন্তু শেষের দু'জন (তিরমিযী ও নাসায়ী), "এরপর সেখানে গোসল করে ও উযূ করে" উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা : قوله (لا يبولن أحدكم في مستحمه) (তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় প্রস্রাব না করে) এ কথায় নিষেধের ক্ষেত্র নির্ধারণে মতবিরোধ হয়েছে। কারো কারো মতে নিষেধটি নালার ন্যায় নরমভূমিতে অবস্থিত গোসলখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোন ছিদ্র নেই। কারণ নরমভূমিতে পেশাব তার স্বস্থলে অটল থাকে। অপর পক্ষে শক্ত ভূমিতে তা এক স্থানে না থেকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যখন তাতে পানি

---

[৩৭০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৭, আত্ তিরমিযী ২১, নাসায়ী ৩৬, সহীহুস জামি' ৭৫৯৭।

পড়ে তখন প্রস্রাবের প্রভাবটা দূরীভূত হয়। কিন্তু নরমভূমিতে পেশাব একস্থানে জমে শুকিয়ে যাবার ফলে তার প্রভাবটা যায় না। অপর দলের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীতে তাদের মতে নিষেধটি শক্তভূমিতে অবস্থিত গোসলখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ শক্তভূমিতে প্রস্রাব করলে তার ফোঁটা ফিরে এসে শরীর অপবিত্র হওয়ার আশংকা রয়েছে যা নরম ভূমির ক্ষেত্রে নেই।

قوله (ثـم يغتسل فيـه) (অতঃপর সে তার গোসল সম্পাদন করবে) এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ নিয়েছেন যতক্ষণ তারা তাতে গোসল করার পরিকল্পনা রাখবে ততদিন নিষেধ কিন্তু যদি তাতে গোসল করে পরিত্যক্তাবস্থায় রেখে দেয় বা কেবল গোসল আরম্ভ করেছে এখনো প্রস্রাব করেনি তাহলে সে গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ নয়।

قوله (فإن عامة الوسواس منه) (কারণ অধিকাংশ সংশয় এ থেকেই সৃষ্টি হয়) অর্থাৎ গোসলখানা বা ওযূখানায় প্রস্রাব করে সেখানে উযূ বা গোসল করা থেকেই অধিকাংশ সংশয়ের উদ্ভব ঘটে। কারণ সে স্থানটি অপবিত্র হওয়ার ফলে তার মনে এ সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে তার শরীরে প্রস্রাবের কোন ছিটা লাগল।

٣٥٤ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ جُحْرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৫৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গর্তে প্রস্রাব না করে।[৩৭১]

٣٥٥ـ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابْنُ مَاجَةَ

৩৫৫। মু'আয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তিনটি অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য কাজ– (১) পানির ঘাটে, (২) চলাচলের পথে ও (৩) কোন কিছুর ছায়ায় পায়খানা করা এমন করা হতে বেঁচে থাকবে।[৩৭২]

٣٥٦ـ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

৩৫৬। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে যেন পায়খানায় এমনভাবে না বসে যে, দু'জনেই দু'জনার লজ্জাস্থান দেখতে পায় এবং পরস্পরের সাথে কথা বলে। কেননা মহান আল্লাহ এ ধরনের কাজে খুবই রাগান্বিত হন।[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : قوله (فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ) অর্থাৎ অন্যের উপস্থিতিতে লজ্জাস্থান খোলা এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় কথায় বলা আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন। এ হাদীস থেকে কয়েকটি মাস্আলাহ্ সাব্যস্ত হয় যথা :

---

[৩৭১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৯, নাসায়ী ৩৪। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত হলেও এর মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু ত্রুটি রয়েছে।

[৩৭২] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ২৬, ইবনু মাজাহ ৩২৮, সহীহ তারগীব ১৪৬। যদিও বিচ্ছিন্নতা ও অপরিচিত রাবী থাকায় এর সানাদটি ত্রুটিযুক্ত, তারপরও এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় এটি হাসান এর স্তরে পৌঁছেছে।

[৩৭৩] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ১৫, সহীহুত্ তারগীব ১৫৫।

* লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা আবশ্যক।
* পায়খানা করার সময় কথা বলা হারাম।
* কেউ কেউ এ অবস্থায় কথা বলাটা মাকরুহ বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

٣٥٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتٰى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৫৭। যায়দ ইবনু আরক্বাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : এসব পায়খানার স্থান হচ্ছে (জিন ও শাইত্বনের) উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের যারা পায়খানায় যাবে তারা যেন এ দু'আ পড়ে : *"আ'উযু বিল্লা-হি মিনাল খুবুসি ওয়াল খবা-য়িস"*– (অর্থাৎ- আমি নাপাক নর-নারী শায়ত্বন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই)।[৩৭৪]

ব্যাখ্যা : الحشوش (আল হুশূশ) এর আসল অর্থ ঘন গাছে আচ্ছাদিত খেজুর বাগন। গৃহে পায়খানা নির্মাণের পূর্বে তারা সেখানে গিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করত। পরবর্তীতে এটি টয়লেট অর্থে ব্যবহৃত হয়। পায়খানা-প্রস্রাবের স্থানসমূহে জিন্ ও শায়ত্বনরা উপস্থিত হয়ে আদাম সন্তানের ক্ষতিসাধন করতে। কারণ ঐ সকল স্থানে আল্লাহর স্মরণ পরিত্যাগ করে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা হয়। ফলে অন্যস্থানের চেয়ে সে সকল স্থানে বেশি ক্ষতি সাধন সম্ভব হয়। এজন্যেই রসূল স্থানে জিন্ শায়ত্বন হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٣٥٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ اٰدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِقَوِيٍّ

৩৫৮। 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন জিন শাইত্বনের চোখ আর বানী আদামের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা হল *"বিসমিল্লা-হ"* বলা।[৩৭৫] এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব, এর সানাদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা : (قوله (إذا دخل أحدكم الخلاء অর্থাৎ আদাম সন্তান পায়খানায় প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পড়বে। অতএব যখন কেউ বস্ত্র খুলে রাখা বা গোসলের সময় লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করার ইচ্ছা করবে, তার উচিত *বিসমিল্লা-হ* বলা। (এটি শুধুমাত্র টয়লেটে প্রবেশের সময় নয়) আনাস হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস *বিসমিল্লা-হ* বলার হুকুমটি আম (ব্যাপক) হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মতকে সমর্থন করে। যেখানে বলা হয়েছে "যখন আদাম সন্তান বস্ত্র খুলে রাখে তখন তাদের লজ্জাস্থান এবং জিনের মাঝে পর্দা হল তা খুলবার মুহূর্তে *বিসমিল্লা-হ* বলা।" কারণ আদাম সন্তানের উপর আল্লাহর নাম একটি স্টিকারের ন্যায় যা জিনেরা খুলতে বা উঠাতে সক্ষম হয় না। দুই হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসনে 'আলী হতে বর্ণিত হাদীসে টয়লেটে প্রবেশের দু'আ بسم الله এসেছে অপরদিকে পূর্বে বর্ণিত আনাস এবং যায়দ বিন আরকাম এর হাদীসে এসেছে রসূল টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে ক্ষতি সাধনকারী জিন্ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

[৩৭৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬, ইবনু মাজাহ্ ২৯৬, সহীহুল জামি' ২২৬৩।
[৩৭৫] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬০৬, সহীহুল জামি' ৩৫১১।

দৃশ্যত উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও মূলত বৈপরীত্য নেই। কারণ একটি আল্লাহর নাম এবং অপরটি অনিষ্ট সাধনকারী জিন্ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা। অতএব উভয়টি আলাদা কোন জিনিস নয়। অধিকন্তু 'উমারের সূত্রে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে দু'টি দু'আই একত্রে এসেছে যে হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله إعوذ بالله من الخبث والخبائث (যখন তোমরা টয়লেটে প্রবেশের মনস্থ করবে তখন এ দু'আটি পাঠ করবে : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং তাঁর নিকট অনিষ্টকারী জিন্ হতে আশ্রয় চাচ্ছি)। অতএব, দু'আ দু'টি পাঠ করা উত্তম। তবে একটি বললেও যথেষ্ট হবে।

٣٥٩-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৫৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন : "*গুফরা-নাকা*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।[৩৭৬]

ব্যাখ্যা : قوله (إذا خرج من الخلاء) অর্থাৎ যখন তিনি টয়লেট থেকে বের হতেন। খুরুজ দ্বারা কোন স্থান থেকে বের হওয়া বুঝালেও বিধানটি ব্যাপক যা ফাঁকা ময়দানসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। غفرانك অর্থ আমি তোমার মর্যাদার সাথে উপযুক্ত বা তোমার অনুগ্রহ থেকে সৃষ্ট ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রস্রাব-পায়খানার অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মগ্ন থাকতেন । ফলে এ অবস্থায় আল্লাহর যিক্র পরিত্যাগ করাকে ত্রুটি বা পাপ গণ্য করে আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি পায়খানা করার ক্ষমতা দানের মাধ্যমে যে করুণা করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায়ে ত্রুটি হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কেননা পেটের ভিতর মল জমা থাকলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত হয়। তাই তা বের হওয়া শরীরের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য একটি অপরিহার্য নি'আমাত। আর এটিই অধিক সঠিকতর কারণ।

٣٦٠-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ

৩৬০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়খানায় গেলে আমি তাঁর পেছনে পেছনে কখনো 'তাওর'-এ করে আবার কখনো 'রাক্ওয়াহ্'-এ করে পানি নিয়ে যেতাম। এ পানি দ্বারা তিনি শৌচকর্ম সম্পাদন করতেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটিতে স্বীয় হাত ঘষতেন। অতঃপর আমি আর এক পাত্রে পানি আনতাম। এ পানি দিয়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উযূ করতেন।[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্তিঞ্জা করার পর হাত মাসাহ করতেন তা পরিষ্কার করণার্থে এবং উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় পাত্রে পানি নিয়ে আসলেন কারণ আগের পাত্রের পানি

---

[৩৭৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩০, আত্ তিরমিযী ৭, ইবনু মাজাহ্ ৩০০, সহীহুল জামি' ৪৭০৭, দারিমী ৭০৭।

[৩৭৭] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৫।

শেষ হয়ে গিয়েছিল অথবা অতি অল্প পানি ছিল যা উযূর জন্য যথেষ্ট নয়। এ হাদীসের আলোকে কেউ কেউ ইস্তিঞ্জার জন্য আলাদা পাত্র নেয়াকে মানদূব (উত্তম) বলেছেন।

٣٦١ـ وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৬১। হাকাম ইবনু সুফ্ইয়ান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী প্রস্রাব করার পর উযূ করতেন এবং নিজের লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিতেন।[৩৭৮]

٣٦٢ـ وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُوْلُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৬২। উমায়মাহ্ বিনতু রুক্বায়ক্বাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী-এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল। তিনি () রাতে এতে প্রস্রাব করতেন।[৩৭৯]

ব্যাখ্যা : দুই হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসন : এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, রসূল রাত্রিতে পেশাব করার জন্য খাটের নিচে একটি পাত্র রাখতেন। অপরদিকে ত্বাবারানীর 'আওসাত' "গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে" ঘরের মধ্যে কোন পাত্রে প্রস্রাব জমা রাখা যাবে না। কেননা প্রস্রাব জমা রাখা ঘরে মালাকগণ প্রবেশ করে না। উভয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে বলা হয় হাদীসে জমা রাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল দীর্ঘ সময় ধরে আবদ্ধ। আর পাত্রে যা রাখা হয় তা সাধারণত দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকে না। আল্লামা মুগলত্বয়ী বলেছেন : ঘরে প্রস্রাব জমা রাখা দ্বারা রসূল হয়ত বা অধিক অপবিত্রতার উদ্দেশ্য নিয়েছেন। পাত্রে জমা রাখা এর বিপরীত কারণ এর মাধ্যমে অপর স্থান অপবিত্র হয় না।

٣٦٣ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحْيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ صَحَّ

৩৬৩। 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন, 'উমার! (আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের ন্যায়) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। অতঃপর আমি আর কক্ষনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি।[৩৮০]

٣٦٤ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قِيلَ كَانَ ذٰلِكَ لِعُذْرٍ.

৩৬৪। হুযায়ফাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কোন এক গোত্রের আবর্জনার স্থানে গেলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন।[৩৮১] বলা হয়ে থাকে যে, তিনি () কোন ওযরের কারণে এরূপ করেছেন।

---

[৩৭৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৮, নাসায়ী ১৩৫, দারিমী ৭৩৮। হাদীসটির সানাদে অনেক বিশৃঙ্খলা থাকলেও এর অনেক শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা সহীহ স্তরে পৌঁছেছে।

[৩৭৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪, নাসায়ী ৩২, সহীহুল জামি' ৪৮৩২।

[৩৮০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৩০৮, য'ঈফাহ্ ৯৩৪, তিরমিযী ১২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল কারীম ইবনু আবুল মাখরিক্ব নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

ব্যাখ্যা : রসূল দূরে গিয়ে পেশাব-পায়খানা করার যে অভ্যাস ছিল এখানে তিনি তার বিপরীত করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে অনেক অভিমত রয়েছে।

- কেউ কেউ বলেছেন : রসূল মুসলিমদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবত দীর্ঘ সময় বৈঠক থাকায় পেশাবের প্রয়োজন প্রখর হওয়ায় দূরে না গিয়ে নিকটেই প্রস্রাব করেছেন। কারণ দূরে গেলে তার ক্ষতি হতো।
- কেউ কেউ বলেছেন : রসূল বৈধতার বর্ণনা দেয়ার জন্য এটি করেছেন।
- কেউ কেউ বলেছেন : রসূল এটি পায়খানার ক্ষেত্রে না করে প্রস্রাবের ক্ষেত্রে করেছেন। কারণ পায়খানার অধিক দুর্গন্ধ রয়েছে এবং তা সম্পাদনের সময় কাপড় অধিক উন্মুক্ত করতে হয়। সেক্ষেত্রে দূরে না গেলে সমস্যা রয়েছে।
- এ হাদীস দ্বারা কোন প্রকার সমস্যা ও অপছন্দনীয় কারণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- তবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের হুকুম নিয়ে আহলে 'ইল্‌মদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল আহলে 'ইল্‌মের মতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা বৈধ যদি প্রস্রাবের ফোঁটা ছিটে এসে গায়ে না লাগে। তাদের সম্পর্কে হুযায়ফার এই হাদীসসহ আরও বহু হাদীস ও সহাবীগণের নির্দেশ রয়েছে।
- আর একদলের মতে সমস্যা ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরুহ। তারা তদের মতের পক্ষে এমন কতগুলো হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যার সবগুলোই ত্রুটিযুক্ত সহীহ নয়।
- তবে সুস্পষ্ট বক্তব্য হল রসূল এটি বৈধতার বর্ণনার জন্যই করেছেন। এটি তার স্থায়ী 'আমাল ছিল না বরং তার স্থায়ী ও অধিকাংশ অবস্থায় 'আমাল ছিল বসে বসে প্রস্রাব করা।

سباطة (সুবা-ত্বহ্) হল গৃহকর্তাদের সুবিধার্থে গৃহের উঠানে অবস্থিত ময়লা অক্ষর্জনা ফেলার স্থান। যা সাধারণত নরম হওয়ায় তাতে প্রস্রাব করলে প্রস্রাবকারীর গায়ে ছিটা লাগে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৬৫। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে, নাবী দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময়ই বসে প্রস্রাব করতেন।[৩৮২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ঐ দলের পক্ষের দলীল যারা বলেন ওযর বা সমস্যা ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরুহ। কারণ এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে রসূল দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন না বরং প্রস্রাবের ক্ষেত্রে তার নিয়ম ছিল বসে জবাবে করা। এর জবাবে বলা হয়েছে : 'আয়িশাহ্-এর এ হাদীসটি সহীহ নয়।

---

[৩৮১] **সহীহ :** বুখারী ২২৪, মুসলিম ২৭৩।

[৩৮২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১২, নাসায়ী ২৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২০১।

তর্কের খাতিরে যদি তা সহীহ ধরেও নেয়া হয় (যদিও তা নয়) তারপরেও বিশুদ্ধতার বিচারে কোন সন্দেহ ছাড়াই হুযায়ফার হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ 'আয়িশার হাদীসটি তার জ্ঞান অনুপাতে ফলে তা রসূল ﷺ-এর বাড়ীর আ'মালের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাইরের আ'মালের বিষয়ে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها অবগত ছিলেন না। যা প্রসিদ্ধ সহাবী হুযায়ফাহ্ সংরক্ষণ বা মুখস্থ করেছিলেন। বলা হয়েছে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর এই হাদীসের অর্থ যে "তোমাদের সংবাদ দিবে যে রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে অভ্যস্ত ছিলেন তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না বরং তিনি (ﷺ) বসে করতেই অভ্যস্ত ছিলেন।" ফলে 'আয়িশার হাদীসটি হুযায়ফার হাদীসের বিপরীত নয়। অতএব রসূল ﷺ বৈধতার বর্ণনা দেয়ার জন্য কখনো কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন তবে তিনি বসে প্রস্রাব করতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

٣٦٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارَقُطْنِي

৩৬৬। যায়দ ইবনু হারিসাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে জিবরীল আমীনের মাধ্যমে যখন নাবী ﷺ-এর নিকট ওয়াহী নাযিল করা হচ্ছিল, তখনই তিনি নাবী ﷺ-কে উযূ করা ও সলাত আদায়ের শিক্ষা দিলেন। আর তিনি (ﷺ) যখন উযূ করা শেষ করে এককোষ পানি (হাতে উঠিয়ে) নিলেন এবং তখন নিজের পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দিলেন।[৩৮৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বুঝা যায় পানির ছিটা উযূর পরে দিতে হবে। রসূল ﷺ এটা উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করেছেন যাতে এর মাধ্যমে তা সন্দেহ দূরীভূত হয়। তাই ওযু করার পর পরিধেয় পোশাকে লজ্জাস্থান বরাবর পানির ছিটা দিতে হবে সন্দেহ দূর করার জন্যে যে লজ্জাস্থান থেকে আর্দ্রতা বের হয়েছিল কি না?

٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ وسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

৩৬৭। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিবরীল 'আলায়হিস সালাম এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনি উযূ করবেন, তখন পানি (সন্দেহ দূর করার জন্য আপনার গুপ্তাঙ্গে) ছিটিয়ে দিবেন।[৩৮৪]

٣٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَة

---

[৩৮৩] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৭৪৮০, দারাকুত্বনী ৩৯০, সহীহাহ্ ৭৪১।

[৩৮৪] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫০, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩১২। কারণ এর সানাদে হাসান ইবনু 'আলী আল হাশিমী রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

৩৬৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রস্রাব করলেন। 'উমার (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) তাঁর পেছনে পানির পাত্র নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'উমার! এটা কী? 'উমার (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) বললেন, পানি। আপনার উযূ করার জন্য। তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি এজন্য আদিষ্ট হইনি যে, যখনই প্রস্রাব করব তখনই উযূ করব। যদি আমি সর্বদা এমন করি তাহলে এটা 'সুন্নাত' হয়ে যাবে।[৩৮৫]

ব্যাখ্যা : (قوله (ماء تتوضأ به পাত্র নিয়ে এলে রসূল (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তিনি উত্তরে বললেন, এতে আপনার উযূর জন্য পানি রয়েছে)। এখানে ওযু দ্বারা ওযূয়ে শার'ঈ উদ্দেশ্য নয় বরং ওযূয়ে লাগবী তথা প্রস্রাবের পর পানি ব্যবহার করা উদ্দেশ হতে পারে। প্রস্রাবের পরে উযূ করা এবং সর্বাবস্থায় উযূ থাকা উত্তম হলেও কখনো কখনো উম্মাতের জন্য সহজ করণার্থে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন। এজন্য তিনি প্রস্রাবের পর উযূ না করে বললেন আমি প্রস্রাবের পর সর্বদা উযূ করতে আদিষ্ট হয়নি।

(قوله (لو فعلت لكنت سنة অর্থাৎ যদি আমি প্রস্রাবের পর সর্বদা পানি দ্বারা শৌচকার্য করতাম অথবা উযূ করতাম তাহলে তা আমার উম্মাতের জন্য আবশ্যক হয়ে যেত এবং এ বিষয়ে যে অবকাশ রয়েছে তা বন্ধ হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন : এর অর্থ, যদি আমি এরূপ করতাম তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় পরিণত হতো।

আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেছেন : হাদীসে উযূ দ্বারা প্রস্রাবের পর প্রয়োজন ছাড়াই পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা অর্থ গ্রহণ কোন বাহ্যিকের বিপরীত। এর বাহ্যিক অর্থ শার'ঈ উযূ যা 'উমার (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, রসূল (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর প্রস্রাবের ফলে ওযু নষ্ট হওয়ায় তিনি এ পানি দ্বারা উযূ করয়েন। কিন্তু রসূল (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বৈধতা এবং উম্মাতের প্রতি সহজ করণার্থে তা করেননি।

٣٦٩ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৬৯। আবূ আইয়ূব, জাবির ও আনাস (রাযিয়াল্ল-হু আনহুম) হতে বর্ণিত। "সেখানে (মাসজিদে কু'বায়) এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করাকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন":– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০৮) এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আনসারগণ! এ আয়াতে আল্লাহ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা কী? তাঁরা বললেন, আমরা সলাতের জন্য উযূ করি, নাপাকী হতে পবিত্র হবার জন্য গোসল করি, পানি দিয়ে পবিত্রতা লাভ করে থাকি। তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটাই (পবিত্রতা), যার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তোমরা সবসময় এটা করতে থাকবে।[৩৮৬]

---

[৩৮৫] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪২, ইবনু মাজাহ্ ৩২৭, সহীহুল জামি' ৫৫৫১। কারণ এর সানাদে, 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তাওয়াম নামক একজন রাবী রয়েছে যাকে হাফিয ইবনু হাজার দুর্বল বলেছেন। তবে مَا أُمِرْتُ এর পরের অংশটুকুকে শায়খ আলবানী "সহীহুল জামি"-তে সহীহ বলেছেন।

[৩৮৬] **সহীহ লিগায়রিহী :** ইবনু মাজাহ্ ৩৫৫, সহীহ আবূ দাঊদ ৩৫। যদিও এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু এর শাহিদ রিওয়ায়াত থাকায় তা সহীহ স্তরে উন্নিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (فهو ذاك) قوله এখানে সলাতের জন্য ওযু, অপবিত্রতার গোসল ও পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকলেও هو সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা কর। কেননা তা সবচেয়ে নিকটবর্তী শব্দ এবং এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। অন্যথায় উযূ গোসল মুহাজিরগণও করতেন কিন্তু তাদের প্রশংসা করেননি। হাকিম-এর বর্ণনায় এটি আরও স্পষ্টভাবে এসেছে যথা : فقالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة فقال هل مع ذالك غيره؟ فلاوا لا إلا أن احدنا রসূল ﷺ-এর প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল– আমরা সলাতের জন্য উযূ করি এবং জানাবাতের গোসল করি। তিনি বললেন, এর সাথে আর কিছু কি কর? তারা বলল না তবে আমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে পছন্দ করে। রসূল ﷺ বলেছেন, এটিই সেই কাজ যার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। পরে রসূল ﷺ বললেন তোমাদের জন্য পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাই আবশ্যক। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে তারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাই যথেষ্ট মনে করতেন, ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করতেন না।

কিন্তু ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বায্যার যে বর্ণনাটি এনেছেন যথা : أن النبي ﷺ سأل أهل قباء فقال إن الله يثنى عليكم فقلوا إنا نتبع الحجارة الماء (অর্থাৎ নাবী ﷺ কুবাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি এমন 'আমাল কর যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা উত্তরে বলল, আমরা পায়খানা-প্রস্রাবের পর ঢিলার সাথে সাথে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি)। তার (সে বর্ণনাটির) সূত্রে ইমাম বুখারী, নাসায়ীসহ আরো অনেকের মতে দুর্বল হিসেবে অভিহিত। রাবী মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল 'আযীয থাকায় তা য'ঈফ। এছাড়াও মুওয়াত্ত্বা মালিকে গ্রন্থে অন্য একটি দুর্বল সানাদে এই বর্ণনা এসেছে। অথচ ইমাম হাকিম ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে যে মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধুমাত্র পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জার উল্লেখ রয়েছে।

আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীসের মাধ্যমে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা এবং যারা এ 'আমাল করে তাদের প্রশংসার বিষয়টি প্রমাণিত। যেহেতু এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। উলামা বলেছেন : ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার চেয়ে পানি দ্বারা করা অধিক উত্তম। আর উভয়টি ব্যবহার করা সর্বসাকুল্যে উত্তম। কিন্তু আমীর আল-ইয়ামানী বলেছেন– একসঙ্গে উভয়টির ব্যবহার আমরা রসূল ﷺ থেকে পাইনি।

٣٧٠ـ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُ إِنِّي لَأَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتّٰى الْخِرَاءَةِ قُلْتُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِي بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأَحْمَدُ واللفظ له

৩৭০। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কেউ ঠাট্টা করে আমাকে বলল, তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ) তো দেখছি তোমাদেরকে পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়ম-কানুনও শিখিয়ে দিচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ (এটা তো তাঁর অনুগ্রহ, দোষের তো কিছু নেই)। তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমরা যেন পায়খানার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করে না বসি, ডান হাতে শৌচকর্ম না করি এবং পায়খানার পর তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি। আর এতে (ঢিলা) যেন গোবর ও হাড় না থাকে।[৩৮৭]

---

[৩৮৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৬২, আহ্‌মাদ ২৩১৯১।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার বৈধ নয় যদিও একটি বা দু'টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজ্ঞতার সাথে উত্তর দিয়েছেন। কারণ কোন মুশরিক যখন ইসলামের কোন বিষয়ে উপহাস করে তখন হয় তাকে হুমকি প্রদান করতে হবে অথবা তাকে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কিন্তু সাহাবী সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উপহাসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে একজন সঠিক পথ প্রদর্শনকারীর ন্যায় উত্তর দিয়েছেন বলেছেন, "এটি উপহাসের কোন স্থান নয় বরং এটি সত্য ও সঠিক। অতএব তোমার কর্তব্য হল হটকারীতা পরিহার করে সত্যটি গ্রহণ করা"। আল্লামা সিন্ধি বলেছেন : সঠিক হল সহাবী তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন এভাবে যে, তুমি যাকে উপহাসের কারণ বলছ তা মুসলিমগণ শত্রুদের নিকট প্রকাশ করে বেড়ায় এমন কোন কারণ নয়। উপরন্ত তার বিশদ বর্ণনা জানার পর মন তাকে ভাল বিষয় হিসেবে মেনে নিবে। অতএব, উল্লেখ করতে খারাপ এমন বিষয়ের দিকে নেসবাত করায় তাকে উপহাস করার জন্য কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

٣٧١ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِيْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهم انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانُوْا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْن مَاجَةَ

৩৭১। 'আবদুর রহমান ইবনু হাসানাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে বের হয়ে) আমাদের কাছে এলেন, আর তাঁর হাতে ছিল একটি চামড়ার ঢাল (বর্ম)। তিনি ঢালটি (পর্দাস্বরূপ স্থাপন করে) তার দিকে ফিরে মাটিতে বসে প্রস্রাব করলেন। তখন (মুশরিকদের) কয়েকজন বলে উঠল, দেখ, মেয়েদের মতো (পর্দা করে) প্রস্রাব করছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনলেন এবং বললেন, তোমার জন্য আফসোস হয়, তুমি কি জানো না যে, বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি ঘটেছিল? অর্থাৎ তাদের শরীরে (বা কাপড়ে) যখন প্রস্রাব লাগতো, তখন তারা কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলতো। তাই সে (বানী ইসরাঈল-এর এক ব্যক্তি) তা হতে মানুষদেরকে নিষেধ করল। ফলে (মৃত্যুর পর) তাকে ক্বরের 'আযাব দেয়া হল।[৩৮৮]

ব্যাখ্যা : সহাবী বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল নিয়ে আমাদের নিকট এলেন এবং তা আমাদের এবং তাঁর মাঝে আড়াল বানিয়ে তার দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলেন। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, "সহাবী 'আবদুর রহমান বিন হামানাহ্ বলেন আমি এবং 'আম্‌র ইবনুল 'আস উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢাল বা ঢালজাতীয় কিছু নিয়ে আমাদের নিকট এনে তা পর্দা বানিয়ে পেশাব করলেন।" আর হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে সহাবী বলেন, আমি আমার সাথীকে বললাম তুমি কি দেখ না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে প্রস্রাব করছেন? এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় পাওয়া যায় :

* প্রত্যেক মুসলিমকে বসে প্রস্রাব করতে হবে যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে প্রস্রাব করেছেন।

* বানী ঈসরাঈলের প্রস্রাবের ক্ষেত্রে অসর্তকার শাস্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন শরীরে প্রস্রাব লাগলে তা কেটে ফেলতে হতো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সর্বাস্থায় কাপড় কেটে ফেলতে হতো। তবে বুখারীর বর্ণনায় কাপড় কেটে ফেলার উল্লেখ এসেছে।

---

[৩৮৮] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৪৬, আবূ দাউদ, সহীহুত্ তারগীব ১৬২।

* সৎ কাজে বাধা প্রদান না করে বরং প্রত্যেককে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করতে হবে, না হলে বানী ঈসরাঈলের এ ব্যক্তির পরিণতি ভোগ করতে হবে।

٣٧٢ـ وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي مُوسٰى.

৩৭২। ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি 'আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৮৯]

٣٧٣ـ وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ بَلْ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৩। মারওয়ান আল আস্ফার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখলাম, তিনি ক্বিবলার দিকে তার উটকে বসালেন। তারপর উটের দিকে বসে প্রস্রাব করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! এটা হতে কি নিষেধ করা হয়নি। তিনি বললেন, না, বরং উন্মুক্ত জায়গায় এরূপ করা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর ক্বিবলার মধ্যে এমন কোন জিনিস আড়াল হয়, তখন এরূপ করাতে কোন দোষ নেই।[৩৯০]

ব্যাখ্যা : সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি بل إنما نهى عن ذلك فى الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাঁকা ময়দানে প্রস্রাব-পায়খানার সময় ক্বিবলাকে সামনে পশ্চাতে করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তিটি সেসব লোকদের দলীল, যারা এই নিষেধের ক্ষেত্রে ফাঁকা ময়দান ও প্রাচীর বেষ্টিত টয়লেটের মাঝে পার্থক্য করেন। সর্বক্ষেত্রেই ক্বিবলাকে সামনে পিছনে করা নিষেধের মতাবলম্বীরা এর উত্তরে বলেন : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ উক্তিটির দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত তিনি এটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন অথবা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মের উপর নির্ভর করে বলেছেন যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যেন তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাফসার গৃহে ক্বিবলাকে পিছনে প্রয়োজন পূরণরত অবস্থায় দেখে এ নিষেধটি প্রাচীর বেষ্টিত টয়লেটের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বুঝেছেন। এই বুঝটা দলীল হতে পারে না এবং এই উক্তির দ্বারা দলীল দেয়াও সঠিক হবে না। (অতএব সর্বক্ষেত্রেই ক্বিবলাকে সামনে পশ্চাতে করে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ)।

[ক্বিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাস ছিল। কারণ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উক্তি আমার কর্মের উপর প্রাধান্য পাবে। এ নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টির অবকাশ নেই।] (সম্পাদক)

٣٧٤ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِي. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

---

[৩৮৯] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৩০, ইবনু মাজাহ্, য'ঈফ সুনানে ইবনু মাজাহ্ ১।

[৩৯০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১১, ইরওয়া ৬১।

৩৭৪। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী যখন পায়খানা হতে বের হতেন, এ দু'আ পড়তেন : *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আয্‌হাবা 'আন্নিল আযা- ওয়া'আ-ফানী"*– [অর্থাৎ- সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করেছেন ও আমাকে নিরাপদ করেছেন]।[৩৯১]

ব্যাখ্যা : (قوله (إذا خرج من الخلاء অর্থ্যাৎ যখন তিনি প্রাচীরবেষ্টিত টয়লেট হতে বের হতেন বা জনমানবহীন ফাঁকা স্থানে প্রয়োজন পূরণ করার পর চলে যেতেন তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন। কারণ সাধারণত সর্বক্ষেত্রেই এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। দু'আটি হল الحمد لله الذى أذهب عنى الاذى وعافنى (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং মল পেটে আবদ্ধ হওয়া বা তার সাথে নাড়ি-ভুড়ি বের হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন)। রসূল -এর প্রশংসা থেকে বুঝা যায় যে পায়খানা-প্রস্রাব মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিরাট ও শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। কারণ পেটে মল, প্রস্রাব আবদ্ধ থাকাটা মৃত্যু বা ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ। আর তা বের হওয়া আল্লাহ তা'আল বিশাল অনুগ্রহ যা ব্যতীত কেউ পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারবে না। অতএব, যারা ক্ষুধা নিবারণকল্পে সুস্থ থাকার জন্য হালাল খাবার গ্রহণ করে, অতঃপর খাবারের পুষ্টি গ্রহণ করে যখন অনুপাকারী দুর্গন্ধযুক্ত মলগুলো পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায় তখন তাদের সকলের দায়িত্ব হল বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া করা।

٣٧٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনের প্রতিনিধি দল যখন নাবী -এর নিকট পৌছলেন, তখন তাঁর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মাতকে গোবর, হাড় ও কয়লা দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিন। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে আমাদের রিয্‌ক্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অতএব রসূল এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে আমাদেরকে নিষেধ করে দেন।[৩৯২]

(٣) بَابُ الْمِسْوَاكِ

অধ্যায়-৩ : মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে

سِوَاكٌ (সিওয়াক) শব্দটি মিসওয়াক করা এবং যার মাধ্যমে মিসওয়াক করা হয় উভয়কেই বুঝায়। তবে এখানে سِوَاكٌ দ্বারা মিসওয়াক করা উদ্দেশ্য। আল্লামা জাযারী বলেন : যেসব কাষ্ঠ খণ্ডের মাধ্যমে দাঁত মাজা হয় তাকে سِوَاكٌ এবং مِسْوَاكٌ বলে।

---

[৩৯১] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৩০১, ইরওয়া ৫৩।

[৩৯২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৯।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে 'ইশার সলাত দেরীতে আদায় করতে ও প্রত্যেক সলাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।[৩৯৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ফার্‌য ও নাফ্‌ল সলাতের সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত। তবে কিছু লোক এটিকে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তারা সুস্পষ্ট এই সহীহ হাদীসটির ভিত্তিহীন কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যথা- ১। মিসওয়াক করার ফলে মাঢ়ি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর রক্তক্ষরণের ফলে হানাফীদের মতে উযূ বাতিল হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো এটি সমস্যার সৃষ্টি করে।

* (আমরা এর প্রত্যুত্তরে বলব) প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা ভিন্ন অন্য স্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া উযূ ভঙ্গের কারণ এ ভিত্তিতে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মোকাবেলায় প্রদত্ত ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না। যেহেতু এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদি তাদের মিসওয়াকের ফলে মাঢ়ি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দাবী মেনে নেয়া হয় তাহলে যার এ আশংকা রয়েছে সে মাঢ়ি ব্যতীত দাঁত এবং জিহ্বা মিসওয়াক করবে।

২। মিসওয়াকের মাধ্যমে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করণের মতো এ কাজ মাসজিদে সমুচিন নয়।

(এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলব) এ ব্যাখ্যাটিও প্রত্যাখ্যাত। আল্লামা আসীম আবাদী «غاية المقصود» গ্রন্থে বলেছেন, আমরা মিসওয়াকের মাধ্যমে ময়লা পরিষ্কার করণের এ দাবী মানি না। আর কিভাবে তা হতে পারে, যেখানে যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো সহাবী লেখকের ন্যায় কানের উপর কলম নিয়ে সলাতে উপস্থিত হতেন এবং যখনই সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন সলাত আরম্ভ হয়ে গেলে মিসওয়াকটি আগের স্থানে রেখে দিতেন। এ ছাড়াও খতীব বাগদাদী ও ইবনু আবী শায়বাহ্ আবূ হুরায়রাহ্ এবং 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস নিয়ে এসেছেন যেখানে বলা হয়েছে সহাবীগণের কানের উপর মিসওয়াক থাকত সলাতের আগে মিসওয়াক করতেন আবার তার কানের উপর রেখেই সলাত শুরু করতেন।

৩। যেহেতু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, তিনি সলাতে দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করেছেন, তাই কোন কোন বর্ণনা হতে প্রাপ্ত «عند كل وضوء» (প্রত্যেক উযূর সময়) এর ভিত্তিতে অত্র হাদীসটিকেও প্রত্যেক সলাতের উযূর সময় এর উপর ধারণ করা হবে।

(আমরা এর প্রত্যুত্তরে বলব) এটি একেবারেই অসম্ভব যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতকে প্রত্যেক সলাতের সময় গুরুত্বসহকারে মিসওয়াক করার আদেশ দিবেন আর তিনি সে 'আমাল না করে পরিত্যাগ করবেন। বরং এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট 'আমাল প্রমাণিত হয়েছে। ত্বারানীতে যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী হতে

[৩৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ২৫২, আবূ দাউদ ৪৬।

বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক না করে গৃহ হতে কোন সলাতের জন্য বের হতেন না। আল্লামা হায়সামী বলেছেন, এ হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত। আর এ বিষয়টি সুবিদিত যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযান শ্রবণ করার পর ইক্বামাতের সময়েই গৃহ হতে বের হতেন। এতএব, গৃহে তিনি সলাতে দাঁড়ানোর সময়ই মিসওয়াক করতেন। আর উভয় বর্ণনার মাঝে এমন কোন বৈপরীত্য নেই যে, সলাতের সময়ের বর্ণনাটি উযূর ক্ষেত্রে নিতে হবে, বরং এটা বলা যেতে পারে যে উভয়টিই সুন্নাত।

সলাতের দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক সুন্নাহ হওয়ার রহস্য হল আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি অবস্থা হল সলাত। অতএব 'ইবাদাতের সম্মান প্রদর্শনার্থে সেটি পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নাবস্থায় থাকা চাই। মুসনাদে বায্যারে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে মালাক মুসল্লীর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের জন্যে তার নিকটবর্তী হতেই থাকে এমনকি সে মুখে মুখ লাগিয়ে দেয় ফলে মুসল্লীর মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হলে মালাক সে দুর্গন্ধে কষ্ট পায়। এজন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াকের নিয়ম চালু করলেন যাতে ফেরেস্তা কষ্ট না পায়।

٣٧٧ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৭। তাবি'ঈ শুরায়হ ইবনু হানী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কোন্ কাজটি করতেন? তিনি বললেন, মিসওয়াক।[৩৯৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শিক্ষাসমূহ বা হাদীস থেকে যে সব মাস্‌আলাহ্ সাব্যস্ত হয়।

১। যে কোন সময় মিসওয়াক করা ভাল।

২। মিসওয়াকের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৩। বাড়িতে প্রবেশ করাটা যেমন কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না অনুরূপ উযূ সলাতের সময়ের সাথে সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় মিসওয়াক বার বার করা বৈধ।

٣٧٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৮। হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদের সলাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠেই মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।[৩৯৫]

٣٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ الرَّاوِيُّ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[৩৯৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৫৩।

[৩৯৫] **সহীহ :** বুখারী ২৪৬, মুসলিম ২৫৫।

وَفِيْ رِوَايَةٍ الْخِتَانُ بَدَلَ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ لَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيُّ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ

৩৭৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দশটি বিষয় ফিত্বরাহ্ অর্থাৎ প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্গত। (১) গোঁফ খাটো করা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের গিরাগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম কাটা, (৯) শৌচকাজ করা (পবিত্র থাকা) এবং রাবী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা 'কুলি করা'।[৩৯৬]

অপর এক বর্ণনায় (দ্বিতীয় জিনিসটি) দাড়ি বাড়াবার স্থলে খত্না করার কথা এসেছে। মিশকাতের সংকলক বলেন, এ বর্ণনাটি বুখারী-মুসলিমে আমি পাইনি, আর হুমায়দীতেও নেই (যা সহীহায়নের জামি')। অবশ্য এ রিওয়ায়াতকে জামিউস সগীরে উল্লেখ করেছেন। এভাবে খাত্ত্বাবী (রহঃ) মা'আলিমুস সুনানে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : فطرة (ফিত্বরাহ্) অর্থ জন্মগত স্বভাব। ফিত্বরাহ্ বিশিষ্ট সেই দশটি সুন্নাতের প্রথমটি হল قص الشارب অর্থাৎ মোচ বা গোঁফ এমনভাবে ছাঁটা যাতে উপর ঠোঁটের রক্তিমতা প্রকাশ পায়। বুখারী মুসলিমের বর্ণায় أحفوا الشوارب এসেছে إحفاء শব্দের অর্থ মূলোৎপাটন করা। কেউ কেউ বলেছেন গোঁফ খাটো করা যায় আবার একেবারে ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে ছোট করাও বৈধ।

إعفاء اللحية অর্থাৎ দুইগাল এবং থুতনীতে উদ্গত চুলগুলোকে দাঁড়ি বলা হয়। দাড়ি না কেটে ছেড়ে দেয়া এবং বর্ধিত করা। কোন কোন পূর্ববর্তী 'আলিম সৌন্দর্য বর্ধন এবং উপযোগিতার ক্ষেত্রে দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিকে কিছু কাটার বৈধতা দিয়েছেন। তবে তা যেন প্রসিদ্ধতা লাভের উদ্দেশে না হয়।

قص الاظفار নখ কাটা। অর্থাৎ আগুলের মাথায় অবস্থিত নখের বর্ধিতাংশ কেটে ফেলা। কেননা সেই বর্ধিতাংশে ময়লা একত্রিত হয়ে আঙ্গুলকে নোংরা করে ফেলে। কখনো কখনো তা এত বড় হয় যা ওযূতে পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

غسل البراجم অর্থাৎ আঙ্গুলের গ্রন্থি ও গিঁট ধৌত করা। এর মাধ্যমে তিনি ময়লা জমে থাকার স্থানসমূহ পরিস্কার করার জন্য দিক-নিদের্শনা দিয়েছেন।

نتف الإبط (নাতফুল ইবিত্ব) نتف শব্দের অর্থ আঙ্গুল দিয়ে চুল উপড়ানো অর্থাৎ বগলের চুল হাতের আঙ্গুল দিয়ে উপড়িয়ে ফেলা। কেননা আঙ্গুল দিয়ে উপড়ালে তা দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে তার বৃদ্ধি কম হয়। তবে বগলের চুল কর্তন করার মাধ্যমে সুন্নাত আদায় হবে কি না এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন কর্তনসহ যে কোন উপায়ে অপসরণ করার মাধ্যমে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা এর মূল লক্ষ হল ময়লা পরিষ্কার করা। বিশেষতঃ সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বৈধ যে তা উপড়ানোতে কষ্ট পায়।

حلق العانة (হালকুল 'আ-নাহ্) عانة বলা হয় নারী-পুরুষের শরীরের সামনের দিকে লজ্জাস্থানের উপর বা তার উৎসস্থলে উদ্‌গত চুল। কেউ কেউ বলেছেন পিছনের স্থানের চারপাশে উদ্গত চুল। অতএব এ

---

[৩৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৬১।

উক্তিগুলোর ভিত্তিতে সামনে ও পিছনের লজ্জাস্থানের চারপাশে উদগত সমস্ত চুলগুলো কর্তন করা মুস্তাহাব। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাদের তা কর্তন না করে যে কোন উপায়ে উপড়ে ফেলাই উত্তম।

٣٨٠- عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

৩৮০। হাদীসটি আবূ দাউদ-এ 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৩৯৭]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِه بِلَا إِسْنَادٍ

৩৮১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মিসওয়াক হল মুখগহবর পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাধ্যম।[৩৯৮]

ব্যাখ্যা : السواك مطهرة للفهم (মিসওয়াক হল মুখ পবিত্রকরণের হাতিয়ার) مسواك মিসওয়াক হল প্রত্যেক সে কাষ্ঠ খণ্ড যা দ্বারা ঘর্ষণের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার করা হয়। আর তা যে মুখমণ্ডল পরিষ্কারের একটি হাতিয়ার তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিসওয়াকের ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আর এ হাদীসের উদ্দেশ্য মিসওয়াক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

٣٨٢- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮২। আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : চারটি বিষয় নাবী-রসূলদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত- (১) লজ্জাশীলতা, আর এক বর্ণনায় এর স্থলে খতনার কথা বলা হয়েছে; (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা; (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) বিয়ে করা।[৩৯৯]

ব্যাখ্যা : قوله (اربع من سنن المرسلين) রসূলগণের সুন্নাত চারটি যথা : লজ্জাশীলতা, (অন্য বর্ণনায় এর পরিবর্তে খত্না এসেছে) সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিবাহ করা।

الحياء (আল হায়া) এ লজ্জা দ্বারা দীনী লজ্জা। যেমন লজ্জাস্থান আবৃত করা, মানবতা যাকে খারাপ মনে করে তাথেকে বেঁচে থাকা এবং শারী'আত অশ্লীলসহ অন্যান্য যেসব কাজকে নিষিদ্ধ করেছে এর দ্বারা জন্মগত লজ্জা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এতে সকল মানুষই অংশীদার। আর জন্মগত বা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

---

[৩৯৭] **হাসান :** আবূ দাউদ ৫৪।

[৩৯৮] **সহীহ :** বুখারী ২/৬৮২ (তা'লীক সূত্রে), নাসায়ী ৫, সহীহুত্ তারগীব ২০৯, আহমাদ ২৪২০৩, দারিমী ৭১১।

[৩৯৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৮০, ইরওয়া ৩৩, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ৪৫২৩। কারণ এর সানাদে "আবুশ শিমাল" নামক একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

الختان (আল খিতান) খত্না করা ইবরাহীম 'আলায়হিস্ সালাম থেকে মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নাবীদের সুন্নাত।

تعطر (তা'আত্তুর) গায়ে এবং কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٣٨٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا اسْتَاكَ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৩। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম হতে উঠতেন, উযূ করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৪০০]

٣٨٤ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মিসওয়াক করতেন। অতঃপর ধুয়ে রাখার জন্য তা আমাকে দিতেন। আমি (ধোয়ার আগে) ঐ মিসওয়াক দিয়ে নিজে মিসওয়াক করতাম। তারপর তা ধুয়ে তাঁকে (ﷺ-কে) দিতাম।[৪০১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٥ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮৫। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখণ্ড মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করছি। এমন সময় দু'জন লোক আমার কাছে এলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন হতে (বয়সে) বড়। আমি আমার মিসওয়াকটি ছোটজনকে দিতে উদ্যত হলে আমাকে বলা হল, বড়জনকেই দিন। অতঃপর আমি তা বড়জনকেই দিলাম।[৪০২]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়টি ঘুমন্তাবস্থায় ছিল।

ইমাম আহমাদ ও বায়হাক্বী হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"রসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক করে তা বড়জনকে দিলেন, অতঃপর বললেন জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম আমাকে এভাবে আদেশ করেছেন।"

অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে।

---

[৪০০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৭, আহমাদ। তবে وَلَا نَهَارٍ অংশটুকু দুর্বল।
[৪০১] **হাসান :** আবূ দাউদ ৫২।
[৪০২] **সহীহ :** বুখারী ৩০০৩, মুসলিম ২২৭১।

এ বিষয়টির আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, আবূ দাউদে যা তিনি (ইমাম আবূ দাউদ) হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।

রসূলুল্লাহ মিসওয়াক করতেন এবং তাঁর নিকটে দু'জন ব্যক্তি থাকতো, যাদের একজন অপরজনের চেয়ে বড়। অতঃপর রসূলুল্লাহ -এর নিকট মিসওয়াকের ফাযীলাতের বিষয়ে ওয়াহী করা হলো।

উপরোক্ত হাদীস দু'টির মাঝে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, এ ঘটনাটি ঘটেছে জাগ্রত অবস্থায়, কিন্তু রসূল তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থার বিষয়টি বলেছেন।

এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে বিষয়টি ওয়াহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। যার কতক অংশ কেউ বর্ণনা করেছেন আর কতক অংশ বর্ণনা করেননি।

উল্লেখ্য যে, দু'জনের মধ্যে ছোটজনকে মিসওয়াক প্রদানের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছোটজন ছিল রসূল -এর নিকটে অথবা রসূল এ বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। যার ফলে জিবরীল আমীন বড়জনকে তা (মিসওয়াক) প্রদান করতে বলেন।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীসটি রসূল -এর সহাবীগণের দুধ পান করানোর হাদীসের বিপরীত নয় যে, হাদীসে তাঁর বামপাশে আবূ বাক্র , 'উমার ও এদের মতো বিশিষ্ট সহাবীগণের রেখে ছোটজন (সহাবী)-কে প্রথমে দুধের পাত্র প্রদান করলেন।

কারণ- তাঁরা (সহাবীরা) সকলেই ছিলেন তাঁর (রসূল) বাম পাশে। আর ছোট সহাবী ছিলেন তাঁর ডান পাশে। আর এ বিষয়ে রসূল -এর উক্তি হল, রসূল -এর বাণী : "ডান দিক থেকে শুরু কর।"

٣٨٦ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ. رَوَاهُ أَحْمَد

৩৮৬। আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যখনই জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম আমার কাছে আসতেন আমাকে মিসওয়াক করার তাগিদ দিতেন; এমনকি আমার ভয় হল যে, (মিসওয়াক করার দরুন) আমার মুখের সম্মুখভাগ যেন আবার ক্ষত-বিক্ষত না করে ফেলি।[৪০৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মিসওয়াকের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি রসূল বেশি বেশি মিসওয়াকের ফলে তার মাড়ির গোশ্ত অপসারিত হওয়ার আশংকা করেছেন।

٣٨٧ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৭। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে মিসওয়াকের (গুরুত্ব ও ফাযীলাতের) ব্যাপারে অনেক বেশী বললাম।[৪০৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বেশি বেশি মিসওয়াক করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। রসূল জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম-এর ওয়াসিয়্যাতে অনুপাতে সহাবীগণকে বেশি বেশি মিসওয়াক করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

[৪০৩] **খুবই দুর্বল :** আহ্মাদ ২১৭৬৬, য'ঈফুল জামি' ৫০৫০।

[৪০৪] **সহীহ :** বুখারী ৮৮৮।

٣٨٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَأُوْحِيَ إِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক করছিলেন। তখন তাঁর কাছে দু'জন লোক উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে একজন অপরজন হতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তখন মিসওয়াকের ফাযীলাত সম্পর্কে ওয়াহী নাযিল হল– তাদের মধ্যে বড়জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে মিসওয়াকটি দিন।[৪০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় মিসওয়াক, খাবার, পান করা, কথা বলা এবং বাহনে আরোহণসহ সকল ক্ষেত্রে কয়েকজন থাকলে বয়স্কদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে মাজলিসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে। বিষয়টি সুন্নাত যা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

٣٨٩ـ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৮৯। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে সলাতের জন্য (উযূ করার সময়) মিসওয়াক করা হয় তার ফাযীলাত সত্তর গুণ বেশী সে সলাতের চেয়ে যে সলাতে মিসওয়াক করা হয়নি।[৪০৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে এ সংখ্যা দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে অথবা সত্তরই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- যে সলাত মিসওয়াক করে আদা করা হয় তার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٠ـ وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا أُسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلٰى مَوْضِعِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ إِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৩৯০। তাবি'ঈ আবূ সালামাহ্ (রহঃ) যায়দ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আমি যদি উম্মাতকে কষ্টে ফেলার আশংকা না করতাম তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সলাতের সময় মিসওয়াক করতে হুকুম (ফার্য) করতাম এবং 'ইশার সলাত রাতের এক-তৃতীয়াংশে পিছিয়ে দিতাম। তিনি [আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)] বলেন, (আমি দেখেছি) যায়দ

---

[৪০৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৫০।

[৪০৬] **য'ঈফ :** বায়হাক্বী ২৭৭৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৫০৩, আহ্মাদ ৩/২৭২, হাকিম ১/১৪৬। কারণ এর সানাদে মু'আবিয়াহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আস্ সদাকী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। এছাড়াও এর অন্য একটি সানাদে ওয়াক্বিদী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।

ইবনু খালিদ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) সলাতে উপস্থিত হতেন। তার মিসওয়াক স্বীয় কানে আটকানো থাকত, যেখানে লেখকের কলম থাকে ঠিক তদ্রূপ। যখনই তিনি সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন। তারপর তা আবার সেখানে (কানে) রেখে দিতেন।

আবূ দাউদ 'ইশার সলাত পিছিয়ে দিতাম' বাক্য ছাড়া বাকীটুকু বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন।[৪০৭]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : আমি সলাতুল 'ইশা আবশ্যকীয়ভাবে বিলম্বে পড়তে নির্দেশ দিতাম। বর্ণনাকারী (আবূ সালামাহ্) বলেন : যায়দ ইবনু খালিদ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামা'আতের সাথে আদায়ের জন্য মাসজিদে উপস্থিত হতেন এবং তার মিসওয়াকটি সর্বদা কানে গুঁজে রাখতেন।

لَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا أُسْتَنَّ বাহ্যিক হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সলাতের জন্য মিসওয়াক করতেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : উক্ত হাদীস দ্বারা উপযুক্ত দলীল সাব্যস্ত হয় না। কেননা যায়দ ইবনু খালিদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ (হাদীসটি) বর্ণনা করেননি।

শায়খ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন : আমি বলছি, উক্ত হাদীস যায়দ ইবনু খালিদ একাকীভাবে বর্ণনা করেননি বরং এ সম্পর্কিত হাদীস আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীগণের মিসওয়াকগুলো তাদের কানের উপর থাকতো। প্রত্যেক সলাতের সময় তারা মিসওয়াক করে নিতেন।

এছাড়াও সহাবী 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত এবং অন্যান্য সহাবীগণের থেকে বর্ণিত আছে তারা বিকাল বেলা ঘুরাফেরা করতেন আর তাদের মিসওয়াকগুলো তাদের কানেই রাখতেন।

(٤) بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ

অধ্যায়-৪ : উযূর নিয়ম-কানুন

এখানে سُنَنٌ দ্বারা শুধুমাত্র উযূর সুন্নাতগুলো উদ্দেশ্য নয় যা ফারযের বিপরীত বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্ম এবং উক্তিসমূহ চাই তা সুন্নাত হোক বা ফারয হোক।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩١ ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৪০৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৩, আবূ দাউদ ৪৭।

৩৯১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন স্বীয় হাত (পানির) পাত্রে না ডুবায়, যে পর্যন্ত তা তিনবার ধুয়ে না নেয়। কারণ সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিল।[৪০৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতকে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসের মধ্যে বিষয়টি এভাবে এসেছে যে, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানো যাবে না; কারণ জাগ্রত ব্যক্তি জানে না যে, রাতের বেলায় তার হাত কোথায় ছিল। এ জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই ঘুম থেকে উঠে আগে হাত ধুয়ে নেয়া পরিচ্ছন্নতা ও রুচির পরিচায়ক। মূলকথা হলো এই যে, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধোয়া ছাড়া পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানো মাকরূহ। হাতে নাপাকী থাকা নিশ্চিত হলে অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং নাপাক কিছু না থাকলেও পানির পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বে ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব।

٣٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلٰى خَيْشُومِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯২। উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে ও উযূ করবে, সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে (নাক) ঝেড়ে ফেলে। কেননা শায়ত্বন তার নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে।[৪০৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করার নির্দেশ এসেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলায় শায়ত্বন তার নাসারন্ধ্রে অবস্থান করে। হাদীসে استنثار শব্দটি এসেছে এর অর্থ হলো নাকে পানি দিয়ে শেষ পর্যন্ত টেনে নেয়া। নাকের মধ্যে শায়ত্বন অবস্থান করার বিষয়টি প্রকৃত অর্থে এসেছে। শায়ত্বন নাক দিয়েও মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে ওয়াস্ওয়াসাহ্ (কুপ্রবঞ্চনা) দেয়। তাই নাকে পানি দিয়ে শায়ত্বন প্রবেশের চিহ্ন ও প্রভাব দূর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হাদীসে আছে কেউ যদি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমায় তবে সে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবে।

আরো আদেশ এসেছে যে, হাই তোলার সময় মুখ বন্ধ রাখতে হবে কারণ ঐ সময় শায়ত্বন মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর উদ্দেশ্য হলো خيشوم অর্থাৎ- নাকের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা জমা হওয়ার স্থান আর ঐ স্থানেই রাত্রি যাপন করাটা শায়ত্বনের জন্য উপযুক্ত স্থান। অতএব মানুষের জন্য উচিত নাসিকা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

٣٩٣ - وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلٰى

[৪০৮] **সহীহ :** বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮।

[৪০৯] **সহীহ :** বুখারী ৩২৯৫, মুসলিম ২৩৮; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوَهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ.

৩৯৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু 'আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে উযূ করতেন? (এ কথা শুনে) তিনি উযূর জন্য পানি আনালেন, তারপর দুই হাতের উপর তা ঢাললেন এবং দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) দু'বার ধুয়ে নিলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখ ধুলেন। তারপর হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। এরপর দুই হাত দিয়ে 'মাথা মাসাহ' করলেন। (মাসাহ এভাবে করলেন) দুই হাতকে মাথার সম্মুখভাগ হতে পেছনের দিকে নিয়ে আবার পেছন হতে সম্মুখভাগে নিয়ে এলেন। তারপর আবার উল্টো দিকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে দুই হাত নিয়ে এলেন। অতঃপর দুই পা ধুলেন।[৪১০] মালিক ও নাসায়ী; আবূ দাউদেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। জামিউল উসূল-এর গ্রন্থকার এ কথা বলেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে এসেছে 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উযূ নকল করার ক্ষেত্রে হাত দু'বার ধুয়েছেন, অন্যদেরকে শেখাবার উদ্দেশে তিনি এমন করে থাকবেন। কারণ সহীহ হাদীসে তিনবার ধোয়ার বর্ণনা এসেছে। এমনও হতে পারে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো উযূর অঙ্গসমূহ দু'বার ধৌত করেছেন বৈধতা বুঝানোর জন্য।

হাদীসটির পরবর্তী অংশে এসেছে, তিনি এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। তিনি তিনবার এরূপ করেছেন। এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি এক কোষ থেকে কুলি করেছেন ও নাকেও পানি দিয়েছেন।

হাদীসে মুখমণ্ডল ধৌত করার উল্লেখ আছে। মুখমণ্ডল বলতে মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে চিবুকের শেষভাগ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত বোঝায়। হাত ধৌত করার সময় দু' হাতের কনুই সহ ধৌত করতে হবে।

ইমাম মালিক-এর মতটিই উত্তম। কারণ কুরআনে কারীমের আয়াতটিতে কোন পরিমাণের উল্লেখ আসেনি। তবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু গোটা মাথা মাসাহ করেছেন, তাই পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই ওয়াজিব। একমাত্র মুগীরাহ্ ইবনু শু'বার হাদীসে এসেছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথার অংশ বিশেষের উপর মাসাহ করেছেন। তবে মুগীরার হাদীসে ও এসেছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কপাল ও পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। এ বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, মাথার অংশ বিশেষের উপর মাসাহ করা ওয়াজিব যেহেতু মাথা মাসাহের ক্ষেত্রে কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই-। তাই মাথা একবারই মাসাহ করতে হবে। হাতকে প্রথমে সামনে থেকে পিছনে তারপর পিছন থেকে সামনে আনতে হবে। এ হাদীসে উভয় পা ধোয়ার কথা এসেছে কিন্তু সংখ্যা উল্লেখ হয়নি। বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, পা একবারই ধৌত করেছেন। তবে পূর্বে যেহেতু দু'বার ধোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই এখানেও দু'বার ধোয়া বুঝা যেতে পারে। আবার তিনবার ধোয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণত তিনবার করেই উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করতেন। পা ধৌত করার সময় পায়ের টাখনুসহ ধৌত করতে হবে।

---

[৪১০] **সহীহ :** নাসায়ী ৯৭।

٣٩٤ـ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قِيْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخرى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

وَفِي أُخرى لَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ غَرْفَةٍ وَّاحِدَةٍ.

৩৯৪। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু ‘আসিমকে বলা হল, যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ উযূ করতেন ঠিক সেভাবে আপনি আমাদের সামনে উযূ করুন। তাই তিনি [‘আবদুলাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)] পানি আনালেন। পাত্র কাত করে পানি নিয়ে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর পাত্রের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পানি এনে এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তারপর আবার নিজের হাত পাত্রে ঢুকিয়ে পানি এনে তিনবার তার মুখমণ্ডল ধুইলেন। আবার পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি এনে নিজের মাথা মাসাহ এভাবে করলেন, প্রথমে নিজ হাত দু’টি সামনে থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন, তারপর নিজের দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। অতঃপর বললেন, এরূপই ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ।[৪১১]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, (মাসাহ করার জন্য) নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ মাথার সামনের অংশ হতে ‘মাসাহ’ শুরু করে দুই হাত পিছন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর আবার পিছন থেকে শুরু করে হাত সেখানে নিয়ে এলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। অতঃপর দুই পা ধুইলেন।[৪১২]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে, তিনি এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনবার করলেন।[৪১৩]

---

[৪১১] **সহীহ :** বুখারী ১৯২, মুসলিম ২৩৫; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের

[৪১২] **সহীহ :** বুখারী ১৮৫।

[৪১৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৫।

বুখারীর বর্ণনার শব্দ হল, তারপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। নিজের দুই হাতকে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। আবার পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। আর এটা তিনি একবার করেছেন। অতঃপর টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন।[৪১৪]

বুখারীরই এক বর্ণনার শব্দ হল, অতঃপর তিনি কুলি করলেন ও নাক ঝাড়লেন তিনবার এক কোষ পানি দিয়ে।[৪১৫]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে– "যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ উযূ করবে সে যেন তার নাকের মধ্যে পানি দেয়, অতঃপর নাক ঝাড়ে।"

সালামাহ্ ইবনু ক্বায়স হতে বর্ণিত আত্ তিরমিযী, নাসায়ীতে রয়েছে– «إذ توضأت فانتثر» অর্থ- যখন তুমি উযূ করবে নাক ঝাড়বে বা পরিষ্কার করবে।

لقيط بن صبرة-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– রোযাদার না হলে নাকে পানি দেয়ার ব্যাপারে مبالغة করবে অর্থাৎ- পরিপূর্ণভাবে পানি ব্যবহার করবে।

আবূ দাউদে রয়েছে– اذا توضأت فمضمض যখন উযূ করবে অতঃপর কুলি করবে।

আবূ হুরায়রাহ্ হতে দারাকুত্বনীতে রয়েছে– رسول الله بالمضمضة والاستنشاق অর্থাৎ- কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে আদেশ করেছেন। المغنى لابن قدامة والهدى لابن القيم-তে রয়েছে তিন চুল্লু কুলি ও নাকে পানি দিতে একই সঙ্গে ব্যবহার করবে অর্থাৎ- একচুল্লু নিয়ে একই সঙ্গে কিছু পানি মুখে কিছু পানি নাকে দিতে হবে এভাবে তিনবার। এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস অধিক স্পষ্ট।

মির'আ-তুল মাফা-তীহ-এর লেখক বলেন : উল্লিখিত মতটি আমার নিকট বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় এবং একত্র বর্ণনাটা অধিক স্পষ্ট ও অধিক বিশুদ্ধ। আর চুল্লু পৃথক নেয়ার হাদীসটি জায়িযের দিক থেকে।

* এরপর আলোচনা মাথা মাসাহ প্রসঙ্গে। মাথা কতটুকু মাসাহ করা ফার্‌য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম মালিক-এর মত সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ্ করা ওয়াজিব। আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য বা প্রাপ্ত। কেননা আয়াতের শব্দ মুজমাল (সার-সংক্ষেপ) এর উদ্দেশ্য পূর্ণ মাথা। আর باء অক্ষর অতিরিক্ত অথবা কিছু অংশ মাসাহ করা কিন্তু মৌলিক কথা পূর্ণ মাথা মাসাহ্ আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আমালের দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

* ইমাম শাফি'ঈর মত মাথার এক তৃতীয়াংশ মাসাহ করা যা অধিকাংশের বিপরীত। مغيرة-এর হাদীসে মাথার কিছু অংশ মাসাহ করার কথা রয়েছে। إنه مسح على ناصيته عمامته তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন এ প্রসঙ্গে প্রমাণ নেই যে, মাথার কিছু অংশের উপর মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে।

* টাখনুসহ উভয় পাকে ধৌত করা উযূ করার সময় এ অভিমত উল্লেখ রয়েছে বুখারীতে।

٣٩٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[৪১৪] **সহীহ :** বুখারী ১৮৬।

[৪১৫] **সহীহ :** বুখারী ১৯৯।

৩৯৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) (উযূর স্থানসমূহ) একবার করে উযূ করলেন। একবারের অধিক ধুলেন না।[৪১৬]

ব্যাখ্যা : «قوله «فرة فرة» উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কতবার করে ধৌত করতে হবে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

* উযূর অঙ্গগুলো একবার ধৌত করা ওয়াজিব যেমন বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। توضأ رسول الله فرة فرة لميزد على هذا অর্থ- রসূল (সাঃ) উযূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করেন বেশী নয় আর মাথা মাসাহ করেন একবার।

আর এটাতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উযূর কর্মগুলো একবার করলে এটার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। এজন্য সংক্ষিপ্ত করেছেন। সহীহ হাদীসসমূহ এসেছে দু'বার করে এবং তিনবার। তিনবারটা পরিপূর্ণতা আর একবার যথেষ্ট। বুখারীতে রয়েছে একচুল্লু দিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ধৌত করা।

٣٩٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) উযূর অঙ্গগুলোকে দু'বার করে ধুইলেন।[৪১৭]

ব্যাখ্যা : «قوله «توضأمر يتن مر يتن অর্থাৎ- উযূর প্রত্যেক অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধৌত করা। বৈধতা বর্ণনা করার জন্য। বুখারীতে উযূর অধ্যায়ে বর্ণনা আছে দু'বার দু'বার করে। কেননা বুখারীতে দু'বার ধৌত করার কথা নেই শুধু দু'হাত কনুইসহ ধৌত করার কথা, নাসায়ী সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্-এর দিক থেকে। أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ নাবী (সাঃ) উযূ করলেন দু'বার দু'বার।

٣٩٧ـ وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৭। 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মাক্বা'ইদ নামক স্থানে উযূ করতে বসলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উযূ করে দেখাব না? অতঃপর তিনি তিন তিনবার করে ধুয়ে উযূ করলেন।[৪১৮]

ব্যাখ্যা : 'উসমান (রাঃ) দেখালেন রসূল (সাঃ) উযূর যে অঙ্গগুলো ধৌত করতে হয় তা তিনবার করে ধৌত করেছেন। আর এটাই হল পরিপূর্ণ উযূ।

٣٩٨ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৪১৬] **সহীহ :** বুখারী ১৫৭। তবে لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا অংশটুকু ব্যতীত।

[৪১৭] **সহীহ :** বুখারী ১৫৮।

[৪১৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৩০।

৩৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় ফিরে যাবার পথে একটি পানির কূপের কাছে পৌঁছলাম। আমাদের কেউ কেউ 'আস্‌রের সলাতের সময় তাড়াতাড়ি উযূ করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়া করে উযূ করলেন। অতঃপর আমরা তাদের কাছে পৌঁছলাম, দেখি, তাদের পায়ের গোড়ালি শুকনা, চকচক করছে। সেখানে পানি পৌঁছেনি। এটা দেখে রসূলুল্লাহ বললেন, সর্বনাশ! (শুকনা) গোড়ালির লোকেরা জাহান্নামে যাবে, তোমরা পূর্ণরূপে উযূ কর।[৪১৯]

ব্যাখ্যা : একটি রিওয়ায়াতকে উল্লেখ আছে, "তিনি () দেখেন লোকদেরকে তারা উযূ করে এবং তারা যেন তাদের পায়ের কিছু অংশ ধৌত করা ছেড়ে দেয়"।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি দেখেন এক ব্যক্তি তার গোড়ালিকে ধৌত করেনি। অতঃপর বললেন, এটার জন্য শাস্তি হবে।

ত্ববারানীতে রয়েছে, "যে গোড়ালি ও পায়ের পাতার পেট ভালভাবে ধৌত করা হয় না তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে"।

اسبغوا الوضوء অর্থাৎ- ওযূকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করো।

আর উযূ হলো নির্ধারিত অঙ্গসমূহ ধৌত করা, অতঃপর ওযূকে পরিপূর্ণ করার আদেশ এমন একটি নির্দেশ যার মাধ্যমে ধৌত কার্যকে পূর্ণ করতে বলা হয়েছে এবং পানি পৌঁছে দিতে হবে প্রত্যেক বাহ্যিক অঙ্গে।

এ হাদীস নির্দেশ করে ওযূতে দু' পা ধৌত করা অত্যাবশ্যক।

٣٩٩ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهٖ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৯। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী উযূ করলেন। তিনি কপালের চুলের উপর, পাগড়ীর উপর এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন।[৪২০]

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে খোলা মাথা মাসাহ কর এবং পা ধৌত করা উযূর বিধান। তবে প্রয়োজনে কিংবা আবহাওয়ার কারণে মাথায় পাগড়ি রেখে এবং পায়ে মোজা রেখে মাসাহ করারও শারী'আতে বৈধ। এ হাদীসে তারই প্রমাণ। (সম্পাদকীয়)

٤٠٠ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهٖ كُلِّهٖ فِيْ طُهُوْرِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০০। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী তাঁর সব কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে শুরু করতে পছন্দ করতেন– পাক-পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানোয় ও জুতা পরনে।[৪২১]

---

[৪১৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৪১, বুখারী ৯৬।
[৪২০] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৪।
[৪২১] **সহীহ :** বুখারী ৪২৬, মুসলিম ২৬৮।

ব্যাখ্যা : কোন কর্ম ডান দিক থেকে শুরু করা অত্যাবশ্যক।

নাবাবী বলেন : শারী'আতের বিধান-নীতি প্রত্যেক সম্মান প্রদর্শনের ও সজ্জিতকরণের অধ্যায়ে রয়েছে, ডান দিক হতে শুরু করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় মনে করা ও পছন্দ করা এবং এরূপ চলতে থাকা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৪০১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন তোমরা কিছু পরিধান করবে এবং উযূ করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।[৪২২] (আহমাদ, আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা : জামা, পায়জামা, জুতা, সেন্ডেল, মোজা– এগুলোর মতো অন্য কিছু পরিধান ইত্যাদি উযূ করার সময় ডান দিক হতে আরম্ভ করতে হবে। কারণ রসূল (সাঃ) ডান দিক হতে কোন কাজ শুরু করাকে ভালবাসতেন। এটা সুন্নাত। সুন্নাত মেনে চলার মধ্যেই ফাযীলাত ও বারাকাত রয়েছে।

নাসায়ী ও আত্ তিরমিযীতে আছে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত ان البنى ﷺ: اذا لبس قميصا بدأ بميامنه. অর্থাৎ- "নাবী (সাঃ) যখন জামা পরিধান করতেন তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন"।

٤٠٢ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৪০২। সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূর শুরুতে *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ তা'আলার নাম) পড়েনি তার উযূ হয়নি।[৪২৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি উযূ করার শুরুতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করল না অর্থাৎ- *'বিস্মিল্লা-হ'* বলল না তার উযূ হবে না।

"যে ব্যক্তির উযূ করার সময় *বিস্মিল্লা-হ* বলেনি তার উযূ বিশুদ্ধ হয়নি।" *বিস্মিল্লা-হ* বলা সুন্নাত।

* শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) "হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ্"-তে বলেন : হাদীস দলীল- *বিস্মিল্লা-হ* বলাটা ركن অথবা شرط অর্থাৎ- এর অর্থ দাঁড়ায় উযূ পরিপূর্ণ হবে না।

* অন্য হাদীসে রয়েছে «لا صلوٰة لمن لا وضوء له» অর্থ যার উযূ বিশুদ্ধ হবে না তার সলাতও হবে না। অতএব উযূর শুরু করার পূর্বে *বিস্মিল্লা-হ* বলার গুরুত্ব অপরিসীম।

* *বিস্মিল্লা-হ* বলার হাদীস অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক শক্তিশালী এবং الوضوء بالنبيذ হাদীস থেকে অধিক প্রসিদ্ধ।

---

[৪২২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪১৪১, সহীহুল জামি' ৭৮৭, আহমাদ ৮৬৫২।

[৪২৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৯৮, সহীহুল জামি' ৭৫১৪।

Contents

٤٠٣ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

৪০৩। আহমাদ ও আবূ দাউদে আবূ হুরায়রাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণিত।[৪২৪]

٤٠٤ - وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ وَزَادُوْا فِيْ أَوَّلِهِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ.

৪০৪। দারিমী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে ও তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রমুখ তাদের বর্ণনায় তার প্রথমে এ কথা বৃদ্ধি করেছেন যার উযূ নেই তার সলাতও নেই, অর্থাৎ- উযূ ব্যতীত সলাত হয় না।[৪২৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সহীহ হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে সঠিক নিয়মে যথার্থভাবে উযূ করবে না। তার সলাত হবে না। আল্লাহ তার সলাত গ্রহণ করবেন না। (ইচ্ছাকৃত কেউ উযূ ছাড়া সলাত আদায় করলে পাপী হবে)।

٤٠٥ - وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ إِلٰى قَوْلِهِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

৪০৫। লাক্বীত্ব ইবনু সবুরাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি () বললেন, উযূর অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে ধুবে। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে (আঙ্গুল ঢুকিয়ে) খিলাল করবে এবং উত্তমরূপে নাকে পানি পৌঁছাবে, যদি সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) না হও।[৪২৬]

ব্যাখ্যা : ইনি প্রসিদ্ধ সহাবী। তার বর্ণিত ২৪টি হাদীস রয়েছে। উযূর অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা। তিনবার করে ধৌত করা, ঘষে পরিষ্কার করা শুভ্রতাকে দীর্ঘ করা ইত্যাদি। এদের মধ্যে খিলাল করার মাধ্যমে হাতের ও পায়ের অঙ্গুলির মাঝে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া অন্যতম।

কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া জরুরী। রোযাদার হলে নাকের অভ্যন্তরের পানি দেয়া কিংবা কুলি করার সময় গড়গড়া করা যাবে না, কারণ এতে গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করতে পারে।

٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৪০৬। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তুমি যখন উযূ করবে, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে (আঙ্গুল ঢুকিয়ে) খিলাল করবে। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ। ইবনু মাজাহও একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।[৪২৭]

---

[৪২৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০১।

[৪২৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০১। হাদীসের এ সানাদটি দুর্বল হলেও এর শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা সহীহ স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৪২৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪২, আত্ তিরমিযী ৭৮৮, নাসায়ী ১১৪, ইবনু মাজাহ্ ৪৪৮। তবে নাসায়ী ইবনু মাজাতে শেষের অংশটুকু নেই।

[৪২৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৯, সহীহুল জামি' ৪৫২।

٤٠٧ـ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৪০৭। মুস্‌তাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উযূ করার সময় দেখেছি যে, তিনি বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করতেন।[৪২৮]

ব্যাখ্যা : **قوله (وعن مستورد)** এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭টি। শুধু মুসলিমে ২টি রয়েছে। মিসর বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দু' পায়ের আঙ্গুলের মাঝের স্থানগুলো খিলাল না করলে উযূ পরিপূর্ণতা নেই।

٤٠٨ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهٗ تَحْتَ حَنَكِهٖ فَخَلَّلَ بِهٖ لِحْيَتَهٗ وَقَالَ هٰكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উযূ করার সময় এক কোষ পানি নিয়ে চিবুকের নিচ দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে তা খিলাল করে নিতেন এবং বলতেন : আমার রব আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ করেছেন।[৪২৯]

ব্যাখ্যা : **قوله (أخذ كفا من ماء)** মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় নিশ্চয়ই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন আঙ্গুলসহ হাতের তালু দ্বারা। পানি গলার দিক থেকে প্রবেশ করানো যায় যাতে তা' সব দিক থেকে দাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এভাবে দাড়ি খিলাল করার জন্য আমার রব আদেশ করেছেন। অর্থাৎ জিব্‌রীল 'আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে তাঁকে এ আদেশ করা হয়েছিল।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী : প্রত্যেক লোমের নিচে অপবিত্রতা রয়েছে। পানি পৌঁছে দেয়া আবশ্যক দাড়ির অভ্যন্তরে চাই দাড়ি ঘন হোক বা হালকা হোক। আরো বলেন فبلو الشعروا نقوا البشر লোম বা চুল ভিজাও আর চামড়া পরিস্কার করো।

এটাকে ইমাম বুখারী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে صفة الوضوء এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর একচুল্লু পানি গ্রহণ করেন, সেটার দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করেন।

শাওকানী (রহঃ) নিঃসন্দেহে বলেন : একচুল্লু পানি ঘন দাড়িতে যথেষ্ট হবে না, মুখমণ্ডল ধৌত করার জন্য এবং দাড়ি খিলাল করতে। পক্ষান্তরে যার দাড়ি পাতলা হবে যার চামড়া দেখা যাবে, তখন দাড়ির নিচে পানি পৌঁছানো অত্যাবশ্যক হবে। এ বইয়ের লেখকেরও এ মত এবং বলেন : আল্লাহ অধিক অবগত রয়েছেন।

٤٠٩ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৪০৯। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (উযূ করার সময়) নিজের দাড়ি খিলাল করতেন।[৪৩০]

---

[৪২৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৭, আত্ তিরমিযী ৪০, ইবনু মাজাহ্ ৪৪৬, সহীহুল জামি' ৪৭০০।

[৪২৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৫, সহীহুল জামি' ৪৬৯৬।

ব্যাখ্যা : (قوله (كان يخلل لحيته তিনি (ﷺ) তাঁর হাত তাঁর দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করায়ে খিলাল করতেন। আত্ তিরমিযী হাদীসটি তাঁর "ইলালিহিল কাবীর"-এ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল বুখারী বলেছেন : খিলাল করার প্রসঙ্গে অধিক বিশুদ্ধ বিষয় 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস।

দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত, তাই আমরাও খিলাল করব। চুলের গোড়ায় পানি পৌছানোর জন্য খিলাল করা ত্যাগ করব না।

٤١٠-وَعَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهٖ فَشَرِبَهٗ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৪১০। তাবি'ঈ আবূ হাইয়্যাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে নিজের হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার করেলন। তারপর তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার করে মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন। এরপর একবার মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধুলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযূর বাকী পানিটুকু নিয়ে তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। অতঃপর বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিভাবে উযূ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাইলাম।[৪৩১]

ব্যাখ্যা : والمراد بالكفين দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'হাত হাতে দু' কব্জাসহ ধৌত করেন উভয় হাত হতে ময়লা দূর করেন। নিশ্চয়ই তিনি তিন চুলু পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাকে পানি দেন আর দু' হস্তদ্বয়কে আঙ্গুলের মাথা হতে কনুইসহ ধৌত করেন এবং তার মাথা মাসাহ করেন।

অতঃপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থার পানি পান করেন। এ হাদীস উযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা নাবী (ﷺ)-এর জন্য খাস। সর্বসাধারণকে দাঁড়িয়ে খেতে বা পান করতে নাবী (ﷺ) নিষেধ করেছেন– সহীহ মুসলিমে এ মর্মে হাদীসে রয়েছে। পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত নয়, নিষেধ।

٤١١-وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ نَحْنُ جُلُوْسٌ فَنَنْظُرُ إِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَمَلَأَ فَمَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَعَلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا طُهُوْرُهٗ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪১১। তাবি'ঈ 'আব্দ খায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসে বসে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উযূ করা দেখছিলাম। তিনি ডান হাত পানির মধ্যে ডুবিয়ে পানি উঠিয়ে মুখ ভরে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তিনি এরূপ তিনবার করলেন, অতঃপর বললেন, কেউ যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উযূ (করার পদ্ধতি) দেখে আনন্দ লাভ করতে চায়, তবে দেখুক, এরূপই ছিল তাঁর ওযূ।[৪৩২]

---

[৪৩০] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩১, দারিমী ৭০৪।
[৪৩১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪৮, নাসায়ী ৯৬।
[৪৩২] **সহীহ :** দারিমী ৭০১।

ব্যাখ্যা : 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হস্ত প্রবেশ করান পাত্রে, অতঃপর হাত দিয়ে পানি নিলেন ও কুলি করলেন ও নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাকের ভিতরকার শিকনি, নাকের ময়লা বের করলেন। এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ উযূ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

٤١٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৪১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন। এভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার করেছেন।[৪৩৩]

ব্যাখ্যা : (عن عبد الله بن زيد) قوله অর্থাৎ- ইবনু 'আসিম আল মাযিনী (ইবনু 'আসিম আল মাযিনী) এ হাদীস স্পষ্ট প্রত্যেকবার কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কাজটি একত্র করা, এভাবে যে, তিন চুলুতে প্রত্যেকবার কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

٤١٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرَهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৪১৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের মাথা ও দুই কান মাসাহ করেছেন। কানের ভিতরাংশ নিজের দুই শাহাদাত আঙ্গুল ও উপরিভাগ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মাসাহ করেছেন।[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : (مسح برأسه وأذنيه) قوله এ হাদীস হতে প্রমাণ হলো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথার সঙ্গে কান মাসাহ করেন। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট যে মাথার পানি দিয়ে কান-মাথা উভয়টা মাসাহ করেন। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে তিনি এক চুলু পানি নিয়ে স্বীয় মাথা ও কানদ্বয়ের অভ্যন্তরে শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে এবং স্বীয় দু' বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানদ্বয়ের বাহ্যিক অংশে অর্থাৎ- কর্ণদ্বয়ের পিঠে মাসাহ করেন।

٤١٤ـ وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهٗ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهٗ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَىْ أُذُنَيْهِ.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُوْلٰى وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَةَ.

৪১৪। রুবায়ই' বিনতু মু'আব্বিয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথা মাসাহ করলেন সামনের দিক ও পেছনের দিক (অর্থাৎ গোটা মাথা), দুই কানের পার্শ্ব ও দুই কান একবার করে।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উযূ করলেন এবং দুই আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রে ঢুকালেন।[৪৩৫]

তিরমিযী প্রথম রিওয়ায়াতটি এবং আহমাদ ও ইবনু মাজাহ দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

---

[৪৩৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১৯, আত্ তিরমিযী ২৮, (সহীহ সুনান আবী দাউদ)।

[৪৩৪] **সহীহ :** নাসায়ী ১০২।

[৪৩৫] **হাসান :** আবূ দাউদ ১২৯, ১৩১।

ব্যাখ্যা : দু'টি হাদীস শুধু বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে একদল লোক বর্ণনা করেন। মাথার সামনের দিক (বা অংশ) থেকে তার মাথার শেষের অংশ পর্যন্ত মাসাহ করেছেন। অতঃপর তার হস্তদ্বয় ফিরান মাথার পিছন থেকে তার মাথার সামনের দিকে পর্যন্ত। তার দু' কর্ণ ও চোখের মধ্যবর্তী স্থান সহ মাসাহ করেন।

হাদীসটি চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান মাথা সহ একবার মাসাহ করার হুকুম শারী'আত সম্মত হিসেবে নির্দেশ করে।

আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার আঙ্গুলদ্বয় মাথা মাসাহ করার সময় এবং পরে তার উভয় কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

٤١٥ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهٗ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَنَّهٗ مَسَحَ رَأْسَهٗ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ

৪১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছেন। আর এটাও দেখেছেন যে, নাবী ﷺ মাথা মাসাহ করলেন এমন পানি দিয়ে, যা তাঁর দুই হাতের পানির অবশিষ্টাংশ নয় (অর্থাৎ নতুন পানি দিয়ে মাসাহ করলেন)।[৪৩৬]

ব্যাখ্যা : (بماء غير فضل يديه) قوله অর্থাৎ- হাতের অতিরিক্ত পানি দিয়ে নয় বরং নতুন পানি নিয়ে মাথা মাসাহ করেছেন। ইমাম নাবাবী বলেছেন, এর মাধ্যমে দলীল পেশ করা যাবে না যে, الماء المستعمل অর্থাৎ- ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সহীহ হবে না– এ কথা বুঝানো নয় বরং মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিতে হবে।

ফলকথা হলো উভয় আদেশ আমার নিকট বৈধ, কিন্তু উত্তম মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিবে এবং সীমাবদ্ধ হবে না হস্তদ্বয় ভিজানোর উপরে।

٤١٦ـ وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ وكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَا قَالَ حَمَّادٌ لَا أَدْرِيْ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ أُمَامَةَ أَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৪১৬। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, উযূর সময় তিনি (ﷺ) চোখের দুই কোণ মললেন এবং বললেন, কান দু'টি মাথারই অংশ। (ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

আবূ দাউদ ও তিরমিযী[৪৩৭] এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদীসের অপর রাবী হাম্মাদ বলেছেন, আমি জানি না "কান দু'টি মাথারই অংশ" এ কথাটা কার, আবূ উমামার না রসূলুল্লাহ ﷺ-এর?

---

[৪৩৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৬, আত্ তিরমিযী ৩৫; মুসলিম আরো কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন।

[৪৩৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৩৪, তিরমিযী ৩৭, ইবনু মাজাহ্ ৪৪৩, (য'ঈফ সুনান আবী দাউদ) ও (সহীহুল জামি') ২৭৬৫। কারণ এর সানাদে সিনান ও শাহ্র নামক দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।

٤١٧ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ

৪১৭। ‘আম্‌র ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন যে, এক বেদুঈন নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায়, তিনি তাকে তিন তিনবার করে (উযূর প্রতিটি অঙ্গ ধুয়ে) দেখালেন। অতঃপর বললেন, এই হলো ওযূ। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বাড়িয়ে করল সে মন্দ করল, সীমালঙ্ঘন করল ও যুল্‌ম করল।[৪৩৮]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ তিনবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করলেন মাসাহ করা ব্যতীত মাসাহ এবং ধৌত করা যেহেতু ভিন্ন বিষয়, সেজন্য এখানে ধৌত করার বিষয়টিই এসেছে।

অবশ্য হাদীসে এসেছে যে, মাসাহ করতে হয় একবার। ধৌত করার সময় তিনের অধিক যে করবে তার বদনাম করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কঠোর শাস্তির কথা প্রকাশ করা হয় এবং এর থেকে তাকে ধমক দেয়া হয়, সাবধান করা হয়।

অতএব উযূ করতে গিয়ে যে সমস্ত অঙ্গ ধৌত করতে হয় তা তিনবার ধৌত করব এটা সুন্নাত, তিনবারের অধিক নয়। আর মাসাহ্ করণ একবার। তিনবারের অধিক করা অন্যায়, সীমালঙ্ঘন করা, যুল্‌ম করা।

٤١٨ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ قَالَ أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

৪১৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি তার ছেলেকে এ দু‘আ করতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের ডান দিকে সাদা বালাখানাটি চাই। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আমার ছেলে! তুমি আল্লাহর কাছে শুধু জান্নাত চাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই এ উম্মাতের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হবে যারা পবিত্রতা অর্জনে ও দু‘আর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে।[৪৩৯]

ব্যাখ্যা : পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে সুন্নাতের অতিরিক্ত করা বা প্রত্যেক নির্ধারিত অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ একাধিকবার করা। সেই সাথে দু‘আয় সীমালঙ্ঘন হচ্ছে উচ্চশব্দে এবং সুর করে যা লম্বা করে দু‘আ করা। কবিতাকারে বা ছন্দবদ্ধভাবে দু‘আও বাড়াবাড়ির শামিল।

---

[৪৩৮] **সহীহ :** নাসায়ী ১৪০, ইবনু মাজাহ্ ৪২২, সহীহাহ্ ২৯৭০। তবে আবূ দাউদ أَوْ نَقَصَ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন যা মুনকার বা শায।

[৪৩৯] **সহীহ :** আহমাদ ১৬৩৫৪, আবূ দাউদ ৯৬, ইবনু মাজাহ্ ৩৮৬৪, সহীহুল জামি‘ ২৩৯৬। তবে ইবনু মাজাহ্তে فِي الطَّهُوْرِ অংশটুকু নেই।

٤١٩ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا

৪১৯। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (ওয়াস্ওয়াসা দেবার) জন্য উযূর ক্ষেত্রে একটি শায়ত্বন রয়েছে। এ শায়ত্বন হল 'ওয়ালাহান'। তাই (উযূ করার সময়) পানির ওয়াস্ওয়াসা হতে সতর্ক থাকবে।[৪৪০]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, সানাদ দুর্বল। রাবী খারিজাহ্ ইবনু মুসহাব মুহাদ্দিসগণের মতে সবল নয়। অথচ তিনি ছাড়া অপর কেউ এ হাদীসকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : উযূ ও ইস্তিঞ্জা অবস্থায় বেশী পানি প্রবাহিত করায় কুমন্ত্রণা, সন্দেহ পৌঁছে যায়। আর وسواس শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিধা ও ইতস্তত করা পানি পবিত্র হওয়ার ও নাপাক হওয়া মাঝে। নাপাকের চিহ্নসমূহ প্রকাশ হওয়া কিংবা সম্ভাবনা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে পানি দ্বারা লক্ষ্য হলো পেশাব। অর্থাৎ- পেশাবের সন্দেহ পৌঁছে যাওয়া ইস্তিঞ্জা পর্যন্ত। আর হাদীস নির্দেশ করে উযূ করতে পানি অপচয়ের অপছন্দের উপর (অর্থাৎ পানি অপচয় করা পছন্দনীয় কাজ নয়)।

٤٢٠ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২০। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি যে, তিনি উযূ করার পর নিজের কাপড়ের কিনারা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন।[৪৪১]

ব্যাখ্যা : (مسح وجهه) قوله অর্থাৎ- উযূ করার পর তার কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুখমণ্ডল শুকিয়ে ফেলেন এটাতে প্রমাণ হলো যে, وضوء উযূ করার পর মুখমণ্ডলের পানি মুছে ফেলা জায়িয। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কথা হল পানি মুছে ফেলা বৈধ।

٤٢١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَأَبُو مَعَاذٍ الرَّاوِي ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

৪২১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পৃথক একখণ্ড কাপড় ছিল। এ কাপড় দিয়ে তিনি-(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উযূ করার পর তাঁর উযূর অঙ্গগুলো মুছে নিতেন।[৪৪২]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি তেমন সবল নয়। এর একজন বর্ণনাকারী আবূ মু'আয মুহাদ্দিসীনের কাছে দুর্বল।

---

[৪৪০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫৭, ইবনু মাজাহ্ ৪২১, য'ঈফুল জামি' ১৯৭০। কারণ এর সানাদে খারিজাহ্ রয়েছে যাকে হাফিয ইবনু হাজার মাত্‌রূক বলেছেন। আর ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক বলেছেন।

[৪৪১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫৪, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ৪১৭০। কারণ এর সানাদে রিশদীন ইবনু সা'দ ও 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু যিয়াদ ইবনু আন্'আম রয়েছে যারা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

[৪৪২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫৩। কারণ এর সানাদে সাবিত ইবনু আবূ সফিয়্যাহ্ রয়েছে যে দুর্বল।

ব্যাখ্যা : উযূ করার পর পানি মুছে ফেলা বৈধ এ প্রসঙ্গে দলীল রয়েছে আর এটা অপছন্দ নয়। আর এ অধ্যায়ে অন্য হাদীসসমূহ রয়েছে যা বৈধ হওয়ার প্রসঙ্গে নির্দেশ করে। এটাকে উল্লেখ করেছেন আমাদের শায়খ আত্ তিরমিযীর শারাহ্‌তে আইনী থেকে নকল করে। "নিশ্চয়ই নাবী ﷺ-এর ছিল রুমাল অথবা কাপড়ের টুকরা।" তিনি (ﷺ) এটার দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন যখন উযূ করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٢ـ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৪২২। তাবি'ঈ সাবিত ইবনু আবূ সফিয়্যাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জা'ফার-এর পিতা মুহাম্মাদ বাক্বির (ইবনু যায়নুল আবিদীন)-কে বললাম, আপনার কাছে কি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ কখনো এক একবার, কখনো দুই দুইবার, আবার কখনো তিনবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে তিনটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ১ বার ও ২ বার এবং তিনবার করে ধৌত করা যায়, এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আর উযূ সহীহ ও সঠিক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

٤٢٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ.

৪২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুইবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধুলেন। অতঃপর বললেন, এটা হল আলোর উপর আলো।[৪৪৪]

ব্যাখ্যা : (تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) قوله অর্থাৎ- উযূর যে সমস্ত অঙ্গগুলো ধৌত করতে হয় তা দু'বার করে ধৌত করা, (এটা আলোর উপর আলো) অর্থাৎ- উযূর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করার কারণ হলো আলো বৃদ্ধি করা। ত্বীবী বলেন : ঐ উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা যায়, অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাতের উযূর অঙ্গগুলো অতি উজ্জ্বল হবে ও চমকাতে থাকবে। এটা হবে উযূর উযূজনিত হিদায়াতের কারণে। অথবা সুন্নাত ও ফারযের অনুশাসন মেনে চলার উপর। আল্লাহ তাঁর নূরের পথ প্রদর্শন করবেন যাকে ইচ্ছা তাকে।

٤٢٤ـ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ وَوُضُوْءِ إِبْرَاهِيْمَ. رَوَاهُمَا رَزِيْن وَّالنَّوَوِيُّ ضَعَّفَ الثَّانِيْ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ

---

[৪৪৩] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৪৫, ইবনু মাজাহ ৪১০। কারণ এর সানাদে আবূ মু'আয নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৪৪৪] **ভিত্তিহীন :** তারগীব ১/৯৯। মুনযিরী তারগীবে বলেছেন, হয়ত এটি কোন সালাফের উক্ত হবে।

৪২৪। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তিন তিনবার করে উযূর অঙ্গগুলো ধুয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন, এটা হল আমার ও আমার আগের নাবীগণের উযূ এবং ইবরাহীম 'আলায়হিস্-সালাম-এর ওযূ।[৪৪৫]

এ হাদীস দু'টি ইমাম রযীন বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাবাবী শারহে মুসলিমে দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

ব্যাখ্যা : (قوله (توضأثلا ثاثلاثا অর্থাৎ- উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করা তিনবার করে এবং বলেন : এটা অর্থাৎ- পরিপূর্ণ উযূ আমার পূর্বের নাবীদের উযূ এবং ইব্রা-হীম 'আলায়হিস্-সালাম-এর ওযূ। খাস করা ব্যাপকতা প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে দলীল পেশ করে যে, নিশ্চয়ই উযূ এ উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অন্য কিতাবে রয়েছে নিশ্চয়ই ইব্রা-হীম 'আলায়হিস্ সালাম ও সারাহ্ উযূ করেছেন ও সলাত আদায় করেছেন এবং জুরায়জ উযূ করেছেন ও সলাত আদায় করেছেন। আহমাদ ইবনু 'উমার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি একবার করে উযূর কর্ম সম্পাদন করে সে যেন উযূর মূল অত্যাবশ্যক কর্তব্য পালন করল। আর যে দু'বার করে উযূ করে তার জন্য ২টি প্রতিদান হবে। যে ব্যক্তি তিনবার করে উযূর কর্মগুলো পালন করে এটাই হবে আমার উযূ ও পূর্ববর্তী নাবীদের ওযূ।

٤٢٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪২৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফারয সলাতের জন্য উযূ করতেন। আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্য যে পর্যন্ত উযূ নষ্ট বা ভঙ্গ না হয় সে পর্যন্ত এক ওযূই যথেষ্ট ছিল।[৪৪৬]

ব্যাখ্যা : (قوله (كان رسول الله يتوضأ لكل صلوة অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফারয সলাতের জন্য উযূ করা আবশ্যক। আত্ তিরমিযীর রিওয়ায়াতে রয়েছে ব্যক্তি পবিত্র হোক বা অপবিত্র হোক।

প্রকাশ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এটা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল। আরো সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি এরূপ করছিলেন মুস্তাহাব হিসেবে। এটা সুন্নাহ হিসেবে পালন করা পছন্দনীয়।

٤٢٦ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ اَخَذَهُ قَالَ حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرِ ابْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرٰى أَنَّ بِهٖ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ كَانَ فَفَعَلَهُ حَتّٰى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৪৪৫] ইবনু হিব্বান হাদীসটি "আল মাজরূহীন"-এর ২/১৬১-৬২-তে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন আর وَوُضُوْءِ إِبْرَاهِيْمَ অংশটুকু ব্যতীত বাকী হাদীস আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন, (সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৬১)।

[৪৪৬] সহীহ : বুখারী ২৪১, দারিমী ৭২০, সহীহ সুনানে আবী দাউদ ১৬৩।

৪২৬। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর ছেলে 'উবায়দুল্লাহকে বললাম, আমাকে বলুন তো, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কি প্রত্যেক সলাতের জন্য উযূ করতেন, চাই উযূ থাকুক কি না থাকুক, আর তিনি কার থেকে এ 'আমাল অর্জন করেছেন? 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসমা বিনতু যায়দ ইবনুল খাত্ত্বাব এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ্ আবূ 'আমির ইবনুল গসীল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রত্যেক সলাতে উযূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উযূ থাকুক কি না থাকুক। এ কাজ তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়লে প্রত্যেক সলাতে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়া হল, উযূ মাওকূফ করা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না উযূ ভঙ্গ হয়। 'উবায়দুল্লাহ বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার মনে করতেন যে, তার মধ্যে প্রত্যেক সলাতে উযূ করার শক্তি রয়েছে। তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ 'আমাল করেছেন।[৪৪৭]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়ই 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ্– তাকে বলা হয় ইবনুল গাসীল। অর্থাৎ- ধৌত কৃতের ছেলে। কেননা তার আব্বার নাম হানযালাহ্ «غسيل الملائكة» অর্থ যাকে মালাক (ফেরেশ্তা) গোসল দিয়েছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অবশ্যই আমি দেখেছি মালাকগণকে তাকে গোসল দিতে। যেমন- (الإ ستيعاب) গ্রন্থে রয়েছে ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

প্রত্যেক সলাতের জন্য উযূ করা ও মিসওয়াক করা অতি উত্তম। ত্বীবী বলেন, মিসওয়াক করা মর্যাদাপূর্ণ এমনকি তা ওয়াজিবের স্থলাভিষিক্ত করা যায়। ওয়াজিবের নিকটবর্তী। তাই মিসওয়াক করাটা প্রতি সলাতে কষ্টকর হলেও করাটা অতি উত্তম। আর উযূর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে উযূ না থাকলে উযূ করতে হবে। উযূ থাকলে পুনরায় উযূ করা অত্যাবশ্যক নয়, করলে ভালো।

٤٢٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن مَاجَةَ

৪২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উযূ করছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে সা'দ! এত অপচয় কেন? সা'দ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! উযূর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ আছে। যদিও তুমি প্রবহমান নদীর কিনারা থাক।[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার মাঝে, তিন বারের অধিক করা, অথবা পরিমানের দিক দিয়ে অতিরিক্ত করা যেমন প্রয়োজনের বেশী ব্যবহার করার মধ্যে পড়ে। তিনি বললেন উযূ করার মাঝে ও কি অপচয় রয়েছে? বলা হয় অপচয়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। আনুগত্যে ও 'ইবাদাতে অপচয় নেই। যতটুকু পানি পূর্ণাঙ্গ উযূর জন্য প্রয়োজন তার অতিরিক্তই অপচয়।

٤٢٨ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَّابْنِ مَسْعُوْدٍ وَّابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَإِنَّهٗ يُطَهِّرُ جَسَدَهٗ كُلَّهٗ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ.

---

[৪৪৭] **হাসান :** আহ্মাদ ২১৪৫৩, আবূ দাউদ ৪৮।

[৪৪৮] **হাসান :** আহ্মাদ ২/২২১, ইবনু মাজাহ্ ৪২৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩২৯৩।

৪২৮। আবূ হুরায়রাহ্, ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করল এবং *'বিস্‌মিল্লা-হ'* (আল্লাহর নাম নিয়ে) পড়ে উযূ করল, সে তাঁর গোটা শরীরকে (গুনাহ হতে) পবিত্র করল। আর যে ব্যক্তি উযূ করল অথচ *'বিস্‌মিল্লা-হ'* বলল না, সে শুধু উযূর অঙ্গগুলোকে পবিত্র (পরিষ্কার) করল।[৪৪৯]

ব্যাখ্যা : নাবী থেকে বর্ণিত উযূর শুরুতে *"বিস্‌মিল্লা-হ"* বলতে হবে। কেননা এটা পুরো শরীরকে পবিত্র করে গুনাহসমূহ থেকে। পবিত্র করে না শুধু উযূর নির্দিষ্ট স্থানের পাপসমূহ করে অর্থাৎ- ছোট পাপরাশি। পরিপূর্ণ ও ফাযীলাতপ্রাপ্তির উযূ *বিসমিল্লা*-হ দ্বারাই শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

٤٢٩- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِيْ إِصْبَعِهِ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْأَخِيْرَةَ

৪২৯। আবূ রাফি' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সলাতের উযূ করার সময় নিজের আঙ্গুলে পরা আংটি নেড়ে-চেড়ে নিতেন।[৪৫০]

দারাকুত্বনী উপরের দু'টি হাদীসই বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু মাজাহ শুধু দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেছেন, গোসলকে আয়ত্বকরণ ফার্‌য; অতঃপর সুন্নাত হচ্ছে আংটি নড়াচড়া করা যাতে আংটির নীচে পানি পৌঁছায়।

এমনিভাবে আংটির সাথে সাদৃশ্য রেখে চুড়ি ও অলংকার নেড়ে চেড়ে পানি পৌঁছানো প্রয়োজন। এ দু'টোকে বর্ণনা করেছেন দারাকুত্বনী।

(৫) بَابُ الْغُسْلِ

অধ্যায়-৫ : গোসলের বিবরণ

আল্লামা কুসতুলানী (রহঃ)-এর ভাষ্য মতে : غَيْنٌ বর্ণে ফাতাহ যোগে غَسْلٌ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ কোন কিছু ধৌত করা এবং গোসল করা। غين বর্ণে কাসরাহ্ যোগে غِسْلٌ শব্দের অর্থ বরইপাতা, খিত্বমী ঘাস ইত্যাদির নাম যেসব বস্তুর দ্বারা ধৌত করা হয়। আর غين বর্ণে যম্মাযোগে غُسْلٌ শব্দের অর্থ পানি যা দ্বারা গোসল করা হয়। প্রথম দু'ক্ষেত্রে غسل এর অর্থ কোন কিছুর উপর পানি ঢেলে দেয়া। তবে গোসলে

---

[৪৪৯] **য'ঈফ :** দারাকুতনী ১/৭৩-৭৪ আলবানী (রহঃ) বলেন, এটি মূলত তিনটি হাদীসের সমষ্টি ১মটি উল্লেখিত শব্দে আবূ হুরায়রাহ্ হতে যার সানাদে মিরদাস ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বুরদাহ্ রয়েছে ইমাম যাহাবী যাকে অপরিচিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর ওযূতে *"বিস্‌মিল্লা-হ্"* বলার ব্যাপারে তার হাদীস মুনকার।
২য়টি– ইবনু মাস'ঊদ হতে إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ শব্দে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত যার সানাদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশিম নামে একজন মিথ্যুক বারী রয়েছে।
৩য়টি– ইবনু 'উমার হতে ...مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى وُضُوْئِهِ শব্দে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত যার সানাদে আবূ বাক্‌র 'আবদুল্লাহ ইবনু হাকীম আদ্ দাহিরী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।

[৪৫০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৪৪৯, য'ঈফুল জামে ৪৩৬১। কারণ এর সানাদের রাবী মা'মার এবং তার পিতা উভয়ই দুর্বল।

শরীর ঘষে পরিষ্কার করা বা ঘর্ষণ করার বিধান নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মালিকীগণ গোসলে ঘর্ষণের শর্তারোপ করেছে। তাদের মতে যাতে ঘর্ষণ নেই তাকে গোসল বলা হবে না বরং তা হলো পানি ঢেলে দেয়া বা বাহিয়ে দেয়া। কিছু হানাফীদের মতে গোসলের ক্ষেত্রে ঘর্ষণটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্তব্য। ভাষ্যকার বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি "তোমরা চুল ধৌত করো এবং চামড়া পরিষ্কার করো" দ্বারা ঘর্ষণের আবশ্যকতার বিষয়টি অনুমিত হয়। কারণ ঘর্ষণ ব্যতীত শুধু পানি ঢালার মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার হয় না। অধিকন্তু গোসলের বিধানের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ একটি উপযোগী বিষয়। কারণ গোসল হলো প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মানের উদ্দেশে বাহ্যিক অঙ্গসমূহের অবস্থা সুন্দর করা যা ঘর্ষণ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দুই হাত দুই পা) মাঝখানে বসে সঙ্গমে রত হয় তখন তার উপর গোসল করা ফার্‌য হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না হয়।[৪৫১]

ব্যাখ্যা : (قوله (الاجلس احدكم بين شعبها لأربع অর্থাৎ- তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে বসবে, তার সঙ্গে কিছু করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ- সহবাস করবে। আবূ দাউদের বর্ণনা রয়েছে, পুরুষের লজ্জাস্থানের সঙ্গে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান মিলানো।

যারা এরূপ করবে তাদের উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে বীর্য বের হোক বা না হোক। গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্য বের হওয়া শর্ত করা হয়নি। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অংশ (সুপারি) স্ত্রীলিঙ্গের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে গোসল ওয়াজিব হবে।

চার খলীফা, সহাবীগণের অধিকাংশ, তাবি'ঈন ও তাদের পরবর্তীদের মত হলো শুধু সঙ্গমেই গোসল করা অত্যাবশ্যক হবে। যদিও বীর্য বের না হোক এটাই সঠিক মত। এ বিষয়ে সহীহুল বুখারীর হাদীসের উপর সহাবীগণের ইজমা হয়েছে।

٤٣١ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ

৪৩১। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পানিতেই পানির প্রয়োজন, অর্থাৎ বীর্যপাত ছাড়া গোসল ফার্‌য নয়।[৪৫২]

ইমাম মুহ্‌য়িয়ুস্ সুন্নাহ্ বলেন, এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

[৪৫১] **সহীহ :** মুসলিম ৩৪৮, বুখারী ৩৪৮।

[৪৫২] **সহীহ :** মুসলিম ৩৪৩।

ব্যাখ্যা : আর এ হাদীসটি নির্দেশ করে (حصر)-কে অর্থাৎ পরিবেষ্টনকে বুঝানো হয়েছে। বীর্য বের না হলে গোসল করতে হবে না এবং গোসল করতে হবে না মর্মে হাদীসটি রহিত বা মানসূখ হয়েছে। এটাকে মুসলিম 'ইত্বান ইবনু মালিক-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন ।

٤٣٢-وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلَامِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ

৪৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "পানি পানি হতে" এ হুকুম হল স্বপ্নদোষের জন্য।[৪৫৩] আমি এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

ব্যাখ্যা : (اهذا) **قوله** অর্থাৎ- আবূ সা'ঈদ-এর হাদীস রহিত সাহ্ল ইবনু সা'দ-এর হাদীস দ্বারা এটা বর্ণিত আবূ কা'ব ইসলামের প্রথম যুগে অনুমতি ছিল গোসল না করলেও চলবে। অতঃপর পরবর্তীতে গোসল করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তীতে ধৌত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٣٣-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (আনাস-এর মা) উম্মু সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা হাক্ব কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষের কারণে তার উপর কি গোসল ফারয হয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন : হাঁ, যদি (ঘুম থেকে জেগে উঠে) বীর্য দেখে। এ উত্তর শুনে উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (লজ্জায়) স্বীয় মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীলোকেরও আবার স্বপ্নদোষ হয় (পুরুষের ন্যায় বীর্যপাত হয়)। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হাঁ। কি আশ্চর্য! (তা না হলে) তার সন্তান তার সদৃশ হয় কীভাবে?[৪৫৪]

ব্যাখ্যা : (قالت أمُّ سليم) **قوله** তার পরিপূর্ণ নাম উম্মু সুলায়ম বিনতু মালহান (আন্সারিয়্যাহ্) আনাস ইবনু মালিক-এর মাতা। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৪টি এটার মধ্যে হতে একটি বুখারীতে ও দু'টি মুসলিমে। তিনি মারা যান 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতের সময়।

তার বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন : যখন সে দেখবে নিশ্চয় তার স্বামী তার সাথে স্বপ্নে সহবাস করছে। তাকে কি গোসল করতে হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখবে। এটাতে প্রমাণ হলো যে, স্বপ্নে স্ত্রীলোকের বীর্য বের হলেও গোসল করা অত্যাবশ্যক হবে। আর এ কারণেই স্ত্রীলোকদের সদৃশ সন্তান হয়।

٤٣٤-وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

৪৩৪। কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মু সুলায়ম-এর বর্ণনায় এ কথাগুলো বেশী বলেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথাও বলেছেন যে, সাধারণত পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা। স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের বীর্যের মধ্যে যেটিই জয়ী হয়, অর্থাৎ- যে বীর্য আগে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে সন্তান তার সাদৃশ্য হয়।[৪৫৫]

---

[৪৫৩] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১১২। তবে فِي الْإِحْتِلَامِ অংশটুকু ব্যতীত বাকীটুকু সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

[৪৫৪] **সহীহ :** বুখারী ১৩০, মুসলিম ৩১৩।

[৪৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ৩১১।

ব্যাখ্যা : (وزاد مسلم برواية ام سليم) **قوله** নিশ্চয়ই পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা, এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলুদ বর্ণের। কেননা পুরুষের বীর্য কখনো রোগের কারণে পাতলা হয়। আর লাল বর্ণ হয়ে থাকে অত্যাধিক সহবাসের কারণে। আবার কখনো স্ত্রীলোকের বীর্য সাদা হয় তার শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। সাওবান হতে মুসলিমে বর্ণনা রয়েছে পুরুষের বীর্য সাদা, আর মহিলার বীর্য হলুদ বর্ণের।

আর যখন উভয়ের বীর্য কার্যত একত্র হয় পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য লাভ করলে আল্লাহর হুকুমে স্ত্রীলোকের বীর্যের সঙ্গে সংমিশ্রণে সন্তান পুরুষ হয়। আর যখন স্ত্রীলোকের বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর বৃদ্ধি হয় বা প্রাধান্য লাভ করে তখন আল্লাহর হুকুমে মেয়ে সন্তান হয়।

ছেলে-মেয়ে পিতা-মাতার আকৃতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এটার ছয়টি অবস্থা বা কারণ।

٤٣٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلٰى جِلْدِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ

৪৩৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্রতার জন্য ফার্য গোসল করার সময় প্রথমে (কব্জি পর্যন্ত) দুই হাত ধুতেন। এরপর সলাতের উযূর মত উযূ করতেন। অতঃপর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন, তারপর শরীরের সর্বাঙ্গ পানি দিয়ে ভিজাতেন।[৪৫৬]

কিন্তু ইমাম মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পাত্রে হাত ডুবিয়ে দেয়ার আগে কব্জি পর্যন্ত হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন, অতঃপর উযূ করতেন।

ব্যাখ্যা : (اذا اغتسل) **قوله** অর্থাৎ- যখন নাপাকবস্তু ধৌত করার ইচ্ছা করবে। অপবিত্র বস্তু দূর করার জন্য অথবা অপবিত্রতা সংঘটিত হওয়ার কারণে, অতঃপর তার দু'হাত ধৌত করেন, মায়মূনার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে দু'বার অথবা তিনবারের কথা। উভয় হাত ধৌত করেন পরিস্কার করার জন্য। সম্ভাবনা রয়েছে হস্ত দ্বয়ে অপবিত্র বস্তু থাকার।

চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। ধৌত করার পূর্বে উযূ করা স্বাতন্ত্র সুন্নাত। উযূ করা শুরু করতে হবে দু'হাত ধৌত করার মাধ্যমে অতঃপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দিবে অতঃপর বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করবে, অতঃপর উযূ করবে।

٤٣٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ

[৪৫৬] **সহীহ :** বুখারী ২৪৮, মুসলিম ৩১৬।

Contents

৪৩৬। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার খালা উম্মুল মু’মিনীন) মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গোসলের জন্য পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। প্রথমে তিনি দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং কব্জি পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে তা দিয়ে লজ্জাস্থান ধুলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষে তা মুছে নিলেন। তারপর নিয়ম মত হাত ধুলেন। এরপর মাথার উপর পানি ঢাললেন। সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ভিজালেন। তারপর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে পা ধুলেন। আমি (শরীরের পানি মুছে ফেলার জন্য) তাঁকে কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা নিলেন না, দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : (غسلا) قوله অর্থাৎ- এটা গোসল করার পানি। অতঃপর আমি কাপড় দিয়ে পর্দা বা আড়াল করি যাতে গোসল করার সময় কেউ তাকে (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে) দেখতে না পান।

এটাতে শারী‘আতের বিধান হলো যে, গোসল করার সময় পর্দা করতে হবে যদিও বাড়িতে গোসল করে। তার দু’ কব্জা পর্যন্ত ধৌত করেন। আর তার বাম হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করেন। অতঃপর স্বীয় বাম হাত জমিনে ঘষেন, হাত থেকে দুর্গন্ধযুক্ত দূর করার জন্য। পরিষ্কারের মধ্যে মুবালাগাহ্ করা উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

তিনি ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, অপবিত্রতা থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ধৌত করার প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। আর এটাতে রয়েছে তিনবার কুলি করার, তিনবার নাকে পানি দেয়ার, তিনবার চেহারা ধৌত করার ও দু’ হাত ধৌত করার ও মাথায় পানি ঢেলে দেয়ার। আর এখানে প্রকাশ হলো যে, তিনি স্বীয় মাতা মাসাহ করেননি। অতঃপর উযূ করেন যেভাবে সলাতের জন্য উযূ করেন। সম্ভব হলে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য করা। অথবা ‘আয়িশার হাদীসকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা। অতঃপর তিনি পাদ্বয় ধৌত করেন মাঝে মধ্যে জলাভূমিতে যদি স্থির বা দণ্ডায়মান না হন, বরং তক্তার উপরে অথবা পাথরের অথবা উঁচু স্থানে।

‘আয়িশাহ্ ও মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস উযূর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ধৌত করার অবস্থা বর্ণনা করার উপর অন্তর্ভুক্ত। উযূর শুরু পাত্রের মধ্যে হস্তদ্বয় প্রবেশ করার পূর্বে ধৌত করা। অতঃপর লজ্জাস্থান ধৌত করা।

٤٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ فَقَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهَا تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩৭। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কীভাবে গোসল করতে হবে তিনি তাকে সে ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, মিস্‌কের সুগন্ধিযুক্ত একখণ্ড কাপড় নিয়ে তা দিয়ে ভালভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলাটি বলল, আমি কীভাবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে আবার বলল, আমি তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুব্‌হানাল্লাহ (এটাও বুঝলে না)! তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তখন আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং (চুপিসারে) বললাম, রক্তক্ষরণের পর তা দ্বারা (গুপ্তাঙ্গের ভিতরের অংশ) মুছে নিবে (এতে দুর্গন্ধ দূর হবে)।[৪৫৮]

---

[৪৫৭] **সহীহ :** বুখারী ২৭৬, মুসলিম ৩১৭; শব্দবিন্যাস বুখারীর।

[৪৫৮] **সহীহ :** বুখারী ৩১৪, মুসলিম ৩৩২।

ব্যাখ্যা : (إن امرأة) قوله অর্থাৎ- এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আনসারদের একজন মহিলা। কেউ বলেন : সে আসমা বিনতু শিকলিল আন্‌সারিয়্যাহ্।

নিশ্চয়ই একজন মহিলা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন ঋতুতে গোসল করার প্রসঙ্গে। অতঃপর তিনি তাকে আদেশ করেছেন, কিভাবে সে গোসল করবে। তিনি বলেন, মিসকের তুলার টুকরা নাও। অতঃপর এটার মাধ্যমে তুমি পবিত্রতা অর্জন করো। তিনি বলেন, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব। তিনি বলেন, এটার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো। তিনি বলেন, কিভাবে? তিনি বলেন, সুব্হানাল্লাহ! পবিত্রতা অর্জন করো। এটা আমার নিকট টেনে নিলাম।

٤٣٨ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي افَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এমন এক মহিলা যে, আমার মাথার চুলের বেণী বেশ শক্ত করে বাঁধি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য ফার্‌য গোসলের সময় আমি কি তা খুলে ফেলব? তিনি (ﷺ) বললেন, না খুলবে না। তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তুমি তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে নিবে ও পবিত্রতা অর্জন করবে।[৪৫৯]

ব্যাখ্যা : (أشد) قوله এ হাদীস নির্দেশ করে এ প্রসঙ্গে যে, অপবিত্রতা ধৌত করার মাঝে চুলের খোঁপা বা ঝুঁটি খুলে ফেলা স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাবশ্যক নয়। ঋতুবতী মহিলার হায়য ধৌত করার মাঝেও নয় বরং ঋতুবতী মেয়েলোকের জন্য যথেষ্ট সে তার মাথার উপর তিন অঞ্জলি ভরে পানি ঢেলে দিতে হবে।

সাওবান বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তারা নাবী ﷺ-কে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, পুরুষ ব্যক্তি তার মাথায় (পানি) ছড়িয়ে দিবে তারপর তার স্বীয় মাথা ধৌত করা উচিত। এমনকি চুলের গোড়া পর্যন্ত যেন পানি পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাবশ্যক নয় যে সে তার মাথার খোঁপা খুলবে। তার তালু দ্বয় দ্বারা তিন চুল্লু পানি মাথায় দিবে। ইবনুল ক্বাইয়ুম বলেন, এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ দাউদ ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়্যাশ হতে।

٤٣٩ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযূ করতেন এবং এক সা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।[৪৬০]

ব্যাখ্যা : (كان يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) قوله

এক صاع চার মুদ নাবী ﷺ-এর মুদ অনুযায়ী এক মুদ ইরাক্ববাসীদের মাপ অনুযায়ী দু' রিত্বল (رطل) হিজাযবাসীর মাপ অনুযায়ী এক رطل এবং رطل এর তিন ভাগের ১ ভাগ। এক رطل = ٤٠ তোলা। এক صاع رطل (দুই সের ১১ ছটাক) প্রায় আড়াই কেজি।

---

[৪৫৯] **সহীহ :** মুসলিম ৩৩০।

[৪৬০] **সহীহ :** বুখারী ২০১, মুসলিম ৩২৫।

মূলকথা হলো صاع ৫ মুদের বেশী হবে না এবং ৪ মুদের কম হবে না।

ইমাম মুসলিম 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গোসল করতেন তিন মুদ অথবা তার নিকটবর্তী মুদ পানি ধারণ ক্ষমতা রাখে এমন পাত্র থেকে গোসল করতেন।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তিনি বলেন আমি ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একটা পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। যে পাত্রকে الفرق বলা হয়, আর তাতে তিন صاع পরিমাণ পানি ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ হচ্ছে পানি ব্যবহারে অপচয় করা যাবে না। কমও করা ঠিক হবে না প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

٤٤٠ـ وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتّٰى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৪০। মহিলা তাবি'ঈ মু'আযাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেছেন, আমি ও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার ও তাঁর মাঝখানে রাখা একটি পাত্র হতে পানি নিয়ে একসাথে (পবিত্রতার) গোসল করতাম। তিনি খুব তাড়াতাড়ি করে আমার আগে পানি উঠিয়ে নিতেন। আর আমি তখন বলতে থাকতাম, আমার জন্য কিছু রাখুন, আমার জন্য কিছু রাখুন। মু'আযাহ্ (রহঃ) বলেন, তখন তারা উভয়ে নাপাক অবস্থায় থাকতেন।[৪৬১]

ব্যাখ্যা : স্বামী স্ত্রী অপবিত্রতা অবস্থায় একটা পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল সমাধা করা বৈধ। ত্বহাবী নকল করেছেন, অতঃপর কুরতুবী এবং নাবাবী এ প্রসঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। এটাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, সামান্য পানি হতে অপবিত্র ব্যক্তি চুলু ভরে নেয়া বৈধ। আর এটা পবিত্রতা অর্জনে বাধা দেয় না। এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা সমান, পার্থক্য নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ يَرٰى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلٰى قَوْلِهٖ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

৪৪১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন পুরুষ লোক (ঘুম থেকে জেগে শুক্রের) আর্দ্রতা পেল, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। তখন সে কী করবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে (ফারয) গোসল করবে। অপরদিকে কোন পুরুষের স্মরণ আছে, তার

[৪৬১] **সহীহ :** বুখারী ২৬১, মুসলিম ৩২১; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ (কাপড়ে শুক্রের) কোন আর্দ্রতা সে খুঁজে পাচ্ছে না, (তখন সে কী করবে?) তিনি (ﷺ) বললেন, তাকে (ফার্য) গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি এরূপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফার্য হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, স্ত্রীলোকরাও পুরুষের মতো।[৪৬২]

দারিমী ও ইবনু মাজাহ "তাকে গোসল করতে হবে না" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (قوله (يجد البلل অর্থাৎ- বীর্যের আর্দ্রতা তার শরীরে। (لام ও باء) উভয় অক্ষর ফাতাহ হবে)। অথবা কাপড়ে পেশাবের আর্দ্রতা দেখার দ্বারা যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তার উপর গোসল করা অত্যাবশ্যক এ কথা কেউ বলেনি।

তিনি বলেন, (يغتسل) খবর 'আম্‌রের অর্থে আর এটা অত্যাবশ্যক। এটাতে দলীল রয়েছে যে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব শুধু বীর্যের অস্তিত্ব পাওয়ার দিক থেকে। কুপ্রবৃত্তির ধারণার সাথে মিলিত হবে। এমনকি উল্লেখ করা হয়, নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার কথা, নিশ্চয়ই যে ঘুমের মধ্যে কারো সাথে সহবাস করে থাকবে।

সমকক্ষের সঙ্গে সমকক্ষের হুকুম মিলানো। অর্থাৎ- ভিজা দেখার জন্য স্ত্রীলোকের উপর গোসল করা ওয়াজিব যেমন পুরুষের উপর অত্যাবশ্যক।

٤٤٢- وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৪৪২। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : পুরুষের খতনার জায়গা মহিলার খতনার জায়গা অতিক্রম করলেই গোসল করা ফার্য হয়ে যাবে। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা করেছি, তারপর দু'জনেই গোসল করেছি।[৪৬৩]

ব্যাখ্যা : (مجاوزة الختان الختان) দ্বারা উদ্দেশ হলো সহবাস করা, মিলন করা এমন অবস্থায় যে, পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস-এর হাদীসে রয়েছে- اذا التقى الختانان الخ পূর্বের হাদীসের মতই অর্থ সামান্য শাব্দিক পার্থক্য فقد وجب الغسل অতঃপর উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে।

যখন চার শাখার মাঝে (স্বামী ও স্ত্রী) বসবে ও উভয়ের লিঙ্গ একটা আর একটাকে স্পর্শ করবে। অথবা, উভয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হবে তখনই গোসল অত্যাবশ্যক হবে।

٤٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ الرَّاوِي وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ

---

[৪৬২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৩৬, আত্ তিরমিযী ১১৩, দারিমী ৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৬১২। তবে ইবনু মাজাহ্‌র لَا غُسْلَ عَلَيْهِ অতিরিক্ত অংশটুকু দুর্বল। কারণ এ অংশটুকুর রাবী 'আবদুল্লাহ আল 'উমারী আল মুক্কাব্বার স্মৃতিশক্তিজনিত কারণে দুর্বল।

[৪৬৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৮, ইবনু মাজাহ্ ৬০৮।

৪৪৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শরীরের প্রত্যেক পশমের গোড়ায় নাপাকী থাকে। সুতরাং শরীরের পশমগুলোকে ভালভাবে ধুবে এবং চামড়াকে উত্তমভাবে পরিষ্কার করবে।[৮৬৪]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর রাবী হারিস ইবনু ওয়াজীহ তেমন গ্রহণযোগ্য নন।

ব্যাখ্যা : قوله (تحت كل شعرة جنابة) প্রত্যেক লোমের নিচে অপবিত্রতা হয়ে থাকে। এ কারণেই চুলের নীচে পানি পৌছানো হাদীসের দাবী। চুলকে ধৌত করা দাবী করে না, এমনি চামড়াকেও পরিস্কার করা দাবী করে না।

যদি একচুলও বাকী থাকে সেটাতে পানি না পৌছে তাহলে অপবিত্র ব্যক্তির অপবিত্রতা ও নাপাকি অবশিষ্ট থাকে। বাহ্যিক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় শিং খোঁ পা খুলতে হবে এটা অত্যাবশ্যক যখন নাপাকি থেকে গোসল করতে ইচ্ছা করবে। আর এখানে চুলের গোড়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মাথার খোঁপা খুলতে হবে না, এ প্রসঙ্গে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে। অতএব পুরুষদের হুকুম মেয়েদের বিপরীত।

٤٤٤ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي

৪৪৪। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক নাপাকীর এক চুল পরিমাণও ছেড়ে দিবে এবং তা ধুবে না তাকে এভাবে এভাবে জাহান্নামের 'আযাব দেয়া হবে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি। সেদিন হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। সেদিন থেকে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করে আসছি– এরূপ তিনবার বললেন।[৮৬৫]

কিন্তু আহমাদ ও দারিমী "সে হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি" বাক্যটি তিনবার বলেননি।

ব্যাখ্যা : চুলের জায়গার নাপাক ধৌত করা দূরা করা থেকে বিরত থাকব না, অবশ্যই নাপাক দূর করব, কারণ লোমের গোড়ায় যদি পানি না পৌছে এবং উযূর কোন অঙ্গ শুকনা থাকে তাহলে হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ও ধমক দেয়া হয়েছে।

٤٤٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَة

---

[৮৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৮, আত্ তিরমিযী ১০৬, ইবনু মাজাহ্ ৫৯৭, য'ঈফুল জামি' ১৮৪৭। কারণ এর সানাদে হারিস ইবনু ওয়াজীহ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৮৬৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৯, আহমাদ ৭২৯, দারিমী ৭৫১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৯৩০। কারণ এটি 'আত্বা ইবনুস সায়িব হতে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্-এর বর্ণনা। আর তিনি (হাম্মাদ) 'আত্বার কাছ থেকে তার মুখস্থ শক্তির ত্রুটির অবস্থায় হাদীস শ্রবণ করেছেন। এজন্য ইমাম নাবাবী (রহঃ) হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

৪৪৫। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী গোসলের পর (সলাত বা অন্যান্য 'ইবাদাতের জন্য নতুন করে) উযূ করতেন না।[৪৬৬]

ব্যাখ্যা : (لا يتوضأ بعد الغسل) قوله গোসল করার পর উযূ করতে হবে না। উযূ না করেই সলাত সম্পাদন করা যাবে। গোসলের পূর্বে যে উযূ করা হয়েছে ঐ উযূ সলাতের জন্য যথেষ্ট হবে। নতুন উযূর প্রয়োজন হবে না যদি উযূ নষ্ট হওয়ার কারণ না পাওয়া যায়।

রসূল -এর অভ্যাস ছিল ফার্‌য গোসলের পূর্বে উযূ করতেন। যা পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

উযূর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি পৌঁছানোর কারণে নাপাকি গোসল করার পর উযূ করা অত্যাবশ্যক হয় না। এ প্রসঙ্গে আলিমদের মতভেদ নেই।

٤٤٦ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৪৬। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ফার্‌য গোসলের সময় খিত্বমী দিয়ে নিজের মাথা ধুতেন, অথচ তিনি নাপাক। খিতমী দিয়ে ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। মাথায় পানি ঢালতেন না।[৪৬৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফার্‌য গোসলের সময় হালাল সাবান, হালাল শ্যামপু ইত্যাদি দ্বারা মাথা ভালোভাবে পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। এবং মাথা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত খিতমী বা সাবানের ফেনা ধুয়ে ফেলার জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয় তাই মাথার পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট। পুনরায় নতুন পানি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ইবনু মাস'ঊদ খিতমী দ্বারা মাথা ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং ফার্‌য গোসলের ক্ষেত্রে তা-ই যথেষ্ট মনে করতেন।

٤٤٧ـ وَعَنْ يَعْلٰى قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأٰى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِه قَالَ إِنَّ اللهَ سِتِّيْرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ

৪৪৭। ইয়া'লা [ইবনু মুর্‌রাহ্] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক ব্যক্তিকে উলঙ্গ উন্মুক্ত জায়গায় গোসল করতে দেখলেন এবং (রাগভরে) তিনি মিম্বারে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, এরপর বলেন : আল্লাহ তা'আলা বড় লজ্জাশীল ও পর্দাশীল। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে বেশী পছন্দ করেন। তাই তোমাদের কেউ গোসল করতে গেলে যেন পর্দা অবলম্বন করে।[৪৬৮]

নাসায়ীর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড় পর্দাশীল। অতএব তোমাদের কেউ গোসল করতে ইচ্ছা করলে সে যেন কোন কিছু দিয়ে পর্দা করে নেয়।

ব্যাখ্যা : গোসলে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা এবং অন্তরালে গোসল করা ওয়াজিব। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নাবী -এর বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা দ্বারা তা বৈধতার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে সেটা

---

[৪৬৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫০, আত্ তিরমিযী ১০৭, নাসায়ী ২৫২, ইবনু মাজাহ্ ৫৭৯।

[৪৬৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৫৬। কারণ এর সানাদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

[৪৬৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০১২, নাসায়ী ১/৭০, আহ্মাদ ৪/২২৪।

এমন নির্জন স্থান হতে হবে যেখানে তার স্ত্রী ছাড়া কেউ তাকে দেখবে না। সে ক্ষেত্রে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা বৈধ। তবে অন্তরালে বা পর্দা করে গোসল করাই উত্তম। এ ব্যাপারে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর রিওয়ায়াতে বাহজ ইবনু হাকিম বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থান হিফাযাত কর স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের থেকে। আমি বললাম ব্যক্তি যদি নির্জনস্থানে হয় তবে? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীলতা অবলম্বনের জন্য সর্বাধিক হক্বদার। আর যদি গোসলখানা এমন হয় যে, সেখানে যাদের জন্য তার আবরু দেখা হারাম, তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে অবশ্যই তার পর্দা করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٨ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪৪৮। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বীর্যস্খলন হলেই গোসল ফারয হয়"– এ হুকুম ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। এরপর তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে।[৪৬৯]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সহবাসে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব। আর বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব নয়। বিধানটি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমদিত ছিল। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু সহবাসের কারণেই গোসল ওয়াজিব হবে এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক।

٤٤٩ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَاءَكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪৪৯। 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি ফারয গোসল করেছি এবং ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছি। এরপর আমি দেখলাম শরীরে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যদি এ শুকনা জায়গাটা হাত দিয়ে মুছে নিতে তাহলে তোমার জন্য সেটাই যথেষ্ট হত।[৪৭০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ হলো যদি গোসলের সময় শরীরের কোন স্থানে পানি না পৌঁছে তবে সেই সময়েই উক্ত স্থানে ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ করলে তা যথেষ্ট হবে। এ ব্যাপারে মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, যদি তুমি গোসলের সময় পানি না পৌঁছানোর স্থানে তোমার ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ কর। অর্থাৎ হালকাভাবে ধৌত কর তবে যথেষ্ট হবে। অন্যথায় শুধু ভিজা হাতের সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ)-এর মতে, গোসলের সময় যদি উক্ত স্থানে পানি দিয়ে মাসাহ করা হয় তবে গোসল পূর্ণ হবে। তা না হলে পর .তে নতুন করে গোসল করতে হবে এবং সলাত ক্বাযা আদায় করতে হবে

[৪৬৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১১০, আবূ দাউদ ২১৪, দারিমী ৭৫৯।

[৪৭০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৬৬৪। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল্লাহ নামে দুর্বল রাবী রয়েছে।

٤٥٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَّغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৫০। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে সলাত ফার্‌য ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত। পবিত্রতার গোসল ছিল সাতবার এবং প্রস্রাবের কাপড় ধোয়া ছিল সাতবার। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দরবারে আবেদন করতে থাকেন, অবশেষে সলাত ফার্‌য করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত, পবিত্রতার গোসল ফার্‌য করা হয় একবার এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধোয়া ফার্‌য করা হয় একবার।[৪৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে মি'রাজের রজনীতে প্রথম ধাপে যে ৫০ ওয়াক্ত ফার্‌য করা হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে। হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, পরিধেয় বস্ত্রতে নাপাকি লাগলে তা এক বার ধৌত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। তবে তিনবার ধৌত করা মুস্তাহাব।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিলানী নাপাকীকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন : ১. দৃশ্যমান নাপাকী। ২. অদৃশ্যমান নাপাকী। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে নাপাকীর চিহ্ন দূর হলেই কাপড় পবিত্র হবে এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে যখন ধৌতকারীর মনে পবিত্র হওয়ার ধারণা প্রাধান্য পাবে তখনই কাপড় পবিত্র হবে।

(٦) بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ

অধ্যায়-৬ : নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥١ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهٗ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ.

هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهٖ فَقُلْتُ لَهٗ لَقَدْ لَقِيْتَنِيْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى.

[৪৭১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৭। কারণ এর সানাদে আইয়ূব বিন জাবির রয়েছে, যিনি ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করেন এবং আঃ বিন উস্‌ম মতবিরোধপূর্ণ রাবী।

৪৫১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দেখা হল। আমি তখন (বীর্যপাতের কারণে) নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তার সাথে চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপিসারে সরে পড়লাম এবং যথাস্থানে এসে গোসল করে নিলাম। অতঃপর আবার তাঁর কাছে চলে গেলাম। তিনি তখনো সেখানে বসা আছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে হে আবূ হুরায়রাহ্! আমি (সম্পূর্ণ) বিষয়টি তাঁর কাছে (খুলে) বললাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মু'মিন (কক্ষনও) অপবিত্র হয় না।

এটা বুখারী (২৮৫ হাঃ)-এর বর্ণনা। অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীর কথার পর তার বর্ণনায় এ কথাও আছে, আমি উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, যখন আমার সাথে আপনার দেখা হল তখন আমি নাপাক ছিলাম। তাই গোসল না করে আপনার সাথে বসাটা ঠিক মনে করলাম না। বুখারীর আর একটি বর্ণনাও এভাবে এসেছে।[৪৭২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মু'মিনের আত্মা কখনো মৌলিকভাবে নাপাক হয় না। যদি সে নাপাকির সংশ্রবে আসে তবে সাময়িকভাবে অপবিত্র হয়। আর নাপাকী দূর হলেই পবিত্র হয়ে যায়। কাজেই মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই পবিত্রতার মধ্যে থাকেন। চাই তিনি অপবিত্র হোক বা নাপাক হোক। মৃত্যু অবস্থায় হোক বা জীবিত অবস্থায় হোক। এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারীতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায় মু'মিন ব্যক্তি কখনো নাপাক হবে না। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে মুস্তাদরাকে হাকিমেও অনুরূপ হাদীস রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসদ্বয় হানাফী মাযহাবের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেন যে, মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার কারণে নাপাক হয়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়া তারা নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসল বলে মনে করেন। যা অবশ্যই সহীহ সুন্নাহ পরিপন্থী।

٤٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস বললেন, (কোন সময়) রাতে তার নাপাকী হয়ে গেলে (তৎক্ষণাৎ তার কী করা উচিত)? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তখন তুমি উযূ করবে, তোমার গুপ্তাঙ্গ ধুয়ে নিবে, অতঃপর ঘুমাবে।[৪৭৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসে আদেশসূচক বাক্য দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য। কেননা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোন প্রকার ব্যবহার ছাড়াই নাপাকি অবস্থায় ঘুমাতেন। একদা 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে নাপাকী অবস্থায় ঘুমানো যাবে কি না এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্মতি দিলেন এবং বললেন, যদি কেউ ইচ্ছা করে তবে সে উযূ করবে এবং উযূর পূর্বে যৌনাঙ্গ ধৌত করবে। আর নাপাকি অবস্থায় ঘুমানোর সময় উযূ করলে অপবিত্রতা লাঘব হয়। যেমন শাদ্দাদ বিন আউস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে সহীহ সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নাপাকী অবস্থায় ঘুমাতে চায় সে যেন উযূ করে কারণ উযূ নাপাকীর গোসলের অর্ধেক।

---

[৪৭২] **সহীহ :** বুখারী ২৮৫, মুসলিম ৩৭১।

[৪৭৩] **সহীহ :** বুখারী ২৯০, মুসলিম ৩০৬।

٤٥٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৩। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন অথবা কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে তখন সলাতের উযূর মতো উযূ করতেন।[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : উপরের হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নাপাকী অবস্থায় কেউ খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে উযূ করা উত্তম। এ ক্ষেত্রে উযূ করা মুস্তাহাব।

٤٥٤ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتٰى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. رَوَاهُ مُسْلِم

৪৫৪। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করার পর আবারও যদি সঙ্গম করতে চায়, তাহলে সে যেন মধ্যখানে (সলাতের উযূর মত) উযূ করে নেয়।[৪৭৫]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে একবার সহবাসের পর দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্য যে গোসলের আদেশ করা হয়েছে তা' মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম তাহাবী (রহঃ) 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, নাবী সহবাস করতেন, এরপর তিনি পুনরায় সহবাসে ফিরতেন। কিন্তু তিনি উযূ করতে না।

٤٥٥ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِم

৪৫৫। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন একই গোসলে। (অর্থাৎ মধ্যখানে শুধু উযূ করতেন, গোসল করতেন না)[৪৭৬]

ব্যাখ্যা : নাবী একই রাত্রিতে তার স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন এবং সব শেষে তিনি একবার গোসল করতেন। দু' সহবাসের মাঝে উযূ করা বা না করা মুস্তাহাব হয়ে গেল।

٤٥٦ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

৪৫৬। 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সব সময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন।[৪৭৭]

ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীস, যা মাসাবীহের সংকলক এখানে বর্ণনা করেছেন, আমি কিতাবুল আত্ব'ইমাতে বর্ণনা করব ইনশা-আল্ল-হ।

ব্যাখ্যা : সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা বৈধ। পবিত্র, অপবিত্র, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র বৈধ চলতে পারে। ইমাম নাবাবী বলেন, উল্লিখিত হাদীস অপবিত্র অবস্থায় তাসবীহ, তাহলীল *(লা-*

---

[৪৭৪] **সহীহ :** বুখারী ২৮৮, মুসলিম ৩০৫; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

[৪৭৫] **সহীহ :** মুসলিম ৩০৮।

[৪৭৬] **সহীহ :** মুসলিম ৩০৯।

[৪৭৭] **সহীহ :** মুসলিম ৩৭৩।

ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) তাকবীর, *(আল্লা-হু আকবার)* তাহমীদ *(আল হামদুলিল্লা-হ)* এবং অনুরূপ যিক্‌র-আযকারের বৈধতা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ

৪৫৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন এক স্ত্রী (মায়মূনাহ্) একটি গামলাতে পানি নিয়ে গোসল করলেন। এ গামলার পানি দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উযূ করতে চাইলে পবিত্র স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম (আমি তো এর থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করেছি)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পানি তো নাপাক হয় না। দারিমীও এরূপই বর্ণনা করেছেন।[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করার বৈধতা প্রমাণ করে।

তবে এ অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে হাকাম বিন 'আম্‌র আল গিফারী ও হুমায়দ আল হুমায়দীর হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলার অবশিষ্ট পানি থেকে পুরুষকে এবং পুরুষের অবশিষ্ট পানি থেকে মহিলাকে উযূ বা গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে উল্লিখিত হাদীসে মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজেকে অপবিত্র সম্বোধন করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উক্ত পানি ব্যবহারে সতর্ক করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিষেধাজ্ঞার বিধানটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল যা বৈধতার হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে এবং বৈধতার হাদীসগুলো নিষেধজ্ঞার হাদীসগুলোর তুলনায় অধিক এবং সানাদগত দিক দিয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

٤٥٨ - وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ.

৪৫৮। আর শারহে সুন্নাহতেও ইবনু 'আববাস থেকে মায়মূনাহ্-এর সূত্রে মাসাবীহ-এর শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এখানে "শারহ আস্ সুন্নাহ" নামক গ্রন্থে ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি পুরুষ বা মহিলার অবশিষ্ট পানি থেকে পুরুষ বা মহিলার পবিত্রতা অর্জনের বৈধতা দান করে। মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপবিত্র হলাম এবং পাত্র হতে পানি উঠিয়ে গোসল করলাম এবং পাত্রে অবশিষ্ট পানিও রাখলাম, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোসলের জন্য আসলেন, আর আমি বললাম যে, আমি ঐ পানি থেকে গোসল করেছি। তারপর তিনি ওই পানিতেই গোসল করলেন এবং বললেন, নিশ্চয় পানিতে কোন অপবিত্রতা নেই।

---

[৪৭৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৮, আত্ তিরমিযী ৬৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৭০, দারিমী ৭৩৪।

٤٥٩ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ

৪৫৯। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নাপাকীর পর গোসল করতেন। অতঃপর আমার গোসল করার পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীরের গরম অনুভব করতেন।[৪৭৯]

ইমাম তিরমিযীও এরূপই বর্ণনা করেছেন, আর শারহু সুন্নাহতেও মাসাবীহর শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্রতা নারীর ব্যবহৃত গোসলের পানি পবিত্র। যেমন পুরুষের ব্যবহৃত পানি পবিত্র। ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী মহিলার বিধানও অনুরূপ এবং তাদের ব্যবহৃত পানিও পবিত্র। ব্যবহৃত পানি বলতে পবিত্রতা অর্জনের পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি। এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্রতা অর্জন করার পর ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট শয়ন পূর্বক উষ্ণতা গ্রহণ করতেন তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভিজা দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা জননী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ ও কাপড় ভিজে যেত। অতঃপর তার (‘আয়িশাহ্) ভিজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাপড় দ্বারাও তো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অঙ্গ প্রতঙ্গ ভিজত। কিন্তু উষ্ণতা গ্রহণের পর (হানাফী মাযহাবের মতে) তার ওই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করেছেন যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ‘আয়িশার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রেখেছেন, মর্মে মতটি দুর্বল হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত নয়। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, অপবিত্রা নারী ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী মহিলার ব্যবহৃত পানি পবিত্র এবং এটাই সালফ সালিহীনদের সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

٤٦٠ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وروى ابن مَاجَةَ نحوه

৪৬০। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পায়খানা হতে বেরিয়ে (উযূ করার আগে) আমাদেরকে কুরআন মাজীদ পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশ্ত খেতেন। নাপাকী ব্যতীত কোন কিছু তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত হতে ফিরিয়ে রাখতে পারত না।[৪৮০] ইবনু মাজাহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জুনুবী তথা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। তবে তাদের দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উল্লিখিত হাদীবস দ্বারা শুধুমাত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্ম বুঝা যায়, যার উদ্দেশ্য হলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত বর্জন করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো শুধুমাত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্ম দ্বারা নিষিদ্ধ এবং হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

এ হাদীসের সমর্থনে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হতে পারে। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে উযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি কুরআনের কিছু

---

[৪৭৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৫৮০। কারণ এর সানাদে হুরায়স থেকে শারীক-এর বর্ণনা রয়েছে। আর শারীক ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল কৃযী খারাপ স্মৃতিশক্তিজনিত কারণে ত্রুটিপূর্ণ হলেও ওয়াকী‘ তার মুতাবায়াত করায় সে ত্রুটি দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু হুরায়স ইবনু আবূ মাত্বার দুর্বল রাবী যাকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী পরিত্যাগ করেছেন।

[৪৮০] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২২৯, নাসায়ী ২৬৫, ইবনু মাজাহ ৫৯৪। কারণ এর সানাদে ‘আবদুল্লাহ বিন সালিমাহ্ নামে একজন মতভেদপূর্ণ রাবী রয়েছে।

অংশ তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি অপবিত্র নয় তার জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। অপবিত্র ব্যক্তির জন্য এক আয়াত পড়াও সমুচিত নয়।

প্রমাণিত হল যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ তবে পেশাব বা পায়খানা থেকে ফেরার পর উযূ ছাড়াই কুরআন তেলাওয়াত বৈধ।

٤٦١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৬১। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও নাপাক ব্যক্তি কুরআন মাজীদের কিয়দংশও পড়তে পারবে না।[৪৮১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ৪৬০ নং হাদীসে দ্রষ্টব্য।

٤٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالت قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬২। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এসব ঘরের দরজা মাসজিদে নাবাবীর দিক হতে ফিরিয়ে দাও। আমি মাসজিদকে ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়িয মনে করি না।[৪৮২]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্র ব্যক্তি এবং ঋতুবতী নারীর জন্য মাসজিদে অবস্থান বৈধ নয়।

٤٦٣ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৬৩। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ঘরে কোন ছবি বা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি থাকে সে ঘরে (রহমাতের) মালাক প্রবেশ করেন না।[৪৮৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন জীব বা প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্য তা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দেয়ালে বা ছাদে লটকানো থাকুক বা কাপড়ে চিত্রায়িত থাকুক তার অর্ধাংশ কেটে বা ছিঁড়ে নষ্ট করতে হবে। তবে দিনার বা দিরহামের চিত্রিত ছবি এবং শিশুর খেলনা পুতুল থাকাতে কোন সমস্যা নেই বলে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

---

[৪৮১] **মুনকার :** আত্ তিরমিযী ১৩১। কারণ ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়্যাশ এর ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, যে সে হিজায ও ইরাকবাসীদের থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে। অর্থাৎ- তার তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার। এমনকি ইমাম আহ্মাদ যেগুলোকে বাতিল বলেছেন।

[৪৮২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৩২, য'ঈফুল জামি' ৬১১৭। কারণ এর সানাদে জামরাহ্ বিনতু দাজাজাহ্ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৪৮৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২২৭, নাসায়ী ২৬১, য'ঈফুত্ তারগীব ১৩১। কারণ এর সানাদে গোলযোগ ও অপরিচিত রাবী রয়েছে। তবে لَا جُنُبٌ অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ যা বুখারী মুসলিমে রয়েছে।

٤٦٤- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৪। ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এমন তিন ব্যক্তি আছে, মালায়িকাহ্ যাদের ধারে কাছেও যান না– (১) কাফিরের মৃতদেহ (২) খালূক্ব ব্যবহারকারী ও (৩) নাপাক ব্যক্তি, উযূ না করা পর্যন্ত।[৪৮৪]

ব্যাখ্যা : কাফিরের মৃতদেহ সম্পর্কে ‘আতা আল খুরাসানীর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, নিশ্চয় মালাকগণ (ফেরেশতাগণ) কাফিরের জানাযায় কল্যাণের সাথে উপস্থিত হন না। আর খালূক্ব বলতে জাফরান কিংবা এ জাতীয় বস্তু মিশ্রিত সুগন্ধিকে বুঝায়। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

৪৬৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আম্র ইবনু হায্ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘আম্র ইবনু হায্ম-এর কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, পবিত্র লোক ছাড়া যেন কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ না করে।[৪৮৫]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, পবিত্রতা অর্জন দু’ ধরনের হতে পারে :

১. বড় ধরনের নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন, ঋতুস্রাব, নিফাস ও সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষজনিত অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়া– এ ধরনের অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়।

২. বিনা উযূ থেকে উযূ করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া।

আর এ অবস্থায় (বিনা উযূতে) কুরআন স্পর্শ করা বৈধ।

٤٦٦- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِيَ رَسُوْلَ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُوْلُ ﷺ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৬। নাফি‘ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘উমার কোন কাজে গেলে আমিও তার সাথে গেলাম। তিনি তাঁর কাজ শেষ করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটি ছিল, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি কোন একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রস্রাব বা পায়খানা সেরে বের হলেন। ঐ

---

[৪৮৪] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৪১৮০, সহীহুত্ তারগীব ১৭৩।
[৪৮৫] **সহীহ :** মালিক ৪৬৮, দারাকুত্বনী, সহীহুল জামি‘ ৭৭৮০।

লোকটির সাথে তাঁর (ﷺ-এর) দেখা হলে সে সালাম দিল। কিন্তু তিনি (ﷺ) তার সালামের উত্তর দিলেন না। লোকটি যখন অন্য গলির দিকে মোড় নিচ্ছিল, তিনি (ﷺ) (তায়াম্মুম করার জন্য) দেওয়ালে দুই হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। অতঃপর আবার দেওয়ালে হাত মেরে কনুইসহ দু'হাত মাসাহ করলেন (অর্থাৎ তায়াম্মুম করলেন)। এরপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, তোমাকে সালামের উত্তর দিতে পারিনি। কারণ আমি বে-উযূ ছিলাম, এটাই ছিল (তোমার সালামের উত্তর দিতে আমার) বাধা।[৪৮৬]

ব্যাখ্যা : তায়াম্মুমের বিধানটি পানি না পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ পানি পাওয়া গেলে পানি ব্যবহারে সক্ষম ব্যক্তির উপর তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী মুকীম অবস্থায় পানি না পাওয়ার কারণে সলাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ উক্ত হাদীস থেকে তায়াম্মুমের মাটিতে দু'বার হাত মারার দলীল গ্রহণ করেছেন। প্রথমবার চেহারা মাসাহ করা এবং দ্বিতীয়বারে দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা যা সঠিক নয়। কারণ হাদীসটি মুনকার।

٤٦٧-وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهٗ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلٰى طُهْرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلٰى قَوْلِهٖ حَتّٰى تَوَضَّأَ وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ

৪৬৭। মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এলেন। তিনি (ﷺ) তখন প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাঁকে (ﷺ-কে) সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি (ﷺ) (প্রস্রাবের পর) যে পর্যন্ত না উযূ করলেন তার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি (ﷺ) ওজর পেশ করে বললেন, উযূ না করে আমি আল্লাহর নাম নেয়া পছন্দ করিনি (এ কারণেই তোমার সালামের উত্তর দেইনি)।[৪৮৭]

ইমাম নাসায়ীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন "যে পর্যন্ত উযূ না করলেন" বাক্য পর্যন্ত। ওজর পেশ করার কথা তিনি বলেননি। তার স্থানে বর্ণনা করেছেন, যখন উযূ করলেন, তার সালামের উত্তর দিলেন।[৪৮৮]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, পেশাব বা পায়খানায় রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ এবং এ অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করাও মাকরূহ। এমনকি এ অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। হাঁচির জওয়াব দেয়া যাবে না। হাঁচি দেয়ার পর *'আল্‌হামদুলিল্লা-হ'* বলা যাবে না। এ বিষয়ে ইবনু মাজাহ শরীফে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল ﷺ পেশাবে রত থাকা অবস্থায় অতিক্রমকালে সালাম দিলে নাবী ﷺ তাকে বললেন যে, যখন আমাকে এ অবস্থায় দেখবে তখন সালাম দিবে না। যদি দাও তবে আমি তার উত্তর দিব না।

---

[৪৮৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৩০। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত তায়াম্মুম বিষয়ে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছে। আর তিনি দুর্বল।

[৪৮৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৭, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৩৪।

[৪৮৮] নাসায়ী ৩৮।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ. رَوَاهُ احمد

৪৬৮। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (আমার বিছানায়) নাপাক হয়ে যেতেন, অতঃপর ঘুমাতেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমাতেন।[৪৮৯]

ব্যাখ্যা : অবশ্য এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে সেখানে আলোকপাত হয়েছে যে, নাবী (সাঃ) ঘুমানোর পূর্বে অধিকাংশ সময় উযূ করতেন। এ হাদীস থেকে মনে হয় যে, নাপাকীর গোসল বিলম্বেও করা যায়।

٤٦٩- عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهٗ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهٗ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৬৯। শু'বাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) নাপাক হলে যখন গোসল করতেন তখন প্রথমে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন, তারপর স্বীয় লজ্জাস্থান ধুতেন। একবার তিনি কতবার পানি ঢেলেছেন ভুলে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার স্মরণ নেই। তিনি বললেন, তোমার মায়ের মৃত্যু হোক! স্মরণ রাখতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিল? তারপর তিনি সলাতের উযূর মতো উযূ করে নিজের সারা শরীরের উপর পানি ঢাললেন এবং বললেন, এভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্রতা লাভ করতেন।[৪৯০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নাপাকীর গোসলে দুহাত ও লজ্জাস্থান সাতবার ধৌত করার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় তা 'আমালযোগ্য নয়। উল্লেখ থাকে যে, সহীহ হাদীসে তিন বার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে।

٤٧٠- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهٖ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ قَالَ قُلْتُ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهٗ غُسْلًا وَاحِدًا آخِرًا قَالَ هٰذَا أَزْكٰى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ

৪৭০। আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর নিকট একবার, তার নিকট একবার গোসল করলেন। আবূ রাফি' (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সবশেষে একবারই মাত্র কেন গোসল করলেন না? তিনি (সাঃ) বললেন, প্রত্যেকবার গোসল করা হচ্ছে বেশী পবিত্রতা, বেশী আনন্দদায়ক ও বেশী পরিচ্ছন্নতা।[৪৯১]

---

[৪৮৯] **য'ঈফ :** আহ্মাদ ২৬০১২।

[৪৯০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৬। কারণ শু'বাহ্ সর্বসম্মতক্রমে দুর্বল রাবী।

[৪৯১] **হাসান :** আবূ দাউদ ২১৯, আহ্মাদ ২৩৩৫০।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমবার স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করে পুনরায় সহবাস করা মুস্তাহাব, এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। ইতঃপূর্বে অতিবাহিত আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস। সেখানে উল্লেখ আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন এবং সর্বশেষে একবার গোসল করতেন।

এ হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক সময় প্রতি সঙ্গমে গোসল করেছেন। আবার অন্য সময় এক গোসলে একাধিকবার সঙ্গম করেছেন। অতএব প্রতি সঙ্গমে তাঁর গোসল বর্জন করা বৈধতার জন্য এবং উম্মাতের উপর সহজতার জন্য। আর প্রতি সঙ্গমে গোসল করাটা অধিক পবিত্রতা ও পরিছন্নতার জন্য।

٤٧١ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَوْ قَالَ بِسُؤْرِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

৪৭১। হাকাম ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের উযূর (বা গোসলের পর) অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন।[৪৯২]

তিরমিযী এ শব্দগুলো বেশী ব্যবহার করেছেন যে, "তিনি নিষেধ করেছেন যে, মহিলাদের উযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে।" তিরমিযী আরো বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে নারীর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে উযূ না করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা, এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীস এবং আরো অন্যান্য হাদীস দ্বারা মহিলার উযূ বা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের উযূ বা গোসলের বৈধতার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

٤٧٢ - وَعَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ فِيْ أَوَّلِهٖ نَهٰى أَنْ يَّمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلِهٖ

৪৭২। হুমায়দ আল হিম্ইয়ারী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি চার বছর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে স্ত্রীলোকদের গোসল করতে এবং স্ত্রীলোকদের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করতে। পরবর্তী রাবী মুসাদ্দাদ এ কথা অতিরিক্ত বলেছেন, বরং উভয়েই যেন একই সাথে অঞ্জলি ভরে গোসল করে।[৪৯৩]

ইমাম আহমাদ প্রথম দিকে এ কথা বৃদ্ধি করেছেন, আমাদের প্রত্যেক দিন চুল আঁচড়াতে ও গোসলের জায়গায় প্রস্রাব করতে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন।[৪৯৪]

---

[৪৯২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮২, ইবনু মাজাহ্ ৩৭৩, তিরমিযী ৬৪, ইরওয়া ১১।
[৪৯৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮১, নাসায়ী ২৩৮।
[৪৯৪] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৬৫৬৪, সহীহুত্ তারগীব ১৫৪।

ব্যাখ্যা : নিষেধের কারণ হলো, ... ব্যবহৃত পানি পবিত্র পানিতে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কেননা ব্যবহৃত পানি যদিও পবিত্র। তারপরও যেন গোসলের পানিতে পতিত না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টিই রাখাই উদ্দেশ্য।

٤٧٣-وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ.

৪৭৩। ইবনু মাজাহ্ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে।

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলার অবশিষ্ট পানি থেকে পুরুষকে এবং পুরুষের অবশিষ্ট পানি থেকে মহিলাকে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে উভয় একত্রে গোসল করলে তা শারী'আত সম্মত।

(٧) بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

অধ্যায়-৭ : পানির বিবরণ

অপবিত্রতা মিশ্রিত পানির বিষয়ে 'আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম মালিক এবং যাহিরীদের মতে পানির গন্ধ স্বাদ এবং রং এ তিনটি গুণ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানিতে নাজাসাত মিশ্রিত হলেও তা অপবিত্র হবে না চাই তা যতই কম হোক না কেন। যেহেতু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পানিকে কোন বস্তুতে অপবিত্র করতে পারে না তবে যদি তার গন্ধ, রং এবং স্বাদ পরিবর্তন হয় (তাহলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে)। তারা অল্প বেশির মাঝে পার্থক্য করেননি বরং তাদের নিকট অপবিত্রতার মাপকাঠি হলো পানির গুণের পরিবর্তন। শাফি'ঈ এবং হানাফীদের মতে পানি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ অল্প পানি যাতে অপবিত্রতা পতিত হলেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ বেশি পানি যা তিনটি বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত অপবিত্র হয় না। বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো পানি দুই কুল্লা বা পাঁচশত রিতল হলে তা বেশি পানি বলে পরিগণিত হবে। যেহেতু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পানির পরিমাণ দু' কুল্লা হলে তা অপবিত্র হবে না।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوْا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

৪৭৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন (বহমান নয় এমন) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে। অতঃপর এতে গোসল করে।[৪৯৫]

[৪৯৫] **সহীহ :** বুখারী ২৩৯, মুসলিম ২৮২।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে নাপাক অবস্থায় গোসল না করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সে কীভাবে করবে, হে আবূ হুরায়রাহ্? তিনি বললেন, সে তা থেকে পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে।[৪৯৬]

٤٧٥-وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ ﷺ اَنْ يُّبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৭]

٤٧٦-وَعَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَّضُوْئِهٖ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৭৬। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে নাবী (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এ বোনপুত্র অসুস্থ। তিনি (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর পানি (কিছু) পান করলাম। অতঃপর আমি তাঁর (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে মশারীর বা পর্দার ঘণ্টির মতো 'মুহরে নবূওয়াত' দেখতে লাগলাম।[৪৯৮]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে জানা যায় যে, উযূতে ব্যবহৃত পানি পবিত্র। কিন্তু কতিপয় হানাফীদের মতে তা অপবিত্র এবং তাদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, তা তাঁর নাবী (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাস। কারণ, তাঁর ব্যবহারের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কিন্তু তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, নাবী (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হুকুম ও তার উম্মাতের হুকুম এক ও অভিন্ন। তবে হ্যাঁ, যদি এমন কোন দলীল পাওয়া যায় যা কোন বিধানকে তাঁর সাথে খাস বা নির্দিষ্টকরণের প্রমাণ বহন করে তবে তা অবশ্যই মানার দাবিদার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উযূর অবশিষ্ট পানি রসূলের সাথে নির্দিষ্ট করার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে সবার উযূর অবশিষ্ট পানি পবিত্র।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهٗ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وابن مَاجَةَ وَفِيْ أُخْرٰى لِاَبِيْ دَاوُدَ فَإِنَّهٗ لَا يَنْجِسُ

[৪৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৩।
[৪৯৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৮১।
[৪৯৮] **সহীহ :** বুখারী ১৯০, মুসলিম ২৩৪৫।

৪৭৭। ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -কে মাঠে-ময়দানের (জমে থাকা) পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। সেখানে বিভিন্ন জাতের জীব-জন্তু ও হিংস্র প্রাণী এসে পানি পান করে থাকে (এসব পানি কি পাক-পবিত্র?)। তিনি () বললেন, দুই কুল্লা পরিমাণ পানি হলে তা নাপাক হয় না।[৪৯৯]

আবূ দাউদ-এর আর এক বর্ণনার শব্দ হল, "এ পানি নাপাক হয় না।"

ব্যাখ্যা : পানি ২ কুল্লা (পাঁচ মণ) পরিমাণ হলে তাতে নাপাক কোন বস্তুর সংমিশ্রণে তা নাপাক হবে না। আর ২ কুল্লা বা পাঁচ মণের কম হলে নাপাক হবে।

٤٧٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهٗ شَيْءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪৭৮। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রসূল -কে একদিন) জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি "বুযা-'আহ্" কূপের পানি দিয়ে উযূ করতে পারি? কেননা এ কূপটিতে হায়যের নেঁকড়া, মরা কুকুর ও বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধময় আবর্জনা ফেলা হয়। উত্তরে রসূলুল্লাহ বললেন, পানি পবিত্র। কোন জিনিসই সেটাকে নাপাক করতে পারে না।[৫০০]

ব্যাখ্যা : বুযা-'আহ্ নামক কূপে অধিক পরিমাণ পানি থাকায় কোন নাপাকি পতিত হলেও তা স্থির থাকেনি এবং পানির কোন গুণাবলীও হয়ত নষ্ট হয়নি। তাই নাবী উক্ত কূপের পানি পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

٤٧٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهٗ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهٗ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৪৭৯। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই এবং সাথে সামান্য মিঠা পানি নিয়ে যাই। তাই এ পানি দিয়ে উযূ করলে খাবার পানির অভাবে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এ অবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের (লবণাক্ত) পানি দিয়ে উযূ করতে পারি? তখন রসূলুল্লাহ উত্তর দিলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত জীবও হালাল।[৫০১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ এবং এর উপর সকল 'উলামাহ্ একমত। তবে ইবনু 'উমার ও 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ইবনুল 'আস -এর বর্ণনায় আছে যে, সমুদ্রের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট নয়। এটা তাদের ব্যক্তিগত মতামত।

আর সহাবীগণের মতামত মারফূ' (সহীহ) হাদীসের সাংঘর্ষিক হলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[৪৯৯] **সহীহ :** আহমাদ ৪৯৬১, আবূ দাউদ ৬৩, ৬৫, আত্ তিরমিযী ৬৭, নাসায়ী ৫২, ইবনু মাজাহ্ ৫১৭, ইরওয়া ২৩।

[৫০০] **সহীহ :** আহমাদ ২১০১, আবূ দাউদ ৬৬, আত্ তিরমিযী ৬৬, নাসায়ী ৩২৬, ইরওয়া ১৪।

[৫০১] **সহীহ :** মালিক ৪৩, আবূ দাউদ ৮৩, আত্ তিরমিযী ৬৯, নাসায়ী ৫৯, ইবনু মাজাহ্ ৩৮৬, দারিমী ৭২৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৪৮০।

٤٨٠ـ وَعَنْ اَبِيْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِيْ اِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَّمَاءٌ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُوْ زَيْدٍ مَّجْهُوْلٌ

৪৮০। তাবি'ঈ আবূ যায়দ (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'জিনের রাতে' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার 'মশকে' কী আছে? আমি বললাম, 'নাবীয'। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, খেজুর পাক, পানিও পবিত্রকারী। আহমাদ ও তিরমিযী শেষের দিকে বৃদ্ধি করে বলেছেন, এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দিয়ে উযূ করলেন।[৫০২] তিরমিযী বলেন, আবূ যায়দ একজন মাজহূল (অপরিচিত) লোক।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নাবিজ দ্বারা ওজু কর বৈধ। তবে হাদীসটি নিতান্তই য'ঈফ। কাজেই তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়। যেমন মুস্তাদরাক হাকিমে সহীহ সানাদে বর্ণিত রয়েছে, ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি .... রসূলের সাথে ছিলাম না। কাজেই উল্লিখিত হাদীসের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব, পানি না পাওয়া গেলে নাবিজ থাকলেও পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। কারণ নাবিজ কোন পানি নয়।

٤٨١ـ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَّيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮১। সহীহ সূত্রে ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অপর ছাত্র 'আলক্বামাহ্ হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, 'আমি জিনের রাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম না।'[৫০৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিনদের ঘটনা এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাদের শিক্ষা গ্রহণের সময় ও তার পরে কিংবা পূর্বেও তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন না। ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, সেই সময় (জিনদের রাত্রি) রসূলের সাথে থাকতে আমার খুব ইচ্ছা ছিল। ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই কথা ইবনু কুতায়বাহ্ সহ কতিপয় আলোচ্য হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, জিনদের রাত্রিতে রসূলের নিকট ইবনু মাস্'উদ ব্যতীত কেউ ছিল না তা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

٤٨٢ـ وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَّكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِيْ قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ. رَوَاهُ مالك وأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

[৫০২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮৪, আত্ তিরমিযী ৮৮, ইবনু মাজাহ্ ৩৮৪। কারণ এর সানাদে আবূ যায়দ নামে একজন মাজহূল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে।

[৫০৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫০।

৪৮২। কাবশাহ্ বিনতু কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পুত্রবধূ। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি তাঁর জন্য উযূর পানি ঢাললেন। একটি বিড়াল এলো এবং উযূর পাত্র হতে পানি পান করতে লাগল। আর তিনি পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন যে পর্যন্ত পান করা শেষ না হল। কাবশাহ্ বলেন, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তিনি আমাকে বললেন, আমার ভাতিজী! তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের আশে পাশে ঘন ঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী।[৫০৪]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিড়াল জাতিগতভাবেই পবিত্র এবং তার ঝুটাও নাপাক নয় এবং তা (বিড়ালের ঝুটা) দ্বারা উযূ এমনকি তা পান করতেও কোন দোষ নেই।

٤٨٣ـ وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أُمِّهٖ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّيْ فَأَشَارَتْ اِلٰى اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪৮৩। তাবি'ঈ দাঊদ ইবনু সা-লিহ ইবনু দীনার (রহঃ) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার (মায়ের) মুক্তিদানকারিণী মুনীব একবার তার মাকে কিছু 'হারীসাহ্' নিয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট পাঠালেন। তার মা বলেন, আমি গিয়ে তাকে সলাতরত পেলাম। তিনি তখন আমাকে (হাত দিয়ে) ইশারা করলেন, 'তা রেখে দাও।' তখন একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে কিছু খেল। এরপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) সলাত শেষ করে বিড়ালের খাওয়া স্থান থেকেই খেলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বিড়াল নাপাক নয়। ওটা তোমাদের আশেপাশে ঘন ঘন বিচরণকারী জীব। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)] আরো বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (পানি) দিয়ে উযূ করতে দেখেছি।[৫০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সলাতে রত থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় ইশারা বা ইঙ্গিত করা বৈধ। এমনকি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একাধিক সহীহ হাদীস ইমাম তাহাবীর সেই ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করছে। তিনি (তাহাবী) ক্বাতাদার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, বিড়ালের পবিত্রতা দ্বারা কাপড়ের সাথে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বিড়াল যদি কারো কাপড়ে লাগে তবে তার কাপড় নাপাক হবে না। তবে এ হাদীস দ্বারা বিড়ালের ঝুটা পবিত্র হওয়া সাব্যস্ত হবে না। যা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর হাদীস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

٤٨٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا. رَوَاهُ فِيْ شرح السنة

---

[৫০৪] **সহীহ :** মালিক ৪৪, আহমাদ ২২০৭৪, আবূ দাঊদ ৭৫, আত্ তিরমিযী ৯২, নাসায়ী ৬৮, ইবনু মাজাহ্ ৩৬৭, দারিমী ৭৩৬, ইরওয়া ১৭৩।

[৫০৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৭৬। যদিও এর সানাদে উম্মু দাঊদ ইবনু সালিহ অপরিচিত রাবী রয়েছে কিন্তু তার শাহিদ রিওয়ায়াত থাকায় তা সহীহ স্তরে পৌঁছেছে।

৪৮৪। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে পারি? তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, বরং সকল হিংস্র জানোয়ারের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়েও।[৫০৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, গাধার ঝুটাও পবিত্র। কেউ বলেছেন, তা পরিপূর্ণ নাপাক। কেউ বলেছেন তা সন্দেহপূর্ণ।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে গাধা বলতে গৃহপালিত গাধাকে বুঝানো হয়েছে।

٤٨٥ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ. رَوَاهُ النِّسَآئِيُّ وابن مَاجَةَ

৪৮৫। উম্মু হা-নী (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) একটি গামলার পানি দিয়ে গোসল করেছেন, যাতে খামীরের আটার অবশিষ্ট ছিল।[৫০৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, উক্ত পাত্রে খামিরের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না যে পানির পরিবর্তন সাধন করবে। কাজেই সামান্য পবিত্র বস্তুর মিশ্রণে পানি অপবিত্র হয় না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٦ـ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِىْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرٌو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪৮৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এক কাফিলার সাথে বের হলেন। এদের মধ্যে 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-ও ছিলেন। পথ চলতে চলতে তারা একটি হাওযের কাছে পৌঁছলেন। তখন 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, হে হাওযের মালিক! তোমার হাওযে হিংস্র জন্তুরাও কি পানি পান করতে আসে? 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, হে হাওযের মালিক! আমাদেরকে এ সংবাদ দিও না। এ পানির ঘাটে কখনো আমরা আসি আর কখনো আসে জন্তু জানোয়ার। (তাতে অসুবিধা কী?)[৫০৮]

---

[৫০৬] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ, মুসনাদে শাফি'ঈ ৮ পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ ৪৭ পৃঃ, দারাকুতনী ২৩ পৃঃ, বায়হাক্বী ১/২৪৯। কারণ দাউদ ও তার পিতা হাসীন দু'জনই দুর্বল।

[৫০৭] **সহীহ :** নাসায়ী ২৪০, ইবনু মাজাহ্ ৩৭৮।

[৫০৮] **য'ঈফ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৫। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আবদুর রহ্মান 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। বরং তিনি 'আলী ও 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন : কেউ কেউ বলেছেন যে সে (ইয়াহ্ইয়া) 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছ থেকে শুনেছে কিন্তু এটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা 'আবদুর রহ্মান 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছ থেকে শুনেছেন সে নয়।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে হিংস্র প্রাণীর ঝুটা পবিত্র হওয়াই প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এ হাদীসের সমর্থনেও হাদীস বিদ্যমান। ইবনু মাজায় আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনায় রয়েছে যে, হিংস্র প্রাণী যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করেছে তা তার পেটে। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পবিত্র ও পানীয়। (পান করার যোগ্য)

٤٨٧- وَزَادَ رَزِيْنٌ قَالَ زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيْ قَوْلِ عُمَرَ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا مَا أَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُوْرٌ وَّشَرَابٌ.

৪৮৭। ইমাম রযীন এ হাদীসটিকে আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করে বলেছেন : কোন কোন বর্ণনাকারী 'উমারের কথার মধ্যে এ কথাও উল্লেখ করেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : তা থেকে জন্তু জানোয়ার পেটে যা নিয়েছে তা তাদের জন্য, আর যা অবশিষ্ট আছে তা আমাদের জন্য পাক-পবিত্র ও পানীয়।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা ৪৮৬ নং দ্রষ্টব্য।

٤٨٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهُوْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪৮৮। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যে অবস্থিত কূপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, এসব কূপে জন্তু-জানোয়ার, কুকুর ও গাধা পানি পান করতে আসে। এগুলোর পানি কি পবিত্র? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জন্তু-জানোয়াররা পেটে যা গ্রহণ করেছে তা তাদের জন্য, আর যা অবশিষ্ট আছে তা আমাদের জন্য পবিত্র।[৫০৯]

٤٨٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৪৮৯। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কারণ এ পানি শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করে।[৫১০]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যের পানি (সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত) দ্বারা গোসল করা মাকরূহ। তবে শাফি'ঈ মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হলো সূর্যের পানি কম বা বেশী হোক, শরীরে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে ইমাম শাফি'ঈর পরবর্তী অনুসারীদের মতে তা মাকরূহ নয় এবং এটাই অন্য তিন ইমামদের মত এবং অগ্রগণ্য মত।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ বিষয়ে কোন সহীহ দলীল নেই। আর সব বিষয় মৌলিকভাবে বৈধতার উপরই থাকবে যতক্ষণ না শারী'আত কর্তৃক অবৈধতা বা মাকরূহাতের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

---

[৫০৯] **খুবই দুর্বল :** ইবনু মাজাহ্ ৫১৯, য'ঈফুল জামি' ৪৭৮৯। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহ্মান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম রয়েছে যার সম্পর্কে ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন : যে তার পিতা থেকে অনেক বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনুল ক্বাইয়্যিম জাওযী (রহঃ) বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ সকলেই তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত।

[৫১০] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ১/৩৯, বায়হাক্বী ১/৬, তালখীসুল হাবীর ৬, ৭ নং পৃঃ। কারণ এর সানাদে হায়সাম ইবনু আযহার আস্ সালাফী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে যাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ বিশ্বস্ত বলেননি। আর তার তাওসীক করণকে অনেকেই সঠিক বলেননি। কারণ তিনি মাজহুল (অপরিচিত) রাবীদেরও বিশ্বস্ত বলে থাকেন।

(৮) بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ

অধ্যায়-৮ : অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٩٠- عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْتَسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৪৯০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর পানি পান করে, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয়।[৫০৩] মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয় এবং এর প্রথমবার মাটি দিয়ে।[৫০৪]

ব্যাখ্যা : সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, কুকুর কোন পাত্রে পান করলে অথবা মুখ দিলে উক্ত পাত্রটি সাতবার ধুতে হবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ধুতে হবে। তবে হানাফী মাযহাব অনুসারে তিনবার ধৌত করলে যথেষ্ট হবে। যেমন কাপড়ে পায়খানা লাগলে তিনবার ধৌত করলে যথেষ্ট হয়। আর মাটি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এ কথা বলা সমীচীন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাটি দিয়ে ধৌত করার নির্দেশের মধ্যে উপকার নিহিত আছে। সেটি হলো কুকুরের ঝুটার মধ্যে বিষ থাকে। মাটি দিয়ে ঘষা দিলে উক্ত বিষ দূর হয়ে যায়। এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য সুনানের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সকল প্রকার রায়-ক্বিয়াস পরিহার করে বর্ণিত হাদীসের উপর 'আমাল করাটাই উত্তম।

٤٩١- وَعَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلًا مِّنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُّيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৯১। উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক বেদুইন মাসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে দিল। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে (মানুষের জন্য) সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা সৃষ্টিকারীরূপে নয়।[৫০৫]

---

[৫০৩] **সহীহ :** বুখারী ১৭২, মুসলিম ২৭৯।

[৫০৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৯।

[৫০৫] **সহীহ :** বুখারী ২২০।

ব্যাখ্যা : মানুষের প্রস্রাব অপবিত্র। যার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে জনৈক লোক গ্রামের প্রস্রাব করায় পানি দিয়ে পবিত্র করতে রসূল ﷺ সহাবীগণের আদেশ দান করেন। এ হাদীসে রসূল ﷺ-এর উম্মাতের প্রতি দয়ার গুণাবলী ফুটে উঠে। লোকটি রসূল ﷺ-এর সুন্দর আচরণ ও ব্যবহারে মাসজিদ থেকে বের হয়ে কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি (ﷺ) ছিলেন সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত স্বরূপ। তিনি (ﷺ) লোকটিকে মাসজিদের পবিত্রতার বর্ণনা করেন এবং মাসজিদ নির্মাণের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝ দান করেন। ঐ লোকটির নাম আক্বরা' ইবনু হাবিস আত্ তামীমী।

٤٩٢ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذِرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ وَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَسَنَّهٗ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাসজিদে (নাবাবীতে) ছিলাম। এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে মাসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ বলে উঠলেন, থাম, থাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাই সহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে প্রস্রাব করা শেষ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, এ মাসজিদসমূহে প্রস্রাব ও অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়িয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিক্র, সলাত ও কুরআন পাঠের জন্য। (রাবী বলেন) তিনি (ﷺ) ঠিক এ বাক্য বা অনুরূপ কিছু বলেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলেন সে এক বালতি পানি এনে (প্রস্রাবের উপর) ঢেলে দিল।[৫০৬]

٤٩٣ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَّسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৩। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কারও যদি কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগে, তখন সে কি করবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে গেলে, সে আঙ্গুল দিয়ে তা খুঁটে ফেলবে। অতঃপর পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে। তারপর তাতে সলাত আদায় করবে।[৫০৭]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে হায়যের রক্ত অপবিত্র। হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে এবং শুকিয়ে গেলে হাতের নখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে পানি দিয়ে ধৌত করলে সে কাপড় পরে সলাত আদায় করতে পারবে।

---

[৫০৬] **সহীহ :** বুখারী ১২২১, মুসলিম ২৮৫; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

[৫০৭] **সহীহ :** বুখারী ৩০৭, মুসলিম ২৯১।

٤٩٤ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৪। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে কাপড়ে লেগে থাকা মানী (বীর্য) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)] বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাপড় থেকে মানী ধুয়ে দিতাম। তারপর তিনি সলাত আদায়ের উদ্দেশে বের হতেন, অথচ তাঁর (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) কাপড়ে বীর্যের 'আলামাত দেখা যেত।[৫০৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাপড়ে বীর্য লেগে থাকা তাহারাতের অনুকূল নয়। সে কারণে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাপড়ে লেগে থাকা বীর্য ধুয়ে দিতেন। ধুয়ে দেবার কারণে ঐ স্থানটি ভেজা থাকায় বীর্যের আলামত বুঝা যেত। এমন নয় যে, বীর্য লেগে থাকত। বীর্য তরল অবস্থায় থাকুক বা শুকিয়ে যাক ধুয়ে ফেলাই এ হাদীস শিক্ষা। আর ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) নায়নুল আওতারের মধ্যে বলেন : সেটা ধৌত করার ওয়াজিব প্রমাণ হয় না। মানী শুকিয়ে গেলে নখ দিয়ে খুছড়িয়ে ফেললেই সেটা পাক হয়ে যায়। আর তরল থাকলে দাগ দূর করার জন্য পানি দিয়ে ধৌত করে নিবে। আর এটা ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এরও মত।

٤٩٥ـ وَعَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৫। (তাবি'ঈদ্বয়) আসওয়াদ ও হাম্মাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। উভয়ে বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাপড় হতে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম।[৫০৯]

٤٩٦ـ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ.

৪৯৬। 'আলক্বামাহ্ ও আসওয়াদ (রহঃ) কর্তৃক 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসও অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে, "অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সে কাপড় পড়ে সলাত আদায় করতেন।"[৫১০]

٤٩٧ـ وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৭। উম্মু ক্বায়স বিনতু মিহসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি তার একটি শিশু নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন (পুত্র শিশুটি মায়ের দুধের বিকল্প খাদ্য গ্রহণে অনুপযুক্ত ছিল)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে আপন কোলে বসালেন। শিশুটি তাঁর (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) কোলে প্রস্রাব করে দিল। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পানি আনালেন, প্রস্রাবের উপর পানি ঢেলে দিলেন, ধুলেন না।[৫১১]

ব্যাখ্যা : দুগ্ধ পানকারী শিশুর প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই। পানি ছিটিয়ে দিলেই পবিত্রতা অর্জন হয়ে যায়। কিন্তু মেয়ে হলে কাপড় ধৌত করতে হবে। রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ছেলে ও মেয়ের

---

[৫০৮] **সহীহ :** বুখারী ২৩০, মুসলিম ২৮৯; শব্দবিন্যাস বুখারীর।

[৫০৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৮।

[৫১০] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৮।

[৫১১] **সহীহ :** বুখারী ২২৩, মুসলিম ২৮৭।

প্রস্রাবের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। মেয়েদের প্রস্রাব গাঢ় এজন্য কাপড়ে লাগলে ধৌত করতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাব মতে ছেলে-মেয়ের প্রস্রাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ফলে তাদের মাযহাব কাপড়ে প্রস্রাব লাগলে ধৌত করতে হবে। তারা পানি ছিটানোকে ধৌত করার অর্থে ব্যবহার করে, যা হাদীসের পরিপূর্ণ বিপরীত। আর হাসান বাসরী হতে আবূ দাউদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে কাপড় ধৌত করতে হবে।

উম্মু ক্বায়স-এর হাদীসে প্রমাণ করে যে ছোট বাচ্চা খানা খায় না তার প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই হবে।

٤٩٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (কাঁচা) চামড়া যখন পাকা (প্রক্রিয়াজাত) করা হয়, তখন তা পাক হয়ে যায়।[৫১২]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক জানোয়ার যার গোশ্‌ত হালাল সেগুলোর চামড়া রং করলে পবিত্র হয়ে যায়। চামড়াতে রং লাগানোর অর্থ চামড়ার দুর্গন্ধ দূর করা ও তরল নাপাকী দূর করা।

٤٩٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِّمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৯। উক্ত রাবী ['আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার খালা) মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এক মুক্তদাসীকে একটি বকরী দান করা হল। পরে সেটি মারা গেল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, তোমরা বকরীর চামড়াটা খুলে নিয়ে পাকা করলে না, অথচ এটা কাজে লাগাতে পারতে। তারা বলল, এটা যে মৃত! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা শুধু খাওয়াই হারাম করা হয়েছে।[৫১৩]

ব্যাখ্যা : মৃত ছাগল বা গরুর চামড়া রং করলে পবিত্র হয়ে যায়, তবে এটার গোশ্‌ত কেবল হারাম করা হয়েছে। চামড়া দ্বারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা বৈধ আছে।

٥٠٠ ـ وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০০। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণী সাওদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা এর চামড়াটা পাকা করলাম। অতঃপর আমরা সব সময় এতে 'নাবীয' বানাতে থাকি, যা পরবর্তীতে একটা পুরান মশকে পরিণত হল।[৫১৪]

---

[৫১২] **সহীহ :** মুসলিম ৩৩৬।

[৫১৩] **সহীহ :** বুখারী ১৪৯২, মুসলিম ৩৬৩; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

[৫১৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৮৬।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠١- عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ إِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهٗ فَقَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

৫০১। লুবাবাহ্ বিনতু হারিস (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়ন ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলেন। তখন আমি করলাম, আপনি অন্য কাপড় পরে নিন এবং আমাকে আপনার কাপড়টি দিন, আমি তা ধুয়ে দেই। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার উত্তরে বললেন, মেয়েদের প্রস্রাব ধুতে হয়। ছেলেদের প্রস্রাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।[৫১৫]

٥٠٢- وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ اَبِي السَّمْحِ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

৫০২। আবূ দাউদ ও নাসায়ীর এক বর্ণনায় আবুস্ সাম্হ হতে এ শব্দগুলো অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মেয়ে শিশুদের প্রস্রাব ধুতে হয়। আর ছেলে শিশুদের প্রস্রাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়।[৫১৬]

٥٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى فَاِنَّ التُّرَابَ لَهٗ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

৫০৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নিজের জুতা দিয়ে অপবিত্র জিনিস মাড়ায়, তখন মাটিই এর জন্য পবিত্রকারী।[৫১৭] ইবনু মাজাহ্ও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রাস্তায় চলতে চলতে জুতায় নাপাকী লাগলে অতঃপর পবিত্র মাটিতে হাটলে বা মাটিতে ঘষা দিলে সেটা পবিত্র হয়ে যায়। হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদে ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে। আরো উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুতায় নাপাক কিছু লাগলে সেটা কিছু দ্বারা দূর করে দিলে জুতা পবিত্র হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এ হাদীসকে অমান্য করেছেন, কারণ তিনি ক্বিয়াসকে হাদীস এর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মাযহাবে বলে জুতা ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হয় না।

---

[৫১৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৭৫, ইবনু মাজাহ্ ৫২২, আহ্মাদ ৬/৩৩৯, হাকিম ১/১৬৬।

[৫১৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৭৬, নাসায়ী ৩০৪, সহীহুল জামি' ৮১১৭।

[৫১৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৮৫, ইবনু মাজাহ্ ৫৩২। হাদীসটির সানাদটি মূলত দুর্বল, তবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) এবং আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে সহীহ সূত্রে দু'টি শাহিদ হাদীস বিদ্যমান থাকায় হাদীসটি সহীহের স্তরে পৌছেছে। কিন্তু ইবনু মাজাহ্র সানাদটি অত্যধিক দুর্বল।

٥٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ والدَّارِمِيُّ وَقَالَا الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ

৫০৪। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তাঁকে এক মহিলা এসে বলল, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচে লম্বা করে দেই, আর অপবিত্র জায়গায় চলি, (এখন আমি কী করব?) তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পরের পবিত্র জায়গার মাটি এটাকে পবিত্র করে দেয়।[৫১৮]

আবূ দাউদ ও দারিমী বলেন, প্রশ্নকারী মহিলা ছিলেন ইব্রাহীম ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-এর উম্মু ওয়ালাদ বা সন্তানের মা।

ব্যাখ্যা : অপবিত্র রাস্তায় মহিলাদের কাপড়ের আঁচল ঘষা লেগে অপবিত্র হলে পরবর্তী রাস্তা যদি পবিত্র হয় তবে তার উপর হাঁটতে হাঁটতে পবিত্র হয়ে যায়। সে স্থান শুকনা হোক বা কাদা যুক্ত হোক কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

٥٠٥ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫০৫। মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হিংস্র জন্তুর চামড়া পরতে ও এর উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৫১৯]

٥٠٦ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وزاد التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ان تفرش

৫০৬। আবুল মালীহ ইবনু উসামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৫২০] কিন্তু তিরমিযী ও দারিমীর বর্ণনায় আরো আছে, এবং তা বিছাতে (বিছানা বা গদী হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন)।[৫২১]

٥٠٧ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُودِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৭। আবুল মালীহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়ার মূল্য অপছন্দ করতেন।[৫২২]

---

[৫১৮] **সহীহ :** আহমাদ ২৬১৪৬, আবূ দাউদ ৩৮৩, আত্ তিরমিযী ১৪৩, ইবনু মাজাহ্ ৫৩১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১/২৪/১৬, দারিমী ৭৬৯। হাদীসের সানাদটি মূলত দুর্বল। তবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত একটি শাহিদ হাদীস থাকায় তা সহীহের স্তরে পৌঁছেছে।

[৫১৯] **সহীহ :** নাসায়ী ৪২৫৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১০১১।

[৫২০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪১৩২, সহীহুল জামি' ২৯৫৩, আহ্মাদ ২০৭০৬, হাকিম ১/১৪৪, তিরমিযী ১৭৭০, নাসায়ী ৪২৫৩, দারিমী ২০২৬। যদিও ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটি মুরসাল বলেছেন। তবে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : আমার মতে হাদীসটি বিশ্বস্ত রাবী কর্তৃক মাওসূল সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় মুরসাল নয় বরং মাওসূল।

[৫২১] **সহীহ :** তিরমিযী ১৭৭১, (সহীহ সুনান আত্ তিরমিযী), দারিমী ১৯৮৩।

[৫২২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৭৭১।

٥٠٨-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنْ لَّا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَّلَا عَصَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ

৫০৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উকায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ মর্মে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পত্র এসেছে : তোমরা মৃত জীবজন্তুর চামড়া বা রগ দ্বারা ফায়দা উঠাবে না।[৫২৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে হিংস্র পশুর চামড়া ও ছাড় ব্যবহার করতে; কেননা সেটা অপবিত্র। তবে হাদীসটি দুর্বল।

٥٠٩-وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ وأَبُوْ دَاوُدَ

৫০৯। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর এর থেকে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২৪]

ব্যাখ্যা : মৃত পশুর চামড়া রং করলে পবিত্র হয়ে যায়। আর সেটা দ্বারা ফায়দা উঠানো যাবে।

٥١٠-وَعَنْ مَّيْمُوْنَةَ قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَّجُرُّوْنَ شَاةً لَّهُمْ مِّثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৫১০। মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ গোত্রের কিছু লোক গাধার মতো বড় একটি মৃত বকরীকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি এর চামড়া ছিলে নিতে (তাহলে হয়তো তোমাদের কাজে লাগত)। তারা বলল, এটা তো মৃত (যাবাহ করা নয়)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পানি এবং সলম গাছের পাতা একে পবিত্র করে।[৫২৫]

ব্যাখ্যা : মৃত ছাগলের বা গরুর চামড়া খুলে নেয়া জায়িয আছে। পানি বাবলা পাতা দ্বারা ধৌত করলে বা রং করলে পবিত্র হয়ে যায়। রং দেয়ার মধ্যে পানি ব্যবহার প্রয়োজন হয় বিধায় তাতে ময়লা ও অপবিত্রতা দূর হয়।

٥١١-وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ فَاِذَا قِرْبَةٌ مُّعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوْا لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ : «فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৫১১। সালামাহ্ ইবনুল মুহাব্বিক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একটি পরিবারের নিকট গেলেন। সেখানে তিনি একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (তাথেকে) পানি চাইলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো মরা (জন্তুর পাকা করা) চামড়া। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটাকে দাবাগত করাই হল এর পবিত্রতা।[৫২৬]

---

[৫২৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪১২৭, আত্ তিরমিযী ১৭২৯, নাসায়ী ৪২৪৯, ইবনু মাজাহ্ ৩৬১৩, ইরওয়া ৩৮।

[৫২৪] **য'ঈফ :** মালিক ১৮, আবূ দাউদ ৪১২৪, নাসায়ী ৪২৫২।

[৫২৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪১২৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২১৬৩, নাসায়ী ৪২৪৮, আহমাদ ২৬৮৩৩।

[৫২৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪১২৫, আহ্মাদ ১৫৯০৯।

ব্যাখ্যা : তাবূক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাড়ীর লটকানো মশকের কাছে এসে পানি তলব করলেন। লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! মশকটি মৃত পশুর থেকে তৈরি। তিনি (ﷺ) বললেন : সেটা রং করায় পবিত্র হয়ে গেছে। ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত কিংবা জীবিত পশুর চামড়া রং করলে পবিত্র হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٢ـ عَنِ امْرَاةٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ اَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

৫১২। 'আবদুল আশহাল বংশের জনৈকা রমণী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মাসজিদের দিকে আমাদের (চলাচলের পথে) একটি অতি গন্ধময় রাস্তা আছে। সেখানে বৃষ্টি হবার পর আমরা কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করব? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মাসজিদের দিকে যাওয়ার জন্য পূর্বের চেয়ে আর কোন ভাল পবিত্র পথ পড়বে না? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি (ﷺ) বললেন, এটাই হল ওটার বদলা (অর্থাৎ- পরবর্তী রাস্তার পবিত্র মাটি দিয়ে লেগে থাকা নাপাকী পবিত্র হয়ে যাবে)।[৫২৭]

٥١٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করতাম। অথচ (পবিত্র মাটির) রাস্তায় চলার কারণে উযূ করতাম না।[৫২৮]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, উযূ করার পর অপবিত্র স্থানে হাঁটলে উযূ নষ্ট হয় না। তবে কেউ এখানে উযূকে আভিধানিক অর্থে নিয়েছেন। সুতরাং তারা হাদীসের অর্থ দ্বারা এখানে বুঝাতে চান যে, শুষ্ক নাপাক স্থানে হেঁটে গেলে তারা পা ধৌত করা লাগবে না। আবূ দাউদের একটি বর্ণনায় আছে 'আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমরা উযূ করতাম না।

٥١٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৫২৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৮৪।

[৫২৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২০৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৯৯। হাদীসটি আত্ তিরমিযী (রহঃ) সানাদবিহীন অবস্থায় নিয়ে এসেছেন।

৫১৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মাসজিদে (নাবাবীতে) কুকুর চলাচল করত। অথচ সহাবীগণ (কুকুর হাঁটার জায়গায়) কোন পানি ছিটাতেন না (ধুইতেন না)।[৫২৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মাসজিদে কুকুর যাতায়াত করত। কুকুরের শরীর শুষ্ক থাকার কারণে মাসজিদে পানি ছিটিয়ে দেয়া হত না। আর ঐ সময়ে মাসজিদে দরজা ছিল না। তবে ধৌত করলে দোষের হবে না।

٥١٥-وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

৫১৫। বারা (ইবনু 'আযিব) (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যার গোশ্‌ত খাওয়া হয় তার প্রস্রাব গায়ে লাগলে ক্ষতি নেই।[৫৩০]

ব্যাখ্যা : যে পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হালাল তার প্রস্রাব পবিত্র। তবে এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। সেটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়। অবাকের কথা যে, লেখক এ দুর্বল হাদীসটি উল্লেখ করলেন অথচ উরানিয়িন এর হাদীস এবং ছাগলের থাকার জায়গায় সলাতের অনুমতির কথা উল্লেখ করলেন। অথচ সেটা সহীহ হাদীস। সুতরাং এ সহীহ হাদীস অনুসারে যে পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব পবিত্র এ কথা যারা বলে তাদের কথা সঠিক।

٥١٦-وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

৫১৬। জাবির (ইবনু 'আবদুল্লাহ) (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু)-এর বর্ণনায় আছে : তিনি বলেন, যে জীব-জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া হয় তার প্রস্রাবে দোষ নেই।[৫৩১]

(٩) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অধ্যায়-৯ : মোজার উপর মাসাহ করা

মাসাহ বলা হয় ভিজানো হাত কোন অঙ্গের উপর বুলানো। خُفٌّ খুফ বলা হয় চামড়ার তৈরি পাদুকা যা পায়ের গ্রন্থীদ্বয় আবৃত রাখে। আর جَوْرَبٌ হলো ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য চুল, পশম বা মোটা চিকন চামড়া দ্বারা তৈরি মোজা যা টাকনুর উপরিভাগ পর্যন্ত আবৃত রাখে। মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়টি রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। হাসান আল্ বাস্‌রী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এ মর্মে হাদীস পৌঁছেছে যে, সত্তরজন সহাবী বলেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মোজার উপর মাসাহ করতেন।

---

[৫২৯] **সহীহ :** বুখারী ১৭৪।

[৫৩০] **খুবই দুর্বল :** দারাকুতনী ১/১২৮, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৮৫০। কারণ এর সানাদে তিনজন রাবী– 'আম্‌র ইবনুল হুসায়ন এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল আ'লা দুর্বল আর সাওওয়ার ইবনু মুস্'আব মাত্‌রূক। ইবনু হায্‌ম তার "আল মুহাল্লা" গ্রন্থে একে মাওযূ' বলেছেন আর ইবনুল জাওযী হাদীসটি "মাওযূ'আতের" অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[৫৩১] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ১/১২৮।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٧ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِّلْمُقِيْمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৭। (তাবি'ঈ) শুরায়হ্ ইবনু হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ['আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু] উত্তরে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুক্বীমের জন্য একদিন এঁকরাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৫৩২]

ব্যাখ্যা : মোজার উপর মাসাহ করা জায়িয। মুকিমের (বাড়ী থাকা অবস্থায়) জন্য এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিন রাত। আর এ মাস্আলায় প্রায় সকল 'আলিমগণ একমত হয়েছেন। দশের অধিক সহাবীগণের থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٥١٨ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهٗ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهٗ اِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ اَخَذْتُ اُهَرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهٗ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهٖ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَا اِلَيْهِ فَاَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهٗ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهٗ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৮। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে শারীক হয়েছিলেন। মুগীরাহ্ বলেন, একদিন ফাজ্‌রের সলাতের আগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশে বের হলেন। আর আমি তাঁর পেছনে একটি পানির পাত্র বহন করে গেলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেরিয়ে আসার পর আমি তাঁর দুই হাতের কব্জির উপর পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দুই হাত ও চেহারা ধুলেন। তখন তাঁর গায়ে একটি পশমের জুব্বাহ্ ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (জুব্বার আস্তিন গুটিয়ে) হাত দু'টি খুলতে চাইলেন। কিন্তু জুব্বার আস্তিন খুব চিকন ছিল। তাই জুব্বার ভেতর দিক দিয়েই তাঁর হাত দু'টি বের করে নিজের দুই কাঁধের উপর রেখে দিলেন এবং হাত দু'টি (কনুই পর্যন্ত) ধুলেন। অতঃপর মাথার সামনের দিক (কপাল) ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজাগুলো খুলতে চাইলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

[৫৩২] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৬।

বললেন, এগুলো এভাবে থাকতে দাও, আমি এগুলো পবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ উযূ করে) পরেছি। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এগুলোর উপর মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সওয়ারীর উপর আরোহণ করলেন, আমিও আরোহণ করলাম এবং আমরা একটা দলের কাছে পৌঁছে গেলাম। তখন তারা সলাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আর 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাদের সলাতের ইমামাত করছিলেন এবং তাদের নিয়ে এক রাক্'আত সলাত আদায়ও করে ফেলেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বুঝতে পেরে তিনি পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্থানে (স্থির থাকতে) ইশারা করলেন। নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দুই রাক্'আতের মধ্যে এক রাক্'আত সলাত পেলেন। তিনি সালাম ফিরালে নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর এক রাক্'আত ছুটে যাওয়া সলাত আমরা আদায় করলাম।[৫৩৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, পায়খানা করে উযূ করা উত্তম। সলাতের পূর্বে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে আগে সেই প্রয়োজন পূর্ণ করে নিবে। তারপর সলাত আদায় করবে।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণ হয় যে, সলাতের মধ্যে ইশারা করা জায়িয আছে। আরো প্রমাণ হয় যে, মাসবুকের জন্য ইমামকে অনুসরণ করা জরুরী, তার ক্বিয়ামে, রুকূ'তে ও সাজদায় এবং বসায়। আর মাসবূক ইমাম হতে পৃথক হবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٩ـ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهٖ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ هٰكَذَا فِي الْمُنْتَقٰي

৫১৯। আবূ বাক্রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত উযূ করে মোজা পরার পর এর উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। আস্‌রাম তাঁর 'সুনানে' এবং ইবনু খুযায়মাহ্ ও দারাকুত্বনী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫৩৪] ইমাম খাত্ত্বাবী বলেছেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ। আল মুনতাক্বা কিতাবেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসাহ করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত। অবশ্য পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। আর পবিত্র অবস্থায় থাকা অর্থ মোজা পরিধানের সময় উযূ অবস্থায় থাকা।

٥٢٠ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৫৩৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৪।

[৫৩৪] **হাসান :** ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯২, দারাকুত্বনী ১/২০৪, বায়হাক্বী ১/২৮১, তালখীস ৫৮ পৃঃ।

৫২০। সফ্ওয়ান ইবনু 'আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সফর অবস্থায় কোথাও রওনা হলে আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত পবিত্রতার গোসল ছাড়া, এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘুমানোর পর মোজা না খুলে উযূর করার আদেশ করতেন।[৫৩৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরের সময় সহাবীগণের আদেশ করতেন মোজা না খুলতে। তিন দিন ও তিন রাতের জন্য এ বিধান ছিল ভিন্ন কথা। তবে গোসল ফার্য হলে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে এবং ঘুম হতে জাগলেও এ আদেশ বহাল থাকবে। এখানে হাদীসটি উযূর সময় মোজার উপর মাসাহ করার কথার দিকে ইঙ্গিত করছে।

٥٢١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫২১। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উযূর পানির ব্যবস্থা করলাম। তিনি মোজার উপর দিক ও তার নীচের দিক মাসাহ করেছিলেন।[৫৩৬] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। আমি আবূ যুর'আহ্ ও ইমাম বুখারীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ নয়। এভাবে ইমাম আবূ দাউদও হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন (অর্থাৎ এর সানাদ মুগীরাহ্ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নেই, মধ্যখানে রাবী ছুটে গেছে)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি সহীহ নয় বলে ইমাম বুখারী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন। কারণ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বিশুদ্ধ হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে মোজার উপরে মাসাহ করা। সুতরাং উত্তম কথা হলো মোজার উপরে মাসাহ করতে হবে, নীচে নয়।

٥٢٢ - وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৫২২। উক্ত রাবী [মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি তাঁর দু'টো মোজার উপরের দিকে মাসাহ করেছেন।[৫৩৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মোজার উপরে মাসাহ করতে হবে। হাদীসটি ইমাম আত্ তিরমিযী হাসান বলেছেন। আর হাকিম ইবনু হাজার সহীহ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী হাদীসটি তার তারিখে আওসাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

٥٢٣ - وَعَنْهُ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

---

[৫৩৫] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৯৬, নাসায়ী ১২৭, ইরওয়া ১০৬।

[৫৩৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬৫, আত্ তিরমিযী ৯৭, ইবনু মাজাহ্ ৫৫০। কারণ সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে যেমনটি শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন।

[৫৩৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৪, আত্ তিরমিযী ৯৮।

৫২৩। উক্ত রাবী [মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উযূ করলেন এবং জুতার সাথে 'জাওরাব' ও পা' দু'টোর উপরের দিকও মাসাহ করলেন।[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ হয় যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জাওরাবায়ন বা পায়ের ঢাকনীর উপর মাসাহ করেছেন। সেটা চাই পশমী হোক বা চুলের হোক। আর চামড়ার হোক বা প্লাস্টিকের হোক। মোটা হোক বা পাতলা হোক সেটার উপর মাসাহ করা জায়িয আছে। জাওরাবায়ন জুতার ন্যায় যা জমিন হতে পাকে রক্ষা করে। সেটার উপর মাসাহ করা উত্তম। ইমাম ইবনু হায্ম সেটা মোটা হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম এর উপর 'আমাল করেছেন। হাদীসটিকে ইমাম আত্ তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٤- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৫২৪। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মোজার উপরে মাসাহ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি (পা ধুতে) ভুলে গেছেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, বরং তুমিই ভুল বুঝেছো। এভাবে করার জন্যই আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি মহান ও প্রতাপশালী।[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকেও প্রমাণ হচ্ছে যে, মোজার উপর মাসাহ করা জায়িয। এখানে 'আম্‌র শব্দটি মুস্তাহাবের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাদীসটি আবূ দাউদে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাফিয ইবনু হাজার সেটা য'ঈফ বলেছেন।

٥٢٥- وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ معناه

৫২৫। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন যদি (মানুষের জন্য) বুদ্ধি অনুসারেই হত, তাহলে মোজার উপরের চেয়ে নীচের দিকে মাসাহ করাই উত্তম হত। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর মোজার উপরের দিক মাসাহ করেছেন।[৫৪০]

---

[৫৩৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৯, আত্ তিরমিযী ৯৯, ইবনু মাজাহ্ ৫৫৯, ইরওয়া ১০১।

[৫৩৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৫৬, আহমাদ ১৮২/২০। কারণ এর সানাদ বুকায়র ইবনু 'আমির আল্ বাজালী দুর্বল রাবী।

[৫৪০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬২, দারাকুত্বনী ৭৮৩।

(١٠) بَابُ التَّيَمُّمِ

অধ্যায়-১০ : তায়াম্মুম

تَيَمُّمٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। শার'ঈ পরিভাষায় সলাতের বৈধতার লক্ষ্যে মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় মাসাহ করার জন্য পবিত্র মাটির মনস্থ করা। এটি এ উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট। তবে তায়াম্মুম আবশ্যিক না ঐচ্ছিক, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ দু'টির মাঝে পার্থক্য করে বলেছেন পানি না পাওয়া গেলে আবশ্যিক, আর ওযর থাকলে ঐচ্ছিক।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৬। হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সকল মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের (সলাতের) কাতারকে মালায়িকার সারির মতো মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (২) সমস্ত পৃথিবীকে বানানো হয়েছে আমাদের সলাতের স্থান এবং (৩) মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি পাবো না।[৫৪১]

ব্যাখ্যা : উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার উপর আল্লাহর বড় নি'আমাত যে, তিনি ইসলামকে তাদের জন্য অন্য উম্মাতের তুলনায় সহজ করে দিয়েছেন। যেমন-১. তাদের মর্যাদা দিয়েছেন সলাতের কাতারকে মালাকগণের কাতারের। ২. জমিন পুরাটাই তাদের জন্য পবিত্র ও মাসজিদ। ৩য় মাটিকে পবিত্র করেছেন। উযূর জন্য যদি পানি না পাওয়া যায় তবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

٥٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهٖ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّعْتَزِلٍ لَّمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهٗ يَكْفِيْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৭। 'ইমরান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষ করার পর তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি পৃথক হয়ে বসে আছে, অথচ সে মানুষের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করেনি। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! মানুষের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? লোকটি বলল, আমি নাপাক ছিলাম, অথচ তখন পানি পাচ্ছিলাম না। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার মাটি (তায়াম্মুম মাধ্যমে) ব্যবহার করা উচিত ছিল। আর (পবিত্রতা অর্জনে) এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।[৫৪২]

---

[৫৪১] **সহীহ :** মুসলিম ৫২২।

[৫৪২] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৪, মুসলিম ৬৮২।

ব্যাখ্যা : ফার্‌য গোসল প্রয়োজন হওয়ায় পানি না পাওয়া গেলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিবে। এ মাসআলাতে কোন মতভেদ নেই। এ বিষয়ে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও এ মাসআলায় কূফা বাসীদের সাথে একমত হয়েছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-ও পূর্বের মত থেকে ফিরে এসে জুনুবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়িয হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন।

٥٢٨ـ وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِّعُمَرَ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ نَّحْوَهٗ وَفِيْهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ

৫২৮। 'আম্মার (ইবনু ইয়াসির) (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি নাপাক হয়েছি, পানি পেলাম না। 'আম্মার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) 'উমারকে বললেন, আপনার কি মনে নেই যে, এক সময়ে আমি ও আপনি উভয়ে (নাপাক) ছিলাম? আপনি (পানি না পাওয়ায়) সলাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সলাত আদায় করলাম। এরপর আমি ব্যাপারটি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ কথা বলার পর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং দু'হাত (উঠিয়ে) ফুঁ দিলেন। তারপর উভয় হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন। এভাবে ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, যার শেষ শব্দগুলো হল (নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন) : তোমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা তোমাদের হাত মাটিতে মারবে, তারপর হাতে ফুঁ দিবে, অতঃপর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে।[৫৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে প্রমাণ করে যে, মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন এবং ঠিকও করতে পারেন।

٥٢٩ـ وَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى قَامَ إِلٰى جِدَارٍ فَحَتَّهٗ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهٗ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهٗ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ. وَلَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهٗ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৫২৯। আবূ জুহায়ম ইবনু হারিস ইবনুস্ সিম্মাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। পরে তিনি একটি দেয়ালের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিজের লাঠি দিয়ে খোঁচা মারলেন। এরপর দেয়ালের উপর হাত মেরে নিজের চেহারা ও দুই হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর আমার সালামের উত্তর দিলেন। মিশকাত সংকলক বলেন, আমি এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে এবং

[৫৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৮, মুসলিম ৩৬৮।

হুমায়দীর গ্রন্থেও পাইনি। তবে তিনি এটি শারহুস সুন্নাহ্ গ্রন্থে উলেখ করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।[৫৪৪]

ব্যাখ্যা : বিনা উযূতে সালামের উত্তর নেয়া জায়িয, তবে জুনুবী অবস্থায় থাকলে উযূ সহকারে সালামের উত্তর নেয়া সঙ্গত। এ হাদীসের মূল কথা সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

আর সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় দু' যেরার (হাতের) কথা উল্লেখ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٠- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ إِلٰى قَوْلِهٖ عَشْرَ سِنِيْنَ

৫৩০। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পাক-পবিত্র মাটি মুসলিমকে পবিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করে, যদি দশ বছরও সে পানি না পায়। পানি যখন পাবে তখন সে যেন তার গায়ে পানি লাগায়। এটাই তার জন্য উত্তম।[৫৪৫] নাসায়ীতে "যদি দশ বছরও যদি পানি না পায়" পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : পাক মাটি মুসলিমের জন্য উযূর স্থলাভিষিক্ত, যদিও দশ বৎসর যাবৎ পানি না পাওয়া যায়।

তায়াম্মুম করে ফারয ও নাফ্ল সব রকমের সলাত আদায় করতে পারে। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন : এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, তায়াম্মুমকারী একবার তায়াম্মুম করে কয়েক ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে পারবে।

٥٣١- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهٖ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَّأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذٰلِكَ قَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ إِلَّا سَأَلُوْا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ.

৫৩১। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (কিছু লোক) সফরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের একজন (মাথায়) পাথরের আঘাত পেল এবং তার মাথায় ক্ষত হল। তারপর তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথী ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করল, এ অবস্থায় কি আমার জন্য তায়াম্মুম করার সুযোগ আছে? তারা বললেন, এ অবস্থায় (যখন পানি ব্যবহার করতে পারছো) তোমার তায়াম্মুম করার কোন সুযোগ আছে বলে মনে করি না। অতঃপর লোকটি গোসল করল, আর এতে সে মারা গেল। আমরা সফর হতে ফিরে

[৫৪৪] আমি (মুহাক্কিক্ব) এ শব্দে হাদীসটি পাইনি, এর মূলটি রয়েছে বুখারী (৩৩৭), মুসলিম (৩৬৯)।

[৫৪৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩২, আত্ তিরমিযী ১২৪, ইরওয়া ১৫৩।

Contents

এসে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তাঁর নিকট সব ঘটনা বলা হল। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন জানে না তখন অন্যদের কেন জিজ্ঞেস করল না? কারণ, না জানার চিকিৎসাই হল জানতে চাওয়া। অথচ তার জন্য তায়াম্মুম করা এবং আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসাহ করাই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর নিজের সমস্ত শরীর ধুয়ে নিতে পারতো।[৫৪৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়ে বা না জেনে কোন বিষয়ে সমাধান দেয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে যেক্ষেত্রে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত থাকে। আহত ব্যক্তি উযূ করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করবে এবং গোসল ফারয হলে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করবে। এটাও প্রমাণ হয় যে, শারী‘আতের কোন মাস্‌আলাহ্ না জানা থাকলে প্রশ্ন করবে।

٥٣٢ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابن مَاجَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৫৩২। ইবনু মাজাহ এ বর্ণনাটিকে ‘আত্বা ইবনু আবী রাবাহ হতে, তিনি ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

٥٣٣ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءَ فَتَيَمَّمَ صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

৫৩৩। আবূ সা‘ঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই লোক সফরে বের হল। পথিমধ্যে সলাতের সময় হল, অথচ তাদের কাছে পানি ছিল না। তাই তারা দু’জনই পাক মাটিতে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করে নিল। অতঃপর সলাতের সময়ের মধ্যেই তারা পানি পেয়ে গেল। তাই তাদের একজন উযূ করে আবার সলাত আদায় করে নিল এবং দ্বিতীয়জন তা করল না। এরপর তারা ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তা বর্ণনা করল। যে ব্যক্তি সলাত আদায় করেনি তাকে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি সুন্নাতের উপরই ছিলে। এ সলাতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযূ করে পুনরায় সলাত আদায় করেছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।[৫৪৭] আবূ দাউদ ও দারিমী, আর নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : সফরে পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করার সুযোগ রয়েছে। অতঃপর যদি ঐ সলাতের সময়ের মধ্যে পানি পাওয়া যায়, তবে উযূ করে আর সলাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। আর যদি কেউ পড়ে তবে তা তার জন্য নাফ্ল হবে। আর এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, ইজতিহাদে ভুল হলেও নেকী পাওয়া যায়।

٥٣٤ـ وَقَدْ رَوَى وأَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا.

৫৩৪। আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী এ হাদীস ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

---

[৫৪৬] **হাসান :** إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ অংশটুকু ব্যতীত। আবূ দাউদ ৩৩৬।

[৫৪৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩৮, দারিমী ৭৭১, নাসায়ী ৪৩৩।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٥ - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৫। আবুল জুহায়ম ইবনুল হারিস ইবনু সিম্মাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জামাল নামক কুয়ার দিক হতে আসলেন। তখন জনৈক লোক তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এগিয়ে একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা ও হাত মাসাহ করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয আছে, কেননা মাদীনায় তখন দেওয়াল ছিল পাথরের তৈরি। আর সালামের উত্তর নেয়ার জন্য উযূ না করেও তায়াম্মুম করা জায়িয আছে। এছাড়া জুনুবী অবস্থায় উযূ না করে সালামের জবাব না দেবার মাস্‌আলাহ্ এ হাদীস হতে পাওয়া যায়।

٥٣٦ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالصَّعِيْدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِأَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৩৬। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অবস্থানকালে পানি না থাকার কারণে ফাজ্‌রের সলাতের জন্য মাটি দিয়ে মাসাহ করলেন। তারা তাদের হাতকে মাটিতে মারলেন, তারপর একবার তাদের চেহারা মাসাহ করলেন। আবার মাটিতে হাত মারলেন এবং সম্পূর্ণ হাত বাহুমূল পর্যন্ত এবং হাতের ভিতর দিকে বগল পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে ২ বার হাত মাটিতে মারতে হবে। প্রথমবার চেহারার জন্য দ্বিতীয়বার দু' হাতের জন্য। আর দু' হাত কনুই ও বগল সহকারে মাসাহ করবে। এ হাদীস সম্পর্কে শায়খুল হাদীস মুহাঃ ইসহাক্ব দেহলভী বলেন : এটি ইসলামের শুরুতে সহাবীগণের ক্বিয়াস ছিল নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়ানের পূর্বে। অতঃপর যখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বয়ান করলেন, তখন তারা তায়াম্মুমের নিয়ম বুঝতে পারলেন।

সহাবী 'আম্মার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তায়াম্মুম করেছি কাঁধ ও বগল পর্যন্ত। আর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, চেহারা ও দু' কব্জির কথা। আর দু' হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ

---

[৫৪৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৭, মুসলিম ৩৬৯।

[৫৪৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১৮। যদিও মুনযিরী হাদীসটি মুনকাতি' বলেছেন। কিন্তু নাসায়ী, আবূ দাউদ হাদীসটি মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

নেই, কারণ 'আম্মার উল্লেখ করেননি যে, নাবী তাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা এরূপ এরূপ করেছি। কিন্তু এটি নাবী -এর আদেশ ছিল না। অতঃপর যখন নাবী -কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি () আদেশ করেন চেহারা ও দু' কব্জি মাসাহ করবে।

(١١) بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ

অধ্যায়-১১ : গোসলের সুন্নাত নিয়ম

লেখক এ অধ্যায়ে ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে গোসলের কথা উল্লেখ করেননি। কারণ এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এ বিষয়ে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৭। ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমু'আর সলাত আদায় করতে চাইলে (এর আগে) সে যেন গোসল করে।[৫৫০]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব। সেটা সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। আর ২য় হাদীস হতেও স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, সেটা ওয়াজিব। আর আবূ হুরায়রাহ্ -ও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে নাসায়ীতে জাবির হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রতি সপ্তাহে গোসল ওয়াজিব অনুরূপ আত্ তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবনু খুযায়মার একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি জুমু'আতে হাযির হবে না তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

٥٣٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৮। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।[৫৫১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর গোসল জুমু'আর দিনে ওয়াজিব। ইবনু দাক্বীক্ব আল্ ইয়াযীদ বলেন : অধিকাংশ 'উলামাগণের মতে জুমু'আর দিনে গোসল মুস্তাহাব। আর তারা পূর্বের হাদীসে আদেশসূচক ক্রিয়াকে মুস্তাহাবের উপর 'আমাল করেছেন।

---

[৫৫০] **সহীহ :** বুখারী ৮৭৭, মুসলিম ৮৪৪।

[৫৫১] **সহীহ :** বুখারী ৮৫৮, মুসলিম ৮৪৬।

٥٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَّغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهٗ وَجَسَدَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুসলিম মাত্রই সবার জন্য সাতদিনের মধ্যে কমপক্ষে একদিন গোসল করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। এতে তার মাথা ও শরীর ধুয়ে নিবে।[৫৫২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٠ - عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৪০। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক জুমু'আর দিন শুধু উযূ করে ফার্‌য (কাজ) আদায় করেছে, আর এটা তার জন্য যথেষ্ট। আর যে লোক (জুমু'আর দিন) গোসল করেছে এ গোসল তার জন্য খুবই কল্যাণকর।[৫৫৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমু'আর দিবস উযূ করা উত্তম। আর সে ব্যক্তি গোসল করতে চায় তার জন্য তা' আরো উত্তম। এ হাদীসটি দ্বারা কেউ কেউ জুমু'আর দিবস গোসল ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন।

٥٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ وزاد أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَمَنْ حَمَلَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ

৫৪১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে যে লোক গোসল দেয় সে নিজেও যেন গোসল করে।[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবে সে গোসল করবে। আর যে লাশ বহন করবে সে উযূ করবে।

٥٤٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৫৫২] **সহীহ :** বুখারী ৮৯৮, মুসলিম ৮৪৯।

[৫৫৩] **হাসান :** আহমাদ ২০১৭৪, আবূ দাউদ ৩৫৪, আত্ তিরমিযী ৪৯৭, নাসায়ী ১৩৮০, দারিমী ১৫৮১। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত। তবে সামুরাহ্ থেকে হাসান বাস্‌রীর বর্ণনাটি তাদলীসের পর্যায়ভুক্ত এবং সামুরাহ্ থেকে শ্রবণের বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেননি। তারপরেও এর অনেকগুলো শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসান স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৫৫৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১৬১, আত্ তিরমিযী ৯৯৩, ইবনু মাজাহ্ ১৪৬৩, ইরওয়া ১৪৪, আহ্মাদ ৯৮৬২।

৫৪২। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চারটি কারণে গোসল করতেন : (১) অপবিত্রতা, (২) জুমু'আহ্, (৩) রক্তমোক্ষণের (শিঙ্গা লাগানোর) পর (অর্থাৎ- শরীর থেকে রক্ত বের হলে) এবং (৪) মৃত ব্যক্তির গোসল দেবার পর।[৫৫৫]

٥٤٣ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهٗ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ

৫৪৩। ক্বায়স ইবনু 'আসিম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : ইসলাম গ্রহণ করলে কুলের পাতা দ্বারা গোসল করা সুন্নাত। ক্বায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ৯ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খুবই দানশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগে নিজের উপর মদ হারাম করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٤ـ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اِنَّ اُنَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاؤُا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلٰكِنَّهٗ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَّسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ كَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُّقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ حَارٍ وَّعَرِقَ النَّاسُ فِيْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اَذٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهٖ وَطِيْبِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوْا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِّنَ الْعَرَقِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৪৪। 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইরাকের কিছু লোক এসে জিজ্ঞেস করল, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস! জুমু'আর দিনের গোসলকে আপনি কি ওয়াজিব মনে করেন? তিনি বললেন, না। কিন্তু যে ব্যক্তি তা করবে তার জন্য খুবই উত্তম ও পবিত্রতম। আর যে ব্যক্তি তা করল না তার জন্য ফারয নয়। কিভাবে জুমু'আর গোসল শুরু হল তা আমি তোমাদেরকে বলছি। লোকেরা গরীব ছিল। পশমের মোটা কাপড় পরত। পিঠে ভারবাহীর মতো কঠিন পরিশ্রম করতো। তাদের মাসজিদ ছিল ছোট ও নীচু চালার খেজুর ডালের চাপরা। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনি এক গরমের দিনে মাসজিদের দিকে গেলেন। মানুষ পশমের

---

[৫৫৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৪৮। কারণ এর সানাদে মুস'আব ইবনু শায়বাহ্ সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল।

[৫৫৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৫৫, আত্ তিরমিযী ৬০৫, নাসায়ী ১৮৮।

কাপড় পড়ে ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। এতে একে অপরের দুর্গন্ধে কষ্ট পাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও গন্ধ পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা এ দিনে গোসল করে মাসজিদে আসবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আপন আপন সামর্থ্যানুযায়ী ভাল ভাল তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। ইবনু 'আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদ দান করলেন। তারা পশম ছাড়া অন্য কাপড়-চোপড় পরতে থাকেন। তাদের পরিশ্রম ও দিন মজুরীর অবসান ঘটে। তাদের মাসজিদও প্রশস্ত হল। তাদের একে অপরকে কষ্ট দেবার মতো দুর্গন্ধ ঘামও দূর হয়ে গেল।[৫৫৭]

ব্যাখ্যা : ৫৩৭ নং হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জুমু'আর দিনে যে ব্যক্তি সলাতে হাযির হতে চায় তাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোসল করতে আদেশ করেছেন।

(١٢) بَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায়-১২ : হায়য-এর বর্ণনা

حَيْضٌ (হায়য) শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া। পরিভাষায় حَيْضٌ বলা হয় কোন মহিলা সাবালক হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে তার জরায়ু থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَاَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى ﴿وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ...﴾ الاٰيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَّعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَّبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَرْسَلَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهٗ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৫। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের কোন স্ত্রীলোকের হায়য হলে তারা শুধু তাদের সাথে একত্রে খাওয়াই বন্ধ করে দিত না, বরং তাদেরকে একত্রে ঘরেও রাখত না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীগণ তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "আর তারা আপনাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে........"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ ২ : ২২২) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের সাথে যৌনসঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছু করতে পার। এ

[৫৫৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৫৩।

সংবাদ ইয়াহূদীদের কাছে পৌঁছালে তারা বলল, এ ব্যক্তি আমাদের সব কিছুতেই বিরোধিতা না করে ছাড়তে চায় না। অতঃপর উসায়দ ইবনু হুযায়র এবং 'আব্বাদ ইবনু বিশ্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) আসলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদীরা এসব কথা বলে বেড়ায়। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনসঙ্গম করার অনুমতি পেতে পারি? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমাদের ধারণা হল, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। তারপর তারা বের হয়ে গেলেন। এমন সময় তাদের সামনেই নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য কিছু দুধ হাদিয়া আসল। অতঃপর তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পেছনে পেছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে এনে দুধ খেতে দিলেন। এতে তারা বুঝলেন যে, তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের সাথে রাগ করেননি।[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : ইয়াহূদীরা তাদের স্ত্রীদের মাসিক আসলে তাদের সাথে পানাহার বন্ধ রাখত এবং মিলনও পরিহার করত। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা মিলন ব্যতীত সব কিছু করো। তখন সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র ২২২ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٥٤٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّكِلَانَا جُنُبٌ وَّكَانَ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَّكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাপাক অবস্থায় আমি ও নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি আমাকে হুকুম করতেন, আমি শক্ত করে লুঙ্গি বেঁধে দিতাম, আর তিনি আমার গায়ে গা লাগাতেন অথচ তখন আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম। তিনি ই'তিক্বাফ অবস্থায় তাঁর মাথা মাসজিদ থেকে বের করে দিতেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি দিয়ে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম।[৫৫৯]

ব্যাখ্যা : ফারয গোসল স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রে এবং একসাথে করায় কোন বাধায় নেই। হায়য হলে স্ত্রীর সাথে রাত্রী যাপন করতে পারে এবং শরীরের সাথে শরীর লাগাতে পারে।

٥٤٧ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৭। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়য অবস্থায় পানি পান করতাম। এরপর নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তা দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পানি পান করতেন। আমি কখনও হায়য অবস্থায় হাড়ের গোশ্‌ত খেতাম। অতঃপর আমি এ হাড় নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দিতাম। আর তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে তা খেতেন।[৫৬০]

ব্যাখ্যা : হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সন্তানকে খানা খাওয়ানোয় কোন বাধা নেই এবং তার সাথে পানাহারও করতে পারে।

٥٤٨ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫৫৮] **সহীহ :** মুসলিম ৩০২।

[৫৫৯] **সহীহ :** বুখারী ৩০১, মুসলিম ২৯৩; শব্দবিন্যাস বুখারীর।

[৫৬০] **সহীহ :** মুসলিম ৩০০।

৫৪৮। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়য অবস্থায় থাকতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন।[৫৬১]

ব্যাখ্যা : হায়যকালীন স্ত্রীর উরুতে হাত রেখে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয আছে।

٥٤٩- وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, মাসজিদ হতে আমাকে চাটাই এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়য তো তোমার হাতে নয়।[৫৬২]

ব্যাখ্যা : ঋতুবতী স্ত্রী মাসজিদে হাত বাড়িয়ে স্বামীর পোষাক ও খাবার প্রেরণ করতে পারে।

٥٥٠- عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫০। মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি চাদরে সলাত আদায় করতেন। যার একটি অংশ আমার শরীরের উপর থাকত আর অন্য অংশ তাঁর শরীরের উপর থাকত। অথচ তখন আমি ঋতুবতী।[৫৬৩]

ব্যাখ্যা : ঋতুবতী স্ত্রীর চাদরের বা কাপড়ের এক অংশ স্বামী ব্যবহার করতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَتٰى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

৫৫১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক ঋতুবতী অবস্থায় যৌনসঙ্গম করেছে অথবা কোন স্ত্রীলোকের মলদ্বার দিয়ে যৌনসঙ্গম করেছে অথবা কোন গণকের কাছে গিয়েছে, সে লোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু শেষের দু'জন ইবনু মাজাহ ও দারিমীর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়েছে, সে যা বলেছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, সে কুফ্রী করেছে (অর্থাৎ- কাফির হয়ে গেছে)। তিরমিযী এ সানাদের সমালোচনা

---

[৫৬১] **সহীহ :** বুখারী ২৯৭, মুসলিম ৩০১।

[৫৬২] **সহীহ :** মুসলিম ২৯৮।

[৫৬৩] **সহীহ :** মুসলিম ৫১৪ ।সহীহায়নে হাদীসটি মায়মূনার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় না। এটি মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনা থেকে রয়েছে।

Contents

করে বলেছেন : হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবূ তামীমাহ্, তাঁর থেকে হাকীম আস্‌রাম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না (তবে আবূ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন)।[৫৬৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা' হল, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে অথবা তার মলদ্বার দিয়ে যৌনসঙ্গম অনুমোদিত নয়। তেমনিভাবে গণকের গণনায় বিশ্বাস স্থাপনও নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি এটা অমান্য করে সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামে অবিশ্বাস করে।

কোন কোন 'আলিমের মতে এ হাদীস এর হুকুম ধমকের উপর ব্যবহার করে। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি হায়য স্ত্রীর সাথে মিলন করল, সে যেন এক দিনার সদাক্বাহ্ করে। যদি তার সাথে মিলন করা কুফ্‌রী হত, তবে কাফ্‌ফারাহ্ দেয়ার আদেশ করতেন না। তার অর্থ এমন নয় যে, ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম জায়িয। কেউ করে ফেললে এটা তার কাফ্‌ফারাহ্। কেউ বলেন এ হাদীস ঐ লোকের ক্ষেত্রে যে হায়য অবস্থায় মিলন করাকে হালাল মনে করল।

٥٥٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رسولَ اللهِ مَا يَحِلُّ لِيْ مِن إِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ أَفْضَلُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَقَالَ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ

৫৫২। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! হায়য অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে আমার কী কী করা হালাল? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সালোয়ারের উপরিভাগে (নাভীর উপরের অংশে যা করতে চাও কর, তা হালাল)। তবে এটুকু থেকেও বিরত থাকাই উত্তম।[৫৬৫] ইমাম মুহ্‌য়িয়ুস্ সুন্নাহ বলেন, এ হাদীসের সানাদ তেমন শক্তিশালী নয়।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কাপড়ের উপর দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়িয প্রমাণ করে, তবে হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, কাপড়ের স্থানে (নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত) শরীরের সাথে শরীর লাগানো হারাম। উত্তম হলো কাপড়ের উপরে ফায়দা না উঠানো।

٥٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَبُوْ دَاوُدَ النسائى وَالدَّارِمِيُّ وابن مَاجَة

৫৫৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে ঋতুবতী অবস্থায় যৌনসঙ্গম করে, তাহলে সে যেন অর্ধেক দীনার দান করে দেয়।[৫৬৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে হায়য স্ত্রীর সাথে মিলন করলে অর্ধেক দিনার সদাক্বাহ্ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু অন্য রিওয়ায়াতে এক দিনার উল্লেখ হয়েছে। এর উত্তর হলো যে, এটা কোন বর্ণনাকারী হতে সংক্ষিপ্ত হয়েছে বা তার থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে। তারপর এ হাদীসের সানাদে খুসায়ফ নামে এক রাবী রয়েছে, যিনি স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল ছিলেন।

---

[৫৬৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৩৫, ইবনু মাজাহ্ ৬৩৯, সহীহুল জামি' ৫৯৪২।

[৫৬৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২১৩, য'ঈফুল জামি' ৫১১৫। হাদীসটি তিনটি কারণে দুর্বল। প্রথমতঃ বাক্বিয়্যাহ্ মুদাল্লিস রাবী, দ্বিতীয়তঃ সা'দ আল্ আগত্বস দুর্বল রাবী, তৃতীয়তঃ ইবনু আয়িয এবং মু'আয-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[৫৬৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৬৬, আত্ তিরমিযী ১৩৬, ইবনু মাজাহ্ ৬৪০, নাসায়ী ২৮৯, দারিমী ১১৪৫, ১১৪৯, ১১৫১।

তার শেষ জীবনে হাদীস বর্ণনায় কিছু ভুল পরিলক্ষিত হয়। আর এক দিনার সদাক্বাহ্ করার হাদীস অধিক ও বিশুদ্ধ।

٥٥٤ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫৪। উক্ত রাবী ['আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (যৌনসঙ্গমকালে হায়যের রক্ত) লাল থাকলে এক দীনার ও পীতবর্ণ দেখা দিলে অর্ধেক দীনার সদাক্বাহ্ আদায় করতে হবে।[৫৬৭]

ব্যাখ্যা : হায়য স্ত্রীর সাথে লাল রংয়ের রক্ত থাকাকালীন মিলন করলে এক দিনার সাদাক্বাহ্ করবে। আর যদি রং হলুদ বর্ণের হয় তবে অর্ধ দিনার কাফ্ফারাহ দিবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

৫৫৫। যায়দ ইবনু আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার সাথে কী কী করা (যৌনতৃপ্তি মেটানো) হালাল? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পরনের পায়জামা শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর এর উপরের দিকে যা ইচ্ছা করবে।[৫৬৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় স্ত্রীর হায়য অবস্থায় লুঙ্গির বা কাপড়ের উপর যা ইচ্ছা করতে পারে।

٥٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৫৬। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি ঋতুবতী হতাম, বিছানা হতে সরে চাটাইতে নেমে আসতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসতেন না এবং আমরাও (বিবিগণও) পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে যেতাম না (মেলামেশা করতাম না)।[৫৬৯]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস পূর্বের সকল হাদীসের বিপরীত। সম্ভবতঃ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। অথবা হাদীসে বলা হয়েছে যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যেতাম না-এর অর্থ মিলনে লিপ্ত হতাম না। যেমন

---

[৫৬৭] **য'ঈফুল ইসনাদ :** আত্ তিরমিযী ১৩৭। কারণ এর সানাদে 'আবদুল কারীম ইবনু আবুল মুখারিক রয়েছে যার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। যদিও হাদীসের শব্দ সহীহ।

[৫৬৮] **সহীহ :** মালিক ১২৬, দারিমী ১০৩২।

[৫৬৯] **মুনকার :** আবূ দাউদ ২৭১।

আল্লাহ পাক আল কুরআনে বলেন : "তোমরা (হায়য অবস্থায়) তাদের (স্ত্রীদের) কাছে যেয়ো না যতক্ষণ না পবিত্র হয়।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২২)

(١٣) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

অধ্যায়-১৩ : রক্তপ্রদর রোগিণী

মুস্তাহাযাহ্ ঐ মহিলাকে বলা হয় যার রক্ত হায়যের দিন অতিবাহিত হলেও রক্ত পড়তেই থাকে। রগ ছিড়ে যাওয়ায় এ রূপ অনবরত রক্ত আসতেই থাকে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ্ বিনতু আবূ হুবায়শ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন এমন স্ত্রীলোক যে, সব সময় ইস্তিহাযাহ্ রোগে ভুগি। কোন সময়ই পাক হই না। তাই আমি কি সলাত ছেড়ে দিব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। এটা একটি শিরাজনিত রোগ, হায়যের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়যের সময় হবে সলাত ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়যের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমার শরীর হতে তুমি হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলবে (অর্থাৎ- গোসল করবে)। অতঃপর সলাত আদায় করতে থাকবে।[৫৭০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, মহিলারা হায়যের দিনগুলোতে সলাত বর্জন করবে আর মুস্তাহাযাহ্ হলে, সলাত ত্যাগ করতে পারবে না। সে গোসল করে সলাত আদায় করে যাবে। মুস্তাহাযাহ্ একটি রোগ যা আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুস্তাহাযাহ্ মহিলা হায়যের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হলে নির্দিষ্ট সলাতের জন্য ১ বার গোসল করবে। অথবা প্রত্যেক সলাতের জন্য একবার করে গোসল করবে অথবা যুহর ও 'আস্রের জন্য একবার গোসল করবে এবং মাগরিবের ও 'ইশার জন্য একবার গোসল করে সলাত আদায় করবে। আর ফাজ্‌রের জন্য একবার গোসল করে সলাত আদায় করবে।

[৫৭০] **সহীহ :** বুখারী ২২৮, মুসলিম ৩৩৩।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٨ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫৫৮। তাবি'ঈ 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ফাত্বিমাহ্ বিনতু আবূ হুবায়শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফাত্বিমাহ্ সব সময় ইস্তিহাযাহ্ রোগে ভুগতেন। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলে দিয়েছেন, যখন হায়যের রক্ত আসবে তখন তা কালো হয়, যা সহজে চিনা যায়। এ রক্ত দেখলে সলাত আদায় করবে না। আর (হায়যের রং) ভিন্ন রকম হলে উযূ করে সলাত আদায় করবে। কারণ এটা রগবিশেষের রক্ত।[৫৭১]

ব্যাখ্যা : হায়যের রক্তের রং কালো। সুতরাং কালো রং দেখলে সলাত ত্যাগ করবে। আর অন্য রংয়ের রক্ত দেখলে উযূ করে সলাত আদায় করবে।

٥٥٩ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ. رَوَاهُ مَالِك أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ

৫৫৯। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে জনৈক নারীর ঋতুস্রাব হতে লাগল। উম্মু সালামাহ্ তার ব্যাপারটি সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ অবস্থায় তার দেখতে হবে গতমাসে যে কয়দিন তার হায়য থাকত, কয়দিন সলাত হতে বিরত থাকবে। যখন সে পরিমাণ দিন শেষ হয়ে যাবে, সে গোসল করবে। এরপর কাপড়ের টুকরো দিয়ে নেংটি বেঁধে সলাত আদায় করবে।[৫৭২]

ব্যাখ্যা : মুস্তাহাযাহ্ মহিলা যাদের মাসিক রক্ত একাধারে নির্গত হতে থাকে সে পূর্বের নির্ধারিত দিনগুলো পার হলে গোসল করে কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে সলাত আদায় করে যাবে।

٥٦٠ـ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ جَدُّ عَدِيٍّ اسْمُهُ دِينَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ

---

[৫৭১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৮৬, নাসায়ী ২১৫, সহীহুল জামি' ৭৬৫।

[৫৭২] **সহীহ :** মালিক ১৩৮, আবূ দাউদ ২৭৪, দারিমী ৭৮০, নাসায়ী, সহীহুল জামি' ৫০৭৬।

৫৬০। 'আদী ইবনু সাবিত (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন, 'আদী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর দাদার নাম দীনার, তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মুস্তাহাযাহ্ স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন, সে হায়যগ্রস্ত অবস্থা থাকাকালীন সলাত পরিত্যাগ করবে। অতঃপর মেয়াদ শেষে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সলাতের সময় উযূ করবে। আর সিয়াম (রোযা) পালন করবে ও সলাত আদায় করবে।[৫৭৩]

ব্যাখ্যা : মুস্তাহাযাহ্ মহিলা তার প্রতি মাসে নির্ধারিত দিন যা পূর্বে হায়য আসতো ঐ দিন অতিবাহিত হলে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সলাতের সময় উযূ করবে ও সলাত আদায় করবে এবং রোযা রাখবে ।

٥٦١ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتّٰى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذٰلِكَ يَجْزِيكِ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلٰى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ

৫৬১। হামনাহ্ বিনতু জাহ্শ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ অবস্থার কথা বলতে ও এর মাসআলা জানতে আসলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যায়নাব বিনতু জাহ্শ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর ঘরে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি ইস্তিহাযার গুরুতর রোগে ভুগছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ কারণে আমি সলাত-সিয়াম ঠিকমত করতে পারছি না। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তোমাকে সেখানে পট্টি দিতে উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত রোধ করবে। হামনাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, তা তো এ দিয়ে থামবে না। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে। তিনি বলেন, তা এর চেয়েও অধিক। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

---

[৫৭৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৯৭, আত্ তিরমিযী ১২৬, সহীহুল জামি' ৬৬৯৮। যদিও হাদীসের সানাদটি দুর্বল কিন্তু তার শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা সহীহের স্তরে উন্নিত হয়েছে।

বললেন, তাহলে তুমি পট্টির নীচে কাপড়ের লেঙ্গট বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এটা আরো বেশী গুরুতর। আমার পানির স্রোতের ন্যায় রক্তক্ষরণ হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমাকে আমি দু'টি নির্দেশ দিচ্ছি। এর যে কোন একটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি দু'টোই করতে পার তাহলে তুমিই অধিক বুঝবে। তারপর তিনি তাকে বললেন, (চিন্তা করবে না, এটা শায়ত্বনের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার একটি অনিষ্ট সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম নির্দেশ– তুমি তোমার এ সময়ের ছয়দিন অথবা সাতদিন হায়য হিসেবে ধরবে। প্রকৃত বিষয়, আল্লাহর জানা আছে। অতঃপর গোসল করবে। শেষে যখন তুমি মনে করবে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গেছ, মাসের বাকী তেইশ রাত-দিন অথবা চব্বিশ রাত-দিন সলাত আদায় করতে থাকবে এবং সিয়ামও পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর এভাবে প্রতি মাসে তুমি হিসাব করে চলবে যেভাবে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাদের হায়যের সময়কে 'হায়য' ও তুহ্‌র-এর সময়কে গণ্য করে।

দ্বিতীয় নির্দেশ– আর তুমি যদি সক্ষম হও, যুহরকে পিছিয়ে দিতে ও 'আস্‌রকে এগিয়ে আনতে তাহলে এক গোসলে যুহর ও 'আস্‌রকে একত্রে আদায় করবে। এভাবে মাগরিবকে পিছিয়ে নিবে ও 'ইশাকে এগিয়ে আনবে, তারপর একই গোসলের মাধ্যমে উভয় সলাতকে একসাথে আদায় করবে। আর ফাজ্‌রের জন্যও গোসল করে সলাত পূর্ণ করবে এবং সওমও রাখবে। সারকথা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত তিন গোসলে আদায় করবে। তারপর দু' ওয়াক্ত সলাতকে একত্রে আদায় করবে। তুমি যদি এ নিয়মে করতে পারো, তাহলে তা-ই করবে। হামনাহ্ বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর শেষ নির্দেশটা আমার নিকট তোমার জন্য বেশী পছন্দনীয়।[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, হায়যের রক্ত খুবই বেশী নির্গত হলে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নেবে। আর যোহর ও 'আসরের সলাতের জন্য গোসল করে সলাত জমা করবে এবং মাগরিব ও 'ঈসার জন্য গোসল করবে সলাত জমা করবে। আর ফজরের সলাতের জন্য গোসল করে সলাত আদায় করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٢ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ أُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِيْ مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَّاحِدًا وَّتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَّاحِدًا وَّتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَّاحِدًا وَّتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৬২। আসমা বিনতু 'উমায়স রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ফাত্বিমাহ্ বিনতু আবূ হুবায়শ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এত দিন ধরে ইস্তিহাযাহ্ হচ্ছে এবং সে (এটাকে হায়য মনে করে) সলাত আদায় করছে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম *'সুব্‌হা-নাল্লা-হ'* পড়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে

---

[৫৭৪] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৮৭, আত্ তিরমিযী ১২৮, ইরওয়া ২০৫, আহমাদ ২৭৪৭৪।

বললেন, সলাত আদায় না করা তো শায়ত্বনের প্ররোচনা। সে যেন একটি গামলায় পানি ভরে ওতে বসে যায়, তারপর যখন পানি পীত রং দেখে, তখন (অন্য পানি দ্বারা) গোসল করে যুহর ও 'আস্‌রের সলাত আদায় করে। মাগরিব ও 'ইশার সলাতের জন্য এভাবে একবার গোসল করবে। আর ফাজ্‌রের জন্য পৃথক একবার গোসল করবে। এর মাঝখানে উযূ করে নিবে।[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মুস্তাহাযাহ্ মহিলার সলাত বর্জন করা শায়ত্বনের অনুসরণ করার শামিল। আর মুস্তাহাযার রং হলুদ বর্ণের হয়। আর দু' ওয়াক্ত সলাতের জন্য একটি গোসল করতে হবে। আর প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুন করে উযূ করবে। সলাত জমা করার হাদীসটি হানাফী মাযহাবের খেলাফ। তাদের নিকট সেটা জমা করা জায়িয নয়।

٥٦٣-رَوٰى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

৫৬৩। বর্ণনাকারী বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করা কঠিন হয়ে পড়লে তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক গোসলে দুই সলাত একত্রে আদায় করতে নির্দেশ দিলেন।[৫৭৬]

---

[৫৭৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৯৬, আস্ সামারুল মুস্তাত্বব ৩৫ নং পৃঃ।

[৫৭৬] **মাওকূফ।** সহীহ হাদীসের অভ্যন্তরে রয়েছে।

(٤) كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব-৪ : সলাত

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আহ্ হতে অপর জুমু'আহ্ পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আরেক রমাযান পর্যন্ত সব গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হয়, যদি কাবীরাহ্ গুনাহসমূহ বেঁচে থাকা হয়।[৫৭৭]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটির বাহ্যিক দিক হতে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে, মানুষ সলাত-সিয়াম পালন করার সাথে সাথে যদি কাবীরাহ গুনাহ হতে বাঁচতে পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সাগীরা গুনাহগুলো সলাত-সিয়ামের মাধ্যমে ক্ষমা করে দিবেন।

ইমাম নাবাবী বলছেন যে, উক্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে এই যে, সলাত-সিয়ামের মাধ্যমে সাগীরা গুনাহ ক্ষমা হয় এবং কাবীরা গুনাহের জন্য তাওবাহ্ শর্ত।

٥٦٥ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يُبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يُبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৫। উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)] হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, আচ্ছা বল তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হল পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : এখানে বর্ণিত হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে পবিত্রতা লাভের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেমনভাবে শারীরিকভাবে অপবিত্র হয় তেমনভাবে পাপের কারণে হৃদয় ও মন পংকিল হয়ে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে উক্ত পাপের মোচনকারী হিসেবে উলেখ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত পাপ দ্বারা শুধুমাত্র সগীরাহ্ গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা কাবীরাহ্ গুনাহ হতে মুক্ত হতে তাওবাহ্ করা আবশ্যক।

---

[৫৭৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৩৩।
[৫৭৮] **সহীহ :** বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭।

٥٦٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هٰذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৬। ‘আবদুল্লাহ (বিন মাস‘ঊদ) রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু দিয়েছিল। তারপর সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি বলল। এ সময়ে আল্লাহ ওয়াহী নাযিল করেন :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

“সলাত ক্বায়িম কর দিনের দু’ অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ কাজকে দূর করে দেয়”– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪)।[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত লোকটির নাম ছিল কা‘ব ইবনু ‘আম্র আল আনসারী আস সুলামাহ্। তবে কেউ কেউ বলেছেন : খেজুর বিক্রেতার নাব্হান। হাদীসে বর্ণিত “সৎ কর্মসমূহ” দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকেই বুঝানো হয়েছে।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কোন মহিলাকে চুমু দেয়া ও স্পর্শ করার কারণে কারো উপর “হাদ্দ” কার্যকর করা আবশ্যক নয়। আর কেউ এরূপ করে অনুতপ্ত হলে ও তাওবাহ্ করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

٥٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৭। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ‘হাদ্দ’যোগ্য-এর কাজ (অপরাধ) করে ফেলেছি। আমার উপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত আদায় করলেন। লোকটিও রসূলের সাথে সলাত আদায় করল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত শেষ করলে লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদ্দ-এর কাজ করেছি। আমার উপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হাদ্দ জারী করুন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সলাত আদায় করনি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (এ সলাতের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমার গুনাহ বা হাদ্দ মাফ করে দিয়েছেন।[৫৮০]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছ থেকে প্রকৃত ব্যাপারটি জানতে চাননি। কেননা তা অপরের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান সম্পর্কিত যা নিষিদ্ধ অথবা তার দোষ গোপন করার জন্য ও

---

[৫৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৫২৬, মুসলিম ২৭৬৩।

[৫৮০] **সহীহ :** বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪।

তিনি তা জানতে চাননি। ইমাম খাত্তাবী, নাব্বী ও কতিপয় ইমামের মতে, তাঁর দ্বারা কতিপয় সগীরা গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল যা সলাতের মাধ্যমেই মিটে যায়। এজন্য নাবী ﷺ তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেননি। ইমাম ইবনু হাজারের মতে, কেউ যদি তার দোষ স্বীকার করে তবে তা বিস্তারিত বর্ণনা না করে তাওবাহ্ করে, সেক্ষেত্রে শাসকের জন্য উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব নয়। বরং তা ইচ্ছাধীন।

٥٦٨ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৮। ('আবদুল্লাহ) ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ ('আমাল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (ﷺ) বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (ﷺ) বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, তিনি (ﷺ) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (ﷺ) আমাকে আরও কথা বলতেন।[৫৮১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে সর্বোত্তম 'আমাল বলতে নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায়কে বুঝানো হয়েছে। এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, সলাতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় সিদ্ধ হবে না। তবে সর্বসম্মত মত অনুসারে প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করাই সর্বোত্তম 'আমাল।

٥٦٩ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মু'মিন) বান্দা ও কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা।[৫৮২]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করে যে, সলাত বর্জন কুফরীকে অনিবার্য করে দেয়। সকল মুসলিম মনীষীর ঐকমত্যে, বিশ্বাস সহকারে কেউ সলাত বর্জন করলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে সলাত আদায় ওয়াজিব মনে করে ও অলসতাবশতঃ কেউ সলাত বর্জন করলে তার কুফরীর ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٠ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالٰى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وروى مالك وَالنَّسَائِيُّ نحوه

---

[৫৮১] **সহীহ :** বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫।

[৫৮২] **সহীহ :** মুসলিম ৮২।

৫৭০। ‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, যা আল্লাহ তা‘আলা (বান্দার জন্য) ফারয করেছেন। যে ব্যক্তি এ সলাতের জন্য ভালভাবে উযূ করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ‘ ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া‘দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া‘দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।[৫৮৩] মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এখানে সলাতকে জান্নাতে প্রবেশের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তা হতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে এবং তা উত্তমভাবে আদায়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সুফ্ইয়ান সাওরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সলাতে একাগ্রতা পোষণ করল না, তার সলাত বাতিল হয়ে গেল।

٥٧١ـ وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫৭১। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের উপর ফারয করা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় কর, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির সিয়াম (রোযা) পালন কর, আদায় কর তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৫৮৪]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হাজ্জের খুৎবায় পেশ করেছিলেন। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ তোমরা তোমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করো।

٥٧٢ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» عَنْهُ

৫৭২। ‘আম্র ইবনু শু‘আয়ব তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমার সন্তানদের বয়স সাত বছরে পৌঁছবে তখন তাদেরকে সলাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবে। আর (সলাত আদায় করার জন্য) তাদের শাস্তি দিবে যখন তারা দশ বছরে পৌঁছবে এবং তাদের ঘুমানোর স্থান পৃথক করে দিবে।[৫৮৫] শারহে সুন্নাহ-তে এভাবে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : যেহেতু সাত বছর বয়সেই বাচ্চাদের ভাল-মন্দের পার্থক্যের জ্ঞান বিকশিত হয় সেহেতু এ বয়সেই ইসলামের বিধানাবলী প্রতিপালনের নিমিত্তে অভিভাবককে তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব সচেতন করা হয়েছে। তবে এখানে প্রহার করা দ্বারা হালকা প্রহার বুঝানো হয়েছে। বেদম প্রহার নয়। এর দ্বারা শুধুমাত্র ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য। সাত বছর বয়সে নির্দেশ প্রদান করতে হবে আর ১০ বছর বয়সে প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে। সেই সাথে বিছানাও পৃথক করে দিতে হবে।

---

[৫৮৩] **সহীহ :** আহমাদ ২২৭০৪, আবূ দাউদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০।

[৫৮৪] **সহীহ :** আহমাদ ২১৬৫৭, আত্ তিরমিযী ৬১৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৬৭।

[৫৮৫] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৯৫, সহীহুল জামি‘ ৫৮৬৮, আহ্মাদ ২/১৮০ ও ১৮৭।

٥٧٣ـ وَفِيْ الْمَصَابِيْحِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ.

৫৭৩। কিন্তু মাসাবীহ-তে সাব্‌রাহ্ বিন মা'বাদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

٥٧٤ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَة

৫৭৪। বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমাদের ও তাদের (মুনাফিক্বদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হল সলাত। অতএব যে সলাত পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফ্‌রী করল (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে)।[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে সলাতকে মুসলিম ও কাফিরের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামে একমাত্র সলাতকেই সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মতে, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে সলাত বর্জনকারী কাফির। তবে সর্বসম্মতমতে সলাত বর্জনকারী কাফির হলেও মুসলিম মিল্লাতের বাইরে নয়। আল্লাহই প্রকৃত সত্য অবগত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللهِ هٰذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৫। 'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মাদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর সব রসাস্বাদন করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত, তাই আমার প্রতি এ অপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান করার তা আপনি করুন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছিলেন। তুমি নিজেও তা ঢেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে, তবে তা উত্তম হত)। বর্ণনাকারী ('আবদুল্লাহ) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তার সামনে এ আয়াত পাঠ করলেন- (অর্থ) "সলাত কায়িম কর দিনের দু' অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়, উপদেশ

[৫৮৬] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯ সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৪, আহমাদ ২২৯৩৭।

গ্রহণকারীদের জন্য এটা একটা উপদেশ"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪)। এ সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নাবী! এ হুকুম কি বিশেষভাবে তার জন্য। উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, না, বরং সকল মানুষের জন্যই।[৫৮৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন সহাবীর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন শাস্তির ভয়ের পরিমাণ কত বেশী ছিল যে, সামান্য একটু পাপের কারণে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন এবং তৎক্ষণাৎ পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

সুতরাং প্রতিটি মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর আযাবের ভয় এ রকমই থাকতে হবে।

সামান্যতম পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ্ করে নিতে হবে।

হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত আয়াত হতে এ কথা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার দয়ার সাগর শুধুমাত্র ঐ সমস্ত বান্দাগণের জন্য যারা ঈমান আনার পর নেক কাজসমূহ সম্পাদন করেন।

٥٧٦ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهٗ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَد

৫৭৬। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নাবী ﷺ বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাত আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[৫৮৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ সলাতের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে যা কোন ইহকালীন স্বার্থের জন্য নয়, বরং এক আল্লাহকে ভয় করে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আদায় করা হয়েছে। তা না হলে ফাযীলাত তো নেই, বরং কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

٥٧٧ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. رَوَاهُ أَحْمَد والْبَيْهَقِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

৫৭৭। যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।[৫৮৯]

---

[৫৮৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৬৩।

[৫৮৮] **হাসান :** আহ্মাদ ২১০৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৮৪। যদিও তার সানাদে মুযাহিম ইবনু মু'আবিয়াহ্ আয্ যব্বী নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে এরপরও মুনযিরী এর সানাদকে হাসান বলেছেন।

[৫৮৯] **হাসান সহীহ :** আহ্মাদ ২১১৮৩, আবূ দাঊদ ৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে ঐ সলাত-এর ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে যে সলাতের মধ্যে মুসল্লী স্বীয় মন ও মস্তিষ্ককে ইহকালীন যাবতীয় খেয়াল ও চিন্তা হতে মুক্ত করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্বকে দারণ করে আখিরাতের কথা স্মরণ পূর্বক পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে সলাত আদায় করে। এরূপ সলাতের প্রতিদান হবে বান্দার ধারণাতীত।

٥٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৫৭৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন সলাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে, তা ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। ক্বিয়ামাতের দিন সে কারূন, ফির'আওন, হামান ও উবাই বিন খালাফ-এর সাথে থাকবে।[৫৯০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করছে সলাতের উপর। শুধু তাই নয় বরং সলাতের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত চারজন গুরুতর অপরাধীর সাথে অবস্থান করবে।

এখানে কিছু মনীষী একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিয়েছেন যে, সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়ে যায় এবং হাদীসের মধ্যে বর্ণিত চারজন মহা অপরাধীর সাথে চির জাহান্নামী হবে। কারণ মুসলিম হয়ে সলাত ত্যাগ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি বড় মাপের প্রতারণা।

٥٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৯। 'আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীগণ সলাত ছাড়া অন্য কোন 'আমাল পরিত্যাগ করাকে কুফ্‌রী বলে মনে করতেন না।[৫৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে প্রকাশ্য দলীল রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সকলেই এক বাক্যে ফাতাওয়া দিচ্ছেন যে, অলসতাবশতঃ সলাত ত্যাগ করাও কুফ্‌রী।

তাছাড়া ইমাম ইবনু হায্‌ম বলছেন যে, অসংখ্য সহাবায়ে কিরামের পক্ষ হতে ফাতাওয়া পাওয়া গেছে যে, অলসতাবশতঃ সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির মুরতাদ।

---

[৫৯০] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ৬৫৪০, দারিমী ২৭২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩১২, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান ২৫৬৫।

[৫৯১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৫।

٥٨٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

৫৮০। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়, (২) ইচ্ছা করে কোন ফারয সলাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফারয সলাত ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে, (৩) মদ পান করবে না। কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।[৫৯২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস মানবজাতিকে এ শিক্ষা প্রদান করে যে, শির্ক যেহেতু মানব বিবেকের বিপরীত কাজ এবং সলাত ত্যাগ করা যাবতীয় নেক কাজ ত্যাগ করার শামিল এবং মদ পান যাবতীয় অন্যায়ের মূল। সেজন্য এ তিনটি কাজকে একত্রে বর্ণনা করে জানানো হলো যে, শির্ক, সলাত ত্যাগ ও মদ পান করলে মানুষ ইহ-পরকালের যাবতীয় মঙ্গল হতে বঞ্চিত থাকবে।

প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সাময়িকের জন্য শির্কী বাক্য উচ্চারণ করা যেতে পারে কিন্তু তা না করে শহীদ হতে পারলে আল্লাহর নিকট একটি বিশেষ মর্যাদা পাওয়া যাবে।

(١) بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অধ্যায়-১ : (সলাতের) সময়সমূহ

এ অধ্যায়ে সলাতের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সময় বলতে যে সময়কে আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সময়কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফারয।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০৩)

সলাতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সলাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الرَّجُلُ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ

---

[৫৯২] **হাসান লিগায়রিহী :** ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৭। যদিও এর যানাদে শাহর ইবনু হাওশাব দুর্বল রাবী রয়েছে কিন্তু তার শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে ঐ সলাত-এর ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে যে সলাতের মধ্যে মুসল্লী স্বীয় মন ও মস্তিষ্ককে ইহকালীন যাবতীয় খেয়াল ও চিন্তা হতে মুক্ত করে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্বকে দারণ করে আখিরাতের কথা স্মরণ পূর্বক পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে সলাত আদায় করে। এরূপ সলাতের প্রতিদান হবে বান্দার ধারণাতীত।

٥٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৫৭৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন সলাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে, তা ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযাত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। ক্বিয়ামাতের দিন সে কারূন, ফির'আওন, হামান ও উবাই বিন খালাফ-এর সাথে থাকবে।[৫৯০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করছে সলাতের উপর। শুধু তাই নয় বরং সলাতের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত চারজন গুরুতর অপরাধীর সাথে অবস্থান করবে।

এখানে কিছু মনীষী একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিয়েছেন যে, সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়ে যায় এবং হাদীসের মধ্যে বর্ণিত চারজন মহা অপরাধীর সাথে চির জাহান্নামী হবে। কারণ মুসলিম হয়ে সলাত ত্যাগ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি বড় মাপের প্রতারণা।

٥٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৯। 'আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীগণ সলাত ছাড়া অন্য কোন 'আমাল পরিত্যাগ করাকে কুফ্‌রী বলে মনে করতেন না।[৫৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে প্রকাশ্য দলীল রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সকলেই এক বাক্যে ফাতাওয়া দিচ্ছেন যে, অলসতাবশতঃ সলাত ত্যাগ করাও কুফ্‌রী।

তাছাড়া ইমাম ইবনু হায্‌ম বলছেন যে, অসংখ্য সহাবায়ে কিরামের পক্ষ হতে ফাতাওয়া পাওয়া গেছে যে, অলসতাবশতঃ সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির মুরতাদ।

---

[৫৯০] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ৬৫৪০, দারিমী ২৭২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩১২, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান ২৫৬৫।

[৫৯১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৫।

٥٨٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

৫৮০। আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়, (২) ইচ্ছা করে কোন ফার্‌য সলাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফার্‌য সলাত ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে, (৩) মদ পান করবে না। কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।[৫৯২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস মানবজাতিকে এ শিক্ষা প্রদান করে যে, শির্‌ক যেহেতু মানব বিবেকের বিপরীত কাজ এবং সলাত ত্যাগ করা যাবতীয় নেক কাজ ত্যাগ করার শামিল এবং মদ পান যাবতীয় অন্যায়ের মূল। সেজন্য এ তিনটি কাজকে একত্রে বর্ণনা করে জানানো হলো যে, শির্‌ক, সলাত ত্যাগ ও মদ পান করলে মানুষ ইহ-পরকালের যাবতীয় মঙ্গল হতে বঞ্চিত থাকবে।

প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সাময়িকের জন্য শির্‌কী বাক্য উচ্চারণ করা যেতে পারে কিন্তু তা না করে শহীদ হতে পারলে আল্লাহর নিকট একটি বিশেষ মর্যাদা পাওয়া যাবে।

(١) بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অধ্যায়-১ : (সলাতের) সময়সমূহ

এ অধ্যায়ে সলাতের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সময় বলতে যে সময়কে আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সময়কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফার্‌য।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০৩)

সলাতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সলাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الرَّجُلُ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ

[৫৯২] **হাসান লিগায়রিহী :** ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৭। যদিও এর যানাদে শাহর ইবনু হাওশাব দুর্বল রাবী রয়েছে কিন্তু তার শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সূর্য ঢলে পড়ার সাথে যুহরের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তখন 'আস্‌রের সলাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। 'আস্‌রের সলাতের ওয়াক্ত যুহরের সলাতের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হলদে রং ধারণ না করে এবং সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমা মিশে যাবার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত থাকে। আর 'ইশার সলাতের ওয়াক্ত মাগরিবের সলাতের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফাজ্‌রের সলাতের ওয়াক্ত ফাজ্‌র অর্থাৎ সুবহে সাদিকের উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতঃপর সূর্যোদয় হতে শুরু করলে সলাত হতে বিরত থাকবে। কেননা সূর্যোদয় হয় শায়ত্বনের দু' শিং-এর মধ্য দিয়ে।[৫৯৩]

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়গুলো পরিস্কার ভাষা ও শব্দ দিয়ে উম্মাতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে যে, ঠিক দুপুর বেলায় যখন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর পৌঁছে যাওয়ার পর পশ্চিম দিকে গড়তে আরম্ভ করে ঠিক তখন যুহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায় এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের সময় থাকে। ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পরপর যুহরের সময় সমাপ্ত হয়ে যায় এবং 'আস্‌রের সময় আরম্ভ হয়ে যায়। দু' সলাত যেমন একই সময়ের মধ্যে একত্রিত হয় না তেমনি দু' সলাতের মাঝখানে কিছু সময় ফাঁকাও থাকে না যে, এটা যোহরেরও নয় আবার 'আসরের নয়। বরং এক সলাতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় সলাতের সময় আরম্ভ হয়ে যায়।

'আসরের সময় আরম্ভ প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পর পরই এবং উজ্জ্বল সাদা চক্‌চকে সূর্য লালে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে। কিন্তু এটা হলো 'আস্‌রের উত্তম ও আল্লাহর পছন্দনীয় সময়।

কারণ অন্য হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, সূর্য ডুবতে আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এক রাক্'আতও পড়তে পারে 'আস্‌রের তাহলে তার 'আস্‌র সলাত 'আস্‌রের সময়েই আদায় হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এ হাদীস সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

ইমাম নাবাবী বলেন, 'আস্‌রের সময় সূর্য ডুবতে আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে এ কথায় সমস্ত মাযহাবের সকল ইমাম ও মুহাদ্দিস একমত। আর মাগরিবের সময় আরম্ভ হয় সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পরই এবং তা চালু থাকে পশ্চিম গগণে সূর্যের লাল আভা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত।

তারপর 'ইশার সময় লাল আভা গায়েব হওয়ার পর থেকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। অবশ্য এটা পছন্দনীয় ও উত্তম সময়। কারণ অন্য হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফাজ্‌রের আযানের আগ পর্যন্ত 'ইশা পড়ে নিতে পারলে তা সঠিক সময়ে আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

তারপর ফাজ্‌র-এর সময় আরম্ভ হয় সুবহ সাদেক উদিত হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদিত হতে আরম্ভ হলে তা' শেষ হয়।

---

[৫৯৩] **সহীহ :** মুসলিম ৬১২।

সূর্য উদিত হওয়ার সময় যে কোন সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ সে সময় ইবলীস সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় আর সূর্যের পূজারীগণ সূর্যের পূজা আরম্ভ করলে ইবলীস এ কথা ভেবে নেয় যে, এরা আমার পূজা করছে। এতে সে মনে মনে আনন্দিত হয়। মু'মিন ব্যক্তিকে মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন রসূল ।

٥٨٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهٗ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهٗ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهٗ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهٗ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهٗ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهٗ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ أَمَرَهٗ فَأَبْرِدْ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮২। বুরায়দাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ -এর নিকট সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, আমাদের সাথে এ দু' দিন সলাত আদায় কর। প্রথমদিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলাল -কে হুকুম দিলেন আযান দিতে। বিলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে বিলাল যুহরের সলাতের ইক্বামাত দিলেন। অতঃপর ('আস্‌রের সময়) তিনি বিলাল -কে নির্দেশ দিলে তিনি 'আস্‌রের সলাতের ইক্বামাত দিলেন। তখনও সূর্য বেশ উঁচুতে ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর তিনি () বিলাল -কে নির্দেশ দিলে তিনি মাগরিবের ইক্বামাত দিলেন। তখন সূর্য দেখা যাচ্ছে না। এরপর বিলাল -কে নির্দেশ দিলে তিনি 'ইশার সলাতের ইক্বামাত দিলেন, যখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হল। তারপর তিনি () বিলাল -কে নির্দেশ দিলে তিনি ফাজ্‌রের সলাতের ইক্বামাত দিলেন। তখন উষা (সুবহে সাদিক) দেখা দিয়েছে। যখন দ্বিতীয় দিন এলো তিনি () বিলাল -কে নির্দেশ দিলেন, যুহরের সলাত ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেরী করতে। বিলাল দেরী করলেন। রোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর 'আস্‌রের সলাত আদায় করলেন। সূর্য তখন উঁচুতে অবস্থিত, কিন্তু সলাতে পূর্বের দিনের চেয়ে বেশী দেরী করলেন। মাগরিবের সলাত আদায় করলেন লালিমা অদৃশ্য হবার কিছুক্ষণ আগে। আর এ দিন 'ইশার সলাত আদায় করলেন রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হবার পর। অতঃপর ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন বেশ পরিষ্কার হওয়ার পর। সবশেষে তিনি () বললেন, সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য সলাত আদায় করার ওয়াক্ত হল, তোমরা যা (দু' সীমা) দেখলে তার মধ্যস্থলে।[৫৯৪]

---

[৫৯৪] **সহীহ :** মুসলিম ৬১৩।

ব্যাখ্যা : এটা সলাতের সময় সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিতীয় হাদীস একটি হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা ও পরিপূরক। এ হাদীসে বলা হয়েছে একজন সহাবী দূর হতে আগমন করে সলাতের সময় সম্পর্কে রসূলের নিকট আবেদন করলে রসূল ﷺ বললেন, দু'দিন আমাদের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করে সময়গুলো ঠিক মতো বুঝে নাও। মৌখিক শুনে ঠিক মতো বুঝতে নিতে নাও পার।

যা হোক প্রথম দিন সূর্য নিরক্ষরেখা থেকে পশ্চিম দিকে গড়ানোর সাথে সাথে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রসূল আদেশ দিলেন যুহরের জন্য আযান দিতে। আযান হলো, সুন্নাতের জন্য কিছুক্ষণ বিরতি দেয়ার পর ইক্বামাতের জন্য আদেশ দিলেন। যুহর আদায় করলেন। 'আস্‌রের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পর পরই আযানের জন্য আদেশ হলো। আযান হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা তারপর 'আসর আদায় করলেন। 'আস্‌রের সলাতের পর সূর্য ছিল উজ্জ্বল সাদা চক্‌চকে তাতে লালিমার লেশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়নি।

তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পরই আযান, অতঃপর ইক্বামাত ও মাগরিব আদায় করলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন সূর্যের লাল আভা মুছে গেল তখন 'ইশার জন্য আযান হলো কিছুক্ষণ বিরতি দেয়ার পর 'ইশা আদায় করলেন। নিদ্রা যাওয়ার পর সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে ফাজ্‌রের আযান দেয়া হলো। কিছুক্ষণ বিরতি দেয়ার পর গালাসের মধ্যে অর্থাৎ- ভোরের অন্ধকারের মধ্যে ফাজ্‌র পড়লেন।

দ্বিতীয় দিনের সকাল হলো তারপর দুপুর হলো তো রসূল বিলাল আদেশ দিলেন, আজ বিলম্ব করো। দুপুরের গরম কম হোক। যুহরে লাস্ট সময়টি কাছাকাছি হোক। তাই হলো এদিন যুহরকে তার লাস্ট সময়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সূর্য সাদা উজ্জ্বল থাকা অবস্থায় যখন কোন জিনিসের ছায়া তার ডবল হলো তখন আযান কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইক্বামাত ও 'আস্‌র আদায় করলেন।

তারপর অপেক্ষা করলেন সূর্য অস্তমিত হলো কিন্তু এ দিন সাথে সাথে নয় বিলম্ব করতে বললেন। লাল আভা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে মাগরিবের আযান ও ইক্বামাত তারপর সলাত এমনভাবে আদায় করলেন যে, মাগরিবের সলাত শেষের পর পরই সূর্যের লাল আভা গায়েব হয়ে গেল। অর্থাৎ- দ্বিতীয় দিন মাগরিব তার শেষ সময়ে পড়া হলো। মাগরিবের পর পরই আজ 'ইশার সময় আরম্ভ হয়ে গেল কিন্তু আজ দ্বিতীয় দিন 'ইশা বিলম্ব করলেন এবং রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পার করার পর 'ইশার সলাত আদায় করলেন।

নিদ্রা যাওয়ার পর সুবহ সাদিক হলো, কিন্তু আজ গালাস তথা ভোরের অন্ধকারে নয় কিছুক্ষণ বিলম্ব করে যখন একটু আলো হলো তখন ফাজ্‌র আদায় করলেন।

অতঃপর উক্ত সহাবী বললেন, প্রথম দিনের সলাতগুলো আরম্ভ এবং দ্বিতীয় দিনে সলাতগুলো শেষ এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়টি তোমাদের সলাতের সময়। কিন্তু এখানে রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এটা হলো সলাতের উত্তম ও আল্লাহর নিকট পছন্দীয় সময়।

কারণ রসূল ﷺ-এর অন্যান্য বাণীর ও 'আমালের মাধ্যমে জানা যায় যে, যুহর আরো একটু বিলম্ব করা যায় এবং 'আস্‌র সূর্য ডোবা পর্যন্ত এবং 'ইশা সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মতে সুবহ সাদিকে আগ পর্যন্ত পড়তে পারলে 'ইশা তার সঠিক সময়ে পড়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَهٗ وَصَلّٰى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫৮৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জিবরীল আমীন খানায়ে ক্বা'বার কাছে দু'বার আমার সলাতে ইমামাত করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যুহরের সলাত আদায় করালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। আর ছায়া ছিল জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। 'আস্‌রের সলাত আদায় করালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হল। মাগরিবের সলাত আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) ইফত্বার করে। 'ইশার সলাত আদায় করালেন যখন 'শাফাক্ব অস্ত হল। ফাজ্‌রের সলাত আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়। দ্বিতীয় দিন যখন এলো তিনি আমাকে যুহরের সলাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। 'আস্‌রের সলাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের সলাত আদায় করালেন, সায়িমগণ (রোযাদাররা) যখন ইফত্বার করে। 'ইশার সলাত আদায় করালেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফাজ্‌র আদায় করালেন তখন বেশ ফর্সা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার পূর্বেকার নাবীগণের সলাতের ওয়াক্ত। এ দুই সময়ের মধ্যে সলাতের ওয়াক্ত।[৫৯৫]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের ভিতর বলা হয়েছে যে, মি'রাজ হলো রাত্রে, ফার্‌য সলাত নিয়ে আসলেন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কায়। দিন আরম্ভ হলো। ঠিক দুপুর বেলায় আল্লাহর নির্দেশক্রমে জিবরীল আমীন 'আলায়হিস্ সালাম পৌছিলেন রসূলের নিকট। সলাত আদায় করার পদ্ধতি ও সলাতের সময়গুলো বুঝিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

সুতরাং কা'বাহ্ গৃহের নিকট জিবরীল আমীন 'আলায়হিস্ সালাম রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিয়ে পরপর দু'দিন পাঁচ পাঁচ ওয়াক্তের সলাত আদায় করলেন। উদ্দেশ্য ছিল সলাতের সময় কখন আরম্ভ হয় ও কখন শেষ হয় তা হাতে কলমে বুঝানো।

সুতরাং প্রথম দিন যখন সূর্য নিরক্ষরেখা হতে খুব সামান্য পরিমাণ পশ্চিম দিকে গড়ল এবং কোন জিনিসের ছায়া তার পূর্ব দিকে জুতার ফিতা অর্থাৎ- খুব সামান্য পরিমাণ দেখা দিলো তখন যুহর পড়লেন। উল্লেখ্য যে, সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ার পর কোন বস্তুর ছায়া যতটুকু পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তা ছিল ঐ

[৫৯৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৯৩, আত্ তিরমিযী ১৪৯, সহীহুল জামি' ১৪০২।

ঋতুতে এবং মাক্কাহ্ নগরীতে খুব সামান্য পরিমাণে। মনে রাখার দরকার যে, এ ছায়াটি ঋতুভেদে এবং দেশভেদে কম বেশী হয়। অর্থাৎ- যে দেশগুলো নিরক্ষরেখার ঠিক সোজাসুজিতে আছে সে দেশগুলোতে এ ছায়াটি খুব কম পরিমাণে দেখা দেয় এবং যে দেশগুলো নিরক্ষরেখা হতে উত্তর দিকে দূরে আছে সে দেশগুলোতে এ ছায়াটি বেশী পরিমাণে দেখা দিবে।

অতঃপর যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলো তখন 'আস্‌র পড়লেন।

উল্লেখ্য যে, কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই 'আস্‌রের সময় আরম্ভ হয়ে যায় এটাই হচ্ছে ফাতাওয়া ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম হাসান ও ইমাম যুফার-এর। তাছাড়া হানাফী মাযহাবের গণ্যমান্য 'আলিম ইমাম তাহাবীর ও ফাতাওয়া এটাই। তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম হাসান স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার কাছ হতে একটি উক্তি বা ফাতাওয়া বর্ণনা করেছেন যে, কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই 'আস্‌রের সময় শুরু হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফার এ ফাতাওয়া হানাফী মাযহাবের সাধারণ কিতাবের মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া হুবহু এ ফাতাওয়াটি ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ হতে বর্ণনা করেছেন "আল মাবসুত" নামক কিতাবের মধ্যে। কিন্তু জনসাধারণের মাঝে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার যে ফাতাওয়া প্রসিদ্ধ আছে তা হচ্ছে এই যে, কোন জিনিসের ছায়া ডবল হওয়ার পর 'আস্‌রের সময় শুরু হয়। হানাফী মাযহাবের একজন বড় 'আলিম মাওলানা 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী সাহেব স্বীয় কিতাব "আত্ তা'লীকুল মুমাজ্জাদ"-এর মধ্যে বলেছেন যে, ইনসাফের কথা হচ্ছে এই যে, ছায়া সমপরিমাণের হাদীসগুলো স্বীয় অর্থ প্রকাশের দিক দিয়ে পরিষ্কার ও সানাদগত দিক দিয়ে সহীহ এবং ছায়া ডবলের হাদীসগুলোতে এ কথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, ছায়া ডবল না হলে 'আস্‌রের সময় আরম্ভ হয় না। যারা ছায়া ডবলের কথা বলেছেন তারা হাদীসের মধ্যে ইজতিহাদ করে মাসআলাহ্ বের করেছেন। এ ইজতিহাদী মাসআলাহ্ ঐ পরিষ্কার হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না যে হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ছায়া সমপরিমাণ হলে 'আস্‌র সময় আরম্ভ হয়ে যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হলো প্রথম দিনের 'আস্‌রের সময়ের কথা। এখন আরম্ভ হচ্ছে প্রথম দিনের মাগরিবের সময়। তো প্রথম দিন সূর্য পরিপূর্ণরূপে অস্তমিত হওয়ার পর পরই মাগরিব পড়লেন জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম রসূল সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে সাথে নিয়ে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পশ্চিম গগণে সূর্যের লাল আভা গায়েব হওয়ার পর পরই আদায় করলেন 'ইশা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সুবহ সাদিক উদিত হওয়ার পর পরই পড়লেন ফাজ্‌র। এ হল ২৪ ঘণ্টার পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়ের বিবরণ।

তারপর দ্বিতীয় দিন দুপুর হলো সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ে গেল কিন্তু তৎক্ষণাৎ যুহর আরম্ভ করলেন না। কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার কাছাকাছি হলো তখন যুহর শুরু করলেন এবং ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে যুহর শেষ করলেন। এতে করে যুহরের জামা'আত ও যুহরের সময় দু'টি একই সাথে সমাপ্ত হলো।

উল্লেখ্য যে, পরপর দু'দিন সলাত আদায় করে দেখানোর উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, একটি সলাতের সময় আরম্ভ হচ্ছে কখন আর তা বুঝালেন প্রথম দিনে এবং ঐ সলাতটির সময় শেষ হচ্ছে কখন আর সেটা বুঝালেন দ্বিতীয় দিনে। তাছাড়া এর সাথে এ কথাও বুঝিয়ে দিলেন যে, যুহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে

সাথে শুরু হয় 'আস্‌রের সময় এবং এ দু' সলাতের মাঝে সময়ের কোন গ্যাপও নেই এবং এ দু' সলাত একই সময়ের মধ্যে একত্রিতও হয় না।

এ হলো দ্বিতীয় দিনের যুহরের সময়ের আলোচনা। দ্বিতীয় দিন যুহর সলাতের সালাম ফিরানোর পর পরই শুরু হয়ে গেল 'আস্‌রের সময়। কিন্তু সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে 'আস্‌রের সলাত আরম্ভ করলেন না, কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। যখন কোন জিনিসের ছায়া ডবল হলো তখন 'আস্‌র পড়লেন।

আর মাগরিব পড়লেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই এবং 'ইশা পড়লেন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর। ফাজ্‌র পড়লেন বিলম্ব করে, আলো হওয়ার পর।

এভাবে দু'দিন সলাত আদায় করার পর জীবরীল আলায়হিস্ সালাম রসূল ﷺ-কে বললেন, এ হলো পূর্বেকার নাবীগণের সলাতের সময়। অর্থাৎ- পূর্বেকার নাবীগণের সলাতের সময়ের মধ্যে এ রকমই প্রশস্ততা ছিল যেমন আপনার সলাতের সময়সমূহের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٤ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪। ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) একদিন 'আস্‌রের সলাত দেরীতে পড়ালেন। 'উরওয়াহ্ (ইবনু যুবায়র) (রহঃ) খলীফাকে বললেন, সাবধান! জিবরীল নাযিল হয়েছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাত আদায় করিয়েছিলেন (ইমামাত করেছিলেন)। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয বললেন, দেখ 'উরওয়াহ্! তুমি কী বলছ? উত্তরে 'উরওয়াহ্ বললেন, আমি বাশীর ইবনু আবী মাস'ঊদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। জিবরীল আলায়হিস্ সালাম অবতীর্ণ হলেন। আমার ইমামাত করলেন। আমি তার সাথে সলাত (যুহর) আদায় করলাম। তারপর তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম ('আস্‌র)। আবার তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম (মাগরিব)। এরপর তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম ('ইশা)। অতঃপর তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম (ফাজ্‌র)। এ সময় তিনি (ﷺ) নিজের আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত হিসাব করছিলেন।[৫৯৬]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত এ হাদীসের মধ্যে 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর একদিনের 'আসরের সলাত আদায়ে বিলম্ব করার এবং 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবাযর-এর তাঁকে সলাতের সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ উপদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) কোন একদিন মিম্বারে বসে মুসলিম প্রজাদেরকে কিছু নাসীহাত করতে করতে 'আস্‌রের আওয়াল ওয়াক্ত পার করে দিয়েছিলেন। মাসজিদে উপস্থিত ছিলেন সহাবী 'উরওয়াহ্

---

[৫৯৬] **সহীহ :** বুখারী ৩২২, মুসলিম ৬১০।

ইবনু যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। সহাবী সাথে সাথে উপদেশ দিলেন যে, আপনি উত্তম কাজে ব্যস্ত আছেন ঠিকই। কিন্তু 'আস্‌রের আওওয়াল ওয়াক্ত পার করে দেয়া উচিত নয়। কারণ শুধু সলাতের সময়টি বুঝানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন স্বয়ং জিবরীল আমীন (আলায়হিস্ সালাম)-কে রসূলের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং সলাত আওয়াল ওয়াক্তেই পড়ে নিতে হবে।

٥٨٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهٗ كَتَبَ إِلٰى عُمَّالِهٖ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اَنْ كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلٰى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهٗ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهٗ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهٗ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهٗ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. رَوَاهُ مَالِك

৫৮৫। খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তার শাসনকর্তাদের কাছে লিখলেন, আমার কাছে আপনাদের সকল কাজের মধ্যে সলাতই হল সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। যে এর যথাযথ হিফাযাত করেছে ও তা রক্ষা করেছে, সে তার দীনকে রক্ষা করেছে। আর যে তা বিনষ্ট করেছে সে তা ছাড়া অপরগুলোর পক্ষে আরো বেশী বিনষ্টকারী প্রমাণিত হবে। অতঃপর তিনি লিখলেন, যুহরের সলাত আদায় করবে ছায়া এক বাহু ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে ছায়া এক মিসাল হওয়া পর্যন্ত (ছায়া আসলী বাদ দিয়ে)। সূর্য উপরে পরিষ্কার সাদা থাকা অবস্থায় 'আসরের সলাত আদায় করবে, যাতে একজন আরোহী সূর্য অদৃশ্য হবার পূর্বেই দু' বা তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। মাগরিবের সলাত আদায় করবে সূর্য অস্ত যাবার পরপর। 'ইশার সলাত আদায় করবে 'শাফাক্ব' দূর হয়ে যাবার পর থেকে শুরু করে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তার চোখ না ঘুমাক যে এর আগে ঘুমাবে (তিনবার বললেন)। অতঃপর ফাজ্‌রের সলাত আদায় করবে যখন তারাসমূহ পরিষ্কার হয় ও চকমক করে।[৫৯৭]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সরকারী পদের অধিকারী স্বীয় গভর্নরগণকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের ঈমান ও দীন-ধর্ম নির্ভর করছে সলাতের উপর। তার সাথে সাথে একটি বড়ই সূক্ষ্ম বিষয় তাদেরকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সলাতগুলো নির্ভর করছে সলাতের নির্ধারিত সময়গুলো খেয়াল রাখার উপর। বুঝাতে চাইলেন যে, কোন মুসলিম যতই বেশী সলাত আদায় করুক না কেন যদি সে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা সলাতের সময়গুলো উপেক্ষা করে তাহলে তার সলাত তিল পরিমাণও তার কোন উপকার করতে পারবে না। সাথে সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়গুলো লিখিতভাবে তাদের বুঝিয়ে দিলেন। মানুষের ছায়া তার এক হাত পরিমাণ হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে তার শরীরের সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের সলাত। উল্লেখ্য যে, এটা ঐ ঋতুর জন্য যে ঋতুতে এবং সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ানোর সাথে সাথে জিনিসের ছায়া বেশী পরিমাণে দেখা দেয়।

আর সূর্য আকাশের মধ্যে উপরের দিকে সাদা উজ্জ্বল ও চক্‌চকে থাকা অবস্থায় 'আসর পড়ে নিতে হবে যেন 'আস্‌র সলাত পড়ার পর একটি সাওয়ারী সূর্য ডোবার পূর্বে শীতকালে ছয় মাইল ও গ্রীষ্মকালে নয়

[৫৯৭] **য'ঈফ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৬। কারণ রাবী নাফি' 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাননি। তাই এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে যা হাদীস দুর্বল হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

Contents

মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। এবং সূর্য পূর্ণরূপে অস্ত যাওয়ার পর মাগরিব আদায় করবে। এবং 'ইশার সলাত আদায় করবে সূর্যের লাল আভা মুছে যাওয়ার পর থেকে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বদদু'আ স্বরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন যে, যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত আদায় না করে নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যেন তাকে শান্তির ঘুম দান না করেন।

٥٨٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫৮৬। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমকালে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুহরের সলাতের (ছায়ার পরিমাণ) ছিল তিন হতে পাঁচ ক্বদম, আর শীতকালে পাঁচ হতে সাত ক্বদম।[৫৯৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শুধুমাত্র যুহরের সময়টি বুঝাতে চেয়েছেন। একটি কথা একেকজন সহাবী একেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গ্রীষ্মকালে যুহরের সলাত আদায় করতেন সূর্য পশ্চিম দিকে চলে যাওয়ার পর হতে একজন মানুষের ছায়া তার তিন পা সমান হওয়া পর্যন্ত। আবার কখনো আবহাওয়া খুব গরম হওয়ার কারণে সময়টি একটু ঠাণ্ডা করার উদ্দেশে যুহরকে আরো একটু বিলম্ব করতেন তখন দেখা যেত যে, মানুষের ছায়া তার পাঁচ কদম বা তার পাঁচ পা সমান হয়ে গেছে।

আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শীতকালে যুহর পড়তেন সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ার পর হতে একজন মানুষের ছায়া পাঁচ থেকে সাত কদম হওয়া পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, মানুষের সাত কদম তার হাতের প্রায় সাড়ে তিন হাত পরিমাণ হবে। তার অর্থ দাঁড়ায় প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সম পরিমাণ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, ছায়া ঋতুভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে এ কথাটি সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার।

(٢) بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلَوَاتِ

অধ্যায়-২ : প্রথম ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সলাত আদায়

এ অধ্যায়ে তাড়াতাড়ি সলাত আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সলাত বলতে ফার্য সলাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মূলনীতি হল ফার্য সলাতকে প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহর মাগফিরাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৩৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কল্যাণের কাজে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও।"

(সূরাহ্ আল্ বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৮)

তবে বিশেষ কল্যাণের কারণে শারী'আত প্রণেতা যে সলাতকে দেরী করে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা দেরী করে আদায় করাই উত্তম। যেমন, 'ইশার সলাত এবং প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সলাত।

---

[৫৯৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০০, নাসায়ী ৫০৩।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٧- عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৭। সাইয়্যার ইবনু সালামাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার আব্বা আবূ বারযাহ্ আল আসলামী (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমার আব্বা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফারয সলাত কিভাবে আদায় করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, যুহরের সলাত– যে সলাতকে তোমরা প্রথম সলাত বল, সূর্য ঢলে পড়লেই পড়তেন। 'আস্‌রের সলাত আদায় করতেন এমন সময়, যার পর আমাদের কেউ মাদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরতে পারতেন, অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকত। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের সলাত সম্পর্কে কী বলেছেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর 'ইশার সলাত, যাকে তোমরা 'আতামাহ্' বল, তিনি (ﷺ) দেরী করে পড়তেই ভালবাসেন এবং 'ইশার সলাতের আগে ঘুম যাওয়া বা সলাতের পরে কথা বলাকে পছন্দ করতেন না। তিনি (ﷺ) ফাজ্‌রের সলাত শেষ করতেন, যখন কেউ নিজের সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত এবং এ সময় ষাট হতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[৫৯৯] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (ﷺ) 'ইশার সলাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেও দ্বিধা করতেন না এবং 'ইশার সলাতের আগে ঘুম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।[৬০০]

ব্যাখ্যা : তাবি'ঈ সহাবীর কাছে জানতে চাইছেন, ফারয সলাতগুলোর মধ্য হতে কোন সলাতটি কোন সময় রসূল ﷺ পড়তেন। তিনি উত্তর দিচ্ছেন যে, রসূল ﷺ যুহর পড়তেন ঠিক ঐ সময় যখন সূর্য মাথার উপর পৌঁছার পর পশ্চিম দিকে গড়তে আরম্ভ করত।

তারপর রসূল ﷺ 'আস্‌র পড়তেন এমন সময় যে, তাঁর পিছনে 'আস্‌র পড়ার পর একজন সহাবী মাদীনার শেষ সীমানায় তার নিজ বাড়ী ফিরে যাওয়ার পর সূর্য উজ্জ্বল সাদা চক্‌চকে থাকত। সহাবীর উপরোক্ত উক্তি প্রমাণ করে যে, একটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার সাথে সাথে 'আসর পড়া হয়েছিল।

---

[৫৯৯] **সহীহ :** বুখারী ৫৪৭, মুসলিম ৬৪৭।

[৬০০] **সহীহ :** বুখারী ৫৪১।

সহাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'ইশার সলাতটি রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করাটি পছন্দ করতেন এবং 'ইশার সলাত পড়ার পর গল্প-গুজব করাটি পছন্দ করতেন না। কারণ তাহাজ্জুদ ও ফাজ্‌র নষ্ট হওয়া আশংকা থাকে।

রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন ফাজ্‌রের সলাত হতে সালাম ফিরাতেন তখন একজন মুসল্লী তার পাশে বসে থাকা সাথীকে চিনতে পারত।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌র গালাস অর্থাৎ- ভোরের অন্ধকারে শুরু করেছিলেন। কারণ রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বড়ই ধীরস্থিরভাবে ৬০-১০০ আয়াত পর্যন্ত ফাজ্‌র সলাতে তিলাওয়াত করতেন।

٥٨٨-وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দুপুর ঢলে গেলে যুহরের সলাত আদায় করতেন। 'আস্‌রের সলাত আদায় করতেন, তখনও সূর্যের দীপ্তি থাকত। মাগরিবের সলাত আদায় করতেন সূর্য অস্ত যেতেই। আর 'ইশার সলাত, যখন লোক অনেক হত এবং তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর লোকজন কম হলে দেরী করতেন এবং অন্ধকার থাকতে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন।[৬০১]

ব্যাখ্যা : একজন তাবি'ঈ সহাবী জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাতের সময়গুলো জানতে চাইলেন। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) জানালেন যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যোহর পড়তেন দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাবার সাথেই। আর 'আস্‌র পড়তেন ঐ সময় যখন সূর্য উজ্জ্বল সাদা চক্‌চকে থাকত।

মাগরিব সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পরই। আর 'ইশার সলাতটি আদায় করার ব্যাপারে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের উপস্থিতির কথাটি খেয়াল রাখতেন। তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলে আও্‌ওয়াল ওয়াক্তে আর বিলম্বে উপস্থিত হলে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিলম্ব করতেন। কারণ 'ইশা বিলম্ব করে পড়লে সাওয়াব বেশী। আর রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌র শুরু করতেন গালাসে অর্থাৎ- ভোরের অন্ধকারে।

٥٨٩-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ولفظه للبخاری

৫৮৯। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে যুহরের সলাত আদায় করতাম, তখন গরম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সাজদাহ্‌ করতাম।[৬০২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বুঝা যায় যে, সূর্যের তাপমাত্রা অত্যন্ত প্রখর না হলে সাধারণতঃ রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের সাথে যুহর সলাতটি আও্‌ওয়াল সময়ের মধ্যে পড়তেন।

---

[৬০১] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৫, মুসলিম ৬৪৬।

[৬০২] **সহীহ :** বুখারী ৫৪২, মুসলিম ৬২০; শব্দসমূহ বুখারীর।

এছাড়া মাস্‌আলাহ্ হলো এই যে, গরম, ঠাণ্ডা বা অন্য কোন সমস্যা হলে পরনের কাপড় বা অন্য কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করার অনুমতি রয়েছে।

٥٩٠-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

৫৯০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন গরমের প্রকোপ বেড়ে যাবে, ঠাণ্ডা সময়ে সলাত (যুহর) আদায় করবে।[৬০৩]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, গরম বেশী পড়লে যুহর বিলম্ব করে তার শেষ সময়ে আদায় করো। এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে বান্দাদের প্রতি দয়া ও রহমাত। প্রচণ্ড গরমে যুহর বিলম্ব করা উত্তম। উল্লেখ্য যে, প্রচণ্ড গরম না পড়লে যুহর বিলম্ব করা যাবে না।

٥٩١-وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ فَاَشَدَّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا

৫৯১। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, যুহরের সলাত ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করবে। (অর্থাৎ আবূ হুরায়রার বর্ণনায় بِالصَّلَاةِ শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর আবূ সা'ঈদের বর্ণনায় بِالظُّهْرِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) কারণ গরমের প্রকোপ জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম আপন প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল, হে আমার আল্লাহ! (গরমের তীব্রতায়) আমার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার। এক নিঃশ্বাস শীতকালে, আর এক নিঃশ্বাস গরমকালে। এজন্যই তোমরা গরমকালে তাপের তীব্রতা বেশী পাও। আর শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা বেশী।[৬০৪]

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা গরমের যে প্রচণ্ডতা অনুভব কর তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই। আর শীতের তীব্রতা যা পাও তা জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের কারণেই।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় দু' ধরনের আলোচনা রয়েছে। (১) জাহান্নামের শ্বাস প্রশ্বাস বলতে কী বুঝায়? (২) যুহর বিলম্ব করা প্রচণ্ড গরমের কারণে।

(১) জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাস তার আসল ও প্রকৃত অর্থে আছে।

কিছু 'আলিম বলেন যে, প্রকৃত অর্থে নেই বরং রূপক অর্থে আছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটি যথাযথ। ইমাম নাব্বীও প্রথম উক্তিটি সমর্থন করেছেন। কিন্তু এখানে একটি আপত্তি ও প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পৃথিবীর উপর গরমটি তো কম-বেশী হয় সূর্যের নিকট ও দূরে হওয়ার কারণে। তাহলে পৃথিবীর গরমটি সূর্যের কারণে হলো জাহান্নামের কারণে নয়। উত্তর হলো এই যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সূর্যের ও জাহান্নামের মাঝে একটি সূক্ষ্ম সংযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছেন। যে সংযোগের মাধ্যমে সূর্য জাহান্নাম

---

[৬০৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৭, মুসলিম ৬১৫।

[৬০৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৭-৫৩৮, মুসলিম ৬১৫।

থেকে তাপ সংগ্রহ করে পৃথিবীর বুকে ছাড়ছে। আমরা মানুষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সূর্য। আর উপলব্ধি করছি সূর্যের তাপ। প্রকৃতপক্ষে যে তাপটি আমরা অনুভব করি তা হচ্ছে জাহান্নামের তাপ। আর সূর্য ঐ তাপটি আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া জন্য একটি যন্ত্র মাত্র।

মাঝখানে আর একটি কথা, সেটা জাহান্নামের অভিযোগ করা আল্লাহর নিকট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর নিকট জড় পদার্থ নামের কোন জিনিস নেই। জড় ও জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় পদার্থকে বাকশক্তি দান করতে কোন সময় লাগে না তাঁর নিকট। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মিম্বারটি ছিল শুকনো একটি খেজুর গাছের কাণ্ড শুকনো কাঠ। সেটা হাঁওমাও করে কান্না আরম্ভ করেছিল। সাহাবাগণ শুনেছিলেন।

(২) প্রচণ্ড গরমের কারণে যুহর বিলম্বিত করা যায় ততটুকুই যতটুকু রসূল ﷺ করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ- কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস আছে যে, খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমরা রসূল ﷺ-এর নিকট যুহর বিলম্ব করার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু রসূল ﷺ তা গ্রহণ করেননি। উত্তর হচ্ছে এই যে, তাঁরা আরো বেশী বিলম্বিত করার জন্য আবেদন করেছেন করেছিলেন। তাঁদের আবেদন গ্রহণ করলে যুহরের সময় পার হয়ে যেত সেজন্য রসূল ﷺ তাদের আবেদন কবূল করেননি। প্রকৃত সত্য আল্লাহর নিকট।

٥٩٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের সলাত এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরের আকাশে ও উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। আর কেউ 'আওয়ালীর দিকে (মাদীনার উপকণ্ঠে) গিয়ে পুনরায় আসার পরেও সূর্য উপরেই থাকত। এসব আওয়ালীর কোন কোনটি মাদীনাহ্ হতে চার মাইল বা এর কাছাকাছি দূরত্বের ছিল।[৬০৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় 'আস্‌রের সলাত আদায় করতেন যখন সূর্যের রং স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লালিমায় পরিবর্তিত হত না। 'আস্‌রের সলাতের পরে কেউ মাদীনাহ্ থেকে সর্বোচ্চ আট মাইল এবং সর্বনিম্ন দুই বা তিন মাইল দূরে উঁচু স্থানে অবহিত কিছু গ্রামের দিকে গিয়ে গ্রামবাসীর সাথে সলাত আদায় করত, সূর্য উঁচুতে থাকতেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের সলাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। এ হাদীসের শেষ অংশটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা বলে প্রতীয়মান হলেও মূলত এ বাক্যাংশটি যুহরীর কথা। প্রমাণ হয় যে, 'আসরের সলাতের পরে দু' কিংবা তিন মাইল পথ হেঁটে অতিক্রম করা তখনই সম্ভব যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই 'আস্‌রের সলাত আদায় করা হবে। ইমাম নাবাবী বলেন, শুধু দীর্ঘদিনগুলোতেই এমনটা সম্ভব। আর এ হাদীসই জমহুর 'আলিমের মতের পক্ষে দলীল; যারা বলেন, কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে 'আস্‌রের প্রথম ওয়াক্ত হয়।

٥٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تلك صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৬০৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৫০, মুসলিম ৬২১।

৫৯৩। আনাস হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : এটা ('আস্‌রের সলাত দেরী করে আদায়) মুনাফিক্বের সলাত। তারা বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্যের হলদে রং এবং শায়ত্বনের দু' শিং-এর মধ্যস্থলে গেলে (সূর্যাস্তের সময়ে) তারা তাড়াতাড়ি উঠে চার ঠোকর মারে। এতে তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।[৬০৬]

ব্যাখ্যা : যখন 'আস্‌রের সলাতকে সূর্য হলুদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয় তখন সে সলাত মুনাফিকের সলাতের মতই। মুনাফিক্ব সলাতের মর্ম অনুধাবন করে না বরং শুধু তরবারির শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য আদায় করে। মুসলিমের উচিত জন্য মুনাফিক্বের বিরোধিতা করা। মুনাফিক্ব বসে থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করে। ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসে মধ্যে কোন ওযর ছাড়া 'আস্‌রের সলাতকে বিলম্বিত করার নিন্দা করা হয়েছে। এর মধ্যখানে আসা মানে শাইত্বানের মাথার পাশে আসা। সময়টা সূর্য অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী। এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, সূর্য উদয়, মাথার উপরে থাকা ও অস্ত যাওয়ার সময় শাইত্বার এর সামনে বসে। যাতে করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত শাইত্বানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে হয়। এ হাদীসে ঐ ব্যক্তির নিন্দা করা হয়েছে যে খুব দ্রুত সলাত আদায় করে এমনকি সে সলাতে ভীত-সন্ত্রস্ততা, প্রশান্তি ও যিক্‌র-দু'আ পূর্ণাঙ্গরূপে থাকে না।

٥٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৪। ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তির 'আস্‌রের সলাত ছুটে গেল তার গোটা পরিবার ও ধনসম্পদ যেন উজাড় হয়ে গেল।[৬০৭]

ব্যাখ্যা : সূর্য ডোবার মাধ্যমে যে ব্যক্তির 'আস্‌রের সলাতের সময় চলে যায় অথবা সূর্য হলদে হওয়ার সময়ে চলে আসে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ নষ্ট হবার শামিল। মানুষ নিজ পরিবার ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হবার ব্যাপারে যেভাবে সতর্ক থাকে 'আস্‌রের সলাতের ওয়াক্তের ব্যাপারেও যেন সেভাবে সতর্ক থাকে।

٥٩٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৫। বুরায়দাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'আস্‌রের সলাত ছেড়ে দিল সে তার 'আমাল বিনষ্ট করল।[৬০৮]

ব্যাখ্যা : এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতা করে 'আসরের সলাতকে পরিত্যাগ করা বুঝিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার 'আমাল নিষ্ফল হবে"– (সূরাহ্ আল্ মায়িদাহ্ ৫ : ৫)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে অলসতা ও ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস করা ঈমান প্রত্যাখ্যানের শামিল। এর ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন যে, হাদীসে যে ভয় দেখানো হয়েছে তা দ্বারা মূলত শক্ত ধমক দেয়া হয়েছে। কারো মতে, এটা সাদৃশ্যের রূপকতা। অর্থাৎ যে 'আস্‌রের সলাত ছেড়ে দিলো সে ঐ ব্যক্তির মতো যার 'আমাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য প্রয়োজনের সময় তার 'আমাল উপকারে আসবে না।

---

[৬০৬] **সহীহ :** মুসলিম ৬২২।

[৬০৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬।

[৬০৮] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৩।

তবে এর অধিকতর সঠিক ব্যাখ্যা হলো, এ হাদীসে 'আস্‌রের সলাত পরিত্যাগের শাস্তি স্বরূপ 'আমাল বরবাদ হয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা যারা এরূপ করে তাদের শক্ত ধমক দেয়া হয়েছে।

٥٩٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৬। রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করতাম। সলাত শেষ করে আমাদের কেউ তার তীর পড়ার স্থান (পর্যন্ত) দেখতে পেত।[৬০৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সূর্য ডোবার সাথে সাথে মাগরিবের সলাত প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করতেন। তখন এমন আলো থাকত যে, সলাত শেষে সব সহাবা যখন বাড়ি ফিরতেন তখন ধনুক থেকে তীর ছুঁড়লে তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখা যেত। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের সলাত প্রথম সময়ে দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত। মাগরিবের সলাতকে লালিমা দূর হওয়ার নিকটস্থ সময় পর্যন্ত দেরী করা সম্পর্কিত হাদীস মূলত দেরী করার বৈধতার ব্যাখ্যা বা এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, এ সলাতে ছোট ছোট সূরাহ্ তিলাওয়াত করা উচিত। তা না হলে সলাত দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

٥٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ 'ইশার' সলাত আদায় করতেন 'শাফাক্ব' অদৃশ্য হবার পর হতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।[৬১০]

ব্যাখ্যা : "আতামাহ্" হচ্ছে 'ইশার সলাত। এ হাদীসে 'ইশার সলাতের কাঙ্ক্ষিত সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নাসায়ীর বর্ণনায় আদেশসূচক শব্দ صَلُّوْ "তোমরা সলাত আদায় করো" শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এ রকম "তোমরা লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ ('ইশার) সলাত আদায় করো"। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অন্য হাদীসে বলেন, রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'ইশার সলাত মধ্য রাত্র পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীস ও 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর হাদীসের মধ্যে আপাততঃ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর হাদীসই অগ্রগণ্য। কারণ তিনিই রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বাভাবিক অভ্যাস সম্পর্কে বেশি জানতেন।

٥٩٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮। উক্ত রাবী ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)] হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন। যে সব স্ত্রীলোক চাদর গায়ে মুড়িয়ে সলাত আদায় করতে আসতেন অন্ধকারের দরুন তাদের চেনা যেত না।[৬১১]

---

[৬০৯] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৯, মুসলিম ৬৩৭।

[৬১০] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৯, মুসলিম ৬৩৮।

[৬১১] **সহীহ :** বুখারী ৮৬৭, মুসলিম ৬৪৫। لِفَاعٌ (লিফা') বলা সে কাপড়কে যা শরীরের সমস্ত অংশকে আবৃত বা ঢেকে রাখে। আর এ শব্দ হতেই مُتَلَفِّعَاتٌ শব্দটি এসেছে।

ব্যাখ্যা : আবূ বাররাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যখন ফাজ্‌রের সলাত শেষ করতেন তখন কোন ব্যক্তি তার পাশে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত। আর এখানে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, সলাত আদায়কালীন চাদর জড়িয়ে আসা মহিলাদের চেনা যেত না। প্রথম হাদীসের চিনতে পারার কারণ হল, সহাবীগণ কাছাকাছি বসতেন। আর দ্বিতীয় হাদীসের কারণ হল, মহিলারা পুরুষের পিছনে সলাত আদায় করতো আর দূরে থাকায় সাধারণত তাদেরকে চেনা যেতে না।

লেখক বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোকিত অবস্থার চেয়ে অন্ধকার অবস্থায় ফাজ্‌রের সলাত আদায় করা অধিক ফাযীলাতপূর্ণ। এ মতই দিয়েছেন ইমাম মালিক, আশ্ শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক্ব (রহঃ)। ইবনু 'আবদুল বার্ বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম), আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবাই অন্ধকার থাকতে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন– এ কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত।

আল্ হাযিমী বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক অন্ধকারে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করা প্রমাণিত। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর উপর অটল ছিলেন। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সর্বোত্তম 'আমাল ছাড়া কোন 'আমালের উপর অটল থাকতেন না। তারপরে তাঁর সহাবীগণও তার অনুসরণ করেছেন।

٥٩٩ ـ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৯। ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (সিয়াম পালনের জন্য) সাহ্‌রী খেলেন। সাহ্‌রী শেষ করে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (ফাজ্‌রের) সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সলাত আদায় করলেন। আমরা 'আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'জনের খাবার পর সলাত শুরু করার আগে কি পরিমাণ সময়ের বিরতি ছিল? তিনি উত্তরে বলেন, এ পরিমাণ বিরতির সময় ছিল যাতে একজন পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে।[৬১২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস তাগলীস মুস্তাহাব হওয়ার দলীল। ফাজ্‌র সলাতের প্রথম শর্ত হলো ফাজ্‌র উদিত হওয়া। এ সময়েই সাওম পালনের নিয়্যাতকারীদের জন্য খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সাহ্‌রী খাওয়া শেষ করা এবং ফাজ্‌রের সলাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য ছিল কুরআনের পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার সময় বা এর কাছাকাছি সময়। যাতে কোন ব্যক্তির ওযূ করে আসতে পারে। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ফাজ্‌র উদিত হওয়ার সময়ই ফাজ্‌রের সলাতের প্রথম ওয়াক্ত। আর এ সময়েই অন্ধকারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌রের সলাতে দাঁড়াতেন।

٦٠٠ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُوْنَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০০। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, সে সময় তুমি কী করবে যখন তোমাদের উপর শাসকবৃন্দ এমন হবে, যারা সলাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দিবে? আমি বললাম, আপনি কি আমাকে নির্দেশ দেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ

---

[৬১২] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৬।

সময়ে তুমি তোমার সলাতকে সঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে পাও, আবার আদায় করবে। আর এ সলাত তোমার জন্য নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে।[৬১৩]

ব্যাখ্যা : যদি তুমি ঐ শাসকের সাথে সলাত আদায় করো তাহলে প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করার সাওয়াব পেলে না আর যদি তুমি তার বিরোধিতা করো তাহলে শাসকের রোষাণলে পড়বে। এমতাবস্থায় করণীয় সম্পর্কে এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জনগণের অপছন্দে তাদের উপর ঐসব শাসকদের চাপিয়ে দেয়া হবে। এ হাদীস মূলত একটি ভবিষ্যতের অদৃশ্যের খবর দিচ্ছে। 'উমাইয়াহ্ শাসনামলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ শাসকগণ সলাতকে মেরে ফেলবে অর্থাৎ- সলাতকে এর সময় থেকে পিছিয়ে দিবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ)-এর মতে, এখানে সলাত পিছিয়ে দেয়া মানে সলাতকে এর নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেয়া। ঐসব শাসক সলাতকে এর সময়সীমার সম্পূর্ণ বাইরে পিছিয়ে দিত না। এখানে সলাত পিছানো মানে সলাতকে পূর্ণ সময়সীমা থেকে পিছিয়ে দেয়া। এ কথা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত যে, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ও তার আমীর আল্ ওয়ালীদ এবং অন্য অনেকে সলাতকে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যদি ঐ সময় পাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ করেন? রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেন, তুমি নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করবে এবং তাদের সাথে সলাত পেলে তাদের সাথেও সলাত আদায় করবে। তাহলে যে সলাত শাসকের সাথে পড়বে সে সলাত তোমার জন্য নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সলাতকে এর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হবে। আর শাসকগণ যখন সলাতকে এর প্রথম ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেয় তখন তাদের অনুসরণ বর্জন করতে হবে। এরূপ এ জন্য করবে যে, যাতে মতানৈক্য ও ফিত্নাহ্ তৈরি না হয়।

٦٠١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০১। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফাজ্‌রের সলাতের এক রাক্'আত পেল, সে ফাজ্‌রের সলাত পেয়ে গেল। এভাবে যে সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌র সলাতের এক রাক্'আত পেল, সে 'আস্‌রের সলাত পেলো।[৬১৪]

ব্যাখ্যা : জমহুরের মতে যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া সহ রাক'আতের অন্যান্য ওয়াজিব যেমন, রুকূ' ও সাজদাসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করে ফজরের এক রাক'আত সলাত সূর্য উদয়ের পূর্বে পেল সে যেন পূর্ণ সলাতই নির্ধারিত ওয়াক্তে পেল। এক রাক'আতের কম পেলে সেটা ওয়াক্তের মধ্যে গণ্য হবে না। তার ঐ সলাত ক্বাযা হবে। এটাই জমহুরের মত।

ইমাম নাবাবী বলেন, 'আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সূর্য উদয়কাল কিংবা অস্ত কাল পর্যন্ত সলাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করা বৈধ নয়। সূর্য উদয়ের পূর্বে এক রাক'আত পেলে এবং সূর্য উদয়ের পরে এক রাক'আত পড়লে তার সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে। জমহুর 'আলিমগণের এ মতের পক্ষে এ সম্পর্কে বায়হাক্বীতে দু'টি স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সেখানে রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফাজ্‌রের সলাতের এক রাক'আত পেল এবং এক রাক'আত সূর্য উদয়ের পরে পড়ল, সে যেন পূর্ণ সলাতই

---

[৬১৩] **সহীহ :** মুসলিম ৬৪৮; তবে হাদীসের এ শব্দগুলো আবূ দাউদের।

[৬১৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৯, মুসলিম ৬০৮।

নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পেল। বায়হাক্বীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে 'আস্‌রের এক রাক'আত আদায় করল এবং বাকী অংশ সূর্যাস্তের পর আদায় করল, তার 'আস্‌রের সলাত নষ্ট হলো না। তিনি ফাজ্‌রের সলাতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। বুখারীর বর্ণনায় এ হাদীসের শেষে উল্লেখ রয়েছে, "সে যেন তার সলাতকে পূর্ণ করে"। নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি সলাতের (নির্দিষ্ট সময়ে) এক রাক'আত পেল সে যেন পূর্ণ সলাতই পেল। তবে যে রাক'আত আদায় করতে পারেনি সে তা কাযা করবে"।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফাজ্‌রের সলাতের এক রাক'আত পেল সে যেন ফাজ্‌রের পূর্ণ সলাতই পেল এবং সূর্য উদয়ের ফলে তার সলাত বাতিল হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে 'আস্‌রের সলাত পেল এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার ফলে তার সলাত বাতিল হবে না। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব (রহঃ)-এর মত এটিই, আর এটিই সঠিক মত।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ এ হাদীসের বিরোধী মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করছে এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো তাহলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি তিন সময়ে সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস দ্বারা তার মতের পক্ষে দলীল প্রদান করেছেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, সূর্য উদয়ের সময় সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিধান আম তথা ব্যাপক আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীস খাস তথা বিশেষ হুকুম জ্ঞাপক।

٦٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهٗ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬০২। উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের আগে 'আস্‌রের সলাতের এক সাজদাহ্ (রাক্'আত) পেলে সে যেন তার সলাত পূর্ণ করে। এমনিভাবে ফাজ্‌রের সলাত সূর্যোদয়ের আগে এক সাজদাহ্ (রাক্'আত) পেলে সেও যেন তার সলাত পূর্ণ করে।[৬১৫]

ব্যাখ্যা : "সাজদাহ্" শব্দের স্থলে অন্য বর্ণনায় "রাক্'আত" শব্দ এসেছে। পূর্বের হাদীসেও "যে ব্যক্তি রাক'আত পেল" বলা হয়েছে। খাত্ত্বাবী বলেন, এখানে সাজদাহ্ দ্বারা রুকূ'-সাজদাহ্সহ পূর্ণ রাক'আত উদ্দেশ। আর রাক'আত তো পূর্ণ হয় সাজদার মাধ্যমে। এজন্যই রাক'আতকে সাজদাহ্ বলা হয়েছে। কেউ যদি সূর্য উঠার পূর্বে 'আস্‌রের এক রাক'আত পায় সে যেন বাকী রাক'আত পূর্ণ করে নেয়। তাহলে সম্পূর্ণ সলাতই আদায় হয়ে যাবে।

٦٠٣ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬১৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৬।

৬০৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্‌ফারাহ্ হলো যখনই তা স্মরণ হবে সলাত আদায় করে নিবে।[৬১৬] অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ সলাত আদায় করে নেয়া ছাড়া তার কোন প্রতিকারই নেই।[৬১৭]

ব্যাখ্যা : কেউ যদি সলাত ভুলে যায় কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে সলাত না পড়ে তাহলে ঐ সলাতের প্রতিকার হলো ঐ ব্যক্তির ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর স্মরণে এলে সে তা আদায় করে নেবে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্মরণে আসা কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নিতে হবে। সে সময় সূর্য উদয়, অস্ত বা মাঝ বরাবর যেখানেই থাকুক। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-এর এটাই মত। অন্য যে হাদীসে তিনটি সময়ে সলাত আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে হাদীস সাধারণ অর্থবোধক। আর এ হাদীস বিশেষ অর্থবোধক। তাই এ দু' হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এ হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়, এক- সলাত আদায় ব্যতীত এর কোন প্রতিকার নেই। দুই- সলাত আদায় ভুলে গেলে কোন জরিমানা, অতিরিক্ত কিছু বা সদাক্বাহ্ ইত্যাদি আদায় করা আবশ্যক নয়, যেমনটি সওম ছেড়ে দিলে করতে হয়।

٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ فِي النَّوْمِ التَّفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০৪। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঘুমিয়ে থাকার কারণে সলাত আদায় করতে না পারলে তা দোষ নেই। দোষ হল জেগে থেকেও সলাত আদায় না করা। সুতরাং তোমাদের কেউ সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা সলাতের সময় ঘুমিয়ে থাকলে, যে সময়েই তার কথা স্মরণ হবে, আদায় করে নিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমার স্মরণে সলাত আদায় কর"– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১৪)।[৬১৮]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি ঘুম কোন ত্রুটি নয় অর্থাৎ- এতে ত্রুটি ধরা হয় না। তবে ঘুমিয়ে থাকা ত্রুটি হবে যখন ঐ ঘুম এমন সময়ে হবে যাতে সলাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন 'ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বাভাবিক ঘুমে থাকা অবস্থায় সলাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল কোন দোষ নেই। কেননা এ ত্রুটিতে ঐ ব্যক্তির কোন ইচ্ছা ছিল না।

ইমাম শাওকানী বলেন, সলাতের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া, সলাতের নির্ধারিত সময় শুরু কিংবা পরে যখনই হোক ঘুমানো অবস্থা কোন ত্রুটি হবে না, বাহ্যিক হাদীসে এটাই প্রমাণিত হয়। কারো কারো মতে, কেউ যদি সলাতের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে যায় আর এটিকে সলাত পরিত্যাগের জন্য কারণ হিসেবে গ্রহণ করে অথচ তার প্রবল ধারণা ছিল যে, সে সলাতের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারবে না তাহলে গুনাহগার হবে। সলাতের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার পরে যদি কেউ ঘুমায় তাহলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার স্মরণে সলাত কায়িম করো"। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আতও আমাদের

---

[৬১৬] **সহীহ :** মুসলিম ৬৮৪।

[৬১৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ৬৮৪।

[৬১৮] **সহীহ :** মুসলিম ৬৮১, ৬৮৪, আত্ তিরমিযী ১৭৭। তবে তাতে (আত্ তিরমিযীতে) আয়াতটি নেই।

শারী'আত হতে পারে। কারণ উল্লিখিত আয়াত মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-কে উদ্দেশ করে নাযিল হয়েছিল। তাই হাদীসের উসূল অনুযায়ী এগুলো দলীল হতে পারে যতক্ষণ না এর রহিতকারী (নাসিখ) অন্য কোন নির্দেশনা না পাওয়া যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৫। 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে 'আলী! তিনটি বিষয়ে দেরী করবে না : (১) সলাতের সময় হয়ে গেলে আদায় করতে দেরী করবে না। (২) জানাযাহ্ উপস্থিত হয়ে গেলে তাতেও দেরী করবে না। (৩) স্বামীবিহীন নারীর উপযুক্ত বর পাওয়া গেলে তাকে বিয়ে দিতেও দেরী করবে না।[৬১৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত এ তিনটি বিষয়কে বিলম্ব করার মধ্যে বিপদ/ক্ষতি রয়েছে। তাই এগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে। এ তিনটি বিষয় ঐ হাদীসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না যে হাদীসে বলা হয়েছে "তাড়াহুড়া শায়ত্বনের পক্ষ থেকে" বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা জানাযার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করো"। এ হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, সলাত আদায়ের মাকরূহ তিন সময়েও জানাযার সলাত আদায় করতে দোষ নেই। তবে এ তিনটি সময়ের পূর্বে যদি জানাযাহ্ উপস্থিত হয় আর ঐ নিষিদ্ধ সময়গুলোতে পড়া হয় তাহলে মাকরূহ হবে। স্বাভাবিকভাবে ফাজ্‌রের সলাতের পরে বা পূর্বে এবং 'আসরের সলাতের পরে জানাযাহ্ পড়তে কোন বাধা নেই।

তৃতীয় বিষয়টি হলো স্বামীহীনা নারী যেই হোক তার উপযুক্ত পুরুষ পাওয়া গেলে বিবাহ দিতে বিলম্ব করা উচিত না। এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমতার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য সৎগুণের মধ্যে ইসলাম বিষয়ে সমতা বেশি লক্ষণীয়।

٦٠٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৬। ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সলাত প্রথম সময়ে আদায় করা আল্লাহকে খুশী করা এবং শেষ সময়ে আদায় করা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার শামিল। (অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে থাকা)[৬২০]

---

[৬১৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৭৫। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল জুহানী রয়েছে যাকে ইবনু হিব্বান, 'আজালী বিশ্বস্ত বললেও ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম যাহাবী অপরিচিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু হাজার তাকে মুতাবা'আহ্-এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু এখানে তার কোন মুতাবা'আহ্ নেই। তবে হাদীসের অর্থ সহীহ।

[৬২০] **মাওযূ' :** আত্ তিরমিযী ১৭২, আবূ দাউদ ৪২৬, ইরওয়া ২৫৯। কারণ এর সানাদে ইয়াকূব ইবনু আল্ ওয়ালীদ আল্ মাদানী রয়েছে যাকে ইমাম আহ্মাদ মিথ্যুক হিসেবে অবহিত করেছেন।

ব্যাখ্যা : 'ইশার সলাত এবং খুব গরমকালে যুহরের সলাত ব্যতীত বাকী সলাতসমূহ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার মাধ্যমে মুসল্লী আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিকারী হন। আর সলাতের নির্ধারিত সময়ের শেষ সময়, চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যেমন সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে 'আস্‌রের সলাত এবং রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর 'ইশার সলাত আদায় করা। এর মাধ্যমে সলাত আদায় না করার গুনাহ হতে ক্ষমা পাওয়া যায় কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। এ হাদীস দ্বারা আবারও প্রমাণিত হলো যে, প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় সর্বোত্তম 'আমাল।

٦٠٧ ـ وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيْثُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

৬০৭। উম্মু ফারওয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজ ('আমাল) বেশী উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সলাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা।[৬২১]

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল 'উমারী ছাড়া আর কারো নিকট হতে বর্ণিত হয়নি। তিনিও মুহাদ্দিসগণের নিকট সবল নন।

ব্যাখ্যা : সাওয়াব বেশী হওয়ার দিক থেকে কোন্ সাওয়াবের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম 'আমাল সংক্রান্ত প্রশ্নে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায়ের কথা বলেছেন। সলাতের নির্ধারিত ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা সর্বোত্তম 'আমাল– এ কথা এ হাদীসেও প্রমাণিত।

٦٠٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالٰى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোন সলাতকে এর শেষ ওয়াক্তে দু'বারও আদায় করেননি।[৬২২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কিছু ওয়াক্ত সলাতকে এর শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তবে এ ঘটনা তার মৃত্যু পর্যন্ত মাত্র একবার ঘটেছে। সেটা এমন যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁর (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) নিকট সলাতের সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ওয়াক্তের শেষ সীমা বুঝাতে গিয়ে শেষ ওয়াক্তে তা আদায় করেছিলেন। অন্য হাদীসে জিবরীল ('আলায়হিস্ সালাম)-এর ইমামতিতে যখন শেষ ওয়াক্তে রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করেছিলে মর্মে যে বর্ণনা আছে সেটাও ছিল তাঁর জিবরীল ('আলায়হিস্ সালাম) কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির উদ্দেশে মাত্র। তাই সে ঘটনা এ আলোচনায় আসবে না। রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করতেন। শেষ ওয়াক্তে আদায়ের ঘটনা বিরল। আর এর দ্বারাই এর বৈধতার কথা আসে। অন্য কিছু নয়।

---

[৬২১] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৪২৬, আত্ তিরমিযী ১৭০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৯, আহমাদ ২৭১০৩। হাদীসটির সানাদে ত্রুটি থাকলেও তার শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা সহীহের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৬২২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৭৪, হাকিম ১/১৯০। ইমাম আত্ তিরমিযী যদিও হাদীসটি মুনক্বাতি' বলেছেন কিন্তু ইমাম হাকিম হাদীসটি মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦٠٩ـ وَعَنْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

৬০৯। আবূ আইয়ূব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার উম্মাত সর্বদাই কল্যাণ লাভ করবে, অথবা তিনি বলেছেন, ফিত্‌রাত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তারা তারকারাজি উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত মাগরিবের সলাতকে বিলম্বিত না করে।[৬২৩]

ব্যাখ্যা : রসূল বলেন, আমার উম্মাত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে বা ফিতরাত তথা স্থায়ী সুন্নাত অথবা ইসলাম বা দৃঢ়তার উপর থাকবে (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে রসূল কোনটি বলেছেন, কল্যাণ না ফিতরাত?) যতক্ষণ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তারকার আলো ছড়িয়ে যাওয়া বা অন্ধকার নেমে আসার পূর্বেই মাগরিবের সলাত শেষ করার তাগিদ এসেছে। অথাৎ মাগরিবের সলাত সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় এবং তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। এ বিষয়ে শী'আরা (রাফিযী) আমাদের বিপরীত। তারা মাগরিবের সলাতকে তারকা উঠা পর্যন্ত বিলম্বিত করাকেই মুস্তাহাব মনে করে।

ইমাম নাবাবী তার শারহে মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন, "এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তাড়াতাড়িই মাগরিবের সলাত আদায় করতে হবে"। শী'আদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ মত ভিত্তিহীন। শাফাক (সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে দৃশ্যমান লাল আভা) বিলীন হওয়ার সময় পর্যন্ত মাগরিবের সলাত আদায় দ্বারা মাগরিবের শেষ সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা এটা ছিল প্রশ্নকারীর উত্তরে বলা কথা। সলাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরপরই দ্রুত তা আদায় করাই ছিল রসূল -এর অভ্যাস। শার'ঈ ওযর (অযুহাত) ছাড়া এর ব্যতিক্রম ঠিক নয়।

٦١٠ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ.

৬১০। দারিমী এ হাদীস 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।[৬২৪]

٦١١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابن مَاجَةَ

৬১১। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করলে তাদেরকে 'ইশার সলাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম।[৬২৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে "অথবা" শব্দ গ্রীষ্মকালে 'ইশার সলাত রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং শীতকালে অর্ধরাত্র পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়ার আদেশ বুঝাতে এসে থাকতে পারে। এ হাদীস থেকে 'ইশার সলাতকে তাড়াতাড়ি পড়ার থেকে দেরি করে পড়া উত্তম প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বে যেসব হাদীসে সলাতকে প্রথম ওয়াক্তে

---

[৬২৩] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৪১৮, আস্ সামরুল মুস্তাত্বব ১/৬১।

[৬২৪] **য'ঈফ :** দারিমী ১/২৭৫। কারণ এর সানাদে 'উমার ইবনু ইব্‌রাহীম আল্ 'আব্‌দী রয়েছে যার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : সে সত্যবাদী। তবে ক্বাতাদাহ্ থেকে তার বর্ণনাগুলো দুর্বল। আর তার এ বর্ণনাটি ক্বাতাদাহ্ থেকে।

[৬২৫] **সহীহ :** আহমাদ ৭৪১২, আত্ তিরমিযী ১৬৭, ইবনু মাজাহ্ ৬৯১, সহীহুল জামি' ৫৩১৩।

পড়ার ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সাথে এ হাদীসের কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ ঐ সব হাদীস ব্যাপকার্থক। আর এ হাদীস এবং 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নির্দিষ্ট অর্থবোধক (খাস)। তাই খাসের উপর আমের প্রাধান্য থাকবে।

٦١٢ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْتِمُوا بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬১২। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা এ সলাত (অর্থাৎ 'ইশার সলাত) দেরী করে আদায় করবে। কারণ এ সলাতের মাধ্যমে অন্যসব উম্মাতের উপর তোমাদের বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তোমাদের আগের কোন উম্মাত এ সলাত আদায় করেনি।[৬২৬]

ব্যাখ্যা : "তোমরা এ 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করে আদায় করবে"– এ হাদীস দ্বারাও 'ইশার সলাত এর প্রথম ওয়াক্তে না পড়ে শেষ ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। এ হাদীস দ্বারা বরং 'ইশার সলাতকে দেরী করে আদায় করার ফাযীলাতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর দেরী বলতে এখানে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত্র পর্যন্ত এরপরে নয়।

এ হাদীস এবং জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-এর ঐ হাদীস, "এটা আপনার পূর্বেকার নাবীগণের ওয়াক্ত" এ দু' হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে যে, পূর্বেকার রসূলগণ 'ইশার সলাত আদায় করতেন নফল বা অতিরিক্ত হিসেবে। এটা ফার্‌য ছিল না। বিষয়টি অনেকটা তাহাজ্জুদের সলাতের মতো যে, তাহাজ্জুদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল কিন্তু আমাদের উপর তেমন নয়।

٦١٣ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৬১৩। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খুব ভালভাবে জানি তোমাদের এ সলাতের, অর্থাৎ শেষ সলাত 'ইশার ওয়াক্ত সম্পর্কে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয়বার (তৃতীয় রাতের) চাঁদ অস্ত যাবার পর এ সলাত আদায় করতেন।[৬২৭]

ব্যাখ্যা : عِشَاءِ الْآخِرَةِ অর্থাৎ- শেষ 'ইশা বলা হয়েছে এ জন্য যে, এ সলাত মাগরিবের শেষে পড়া হত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয় রাতের চাঁদ যখন ডুবত তখন 'ইশার সলাত আদায় করতেন– এ সময়টি কখন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে কিছুদিন এ সময়ে সলাত আদায় করতে দেখে ধারণা করেছেন যে, তা' সর্বদা এ সময়েই আদায় করতেন। মূলত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এই সলাত প্রতিদিন কোন একটি নির্ধারিত সময়ে আদায় করতেন না। আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী-তে উল্লিখিত জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আদায়কৃত সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কিত বর্ণনায় পাওয়া যায়, "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কখনো 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করতেন আবার কখনো তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। যখন তিনি দেখতেন যে লোকেরা সমবেত হয়ে গেছে তখন তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, যখন দেখতেন লোকেরা মাসজিদে আসতে বিলম্ব করছে তখন তিনিও বিলম্বিত করতেন"।

[৬২৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২১, সহীহুল জামি' ১০৪৩।

[৬২৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪১৯, দারিমী ১২১১।

٦١٤ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৬১৪। রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা ফাজ্‌রের সলাত ফর্সা আলোতে আদায় কর। কারণ ফর্সা আলোতে সলাত আদায় করলে অনেক বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়।[৬২৮]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٥ـ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৫। রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে 'আস্‌রের সলাত আদায় করার পর উট যাবাহ করতাম। এ উট ছাড়িয়ে দশ ভাগ করা হত, তারপর রান্না করা হত। আর আমরা রান্না করা এ গোশ্‌ত সূর্যাস্তের আগে খেতাম।[৬২৯]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস হতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, 'আস্‌রের সলাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কত লম্বা সময় থাকে। কারণ একটা উট যাবাহ করা হতে বিলিবণ্টন ও রান্না করে খেতে যথেষ্ট সময় লাগে। এটা পরিষ্কার হয় যে, 'আস্‌রের সলাত এর প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা হত। এ হাদীস 'আস্‌রের সলাতকে ওয়াক্ত হবার সাথেই আদায় করা শারী'আত সম্মত হওয়ার দলীল। এটাই জমহূর 'আলিমগণের দলীল। এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফার ঐ কথাকে খণ্ডন করে যেখানে তিনি 'আস্‌রের ওয়াক্ত কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার সময় বুঝিয়েছেন।

٦١٦ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে শেষ 'ইশার সলাতের জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপেক্ষা করছিলাম। তিনি এমন সময় বের হলেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত অথবা এরও কিছু পর। আমরা জানি না, পরিবারের কোন কাজে তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, নাকি অন্য কিছু। তিনি বের হয়ে বললেন, তোমরা এমন একটি সলাতের অপেক্ষা করছ, যার জন্য অন্য

[৬২৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৪, আত্ তিরমিযী ১৫৪, দারিমী ১২১৭, ইরওয়া ২৫৮।
[৬২৯] **সহীহ :** বুখারী ২৪৮৫, মুসলিম ৬২৫।

ধর্মের লোকেরা অপেক্ষা করে না। আমার উম্মাতের জন্য কঠিন হবে মনে না করলে তাদের নিয়ে এ সলাত আমি এ সময়েই আদায় করতাম। এরপর তিনি মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিলে সে ইক্বামাত দিল। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করালেন।[৬৩০]

ব্যাখ্যা : এক রাতে মাসজিদে 'ইশার সলাতের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মুসল্লীগণ অপেক্ষমান ছিলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি সময় চলে গেলে আমাদের মধ্যে আসলেন। প্রাত্যাহিক অভ্যাস থেকে কোন্ জিনিস হতে তাকে বিরত রেখেছে না অন্য কিছু। হতে পারে যে, তিনি "ইশার সলাতকে বিলম্বিত করে মানুষকে রাতের প্রথমভাগ থেকে সলাতের জন্য অপেক্ষা" করার মতো একটি 'ইবাদাতে মগ্ন রাখতে চেয়েছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি বললেন যে, এটা এমন এক সলাতের জন্য অপেক্ষা যা অন্য কোন ধর্মের অনুসারিরা করে না। কেননা এ সলাত ('ইশা) শুধু এ উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট। এটা পূর্বে মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ সলাতের জন্য অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদার, অতএব তোমরা এরূপ অপেক্ষা করাকে অপছন্দ করো না।

তাঁর শেষ কথায় মনে হয় 'ইশার সলাত দেরী করে আদায়ের মধ্যে সাওয়াব থাকা সত্ত্বেও উম্মাতের জন্য কষ্টের কথা ভেবে তা' বিধান সাব্যস্ত করেননি। অতএব সম্ভব হলে এ সলাত বিলম্বিত করে আদায় করা অতি উত্তম।

٦١٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬১৭। জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সলাতের মতই সলাত আদায় করতেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'ইশার সলাত তোমাদের চাইতে কিছু দেরীতে আদায় করতেন এবং সংক্ষেপ করতেন।[৬৩১]

ব্যাখ্যা : রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাধারণ সলাত সাধারণের সময়ে আদায় করতেন। কেবল 'ইশার সলাত সাধারণের থেকে কিছু সময় পরে তিনি আদায় করতেন এবং তিনি সলাতকে সংক্ষেপ করতেন।

তিনি ইমাম হিসেবে এরূপ করতেন। যদিও মাগরিবের সলাতের দু' রাক'আতে তাঁর সূরাহ্ আল আ'রাফ পড়ারও প্রমাণ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সময় তিনি সংক্ষিপ্ত করে সলাত আদায় করতেন। এ হাদীস দ্বারাও 'ইশার সলাত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। রাতের অর্ধাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এর বেশি নয়।

٦١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمِ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَمَرْتُ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৬৩০] **সহীহ :** মুসলিম ৬৩৯।

[৬৩১] **সহীহ :** মুসলিম ৬৪৩।

৬১৮। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একরাতে রসূলুল্লাহ -এর সাথে সলাত আদায় করলাম। (সেদিন) তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত মাসজিদে এলেন না। [তিনি () এসে] আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় বসে থাক। তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি () বললেন, অন্যান্য লোক সলাত আদায় করেছে। বিছানায় চলে গেছে। আর জেনে রেখো, তোমরা যতক্ষণ সলাতের অপেক্ষা করবে, সময় সলাতে (রত থাকা) গণ্য হবে। আমি যদি বুড়ো, দুর্বল ও অসুস্থদের দিকে লক্ষ্য না রাখতাম তাহলে সর্বদা এ সলাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতাম।[৬৩২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, যদি মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি, রোগী কিংবা ব্যস্ত মানুষ না থাকে তাহলে 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করা সর্বোত্তম। আল্লামা ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ -এর হাদীস এবং আবূ হুরায়রাহ্ -এর পূর্বোক্ত হাদীস "আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে 'ইশার সলাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতে আদেশ দিতাম"-এর সূত্রে বলা যায়, যে ব্যক্তি 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করার ক্ষমতা রাখে এবং মুক্তাদী মুসল্লীদের জন্য কষ্টকরও হয় না, এমন অবস্থায় 'ইশার সলাতকে বিলম্বিত করা সর্বোত্তম। ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন, 'ইশার সলাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করে আদায় করা মুস্তাহাব। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবি'ঈ এ মতই পোষণ করেছেন।

٦١٩ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيُّ

৬১৯। উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ যুহরের সলাতকে তোমাদের চেয়ে বেশী আগে ভাগে আদায় করতেন। আর তোমরা 'আস্‌রের সলাতকে তাঁর চেয়ে বেশী আগে আদায় কর।[৬৩৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী যুহরের সলাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। ইবনু কুদামাহ্ তাঁর আল্ মুগনী গ্রন্থে বলেন, গরম ও বৃষ্টির দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে যুহরের সলাত তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, সার্বিকভাবে এ হাদীস দ্বারা 'আসরের সলাত দেরী করে পড়া মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, যেমনটি আমাদের (হানাফী) মাযহাবের মতো। আমি (লেখক) বলি, এ হাদীস দ্বারাই আইনী তার আল্ বিনায়াহ্ শারহিল হিদায়াহ্ গ্রন্থে 'আস্‌র দেরী করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন। শায়খ 'আবদুল হাই লাক্ষ্মৌভী এ দলীল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উত্তরে বলেন, অভিজ্ঞদের নিকট এটা অস্পষ্ট নয় যে, তাদের মতের পক্ষে এ হাদীসকে ভিত্তি ধরার কোন সুযোগ নেই। কেননা এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আস্‌রের সলাতকে তাড়াতাড়ি পড়ার তুলনায় যুহরকে তাড়াতাড়ি পড়া গুরুতর। এটা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, 'আস্‌রের সলাতকে দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। শায়খ 'আবদুর রহমান মোবারকপূরী তার আত্ তিরমিযীর শারহ গ্রন্থে মুল্লা 'আলী ক্বারী'র বক্তব্য উল্লেখের পরে

[৬৩২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪২২, নাসায়ী ৫৩৮।
[৬৩৩] **সহীহ :** আহমাদ ২৫৯৩৯, আত্ তিরমিযী ১৬১।

লিখেছেন, এ হাদীস 'আস্‌রের সলাতকে দেরী করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নয়। হ্যাঁ! তবে এ কথা ঠিক যে, যাদেরকে উদ্দেশ করে উম্মু সালমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) এ কথাগুলো বলেছিলেন তারা রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর থেকে বেশি তাড়াতাড়ি 'আস্‌রের সলাত আদায় করতেন। 'আস্‌রের সলাতকে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে প্রচুর সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান। সলাত তাড়াতাড়ি পড়ার উত্তমতা সম্পর্কিত স্পষ্ট সহীহ হাদীসগুলোকে পরিত্যাগ করে এ জাতীয় হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ কর বা মাসআলাহ্ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা মাযহাবী তাকলীদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করেন।

٦٢٠۔ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَ كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَ كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৬২০। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (যুহরের সলাত) গরমকালে ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) আদায় করতেন আর শীতকালে আগে আগে আদায় করতেন।[৬৩৪]

ব্যাখ্যা : গরমের সময়ে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যুহরের সলাতকে গরম একটু কমলে আদায় করতেন। এ হাদীস দ্বারা গরমের সময় যুহরের সলাতকে প্রথম ওয়াক্ত থেকে একটু পিছিয়ে আদায় করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। তবে জুমু'আর সলাত দেরী করে পড়ার বৈধতা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যারা জুমু'আর সলাত দেরী করে পড়ার পক্ষে তাদের নিকট যুহরের সলাতের উপর জুমু'আহ্‌কে কিয়াস করা ছাড়া কোন দলীল নেই। এ ব্যাপারে জুমু'আর খুৎবাহ্ ও সলাত অধ্যায়ে আলোচনা আসবে।

٦٢١۔ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬২১। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন : আমার পর শীঘ্রই তোমাদের উপর এমন সব প্রশাসক নিযুক্ত হবে যাদেরকে নানা কাজ ওয়াক্তমত সলাত আদায়ে বিরত রাখবে, এমনকি তার ওয়াক্ত চলে যাবে। অতএব (সে সময়) তোমরা তোমাদের সলাত ওয়াক্তমত আদায় করতে থাকবে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! তারপর আমি কি তাদের সাথে এ সলাত আবার আদায় করব? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ।[৬৩৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সলাতের নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা এবং অত্যাচারী শাসক কর্তৃক সলাতকে বিলম্বিত করার সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। আরো প্রমাণ হয় যে, ঐ সব শাসকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ, তাদের সাথে সলাত আদায় না করা মুসলিম জামা'আতে অনৈক্য/বিভক্তি সৃষ্টি করবে। তবে দ্বিতীয়বার সলাত আদায় করা নাফ্‌ল মাত্র। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, ফাসিক্ব ব্যক্তির ইমামতি/নেতৃত্ব বৈধ।

---

[৬৩৪] **সহীহ :** নাসায়ী ৪৯৯।

[৬৩৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৩, সহীহুল জামি' ২৪২৯।

٦٢٢ـ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوْا الْقِبْلَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬২২। ক্বাবীসাহ্ ইবনু ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার পর তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা সলাতকে পিছিয়ে ফেলবে। যা তোমাদের জন্য কল্যাণ হলেও তাদের জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে। তাই যতদিন তারা ক্বিবলাহ্ হিসেবে (ক্বা'বা-কে) মেনে নিবে ততদিন তাদের পিছনে তোমরা সলাত আদায় করতে থাকবে।[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : রসূল বলেন, আমার পরে তোমাদের উপরে এমন শাসক দায়িত্বশীল হবে যারা সলাতকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে আদায় করবে। তখন ঐ সব সলাত অর্থাৎ- বিলম্বিত করা সলাত তোমাদের জন্যে এ অর্থে উপকারী হবে যে, তোমরা তাদের অনুসরণের সুযোগে সলাতকে দেরী করে নিজেদের কাজ সম্পাদন করতে পারবে। আর এটা তাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে এ জন্য যে, সলাতকে দেরী না করে আদায় করার ক্ষমতা তাদের ছিল কিন্তু আখিরাতের কাজের (সলাতের) চেয়ে দুনিয়ার কাজ তাদেরকে বেশি ব্যস্ত রেখেছে। এমতাবস্থায় তারা যতক্ষণ বায়তুল্লাহতে অবস্থিত কা'বাকে ক্বিবলাহ্ করে সলাত আদায় করে অর্থাৎ মুসলিম থাকে ততক্ষণ তোমরা তাদের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করো যদিও তারা সলাতকে এর ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে।

٦٢٣ـ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৩। (তাবি'ঈ) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনু খিয়ার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি খলীফা 'উসমান -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাকে তিনি বললেন, আপনিই জনগণের ইমাম। কিন্তু আপনার উপর এ বিপদ আপতিত যা আপনি দেখছেন। এ সময় বিদ্রোহী নেতা (ইবনু বিশ্‌র) আমাদের সলাতে ইমামাত করছে। এতে আমরা গুনাহ মনে করছি। তখন তিনি ['উসমান] বললেন, মানুষ যেসব কাজ করে, এসবের মধ্যে সলাত হচ্ছে সর্বোত্তম। অতএব মানুষ যখন ভাল কাজ করবে, তাদের সাথে শারীক হবে। যখন মন্দ কাজ করবে, তাদের এ মন্দ কাজ হতে দূরে সরে থাকবে।[৬৩৭]

---

[৬৩৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৪। যদিও এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু পূর্ববর্তী হাদীসটি এর শাহিদ। তাই তা সহীহের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৬৩৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৫।

(٣) بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

অধ্যায়-৩ : সলাতের ফাযীলাত

এ অধ্যায়ে সলাতের ফাযীলাত সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। ইবনে হাজার বলেন, ফাযা-য়িলিস সলা-হ্ এর অর্থ হল, যে সকল বিষয় সলাতের সাওয়াবকে পূর্ণতা দান করে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٢٤ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২৪। 'উমারাহ্ ইবনু রুআয়বাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : এমন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্য উঠার ও ডোবার আগে সলাত আদায় করেছে, অর্থাৎ ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সলাত।[৬৩৮]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সলাত নিয়মিত আদায় করবে সে কখনো জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। এ দু' ওয়াক্ত সলাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, ফজরের সময়ে মানুষ ঘুমিয়ে আরামে কাটায় এ সময়ে ঘুম বা আরাম থেকে উঠে সলাত আদায় করা অন্য যে কোন সলাত আদায়ের চেয়ে বেশি কঠিন। আর 'আস্‌রের সলাতের সময় মানুষ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য জমে ওঠে। এমন অবস্থায় পূর্ণ দীনদার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কে এসব থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে বা অমনোযোগী হতে পারবে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সলাত কায়িম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি কি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩৭)। যখন পরিত্যাগ করে এ দু' ওয়াক্ত সলাত যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে সে অন্য সলাতগুলোও স্বাভাবিকভাবেই বেশী সংরক্ষণ করবে। তাছাড়া এ দু' ওয়াক্তে রাতের এবং দিনের মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) পৃথিবীতে উপস্থিত থাকেন আর আল্লাহর নিকট বান্দাদের 'আমালসমূহ উঠিয়ে নিয়ে যান। মোটকথা যে ব্যক্তি ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সলাত নিয়মিত আদায় করবে সে মূলত কখনো জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। এ সলাত গুনাহ মোচনকারী বিধায় সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٢٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৫। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের সলাত (অর্থাৎ ফাজ্‌র ও 'আস্‌র) আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৩৯]

---

[৬৩৮] **সহীহ :** মুসলিম ৬৩৪।

[৬৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫।

ব্যাখ্যা : দু' ঠাণ্ডা সময় বলতে দিনের দু' প্রান্তের ঠাণ্ডা সময়। এ সময় মনোরম বাতাস প্রবাহিত হয় এবং গরমের ভাব দূরীভূত হয় এটা দ্বারা ফাজ্‌র এবং 'আস্‌রের সলাতের সময়কে বুঝানো হয়েছে।

٦٢٦ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৬। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কাছে রাতে একদল ও দিনে একদল মালায়িকাহ্ আসতে থাকেন। তারা ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের ওয়াক্তে মিলিত হন। যারা তোমাদের কাছে থাকেন তারা আকাশে উঠে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে (বান্দার) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। বলেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় রেখে এসেছো? উত্তরে মালায়িকাহ্ বলেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার বান্দাদেরকে সলাত আদায়ে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যে সময় আমরা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখনও তারা সলাত আদায় করছিল।[৬৪০]

ব্যাখ্যা : সলাতই যে সর্বোচ্চ 'ইবাদাত তা এ হাদীস দ্বারা জানা যায়। কারণ এ 'ইবাদাতটির ব্যাপারে আল্লাহ এবং মালাকগণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। আরো জানা যায় যে, ফাজ্‌র এবং 'আস্‌রের সলাত অন্যান্য সলাত থেকে বেশি মর্যাদাপূর্ণ। কারণ এ দু' ওয়াক্ত সলাতেই মালাকগণের দু'টি দল একত্রিত হন। অন্য সলাতগুলোতে একদল মালায়িকাহ্ থাকে। আরো বর্ণিত আছে, ফাজ্‌রের সলাতের পর রিয্‌ক (জীবিকা) বণ্টিত হয় আর দিনের শেষে 'আমালসমূহ আল্লাহর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই যে ব্যক্তি ঐ সময় দু'টোতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে লিপ্ত থাকবে তার রিয্‌ক্ব এবং 'আমালে বারাকাত দেয়া হবে।

٦٢٧ـ وَعَنْ جُنْدُبٍ الْقَسْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ الْقُشَيْرِيِّ بَدَلَ الْقَسْرِيِّ.

৬২৭। জুনদুব আল ক্বস্‌রী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মাদারিতে থাকল। অতএব আল্লাহ যেন আপন যিম্মাদারীর কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন, তাকে (নিশ্চিত) ধরতে পারবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন।[৬৪১]

আর মাসাবীহের কোন কোন নুসখায় الْقَسْرِيِّ পরিবর্তে الْقُشَيْرِيِّ রয়েছে।

---

[৬৪০] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৫, মুসলিম ৬৩২।

[৬৪১] **সহীহ :** মুসলিম ৬৫৭।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত সাথে আদায় করল সে ব্যক্তি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে চলে গেল। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা দিবেন। এখানে যিম্মা/তত্ত্বাবধান বলতে সলাতকে উদ্দেশ করা হয়েছে যা ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর অর্থ হলো, তোমরা ফাজ্‌রের সলাতকে ছেড়ো না। যদি ছাড়ো তাহলে তা আল্লাহ এবং তোমাদের মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আর আল্লাহ কাউকে ধরতে চূড়ান্তভাবে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। মূল কথা হলো, আল্লাহর কোন সামান্য ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

٦٢٨ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মানুষ যদি জানত আযান দেয়া ও সলাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কী সাওয়াব রয়েছে এবং লটারী করা ছাড়া এ সুযোগ না পেত, তাহলে লটারী করত। আর যদি জানত সলাত আদায় করার জন্য আগে আগে আসার সাওয়াব, তাহলে তারা এ (যুহরের) সলাতে অন্যের আগে পৌঁছার চেষ্টা করত। যদি জানত 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের মধ্যে আছে, তাহলে (শক্তি না থাকলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সলাতে হাযির হবার চেষ্টা করত।[৬৪২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়ায্‌যিনের চাকুরী গ্রহণ করা, সর্বদা প্রথম কাতারে সলাত আদায় করা এবং 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতে দ্রুত যাওয়া মুস্তাহাব এবং 'ইশাকে "আতামাহ্" নামে নামকরণ করার বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

٦٢٩ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৯। উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুনাফিক্বদের জন্য 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের চেয়ে ভারী আর কোন সলাত নেই। যদি এ দুই সলাতের মধ্যে কি রয়েছে, তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সলাতে আসত।[৬৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল সলাতই মুনাফিক্বদের জন্য ভারী বা কষ্টকর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তারা (মুনাফিক্বরা) সলাতে অলসতার সাথে উপস্থিত হয়"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৫৪)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যখন তারা (মুনাফিক্বরা) সলাতে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য....."– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৪২)।

অন্য যে কোন সলাতের তুলনায় 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত আদায় করা মুনাফিক্বদের জন্য বেশি কষ্টকর। কারণ 'ইশার সলাত হলো বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রস্তুতি নেয়ার সময় আর ফজরের সলাত হলো ঘুমের সবচেয়ে আরামদায়ক বা মজাদার সময়।

[৬৪২] **সহীহ :** বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭।

[৬৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১।

একনিষ্ঠ মু'মিন ব্যক্তির উচিত মুনাফিক্বদের এ অভ্যাস থেকে দূরে থাকা। এ দু' ওয়াক্ত সলাত অপরিমেয় বারাকাত সমৃদ্ধ। তাই কষ্ট করে হলেও অবশ্যই এ সলাতদ্বয় আদায় করার জন্য মাসজিদে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

٦٣٠- وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৩০। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করেছে, সে যেন অর্ধেক রাত সলাতরত থেকেছে। আর যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জমা'আতে আদায় করেছে, সে যেন পুরো রাত সলাত আদায় করেছে।[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বুঝা যায় যে, 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায়ের তুলনায় ফজরের সলাত জামা'আতে আদায়ের ফাযীলাত বেশী। ফজরের সলাতের ফাযীলাত 'ইশার সলাতের ফাযীলাতের দ্বিগুণ। হাদীসের এ ব্যাখ্যা আত্ তিরমিযী ও আবূ দাউদ-এর বর্ণনার বিরোধিতা মনে হয়। সে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি 'ইশা এবং ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করে কিয়াম করল। এর উত্তরে আমি (ব্যাখ্যাকারক) বলব, "যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত সলাত আদায় করল"– সহীহ মুসলিমের এ বর্ণনা 'ইশার সলাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ "সে যেন পূর্ণ রাত সলাত আদায় করল"–এর দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, সে যেন রাতের শেষ অর্ধাংশ সলাত আদায় করল। আর প্রথম অর্ধাংশ তো 'ইশার সলাতেই কাটলো। মোটকথা, যে ব্যক্তি ফজর এবং 'ইশা উভয় ওয়াক্ত সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করে পূর্ণ রাতই সলাতে থাকে। এ হাদীসের সকল বর্ণনা এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছে।

٦٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُوْلُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৩১। ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বেদুইনরা যেন তোমাদের মাগরিবের সলাতের নামকরণে তোমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা এ সলাতকে 'ইশা বলত।[৬৪৫]

ব্যাখ্যা : মাগরিবের সলাতের নামকরণের ব্যাপারে জাহিলী যুগের আরব (গ্রামীণ আরববাসী) বেদুঈনরা (গ্রাম্য আরব) যেন তোমাদের উপর বিজয় লাভ না করে। এখানে মাগরিবকে 'ইশা নামে নামকরণ করতে যেমনটি আরব বেদুঈনরা করত, তা থেকে নিষেধ করার উদ্দেশ্য হলো যখন মাগরিবের সলাতের নামকরণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হবে তখন তারা এ নামকরণের ক্ষেত্রে বিজয়ী হবে। (অর্থাৎ- তাদের মতামতই আল্লাহর বক্তব্যের চেয়ে অগ্রাধিকার পেল বলে সাব্যস্ত হবে, এটাই মুসলিমদের পরাজয় এবং বেদুঈনদের বিজয়)। সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল আল্ মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জাহিলী যুগে আরব বেদুঈনরা মাগরিবকে 'ইশা বলত।

---

[৬৪৪] **সহীহ :** মুসলিম ৬৫৬।

[৬৪৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৩, আহ্‌মাদ ৫/৫৫।

٦٣٢-وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৩২। আর তিনি (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের 'ইশার সলাতের নামকরণেও তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। এটা আল্লাহর কিতাবে 'ইশা। তা পড়া হয় তাদের উষ্ট্রী দুধ দোহনের সময়।[৬৪৬]

ব্যাখ্যা : স্বাভাবিক কথা এই যে, যখন মহান ও সম্মানীয় ব্যক্তি কোন নাম সাব্যস্ত করেন তখন অন্য কারো নামকরণ গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা এতে ঐ মহানের সম্মানহানি ঘটে। তার উপরে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এটা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাব আল-কুরআনে 'ইশাকে 'ইশা নাম দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ "ইশার সলাতের পর....."- (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৫৮)। তাই এরপরে অপর কারো নামকরণ গ্রহণ করা অন্যায় এবং নিন্দনীয়। এ হাদীস দ্বারা 'ইশাকে আতামা নামকরণ মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হয়। [এ হাদীস ও পূর্বোক্ত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত আলোচনা ৬৩০ নং আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত করা হয়েছে]।

সিন্ধী বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু আল্লাহ তার কিতাবে স্বয়ং এ সলাতকে 'ইশা নামে নামকরণ করে উল্লেখ করেছেন এবং আরব বেদুঈনরা এ সলাতকে 'আতামাহ্ নামে ডাকে সেহেতু তোমরা বেদুঈনদের ডাকা নামে 'ইশাকে বেশি ডেকো না। যদি ডাকো তাহলে তোমাদের উপর বেদুঈনদের প্রভাব প্রকাশ পাবে। বরং তোমরা কুরআন অনুযায়ী 'ইশা নামটি বেশি ব্যবহার করো। এখানে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা 'আতামাহ্ নাম ব্যবহার করতে পুরোপুরি নিষেধ করা হয়নি। কারণ তারা এ সময়ে উটের দুধ দোহন করত। 'আতামাহ্ অর্থ অন্ধকার। তারা কিছুটা অন্ধকার নামলে সে সময় উটের দুধ দোহন করত। আর দুধ দোহন করার সময়কে তারা 'আতামাহ্ বলত।

٦٣٣-عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৩৩। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খন্দাক্বের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, কাফিররা আমাদেরকে 'মধ্যবর্তী সলাত' অর্থাৎ 'আস্‌রের সলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘর আর ক্ববরগুলো আগুন দিয়ে ভরে দিন।[৬৪৭]

---

[৬৪৬] **সহীহ :** মুসলিম ৬৪৪, আবূ দাউদ ৪৯৮৪, নাসায়ী ১/৯৩, ইবনু মাজাহ্ ৭০৪, আহ্মাদ ২/১০, ১৮, ৪৯, ১৪৪।
এ সংকলনে দু' দিক থেকে সমস্যা রয়েছে। প্রথমতঃ এটি এ ধারণা দিচ্ছে যে উভয়টি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দু'টি হাদীস একটি মাগরিব সলাতের বিষয়ে আর অপরটি 'ইশা সলাতের বিষয়ে। দ্বিতীয়তঃ এ ধারণাও দিচ্ছে যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) এভাবেই পরিপূর্ণ আকারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইবনু 'উমার হতে দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর প্রথম হাদীসটি (অর্থাৎ- মাগরিব সলাতের ক্ষেত্রে) ইমাম বুখারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

[৬৪৭] **সহীহ :** বুখারী ৪৫৩৩, মুসলিম ৬২৭।

ব্যাখ্যা : হিজরী চতুর্থ বছরের শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের (অন্য নামে আহযাবের যুদ্ধ) দিন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুশরিকরা আমাদেরকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত 'আসরের সলাত আদায় করতে বাধা দিয়ে রেখেছিল। (অর্থাৎ- তাদের মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকার কারণে সূর্য ডোবার পূর্বে আমরা 'আসরের সলাত আদায় করতে পারিনি)। এটা ছিল ভয়কালীন সলাত (সলাতুল খাওফ) প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সলাতুল উসতা অর্থাৎ- মধ্যবর্তী সলাত হলো 'আসরের সলাত। যদিও মধ্যবর্তী সলাত কোন্‌টি এ নিয়ে 'আলিমগণের মধ্যে বিশটিরও বেশী মত দেখতে পাওয়া যায়। এ মতগুলোর মধ্যে তিনটি মত সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

প্রথম মত : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর মতে এটি হলো ফাজ্‌রের সলাত।

দ্বিতীয় মত : যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) ও 'উরওয়াহ্ (রাঃ)-এর মতে এটি হলো যুহরের সলাত।

তৃতীয় মত : অধিকাংশ সহাবা, তাবি'ঈ, মুহাদ্দিস এবং ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে এটি হলো 'আস্‌রের সলাত।

এ মতের পক্ষে স্পষ্ট সহীহ হাদীস বিদ্যমান, যা অসংখ্য প্রমাণবাহী। এ সব হাদীস আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী তার ফাতহুল বারী কিতাবে, আল্লামা ইবনু কাসীর তার তাফসীরে আল-মাজদ ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তার আল্ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সে হাদীসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'আলী (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি। এ মতের বিপক্ষে প্রমাণ বহনকারী অন্যান্য হাদীস ও আসার (সহাবীগণের কথা) এ হাদীসের সমকক্ষ নয়। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ/সঠিক কথা। ইমাম নাব্বী বলেন, সহীহ স্পষ্ট হাদীসগুলোর দাবী হলো মধ্যবর্তী সলাত হলো 'আস্‌রের সলাত। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, এটা 'আসরের সলাত হওয়াই নির্ভরযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত কথা।

এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের জন্য বদ্‌দু'আ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দুনিয়ার জীবনের ঘরগুলোকে ধ্বংস করে দিন এবং তাদের আখিরাতের ঘর অর্থাৎ- ক্ববরগুলোকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٣٤ـ وَعَنِ بْنِ مَسْعُودٍ وَّسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الْعَصْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬৩৪। ইবনু মাস'উদ ও সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (উস্‌ত্বা- সলাত) মধ্যবর্তী সলাত হচ্ছে 'আস্‌রের সলাত।[৬৪৮]

---

[৬৪৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৮১-১৮২, মুসলিম ২/১১২, সহীহুল জামি' ৩৮৩৫। আলবানী (রহঃ) বলেন : যদি লেখক رَوَاهُ - এর স্থলে رَوَاهُمَا বলত তাহলে ভাল হত। কারণ এ দু'টি ভিন্ন সানাদে বর্ণিত দু'টি হাদীস। প্রথমটি মুররাহ্ আল্ হাম্‌দানীর সূত্রে ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আত্ তিরমিযী যেটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয়টি হাসান বাসরীর সূত্রে সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত যেটি আত্ তিরমিযীতে রয়েছে।

ব্যাখ্যা : 'আস্‌রের সলাতকে মধ্যবর্তী সলাত বলা হয় এজন্য যে, এটি রাতের দু' ওয়াক্ত এবং দিনের দু' ওয়াক্ত সলাতের মধ্যবর্তী। যেমন হাতে মধ্যমা আঙ্গুল-এর অবস্থান। এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, 'আস্‌রের সলাত মধ্যবর্তী সলাত।

٦٣٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهٖ تَعَالٰى: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا قَالَ تَشْهَدُهٗ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬৩৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে আল্লাহর বাণী ﴿إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ "ফাজ্‌রের ক্বিরাআতে (সলাতে) উপস্থিত হয়"– (সূরাহ্ ইসরা ১৭ : ৭৮) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে উপস্থিত হয় রাতের ও দিনের মালায়িকাহ্।[৬৪৯]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٣٦ـ عَنْ زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الظُّهْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زيد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا

৬৩৬। যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উভয়ে বলেন, 'উস্‌ত্বা সলাত' (মধ্যবর্তী সলাত) যুহরের সলাত। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে এবং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে মু'আল্লাক্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৬৫০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার বাণী, "নিশ্চয়ই ফাজ্‌রের সলাতে উপস্থিত হয়"-এর ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এ সলাতের সময়ে একদল মালাক (ফেরেশ্‌তা) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং অন্য একদল মালাক আকাশে উঠে যায়। আয়াতটিতে ফাজ্‌রের সলাতকে ফাজ্‌রের কুরআন নামাঙ্কিত করার উদ্দেশ্য হলো, ফাজ্‌রের সলাতে লম্বা ক্বিরাআত পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা যাতে মানুষ (মুসল্লীরা) কুরআন শুনতে পারে। আর এজন্যই ক্বিরাআতের দিক থেকে সকল সলাতের মধ্যে ফাজ্‌রের সলাত দীর্ঘতম।

٦٣٧ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْهَا نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ

৬৩৭। যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের সলাত আগে আগে আদায় করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন কোন সলাত আদায় করতেন না যা তাঁর (সাঃ) সহাবীগণের

---

[৬৪৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩১৩৫।

[৬৫০] **হাসান :** মালিক ৪৬০, তিরমিযী ১৮২। যদিও এর সানাদে ইবনু ইয়ারবূ' আল্ মাখযূমী নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে কিন্তু যায়দ ইবনু সাবিত-এর সূত্রে ত্বহাবীতে বর্ণিত এর একটি, শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

জন্য যুহরের চেয়ে কষ্টসাধ্য ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল : ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ "তোমরা সব সলাতের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের হিফাযাত করবে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৩৮)। তিনি [যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু] বলেন, যুহরের সলাতের আগেও দু'টি সলাত ('ইশা ও ফাজ্‌র) আছে, আর পরেও দু'টি সলাত ('আস্‌র ও মাগরিব) আছে।[৬৫১]

ব্যাখ্যা : যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর মতে মধ্যবর্তী সলাত হলো যুহরের সলাত। যুহরের সলাতকে মধ্যবর্তী সলাত বলা হয়েছে এ জন্য যে, এ সলাত দিনের দু' প্রান্তের (সকাল ও বিকাল) মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করা হয়।

٦٣٨ـ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الصُّبْحِ. رَوَاهُ الْمُوَطَّأُ

৬৩৮। ইমাম মালিক-এর নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, 'আলী ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতেন : 'সলাতুল উস্‌ত্বা' দ্বারা উদ্দেশ্য ফাজ্‌রের সলাত।[৬৫২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরপরই খুব গরমের মধ্যে এ সলাতটি আদায় করতেন। সাহাবীগণের কষ্ট হত বিধায় তারা তাদের কাপড়ের উপর সাজদাহ্ দিতেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা সলাতসমূহ ওয়াক্ত মতো এবং এগুলোর শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করে নিয়মিত আদায় করার মাধ্যমে সলাতসমূহকে সংরক্ষণ করবে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতকে অর্থাৎ- সকল সলাতকে সংরক্ষণের আদেশ একত্রে দেয়ার পরে পৃথকভাবে মধ্যবর্তী সলাতকে সংরক্ষণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তোমাদের কেউ যেন যুহরের সলাতকে ভারী ভেবে পরিত্যাগ না করে।

যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এ মধ্যবর্তী সলাতের পূর্বে দু'টি সলাত, যার একটি দিনের (ফজর) অপরটি রাতের ('ইশা) এবং এরপরে দু'টি সলাত, যারও একটি দিনের ('আস্‌র) অপরটি রাতের (মাগরিব)। যুহরের সলাতকে মধ্যবর্তী সলাত এজন্য বলা হতে পারে যে, এটি দিনের মধ্যভাগে আদায়কৃত সলাত।

٦٣٩ـ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا.

৬৩৯। তিরমিযী ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার হতে মু'আল্লাক্ব হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মতে মধ্যবর্তী সলাত হিসেবে ফাজ্‌রের সলাতকে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ 'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর থেকে এর বিপরীত তথা 'আস্‌রের সলাত সম্পর্কে মত পাওয়া যায়।

'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মতে যে, মধ্যবর্তী সলাত হলো 'আস্‌রের সলাত। এ মতের পক্ষে দু'টি বর্ণনা মূলগ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নামেও বর্তমান হাদীসে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তারও বিপরীত তার থেকে প্রমাণিত। মোটকথা, এ হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে যে মত বর্ণিত হয়েছে তা তাদের প্রকৃত মত নয়। বিস্তারিত জানার জন্য মূল গ্রন্থ (মির'আত) দেখুন।

---

[৬৫১] **সহীহ :** আহমাদ ২১০৮০, আবূ দাঊদ ৬৩৭।
[৬৫২] **য'ঈফ :** মালিক ৩১৬।

জন্য যুহরের চেয়ে কষ্টসাধ্য ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল : ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ "তোমরা সব সলাতের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের হিফাযাত করবে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৩৮)। তিনি [যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, যুহরের সলাতের আগেও দু'টি সলাত ('ইশা ও ফাজ্‌র) আছে, আর পরেও দু'টি সলাত ('আস্‌র ও মাগরিব) আছে।[৬৫১]

ব্যাখ্যা : যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু ও 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মতে মধ্যবর্তী সলাত হলো যুহরের সলাত। যুহরের সলাতকে মধ্যবর্তী সলাত বলা হয়েছে এ জন্য যে, এ সলাত দিনের দু' প্রান্তের (সকাল ও বিকাল) মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করা হয়।

٦٣٨ـ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهٗ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الصُّبْحِ. رَوَاهُ الْمُوَطَّأُ

৬৩৮। ইমাম মালিক-এর নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, 'আলী ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন : 'সলাতুল উস্‌ত্বা' দ্বারা উদ্দেশ্য ফাজ্‌রের সলাত।[৬৫২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরপরই খুব গরমের মধ্যে এ সলাতটি আদায় করতেন। সাহাবীগণের কষ্ট হত বিধায় তারা তাদের কাপড়ের উপর সাজদাহ্ দিতেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা সলাতেসমূহ ওয়াক্ত মতো এবং এগুলোর শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করে নিয়মিত আদায় করার মাধ্যমে সলাতসমূহকে সংরক্ষণ করবে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতকে অর্থাৎ- সকল সলাতকে সংরক্ষণের আদেশ একত্রে দেয়ার পরে পৃথকভাবে মধ্যবর্তী সলাতকে সংরক্ষণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তোমাদের কেউ যেন যুহরের সলাতকে ভারী ভেবে পরিত্যাগ না করে।

যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ মধ্যবর্তী সলাতের পূর্বে দু'টি সলাত, যার একটি দিনের (ফজর) অপরটি রাতের ('ইশা) এবং এরপরে দু'টি সলাত, যারও একটি দিনের ('আস্‌র) অপরটি রাতের (মাগরিব)। যুহরের সলাতকে মধ্যবর্তী সলাত এজন্য বলা হতে পারে যে, এটি দিনের মধ্যভাগে আদায়কৃত সলাত।

٦٣٩ـ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا.

৬৩৯। তিরমিযী ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার হতে মু'আল্লাক্ব হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে মধ্যবর্তী সলাত হিসেবে ফাজ্‌রের সলাতকে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর থেকে এর বিপরীত তথা 'আস্‌রের সলাত সম্পর্কে মত পাওয়া যায়।

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে যে, মধ্যবর্তী সলাত হলো 'আস্‌রের সলাত। এ মতের পক্ষে দু'টি বর্ণনা মূলগ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নামেও বর্তমান হাদীসে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তারও বিপরীত তার থেকে প্রমাণিত। মোটকথা, এ হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে মত বর্ণিত হয়েছে তা তাদের প্রকৃত মত নয়। বিস্তারিত জানার জন্য মূল গ্রন্থ (মির'আত) দেখুন।

---

[৬৫১] **সহীহ :** আহমাদ ২১০৮০, আবূ দাউদ ৬৩৭।
[৬৫২] **য'ঈফ :** মালিক ৩১৬।

٦٤٠ـ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

৬৪০। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : যে লোক ভোরে ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের জন্য গেল সে লোক ঈমানের পতাকা উড়িয়ে গেল। আর যে লোক ভোরে বাজারের দিকে গেল সে লোক ইবলীসের (শায়ত্বনের) পতাকা উড়িয়ে গেল।[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের উদ্দেশে মাসজিদে যাওয়া ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশের নিদর্শন। আর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজারের দিকে শায়ত্বনের পতাকা উত্তোলন করে নিজের দীনকে অপমাণিত করার প্রমাণ। আর এ ব্যক্তি শায়ত্বনের দলভুক্ত কর্মী। তবে কেউ যদি হালাল রিয্‌ক উপার্জনের উদ্দেশে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ সম্পন্ন করে এবং 'ইবাদাতের জন্য পিঠকে সোজা রাখা তথা খাদ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচতে বাজারে যায় তাহলে সে আল্লাহর দলেই থাকবে। এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাজারে যাওয়া উচিত নয়। কারো মতে, এ হাদীসে বর্ণিত "বাজারে গমনকারী ব্যক্তি ইবলীসের পতাকা হাতে সকাল করল" সেই ব্যক্তি যে ভোরে ফাজ্‌রের সলাত আদায় না করে বাজারে যায়।

(٤) بَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায়-৪ : আযান

এ অধ্যায়ে আযান প্রবর্তনের সূচনা ও আযানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আযান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ঘোষণা দেয়া। শারী'আতের পরিভাষায় বিশেষ কিছু শব্দের মাধ্যমে সলাতের সময়ের ঘোষণা দেয়াকে আযান বলা হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে আযানের বিবরণ এসেছে। প্রথম হিজরীতে আযানের প্রবর্তন হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٤١ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৫৩] **খুবই দুর্বল :** ইবনু মাজাহ্ ২২৩৪। কারণ এর সানাদে 'আবীস ইবনু মায়মূন রয়েছে যাকে ইমাম বুখারীসহ আরো অনেকে "মুনকিরুল হাদীস" হিসেবে অবহিত করেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন যে, সে বিশ্বস্ত রাবী থেকে ধারণার ভিত্তিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে।

৬৪১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাতে শারীক হবার জন্য ঘোষণা প্রসঙ্গে) আগুন জ্বালানো ও শিঙ্গায় ফুঁক দেবার প্রস্তাব হল। এটাকে কেউ কেউ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রথা বলে উল্লেখ করেন। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিলালকে নির্দেশ দিলেন আযান জোড়া শব্দে ও ইক্বামাত বেজোড় শব্দে দেয়ার জন্য। হাদীস বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল বলেন, আমি আবূ আইয়ূব আনসারীকে (ইক্বামাত বেজোড় দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তবে "*ক্বদ ক্বা-মাতিস সলা-হ্‌* ছাড়া" (অর্থাৎ- '*ক্বদ ক্বা-মাতিস সলা-হ্‌*' জোড় বলতে হবে)।[৬৫৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, ইবনু 'আব্বাস এবং ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মধ্যবর্তী সলাত হলো ফাজ্‌রের সলাত। আমি (লেখক) ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত কোন সূত্র পাইনি। হ্যাঁ, তবে ইবনু কাসীর বলেছেন, যে, ইবনু আবী হাতিম ইবনু 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল মু'মিন তার গ্রন্থ "কাশফুল গিতা আনিস সলাতিল উসত্বা" গ্রন্থে ইবনু 'উমার থেকে সহীহ সূত্রে যে মত বর্ণনা করেছেন তাতে মধ্যবর্তী সলাত হলো 'আস্‌রের সলাত। এ সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

٦٤٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّأْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৪২। আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং আমাকে 'আযান' শিখিয়েছেন। তিনি আযানে বললেন, বল : *(১) আল্ল-হু আকবার, (২) আল্ল-হু আকবার, (৩) আল্ল-হু আকবার, (৪) আল্ল-হু আকবার; (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, (১) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (২) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ। তারপর (তিনি) বললেন, তুমি আবার বল, (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, (১) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (২) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (১) হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ্‌, (২) হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ্‌, (১) হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ, (২) হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ। (১) আল্ল-হু আকবার, (২) আল্ল-হু আকবার। লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ।*[৬৫৫]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

---

[৬৫৪] **সহীহ :** বুখারী ৬০৩-৬০৫, মুসলিম ৩৭৮।

[৬৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ৩৭৯।

Contents

৬৪৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আযানের বাক্য দু' দু'বার ও ইক্বামাতের বাক্য এক একবার ছিল। কিন্তু *"ক্বদ ক্ব-মাতিস্ সলা-হ্"*কে মুয়ায্যিন দু'বার করে বলতেন।[৬৫৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আযানের বাক্যগুলো দু' বার করে এবং ইক্বামাত একবার করে দেয়া হত। ক্বারী বলেন, আযানের শুরুতে তাকবীর (*আল্লা-হু আকবার*) চারবার দিতে হবে। আর শেষে তাহলীল (*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*) একবার বলতে হবে। এ দু'টি বিষয় অত্র হাদীসের ব্যাপক হুকুমের বাইরে বিশেষ হুকুম। বাহ্যিকভাবে এ হাদীস যদিও তারজী' আযানকে নিষিদ্ধ করে কিন্তু আবূ মাহযূরাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীস দ্বারা তারজী' আযান প্রমাণিত হয়। যেহেতু আবূ মাহযূরাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত সহীহ হাদীসে আযানের অতিরিক্ত বাক্যগুলো রয়েছে এবং এর নিষিদ্ধতার কোন হাদীস নেই সেহেতু অতিরিক্ত বাক্য সম্বলিত হাদীসটি গ্রহণ করা আবশ্যক। যদিও ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কথা দ্বারা তারজী' আযানের বিরোধী কথা প্রমাণিত হলেও আবূ মাহযূরাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীস দ্বারা তারজী' আযান-এর গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। আর নিয়ম হলো, নেতিবাচক হুকুমের উপর ইতিবাচক হুকুম অগ্রাধিকার পাবে। মুয়ায্যিন ইক্বামাতের মধ্যে *"ক্বদ ক্ব-মাতিস সলা-হ্"* (অর্থাৎ- সলাত দাঁড়ানোর সময় নিকটবর্তী হয়েছে) বাক্যটি দু'বার বলবে।

٦٤٤- عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৬৪৪। আবূ মাহযূরাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ বাক্যে আযান আর সতের বাক্যে ইক্বামাত শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৫৭]

ব্যাখ্যা : আযান-এর বাক্য উনিশটি। প্রথমে ৪ বার *আল্লা-হু আকবার*, *আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ* বাক্যটি তারজী' সহ ৪ বার, *আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ* বাক্যটি তারজী সহ ৪ বার, হাইয়া আলাস সলাহ ২ বার, *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ* ২ বার, *আল্লা-হু আকবার* ২ বার, শেষে ১ বার *লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*, এ মোট উনিশ বাক্য। আযানের মধ্যে তারজী' সুন্নাহসম্মত হওয়ার পক্ষে এ হাদীস স্পষ্ট দলীল। ইক্বামাতের বাক্য সতেরটি। প্রথমে *আল্লা-হু আকবার* ৪ বার, শাহদার বাক্য দু'টিতে তারজী' বাদ দিতে হবে, আর *ক্বদ ক্ব-মাতিস সলা-হ্* বাক্যটি ১ বার যোগ করতে হবে। বাকী বাক্যগুলো আযানের মতই থাকবে। তাহলেই ইক্বামাতের বাক্য সতেরটি হয়।

٦٤٥- وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ قَالَ تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

---

[৬৫৬] **হাসান :** আবূ দাউদ ৫১০, নাসায়ী ৬২৮, দারিমী ১১৯৩।

[৬৫৭] **সহীহ :** আহমাদ ২৬৭০৮, আবূ দাউদ ৫০২, আত্ তিরমিযী ১৯২, নাসায়ী ৬৩০, ইবনু মাজাহ্ ৭০৯, দারিমী ১১৯৭, সহীহুল জামি' ২৭৬৪।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬৪৫। উক্ত রাবী [আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি [আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, (আমার কথা শুনে) তিনি আমার অথবা এবং বললেন, বল : *আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার*। এ বাক্যগুলো তুমি খুব উচ্চৈঃস্বরে বলবে। এরপর তুমি নিম্নস্বরে বলবে, *আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ* এবং *আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ*। তুমি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে শাহাদাত বাক্য বলবে : *আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, হাইয়্যা 'আলাস্ সলা-হ্, হাইয়্যা 'আলাস্ সলা-হ্; হাইয়া 'আলাল ফালা-হ, হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ*। এ আযান ফাজ্‌রের সলাতের জন্য হলে বলবে, *আস্‌সলা-তু খয়রুম মিনান্ নাওম, আস্‌সলা-তু খয়রুম মিনান্ নাওম*। *আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার*। *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*।[৬৫৮]

ব্যাখ্যা : আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীস 'আমাল না করার পিছনে ওযর পেশ করে "হিদায়া" গ্রন্থকার বলেন, এরূপ করা হয়েছিল প্রশিক্ষণের জন্য। আর প্রশিক্ষণকে আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তারজী' হিসেবে ধারণা করে নিয়েছেন। ইমাম তহাবী (রহঃ) তার শারহুল আসার গ্রন্থে বলেছেন, আবূ মাহযূরাকে তারজী' শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এজন্য যে, তিনি এ দু' বাক্যে তার স্বরকে উচ্চ করেননি। সেজন্যই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্বরকে টেনে ও উচ্চ করে বলো"।

ইবনুল জাওযী বলেন, আবূ মাহযূরাহ্ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফির ছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আযান শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদার বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করিয়েছিলেন। এটা এজন্য করেছিলেন যে, যাতে শাহাদার ব্যাপারটি তার অন্তরে গেঁথে যায়.....।

ইমাম যায়লা'ঈ তার নাসবুর রায়াহ গ্রন্থে উপর্যুক্ত তিনটি মত উল্লেখ করে বলেছেন, মর্মের দিক থেকে এ তিনটি মতই নিকটবর্তী (অর্থাৎ- প্রায় একই)। এরপর তিনি এ মতগুলোর প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আবূ দাউদে বর্ণিত অত্র হাদীস এ মতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। এ হাদীসে সহাবী ও বর্ণনাকারী আবূ মাহযূরাহ্ বলেছেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আযানের পদ্ধতি বা নিয়ম শিক্ষা দিন। অতঃপর এ হাদীসের মধ্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তারজী' সহ আযান শিক্ষা দিলেন এবং এ তারজী'কে আযানের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাছাড়া এ মতগুলো প্রত্যাখ্যান করার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যা সত্যানুসন্ধানী, ন্যায়নিষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত বা গোপন নয়।

٦٤٦ - وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُوْ إِسْرَائِيلَ الرَّاوِيْ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

---

[৬৫৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০০। যদিও হাদীসের এ সানাদটি দুর্বল কিন্তু তার অনেকগুলো শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা সহীহের স্তরে উন্নিত হয়েছে।

৬৪৬। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন : ফাজ্‌রের সলাত ব্যতীত কোন সলাতেই 'তাসবীব' করবে না।[৬৫৯]

কিন্তু তিরমিযী এ হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল মুহাদ্দিসদের মতে নির্ভরযোগ্য নন।

ব্যাখ্যা : তাস্‌বীব تَثْوِيْبٌ অর্থ হলো কোন সংবাদ দেয়ার পর সংবাদ দেয়া বা বিজ্ঞপ্তি জানানোর পর বিজ্ঞপ্তি জানানো। তাস্‌বীব বলতে সাধারণত ইক্বামাতকে বুঝানো হয়, যা আযানের পরে আসে। (আযান দ্বারা একবার সলাতের সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। অতঃপর ইক্বামাত দ্বারা আবার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে, তাই তাসবীব বলা হয়েছে।) তাসবীব বলতে ফাজ্‌রের আযানে *"আস্ সলা-তু খায়রুম মিনান্ নাওম"* বলা বুঝানো হয়। এ দু'টি অর্থই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত অর্থ। তবে মানুষেরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের পরে আযান এবং ইক্বামাতের মাঝে তৃতীয় আরেকটি সংবাদ প্রচারকে নতুন করে চালু করেছে। (যা বিদ'আত এবং অবশ্যই বর্জনীয়)

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীসে তাসবীব বলতে ফাজ্‌রের সলাতে মুআজ্জিনের *"আস্ সলা-তু খায়রুম মিনান্ নাওম"* বলাকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুরু ফাজ্‌রের সলাতে *"হাইয়া 'আলাল ফালা-হ"* বাক্যের পরে *"আস্ সলা-তু খায়রুম মিনান্ নাওম"* বাক্য বলা সুন্নাত। যেমনটি পূর্বের আবূ মাহযূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

٦٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ الْقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ

৬৪৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলালকে বললেন, যখন আযান দিবে ধীর গতিতে (উচ্চকণ্ঠে) দিবে এবং যখন ইক্বামাত দিবে দ্রুতগতিতে (নিচু স্বরে) দিবে। তোমরা আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে এ পরিমাণ বিরতি রাখবে যাতে খাদ্য গ্রহণকারী খাওয়া, পানরত লোক পান করা, পায়খানা প্রস্রাবে রত লোক হাজাত পূর্ণ করতে পারে। আর আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা সলাতে কাতারবদ্ধ হবে না।[৬৬০]

তিরমিযী বলেন, এ হাদীসকে আমরা 'আবদুল মুন্'ইম ছাড়া আর কারও থেকে শুনিনি আর এর সানাদ মাজহূল-অজানা।

---

[৬৫৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৯৮, ইবনু মাজাহ্ ৭১৫, য'ঈফুল জামি' ৬১৯১। ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন : আবূ ইসরাঈল এ হাদীসটি হাকাম ইবনু 'উয়ায়নাহ্ থেকে শ্রবণ করেননি। বরং তিনি এটি হাসান থেকে 'উমারাহ্ তারপর হাকাম এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এ 'উমারাহ্ খুবই দুর্বল রাবী। তবে হাদীসটি অর্থগতভাবে সহীহ, কারণ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ফাজ্‌রের সলাত ছাড়া অন্য কোন সলাতে বলা হয় না।

[৬৬০] **খুবই য'ঈফ বা দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ১৯৫। এর সানাদে আবদুল মুন্'ইম নামে একজন মাজহুল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে। আর 'আম্‌র ইবনু যায়দ আল আসওয়ারী তার মুতাবায়াত করেছে যিনি ইমাম যাহাবীর ভাষ্য মতে একজন মাত্‌রূক রাবী। আর তাদের উভয়ের উসতাদ ইহ্‌ইয়া ইবনু মুসলিম আল বাক্‌কা একজন দুর্বল রাবী। তবে হাদীসের وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ অংশটুকু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা : আযান এবং ইক্বামাতের মাঝে কিছু সময়ের বিরতি এজন্য রাখতে বলা হয়েছে যাতে যারা সলাতে অনুপস্থিত তারা সলাতে উপস্থিত হতে পারে। আর যেহেতু আযান দেয়া হয় অনুপস্থিতদের উপস্থিত করার জন্য সেহেতু উপস্থিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ জরুরী। আযান ও ইক্বামাতের মাঝে সময় না দেয়া হলে আযানের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না অর্থাৎ- লোকজন সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হতে পারবে না।

٦٤٨ـ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৬৪৮। যিয়াদ ইবনু হারিস আস্ সুদায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিলেন ফাজ্‌রের সলাতের আযান দিতে। আমি আযান দিলাম। তারপর (সলাতের সময়) বিলাল ইক্বামাত দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, সুদায়ীর ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইক্বামাতও দিবে।[৬৬১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুয়ায্‌যিনই ইক্বামাত দেয়ার অধিকার রাখে। মুয়ায্‌যিন উপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কেউ ইক্বামাত দেয়া মাকরূহ। অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিত এর মত হলো, যে আযান দিবে সে-ই ইক্বামাত দিবে। মুয়ায্‌যিন কর্তৃক ইকামাত দেয়া এবং অন্য কেউ ইক্বামাত দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিষয়টি প্রশস্ত। ইমামদ্বয় 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ এর হাদীস দ্বারা দলীল দেন। কিন্তু সনদের দিক থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস অপেক্ষা যিয়াদ সুদায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস অধিক শক্তিশালী। তাই সুদায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস অনুযায়ী হুকুম দেয়া উচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٤٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَاةِ لَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اتَّخِذُوا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিমরা মাদীনায় হিজরত করে আসার পর সলাতের জন্য অনুমান করে একটা সময় ঠিক করে নিতেন। সে সময় সকলে একত্রিত হতেন। কারণ তখনও সলাতের জন্য কেউ আহ্বান করত না। একদিন এ বিষয় নিয়ে তারা আলোচনায় বসতেন।

---

[৬৬১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫১৪, আত্ তিরমিযী ১৯৯, ইবনু মাজাহ্ ৭১৭, ইরওয়াহ ৫৩৭, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ৩৫। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু যিয়াদ আল-আফরিকী রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী।

কেউ বললেন, নাসারাদের মতো ঘণ্টা বাজানো হোক। আবার কেউ বললেন, 'ইয়াহূদীদের মতো শিঙ্গার ব্যবস্থা করা হোক। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে মানুষকে সলাতের জন্য আহ্বান করতে পারবে? তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বিলাল! উঠ, সলাতের জন্য আহ্বান কর (আযান দাও)।[৬৬২]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী বলেন, সলাতের মানুষকে ডাকার জন্য একজন ব্যক্তিকে পাঠানোর ব্যাপারে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইশারা এ ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যকার পরামর্শের পূর্বের ঘটনা। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্বপ্ন দেখার ঘটনাও এরপরের। কাযী ইয়ায বলেন, এ হাদীসে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সলাতের জন্য মানুষকে ডাকার যে কথা এসেছে তা হচ্ছে মানুষকে সলাতের সময় ঘোষণা জানাবার, বিধিসম্মত আযানের কথা নয়।

আবূ দাঊদ-এ সহীহ সনদে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস যে, "তিনি এক রাত্রে আযান-এর পদ্ধতি স্বপ্নে দেখলেন। অতঃপর তিনি এ খবর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জানাতে গেলেন। এমতাবস্থায় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এলেন। ঘটনা শুনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ সে অর্থাৎ- 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা স্বপ্নে দেখেছে আমিও স্বপ্নে তা দেখেছি"। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, এটা ছিল ভিন্ন বৈঠকের ঘটনা। মূলকথা হলো প্রথম ঘটনা ছিল মানুষকে সলাতের সময়ের খবর জানানো। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে দেখা পদ্ধতিকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শারী'আহ্সম্মত বলে ঘোষণা দেন। বিষয়টিতে ওয়াহীর নির্দেশও রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আযানের পদ্ধতি শুধু স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই প্রবর্তিত হয়নি।

٦٥٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِيْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِيْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهٖ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ إِلٰى آخِرِهٖ وَكَذَا الْإِقَامَةُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهٗ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَإِنَّهٗ أَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوسِ

৬৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু 'আব্দ রব্বিহী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতের জন্য একত্রিত হওয়ার জন্য ঘণ্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন। (সেদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম : এক

[৬৬২] **সহীহ :** বুখারী ৬০৪, মুসলিম ৩৭৭।

লোক একটি ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এ ঘণ্টাটা বিক্রি করবে? সে বলল, তুমি এ ঘণ্টা দিয়ে কী করবে? আমি বললাম, আমরা এ ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষকে সলাতের জামা'আতে ডাকব। সে ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলে দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। সে বলল, তুমি বল, 'আল্ল-হু আকবার' আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত আমাকে বলে শুনাল। এভাবে ইক্বামাতও বলে দিল। ভোরে উঠে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট স্বপ্নে যা দেখলাম সব তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ এ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে থাক। আর সে আযান দিতে থাকুক। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে জোরালো। অতএব আমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে বলতে লাগলাম। আর তিনি আযান দিতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নিজ বাড়ী থেকে আযানের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি নিজ চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এসে (নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে) বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আলহাম্‌দু লিল্লাহ, অর্থাৎ- আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।[৬৬৩]

কিন্তু ইবনু মাজাহ ইক্বামাতের কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীস সহীহ। তবে তিনি ঘণ্টার কথা উল্লেখ করেননি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস বাহ্যত হানাফী মাযহাবের মত অনুযায়ী ইক্বামাত ও আযানের মতো প্রতি বাক্য দু'বার দু'বার করে বলার পক্ষে প্রমাণ বহন করে বলে মল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী দাবী করেছেন। তবে এর উত্তরে লেখক বলেন, এ হাদীস হানাফীদের মতকে শক্তিশালী করে না বরং তাদের বিরোধিতা করে এবং তাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এ হাদীসে আবূ দাউদের বর্ণনায় আযানের পরের ঘটনা এ রকম যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তিনি (আমাকে আযান শিক্ষা দেয়ার পর) বললেন, অতঃপর তুমি সলাতের ইক্বামাত দিবে তখন বলবে, *"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ, হাইয়া 'আলাস্ সলা-হ্, হাইয়া 'আলাল ফালা-হ, ক্বদ ক্ব-মাতিস সলা-হ্, ক্বদ ক্ব-মাতিস্ সলা-হ্, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"*। এ হাদীস আত্ তিরমিযী ও দারিমীতেও সামান্য পরিবর্তন সহ বর্ণিত হয়েছে। বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে শেষে বলেন, এ হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, ইক্বামাতের বাক্যসমূহ একবার একবার। শুধু *ক্বদ ক্ব-মাতিস্ সলা-হ্* বাক্যটি দু'বার।

٦٥١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬৫১। আবূ বাক্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফাজ্‌রের সলাতের জন্য বের হলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যার নিকট দিয়েই যেতেন, তাকে সলাতের জন্য আহ্বান করতেন অথবা নিজের পা দিয়ে তাকে নেড়ে দিয়ে যেতেন।[৬৬৪]

---

[৬৬৩] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৯৯, দারিমী ১১৮৭, আত্ তিরমিযী ১৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৭০৬, ইরওয়া ২৪৬।

[৬৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১২৬৪। কারণ এর সানাদে আবুল ফায্ল আল্ আনসারী নামে একজন মাজহূল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সলাতের জন্য জাগ্রত করা বা পা নাড়িয়ে উঠানোর প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কারো পা ধরে নাড়িয়ে ঘুম থেকে জাগানো মাকরূহ নয়।

٦٥٢ـ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهٗ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهٗ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهٗ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهٗ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيْ نِدَاءِ الصُّبْحِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا

৬৫২। ইমাম মালিক-এর নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে এ হাদীসটি পৌঁছেছে যে, একজন মুয়ায্যিন ‘উমারকে ফাজ্‌রের সলাতের জন্য জাগাতে এলে তাকে নিদ্রিত পেলেন। তখন মুয়ায্যিন বললেন, “*আস্‌সলা-তু খয়রুম মিনান্ নাওম*” (সলাত ঘুম থেকে উত্তম)। ‘উমার (রাঃ) তাকে এ বাক্যটি ফাজ্‌রের সলাতের আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন।[৬৬৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এর বাহ্যিক বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফাজ্‌রের আযানের মধ্যে “*আস্ সলা-তু খায়রুম মিনান্ নাওম*” বাক্য প্রবেশ করানো হয়েছে ‘উমার (রাঃ)-এর আদেশে। অথচ এ বাক্যটি ফজরের আযানের মধ্যে বলার জন্য নাবী ﷺ বিলাল (রাঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন, এ কথা প্রমাণিত। তাহলে ‘উমার (রাঃ)-এর এ আদেশে এ বাক্যটি ফজরের আযানে ঢুকানো হয়েছে বলে যে কথা এ হাদীসে রয়েছে তার উত্তর কী হবে? এর অনেক উত্তর হতে পারে। যেমন- ‘উমার (রাঃ)-এর এ আদেশ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, এ বাক্যটি অন্য কোন সলাতের আযানে না বলে শুধু ফজরের আযানে বলতে হবে। তার উদ্দেশ্য ছিল বিধিসম্মান আযান ব্যতীত ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার জন্য আমীরের বাড়ির দরজায় এসে এ বাক্য বলে ডাকা ঠিক না, এ কথা বুঝানো। অর্থাৎ- এ বাক্যটি ফজরের আযানে বলা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ফজরের আযান ছাড়া অন্য কোথাও কাউকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

٦٥٣ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهٗ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৬৫৩। ‘আবদুর রহমান ইবনু সা‘দ ইবনু ‘আম্মার ইবনু সা‘দ (রাঃ) তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দাদা) ছিলেন মাসজিদে কুবায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন। রসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে (আযানের সময়) তার দুই আঙ্গুল দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এভাবে (আঙ্গুল) রাখলে তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু হবে।[৬৬৬]

---

[৬৬৫] **য‘ঈফ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৪। কারণ এর সানাদটি মুরসাল বা মু‘যাল।

[৬৬৬] **য‘ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৭১০, ইরওয়া ২৩১। কারণ এর সানাদে ‘আম্মার, সা‘দ, ‘আবদুর রহ্‌মান তিনজন দুর্বল রাবী রয়েছে। এ বিষয় সুনান আত্ তিরমিযীতে সহীহ হাদীস রয়েছে তা হলো : عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَيَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قُبَّةٍ لَهٗ حَمْرَاءَ অর্থাৎ- আবূ জুহায়ফাহ্ বলেন, আমি বিলাল (রাঃ)-কে আযান দেয়ার সময় তার মুখমণ্ডলটি এদিক-ওদিক ফিরাতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তার আঙ্গুল তার কর্ণে ছিল এবং রসূল ﷺ তার লাল তাবুতে অবস্থান করছিলেন।

(٥) بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَاِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

অধ্যায়-৫ : আযানের ফাযীলাত ও মুয়ায্যিনের উত্তর দান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٥٤ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৫৪। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : ক্বিয়ামাতের দিন মুয়ায্যিনগণ সবচেয়ে উঁচু ঘাড় সম্পন্ন লোক হবে।[৬৬৭]

ব্যাখ্যা : মুয়ায্যিনগণের সবচেয়ে দীর্ঘ ঘাড়ের কথা বলে মূলত মুয়ায্যিনগণের সম্মান ও মর্যাদা বুঝাবার ইঙ্গিত হয়েছে। তাদেরকে সকলের উপর দিয়ে দেখা যাবে বা তারা অধিক সম্মানিত হবেন। কেউ কেউ বলেন, যারা দুনিয়াতে আযান দিয়েছে তারা অধিক মর্যাদা ও সাওয়াবের অধিকারী হবে।

٦٥٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتّٰى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتّٰى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلّٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৫৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতের জন্য আযান দিতে থাকলে শায়ত্বন পিঠ ফিরিয়ে পালায় ও বায়ু ছাড়তে থাকে, যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন ইক্বামাত শুরু হয় পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। ইক্বামাত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। সলাতে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি করতে থাকে। সে বলে, অমুক বিষয় স্মরণ কর। অমুক বিষয় স্মরণ কর। যেসব বিষয় তার মনে ছিল না সব তখন তার মনে পড়ে যায়। পরিশেষে মানুষ অবচেতন হয় আর বলতে পারে না কত রাক্'আত সলাত আদায় করা হয়েছে।[৬৬৮]

٦٥٦ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[৬৬৭] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮৭।

[৬৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৬০৮, মুসলিম ৩৮৯। اَلتَّثْوِيْبُ (আস্ তাস্বীব) হলো ২য় বার ঘোষণা করা। এখানে ইক্বামাহ্ উদ্দেশ্য।

৬৫৬। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যতদূর পর্যন্ত মানুষ, জিন্ বা অন্য কিছু মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি শুনবে তারা সকলেই ক্বিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মুয়ায্যিনের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে আযানের শব্দ জোরে উচ্চারণ করারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসে 'মাদা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ শেষসীমা, শেষ প্রান্ত অর্থাৎ আযানের শব্দ দূরে যেতে যেতে, এমন স্থানে শেষ হবে যার পরে আযানের কোন শব্দ বুঝা যায় না। এই দূরত্বের মধ্যে মানুষ, জিন, পশু-পাখী যারা এ শব্দ শুনবে তারা মুয়ায্যিনের এ খিদমাত ও তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে।

ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় রয়েছে যে, জিন্, ইনসান, পাথর, গাছ-পালা সবকিছুই সাক্ষ্য দেবে। আবূ দাউদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক শুকনো এবং ভেজা জিনিস মুয়ায্যিনের জন্য সাক্ষ্য দেবে। জড় বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা এক ধরনের অনুভূতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ১৭ নং সূরার ৪৪ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾

অর্থাৎ- "এমন কোন জিনিস নেই যা আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না।"

সূরাহ্ আল বাক্বারার ৭৪ নং আয়াতে পাথর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহর ভয়ে কোন কোন পাথর নীচে পড়ে যায়। আবার হাদীসে এ কথাও রয়েছে যে, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে বলে, তোমার উপর দিয়ে কি এমন কেউ অতিক্রম করেছে যে আল্লাহকে স্মরণ করে? পাহাড় যখন বলে, হ্যাঁ, তখন বলা হয় সুসংবাদ গ্রহণ করো।

٦٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمِ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনলে উত্তরে সে শব্দগুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে (এর পরিবর্তে) আল্লাহ তার উপর দশবার রাহমাত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওয়াসীলা' হল জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবেন। আর আমার আশা এ বান্দা আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা'র দু'আ করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে।[৬৭০]

ব্যাখ্যা : যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে শুনতে পাবে- এর অর্থ হলো যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে। তাই কেউ যদি দূরত্ব অথবা অন্ধত্বের কারণে মুয়ায্যিনের শব্দ শোনতে না পায় তাহলে তার জন্য আযানের উত্তর দেয়ার বিধান প্রযোজ্য নয়।

---

[৬৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৫৪৮।
[৬৭০] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮৪।

মুয়ায্যিনের আযানের জবাবে শ্রোতারা তাই বলবে যা মুয়ায্যিন বলে। তবে দুই *হাইয়্যা 'আলার* ক্ষেত্রে لا حول ولاقوة الا بالله বলবে। আর এটা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। আর ফাজ্‌রের আযানের সময় মুয়ায্যিন যখন الصلاة خير من النوم বলেন তখন এর উত্তরে صدقت وبررت বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

আযানের জবাব দেয়ার পর দু'আ পড়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। ওয়াসীলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান যা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত। আযানের শেষে এই ওয়াসীলা যোগ করে দু'আ করলে নাবীর শাফা'আত পাবার আশা করা যায়।

٦٥٨ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৫৮। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুয়ায্যিন যখন "*আল্লা-হু আকবার*" বলে তখন তোমাদের কেউ যদি (উত্তরে) অন্তর থেকে বলে, "*আল্লা-হু আকবার*" "*আল্লা-হু আকবার*", এরপর মুয়ায্যিন যখন বলেন, "*আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ,*" সেও বলে, "*আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*"। অতঃপর মুয়ায্যিন যখন বলে, "*আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ*", সেও বলে "*আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ*", তারপর মুয়ায্যিন যখন বলে, "*হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ্*", সে তখন বলে, "*লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*"; পরে মুয়ায্যিন যখন বলে, "*আল্লা-হু আকবার 'আল্লা-হু আকবার*", সেও বলে, "*আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার*" এরপর মুয়ায্যিন যখন বলে, "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ,*" সেও বলে "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৭১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি এ কথার উপর দলীল যে, মুয়ায্যিন আযানের সময় দুই তাকবীর এক সাথে বলবে, আর এটা মুস্তাহাব বিধান। অর্থাৎ *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার* এতটুকু এক সাথে উচ্চারণ করবে।

এ হাদীসটি এ দিকেও ইঙ্গিত করে যে, মুয়ায্যিন আযানের ক্ষেত্রে শাহাদাতায়ন ও হাইয়ালাতায়নকে এক এক করে উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ প্রথমে এককভাবে اشهد ان لا اله الا الله কে উচ্চারণ করবে আবারও এককভাবে اشهد ان لا اله الا الله উচ্চারণ করবে। অনুরূপ اشهد ان محمد رسول الله কে উচ্চারণ করবে। অনুরূপভাবে হাইয়ালাতাইনও উচ্চারণ করবে।

'আয়ায (রহঃ) বলেন, আযানের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দেয়া হয়, তার গুণগান গাওয়া হয় এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর আত্মসমর্পণ করা হয়। لاحول ولاقوة الا بالله বলার দ্বারা এ কথার উপর আত্মসমর্পণ করা হয় যে, সমস্ত শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলো হাসিল করতে পারবে সে প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে পারবে। আর তার মধ্যে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবে।

---

[৬৭১] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮৫।

٦٥٩ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَانِ الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬৫৯। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে (ও এর উত্তর দেয়ার ও দরূদ পড়ার পর) এ দু'আ পড়ে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। দু'আ হল : *"আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াস্ সলা-তিল ক্ব-য়িমাতি আ-তি মুহাম্মাদা-নিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব্'আস্হু মাক্বা-মাম্ মাহমূদা-নিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ্"* [অর্থাৎ- হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দান কর ওয়াসীলা; সুমহান মর্যাদা ও প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও তাঁকে (মাক্বামে মাহমূদে), যার ওয়া'দা তুমি তাঁকে দিয়েছ।] ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত আবশ্যকীয়ভাবে হবে।[৬৭২]

ব্যাখ্যা : "যখন আযান শেষ হবে" এখানে শেষ হওয়ার সাধারণ অর্থ হল, আযান যখন পূর্ণ হয়। আর এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস। আযান শেষ হলে আযানের দু'আ পড়বে।

* ইমাম হাফিয (রহঃ)-এর মতে উক্ত দু'আর মধ্যকার দা'ওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল- একত্ববাদের দিকে ডাকা। যে আহ্বানের মধ্যে কোন শির্‌ক নেই। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ১৩নং সূরার ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে له دعوة الحق অর্থাৎ তার জন্যই সত্যের দিকে আহ্বান করা।

* উক্ত দু'আর একটি অংশ *"ওয়াস্ সলা-তিল ক্বা-য়িমাহ্"* এর উদ্দেশ্য হল- ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ সালাত কায়েম থাকবে। কোন দল বা কোন শারী'আত একে রহিত করতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসূল কর্তৃক যে সকল সালাত প্রতিষ্ঠিত তা ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত স্থির থাকবে।

* আর ওয়াসীলা হল- জান্নাতের একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম। যা একমাত্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

* আলোচ্য হাদীসে *ফাযীলাহ্* দ্বারা উদ্দেশ্য হল সম্মানের অতিরিক্ত পর্যায় যা সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেই প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য প্রশংসিত উঁচু স্থান নির্ধারণ করেছেন। এ মর্মে আল কুরআনের ১৭নং সূরার ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে- ﴿عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত দু'আ পড়লে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ ক্বিয়ামাত দিবসে পাওয়া যাবে। এ মর্মে তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ-তে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٦٦٠ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৬৭২] **সহীহ :** বুখারী ৬১৪।

৬৬০। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যখন যেতেন ভোরে শত্রুদের উপর) আক্রমণ চালাতেন। ভোরে তিনি কান পেতে আযান শোনার অপেক্ষায় থাকতেন। (যে স্থানে আক্রমণ করার পরিকল্পনা হত) ওখান থেকে আযানের ধ্বনি কানে ভেসে এলে আক্রমণ করতেন না। আর আযানের ধ্বনি কানে ভেসে না এলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্য রওনা হতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে *'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার'* বলতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, ইসলামের উপর আছে (কারণ আযান মুসলিমরাই দেয়)। এরপর ওই ব্যক্তি বলল, *"আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই), রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলে। সহাবীগণ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আযানদান তা বকরীর পালের রাখাল।[৬৭৩]

ব্যাখ্যা : কোন এলাকায় আযান শোনা গেলে, সে এলাকায় আক্রমণ করা যাবে না। কোন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে আযানের বাক্য শোনা গেলে বুঝতে হবে সে দ্বীন তথা ইসলামের মধ্যে অবস্থান করছে। কেননা, আযান শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। আর আযানের তাকবীর ও মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, আযান হলো ইসলাম ধর্মের নিদর্শন। অর্থাৎ আযানের মাধ্যমে বুঝা যাবে যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি মুসলিম কি না? যদি কোন দেশের অধিবাসীরা আযান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের সুলতানের দায়িত্ব হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। আযান শোনার সুবিধার্থে কিছুক্ষণ যুদ্ধ বন্ধ রাখা যাবে।

٦٦١ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৬১। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে এই দু'আ পড়বে, *"আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়ারসূলুহূ, রাযীতু বিল্লা-হি রব্বাওঁ ওয়াবি মুহাম্মাদিন রসূলান ওয়াবিল ইসলা-মি দীনা"* (অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রসূল, আমি আল্লাহকে রব, দীন হিসেবে ইসলাম, রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানি ও মানি) এর উপর আমি সন্তুষ্ট, তাহলে তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৬৭৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আযানের পর আল্লাহর একত্ববাদ ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দান এবং একটি বিশেষ দু'আর মাহাত্ম্য ও ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। আযানের জবাব দিলে শাহাদাতায়ন এর বাক্য উচ্চারণ করতে হয়। এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আযানের জবাবের পর পৃথকভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৬৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮২।
[৬৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮৬।

শাহাদাতের বাক্যের পর যে দু'আটি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ তাঁর রবূবিয়্যাতের সকল বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়কে নিজের জন্য কল্যাণকর হিসেবে মেনে নেয়া।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে রসূল হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থ তিনি বিশ্বাসগত এবং 'আমালগত যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন তার সব কিছুকেই মেনে নেয়া। ইসলামকে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হল ইসলামের সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ও এসবের বিরুদ্ধাচরণ না করা।

٦٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ «لِمَنْ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৬২। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে সলাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে সলাত আছে। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন : এই সলাত ওই ব্যক্তির জন্য যে পড়তে চায়, ঐ ব্যক্তির জন্য যে পড়তে চায়।[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুই আযান তথা আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে হবে। তবে এখানে আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সলাত বলতে মাগরিবের ফারয সলাতের পূর্বেকার দুই রাক্'আত নাফ্ল সালাত আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাগফাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের পূর্বে সলাত আদায় করতে বলেছেন। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে قال النبى صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلوة المغرب অর্থাৎ তোমরা মাগরিবের (ফারয) সালাতের পূর্বে সালাত আদায় কর। (বুখারী ও মুসলিম)

মনে রাখতে হবে যে, এ সলাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন এজন্য যে, আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। সহীহ ইবনে হিব্বান নামক হাদীসের কিতাবে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাগফাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের ফারযের পূর্বে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। আরেক হাদীসে পাওয়া যায় যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় করলেন এবং সহাবীদেরকেও পড়তে বললেন। এটা মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র কর্তৃক বর্ণিত। মোটকথা, রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের ফারয সলাতের পূর্বে নাফ্ল সলাত আদায় করতেন এ সংক্রান্ত হাদীস সহীহ। এ ব্যাপারে বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তার সহাবীগণ এবং তাবি'ঈগণ সকলেই এ সলাত আদায় করতেন। সুতরাং এ ব্যাপারে হানাফী ও মালিকী ও তাদের সমর্থনকারীর সিদ্ধান্তের উপর 'আমাল করা যাবে না। কেননা তাদের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট হাদীসের হুকুমের বিপরীত।

---

[৬৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৬২৪, মুসলিম ৮৩৮।

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মাগরিবের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। আর বুরায়দাহ্ হতে মাগরিব ব্যতীত অন্য সকল সলাতের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু' রাক্'আত সলাত রয়েছে মর্মে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল। অপরপক্ষে বুখারীতে বুরায়দাহ্ হতে হাদীস রয়েছে : রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : «صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٦٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَفِي أُخْرٰى لَهٗ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ

৬৬৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইমাম যিম্মাদার আর মুয়ায্যিন আমানাতদার। তারপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এই দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে হিদায়াত দান কর। আর মুয়ায্যিনদেরকে মাফ করে দাও"।[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্বের পরিধি ও ফাযীলাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইমাম যামিনদার। আল্লামা জাফরী (রহঃ) বলেন, ইমাম যামিনদার এ কথার উদ্দেশ্য হল ইমাম সাহেব সলাতকে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে যত্ন সহকারে সম্পাদন করবেন। কেননা, ইমামই সলাতকে সংরক্ষণ করেন। কারণ তার নেতৃত্বে সকলে সলাত আদায় করে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়, ইমামের সলাতের শুদ্ধতার উপর মুক্তাদীর সলাতের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইমামই সকল বিষয় যত্ন সহকারে হিসাব রাখেন। যেমন কত রাক্'আত সলাত আদায় করা হল ইত্যাদি।

এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, মুয়ায্যিন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এ কথার উদ্দেশ্য হল, লোকেরা সালাত, সাওম ও অন্যান্য 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুয়ায্যিনের উপর নির্ভরশীল। মুসলিম সমাজের লোকেরা মুয়ায্যিনের উপর তাদের 'ইবাদাতের সময়ের ব্যাপারে নির্ভরশীল। ইবনু মাজার মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়– মুসলিমদের দু'টি বিষয়, মুয়ায্যিনের উপর ন্যস্ত, আর তা হল তাদের সালাত ও সাওম।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী : হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সঠিক পথ দেখাও। এর অর্থ, 'ইল্‌মের ব্যাপারে সঠিক পথ দেখাও। আর তার 'ইল্‌মের মধ্যে শার'ঈ মাস্‌আলাহ্-মাসায়িলের সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, হে আল্লাহ! তুমি মুয়ায্যিনদেরকে ক্ষমা কর। এ কথার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ যেন মুয়ায্যিনদের দায়িত্ব যেমন সালাত ও সাওম। এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার আগপিছ করা ভুলের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

٦٦٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأبو دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

---

[৬৭৬] **সহীহ :** আহমাদ ৯৬২৬, আবূ দাউদ ৫১৭, আত্ তিরমিযী ২০৭, মুসনাদে শাফি'ঈ ১৭৪।
আহ্‌মাদ ২/৪১৯। ইমাম শাফি'ঈর শব্দ হলো «اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ فَأَرْشِدِ اللّٰهُمَّ...»। তবে ইমাম শাফি'ঈর সানাদটি দুর্বল। কারণ তাতে ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল আসলামী রয়েছে যিনি একজন মাতরূক (পরিত্যক্ত) রাবী।

৬৬৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি (পারিশ্রমিক ও বিনিময়ের লোভ বাদ দিয়ে) শুধু সাওয়াব লাভের আশায় সাত বছর পর্যন্ত আযান দেয় তার জন্য জাহান্নামের মুক্তি লিখে দেয়া হয়।[৬৭৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে আযানদাতার ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থিব কোন স্বার্থ ছাড়াই শুধুমাত্র পরকালের সাওয়াবের লক্ষ্যে এ দীর্ঘ সময় ধরে আযান দেয়ায় আল্লাহ তা‘আলা তাকে মর্যাদা দান করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার প্রথম ও শেষ ছোট এবং বড় সকল গোনাহ আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে।

এই ফাযীলাতের কারণ হল, এ ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আযান দিয়েছে। আর আযানের মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য রয়েছে। সে দীর্ঘদিন দুনিয়ার কোন স্বার্থ ছাড়াই সলাতের দিকে অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছে। এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম স্পর্শ না করারই কথা।

٦٦٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৬৬৫। ‘উকবাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমার রব সেই মেষপালক রাখালের উপর খুশী হন, যে একা পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে সলাতের জন্য আযান দেয় ও সলাত আদায় করে। আল্লাহ তা‘আলা সে সময় তার মালাকগণকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার দিকে তাকাও। সে আমাকে ভয় করে (এই পর্বত চূড়ায়) আযান দেয় ও সলাত আদায় করে। তোমরা সাক্ষী থাক আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম।[৬৭৮]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি মাঠে-ঘাটে অবস্থান করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিধান মেনে চলে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মাঠে ময়দানে রাখাল হিসেবে কাজ করে কিন্তু সলাতের সময় হলে সলাত আদায় করে আবার তা এমনভাবে আদায় করে যে, আযান দেয় এবং ইক্বামাতও দেয়। আল্লাহ তা‘আলা এমন রাখালের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেন। এ বিষয়টি তাঁর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন বান্দাকে তিনি তার সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত করেন। এবং তাকে একাজের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার দান করেন। কারণ এ বান্দা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। সে নিয়মিত সলাত আদায় করে। আর যা করে তা একমাত্র তার রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা কাউকে দেখানোর জন্য না। তার এ কাজের খবর আল্লাহ তা‘আলা মালায়িকাকে জানিয়ে দেন এবং তিনি এ ঘোষণাও দেন যে, আমি আমার এ বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

---

[৬৭৭] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ২০৬, ইবনু মাজাহ্ ৭২৭, সিলসিলাহ্ আয্ য‘ঈফাহ্ ৮৫০। তবে আবূ দাউদে হাদীসটি নেই। কারণ এর সানাদে জাবির বিন ইয়াযীদ আল্ জুফী একজন দুর্বল রাবী, বরং কিছু ইমাম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। সে রাফিযী ছিল।

[৬৭৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১২০৩, নাসায়ী ৬৬৬, ‘ইরওয়া ২১৪।

٦٦٦ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالَاهُ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৬৬৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তি 'মিস্‌কের' টিলায় থাকবে। প্রথম সেই গোলাম যে আল্লাহর হাক্ব আদায় করে নিজ মুনীবের হাক্বও আদায় করেছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে মানুষের সলাত আদায় করায়, আর মানুষরা তার উপর খুশী। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি যে দিনরাত সব সময় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য আযান দিয়েছে।[৬৭৯]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে ঐ সব ব্যক্তিদের ফাযীলাত ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহ এবং স্বীয় মুনীবের হাক্ব আদায় করে। এমন ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামতি করে আর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার উপর সন্তুষ্ট এবং এমন ব্যক্তি যে দিনে রাতে পাঁচবার মানুষদেরকে সলাতের দিকে আহ্বান করে। আর এসব ব্যক্তি ক্বিয়ামাত দিবসে কস্তুরীর স্তুপের উপর অবস্থান করবে।

এমন বান্দা যে আল্লাহর হক আদায় করে। এখানে আল্লাহর হাক্ব বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া, তাঁর সাথে কাউকে শারীক না করা বরং একনিষ্ঠভাবে তাঁর 'ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

আর মনিবের হাক্ব বলতে বুঝানো হয়েছে, পার্থিব জীবনে ব্যক্তি যার তত্ত্বাবধানে থাকবে তার প্রয়োজন মিটানো।

এমন ইমাম মুক্তাদীগণ যার উপর খুশী। এর অর্থ হল ইমামের জ্ঞান, দায়িত্ববোধ ও 'ইল্‌মে ক্বিরাআতের বিশুদ্ধতার জন্য মুক্তাদীগণ খুশী। আসলে একজন ইমামের মধ্যে শারী'আতের জ্ঞান মজবুতভাবে না থাকলে সে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে না। আবার তার মধ্যে যদি দায়িত্ববোধ না থাকে তাহলে সে সলাতে সময় মত উপস্থিত হতে পারবে না এবং ইমামের 'ইল্‌মে ক্বিরাআত শুদ্ধ না হলে সলাতও শুদ্ধ হবে না। সুতরাং একজন ইমামের এ গুণগুলো থাকা আবশ্যক। আর যে সকল মুয়ায্‌যিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে মানুষদেরকে দৈনিক পাঁচবার সালাতের দিকে আহ্বান করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন অন্যান্য মানুষের উপর তাদেরকে মর্যাদা দানের জন্য মিস্‌কের স্তুপের উপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন।

٦٦٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهٗ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهٗ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وَرَوَى النِّسَائِيُّ إِلٰى قَوْلِهٖ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ وَقَالَ «وَلَهٗ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّٰى».

---

[৬৭৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৯৮৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬১। তিরমিযী এ হাদীসকে গরীব বলেছেন। কা'ব-এর সানাদে আবুল ইয়াক্বযান 'উসমান ইবনু ক্বায়স নামে একজন রাবী রয়েছে যিনি "ইবনু 'উমায়র" নামে প্রসিদ্ধ। হাফিয ইবনু হাজার তাক্বরীবে তাকে য'ঈফ (দুর্বল), মুখতালাত্ব (স্মৃতি বিভ্রাট বিশিষ্ট) ও মুদাল্লিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি সে (আবুল ইয়াক্বযান) যাযান থেকে তাদলীস করেছে। হাদীসটি ত্ববারানী তাঁর 'আওসাত্ব'-এ একই সানাদে বর্ণনা করা সত্ত্বেও মুনযিরী সেটিকে সমস্যামুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা তাঁর পক্ষ হতে ভুল ধারণা মাত্র।

৬৬৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুয়ায্যিন, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার আযানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ্য দেবে প্রতিটা সজীব ও নির্জীব জিনিস। যে সলাতে উপস্থিত হবে, তার জন্য প্রতি সলাতে পঁচিশ সলাতের সাওয়াব লিখা হবে। মাফ করে দেয়া হবে তার দুই সলাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলো।[৬৮০]

কিন্তু নাসায়ী, প্রত্যেক সজীব নির্জীব পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি আরও বলেছেন, তার জন্য সাওয়াব রয়েছে যারা সলাত আদায় করেছে তাদের সমান।[৬৮১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মুয়ায্যিনের ফাযীলাত বর্ণনার পাশাপাশি জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি যে পর্যন্ত পৌঁছবে তার মধ্যকার সকল প্রাণী ও অপ্রাণী মুয়ায্যিনের ক্ষমার জন্য দু'আ করতে থাকবে। মূলত এর দ্বারা মুয়ায্যিনকে উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি সলাতে উপস্থিত হবে তাকে পঁচিশ রাক্'আত সলাতের সাওয়াব দেয়া হবে। এখানে উপস্থিত হওয়ার দ্বারা জামা'আতে সালাত আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল, দুই আযান তথা আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে অথবা এক সালাত থেকে অপর সালাতের মধ্যে সংঘটিত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

٦٦٨ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِيْ إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلٰى أَذَانِهٖ أَجْرًا. رَوَاهُ أَحْمد وأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৬৬৮। 'উসমান ইবনু আবুল 'আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম নিযুক্ত করে দিন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তাদের ইমাম। তবে ইমামতির সময় তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখ। একজন মুয়ায্যিন নিযুক্ত করে নিও, যে আযান দেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।[৬৮২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে ইমামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক নিতে না করা হয়েছে।

এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইমামকে উদ্দেশ করে বলেছেন যে, তুমি যাদের ইমামতি করবে তাদের দূর্বলদের প্রতি খেয়াল রাখ। জামা'আতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে। যেমন- অসুস্থ, বয়োঃবৃদ্ধ ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ইমাম সলাতকে ছোট করবে যাতে কোন আরকান-আহকাম ছুটে না যায়। ইমাম সাহেব সলাতের ক্বিরাআত ও বিভিন্ন সময়ের তাসবীহ কমিয়ে দিয়ে সলাতকে সংক্ষেপ করবে। আমির আল ইয়ামিনী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ভাল কাজের নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া জায়েয। আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়িয। আল্লামা খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের রায় হল, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া মাকরূহ।

---

[৬৮০] **সহীহ :** আহমাদ ৪/২৮৪, আবূ দাউদ ৫১৫, ইবনু মাজাহ্ ৭২৪, সহীহ আল জামি' ৬৬৪৪। তবে ইমাম নাসায়ী হাদীসটি সাহাবী বারা ইবনু 'আযীব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

[৬৮১] **সহীহ :** নাসায়ী ৬৪৬, সহীহ আল জামি' ১৮৪১।

[৬৮২] **সহীহ :** আহমাদ ১৫৮৩৬, আবূ দাউদ ৫৩১, নাসায়ী ২৭২, সহীহ আল জামি' ১৪৮০।

٦٦٩ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ

৬৬৯। উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাকে মাগরিবের আযানের সময় এ দু'আটি পড়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্না হা-যা- ইক্ববা-লু লায়লিকা ওয়া ইদ্‌বা-রু নাহা-রিকা ওয়া আস্‌ওয়া-তু দু'আ-তিকা ফাগফির লী"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! এ আযানের ধ্বনি তোমার দিনের বিদায় ধ্বনি এবং তোমার মুয়ায্‌যিনের আযানের সময়। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।)।[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নাবী মাগরিবের সময় তথা মাগরিবের আযানের পর পড়ার জন্য একটি বিশেষ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। এ হাদীসে দু'আর শব্দ বলতে আযানকে বুঝানো হয়েছে । এ সময়ে ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয়ে যে, আযানের সময়টা দু'আ কবুলের একটি বিশেষ সময়। মুয়ায্‌যিন যখন আযান শেষ করবেন তখন নাবীর প্রতি দরূদ পাঠ করা, আযানের দু'আ পাঠ করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

٦٧٠ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬৭০। আবূ উমামাহ অথবা রসূলুল্লাহ -এর কোন সহাবী বলেন, একবার বিলাল ইক্বামাত দিতে শুরু করলেন। তিনি যখন *"ক্বদ ক্বা-মাতিস সলা-হ্‌"* বললেন, তখন রসূলুল্লাহ বললেন, *"আক্বা-মাহাল্ল-হু ওয়া আদা-মাহা-"* (আল্লাহ সলাতকে ক্বায়িম করুন ও একে চিরস্থায়ী করুন)। বাকী সব ইক্বামাতে 'উমার বর্ণিত হাদীসে আযানের উত্তরে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপই বললেন।[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা ইক্বামাতের উত্তর দেয়ার বিষয়টি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইক্বামাতের উত্তর দেয়ার সময় একামত দাতা যা বলবেন উত্তরদাতাও তাই বলবেন। তবে দুই *হাইয়্যা.........* বলার সময় বলতে হবে *লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*। তা ছাড়া মুয়ায্‌যিন যখন *ক্বদ্ ক্বা-মাতিস সলা-হ্‌* বলবেন তার উত্তরে বলতে হবে *"আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদামাহা-"*। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এই সলাতকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং স্থায়ী রাখুন। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামাত দাতা যখন ইক্বামাত শেষ করবেন তখনই ইমাম সাহেব তাকবীর দেবেন।

---

[৬৮৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫৩০, বায়হাক্বী দা'ওয়াতে কাবীর, আল কালিমুত্ ত্বইয়্যিব ৯৭ পৃঃ। কারণ এর সানাদে "আবূ কাসীর" নামে একজন মাজহূল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে।

[৬৮৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫২৮, ইরওয়া ২৪১। কারণ এর সানাদে একজন অপরিচিত ও দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।
বিঃ দ্রঃ যখন হাদীসটির দুর্বলতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন সে হাদীসের প্রতি দু'টি কারণে 'আমাল করা যাবে না। প্রথমতঃ হাদীসটি ফাযীলাত সংক্রান্ত নয় কারণ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ -এর সময় أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا বলা শারী'আত সম্মত নয় এবং অন্য কোন হাদীসে এর ফাযীলাত বর্ণিত হয়নি যে বলা হবে এটি ফাযীলাত সংক্রান্ত 'আমাল যার প্রতি 'আমাল করা যাবে। পক্ষান্তরে এটিকে কেবলমাত্র এ ধরনের দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণীত করে শারী'আত সম্মত করাটা শারী'আতের নীতির অনেক দূরবর্তী বিষয় যা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ এটি রসূল ব্যাপক উক্তির পরিপন্থী। যেখানে তিনি বলেছেন যখন তোমরা মুয়ায্‌যিনকে আযান বা ইক্বামাত বলতে শুনবে তখন তোমরা তার মতো বলো.....। তাই হাদীসটি তার ব্যাপকতার উপর রাখাটাই আবশ্যক। অতএব, আমরা ইক্বামাতের সময় قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলব।

٦٧١ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৬৭১। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবার হতে ফেরত দেয়া হয় না।[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অর্থাৎ তা আল্লাহ তা'আলা কবূল করে নেন। তাই এ সময়ে সকলের দু'আ করা উচিত। আর এ ব্যাপারে সহীহ ইবনু হিব্বানে হাদীস রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়টা দু'আ কবূলের সময়। আর এখানে দু'আ বলতে যে কোন দু'আর কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, ঐ দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না, যা আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়ে থাকে। তখন সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন, আমরা কোন্ দু'আ করব? রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি প্রার্থনা কর।

٦٧٢ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» وَفِيْ رِوَايَةٍ «وَتَحْتَ الْمَطَرِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «وَتَحْتَ الْمَطَرِ».

৬৭২। সাহল ইব্নু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু' সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা (তিনি বলেছেন) কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়ের দু'আ ও যুদ্ধের সময়ের দু'আ, যখন পরস্পর কাটাকাটি, মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। আর এক বর্ণনায় আছে বৃষ্টি বর্ষণের সময়ে দু'আ।[৬৮৬] তবে দারিমীর বর্ণনায় "বৃষ্টির বর্ষণের" কথাটুকু উল্লেখ হয়নি।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দু'আ কবূলের সময়ের কথা বলা হয়েছে। ডাকার সময় অর্থাৎ যখন আযান চলে অথবা আযান শেষ হওয়ার পর যে দু'আ করা হয় তা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। বরং কবূল করেন। যুদ্ধের সময়ে যে দু'আ করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে নেন। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যদি আল্লাহ কাছে দু'আ করা হয় আল্লাহ সে দু'আ ফিরিয়ে দেন না বরং কবূল করে নেন। আল্লাহর নিকট বৃষ্টির সময় দু'আ করলে আল্লাহর সে দু'আ কবূল করে নেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উপর যখন বৃষ্টি পতিত হয় তখন আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন। কেননা, যখন বৃষ্টি হয় তখন আল্লাহর রহমাত ও বারাকাত নাযিল হয়। সুতরাং যখন রহমাত ও বারাকাত নাযিল হয়, তখন দু'আ করা উচিত।

٦٧٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৬৮৫] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৫২১, আত্ তিরমিযী ২১২, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৫, আহ্মাদ ৩/১৫৫ ও ২২৫।

[৬৮৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫৪০, দারিমী ১২৩৬, সহীহ আল জামি' ৩০৭৮। তবে تَحْتَ الْمَطَرِ-এর বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ তাতে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। তবে আলবানী (রহঃ) সহীহ আল-জামে'তে এ অংশটিকেও সহীহ বলেছেন।

৬৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আযানদান তা' তো আমাদের চেয়ে মর্যাদায় বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা যেভাবে বলে তোমরাও তাদের সাথে সাথে সেভাবে বলে যাও। আর আযানের উত্তর শেষে যা খুশী তাই আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে।[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মুয়ায্যিনদের মর্যাদা ও আযানের উত্তরদাতাদের মাহাত্ম্যের বিষয় আলোচিত হয়েছে। মুয়ায্যিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীও যদি তাই বলে, তাহলে মুয়ায্যিনের সমান মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবে। তবে হাইয়ালাতায়নের সময় ব্যতীত। আর শেষ হলে আল্লাহর কাছে দু'আ, আল্লাহ কবূল করেন এবং দু'আকারীর প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٧٤ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَسِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ مِيْلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৭৪। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, শায়ত্বন যখন সলাতের আযান শুনে তখন সে "রাওহা" না পৌঁছা পর্যন্ত ভাগতে থাকে (অর্থাৎ অনেক দূরে চলে যায়)। বর্ণনাকারী বলেন, "রাওহা" নামক স্থান মাদীনাহ্ থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : শায়ত্বন যখন আযান শোনে তখন রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত পালিয়ে যায়। অর্থাৎ সে যখন সলাতের আযান শোনে তখন আযানের স্থান তথা মাসজিদের কাছ থেকে বহু দূরে চলে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে, সে মাদীনাহ্ থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে চলে যায়। এখানে রাওহা দ্বারা মূলত দূরত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শায়ত্বন যে স্থানের আযান শোনে সে স্থান থেকে ততটুকু দূরত্বে চলে যায়, যতটুকু দূরত্ব মাদীনাহ্ থেকে রাওহা নামক স্থানের।

٦٧٥ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتّٰى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَد

৬৭৫। 'আলক্বামাহ্ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর মুয়ায্যিন আযান দিচ্ছিলেন। মুয়ায্যিন যেভাবে (আযানের বাক্যগুলো) বলছিলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ঠিক সেভাবে বাক্যগুলো বলতে থাকেন। মুয়ায্যিন "*হাইয়্যা 'আলাস্সলা-হ্*" বললে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, "*লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্*"। মুয়ায্যিন "*হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ্*" বললে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, "*লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা*

[৬৮৭] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৫২৪। সহীহ আত্ তারগীব ২৫৬।

[৬৮৮] **সহীহ :** মুসলিম ৩৮৮।

ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম"। এরপর আর বাকীগুলো তিনি তা-ই বললেন যা মুয়ায্যিন বললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে (আযানের উত্তরে) এভাবে বলতে শুনেছি।[৬৮৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আযানের জবাব দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমিরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মসজিদের মুয়ায্যিন আযান দিলে তিনিও তার জবাবে তাই বললেন যা মুয়ায্যিন বলল। তবে তিনি حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর সময়ে বললেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যা অত্যন্ত বিরল।

٦٧٦ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৬৭৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম, বিলাল দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। আযান শেষে বিলাল চুপ করলে রসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এর মত বলবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৯০]

ব্যাখ্যা : বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ডাকলেন অর্থাৎ সালাতের জন্য আযান দিলেন। যখন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান শেষ করলেন তখন রসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি **অনুরূপ** বলল অর্থাৎ মুয়ায্যিনের বাক্যগুলো জবাব হিসেবে বলল। আর এ বলাটা যদি একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে খাঁটিভাবে হয়ে থাকে, তাহলে জবাবদাতা মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আমাদের উচিত আযানের জবাব দেয়া।

٦٧٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৬৭৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন মুয়ায্যিনকে, *"আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"* ও *"আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ"* বলতে শুনতেন তখন বলতেন, *'আনা আনা'* ('আর আমিও' 'আর আমিও') অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।[৬৯১]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসে মুয়ায্যিনকে শোনা দ্বারা মুয়ায্যিনের আযান শোনাকে বুঝানো হয়েছে। রসূল ﷺ আযানের মধ্যে যখন শাহাদাতের কালিমা শোনতেন, তখন দুইবার *'আনা আনা'* শব্দ উচ্চারণ করতেন। এর দ্বারা তিনি আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নিজের রিসালাতের সাক্ষ্য ঘোষণা দিতেন। আর এর দ্বারা তাওহীদের সাক্ষ্যের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ত্বীবী বলেন, এ হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, সকল উম্মাতের ন্যায় মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দানের জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

---

[৬৮৯] য'ঈফুল ইসনাদ : আহ্মাদ ২৭৫৯৮, নাসায়ী ১/১০৯-১০। কারণ এর সানাদে "ঈসা ইবনু 'উমার এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আলক্বামাহ্" নামে দু'জন অপরিচিত রাবী রয়েছে যা ইমাম যাহাবী (রহঃ) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ -এর পর الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ অংশটুকু মুসান্নাফে 'আবদুর রায্যাক্ব ছাড়া অন্য কোন হাদীসের গ্রন্থে নেই। আর মুসান্নাফে 'আবদুর রায্যাক্ব-এর সানাদটি দুর্বল কারণ তাতে 'আসিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আসিম নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। অতএব এ অতিরিক্ত অংশটুকু মুনকার। তবে অতিরিক্ত অংশ ব্যতিত হাদীসটি সহীহ যা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

[৬৯০] **সহীহ :** নাসায়ী ৬৭৪, সহীহ আল জামি' ২৪৬।

[৬৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫২৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৮।

٦٧٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ

৬৭৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি বার বছর পর্যন্ত আযান দিবে তার আযানের বিনিময়ে প্রতিদিন তার 'আমালনামায় ষাটটি নেকী ও প্রত্যেক ইক্বামাতের পরিবর্তে ত্রিশ নেকী লেখা হবে।[৬৯২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে আযান ও ইক্বামাত দেয়ার ফাযীলাত আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় আযান দেয় আল্লাহ তার পুরস্কারও ঐ রকম বড় ধরনের দিয়ে থাকেন। এমনকি তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। কারণ সে দীর্ঘদিন তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আল্লাহর রহমাত কামনা করেছে। প্রতিদিনের জন্য তার সাওয়াব লেখা হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক আযানের জন্য। আযানের সাওয়াবের চেয়ে ইক্বামাতের সওয়াব অর্ধেক উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, ইক্বামাত দেয়াটা আযানের তুলনায় অনেকটা সহজ। কেননা, আযান দেয়ার মধ্যে শব্দগুলো বড় করে উচ্চারণ করতে হয় এবং টেনে বলতে হয়। আর যে 'আমালের মধ্যে কষ্ট বেশী হয় সেই 'আমালের সাওয়াবও বেশী হয়। অথবা এর আরো একটি কারণ হতে পারে যে, আযানের শব্দগুলো বলতে হয় দুইবার করে কিন্তু ইক্বামাতের শব্দগুলো বলতে হয় একবার করে। এজন্য আযানের তুলনায় ইক্বামাতের সাওয়াব অর্ধেক করা হয়েছে।

٦٧٩ـ وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدعوات الكبير

৬৭৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাগরিবের আযানের সময় দু'আ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে।[৬৯৩]

ব্যাখ্যা : সকল আযানের পরে দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব। তবুও এ হাদীসে মাগরিবের আযানের পর দু'আ পড়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(٦) بَابُ تَأْخِيرِ الْأَذَانِ

অধ্যায়-৬ : বিলম্বে আযান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٨٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمٰى لَا يُنَادِي حَتّٰى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৯২] **সহীহ লিগায়রিহী :** ইবনু মাজাহ্ ৭২৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৮। যদিও এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ নামে একজন দুর্বল রাবী থাকায় তা দুর্বল কিন্তু এর শাহিদ রিওয়ায়াত থাকায় তা সহীহ-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৬৯৩] **য'ঈফ :** ইবনু আবি শায়বাহ্ ৮৪৬৭, বায়হাক্বীর দা'ওয়াতুল কাবীর। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহ্মান ইবনু ইসহাক্ব ইবনু হারিস নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

৬৮০। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। তাই তোমরা ইবনু উম্মু মাকতূমের আযান না দেয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করতে থাকবে। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনু উম্মু মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ ছিলেন। 'ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে' তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।[৬৯৪]

ব্যাখ্যা : রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে রমযান মাসে যখন সাহরীর সময় হতো তখন লোকজনকে জাগানোর জন্য বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুও আযান দিতেন। এ আযান ফাজ্‌রের আযান ছিল না। এ জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতে আযান দেয় তাই তোমরা ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত খাওয়া এবং পান করা চালিয়ে যেতে পার। 'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম অন্ধ হওয়ার করণে ফাজ্‌রের সময় কখন হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারতেন না। লোকজন যখন তাকে সলাতের সময় হওয়ার কথা বলতো তখনই তিনি আযান দিতেন। এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টিই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর জন্য আযান দেয়া যাবে। যদিও সলাতের জন্য যে আযান হয় সেই আযান সলাতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেয়া যায় না। এ হাদীসে খাওয়া এবং পান করা চালিয়ে যাওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা জায়িয এবং এটা সুযোগ দানের জন্য। এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়নি যে, একবারের শেষ সময় পর্যন্ত খেতেই হবে। বরং বুঝানো হয়েছে যে, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আযানের পরেও সাহরীর খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকে। এ হাদীসে আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযানই সলাতের সময় হওয়ার পরিচয় বহন করতো। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন ইবনে উম্মু মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দেয় তখন তোমরা খাও এবং পান কর। কিন্তু বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আযান দেয় তখন তোমরা খাওয়া ও পান করা বন্ধ কর। এ হাদীস দ্বারা যে বিষয়টি জানা যায় তা হল- সাহ্‌রীর আযান কোন কোন দিন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু দিতেন। আবার কোন কোন সময় 'আবদুল্লাহ ইবনে মাকতূম দিতেন। মোটকথা হল, সুবহে সাদিক হওয়ার পর যে আযান হবে এর পর আর খাওয়া ও পান করা চলবে না।

٦٨١ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفظه لِلتِّرْمِذِيِّ

৬৮১। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিলালের আযান ও সুবহে কাযিব তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হতে যেন বিরত না রাখে। কিন্তু সুবহে সাদিক যখন দিগন্তে প্রসারিত হয় (তখন খাবার-দাবার ছেড়ে দেবে)।[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে বলেছেন যে, বিলালের আযান যেন সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কারণ, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে জাগানোর জন্য যখন আযান দিতেন তখন সুবহে সাদিক হতো না। এ সময়টাকে সুবহে কাযিব বলা হয়। সুবহে কাযিব দূরীভূত হওয়ার পর সুবহে সাদিক হয়। সুবহে সাদিক না হলে যেহেতু ফাজ্‌রের সময় হয় না তাই রোযাদারের উপর তখন খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ নয়।

---

[৬৯৪] **সহীহ :** বুখারী ৬১৭, মুসলিম ১০৯২।

[৬৯৫] **সহীহ :** বুখারী ৭৬, মুসলিম ১০৯৪, তিরমিযী ৭০৬, ইরওয়া ৯১৫।

٦٨٢ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬৮২। মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সফরে গেলে আযান দিবে ও ইক্বামাত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।[৬৯৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যখন দুই জন ব্যক্তি সফর করবে-এবং সলাতের সময় হবে তখন তাদের একজন আযান দেবে এবং অপরজন তার জবাব দিবে। ত্ববারানীর বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে থাকবে তখন আযান দেবে এবং ইক্বামাতও দেবে। আর তোমাদের মধ্যে যার বয়স বেশী সে ইমামতি করবে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি আযান দিতে পছন্দ করবে সে-ই আযান দেবে। আর ইমামতির ন্যায় আযানের ক্ষেত্রে বয়স কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। এ হাদীসে যার বয়স বেশী তাকে ইমামতি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটাকে খাস করার কারণ হলো- উপস্থিত লোকজন যখন ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন- ক্বিরাআত শুদ্ধ হওয়া, সুন্নাতের 'ইল্ম রাখা, মুক্বীম হওয়া বিষয়ে সমান হয় তখন তাদের মধ্যে যার বয়স বেশী হবে তিনিই ইমামতির ক্ষেত্রে অধিক হাক্বদার হবেন। এ হাদীস থেকে আরো যে জিনিসটি প্রমাণিত হয় তা হল- ফারয সলাতের ক্ষেত্রে আযান দেয়া ওয়াজিব। সর্বনিম্ন দুই জন ব্যক্তি হলেই জামা'আতে সলাত আদায় করা যাবে এবং এটাতে মুসলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। আর মুসাফিরদের জন্য আযান দেয়া এবং জামা'আতে সলাত আদায় করার বিধান রয়েছে।

٦٨٣ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৮৩। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা সলাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখছ। সলাতের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের সলাতের ইমামাত করবে।[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সকল সলাত আদায়কারীকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সলাতের প্রতিটি শর্ত, বিধি-বিধান, সুন্নাত এবং নিয়মাবলী যেভাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পালন করেছেন ঠিক সেভাবে পালন করতে হবে। সলাত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। সেই সলাত কিভাবে পড়তে হবে তা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখিয়ে দেয়া নিয়মানুযায়ী সলাত আদায় করবে। এ হাদীসে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, বয়স্ক ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদিও নিয়ম হল, যার কুরআন পড়া বেশী শুদ্ধ এবং যিনি আলেম তিনিই ইমামতিতে

---

[৬৯৬] **সহীহ :** বুখারী ৬২৮, আত্ তিরমিযী ২০৫; শব্দবিন্যাস আত্ তিরমিযীর।

[৬৯৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৩১। লেখক যদিও বুখারী মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু মুসলিমে صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ অংশটুকু নেই শুধুমাত্র বুখারীতে রয়েছে।

Contents

অগ্রাধিকার পাবেন। তবে এই ক্ষেত্রে যদি সবাই সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যার বয়স বেশী তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন।

আল্লামা শাওকানী বলেন, এ হাদীসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, সলাতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নাবী -এর কথা ও কাজ থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। যেহেতু সলাতের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ اقيموا الصلوة অর্থাৎ সলাত কায়িম কর। এটা হচ্ছে মুজমাল বা অস্পষ্ট নির্দেশ। সলাত আদায়ের বিস্তারিত পদ্ধতি কুরআনে আলোচনা করা হয়নি। বিধায় এ ক্ষেত্রে নাবী কর্তৃক যে সকল নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে এসবের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهٗ وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهٗ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلٰى رَاحِلَتِهٖ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهٖ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৮৪। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী খায়বার যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাতে পথ চলছেন। এক সময়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলে তিনি শেষ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বিলালকে বলে রাখলেন, সলাতের জন্য রাতে লক্ষ্য রাখতে। এরপর বিলাল, তার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে সলাত আদায় করলেন। রসূলুল্লাহ ও তাঁর সাথীগণ ঘুমিয়ে রইলেন। ফাজ্‌রের সলাতের সময় কাছাকাছি হয়ে আসলে বিলাল সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে নিজের উটের গায়ে হেলান দিলেন। বিলালকে তার চোখ দু'টো পরাজিত করে ফেলল (অর্থাৎ- তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন)। অথচ তখনো বিলাল উটের গায়ে হেলান দিয়েই আছেন। নাবী ঘুম থেকে জাগলেন না। বিলাল জাগলেন না, না রসূলুল্লাহ -এর সাথীদের কেউ। যে পর্যন্ত না সূর্যের তাপ তাদের গায়ে লাগল। এরপর তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ -ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, হে বিলাল! (কী হল তোমার)। বিলাল উত্তরে বললেন, রসূল! আপনাকে যে পরাজিত করেছে সেই পরাজিত করেছে আমাকে। রসূলুল্লাহ বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে চল। উটগুলো নিয়ে কিছু সামনে এগিয়ে গেলেন। এরপর নাবী উযূ করলেন। বিলালকে তাক্ববীর দিতে বললেন। বিলাল তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি তাদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় করালেন। সলাত

শেষে নাবী বললেন, সলাতের কথা ভুলে গেলে যখনই তা মনে পড়বে তখনই আদায় করে নিবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "সলাত কায়িম কর আমার স্মরণে"।[৬৯৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ ও সহাবীরা ছিলেন সেখানে সলাত মূলতবী করে অন্য স্থানে সলাত আদায় করার কারণ বিবৃত হয়েছে। কেননা সেখানে উদাসীনতা পেয়ে বসেছিল। আরও হাদীসটিতে প্রতিবাদ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা দাবী করে সময়টি ছিল সলাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়।

রসূল ﷺ বলেছেন আমার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। অন্তর জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও তিনি সূর্যোদয় সম্পর্কে কেন জানতে পারলেন না এ প্রশ্নের জবাব দু'ভাবে।

প্রথমতঃ এবং এটাই প্রসিদ্ধ ও সঠিক। এতে কোন দ্বন্দ্ব নেই কেননা অন্তরাত্মা অনুভূতির কাজে সংশ্লিষ্ট যেমন ব্যথা ইত্যাদি। তা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এগুলো চর্মচক্ষুর কাজ আর চর্মচক্ষু ঘুমানোর কারণে তিনি জানতে পারেনি যদিও অন্তরাত্মা জাগ্রত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ অন্তরাত্মার দু'টি অবস্থা। কখনো ঘুমায় আবার কখনো ঘুমায় না। তবে অধিকাংশ সময় ঘুমায় না। কিন্তু এ স্থানে অন্তরাত্মা ঘুমিয়েছিল এটি দুর্বল মন্তব্য।

وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ নাবী ﷺ বিলাল (রাঃ)-কে ইক্বামাতের আদেশ দিলে তিনি ইক্বামাত দিলেন এটা প্রমাণ করে ক্বাযা সলাতের জন্য ইক্বামাত রয়েছে আর আযান নেই। তবে আবূ ক্বাতাদার হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আযানের কথা এসেছে।

আবূ হুরায়রার হাদীসে ক্বাযা সলাতের আযান নেই জবাব দু'টি হতে পারে।

প্রথমতঃ তিনি আযানের বিষয়টি জানেননি।

দ্বিতীয়তঃ শুধু আযান বাদ দেয়ার বৈধতা প্রমাণের জন্য।

আর ইঙ্গিত করে যে, আযান আবশ্যিক তথা ওয়াজিব না বিশেষ করে সফরেতো ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا যে ব্যক্তি সলাতের কথা ভুলে যায় সে তা পড়ে নিবে যখনই স্মরণ হয়।

এটা প্রমাণ করে যে, ক্বাযা ফারয সলাত আদায় করা ওয়াজিব। চাই তা কোন ওযরের কারণে হোক যেমন- ঘুম অথবা ভুলে যাওয়া। আর চাই ওযর ছাড়া হোক। আর যখন স্মরণ হবে তখন সলাত পড়ে নেবে– কথাটি মুস্তাহাব এর প্রমাণ বহন করে। আর ওযরের কারণে ক্বাযা সলাতকে দেরী করে পড়া সহীহ মতে বৈধ।

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتّٰى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৮৫। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন সলাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হবে, তোমরা আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।[৬৯৯]

---

[৬৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ৬৮০।

[৬৯৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৩৭, মুসলিম ৬০৪; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যমতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ঘর হতে বের হওয়ার পূর্বে ইকামাত দেয়া হত। তবে এ হাদীসটি মুসলিম বর্ণিত জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের বিপরীত।

إن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ. فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

সে হাদীসে বলা হয়েছে নিশ্চয় বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইক্বামাত দিতেন না যতক্ষণ না বের হতেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখনই ইক্বামাত দিতেন যখন তাঁকে দেখতেন। দু' হাদীসের সমাধান হলো যে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বের হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অধিকাংশ লোক দেখার পূর্বেই তিনি দেখতেন এবং ইক্বামাত দেয়া শুরু করতেন। অতঃপর মুসল্লীরা যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখতেন দাঁড়াতেন আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্থানে দাঁড়াবার পূর্বে কাতার সোজা করতেন।

আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস মুসলিমে এ শব্দে

أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي ﷺ. فأتى فقام مقامه.

সলাতের জন্য ইক্বামাত হত অতঃপর আমরা দাঁড়াতাম। অতঃপর কাতার সোজা করতাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আসার পূর্বে। তিনি আসতেন এবং তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন।

আর বুখারীতে এ শব্দে এসেছে, أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم. فخرج النبي ﷺ.

সলাতের জন্য ইক্বামাত হত অতঃপর মানুষেরা তাদের কাতার সোজা করত, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বের হতেন। আর আবূ দাউদের বর্ণনা,

إن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ. فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي ﷺ "

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ইক্বামাত দেয়া হত আর মানুষেরা রসূল বের হওয়ার পূর্বে তাদের স্থান গ্রহণ করত। এসব হাদীস ও আবূ ক্বাতাদার হাদীসের সমন্বয় এই যে, বৈধতার জন্য এমনটি হত।

আর আবূ ক্বাতাদার হাদীসের নিষেধের কারণ হলো মানুষ ইক্বামাত দেয়ার পর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বের না হওয়া সত্ত্বেও।

অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করলেন কোন কাজে ব্যস্ত হওয়ায় বের হওয়া দেরী হতে পারে। তাছাড়া মানুষের উপর অপেক্ষা করাটা কষ্টকর হবে তাই দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করলেন।

٦٨٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلُ الثَّانِيْ

৬৮৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতের ইক্বামাত দেয়া শুরু হলে তোমরা দৌড়িয়ে আসবে না, বরং শান্তভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে তাই পড়বে। আর যা ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নিবে।[৭০০]

তবে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ সলাতের জন্য বের হলে তখন সে সলাতেই থাকে"।[৭০১]

[৭০০] **সহীহ :** বুখারী ৯০৮, মুসলিম ৬০২।

[৭০১] **সহীহ :** মুসলিম ৬০২।

ব্যাখ্যা : আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ "তোমরা সলাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও"- (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৯)। আর এ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। মূলত উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

আয়াতে বর্ণিত فَاسْعَوْا দ্বারা قصد বা ইচ্ছা করা বা অন্যান্য ব্যস্ততা ছেড়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

আর হাদীস প্রমাণ করে ঈমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সে অবস্থায় তার সাথে মিলিত হওয়া মুস্তাহাব। আর এ হাদীসটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে ইবনু আবী শায়বার একটি হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে,

من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها.

যে ব্যক্তি আমাকে রুকূ' অথবা দাঁড়ানো অথবা সাজদাহ্ অবস্থায় পাবে সে আমার সাথে মিলিত হবে আমি যে অবস্থায় রয়েছি।

فَأَتِمُّوا তোমরা একা একা পূর্ণ করে নিবে। অধিকাংশ বর্ণনা এ শব্দে আর কতক বর্ণনায় فَاقْضُوْا শব্দ অর্থাৎ তোমরা আদায় করে নিবে এসেছে। মাসবূক্ব তথা সলাতে যার রাক'আত ছুটে গেছে তার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে ইমামের পরে যে সলাত পড়া হবে তা কি প্রথম রাক'আত না শেষ রাক'আত হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে তা ছুটে যাওয়া সলাত প্রথম রাক'আত হিসেবে গণ্য হবে কেননা বর্ণনায় اِقْضُوْا শব্দ এসেছে আর এ ক্বাযা قَضَاء শব্দটি যা ছুটে বা খোয়া গেছে সেক্ষেত্রেই শুধু ব্যবহার হয়।

সুতরাং যার তিন রাক'আত ছুটে গেছে যখন ইমাম সালাম ফিরাবে সে দাঁড়াবে আর সূরাহ্ আল ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাহ্ পড়বে, অতঃপর দাঁড়াবে তাশাহ্হুদ (বৈঠক) ব্যতিরেকে এবং সলাতে সূরাহ্ আল ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাহ্ পড়বে অতঃপর বসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে, অতঃপর দাঁড়াবে অবশিষ্ট সলাত আদায় করবে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ সহকারে অন্য কোন সূরাহ্ পড়বে না। অতঃপর তাশাহহুদ পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। এর উপর ভিত্তি করে ইমামের সাথে যে সলাতটি পেয়েছিল তা সলাতের শেষাংশ তথা শেষ রাক'আত আর পরবর্তী রাক'আতগুলো ক্বাযা স্বরূপ।

আর ইমাম শাফি'ঈর মতে মাসবূক্ব সলাত শেষ রাক'আত হিসেবে গণ্য হবে, কেননা হাদীসের শব্দ أتموا তোমরা পুরা করো কেননা إتمام (ইত্মা-ম) শব্দটি কোন কিছু অবশিষ্ট হয়েছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। সুতরাং যার তিন রাক'আত ছুটে গেছে ইমাম সালাম ফিরানোর পরে সে দাঁড়াবে এক রাক'আত সলাত পড়বে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ অন্য একটি সূরাহ্ সহকারে অতঃপর বসবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে অতঃপর দাঁড়াবে অবশিষ্ট দু'রাক'আত সলাত পড়বে শুধুমাত্র সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়বে অন্য সূরাহ্ পড়বে না এর উপর ভিত্তি করে যে ইমামের সাথে যে সলাত পেয়েছিল তা তার প্রথম রাক'আত। দলীলস্বরূপ বায়হাক্বীর বর্ণনায় হাবিস 'আলী হতে «ما أدركت فهو أول صلاتك» তিনি বলেন : তুমি যা পাও তা তোমার প্রথম সলাত তথা প্রথম রাক'আত। বায়হাক্বীর অন্য বর্ণনা ক্বাতাদার হাদীস

أن علياً قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك من القرآن.

'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন ইমামের সাথে যা পাবে তা তোমার প্রথম রাক'আত আর তুমি ক্বাযা হিসেবে আদায় করো যা তোমাকে অতিক্রম করেছে কুরআন হতে।

আমার (ভাষ্যকার) নিকট শ্রেষ্ঠ বা অধিক করণীয় শাফি'ঈর মত, কেননা অধিকাংশ বর্ণনায় أتموا শব্দ এসেছে।

আর এ মতে ইবনু মুনযির দলীল হিসেবে বলেন, সবাই ঐকমত্য হয়েছেন যে, تكبيرة الافتتاح উদ্বোধনের তাকবীর কেবল প্রথম রাক'আতেই হয়।

হাদীস আরও প্রমাণ করে যে, রুকূ' পেলে তা রাক'আত হিসেবে গণ্য হবে না। যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করার আদেশ থাকায়; কেননা ক্বিরাআত ও ক্বিয়াম ছুটে গেছে।

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই। কারণ, সম্ভবতঃ সাহিবুল মাসাবীহ এই অনুচ্ছেদের জন্য মুনাসিব-উপযুক্ত হাসান হাদীস খোঁজে পাননি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٨٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ وَقَدْ فَزِعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِي وَقَالَ إِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِي ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هٰذَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَضْجَعَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

৬৮৭। যায়দ ইবনু আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাক্কার পথে এক রাতে শেষের দিকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহন হতে নেমে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। বিলালকে নিযুক্ত করলেন তাদেরকে সলাতের জন্য জাগিয়ে দিতে। বিলালও পরিশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়েই রইলেন। অবশেষে তারা যখন জাগলেন; সূর্য উপরে উঠে গেছে। জেগে উঠার পর তারা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন বাহনে উঠতে ও ময়দান পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ ময়দানে শাইত্বন বিদ্যমান। তারা আরোহীতে সওয়ার হয়ে চলতেই থাকলেন। অবশেষে ময়দান পার হয়ে গেলেন। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে অবতরণ করতে ও উযূ করতে নির্দেশ দিলেন। বিলালকে নির্দেশ দিলেন আযান দিতে অথবা ইক্বামাত দিতে। তারপর তিনি লোকজনদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাত হতে অবসর হওয়ার পর তাদের উপর ভীতি বিহ্বলতা পরিলক্ষিত হল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে লোকেরা! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে ক্ববয করে নিয়েছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন এ সময়ের আরো পরেও আমাদের প্রাণসমূহ ফেরত দিতেন। তাই যখনই তোমাদের কেউ সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে

অথবা সলাত ভুলে যায়, জেগে উঠেই সে যেন এ সলাত সেভাবেই আদায় করে যেভাবে সময়মত আদায় করত। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ বাক্রকে লক্ষ্য করে বলেন, শায়ত্বন বিলালের নিকট আসে। সে তখন দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিল। তাকে সে শুইয়ে দিল। (এরপর শায়ত্বন ঘুম পাড়াবার জন্য) চাপড়াতে লাগল শিশুদেরকে চাপড়ানোর মতো, যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে না পড়ে। তারপর তিনি বিলালকে ডাকলেন। বিলালও ঠিক সে কথাই বললেন, যা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ বাক্রকে বলছিলেন। তখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘোষণা দিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল।[৭০২]

ব্যাখ্যা : بِطَرِيْقِ مَكَّةَ এটা মাক্কার রাস্তায় প্রমাণ করে এ বিষয়টি প্রথম বিষয়টির চেয়ে ভিন্নতর। কারণ পূর্বেরটি ছিল খায়বার ও মাদীনার মাঝখানে আর এটা মাক্কা ও মাদীনার মাঝে।

قَبَضَ أَرْوَاحَنَا অর্থাৎ- অতঃপর রূহ্ আমাদের দিকে ফিরত দিলেন আর এটা আল্লাহ তা'আলার বাণীরই প্রতিধ্বনিত্ব হয়েছে।

"আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে।"

(সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫২)

আর রূহ্ কবযের দ্বারা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। কারণ মৃত্যু হলো রূহের বা আত্মার সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা শরীর হতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে। আর ঘুম শুধুমাত্র তার প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা।

আর আল ইজ্জ ইবনু 'আবদুস সালাম বলেন : প্রত্যেক শরীরে দু'টি রূহ্ রয়েছে একটি জাগ্রত রূহ্ আল্লাহ যা স্বাভাবিকভাবে চালু রেখেছেন। তা যখন শরীরে থাকে মানুষ তখন জাগ্রত থাকে আর যখন ঘুমায় সেটি বের হয়ে যায় এবং অনেক স্বপ্ন দেখে আর দ্বিতীয়টি জীবন্ত রূহ্ যা আল্লাহ স্বাভাবিকভাবে চালু রেখেছেন। তা যখন শরীরে থাকে তখন মানুষ জীবিত থাকে।

فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا সে যেন সেটাকে সেরূপ পড়ে যেরূপ যথাসময়ে পড়ত। ক্বাযা সলাতে আলাদা কোন কাফ্ফারাহ্ নেই এবং ডাবল ক্বাযা নেই যেমনটি অনেকে ধারণা করেছেন। ক্বাযা সলাত দু'বার আদায় করতে হবে একবার স্মরণ হওয়ার সাথে আর দ্বিতীয়বার ক্বাযা হিসেবে। অনুরূপ আগত সলাতের সময় সম্পর্কে তারা তাদের স্বপক্ষে 'ইমরান ইবনু হুসায়ন এর হাদীস বলে থাকে যেখানে অনুরূপ বক্তব্য এসেছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, সালফে সালিহীন হতে এমন বক্তব্য আসেনি বরং হাদীসের শত্রুরা ভুল ব্যাখ্যা করেছে বরং আত্ তিরমিযী ও নাসায়ীতে এভাবে 'ইমরান ইবনু হুসায়ন-এর হাদীস।

أنهم قالوا يا رسول الله ! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال ﷺ : لا. ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم

সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমরা কি আগামীকাল এ সময়ে (সলাতের সময়ে) ক্বাযা আদায় করব? তখন রসূল বললেন না, আল্লাহ তোমাদেরকে সুদ নিষেধ করেছে আর তা তিনি গ্রহণ করবেন।

হাদীসের ভাষ্যমতে- জিহরি সলাতে ক্বাযা হলেও ক্বিরাআত সশব্দে হবে। আর নীরব সলাতে ক্বিরাআত নীরবে হবে।

ত্বীবী বলেন, হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বলার মাধ্যমে তা সত্যায়ন করেছেন।

---

[৭০২] **সানাদ সহীহ তবে মুরসাল :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬।

٦٨٨-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৬৮৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুসলিমদের দু'টি ব্যাপার মুয়াায্যিনদের ঘাড়ে ঝুলে থাকে। সিয়াম (রোযা) ও সলাত।[৭০৩]

ব্যাখ্যা : মুয়াায্যিনদের দায়িত্বে রয়েছে এজন্য তারা সলাত ও রোযাকে সংরক্ষণ করবে (সময়কে সংরক্ষণ করবে)।

(٧) بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

অধ্যায়-৭ : মাসজিদ ও সলাতের স্থান

এ অধ্যায়ে সলাতের স্থান সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে। মাসজিদ এর শাব্দিক অর্থ সাজদার স্থান, আর পরিভাষিক অর্থ সলাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত স্থান।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٨٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬৮৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কা'বাহ্ ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কোণে দু'আ করলেন, কিন্তু সলাত আদায় করলেন না। পরে বের হয়ে এলেন। কা'বার সামনে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করলেন এবং বললেন, এটিই ক্বিবলাহ্।[৭০৪]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বাবার অভ্যন্তরে সলাত পড়েননি। আর বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসে পড়েছেন। দ্বন্দ্ব সমাধান নিম্নরূপ–

– দ্বন্দ্বে হ্যাঁ সূচক হাদীস প্রাধান্য পায় না সূচক হাদীসের উপর।

– কা'বাঘরে প্রবেশ পর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল অন্ধকার থাকার কারণে অন্যরা দেখেননি আর বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর কাছে থাকায় তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করা দেখেছেন।

– ঘটনা দু'বার হতে পারে মাক্কা বিজয়ের সময় কা'বার অভ্যন্তরে সলাত আদায় করেছেন আর বিদায় হাজ্জে কা'বার অভ্যন্তরে ঢুকেছেন সলাত আদায় করেননি যা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণনা।

---

[৭০৩] **জাল বা বানোয়াট :** ইবনু মাজাহ্ ৭১২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৯০১। কারণ এর সানাদে "বাক্বিয়্যাহ" রয়েছে যিনি একজন মুদাললিস রাবী। আর তার শিক্ষক মারওয়ান ইবনু সালেম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : সে মুনকিরুল হাদীস। আর আবূ আরুরাহ এর মন্তব্য হলো সে একজন মিথ্যুক রাবী।

[৭০৪] **সহীহ :** বুখারী ৩৯৮।

٦٩٠ ـ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

৬৯০। মুসলিম এ হাদীসটিকে উসামাহ্ ইবনু যায়দ হতেও বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ-এর জন্য দরজা বন্ধ করা হয়েছিল যাতে সেখানে জনগণের ভীড় না হয়। অথবা যাতে প্রশান্ত হৃদয়ে ও বিনয়ের সাথে 'ইবাদাত করতে পারেন।

আর বুখারী এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, অশোভনীয় কার্যাবলী হতে মাসজিদকে হিফাযাতের উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা বৈধ।

আর হাদীসে জানা যায় যে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শারী'আতসম্মত এবং মুস্তাহাব আর সেখানে সলাত পড়াও মুস্তাহাব।

٦٩١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ও উসামাহ্ ইবনু যায়দ, 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ আল হাজাবী ও বিলাল ইবনু রাবাহ্ (রাঃ) কা'বায় প্রবেশ করলেন। এরপর বিলাল অথবা 'উসমান (রাঃ) ভিতর থেকে (ভীড় হবার ভয়ে) দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ভিতরে রইলেন। ভিতর থেকে বের হয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতরে কি করলেন? উত্তরে বিলাল বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ভিতরে প্রবেশ করে একটি স্তম্ভ বামে, দু'টি ডানে, আর তিনটি পিছনে রেখে সলাত আদায় করেছেন। সে সময় খানায়ে কা'বা ছয়টি স্তম্ভ বা খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (এখন তিনটি স্তম্ভের উপর)।[৭০৫]

٦٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাসজিদে হারাম ছাড়া, আমার এই মাসজিদে সলাত আদায় করা অন্য জায়গায় এক হাজার রাক্'আত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।[৭০৬]

ব্যাখ্যা : এ মাসজিদ বলতে মাসজিদে নাবাবী, মাসজিদে কুবা না।

মাসজিদে নাবাবীর যে ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা কি রসূল ﷺ-এর যুগে নির্মিত মাসজিদের অংশের সাথে নির্দিষ্ট না পরবর্তীতে বর্ধিতাংশের মধ্যেও উক্ত ফাযীলাত রয়েছে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

---

[৭০৫] **সহীহ :** বুখারী ৫০৫, মুসলিম ১৩২৯।

[৭০৬] **সহীহ :** বুখারী ১১৯০, মুসলিম ১৩৯৪।

ইমাম নাবাবী বলেন, এ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রসূল কর্তৃক নির্মিত মাসজিদের অংশের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা রসূল বলেছেন- مَسْجِدِي هٰذَا এটা আমার মাসজিদ। তবে হানাফী মাযহাব মতাবলম্বী ও অন্যান্য মতে বর্ধিতাংশও মাসজিদের ফাযীলাতের অন্তর্ভুক্ত। 'উমার যখন মাসজিদে নাবাবী বৃদ্ধি করেছিলেন বলেছিলেন যদি যুল হুলায়ফাহ্ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হত তাহলে তা রসূলের মাসজিদ হিসেবে গণ্য করা হত।

মাসজিদে নাব্বীর ফাযীলাত সম্পর্কে ত্বাবারানীতে মারফূ' সূত্রে হাদীসে এসেছে। মাসজিদে হারামে সলাত ১ লক্ষ গুণ, আমার মাসজিদে এক হাজার গুণ এবং বায়তুল আক্বসা' পাঁচশত গুণ।

٦٩٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصٰى وَمَسْجِدِي هٰذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৩। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তিন মাসজিদ ছাড়া অন্য কোন মাসজিদে সফর করা যায় না : (১) মাসজিদে হারাম, (২) মাসজিদে আক্বসা ও (৩) আমার এই মাসজিদ (মাসজিদে নাবাবী)।[৭০৭]

ব্যাখ্যা : শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আল্জুনী বলেন, হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী অন্য স্থানে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।

হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী সাধারণভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন মাসজিদ ব্যতীত কোন স্থানে বারাকাত পাওয়া ও সলাত পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। আর ব্যবসা, জ্ঞান অন্বেষণ বা অন্য কোন উদ্দেশে কোন স্থানে ভ্রমণ করা বৈধ অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যা স্বতন্ত্র বিষয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী হুজ্জাতুল্লাহ কিতাবে বলেন : জাহিলী যুগের লোকেরা তীর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ বিশ্বাস নিয়ে সফর করত যে, সেখানে বারাকাত পাওয়া যাবে। এ চিন্তা-চেতনাকে বন্ধ করার জন্যে যাতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেজন্য এমনটি ঘোষণা আছে। আমার নিকট সত্য হলো যে, ক্বরর এবং ওলী-আউলিয়াদের 'ইবাদাতের স্থান এবং তুর পাহাড় সফরের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সবই সমান।

٦٩٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৪। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যখানে আছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান। আর আমার মিম্বার হচ্ছে আমার হাওজে কাওসারের উপর।[৭০৮]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের টুকরো এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, কারো মতে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে এ স্থানে 'ইবাদাত করলে জান্নাতে পৌঁছে যাবে যেমন- রসূল বলেছেন : জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নীচে অর্থাৎ- জিহাদ জান্নাত পৌঁছে দেয়।

---

[৭০৭] **সহীহ :** বুখারী ১১৯৭, মুসলিম ৮২৭।

[৭০৮] **সহীহ :** বুখারী ১১৯৬, মুসলিম ১৩৯১।

কারো মতে এ স্থানে আল্লাহর রহ্‌মাত বর্ষণ ও সফলতা যা অর্জিত হয় যিক্‌র এর মাজলিসের মাধ্যমে। বিশেষ করে রসূল ﷺ-এর সময় এর ব্যপকতা আরো বেশী ছিল। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে জান্নাতের বাগিচা। আর সঠিক বিশ্লেষকদের মতে এ স্থানটি ক্বিয়ামাতের দিনে ফেরদৌস জান্নাতে স্থানান্তর করা হবে। সুতরাং এ স্থানটি ধূলিস্যাৎ হবে না অন্য স্থানের মতো।

আবার কারো মতে সম্ভাবনা এও রয়েছে এ স্থানটি বাস্তবে জান্নাতেরই স্থান এ মাসজিদে অবতরণ করা হয়েছে। যেমনটি হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্‌রা-হীম। ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর তার মূল স্থানে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَمِنْبَرِي عَلٰى حَوْضِيْ আমার মিম্বার আমার হাওযের উপর। অধিকাংশ 'আলিমদের মতে সত্যিকার মিম্বারটি হাওযের উপর। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মিম্বারটি স্থানান্তর করে হাওজের উপর রাখবেন (ক্বিয়ামাতে) আর এটা শ্রেয় মত।

আবার কারো মতে উদ্দেশ্যে হলো যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয় সৎ 'আমালের সাথে জড়িত হওয়ার মানসে সে হাওযে পৌঁছবে এবং তা হতে পান করে উপকৃত হবে।

٦٩٥ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৫। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি শনিবার নাবী ﷺ পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ করে 'মাসজিদে কুবায়' গমন করতেন। আর সেখানে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন।[৭০৯]

ব্যাখ্যা : মাসজিদে কুবার অন্য ফাযীলাত সংক্রান্ত হাদীস এসেছে নাসায়ীতে, যে ব্যক্তি মাসজিদে কুবার উদ্দেশে বের হয়ে এসে সেখানে সলাত আদায় করবে তা 'উমরাহ্ করার সমতুল্য।

এ হাদীস আর অধ্যায়ের হাদীস প্রমাণ করে মাসজিদে কুবার ফাযীলাত এবং সে মাসজিদের ফাযীলাত সেখানে সলাত পড়ার ফাযীলাত। তবে এখানে প্রমাণিত হয়নি দ্বিগুণ ফাযীলাত, যেমনটি তিন মাসজিদে রয়েছে।

আর এ হাদীস প্রমাণ করে তিন মাসজিদ ব্যতিরেকে অন্য কোন মাসজিদে সফর করা হারাম নয়। কেননা নাবী ﷺ কুবায় হেঁটে ও সওয়ারীতে আসতেন। তবে এ কথার পিছনে মন্তব্য করা হয়েছে রসূল ﷺ কুবায় যাওয়াটি সফরের অন্তর্ভুক্ত না। সুতরাং না সূচক হাদীসের বিরোধী না।

٦٩٦ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৯৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মাসজিদই হল সবচেয়ে প্রিয়, আর বাজার সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।[৭১০]

---

[৭০৯] **সহীহ :** বুখারী ১১৯৩, মুসলিম ১১৯৯; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

[৭১০] **সহীহ :** মুসলিম ৬৭১।

ব্যাখ্যা : কেননা মাসজিদ হলো আনুগত্যের ও তাকওয়ার ঘর, রহমাত অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্থান। পক্ষান্তরে বাজার হলো শায়ত্বনের কার্যক্রমের স্থান। লোভ, লালসা, খিয়ানাত, ধোঁকা, ঠকানো, সুদ, মিথ্যা কসম করা, ওয়াদা ভঙ্গ, ফিৎনাহ্ ও উদাসীনতার ক্ষেত্র।

ইমাম নাবাবী বলেন : আল্লাহর পছন্দ ও ঘৃণ্য বলতে কল্যাণ ও অকল্যাণ করার তাঁর ইচ্ছা। যে ভাগ্যবান তার সাথে কল্যাণের আর যে হতভাগা তার সাথে অকল্যাণের ইচ্ছা করেন। আর মাসজিদসমূহ এর বিপরীত।

٦٩٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৭। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে একটি মাসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৭১১]

ব্যাখ্যা : যারা মাসজিদে নির্মাণ করবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে না লোক দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশে। ইবনু জাওযী বলেন : যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণের সময় মাসজিদের ফলকে তার নাম লিখবে সে ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে অনেক দূরে। মাসজিদ চাই বড় হোক বা ছোট হোক। অন্য বর্ণনায় এসেছে কাতাত পাখির বাসার মতো ছোট হোক না। তবে এটা দ্বারা মুবালাগা উদ্দেশ্য।

٦٩٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মাসজিদে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক বারে যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক কী সন্ধ্যায়।[৭১২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যমতে এই ব্যক্তি খাস করে 'ইবাদাতের উদ্দেশে আসবে। আর সলাত হচ্ছে অন্যতম 'ইবাদাত।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্তে অতিথি আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখবেন। তার প্রত্যেকবারের জন্য যখন সে সকালে বা বিকালে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য রুযী থাকবে।" (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৬২)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বদা নির্ধারিত দু'টি সময় না।

মাজহার বলেন : মানুষের স্বভাব হলো যখনই কেউ তাদের বাসায় মেহমান হিসেবে আসে তখনই খাদ্য উপস্থাপন করে তথা আপ্যায়ন করায়।

মাসজিদ আল্লাহর ঘর। যখনই এ মাসজিদে প্রবেশ করে, দিনে হোক আর রাত্রে হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতের কোন না কোন প্রতিদান দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় সম্মানকারী তিনি মুহসিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

---

[৭১১] **সহীহ :** বুখারী ৪৫০, মুসলিম ৫৩৩।

[৭১২] **সহীহ :** বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৬৬৯।

Contents

٦٩٩ـ وَعَنْ أَبِي مُوسٰى اَلأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৯৯। আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতে সবচেয়ে বেশী সাওয়াব পাবে ঐ ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশী দূরে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করার জন্য মাসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করে, তার সাওয়াবও ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে মাসজিদের নিকটে থাকে এবং তাড়াতাড়ি সলাত আদায় করেই ঘুমিয়ে থাকে।[৭১৩]

ব্যাখ্যা : আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, প্রতি পদক্ষেপে দশ নেকী। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা দেরী হলেও উত্তম। যথাসময়ে একাকী সলাত আদায় করার চেয়ে। কেউ কেউ এ হাদীস হতে মাসআলাহ বের করেছেন যে, নিকটে মাসজিদ থাকা সত্ত্বেও দূরের মাসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব।

٧٠٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭০০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসজিদে নাবাবীর পাশে কিছু জায়গা খালি হল। এতে বানূ সালিমাহ্ গোত্র মাসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইল। এ খবর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌছল। তিনি বানূ সালিমাহ্কে বললেন, খবর পেলাম, তোমরা নাকি জায়গা পরিবর্তন করে মাসজিদের কাছে আসতে চাইছ? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে বানূ সালিমাহ্! তোমাদের জায়গাতেই তোমরা অবস্থান কর। তোমাদের 'আমালনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হয়– এ কথাটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার বললেন।[৭১৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে জানা যায় যে, কল্যাণসূচক কর্মসমূহ যখন কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশে হয় তার পদচিহ্নসমূহও নেকীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আর বসবাস নিকটস্থ মাসজিদে হওয়া ভাল। তবে তার বিষয়টি আলাদা যে অধিক পরিপান পূর্ণ অর্জন করতে চায় বেশী বেশী হেঁটে। বানূ সালামাবাসীরা মাসজিদের নিকটবর্তী হওয়ার আবেদন করেছিল তার মর্যাদার জন্য। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রস্তাবটি নাকচ করলেন এবং তাদেরকে জানালেন বার বার দূর হতে মাসজিদে আসার মর্যাদা।

٧٠١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ

[৭১৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৫১, মুসলিম ৬৬২।
[৭১৪] **সহীহ :** মুসলিম ৬৬৫।

تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَى حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিন (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না : (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর 'ইবাদাতে কাটিয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মাসজিদেই তার মন পড়ে থাকে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়, (৫) সে ব্যক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, (৬) সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী যুবতী কু-কাজ করার জন্য আহবান জানায়। এর উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান কী খরচ করেছে।[৭১৫]

ব্যাখ্যা : فِي ظِلِّهِ ও তার ছায়ার কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে।

* সম্মানের কারণে আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

* ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য তত্ত্বাবধান, হিফাযাত, দায়িত্ব। যেমন বলা হয় فلان في ظل الملك অমুক বাদশার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

* তার 'আর্শের ছায়া যেমন অন্য হাদীসে এসেছে।

سبعة يظلهم الله في ظل عرشه সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর 'আর্শের ছায়ায় স্থান দিবেন।

ঐ যুবক যে নিজের যৌবন আল্লাহর 'ইবাদাতে কাটিয়েছে। যুবককে খাস করার কারণ হলো যৌবন বয়সে। প্রবৃত্তির চাহিদা বেশী প্রাধান্য পায়। সুতরাং এ অবস্থায় 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকা অধিকতর তাক্বওয়ার পরিচয় বহন করে। হাদীস এসেছে তোমার রব ঐ যুবককে পছন্দ করেন যার কোন অভিলাষ নেই।

পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তাদের এ ভালবাসা দীনের জন্যই অটুট থাকে, দুনিয়ার কোন কারণ বিচ্ছিন্ন করে না। শুধুমাত্র মৃত্যুই বিচ্ছিন্ন করে।

ডান হাত দান করে বাম হাত জানে না। ইবনু মালিক বলেন : এটা নাফ্ল দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেননা ফার্য যাকাত তো প্রকাশ্যেই আদায় করতে হয়।

٧٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهٖ فِي بَيْتِهٖ وَفِي سُوْقِهٖ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ أَنَّهٗ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا

---

[৭১৫] **সহীহ :** বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১।

دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَزَادَ فِيْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০২। উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রসূল বলেছেন : ঘরে অথবা (ব্যস্ততার কারণে) কারো বাজারে সলাত আদায় করার চেয়ে মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করার সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভাল করে (সকল আদাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে) উযূ করে নিঃস্বার্থভাবে সলাত আদায় করার জন্যই মাসজিদে আসে। তার প্রতি ক্বদমের বদলা একটি সাওয়াবে তার মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি গুনাহ কমে যায়। এভাবে মাসজিদে পৌছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। সলাত আদায় শেষ করে যখন সে মুসাল্লায় বসে থাকে, মালায়িকাহ অনবরত এই দু'আ করতে থাকে : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমাত বর্ষণ কর।" আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ সলাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে সময়টা তার সলাতের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে। আর এক বর্ণনার শব্দ হল, 'যখন কেউ মাসজিদে গেল, আর সলাতের জন্য অবস্থান করল সেখানে, তাহলে সে যেন সলাতেই রইল। আর মালায়িকার দু'আর শব্দাবলী আরো বেশী : "হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তাওবাহ্ ক্ববূল কর"। এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার উযূ ছুটে না যায়।[৭১৬]

ব্যাখ্যা : مَا لَمْ يُحْدِثْ যতক্ষণ না ওযূ না ভাঙ্গে। আর এটা ওযূ ভঙ্গের যে কোন কারণ হতে পারে সাধারণভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন, হাদীস প্রমাণ করে মাসজিদে ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া নাক ঝাড়ার চেয়ে খারাপ কেননা তার জরিমানা রয়েছে আর নাক ঝাড়ার জরিমানা নেই। ওযূ নষ্টের জরিমানা হলো মালাকগণের ইসতিগফার ও দু'আ কামনা হতে বঞ্চিত হওয়া।

আরো হাদীস প্রমাণ করে অন্যান্য 'আমালের চেয়ে সলাতের মর্যাদা বেশী। কেননা সলাত আদায়কারীর জন্য মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তারা) রহমাত ও ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করে।

٧٠٣ـ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭০৩। আবূ উসায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন এই দু'আ পড়ে : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তোমার রহমাতের দরজাগুলো খুলে দাও'। যখন মাসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে : "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ফাযল বা অনুগ্রহ কামনা করি"।[৭১৭]

ব্যাখ্যা : যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে এ দু'আ পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ। আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম ও দরূদ পাঠ করবে। পরে এ দু'আটি পাঠ করবে।

---

[৭১৬] **সহীহ :** মুসলিম।

[৭১৭] **সহীহ :** মুসলিম ৭১৩।

ইমাম নাবাবী বলেন : এ দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব।

এ দু'আ ব্যতিরেকে আরো অনেক দু'আ এসেছে আবূ দাউদে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

আর বের হওয়ার সময় বলবে- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

প্রবেশের সময় রহ্মাতকে এবং বের হওয়ার সময় অনুগ্রহকে নির্ধারণ করার কারণ হলো রহমাত আল্লাহর কিতাবে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির নি'আমাত এবং পরকালের নি'আমাত। যেমন- আল্লাহ বলেন, "তারা যা সঞ্চয় করে আপনার পালনকর্তার রহমাত তদপেক্ষা উত্তম।" (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৩২)

আর অনুগ্রহ হলো দুনিয়াবী নি'আমাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করা কোন পাপ নেই।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৮)

"আর সলাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।"

(সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ১০)

যে মাসজিদে প্রবেশ করবে সে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে। এমন কাজে ব্যস্ত হবে যা প্রতিদান ও জান্নাতের নিকটবর্তী করবে। সুতরাং তা রহমাত ও দু'আর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর বের হওয়াটা হলো রিয্ক্ব বা যাবতীয় প্রয়োজন। এজন্য অনুগ্রহ দু'আর সাথে সংশ্লিষ্ট।

٧٠٤ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০৪। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে নেয়।[৭১৮]

ব্যাখ্যা : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ যখন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে। এটা যে কোন সময় হতে পারে। অনির্ধারিত মাকরূহ সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কারো মতে এ হাদীসটি খাস, মাকরূহ সময় তথা সলাতের নিষিদ্ধ সময় ব্যতিরেকে।

فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ দু'রাক'আত সলাত পড়বে তথা তাহিয়্যাতুল মাসজিদে। অথবা তার স্থলাভিষিক্ত সলাতও হতে পারে। যেমন ফার্য ও সুন্নাহ সলাত, আর এ সলাত মাসজিদের সম্মানার্থে।

আর নাবাবী বলেন : তাহিয়্যার নিয়্যাত শর্ত নয় বরং যথেষ্ট হবে ফার্য সলাত অথবা সুন্নাতে রাতেবা। যদি নিয়্যাত করে তাহিয়্যার সলাত এবং ফার্য সলাতের তাহলে এক সাথে দু'টো অর্জিত হবে।

জাহিরীদের মতে তাহিয়্যাতুল সলাত পড়া ওয়াজিব, আবার কারো মতে ওয়াজিব না দলীল ইবনু আবী শায়বার মাসজিদের প্রবেশ করতেন এবং বের হতেন এবং সলাত আদায় করতেন না।

সুতরাং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নাহ যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে। খাত্ত্বাবী বলেন : ক্বাতাদার হাদীসে সাব্যস্ত হয় যখন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তার উপর কর্তব্য হলো সে দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল সলাত আদায় করবে বসার পূর্বে চাই জুমু'আতে হোক বা অন্য কিছু হোক ইমাম মিম্বারে থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা

[৭১৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৪, মুসলিম ৭১৪।

নাবী ﷺ আমভাবে বলেছেন এবং নির্দিষ্ট করে না। আমি ভাষ্যকার বলি, এটাই সহীহ; তবে জাবির (রাঃ)-এর হাদীস আরো সুস্পষ্ট করেছে এটা এক ব্যক্তি মাসজিদ আসলো এমতাবস্থায় রসূল ﷺ খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন, অতঃপর রসূল ﷺ বললেন : তুমি দু'রাক'আত সলাত পড়েছ জবাব দিলো না, তখন রসূল ﷺ বললেন, দাঁড়াও পড়ো।

٧٠٥ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০৫। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফর হতে দিনের সকালের দিক ছাড়া আগমন করতেন না। আগমন করেই তিনি প্রথমে মাসজিদে প্রবেশ করতেন। দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন, তারপর সেখানে বসতেন।[৭১৯]

ব্যাখ্যা : কারো মতে হিকমাহ্ এ সময়টি প্রফুল্লতার সময়। এতে তার সহাবীদের কষ্ট অনুভব হয় না। তবে ভর দুপুরে আসার বিপরীত কেননা সে সময়টি আরাম ও ঘুমের সময়।

فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ তিনি যেখানে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছে। এটা যেন সন্দেহ না হয় এটা রসূল ﷺ-এর সাথে খাস। কেননা জাবির (রাঃ)-কে তিনি সফর হতে আগমনের সলাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।

আর এ সলাতটি সফর হতে আগমনের সলাত তাহিয়্যাতুল সলাত না তবে তাহিয়্যাতুল সলাতও আদায় হবে।

ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ অতঃপর তিনি বসতেন বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে যাতে মুসলিমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এটা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের উপর তাঁর অনুগ্রহ।

٧٠٦ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭০৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে মাসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন তার উত্তরে বলে, 'আল্লাহ করুন তোমার হারানো জিনিস তুমি না পাও। কারণ হারানো জিনিস খুঁজবার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি।[৭২০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে সাব্যস্ত হয় যে, উচ্চৈঃস্বরে হারানোর বস্তু ঘোষণা দেয়া হারাম। কেননা মাসজিদ এ জন্য তৈরি হয়নি বরং তৈরি হয়েছে আল্লাহর যিক্‌র সলাত আদায় 'ইল্‌ম আলোচনা ইত্যাদির জন্য। তবে কারো যদি কোন কিছু খোয়া যায় মাসজিদের দরজায় বসবে প্রবেশকারী ও বের হওয়া ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে।

٧٠٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْإِنْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭১৯] **সহীহ :** বুখারী ৩০৮৮, মুসলিম ৭১৬।

[৭২০] **সহীহ :** মুসলিম ৫৬৮।

৭০৭। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসূনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ মালায়িকাহ্ কষ্ট পান যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়।[৭২১] (মুত্তাফাকুন 'আলায়হি ৫৬৪)

ব্যাখ্যা : মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যে পিঁয়াজ রসূন ও দুর্গন্ধযুক্ত শিকড় সমৃদ্ধ এক প্রকার গাছ ভক্ষণ করল।

হাদীস প্রমাণ করে যে, রসূন বা অন্যান্য সবজি যাতে দুর্গন্ধ রয়েছে তা' পাক করে খাওয়া বৈধ এবং বাসায় থাকলে পাক না করেও খাওয়া বৈধ। আর মাসজিদে উপস্থিতির সময় যেন রান্নাকৃত হয় যাতে এ খাবারের দুর্গন্ধ মানুষ ও মালাককে কষ্ট না দেয়।

আর নিষেধটা হল কাঁচা রসূন বা এ জাতীয় কিছু সবজি খেয়ে মাসজিদ আসা। মূলত রসুন পিঁয়াজ অনুরূপ সবজি খাওয়া হালাল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্তব্য, হে লোক সকল! আল্লাহ যা আমার জন্য হালাল করেছেন তা আমার জন্য হারাম নয়।

٧٠٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭০৮। 'আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। (যদি কেউ ফেলে) তার ক্ষতিপূরণ হল ঐ থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা।[৭২২]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার বলেন, কেউ যদি মাসজিদের বাহির হতে মাসজিদে থুথু ফেলে তবুও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাযী ইয়াজ বলেন, পাপ তখন হবে যখন দাফন করবে না আর যদি দাফন করে তাহলে পাপ হবে না। আর নাবাবী বলেন : দাফন করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় পাপ হবে।

কারো মতে, মাসজিদ যদি মাটিযুক্ত না নয় বরং চট বা গালিচা বিছানো তাহলে থুথু বাম পায়ের নীচে ফেলবে।

আমি ভাষ্যকার বলি, যখন থুথু প্রতিহত করার প্রয়োজন হয় আর মাসজিদ মসৃণ ও টাইলস্ যুক্ত হয় তাহলে বাম পায়ের নীচে ফেলবে এবং পা দ্বারা মিটাবে যাতে আর থুথুর আর চিহ্ন না থাকে। এর উপর হাদীসের মর্মার্থ প্রমাণ করে।

٧٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَتُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭০৯। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার উম্মাতের ভালমন্দ সকল 'আমাল আমার কাছে উপস্থিত করা হলো। তখন আমি তাদের ভাল কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম-রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস ফেলে দেয়া। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মাসজিদে ফেলে রাখা।[৭২৩]

---

[৭২১] **সহীহ :** বুখারী ৮৫৪, মুসলিম ৫৬৪; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

[৭২২] **সহীহ :** বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২।

[৭২৩] **সহীহ :** মুসলিম ৫৫৩।

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : হাদীসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ মুসলিমদের উপকারে আসে তা বাস্তবায়ন করা এবং প্রত্যেক ক্ষতি বহনকারী কাজ দূরীভূত করা উচিত। আর এমন কাজ সৎ 'আমালের অন্তর্ভুক্ত।

٧١٠-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.

৭১০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। সে তার ডান দিকেও ফেলবে না, কারণ সেদিকে মালাক আছে। (নিবারণ করতে না পারলে) সে যেন থুথু ফেলে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের নীচে, তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়।[৭২৪]

ব্যাখ্যা : ডানদিকে থুথু ফেলবে না কেননা ডানদিকে মালাক এসেছে। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ডান দিকে মালাক থাকার কারণে থুথু ফেলা নিষেধ কিন্তু বাম দিকেও মালাক থাকে এতদসত্ত্বেও "বাম দিকে থুথু ফেলে" বলার তাৎপর্য কী। উক্ত প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ হতে পারে–

০১. নিশ্চয় ডান দিকের মালায়িকাহ্ সলাত আদায়কারীর ভাল 'আমালসমূহ লিখেন আর সলাত হচ্ছে শারীরিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এটি খারাব ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। সুতরাং সলাতের মধ্যে বাম দিকে অন্যায় কাজের হিসাবরক্ষকের কোন ভূমিকা নেই।

০২. প্রত্যেকে সাথে শায়ত্বন রয়েছে। তার অবস্থান বাম দিকে যেমন আবূ 'উমামার হাদীস ত্বাবারানীতে। তার সামনে আল্লাহ ডান দিকে মালাক এবং বাম দিকে শায়ত্বন। থুথু ফেললে শায়ত্বনের উপর পড়বে।

০৩. অথবা উত্তর এই যে, বাম দিকের মালাকগণ চলে যায়।

০৪. অথবা সলাত অবস্থায় মালাক এমনভাবে অবস্থান করে যাতে থুথু ইত্যাদি তার নিকট পৌঁছে না।

٧١١-وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيْدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭১১। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরীর বর্ণনায় আছে : তার বাম পায়ের নীচে।[৭২৫]

٧١٢-وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭১২। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন : আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।[৭২৬]

---

[৭২৪] **সহীহ :** বুখারী ৪১৬, মুসলিম ৫৪৮।

[৭২৫] **সহীহ :** বুখারী ৪০৯, মুসলিম ৫৪৮।

ব্যাখ্যা : লা'নাত তথা অভিসম্পাত শব্দটি হারাম শব্দের চেয়েও বেশি হওয়ার নিদর্শন বহন করে।

নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করার নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো মূর্তিপূজার মতো সাদৃশ্য হওয়া। যারা এমন জড়পদার্থকে সম্মান করে যা শুনে না এবং কারো উপকার কিংবা ক্ষতিও করতে পারে না তা হতে দূরে থাকা এবং এ পথকে বন্ধ করে দেয়া।

তাওরুবস্তী হানাফী এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইয়াহূদী ও নাসারাদের এমন কাজ প্রত্যাখ্যানের কারণ মূলত দু'টি।

প্রথমতঃ তারা নাবীদের ক্ববরে সাজদাহ্ করে তাঁদের সম্মানার্থে। দ্বিতীয়তঃ তাদের সলাত আদায়ের চিন্তা-চেতনা নাবীদের দাফনের স্থানে সলাত আদায় ও তাদের এ রকম কাজ যাতে বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহর নিকট তাদের (নাবীদের) বিশাল ক্ষমতা রয়েছে। আমি (ভাষ্যকার) বলি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞা ও সতর্ক করার কারণ এজন্য যে তাদের সলাত ক্ববরের নিকটে। তাদের নিকট হতে সাহায্য লাভ এবং তাদের রূহ্ হতে বারাকাত লাভের উদ্দেশে। নিঃসন্দেহে এমনটি করা বড় ধরনের ফাসাদ। এজন্য নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের কাউকে কোন নাবী বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির ক্ববরের নিকট আবেদন করা, সাহায্য চাওয়া, বারাকাত গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয় অনুমোদন দেননি। বরং আদেশ করেছেন ক্ববরবাসীকে সালাম প্রদান ও তাদের জন্যে ইস্তিগফার কামনা ও দু'আ করার জন্য।

٧١٣ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭১৩। জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নাবী ও বুজুর্গ লোকদের ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত কর না। আমি তোমাদেরকে একাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি।[৭২৭]

ব্যাখ্যা : বুখারী মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত যে, উম্মু হাবীবাহ্ ও উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) গীর্জার আলোচনা করেন যা হাবশায় দেখেছেন, তাতে মূর্তি রয়েছে। এ বিষয়টি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জানালে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)বলেন, নিশ্চয় তাদের মধ্যে ভাল মানুষ ছিল। তারা যখন মারা যেত তাদের ক্ববরের উপর মাসজিদ বানাত এবং সেখানে তাদের মূর্তি বানাত। আর এরাই হলো ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব।

ইবনু হাজার বলেন : পূর্বের যুগের লোকেরা এমনটি করত যে তারা তাদের ছবি দেখে প্রশান্তি লাভ করত এবং স্মরণ করত তাদের নেক অবস্থাকে। আর তাদের মতো প্রচেষ্টা করত। এরপরে পরবর্তী প্রজন্ম আসল। পূর্ববর্তী লোকদের উদ্দেশ্য ভুলে গেল আর শায়ত্বন তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ ছবিগুলোর 'ইবাদাত করত এবং সম্মান করত। সুতরাং তোমরা এদের 'ইবাদাত করো। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে সতর্ক করলেন এবং এ পথকে বন্ধ করলেন অনুরূপ পরিবেশের দিকে ধাবিত যেন আর না হয়।

---

[৭২৬] **সহীহ :** বুখারী ১৩৯০, মুসলিম ৫২৯।

[৭২৭] **সহীহ :** মুসলিম ৫৩২।

٧١٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِجْعَلُوا فِيْ بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭১৪। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু সলাত আদায় করবে এবং ঘরকে ক্ববরে পরিণত করবে না।[৭২৮]

ব্যাখ্যা : সলাত দ্বারা উদ্দেশ্য– নাফ্ল সলাত। তোমাদের ঘরকে ক্ববর বানিও না– তথা তোমরা তোমাদের বাড়ীতে সলাত ছেড়ে দিবে। যেমনটি ক্ববরে করা হয়। উদ্দেশ্য হলো তোমাদের বাড়ীর প্রাপ্য দাও সলাত আদায়ের মাধ্যমে আর তা ক্ববরের মতো করো না। কেননা সেখানে সলাত আদায় হয় না।

'উলামা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ক্ববরস্থান সলাতের জায়গা নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧١٥ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৭১৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানেই 'ক্বিবলাহ্'।[৭২৯]

ব্যাখ্যা : 'উলামাদের ভাষ্যমতে এ হাদীসটি শামবাসী ও মাদীনাহ্বাসীর জন্য খাস।

আর হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রমাণ করে অবশ্যই ক্বিবলামুখী হওয়া তাদের জন্য যারা মনে করে পৃথিবীর কিছু কিছু প্রান্তে কা'বার অভিমুখি হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আপনি যদি দেশসমূহের পরিচিতি ও প্রদেশের সীমানা সম্পর্কে পারঙ্গম হন তাহলে বুঝতে পারবেন যে মানুষের কা'বার দিকে অভিমুখী হওয়াটা কেন্দ্র হিসেবে বৃত্তের মতো।

সুতরাং যে কা'বাঘর হতে পশ্চিম দিকে হবে সলাতে তার ক্বিবলাহ্ হবে পূর্ব দিকে। যে পূর্ব দিকে হবে তার ক্বিবলাহ্ হবে পশ্চিম দিকে। কাবা'ঘর হতে যে উত্তর দিকে হবে তার ক্বিবলাহ্ হবে দক্ষিণে। যে দক্ষিণে হবে তার ক্বিবলাহ্ হবে উত্তরে। আর যে কা'বাঘর হতে পূর্ব এবং দক্ষিণের মাঝামাঝিতে অবস্থানে করবে তার ক্বিবলাহ্ হবে উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যে। আর যে দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে হবে তার ক্বিবলাহ্ উত্তর ও পূর্বের মধ্যবর্তী স্থানে আর যে পূর্ব ও উত্তরের মধ্য হবে তার ক্বিবলাহ্ হবে দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যবর্তীস্থানে আর যে উত্তর ও পশ্চিমে হবে তার ক্বিবলাহ্ হবে দক্ষিণ ও পূর্বের মধ্যবর্তী স্থানে।

অনেকে মনে করেন যে, ক্বিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে যার সন্দেহ হয় তার চেষ্টানুযায়ী সলাত যে দিকেই হোক না কেন তা সহীহ বলে গণ্য হবে যেমন আল্লাহ বলেন : "পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহর চেহারা।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১১৫)

কারো মতে এটা প্রযোজ্য সওয়ারীবস্থায় নাফ্ল সলাতের ক্ষেত্রে যেদিকেই মুখ হোক।

কারো মতে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে ক্বিবলামুখী হতে পারে না।

---

[৭২৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৩২, মুসলিম ৭৭৭।

[৭২৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৪২, ইরওয়া ২৯২।

٧١٦-وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشُفُ فَقَالَ مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৭১৬। ত্বালক্ব ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলাম। তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলাম। তাঁর সাথে সলাত আদায় করলাম। এরপর আমরা তাঁর কাছে আবেদন করলাম, আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা আছে। এটাকে আমরা এখন কী করব? আমরা তাঁর নিকট তাঁর উযূ করা কিছু পানি তাবাররুক হিসেবে চাইলাম। তিনি পানি আনালেন, উযূ করলেন, কুলি করলেন এবং তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢাললেন। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওনা হয়ে যাও। তোমরা যখন তোমাদের এলাকায় পৌঁছবে, তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। গির্জার জায়গায় পানি ছিটিয়ে দেবে। তারপর একে মাসজিদ বানিয়ে নিবে। আমরা আবেদন করলাম, আমাদের এলাকা অনেক দূরে। ভীষণ খরা। পানি তো শুকিয়ে যাবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরও পানি মিশিয়ে এ পানি বাড়িয়ে নিবে। এ পানি তার পবিত্রতা ও বারাকাত বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া কমাবে না।[৭৩০]

ব্যাখ্যা : وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا আর গির্জাকে মাসজিদে রূপান্তর করো। এটা দলীল হিসেবে প্রমাণিত যে, গির্জাকে মাসজিদ বানানো যাবে এবং এটা ছাড়াও যে কোন উপাসনালয় ও মূর্তির ঘরও অনুরূপ মাসজিদে পরিণত করা বৈধ।

আর হাদীসের ভাষ্য হতে জানা যায় যে রসূলের ওযূর অতিরিক্ত পানি বারাকাতপূর্ণ ও তা অন্য দেশে স্থানান্তর করা বৈধ যেমন যম্‌যমের পানি।

٧١٧-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৭১৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহল্লায় মাসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন।[৭৩১]

ব্যাখ্যা : দৃশ্যতঃ এখানে أَمَرَ দ্বারা উদ্দেশ্য ভাল, ওয়াজিব উদ্দেশ্য না।

يُنَظَّفَ মাসজিদকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ইবনু মাজার বর্ণনায় ময়লা আবর্জনা হতে পরিচ্ছন্ন রাখা।

وَيُطَيَّبَ মাসজিদে সুগন্ধি লাগায় মাসজিদে বাখুর সুগন্ধি লাগানো বৈধ।

---

[৭৩০] **হাসান :** নাসায়ী ৭০১, আয্ যামারুল মুসতাত্বব ১/৪৯৪।

[৭৩১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৫৫, আত্ তিরমিযী ৫৯৪, ইবনু মাজাহ্ ৭৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৯।

ইবনু আবী শায়বাতে আছে, ইবনু যুবায়র যখন কা'বাঘর সংস্কার করেন তার দেয়ালের সাথে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়েছিলেন।

মাসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যে মুস্তাহাব হাদীস তা প্রমাণ করে।

٧١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৭১৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মাসজিদ বানিয়ে তা চাকচিক্যময় করে রাখার হুকুম দেয়া হয়নি। ইবনু 'আব্বাস বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে ইয়াহূদী-খৃষ্টানরা তাদের 'ইবাদাতখানাকে (স্বর্ণ-রূপা দিয়ে) চাকচিক্যময় করে রাখত তোমরাও একইভাবে তোমাদের মাসজিদ-এর শ্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বর্ধন করবে।[৭৩২]

ব্যাখ্যা : ইবনু রাসলান বলেন, মাসজিদসমূহ সুসজ্জিত করার অর্থ হলো ভিত্তিকে মজবুত ও উঁচু করা।

মাসজিদ সুসজ্জিত করা বৈধ যদি নাম-কাম ও যশ-সুখ্যাতির জন্য এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না হয়। যেমন- ইতিপূর্বে হাদীস গেছে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করবেন। এ হাদীসের আলোকে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর শাসনামলে মাসজিদে নাবাবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন।

٧١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وابن مَاجَة

৭১৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে মানুষেরা মাসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।[৭৩৩]

ব্যাখ্যা : মাসজিদকে নিয়ে গর্ব অহংকার করার তাৎপর্য প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের মাসজিদ নিয়ে গর্ব করে আর বলে আমার মাসজিদ সবচেয়ে উঁচু, সৌন্দর্যময়, প্রশস্ত, চাক্যচিক্যময় ইত্যাদি। মানুষকে দেখানো শুনানো ও প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশে। হাদীসের ভাবার্থের সত্যতা চলমান সময়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে আর এটা যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা তা' প্রমাণিত।

٧٢٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৭২০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার সামনে আমার উম্মাতের সাওয়াবগুলো পেশ করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সাওয়াবও পেশ করা হয় যা একজন মানুষ মাসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। ঠিক একইভাবে আমার সামনে পেশ করা হয় আমার

[৭৩২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৪৮।

[৭৩৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৪৯, নাসায়ী ৬৮৯, দারিমী ১৪০৮, ইবনু মাজাহ্ ৭৩৯, সহীহ আল জামি' ৫৮৯৫।

উম্মাতের গুনাহসমূহ। তখন আমি কারও কুরআনের একটি সূরাহ্ বা একটি আয়াত যা তাকে দেয়া হয়েছে (তারপর ভুলে গেছে, মুখস্থ করার পর তা ভুলে যাওয়া) এর চেয়ে আর কোন বড় গুনাহ আমি দেখিনি।[৭৩৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হতে বুঝা যায় যে, আবর্জনা বা ময়লা প্রবেশ করা পাপ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

গুনাহে কাবীরাহ্ এর বিশ্লেষণ : কাবীরাহ্ গুনাহের অধ্যায়ের মধ্যে অর্থাৎ- "আল্লাহর নিকট কোন গুনাহ্ সবচেয়ে বড় এর জবাবে শির্ককে বড় গুনাহ বলা হয়েছে।" এখানে সূরাকে ভুলে যাওয়া কিভাবে أَعْظَمُ الذُّنُوْبُ তথা বড় গুনাহ বলা হয়েছে?

এর উত্তর এই যে, যদি أَعْظَمُ এবং أَكْبَرُ উভয় শব্দকে প্রতিশব্দ হিসেবে মেনে নেয়া হয় তাহলে উত্তরে বলা যাবে সূরাকে ভুলে যাওয়া أَعْظَمُ (বড় গুনাহ) বলা আহকামের দৃষ্টিতে সঠিক। তার ভুলে যাওয়াটা চেষ্টার ত্রুটির কারণে।

অথবা বলা যায় যে, যদি إِسْتِخْفَافٌ হালকা এবং স্বল্প সম্মানের ভিত্তিতে না হয় তাহলে সূরাকে ভুলে যাওয়া সগীরাহ্ গুনাহের মধ্যে أَعْظَمُ।

ত্বীবী বলেন, পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ বা সূরাহ্ মুখস্থ করার শক্তি লাভ করা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং সে যেন এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যখন সে ভুলে গেল সে নি'আমাতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গিতে أَعْظَمُ جُرْمًا বড় অপরাধ।

٧٢١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৭২১। বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিনের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মাসজিদে যায়।[৭৩৫]

ব্যাখ্যা : অন্ধকার রাত্রে : হাদীসের ভাষ্যমতে ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত উদ্দেশ্য। কেননা এ দু'টি সলাত অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয়।

نُوْرٌ আলো, আলোর বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে। আর এটা নির্ধারিত ক্বিয়ামাতের দিনের সাথে যেদিন মু'মিনদের চেহারাগুলো আলোয় চমকাবে। ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহর বাণী :

﴿نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا﴾

"তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন।" (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৬ : ৮)

আর মুনাফিক্বদের অবস্থা। আল্লাহ বলেন :

﴿يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ﴾

---

[৭৩৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৬১, আত্ তিরমিযী ২৯১৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৮৪। কারণ হাদীসের সানাদে দু' স্থানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[৭৩৫] **সহীহ লিগায়রিহী :** তিরমিযী ২২৩, আবূ দাউদ ৫৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৫। যদিও ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটির সানাদকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু দশেরও অধিক সহাবী থেকে বর্ণিত এর অনেক শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা সহীহের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

"যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করো আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি হতে।" (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১৩)

٧٢٢-وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَّأَنَسٍ.

৭২২। ইবনু মাজাহ- সাহ্‌ল ইবনু সা'দ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে।[৭৩৬]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি মাসজিদের যত্ন নেয়, দেখা-শুনা করে, মাসজিদ নির্মাণ করে অথবা সলাত প্রতিষ্ঠা ও জামা'আতের জন্য মাসজিদে যাওয়া-আসা করে তার ঈমানের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। এখানে সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক এমন কথা উদ্দেশ্য যা অন্তরের গভীর থেকে বের হয়। তবে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি সন্দেহের সৃষ্টি করে। হাদীসটি হলো, সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, "সে মু'মিন (বিশ্বাসী)"। এ কথা শুনে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "অথবা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)" এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাউকে ঈমানের ব্যাপারে দৃঢ়তাসূচক সাক্ষ্য দেয়া নিষেধ। তবে তার বাহ্যিক ইসলামী কার্যকলাপ দেখে মুসলিম বলার সুযোগ থাকেই। তাই এখানে ঈমান দ্বারা ইসলাম উদ্দেশ্য হতে পারে। সঠিক কথা হলো, এখানে সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাস ও বাহ্যিক 'আমাল। আল্লাহর বাণী : "নিশ্চয়ই আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহ আবাদ করে, অর্থাৎ নির্মাণ করে অথবা তা সংস্কার করে কিংবা 'ইবাদাত ও শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা মাসজিদকে জীবিত রাখে, সেই যে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১৯)

এ আয়াত يَعْمُرُ "আবাদ করে"। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী তার তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশশাফে লিখেছেন, মাসজিদ আ'বাদ করা অর্থ হচ্ছে, মাসজিদে ঝাড়ু দেয়া, পরিষ্কার করা, বাতি দ্বারা আলোকিত করা, মাসজিদকে সম্মান করা, মাসজিদে 'ইবাদাত ও যিক্‌রের অভ্যাস করা এবং মাসজিদে পার্থিব অতিরিক্ত অনর্থক কথাবার্তা থেকে সুরক্ষা করা যার জন্য একে তৈরি করা হয়নি।

٧٢٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৭২৩। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কাউকে তোমরা যখন নিয়মিত মাসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১৮)।[৭৩৭]

٧٢٤- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فِي الاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَلَا اخْتَصَى إِنَّ خِصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي

---

[৭৩৬] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৭৮০, ৭৮১।

[৭৩৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৬১৭, ইবনু মাজাহ্ ৮০২, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৩, দারিমী ১২৫৯। কারণ এর সানাদে দাররাজ 'আবুস্ সামহ রয়েছে যে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে।

الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِي الْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ فِيْ شرح السنة

৭২৪। 'উসমান ইবনু মায্'উন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর নিকট আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন। নাবী উত্তরে বললেন, সেই লোক আমাদের মধ্যে নেই, যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়। বরং আমার উম্মাতের খাসি হওয়া হল সিয়াম পালন করা। 'উসমান আবেদন করলেন, তাহলে আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। নাবী উত্তরে বললেন, আমার উম্মাতের ভ্রমণ হল আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া। তারপর 'উসমান বললেন, তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করার অনুমতি দিন। নাবী বললেন, আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হচ্ছে সলাতের অপেক্ষায় মাসজিদে বসে থাকা।[৭৩৮]

ব্যাখ্যা : 'উসমান নারীদের প্রতি কামনা দূরীকরণে খোজা হওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। (রসূলুল্লাহ বলেন) আমাদের সুন্নাতের যারা অনুসরণ করে এবং আমাদের শার'ঈ তরীকা (পদ্ধতি) দ্বারা হিদায়াত লাভ করতে যারা চায় সে তাদের বাইরে যে অন্যকে খোজা করায় অথবা নিজে খোজা হয়। ইবনু হাজার বলেন, এ দু'টি কর্মই হারাম। কামনা রহিতের জন্য বেশী করে সওম পালন করাতে বলা হয়েছে। কেননা সাওম কাম-বাসনা এবং এর অনিষ্টতাকে নষ্ট করে। যেমন- রসূল বলেন, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে সাওম পালন করবে। এটাই তার জন্য ঢাল।"

'উসমান ভ্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এখানে ভ্রমণ (السياحة) দ্বারা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাত্রা করা যেমন বানী ইসরাঈলের 'ইবাদাতগুজার বান্দারা করেছিল বুঝাবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়াকে ভ্রমণের সমতুল্য করা হয়েছে। এটাই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। আর এটা খুবই কষ্টকর 'ইবাদাত। এটা বড় জিহাদ ও ছোট জিহাদকে শামিল করে।

'উসমান আবার বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের অনুমতি চাইলেন। বৈরাগ্যবাদ হলো ঘর-বাড়ি, লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের চূড়ায় একাকী জীবন-যাপন করা যেমন বৈরাগীরা করে। রসূল বলেন, উম্মাতের বৈরাগ্য নির্ধারণ করা হল সলাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকাকে। কেননা মসজিদে বসে থাকা বৈরাগ্যের একাকিত্ব আনতে পারে।

٧٢٥- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَاَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَا «وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ».
رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ عَنْهُ.

---

[৭৩৮] **য'ঈফ :** ইবনুল মুবারাকের আয্ যুহদ ৮৪৫। আলবানী (রহঃ) বলেন : আমি এ পাইনি। কিন্তু মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) মিরক্বাত থেকে বর্ণনা করেন যে, এর সানাদে ত্রুটি রয়েছে। তবে اِئْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ অংশটুকুর শাহিদ রয়েছে। আবূ দাউদ হাদীসটি হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৭২৫। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি আমার 'রবকে' অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালা-উল আ'লা-' তথা শীর্ষস্থানীয় মালায়িকাহ্ কী ব্যাপারে ঝগড়া করছে? আমি বললাম, তা তো আপনিই ভাল জানেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। হাতের শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। আমি তখন আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই জানতে পারলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "এভাবে আমি ইব্‌রহীমকে দেখালাম আকাশমণ্ডলী ও জমিনের রাজ্যসমূহ যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৭৫)।[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেখা স্বপ্নের বর্ণনা। এ হাদীসের মতো যেসব হাদীসে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তা যদি সহীহ হলে সে সব গুণাবলী কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীতই বিশ্বাস করতে হবে। গুণ এবং তার উদাহরণ বর্ণনা করা থেকে চুপ থাকতে হবে। সাথে সাথে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্যমূলক কোন কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার রব বলেন, নৈকট্য-প্রাপ্ত মালাকগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক বা বাদানুবাদ করছে? ত্বীবী বলেন, এখানে বিতর্ক দ্বারা ঐসব মালাকগণের মধ্যে "কাফ্‌ফারাহ্" এর "দারাজাত" বিষয়ে আলাপ-আলোচনাকে বুঝানো হয়েছে। দুই বিতর্ককারীর মধ্যে যেমন প্রশ্নোত্তর হয় তাদের মধ্যেও তা চলছিল। প্রশ্নের উত্তরে নাবী (সাঃ) বললেন, আমার রব তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখলেন।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা রূপকভাবে বিশেষ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ এবং রহমাতের প্রাচুর্য পৌছানোর কথা বুঝানো হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সালাফগণের মত হলো, কোন তুলনা উপমা, সাদৃশ্য বর্ণনা ব্যতীত এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সৃষ্টির গুণাবলীকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সেভাবে তাঁর গুণাবলীকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। গুণাবলীর প্রকৃতির জ্ঞান আল্লাহর দিকেই সোপর্দ হবে।

আকাশসমূহে এবং সাত জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা জানতে পারলাম। ক্বারী বলেন অর্থাৎ আকাশসমূহ এবং জমিনসমূহের মাঝে অবস্থিত মালাক, গাছ-পালা ইত্যাদির মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলা রসূল (সাঃ)-কে জানিয়েছেন। এ কথা দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক রসূল (সাঃ)-কে দেয়া জ্ঞানের প্রশস্ততার কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আকাশসমূহ দ্বারা উপরের দিকে সবকিছু এবং জমিন দ্বারা নিচের দিকের সবকিছু বুঝানো হয়েছে তবে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা সাধারণ ভাবে সব কিছুর জ্ঞান বুঝা গেলেও তা বুঝানো বিশুদ্ধ নয়। আমরা যেমনটা উল্লেখ করেছি তেমনভাবে এ জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্য (এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি আছে) দেখিয়েছেন এবং তার জন্য তা উন্মোচন করেছেন। তার রিসালাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যতটুকু ততটুকু অদৃশ্যের জ্ঞান তার সামনে খুলে দিয়েছেন। যাতে করে তিনি আমার (আল্লাহর) একত্ব প্রমাণ করতে পারেন এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাই আমি এরূপ করেছি।

বহু আয়াত ও স্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, কিছু জিনিসের বা ব্যাপারে বা কর্মের জ্ঞান রসূল (সাঃ)-এর ছিল না। আর এগুলো এদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, হাদীসে ব্যবহৃত «ما» "মা"

---

[৭৩৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩২৩৫, দারিমী ২১৪৯। ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটির হুকুম সম্পর্কে বলেন : হাসান। তিনি আরো বলেন : আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন হাসান সহীহ।

শব্দটি সীমাহীনতা বা অপরিসীমতা বুঝাচ্ছে না। আর এটা কবরপূজারীদের দাবীকে বাতিল করে দেয়। কবরপূজারীদের নিকট এসব আয়াত হাদীস পেশ করলে তারা বলে, আয়াত এবং হাদীসসমূহে রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান নেই মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তা দ্বারা সত্ত্বাগত জ্ঞান «ما» না থাকাকে বুঝাচ্ছে। দান থেকে অর্জিত জ্ঞানকে বুঝাচ্ছে না। এগুলো শুধুমাত্র তাদের দাবী। এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস বা কোন জ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। বরং তাদের এ দাবীকে বাতিল করে দেয় আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি বলেন, "তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৫)। তিনি আরো বলেন, "তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন"– (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্সির ৭৪ : ৩১)। অতএব হে পাঠক! ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন, তাড়াহুড়া করবেন না।

٧٢٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَّزَادَ فِيْهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَّمَاتَ بِخَيْرٍ وَّكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهٖ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهٗ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَإِذَا أَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلَفْظُ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيْحِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَّا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

৭২৬। তিরমিযীতে এ হাদীসটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ, ইবন 'আব্বাস ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে। আর এতে আরো আছে : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (অর্থাৎ নাবীকে আসমান ও জমিনের জ্ঞান দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন), হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন "মালা-উল আ'লা-" কী বিষয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! জানি, 'কাফফারাহ্' নিয়ে তর্কবিতর্ক করছে। আর এই কাফ্ফারাহ্ হল, সলাতের পর মাসজিদে আর এক সলাতের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা বা যিক্র আযকার করার জন্য বসে থাকা। জামা'আতে সলাত আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া। কঠিন সময়ে (যেমন অসুস্থ বা শীতের মৌসুমে) উযূর স্থানে ভাল করে পানি পৌঁছানো। যারা এভাবে উল্লিখিত 'আমালগুলো করল কল্যাণের উপর বেঁচে থাকবে, কল্যাণের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তার গুনাহসমূহ হতে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে যেমন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! সলাত আদায় শেষ করার পর এ দু'আটি পড়ে নিবে : "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ফি'লাল খয়রা-তি ওয়াতার্কাল মুন্কারা-তি ওয়া হুব্বাল মাসা-কীনা ফায়িযা- আরাত্তা বি'ইবা-দিকা ফিত্নাতান্ ফাক্ববিয্নী ইলায়কা গয়রা মাফতূন*"– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে 'নেক কাজ' করার, 'বদ কাজ' ছাড়ার, গরীব-মিসক্বীনদের বন্ধুত্বের আবেদন করছি। যখন তুমি বান্দাদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ফিত্নাহ্-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার কাছে উঠিয়ে নিবে।)। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরও বললেন, 'দারাজাত' হল সালামের প্রসার করা, গরীবকে খাবার দেয়া, রাতে মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন সলাত আদায় করা।[৭৪০]

---

[৭৪০] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩২৩৩।

মিশকাতের সংকলক বলেন, যে হাদীস 'আবদুর রহমান হতে মাসাবীহ-তে বর্ণিত হয়েছে তা আমি শারহে সুন্নাহ ছাড়া আর কোন কিতাবে দেখিনি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের কিয়দংশের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং তার প্রেক্ষিতে বান্দার কী করণীয় সে বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। এই কাজগুলো হল :

এক- প্রত্যেক সলাতের পরে অপর সলাতের জন্য মাসজিদের অবস্থানে করে অপেক্ষা করা।

দুই- পায়ে হেটে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া, মাসজিদে আগমনকারী আল্লাহর সাক্ষ্যপ্রার্থী। আর পায়ে হেটে সাক্ষাৎ করতে আসা বিনয় ও নম্রতার অধিক নিকটবর্তী।

তিন- অপছন্দ বা কষ্টের সময় যেমন, শীতের দিনে ঠাণ্ডা পানি উযূর ফরজ ও সুন্নাত স্থানগুলোতে বেশি করে পৌছানো।

আর যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করল সে কল্যাণের সাথে বাঁচবে এবং কল্যাণের সাথে মরবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৯৭)। আর সে সেরূপ পাপমুক্ত হবে যেরূপপাপমুক্ত সে সেইদিন ছিল যে দিন তাকে তার মা প্রসব করেছে বা জন্ম দিয়েছে।

নাবী ﷺ বলেন : যা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তা হলো, পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেককে সালাম প্রদান এবং মানুষ ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় রাতে সলাত আদায় করা। এ সমস্ত কাজ মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

٧٢٧ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭২৭। আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান। অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, যে সাওয়াব বা যে গনীমাতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে তার সাথে। (২) যে ব্যক্তি মাসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে।[৭৪১]

ব্যাখ্যা : সকল ক্ষতি, বিপদ, বিপর্যয়, অনিষ্ট থেকে ঐ তিন ব্যক্তিকে নিরাপত্তাদান আল্লাহ নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। ঐ তিন ব্যক্তি হলো :

১। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে, তাকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখা আল্লাহর উপর ওয়াজিব যেভাবে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কোন জিনিসকে সংরক্ষণ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ মৃত্যুর মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার মাধ্যমে তার রূহকে তিনি কবয করেন। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করান। অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন সে সাওয়াব বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ যা সে অর্জন করেছে।

---

[৭৪১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৪৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩২১।

২। যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সেও আল্লাহর দায়িত্বে। কারণ সে আল্লাহর যিক্‌রে রয়েছে। তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা ও দেখাশুনা করা আল্লাহর উপর আবশ্যক।

৩। যে ব্যক্তি সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করে। এক- ঐ ব্যক্তি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে তখন তার পরিবারকে সালাম দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তোমরা ঘরে পবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দাও।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬১)

তখন আল্লাহ তার ও তার পরিবার এবং স্বজনের ওপর বারাকাত অবতীর্ণ করা। কারণ রসূল ﷺ আনাস (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের নিকট প্রবেশ করবে তখন তুমি সালাম দাও। এই সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের বারাকাত নিয়ে আসবে। দুই- ঐ ব্যক্তি সকল ফিত্‌নাহ্ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ অবস্থায় তার বাড়িতে প্রবেশ করে।

٧٢٨ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا إِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهٗ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلٰى تَسْبِيحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهٗ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهٗ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلٰى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭২৮। আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে উযূ করে ফারয সলাত আদায় করার জন্য বের হয়েছে তার সাওয়াব একজন ইহরাম বাঁধা হাজির সাওয়াবের সমান। আর যে ব্যক্তি সলাতুয্ যুহার জন্য বের হয়েছে আর এই সলাত ব্যতীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সাওয়াব পাবে একজন 'উমরাহকারীর সমান। এক সলাতের পর অপর সলাত আদায় করা, যার মাঝখানে কোন বেহুদা কথা বলেনি তা "ইল্লীয়ীন"-এ লেখা হয়ে থাকে।[৭৪২]

ব্যাখ্যা : যেমনিভাবে কোন মুহরিম হাজী মীকাতের দিকে গেলে তার সাওয়াব পূর্ণতর হয়। তেমনি কোন ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় তার ঘর থেকে বের হয়ে সলাতের দিকে গেলে তার সাওয়াবও ফাযীলাতপূর্ণ হয়।

ইহরামধারী হাজীর ন্যায় ফার্‌য সলাতের সংকল্পকারীরও অধিক ফাযীলাত রয়েছে। সেই সাথে রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করা তথা জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে।

এখানে ফার্‌য সলাতের ফাযীলাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ফাযীলাত নাফ্‌ল সলাতে নেই। ফার্‌য এবং নাফ্‌ল উভয় সলাতের জন্য বের হবার মধ্যে ফাযীলাত হলো হাজ্জ ও 'উমরার ফাযীলাতের মতো।

এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণ করে যে, রসূল ﷺ ফাজ্‌রের শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত সলাতের স্থানে বসে থাকতেন। অতঃপর তিনি দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। অবস্থানকালীন সময়ে উত্তম কথা ব্যতীত কোন কথা না বললে তাহলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সফর হতে ফেরার পথে গৃহে প্রবেশের পূর্বে মাসজিদে দু' রাক্'আত সলাত আদায় রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ।

দিনে বা রাতে সলাত শেষ করে পরবর্তী সলাতের জন্য অপেক্ষা করাকালে কোন বেহুদা কথা বলা ও কাজ করা না হলে ঐ 'আমাল 'ইল্লীয়ীনে লেখা হয়ে থাকে। এটা সপ্ত আকাশে অবস্থিত লিখিত ফলক।

---

[৭৪২] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৫৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩২০, আহ্‌মাদ ২২৩০৪, ২২৩৭৩।

মু'মিনের সৎ 'আমাল নিয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী মালাকগণ সেখানে আরোহণ করেন। এটা সর্বোচ্চ স্থান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাময় স্তর।

٧٢٩-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৭২৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, এর ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের বাগান কী? উত্তরে তিনি বললেন : মাসজিদ। আবার জিজ্ঞেস করা হল এর ফল খাওয়া কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, *"সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার"*– এ বাক্য বলা।[৭৪৩]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যখন তোমরা জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়ে যাবে তখন তার ফল খাবে অর্থাৎ তখন তোমরা এসব যিক্র বলবে। এখানে মাসজিদকে জান্নাতের বাগান বলে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, মাসজিদে যে 'ইবাদাত করা হয় তা জান্নাতে প্রবেশের অধিকারের কারণ হবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতে, জান্নাতের বাগান হচ্ছে মাসজিদ। আহমাদ ও তিরমিযী তাদের কিতাবে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে "মাসজিদের স্থলে" যিক্র এর বৈঠক (حلق ذكر) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আবারো জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! ফল খাওয়া কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, سبحان الله ইত্যাদি বলা। ফল খাওয়া শুধু এই যিক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা দ্বারা অন্যান্য যিক্রও বুঝানো হয়েছে যেগুলো জান্নাতের বাগানে প্রবেশের কারণ হবে।

٧٣٠-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৭৩০। তাঁর (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি মাসজিদে যে কাজের নিয়্যাত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে।[৭৪৪]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা অনুযায়ী যে ব্যক্তি পরকালীন বা পার্থিব কোন কাজ সম্পাদনের উদ্দেশে মাসজিদে আসে সে কাজই তার প্রাপ্য হবে। যেমন সুপ্রসিদ্ধ কিতাব সহীহুল বুখারীতে রয়েছে, প্রত্যেকের জন্য তাই প্রতিদান রয়েছে যা সে নিয়্যাত করে। এ হাদীসে মাসজিদে আসার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করার বাপারে সতর্ক বার্তা রয়েছে। যাতে করে মাসজিদে আসার উদ্দেশ্য তামাশা, বন্ধু ও সাথীদের সাথে সাক্ষাত ইত্যাদি পার্থিব কর্ম না হয়। 'ইবাদাত তথা সলাত, ই'তিকাফ, শার'ঈ জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ ইত্যাদিই হবে উদ্দেশ্য।

---

[৭৪৩] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৫০৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১১৫০। কারণ এর সানাদে হুমায়দ আল মাক্কি রয়েছে যিনি ইবনু আল কামার-এর আযাদকৃত দাস তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইবনু 'আদী (রহঃ) বলেন : সে 'আত্বা (রহঃ) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছে যেগুলোর কোন মুতাবি'আ নেই। হাফিয ইবনু হাজার তাক্বরীবে তাকে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।

[৭৪৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৭২, সহীহ আল জামি' ৫৯৩৬।

Contents

٧٣١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا إِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ بَدَلَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى

৭৩১। ফাত্বিমাহ্ বিনতু হুসায়ন হতে বর্ণিত। তিনি তার দাদী ফাত্বিমাতুল কুবরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফাত্বিমাতুল কুবরা বলেছেন, (আমার পিতা) রসূল যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন, মুহাম্মাদের (অর্থাৎ নিজের) উপর সালাম ও দরূদ পাঠ করতেন। বলতেন, *"রব্বিগ্‌ফির্ লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ লী আব্‌ওয়াবা রহমাতিকা"* (অর্থাৎ- হে পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ মাফ কর। তোমার রহমাতের দুয়ার আমার জন্য খুলে দাও।)। তিনি যখন মাসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, *"রব্বিগ্‌ফির্ লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ লী আব্‌ওয়াবা ফাযলিকা"* (অর্থাৎ- হে পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমার জন্য দয়ার দুয়ার খুলে দাও।)।[৭৪৫]

কিন্তু আহমাদ ও ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছে, ফাত্বিমাতুল কুবরা বলেছেন, নাবী যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এভাবে মাসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদের উপর দরূদের পরিবর্তে বলতেন : আল্লাহর নামে এবং শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ তা'আলার রসূলের উপর।[৭৪৬] তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সানাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা নাতনী ফাত্বিমাহ্ তার দাদী ফাত্বিমাহ্-এর সাক্ষাৎ পাননি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা মাসজিদে প্রবেশ করা ও বের হবার সময় রসূল-এর উপর সলাত ও সালাম পেশ করা শারী'আতসম্মত বলে প্রমাণিত হলো। আহমাদ ও ইবন মাজাহ্‌র বর্ণনায় মাসজিদে প্রবেশ ও বাহিরের সময় *বিস্‌মিল্লা-হ* বলা এবং রসূলুল্লাহ-এর প্রতি সলাত ও সালাম পেশ, ক্ষমা প্রার্থনা করার উল্লেখ রয়েছে। প্রবেশের সময় রহমাতের দরজা এবং বের হওয়ার সময় কল্যাণের দরজা খোলার প্রার্থনা করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

٧٣٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৭৩২। 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ মাসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমু'আর দিন জুমু'আর সলাতের পূর্বে গোল হয়ে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন।[৭৪৭]

---

[৭৪৫] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩১৪, আস্ সামারুল মুসতাত্বাব ২/৬০৭। যদিও হাদীসের সানাদে লায়স ইবনু সুলায়ম নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে কিন্তু এর অনেকগুলো শাহিদমূলক রিওয়ায়াত থাকায় তা সহীহর স্তরে পৌঁছেছে।

[৭৪৬] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৭৭১।

[৭৪৭] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১০৭৯, আত্ তিরমিযী ৩২২।

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ মাসজিদের মধ্যে কবিতা পাঠ বলতে ঐসব কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে একজন অপরের ওপর গর্ব অহংকার প্রকাশ পায় কৌতুক বা হাস্যরস। কবিতা পাঠ নিন্দিত। অপরদিকে কবিতা পাঠ দ্বারা যদি সত্য ও সত্যপন্থীদের প্রশংসা করা হয় কিংবা বাতিল অথবা মিথ্যার নিন্দা করা হয় অথবা দীনের মূলনীতিসমূহ সহজ করে উপস্থাপন করা হয় তাহলে তা নিন্দিত নয়। যদিও এর মধ্যে প্রেমকাব্য থাকে। এ রকম বৈধ কবিতা রসূল ﷺ-এর সামনে পাঠ করা হলে তিনি নিষেধ করতেন না। তিনি জানতেন যে এর উদ্দেশ্য ভালো। এখানে কবিতা পাঠ দ্বারা কবিতার মাধ্যমে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের কবিতা গোলমাল, চিৎকার বা হৈচৈ সৃষ্টি করে, যা মাসজিদের সম্মানকে নষ্ট করে।

দ্বিতীয়তঃ মাসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হারাম। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ আ'লিমের মতে রসূল ﷺ-এর এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বুঝানো হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম হওয়াই বুঝায়। আর এটাই সত্য কথা।

রসূল ﷺ জুমু'আর দিনে জুমু'আর সলাতের পূর্বে মাসজিদে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা জুমু'আর দিন জুমু'আর সলাতের পূর্বে মাসজিদে গোল হয়ে বসা হারাম প্রমাণের দলীল। এখানে জুমু'আর সলাতের পূর্বের সময়কে নির্দিষ্ট করার অর্থ হ'ল ঐ সলাতের পরে জ্ঞান ও যিকরের জন্য বসা বৈধ। এছাড়া জুমু'আর দিনকে নির্দিষ্ট করার দ্বারা অন্য দিনগুলোতে ঐ কাজের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

٧٣٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৭৩৩। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাউকে মাসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তোমার এ ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না করুন। এভাবে কাউকে মাসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা তোমাকে ফেরত না দিন।[৭৪৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। কেউ করলে তার উদ্দেশে বলা যাবে যে, আল্লাহ তোমার বা তোমাদের ব্যবসায় কোন লাভ না দিন এবং তোমাদের দ্বারা কোন উপকার না করুন। এটা তার জন্য বদদু'আ। এছাড়া যদি কাউকে হারানো বস্তুর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে দেখা যায়, তাহলে বলতে হবে, আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন।

٧٣٤ـ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ

৭৩৪। হাকিম ইবনু হিযাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা পাঠ ও হাদ্দ-এর শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।[৭৪৯]

---

[৭৪৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৩২১, ইরওয়া ১২৯৫, দারিমী ১৪৪১।

[৭৪৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৪৯০। আবূ দাউদ তার সুনানে, সাহিবু জামি'উল উসূল তার কিতাবে হাকীম থেকে। যদিও এর সানাদে যুফার ইবনু ওযিমাহ্ এবং হাকীম-এর মাঝে সাক্ষাৎ না ঘটায় বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তবে হাদীসের প্রতিটি অংশের শাহিদ থাকায় তা হাসানের স্তরে পৌঁছেছে।

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ মাসজিদে কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে নিষেধ করছেন। যেন মাসজিদে রক্ত না পড়ে। এছাড়া নিন্দিত বা খারাপ কবিতা পাঠ এবং সকল প্রকার হাদ্দ (ইসলামী দণ্ড) প্রয়োগও নিষিদ্ধ। প্রথমে নির্দিষ্টভাবে কিসাসের কথা বলা হলেও পরে সকল দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, দণ্ড যেমনই হোক মসজিদে এসব কাজ নিষেধ এজন্যে যে, এর দ্বারা মাসজিদের সম্মান নষ্ট করা হয়, নোংরা বা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ জন্যেও যে, মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সলাত ও যিক্‌রের জন্য, দণ্ড কার্যকর করার স্থান নয়।

٧٣٥-وَفِي الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرٍ.

৭৩৫। আর মাসাবীহ-তে সহাবী জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত।

٧٣٦- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ قَالَ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৩৬। মু'আবিয়াহ্ ইবনু কুররাহ্ (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি গাছ অর্থাৎ পিঁয়াজ ও রসূন খেতে নিষেধ করেছেন। যে তা খাবে সে যেন আমাদের মাসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেছেন, যদি তোমাদের একান্তই খেতে হয় তবে তা পাকিয়ে দুর্গন্ধ দূর করে খাও।[৭৫০]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ যে দু'টি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন, সে দু'টি গাছ হলো পিঁয়াজ এবং রসূল অর্থাৎ পিয়াজ জাতীয় সব্জি। আর কেউ যদি এগুলো খায় তাহলে সে যেন মুসলিমদের মাসজিদের নিকটে না আসে। দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা। এখানে প্রথম বাক্য দ্বারা ঐ দু'টি সবজি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হলেও পরবর্তী বাক্যে নিষেধাজ্ঞাকে শর্তযুক্ত করে শিথিল করা হয়েছে। দুর্গন্ধ দূর করে মাসজিদে ঢোকা নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত।

٧٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. رَوَاهُ بوداؤدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৭৩৭। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্ববরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গায়ই মাসজিদ। কাজেই সব জায়গায়ই সলাত আদায় করা যায়।[৭৫১]

ব্যাখ্যা : ভূ-পৃষ্ঠ সম্পূর্ণটাই মাসজিদ (সাজদাহ্ দেয়ার বৈধ স্থান)। এটা এ উম্মাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ উম্মাতের জন্য হাদীসে বর্ণিত দু'টি স্থান ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানে সলাত আদায় বৈধ। এ দু'টি হচ্ছে কবরস্থান এবং গোসলখানা। কবরস্থানে সলাত আদায় অবৈধ করে ক্ববর ও মাযারপূজার প্রবণতা প্রতিরোধ করা হয়েছে।

---

[৭৫০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৮২৭, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩১০৬।

[৭৫১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৯২, আত্ তিরমিযী ৩১৭, আহকামুল জানায়িয ৮৭ পৃঃ, দারিমী ১৪৩০। ইমাম তিরমিযীর হাদীসটিকে মুরসাল বলা প্রত্যাখ্যাত।

এমনিভাবে গোসলখানায়ও সলাত আদায় বৈধ হবে না। হোক সে স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিংবা নোংরা-অপরিচ্ছন্ন। কারণ হচ্ছে গোসলখানা খবীস শায়ত্বনের স্থান। সেখানে ওয়াস্ওয়াসার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া অন্তরের খুশু' খুযূ আসে না।

٧٣٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلّٰى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৭৩৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাতটি জায়গায় সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (১) আবর্জনা ফেলার জায়গায়, (২) জানোয়ার যাবাহ করার জায়গায় (কসাইখানায়), (৩) ক্ববরস্থানে, (৪) রাস্তার মাঝখানে, (৫) গোসলখানায়, (৬) উট বাঁধার জায়গায় এবং (৭) খানায়ে কা'বার ছাদে।[৭৫২]

ব্যাখ্যা : এসব স্থানে সলাত নিষিদ্ধে ত্বাহারাতগত, মনোগত ও পরিবেশগত কারণ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সলাতে অন্তরের রজু হওয়া, বিনয়নম্রতা আনয়ন করা, শুচিস্নিগ্ধতাবোধ উপলব্ধি করার বিষয়গুলোর প্রতি শারী'আত গুরুত্ব প্রদান করে। ময়লা ফেলার স্থান বা এর আশপাশ, কসাইখানার মতো স্থান যেখানে যাবাহকালীন নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটে; রক্ত ময়লা নির্গত হয়, গোসলখানায় তো ওয়াস্ওয়াসার বাড়াবাড়ি থাকে, পরিবেশগত আনুকূল্য থাকে না, শরীর উলঙ্গ করারও অনুমতি রয়েছে এমন স্থান; চলাচলের রাস্তায় মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা এবং মুসল্লীর অন্তরকে বারংবার বিঘ্নিত করতে পারে– তাই এসব স্থানে সলাত না হওয়া সাধারণ বিবেচনাতেই উপলব্ধি করা যায়। আর উট বাঁধার স্থানে ময়লা আবর্জনা ও পূঁজগন্ধ থাকে বিধায় সলাতের শান বজায় থাকে না। সবশেষে কা'বার ছাদে সলাত আদায় করলে একদিকে যেমন এই পবিত্র ঘরকে অসম্মানিত করা হয়, অন্যদিকে ক্বিবলমুখি হবার বিষয়েও সমস্যা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তাহলে বর্ণিত সাত স্থানে সলাত আদায় হারাম হতো। তবে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কথা রয়েছে। কিন্তু ক্ববরস্থানে ও গোসলখানায় সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়া সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

٧٣٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৭৩৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে সলাত আদায় করতে পার, উট বাঁধার স্থানে সলাত আদায় করবে না।[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধবার স্থানে সলাত আদায় করতে পার। হাদীসে যে অবকাশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা মুবাহ বা বৈধতা বুঝানো উদ্দেশ্য। পাশাপাশি ছাগল বাঁধার স্থানকে উট বাঁধার স্থানের সাথে পৃথক করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব হিসেবেও এ হাদীসকে ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব উট বাঁধার স্থানে বা উটশালায় সলাত আদায় হারাম, সলাত আদায় করলে তা বৈধ হবে না।

---

[৭৫২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৪৬, ইবনু মাজাহ্ ৭৪৬। কারণ আত্ তিরমিযীর সানাদে "যায়দ ইবনু যুবায়র" নামে একজন খুবই দুর্বল রাবী রয়েছে। আর ইবনু মাজাহ্'র সানাদে "আবূ সালিহ" নামে দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৭৫৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৪৮, সহীহুল জামি' ৩৭৮৭, ইরওয়া ৭৭।

٧٤٠۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৭৪০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন ঐ সকল স্ত্রী লোককে যারা (ঘন ঘন) ক্ববর যিয়ারাত করতে যায় এবং ঐ সব লোককেও অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে বা তাতে বাতি জ্বালায়।[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : এ দুই হাদীসের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, মহিলাদের জন্য ক্ববর যিয়ারত ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে, যতক্ষণ তা’ হবে কেবলই পরকাল স্মরণের উদ্দেশে। কিন্তু মাতম করা বা বিচলিতভাবে শোক প্রকাশ করার কোন সুযোগ ক্ববরস্থানে নেই। ক্ববরের উপর মাসজিদ নির্মাণ, ক্ববরবাসীকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দা মনে করে তার মাধ্যমে দু‘আ করা, ক্ববরে বাতিল জ্বালানো ইত্যাদি সবকিছুই হারাম। এ হাদীসে ক্ববরপূজা এবং এর দিকে ফিরে সাজদাহ্ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٧٤١۔ وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ اِنَّ حِبْرًا مِّنَ الْيَهُوْدِ سَالَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اَسْكُتُ حَتّٰى يَجِئَ جِبْرِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْاَلُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا. رَوَاهُ ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمر

৭৪১। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের একজন ‘আলিম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নীরব রইলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ জিবরীল আমীন না আসবেন আমি নীরব থাকবো। তিনি নীরব থাকলেন। এর মধ্যে জিবরীল ‘আলায়হিস্ সালাম আসলেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিবরীলকে ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল ‘আলায়হিস্ সালাম উত্তর দিলেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। তবে আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করব। এরপর জিবরীল ‘আলায়হিস্ সালাম বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আল্লাহর এত নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন আর যাইনি। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে জিবরীল? তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হল বাজার, আর সবেচেয় উত্তম স্থান হল মাসজিদ। ইবনু হিব্বান; তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনু ‘উমার থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭৫৫]

---

[৭৫৪] **য‘ঈফ :** আবূ দাউদ ৩২৩৬, আত্ তিরমিযী ৩২০, নাসায়ী ২০৪৩, য‘ঈফ আত্ তারগীব ২০৭৫, তামামুল মিন্নাহ ২৯৮। তবে প্রথম দু’টি অংশ সহীহ। ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলেছেন তবে তার এ মন্তব্যে বিতর্ক রয়েছে তবে এর দ্বারা যদি তিনি হাসান লিগায়রিহী উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন তাহলে তা প্রথম দু’ অনুচ্ছেদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু وَالسُّرُجَ শব্দের উল্লেখ এ হাদীস ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এ কারণে এ অংশটুকু মুনকার।

[৭৫৫] **সহীহ :** তারগীব ১/১৩১, হাকিম ১/৭, ৮, আহ্মাদ ৪/৮১। যদিও এর সানাদে ‘আত্বা ইবনু সায়িব নামে মুখতালাত রাবী রয়েছে কিন্তু এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় তার সে ত্রুটি বিলুপ্ত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে আমরা প্রথমে যে শিক্ষা লাভ করি তা হচ্ছে, কোন বিষয়ে পুরোপুরি অবগত না হয়ে বলা সঙ্গত নয়। কিংবা নিজ জ্ঞানমতে বলে দেয়াও ঠিক নয়। সেজন্য নাবী ﷺ জিবরীল 'আলায়হিস্-সালাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জ্ঞান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলে আল্লাহও তার দিকে এগিয়ে আসেন। তৃতীয়তঃ আল্লাহ জিবরীল 'আলায়হিস্-সালাম-কে এই অবকাশ দেননি যাতে তিনি (জিবরীল) তাঁকে দেখতে পান, কারণ তা' সম্ভব ছিল না। তাই তিনি নূরের পর্দায় আড়াল হতে কথা বলেছেন। চতুর্থতঃ মূল প্রশ্ন, দুনিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান সম্বন্ধে। মাসজিদ সাজদাহ্ এবং যিক্র ইলাহীর জন্য খাস জায়গা, এখানে বান্দা তাঁর প্রভুর স্মরণে রত থাকে। ফলে তা' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম স্থান। অন্যদিকে বাজারে শুধুই দুনিয়াদারী নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে, আল্লাহর স্মরণ সেখানে খুব অল্পই হয় যদি না ক্রেতা ও বিক্রেতা লেনদেনের সময় আল্লাহভীতি বজায় রাখে। ফলে এটা নিকৃষ্টতম স্থানই বটে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هٰذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ. رَوَاهُ ابن مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَان

৭৪২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে আমার এই মাসজিদে আসে এবং শুধু ভাল কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে 'ইল্ম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে আসে সে হল ঐ ব্যক্তির মত যে অন্যের জিনিসকে হিংসার চোখে দেখে (কিন্তু ভোগ করতে পারে না)।[৭৫৬]

ব্যাখ্যা : এখানে আমার এ মাসজিদ বলতে সকল মাসজিদকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য মাদীনার মাসজিদ মাসজিদুল হারামের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মাসজিদ।

যে ব্যক্তি মাসজিদে কেবল ভাল কাজ অর্থাৎ জ্ঞান অথবা 'আমাল বা কর্মের শিক্ষা নিতে বা শিক্ষা দিতে অথবা এই শ্রেণীভুক্ত কোন কাজে আসে। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আমাদের এ মাসজিদে কোন কল্যাণ শিখতে অথবা শিক্ষা দিতে প্রবেশ করে। হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আনুগত্যমূলক কাজ করে পাওয়া যাবে। অন্য কাজে নয়। তাছাড়া এখানে জ্ঞান শিক্ষা করার ও শিক্ষা দেয়ার মর্যাদার উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। করণ এটা এমন কল্যাণকর কাজ মর্যাদায় যার সমপর্যায়ের আর কিছু হতে পারে না। তবে কল্যাণকর সকল বিষয় শেখা ও শিখানো এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ হাদীসের মধ্যে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, মাসজিদে শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণ পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে উত্তম।

---

[৭৫৬] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ২২৭, সহীহ আত্ তারগীব ৮৭, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান ১৫৭৫।

এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে রত ব্যক্তির সমতুল্য। কারণ তারা দু'জনেই আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করতে চায় অথবা এর কারণ এটাও হতে পারে যে, জ্ঞান এবং জিহাদ এমন ইবাদাত যার দ্বারা সমস্ত মুসলিমের উপকার সাধিত হয়।

٧٤٣- وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৭৪৩। হাসান বাস্‌রী (রহঃ) হতে এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মাসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই।[৭৫৭]

ব্যাখ্যা : বর্তমানে অধিকাংশ মাসজিদের যে অবস্থা চোখে পড়ে তাতে বর্ণিত হাদীসের বাস্তবতা পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। এমন অনেক মাসজিদ দেখা যায় যা চাকচিক্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ করে নির্মাণ করা হয়েছে; এখানে আগত মুসল্লীর সংখ্যাও এমন হয় যে, স্থান সংকুলান হয় না। কিন্তু মাসজিদের আদাব বলতে যা রয়েছে তার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। বরং এমন দেখা যায় যে, এটা বাড়ির বৈঠকখানা। আমাদের এ থেকে পরহেয থাকা উচিত।

٧٤٤- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৪৪। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাসজিদে শুয়ে আছি, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারল। আমি জেগে উঠে দেখি তিনি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়িফের লোক। 'উমার (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মাদীনার লোক হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দিতাম। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ।[৭৫৮]

---

[৭৫৭] বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান" ২৯৬২, হাকিম ৭৯১৬, সহীহাহ্ ১১৬৩। আলবানী (রহঃ) বলেন : বায়হাক্বী হাদীসটি মাওযুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ত্ববারানী আল-মু'জাম আল-কাবীরে এবং আবূ ইসহাক আল-ফাওয়ায়িদুল মুনতাখাবাহতে ইবনু মাস্'উদ (রাঃ)-এর বরাতে মারফূ'সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার সানাদে বাযী'য় আবুল খালীল নামে একজন রাবী রয়েছে যাকে হায়সামী মিথ্যুক বলেছেন। কিন্তু হাফিয ইরাকী বলেন : হাদীসটি ইবনু হিব্বান ইবনু মাস'উদ থেকে এবং হাকিম আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে তার সানাদটি সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর ইবনু হিব্বান দ্বারা সহীহ ইবনু হিব্বান উদ্দেশ্য। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় তার হাদীসটি বাযী'য়র সূত্রে নয়। আলবানী (রহঃ) বলেন : কিন্তু আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি আমি এখন পর্যন্ত হাকিমে পাইনি। যেটি আবূ 'আবদুল্লাহ আল্ ফাল্লাকী তার "ফাওয়ায়িদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছে।

[৭৫৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৭০।

ব্যাখ্যা : সহাবী সায়িব ইবনু ইয়জিদ বলেন, আমি মাসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম অন্য বর্ণনা মতে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ্য করে ছোট পাথর বা কঙ্কর নিক্ষেপ করলে জেগে উঠে দেখি কঙ্কর নিক্ষেপকারী হলেন উমর ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)। অতঃপর তিনি সায়িবকে লক্ষ্য করে বললেন যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। সায়িব তাদেরকে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের কোন দলের? অথবা তোমরা কোন শহর থেকে এসেছো? তারা বলল "আমরা ত্বায়িফের অধিবাসী" এ কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তোমরা মাদীনার অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয় কঠোর শাস্তি দিতাম। আর তখন তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হতো না। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জানা না থাকা একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। ত্বীবী বলেন, মাদীনাবাসী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর মাসজিদের সম্মান বা মর্যাদা সম্পর্কে অন্যদের থেকে অধিকতর অবহিত ছিল। তাই বিদেশীদের প্রতি যেভাবে ক্ষমা বা উদারতা, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হবে না। এখানে উহ্য প্রশ্ন "কেন আপনি আমাদের শাস্তি দিবেন?" এর উত্তরে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, কারণ তোমরা রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদে তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ করছো। এ মাসজিদের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হলো তাঁর ঘর এর সাথেই সংযুক্ত ছিল। মাসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে দুই পক্ষেরই হাদীস পাওয়ার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলেছেন যে, মাসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসসমূহ দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল কথা বলা বুঝানো হচ্ছে। আর বৈধতার হাদীস দ্বারা অশ্লীল নয় এমন কথা উচ্চৈঃস্বরে বলা বুঝানো হয়েছে।

٧٤٥ - وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَنٰى عُمَرُ رَحْبَةً فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهٗ فَلْيَخْرُجْ إِلٰى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ. رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّأ

৭৪৫। ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মাসজিদে নাবাবীর পাশে একটি বড় চত্বর বানিয়েছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল 'বুত্বায়হা'। তিনি লোকদেরকে বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উঁচু কণ্ঠে কথা বলতে চায় সে যেন সেই চত্বরে চলে যায়।[৭৫৯]

ব্যাখ্যা : মাসজিদে সলাত, যিক্‌রে ইলাহী এবং দীনী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের স্থান। এখানে কবিতা আবৃত্তি কিংবা উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলা অভিপ্রেত নয়। এটি আল্লাহ এবং রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানেরও বিরোধী। এরপরেও মুসলিম সমাজে এমন লোক থাকে, তারা এর আদাব রক্ষা করতে পারে না। তাই এদের প্রয়োজনে মাসজিদ সংলগ্ন স্থান রাখা যেতে পারে। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে এই সুন্নাত গ্রহণ করা যায়।

٧٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِيَ فِي وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهٗ بِيَدِهٖ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهٖ فَإِنَّهٗ يُنَاجِي رَبَّهٗ أَوْ إِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৭৫৯] মালিক ৪২২।

৭৪৬। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ক্বিবলার দিকে থুথু পতিত হতে দেখলেন। এতে তিনি ভীষণ রাগ করলেন। তাঁর চেহারায় এ রাগ প্রকাশ পেল। তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায় তার 'রবের' সাথে একান্ত আলাপে রত থাকে। আর তখন তার 'রব' থাকেন তার ও ক্বিবলার মাঝে। অতএব কেউ যেন তার ক্বিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে। এরপর নাবী নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন, এতে থুথু ফেললেন, তারপর চাদরের একাংশকে অপরাংশ দ্বারা মলে দিলেন এবং বললেন : সে যেন এভাবে থুথু নিঃশেষ করে দেয়।[৭৬০]

ব্যাখ্যা : সলাতরত অবস্থায় মুসল্লী ও সুতরার মাঝে আল্লাহ তা'আলাকে অনুভব করাকে ইহসান বলে। এ অবস্থায় ক্বিবলার দিকে থুথু বা নাকের ময়লা ফেলা অপছন্দনীয়। এ অবস্থায় কী করণীয় তা' এ হাদীস হতে জানা যায়।

ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান (রহঃ) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা রয়েছে। রসূল বলেন, যে ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলল, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার দু' চোখের মাঝে ঐ থুথু নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু যদি তাকে থুথু ফেলতেই হয় তাহলে সে যেন তা তার বাম দিকে ফেলে, যদি বামে জায়গা খালি না থাকে। তবে ডানে ফেলবে না, কেননা তার ডানে সৎকর্মসমূহের লেখক (মালাক) থাকে। যেমনটা ইবনু আবী শায়বাহ্ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। অথবা বাম পায়ের নিচে ফেলবে, যখন বাম পাশে জায়গা খালি না থাকে।

٧٤٧-وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَوْمِهِ حِينَ فَرَغَ لَا يُصَلِّي لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৭৪৭। সায়িব ইবনু খাল্লাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী -এর সহাবীগণের মধ্যে একজন বলেন, এক লোক কিছু লোকের ইমামাত করছিল। সে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলল। রসূলুল্লাহ তা দেখলেন এবং ঐ লোকগুলোকে বললেন, এ ব্যক্তি যেন আর তোমাদের সলাত আদায় না করায়। পরে এই লোক তাদের সলাত আদায় করাতে চাইলে লোকেরা তাকে সলাত আদায় করতে নিষেধ করল এবং রসূলুল্লাহ -এর নির্দেশ তাকে জানিয়ে দিল। সে বিষয়টি রসূলুল্লাহ -কে জানালে রসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ (ঘটনা ঠিক)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় নাবী তাকে এ কথাও বলেছেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছ।[৭৬১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে সলাতে ইমামাতকারীর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যায়। আপাতঃদৃষ্টে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা তেমন গুরুতর মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু ইমাম কেবল সলাতেরই ইমাম নন, বরং তার কার্যকলাপও মুসল্লীদের জন্য শিক্ষণীয়। তাই এমন লোক হতে হবে যিনি মাসজিদের আদাবের ব্যাপারে মনোযোগী ও আন্তরিক হবেন। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে তা' নিফাক্বের দৃষ্টান্তও হতে পারে। ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার শামিল।

---

[৭৬০] **সহীহ :** বুখারী ৪০৫।

[৭৬১] **সহীহ লিগায়রিহী :** বুখারী ৪৮১ সহীহ আত তারগীব ২৮৮।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ দেন। এবং তাদের জন্য তিনি অপমানকর শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন"– (সূরাহ্ আল আহ্‌যাব ৩৩ : ৫৭)। কিন্তু ব্যক্তিটি অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ করে থাকলে বিধায় তা কুফ্‌রী হিসেবে গণ্য হবে না। কারো মতে, হতে পারে ঐ ব্যক্তিটি মুনাফিক্ব ছিল। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিফাক্বী কপটতা সম্পর্কে জানতেন বিধায় তাকে ইমামতি থেকে নিষেধ করেছিলেন।

٧٤٨ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ أَنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي فَاسْتَثْقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي رَبِّ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيمَ قُلْتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِينُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وقال هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

৭৪৮। মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিত্য দিনের অভ্যাসের বিপরীত) ফাজ্‌রের সলাতে আসতে এতটা দেরী করলেন যে, সূর্য প্রায় উঠে উঠে। এর মধ্যে তাড়াহুড়া করে তিনি আসলেন। সাথে সাথে সলাতের ইক্বামাত দেয়া হল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত করে সলাত আদায় করলেন। সালাম দেরার পর তিনি উচ্চ কণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা সলাতের কাতারে যে যেভাবে আছ সেভাবে থাক। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, শুন! আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে যে কারণ আমার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল, আমি রাতে ঘুম থেকে উঠলাম। উযূ করলাম। পরে আমার পক্ষে যা সম্ভব হল সলাত আদায় করলাম। সলাতে আমার তন্দ্রা ধরল, ঘুমে অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার 'প্রতিপালক' তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে উপস্থিত। তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় আছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি উত্তর দিলাম, হে আমার 'রব', আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, 'মালা-উল আ'লা-' অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় মালায়িকাহ্ কী নিয়ে

বিতর্ক করছে? আমি উত্তরে বললাম, আমি তো কিছু জানি না, হে আমার 'রব'! এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর দেখি, তিনি আমার দু' কাঁধের মাঝখানে তাঁর হাত রেখে দিয়েছেন। এতে আমি আমার সিনায় তাঁর আঙ্গুলের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম। আমার নিকট তখন সব জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমি সকল ব্যাপার বুঝে গেলাম। তারপর তিনি আবার আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে পরওয়ারদিগার। এখন বল দেখি "মালা-উল আ'লা-" কী নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি বললাম, গুনাহ মিটিয়ে দেবার ব্যাপারসমূহ নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, সে সব জিনিস কী? আমি বললাম, সলাতের জন্য মাসজিদে যাওয়া, সলাতের পরে দু'আ ইত্যাদির জন্য মাসজিদে বসা এবং শীতের বা অন্য কারণে উযূ করা কষ্টকর হলেও তা উপেক্ষা করে উযূ করা। আবার আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, আর কী ব্যাপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম, দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সে সব কী? আমি বললাম, গরীব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, ভদ্রভাবে কথা বলা, রাতে মানুষ যখন ঘুমায় সে সময় উঠে (তাহাজ্জুদের) সলাত আদায় করা। তারপর আবার আল্লাহ তা'আলা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তোমার যা চাওয়ার তা নিবেদন কর। তাই আমি দু'আ করলাম : "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার, মিসকীনের বন্ধুত্ব, তোমার ক্ষমা ও রহমাত চাই। আর যখন তুমি কোন জাতির মধ্যে গুমরাহী ছড়াতে চাও, তার আগে আমাকে গুমরাহী ছাড়া উঠিয়ে নিও। আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা আর ঐ ব্যক্তির ভালবাসা চাই, যে তোমাকে ভালবাসে, আর আমি এমন 'আমালকে ভালবাসতে চাই যে 'আমাল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করবে"। তারপর নাবী বললেন, এ স্বপ্ন ষোলআনা সত্য। তাই তোমরা এ কথা স্মরণ রাখবে, আর লোকদেরকে শিখাবে।[৭৬২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি স্বব্যাখ্যাত। রাত্রির সলাত শেষে কিংবা সলাতরত অবস্থায় নাবী -এর গভরি নিদ্রা চলে আসে। সে অবস্থায় তিনি যা কিছু দেখেন তা' কোন চর্মচক্ষুর দর্শন ছিল না। নাবী -এর স্বপ্নও ওয়াহী, তাই এখানে যা কিছু তিনি দেখেছেন এবং তাঁর রবের সাথে তার যা কিছু কথোপকথন হয়েছে তা' যেভাবে বর্ণনায় এসেছে, আমাদেরকে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন ছাড়া সেভাবেই বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে হবে। কেবল হাদীসের শেষদিকে যে দু'আ নাবী আল্লাহ তা'আলার হুকুমে করেছেন, সেগুলোর অর্থ পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিধায় আমরাও এরূপ দু'আ করতে পারি।

٧٤٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মাসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অফুরন্ত ক্ষমতায় বিতাড়িত শায়ত্বন হতে। নাবী বললেন, কেউ এ দু'আ পাঠ করলে শায়ত্বন বলে, আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেল।[৭৬৩]

---

[৭৬২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩২৩৫, আহমাদ ২২১০৯।

[৭৬৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৬০৬।

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশের জন্য এর দরজায় পৌঁছিলে এই দু'আ পড়তেন। তিনি আরো বলেন, যখন কোন মু'মিন এই দু'আ পড়ে তখন শায়ত্বন বলে, এই দু'আকারী আমার বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা থেকে দিনের বাকী সময় বা সারা দিন-রাত রক্ষা পেল।

٧٥٠-وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. رَوَاهُ مَالِك مُرْسَلًا

৭৫০। 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্ববরকে ভূত বানিও না যা লোকেরা পূজা করবে। আল্লাহ্‌র কঠিন রোষাণলে পতিত হবে সেই জাতি যারা তাদের নাবীর ক্ববরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।" ইমাম মালিক মুরসাল হিসেবে।[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : এ দু'আয় "ওয়াসান" শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। ওয়াসান বলা হয় ঐ প্রত্যেক দেহ বা শরীরকে যা মণি-মাণিক্য, কাঠ বা পাথর দ্বারা গঠন করা হয়। যাকে মানুষ সম্মান করে, বারবার যিয়ারত করে। যেমনটা আমরা বর্তমানে বিভিন্ন মাযার ও দর্শনীয় স্থানের ক্ষেত্রে দেখি এবং শুনি।

রসূল ﷺ-কে যেন জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি কেন এ দু'আ করেছেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের উপর গযব পতিত হয়েছে এজন্য যে, তারা তাদের নাবীদের ক্ববরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তিনি এ কথাগুলো এ জন্য বলছেন যে, তিনি তার উম্মাতের প্রতি দয়াশীল ও দরদী। এর মাধ্যমে তিনি তার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যে শির্‌ক আপতিত হয়েছিল তার থেকে উম্মাতকে সতর্ক করছেন। এই উম্মাতের মধ্যে থেকেও যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে।

٧٥١-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيطَانِ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ

৭৫১। মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'হিত্বান'-এ সলাত আদায় করতে ভালবাসতেন। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'হিতান' অর্থ বাগান।[৭৬৫] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেছেন, আমরা এ হাদীসটি হাসান ইবনু আবূ জাফর ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে অবগত নই। আর হাসানকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'দ প্রমুখ য'ঈফ বলেছেন।

ব্যাখ্যা : বাগানে সলাত আদায়কে পছন্দ করার কয়েকটি কারণ হতে পারে। এক- বাগানে একাকিত্ব লাভ করা যায়। দুই- সলাতের কারণে বাগানের ফলে বারাকাত আসতে পারে।

[৭৬৪] **মাওসূল সূত্রে সহীহ :** মালিক ৪১৪।

[৭৬৫] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৩৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪২৭০। কারণ এর সানাদে আল্ হাসান ইবনু আবি কা'ফার নামে একজন রাবী রয়েছে যাকে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ ও অন্যান্যরা য'ঈফ বলেছেন।

٧٥٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৭৫২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কেউ যদি তার ঘরে সলাত আদায় করে, তাহলে তার এ সলাত এক সলাতের সমান। আর যদি সে এলাকার পাঞ্জেগানা মাসজিদে সলাত আদায় করে তাহলে তার এই সলাত পঁচিশ সলাতের সমান। আর সে যদি জুমু'আহ মাসজিদে সলাত আদায় করে তাহলে তার সলাত পাঁচশত সলাতের সমান। সে যদি মাসজিদে আক্বসা অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসে সলাত আদায় করে, তার এ সলাত পঞ্চাশ হাজার সলাতের সমান। আর যদি আমার মাসজিদে (মাসজিদে নাবাবী) সলাত আদায় করে তার এ সলাত পঞ্চাশ হাজার সলাতের সমান। আর সে যদি মাসজিদুল হারামে সলাত আদায় করে তবে তার সলাত এক লাখ সলাতের সমান।[৭৬৬]

ব্যাখ্যা : এখানে সলাতের ছ'টি স্থানগত স্তর এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এর শুরু ঘরে সলাত দিয়ে এবং শেষ মাসজিদুল হারামে আদায়কৃত সলাতের মর্যাদা দিয়ে। এখানে ঘরের সলাতে এক সলাতের মাসজিদের সলাতে পঁচিশ সলাত, জুমু'আহ্ মাসজিদে পাঁচশত গুণ, বায়তুল মুকাদ্দাসের সলাতে পঞ্চাশ হাজার গুণ, মাসজিদে নাবাবীতে মাসজিদে আক্বসার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং মাসজিদে নাবাবীর তুলনায় কা'বায় মাসজিদে এক লক্ষ গুণ বেশি সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, মুসলিম যাতে তার সলাতের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর সাওয়াব অর্জনের চেষ্টায় রত থাকে।

٧٥٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৫৩। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, 'মাসজিদুল হারাম'। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'মাসজিদুল আক্বসা'। আমি বললাম, এ উভয় মাসজিদ তৈরির মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছরের পার্থক্য। তারপর দুনিয়ার সব জায়গায়ই তোমার জন্য মাসজিদ, সলাতের সময় যেখানেই হবে সেখানেই সলাত আদায় করে নেবে।[৭৬৭]

ব্যাখ্যা : ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জি অনুসারে ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) ও সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর সময়কালের পার্থক্য এক হাজার বছরেরও বেশি। অথচ হাদীসে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বসা নির্মাণের মধ্যকার

---

[৭৬৬] **খুবই য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৪১৩, য'ঈফ আল জামি' ৭৫৬। কারণ এর সানাদে বাযীক্ব আবূ 'আবদুল্লাহ আল্ আলহানী নামে একজন মুখতালিফ ফি রাবী রয়েছে। তার শিক্ষক 'আবদুল খাত্ত্বাব আদ্ দিমাশক্বী সেও একজন মাজহুল বা অপরিচিত রাবী। ইমাম যাহাবী একে মুনকার বলেছেন।

[৭৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৬৬, মুসলিম ৫২০।

পার্থক্য মাত্র চল্লিশ বছর। এতে একটি তথ্যবিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত সত্য হল, দু'টি মাসজিদই আমাদের পিতা আদাম আলায়হিস্ সালাম নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা দু'টি মাসজিদ নির্মাণের মধ্যকার ব্যবধান ছিল চল্লিশ বছর। পরবর্তীতে এই দু' 'ইবাদাতসহ পুনর্নির্মাণ বা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। মাসজিদুল হারাম সংস্কার করে পুনঃনির্মাণ করেন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবং মাসিজদুল আক্বসা পুনঃনির্মিত হয় সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর সময় এবং তিনি জিনদের দ্বারা এ নির্মাণ কাজ করিয়েছিলেন এবং ঐ কাজের তদারকি করা অবস্থায় লাঠিতে ভর দিয়েই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইব্রাহীম ও সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম মাসজিদ দু'টির সংস্কারক বা পুনঃনির্মাণকারী ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বলেন, অতঃপর পৃথিবীর যে কয়টি স্থানে সলাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে তা ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীই বা ভূ-পৃষ্ঠতেই সলাত আদায় বৈধ। যেখানে সলাতের সময় উপস্থিত হবে সেখানেই সলাত আদায় করবে। সলাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(٨) بَابُ السَّتْرِ

অধ্যায়-৮ : সাত্র (সত্র)

সত্র অর্থাৎ আচ্ছাদন অধ্যায়, আচ্ছাদন বলতে লজ্জাস্থানসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদাম সন্তান ! তোমরা প্রত্যেক সলাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্যের পরিচ্ছদ পরিধান কর"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৩১)। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত। এ প্রেক্ষিতেই উপর্যুক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনু হায্ম বলেন, মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য লজ্জাস্থান ঢাকা শর্ত। কোন জনশূন্য স্থানে থাকলেও। আর সলাতের সময় ছাড়া অন্য সময় লজ্জাস্থানে তাকানো যাদের জন্য বৈধ নয় এমন লোকদের দৃষ্টি থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٥٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৫৪। 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এক কাপড়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি এ কাপড়টি নিজের শরীরে এভাবে জড়িয়ে নিলেন যে, কাপড়ের দু' দিক তাঁর কাঁধের উপর ছিল।[৭৬৮]

[৭৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৫৬, মুসলিম ৫১৭।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত "মুশতামিল" বা ইশতিমাল কাপড় পরিধানের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লম্বা কাপড়ের ডান মাথাকে পিঠের দিক হতে ডান হাতের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর ফেলতে হবে এবং কাপড়ের বাম মাথা বাম হাতের নিচ দিয়ে বের করে ডান কাঁধের উপর ফেলতে হবে। এ পদ্ধতিকে (التوشح) তাওয়াশ্‌শুহ ও তিহাফও বলা হয়। কাপড় পরিধানের এ পদ্ধদ্বিকে অনুসরণ করলে মুসল্লী রুকূ করার সময় তার নিজ লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে পারে না। আর যাতে করে রুকূ' ও সাজদার সময় কাপড় পড়ে না যায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই পদ্ধতিতে কাপড় পরলে একটি মাত্র কাপড়েও সলাত আদায় বিশুদ্ধ।

٧٥٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৫৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতে কাপড়ের কোন অংশ কাঁধের উপর না রেখে তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে সলাত আদায় না করে।[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসল্লীর কাপড়ের একটি অংশ তার কাঁধের উপর না থাকলে এক কাপড়ে সলাত নিষিদ্ধ। একটি কাপড়ে সলাত আদায় কালে কাপড়ের একটি অংশ কাঁধের উপর না রাখা হারাম।

٧٥٦ـ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৫৬। এ হাদীসটিও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সলাত আদায় করবে সে যেন কাপড়ের দু'কোণ কাঁধের উপর দিয়ে বিপরীত দিক হতে টেনে এনে জড়িয়ে নেয়।[৭৭০]

ব্যাখ্যা : এরূপ তখন করবে যখন পরিধেয় কাপড়টি বড় বা প্রশান্ত হবে। আর যখন ছোট বা সংকীর্ণ হবে তখন তা তার কোমরে বাঁধবে। আলোচনায় "মুশতামাল" "মুতাওশ্‌শাহ" ও "মুখলিফ বায়না তরফাইহি" একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٥٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هٰذِهٖ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَّأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي انِفًا عَنْ صَلَاتِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ يَّفْتِنَنِي

৭৫৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একটি চাদর পরে সলাত আদায় করলেন। চাদরটির এক কোণে অন্য রঙের বুটির মত কিছু কাজ করা ছিল। সলাতে এই কারুকার্যের দিকে তিনি একবার তাকালেন। সলাত শেষ করার পর তিনি বললেন, আমার এ চাদরটি (এর দানকারী) আবূ

[৭৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৩৫৯, মুসলিম ৫১৬।
[৭৭০] **সহীহ :** বুখারী ৩৬০।

জাহমের কাছে নিয়ে যাও। তাকে এটি ফেরত দিয়ে আমার জন্য তার 'আমবিজানিয়াত' নিয়ে আস। কারণ এই চাদরটি আমাকে আমার সলাতে মনোযোগী হতে বিরত রেখেছে।[৭৭১] বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, আমি সলাতে চাদরের কারুকার্যের দিকে তাকাচ্ছিলাম, তাই আমার ভয় হচ্ছে এই চাদর সলাতে আমার নিবিষ্টতা বিনষ্ট করতে পারে।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত "খামীসা" এমন এক ধরণের চৌকা পাতলা কাপড় যা পশমী বা রেশমী দ্বারা তৈরিকৃত এবং চিহ্নযুক্ত। এমন কাপড় পরিধেয় অবস্থায় সলাত আদায়ের সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দৃষ্টি পতিত হয়।

অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) খামিসা চাদরটি খুলে ফেললেন এজন্য যে, সলাতে ব্যস্ত বা অমনোযোগী রাখে এমন প্রত্যেক জিনিস পরিত্যাগ করার সুন্নাত চালু করা। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আবূ জাহম খামিসা পরিধান করে সলাত আদায় করবে। কেননা তিনি নিজের জন্য যেটা অপছন্দ করতেন সেটা অপরের জন্য পাঠাতেন না। তিনি এটা পাঠিয়েছেন এ জন্য যে, সে যাতে সেটা বিক্রি করে বা অন্য কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করতে পারে।

এ হাদীস থেকে সলাতে আত্মমনোযোগ এবং সলাতে ব্যস্ত বা অমনোযোগী করে এমন সকল কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। কুরআন ভীত-সন্ত্রস্ত মুসল্লীকে সফলতার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর সফলতা হচ্ছে পরকালীন সৌভাগ্যের অপর নাম।

বুখারীর বর্ণনায় এসেছে আমি আশঙ্কা করছি যে, চিহ্নযুক্ত খামীসা চাদরটি আমাকে সলাত আদায়ে বাধা দিচ্ছে এবং সলাত থেকে আমাকে অমনোযোগী করবে।

٧٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৫৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি পর্দার কাপড় ছিল। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের একদিকে ঢেকে রেখেছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার এ পর্দাখানি এখান থেকে সরিয়ে ফেল। কারণ এর ছবিগুলো সব সময় সলাতে আমার চোখে পড়তে থাকে।[৭৭২]

ব্যাখ্য : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসল্লীকে সলাতে গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যে কোন জিনিস দূর করতে হবে। হোক সেটা তার বাড়িতে আর সলাতের স্থানে। তবে এখানে এর কারণে সলাত বাতিল বা নষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ঘটনার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ঐ সলাত পুনরায় আদায় করতে কিংবা সলাত ছেড়ে দিতে দেখা যায়নি। হ্যাঁ সলাতের একাগ্রতা নষ্টকারী বা অন্তরকে ব্যস্ত করার কারণ যখন পাওয়া যাবে তখন তা সলাতকে মাকরূহ করবে।

আবার আলোচ্য এই হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা আনুমোদন দিয়েছেন এবং সে ঘরে তিনি সলাত আদায় করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যে হাদীসে তিনি পর্দা সরাতে আদেশ দিয়েছেন। সেখানে তা এ জন্য যে, সেটা সলাতরত অবস্থায় ছবি দেখা গিয়েছিল। পর্দায় ছবি থাকা মূল কারণ নয়।

---

[৭৭১] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৩, মুসলিম ৫৫৬।

[৭৭২] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৪।

٧٥٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهٗ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهٗ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهٗ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৫৯। ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে রেশমের একটি ‘কাবা’ হাদীয়া দেয়া হল। তিনি সেটি পরে সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে তিনি কাবাটিকে অত্যন্ত অপছন্দনীয়ভাবে শরীর থেকে খুলে ফেললেন। এরপর তিনি বললেন, এ ‘কাবা’ মুত্তাক্বীদের পরা ঠিক নয়।[৭৭৩]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি রেশমের কা'বা বা (লম্বা আস্তিন বিশিষ্ট ঢিলেঢালা জামা/ আলখিল্লা অনারবদের পোশাক) উপহার দেয়া হয়েছিল। এটা দিয়েছিল দাওমার (আলেকজান্দ্রিয়া) বাদশাহ আকাইদার ইবন ‘আবদুল মালিক। অতঃপর রেশমী কাপড় বা পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম হওয়ার পূর্বে একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেটা পরিধান করে সলাত আদায় করলেন।

জাবির ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রেশমের ক্বাবা পড়ে একদিন সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সেটা খুলে ফেললেন এবং বললেন, জিবরীল আমাকে এটা পরতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রেশমী কাপড় পরে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করেছিলেন রেশমী পরা পুরুষদের জন্য হারাম হওয়ার পূর্বে। জিবরীল এর নিষেধাজ্ঞাই তার জামা খুলে ফেলার কারণ। আর এ ঘটনা ছিল হারাম ঘোষণার শুরু।

মু’মিনদের জন্য রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٦٠ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ رَجُلٌ أَصِيْدُ أَفَأُصَلِّيْ فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحوه

৭৬০। সালামাহ্ ইবনু আক্ওয়া‘ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। আমি কি (লুঙ্গি পায়জামা ছাড়া) এক কাপড়ে সলাত আদায় করে নিতে পারি? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রতিউত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আদায় করে নিতে পার। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও (গলার নীচে কাপড়ের দু’ দিক) আটকিয়ে নিও।[৭৭৪] এ হাদীসটি ঠিক এভাবে নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : শিকারীকে সাধারণত হালকা হতে হয়, শিকারকে ধরতে দ্রুত বেগে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে এমন কিছু তার শরীরে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এক কাপড়ে সলাত আদায় করতে বলা

---

[৭৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৫, মুসলিম ২০৭৫।

[৭৭৪] **হাসান :** আবূ দাউদ ৬৩২, ইরওয়া ২৬৮।

হল। তবে জামার গলাবন্ধ বা বুক শক্তি করে বেঁধে নিতে হবে এবং জামার দুই মাথা একত্র করতে হবে যাতে লজ্জাস্থান প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, এক কাপড়ে সলাত আদায় বৈধ। সলাতের আদব হচ্ছে, নিজের চোখ থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখার জন্য জামার বুতাম লাগিয়ে রাখা তবে এটা সলাতের শর্ত নয়। যদি জামার গলাবন্ধ খুলে যায় এবং মুসল্লীর চোখ তার লজ্জাস্থানে পড়ে তাহলে তাকে সলাত পূর্ণবার আদায় করতে হবে না।

٧٦١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدَ

৭৬১। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুঙ্গি (পায়ের গিটের নীচে) ঝুলিয়ে সলাত আদায় করছিল। রসূলুল্লাহ তাকে বললেন, যাও উযূ করে আস। লোকটি গিয়ে উযূ করে আসল। এ সময় এক ব্যক্তি নাবী-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই লোকটিকে কেন উযূ করতে বললেন (অথচ তার উযূ ছিল)? উত্তরে নাবী বললেন, সে তার লুঙ্গি (গিটের নীচে) ঝুলিয়ে রেখে সলাত আদায় করছিল। আর যে ব্যক্তি লুঙ্গি ঝুলিয়ে রেখে সলাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার সলাত ক্ববূল করেন না।[৭৭৫]

ব্যাখ্যা : সুনানু আবূ দাউদে আবূ হুরায়রাহ্-এর বর্ণনায় রসূল বলেছেন, দুই টাখনুর নিচে কাপড়ের যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। তাঁর সলাত শেষ হওয়ার পর রসূল তাকে আবার উযূ করার নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো, তাকে এ শিক্ষা দেয়া যে, সে গুনাহ করেছে। আর উযূ গুনাহকে ঢেকে দেয় এবং গুনাহর কারণকে দূর করে। যেমন, রাগ ইত্যাদি।

বাহ্যিক পবিত্রতা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার উপর প্রভাব ফেলে। এখানে রসূলের কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা অহংকারী, দাম্ভিক, বড়াইকারীর সলাত কবূল করেন না। এটা অহংকারীদের জন্য সতর্কবার্তা।

লুঙ্গি বা পায়জামাকে ঝুলিয়ে পরিধান করে সলাত আদায় করলে আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির সলাত পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না। এ হাদীস দ্বারা এটাও সাব্যস্ত করা যায় যে, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পড়া সলাতকে নষ্ট করে দেয়। আর যখন কাপড় ঝুলিয়ে সলাত আদায়কারীর সলাত প্রত্যাখ্যাত হয় তখন ঐ সলাতও বতিল হয়ে যায়। (আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন)

٧٦٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

---

[৭৭৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৩৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৪৮। কারণ এর সানাদে আবূ জা'ফার থেকে ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর আল্ আনসারী আল্ মাদানী আল্ মুয়ায্যিন হাদীস বর্ণনা করেছে যাকে যায়দ আল কত্তান অপরিচিত বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তাক্বরীবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৭৬২। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'ওড়না' ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের সলাত কবূল হয় না।[৭৭৬]

ব্যাখ্যা : বালেগা বা সাবালিকা অর্থাৎ যে বয়সে পৌঁছলে মেয়েরা ঋতুবতী হয় বা স্বপ্নদোষ হয় কিংবা শারী'আহ্ পালনের যোগ্য হয় সে বয়সের মেয়ের সলাত খিমার বা ওড়না ছাড়া বৈধ বা বিশুদ্ধ হবে না । যে জিনিস কোন জিনিসকে ঢেকে রাখে তাকেই খিমার বলে। পরিভাষায় প্রত্যেক ঐ জিনিসকে খিমার বলে যা মাথাকে ঢেকে রাখে। অত্র হাদীসে খিমার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ বস্তু যা দ্বারা মহিলারা তাদের মাথা এবং ঘাড় ঢেকে রাখে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীর মাথা ঢেকে রাখতে হবে। নারীর জন্য সলাতরত অবস্থায় মাথা ঘাড় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এই হাদীসের দ্বারা ঋতুবতী নারীর কথা বর্ণনার দ্বারা স্বাধীন ও দাসী নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উভয়েই সমান। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীরের আকর্ষণীয় অংশ বা লজ্জাস্থান ঢাকা শর্ত।

٧٦٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَقَفُوْهُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ

৭৬৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাদের কাছে যদি লুঙ্গি পায়জামার কোন কাপড় ভিতরে পরার জন্য না থাকে, শুধু জামা ও ওড়না পরে তারা সলাত আদায় করতে পারবে কিনা? নাবী (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, সলাত হয়ে যাবে। তবে জামা এতটা লম্বা হতে হবে যাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায়।[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা নারীর দু' পায়ের পাতা পর্যন্ত আবরণীয় ঢেকে রাখা আবশ্যক প্রমাণিত হয়। কেননা রসূলের বাণী "পায়ের পিঠ ঢেকে রাখবে" দ্বারা পায়ের পিঠ খোলা রাখার নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়।

সলাতে এবং সলাতের বাইরে নারীর আবশ্যিক আবরণীয় অংশের সীমা নির্ধারণ ক্ষেত্রে 'আলিমগণ বহু মতবিরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইবনু কুদামার "আল মুগনী" গ্রন্থ দেখুন। এ ব্যাপারে আমার (লেখকের) নিকট অগ্রগণ্য/অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো হাম্বালীদের মত। সে মত হচ্ছে সলাতে স্বাধীনা, বালেগা/সাবালিকা নারীর পূর্ণ শরীর এমনকি তার নখ, চুলও আবশ্যিক আবরণীয়, চেহারা ছাড়া। সলাতের বাইরে বাকী শরীরের মতো চেহারা এবং দুই হাতের তালুও আবশ্যিক আবরণীয়।

٧٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৭৬৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করার সময় 'সাদল' করতে ও কারও মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন।[৭৭৮]

---

[৭৭৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৬৪১, আত্ তিরমিযী ৩৭৭, ইরওয়া ১৯৬।

[৭৭৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৪০। কারণ এটি উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) পর্যন্ত প্রমাণিত রসূল (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত নয়।

[৭৭৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ৬৪৩, আত্ তিরমিযী ৩৭৮, সহীহ আল জামি' ৬৮৮৩। তবে আত্ তিরমিযীতে শুধু প্রথম অনুচ্ছেদটি রয়েছে আর তার সানাদেও কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ সলাত আদায়কালে 'সাদ্ল' করতে নিষেধ করেছেন। সাদ্ল এর একাধিক অর্থ রয়েছে। পরিধেয় কাপড়কে জমিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া। দুই পার্শ্বকে একত্র না করে পায়ের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া।

এ হাদীস সলাতে 'সাদ্ল' হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তাতে সাদ্ল এর উপর কামীস বা পাজামা থাক বা কিছুই না থাক। বর্ণিত রয়েছে যে, সাদ্ল ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্য।

রসূল ﷺ সলাতে মুখকে ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে সলাতে হাই আসলে তখন মুখে হাত চাপা দেয়া যাবে। এ হাদীস মুখ ঢেকে সলাত আদায় হারাম করেছে। মুখ ঢেকে সলাত আদায় নিষিদ্ধ করার কারণ হচ্ছে মুখ ঢেকে রাখা সলাতে ক্বিরাআত ও যিক্র-আযকার পাঠ করতে বাধা দেয়। কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকা অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্যমূলক। কারণ তারা আগুন পূজা করার সময় কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখত। রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কারো যদি সলাতের মধ্যে হাই আসে তাহলে সাধ্য অনুযায়ী তা দমনের চেষ্টা করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন তার হাত মুখে রেখে হাইকে আটকে রাখে। তা না হলে শায়ত্বন তার মুখে ঢুকে যাবে। (মুসলিম)

٧٦٥ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৭৬৫। শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা জুতা-মোজাসহ সলাত আদায় করে ইয়াহূদীদের বিপরীত কাজ করবে। কারণ জুতা-মোজা পরে তারা সলাত আদায় করে না।[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুতা পড়ে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে তোমরা ইয়াহূদীদের বিরোধিতা কর। শাহ কারণ ইয়াহূদীরা জুতা ও মোজা পড়ে সলাত আদায় করতে অপছন্দ করত। এ হাদীস জুতা পড়ে সলাত আদায় করার বৈধতার প্রমাণ। ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যের দিক থেকে জুতা পড়ে সলাত আদায়কে মুস্তাহাব বলা যেতে পারে।

٧٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهٗ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأٰى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৭৬৬। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীগণেরকে নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ তিনি পা থেকে জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। তা দেখে লোকেরাও নিজেদের জুতা খুলে ফেললেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করে বললেন, তোমরা

[৭৭৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৫২, সহীহ আল জামি' ৩২১০।

Contents

কেন নিজেদের পায়ের জুতা খুলে ফেললে? তারা উত্তর দিলেন, আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখে দিয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জিবরীল এসে আমাকে খবর দিলেন, আমার জুতায় নাপাকী আছে। তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতায় নাপাক আছে কি না তা দেখে নেয়। যদি তার জুতায় নাপাকী দেখে তাহলে সে যেন তা মুছে ফেলে। এরপর জুতা সহকারেই সলাত আদায় করে।[৭৮০]

ব্যাখ্যা : এখানে সলাতের মধ্যে ছোট-খাট (عَمَلُ قِلِيْل) কাজ করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আর হালকা বা সামান্য কাজ সলাতকে নষ্ট করে না।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কেউ যদি ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ নাপাকী সহ কাপড় পরে সলাত শুরু করে। এবং সলাতের মধ্যে নাপাকীর খবর জানতে পারে তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হলো ঐ নাপাকি দূর করা। এরপর সে তার সলাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাকী সলাত আদায় করবে। অজ্ঞতাবশতঃ কাপড়ে নাপাকসহ সলাত আদায় করে ফেললে সলাত হয়ে যাবে।

এ হাদীসে প্রমাণ হয় যে, নাপাকী না থাকলে জুতা পড়ে সলাত আদায় জায়িয। আরো প্রমাণ হয় নাপাকি থেকে জুতা মোছার মাধ্যমে তা পবিত্র হয়।

٧٦٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِه وَلَا عَنْ يَسَارِه فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِه إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِه أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

৭৬৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে সে যেন তার জুতা তার ডান পাশেও না রাখে, বাম পাশেও না রাখে। কারণ এদিক অন্য কারও ডান দিক হবে। তবে যদি বাম দিকে কেউ না থাকে (তাহলে বামদিকে রেখে দিবে)। অন্যথায় সে যেন জুতা দু' পায়ের মধ্যে (সামান্য সামনে) রেখে নেয়। আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো এসেছে : (যদি জুতা পাক-পবিত্র হয় তা না খুলে) পায়ে রেখেই সলাত আদায় করবে।[৭৮১] ইবনু মাজাহ্ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : ডান কিংবা বাম দু'দিকেই যেহেতু অন্য মুসল্লী থাকেন, তাই কোনদিকেই না রেখে পায়ের মাঝখানে রাখতে বলা হয়েছে। আর একজন মু'মিন ব্যক্তির উচিত সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা তার সাথীর জন্যও পছন্দ করবে।

আর সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে তা অপর সাথীর জন্যও অপছন্দ করবে। তবে বাম পাশে কোন মুসল্লী না থাকে তাহলে বাম পাশে জুতাজোড়া রাখা বৈধ। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করতে ইচ্ছা করে সে যেন তার জুতাজোড়া তার সাথীর ডানে বা সামনে রাখার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট না দেয়। আর জুতাজোড়া যেন সে তার দুই পায়ের মাঝের ফাঁকা স্থানে রাখে অথবা তা যদি পবিত্র থাকে তাহলে সে যেন তা পরেই সলাত আদায় করে।

---

[৭৮০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৫০, ইরওয়া ২৮৪, দারিমী ১৪১৮।

[৭৮১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৫৪, ৬৫৫।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٦٨ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلٰى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৬৮। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি একটি মাদুরের উপর সলাত আদায় করছেন, তার উপরই সাজদাহ্ দিচ্ছেন। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম তিনি এক প্রস্থ কাপড় বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর পেঁচিয়ে সলাত আদায় করছেন।[৭৮২]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ চাটাই বা মাদুরের উপর সলাত আদায় করছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাটি এবং মুসল্লীর মাঝে কোন বস্তু যেমন- কাপড়, চাটাই, পশম, চুল বা অন্য কিছু, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলেও সলাত বৈধ হবে।

আরো প্রমাণ হয় যে, গরম বা ঠাণ্ডা বা এ জাতীয় কোন সমস্যা ছাড়া মাটির উপর সলাত আদায় করা সর্বাধিক উত্তম। কারণ সলাতের নিগুঢ় রহস্য হচ্ছে বিনয়, নম্রতা, নতি ও বশ্যতা স্বীকার করা। আর বিনয়ী হওয়ার জন্য মাটিই অধিকতর উপযোগী।

মুতাওয়াশ্‌শিহান অর্থাৎ কাপড়ের দুই প্রান্ত বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর ফেলে। তাওয়াশ্‌শুহ পদ্ধতি হলো, ডান কাঁধের উপর ফেলা কাপড়ের মাথাকে বাম হাতের নিচ দিয়ে এনে এবং বাম কাঁধের উপর ফেলা কাপড়ের মাথাকে ডান হাতের নিচ দিয়ে এনে বুকের উপর বাঁধা। এতে করে কাপড়টা ইযার বা লুঙ্গি এবং চাদরের বিকল্প হয়ে যাবে।

٧٦٩ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৬৯। 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে উভয় অবস্থায় সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৭৮৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূল ﷺ কে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পায়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি।

٧٧٠ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلّٰى بِنَا جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهٗ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهٗ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهٗ ثَوْبَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৭৮২] **সহীহ :** মুসলিম ৫১৯।

[৭৮৩] **সহীহ হাসান :** আবূ দাউদ ৬৫৩।

৭৭০। মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আমাদের সাথে এক কাপড়ে সলাত আদায় করলেন। তিনি তা গিরা লাগিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তার অন্যান্য কাপড় খুঁটির উপর রাখা ছিল। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এক লুঙ্গিতেই সলাত আদায় করলেন (অথচ আপনার আরও কাপড় ছিল)? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মত আহাম্মককে দেখাবার জন্য আমি এ কাজ করেছি। রসূলুল্লাহ -এর কালে আমাদের কার কাছেই বা দু'টি কাপড় ছিল?[৭৮৪]

ব্যাখ্যা : "আল মিশজাব" হলো তিন পায়া বিশিষ্ট তাক অথবা আলনা, যার তিন মাথা একত্রে মিলিত থাকে এবং পায়াগুলোর মাঝে ফাঁকা থাকে। এর উপরে কাপড় রাখা হয়। কখনো তাতে পানি ঠাণ্ডা করার জন্য মশক বা পানির পাত্র ঝুলিয়ে রাখা হতো।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি ছিলেন 'উবাদাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত। জাবির বলেন, আমি ঘাড়ের উপর ইযার গিট দিয়ে এবং অন্য কাপড় তাকের উপর রেখে সলাত আদায় এর জন্য করেছি যেন তোমার মতো আহমক ব্যক্তি দেখে শিখতে পারে। এখানে আহমক দ্বারা জাহিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ কথার দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এ রূপ করা বৈধ।

হাদীসের শেষ অংশের দ্বারা অর্থ হলো, রসূলুল্লাহ -এর যুগে সহাবীগণের অধিকাংশের আর্থিক দৈন্যের পরিচয় ফেলে। এজন্যে দু'টি কাপড় সংগ্রহ করে তাতে সলাত আদায় বাধ্যতামূলক ছিল না।

٧٧١ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكٰى. رَوَاهُ أَحْمَد

৭৭১। উবাই ইবনু কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাপড়ে সলাত আদায় করা সুন্নাত। রসূলুল্লাহ -এর সাথে আমরা এভাবে এক কাপড়েই সলাত আদায় করেছি। তাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি। এ কথার উপর ইবনু মাস্'উদ বললেন, যখন আমাদের কাপড়ের অভাব ছিল তখন এক কাপড়ে সলাত পড়া হত। আল্লাহ তা'আলা এখন আমাদেরকে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। তাই এখন দুই কাপড়েই সলাত আদায় করা উত্তম।[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : এক কাপড়ে সলাত আদায় সুন্নাহ অর্থাৎ সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত কিংবা তা অবৈধ নয়, তাতে সলাতের হাক্ব আদায় হয়। তবে দুই কাপড়ে সলাত আদায় সর্বোত্তম। এ দু'টোর মধ্যে বিরোধ নেই।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ বলেন, যখন কাপড় কম থাকে তখন এক কাপড়ে সলাত আদায় মাকরূহ নয়। আর যখন আল্লাহ অধিক কাপড় দ্বারা স্বচ্ছলতা দান করেছেন তখন দুই কাপড়ে অর্থাৎ ইযার এবং চাদর অথবা জামা এবং ইযার বা পাজামা পরিধান করে সলাত আদায় অধিকতর উপযোগী, শ্রেষ্ঠতর বা সর্বোত্তম সাওয়াবের। তাছাড়া আল্লাহ যাকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন, তার পোশাকে স্বচ্ছলতার সাথে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব থাকা উচিত।

---

[৭৮৪] **সহীহ :** বুখারী ৩৫২।

[৭৮৫] **য'ঈফ :** মুসনাদে আহ্মাদ ২০৭৬৯। কারণ এর সানাদে আবূ নাখরাহ ইবনু বাক্বিয়্যাহ নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। আর হায়সামীর উক্তি অনুযায়ী সে উবাই ইবনু কা'ব এবং ইবনু মাস্'উদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। আলবানী (রহঃ) বলেন, এর নাম আল মুনাযির ইবনু মালিক ইবনু কুত্বয়াহ।

(٩) بَابُ السُّتْرَةِ

অধ্যায়-৯ : সলাতে সুত্‌রাহ্

এ অধ্যায়ে সুত্‌রার বর্ণনা এসেছে। আর সুত্‌রাহ্ হল, সলাত আদায়কারী তার সামনে যা পুঁতে রাখে। সেটা লাঠি অথবা তীর অথবা অন্য কিছু হতে পারে। এটা দেয়ার উদ্দেশ্য হল, সলাত আদায়কারীর সাজদার জায়গার ভেতর দিয়ে যাতে কেউ যাতায়াত না করে এবং মুসল্লীর দৃষ্টি এর বাইরে না যায়। ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ করেন, সুতরার উদ্দেশ্য হল সলাত আদায়কারীর মনোযোগকে একনিষ্ঠ করে রাখা।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৭২। ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকালে ঈদগাহে চলে যেতেন। যাবার সময় তাঁর সাথে একটি বর্শা নিয়ে যাওয়া হত। এ বর্শা সামনে রেখে তিনি সলাত আদায় করতেন।[৭৮৬]

ব্যাখ্যা : 'আনাযাহ্ বলা হয় সুত্‌রাকে, যা লাঠির চেয়ে লম্বা এবং তীরের চেয়ে খাঁটো। এটাকে মুসল্লার সামনে পুঁতে রাখা হয়। এটা মুসল্লার সামনে থাকে। বুখারীর রিওয়ায়াতে এসেছে ঈদের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সামনে সুত্‌রাহ্ রেখে সলাত আদায় করতেন এবং তিনি এ সুত্‌রাকে তাঁর সামনে পুঁতে রাখতেন। উল্লেখ্য যে, সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে পুঁতে রাখা হয় এমন লম্বা জিনিসকেই সুতরাহ্ বলে। যদিও তা ছোট হয়। আর এ সুত্‌রার সামনে দিয়ে অন্যান্য লোকের যাতায়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই।

٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلّٰى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৭৩। আবূ জুহায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মাক্কার 'আবতাহ্' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে একটি চামড়ার লাল তাঁবুতে দেখতে পেলাম। বিলালকে দেখলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উযূর পানি হাতে তুলে নিতে। আর (অন্যান্য) লোকদেরকে দেখলাম উযূর অবশিষ্ট পানি নিবার জন্য

---

[৭৮৬] **সহীহ :** বুখারী ৯৭৩।

কাড়াকাড়ি করছে। যারা তাঁর ব্যবহারের অবশিষ্ট উযূর পানি আনতে পেরেছে তারাই তা' বারাকাতের জন্যে সারা শরীর ও মুখমণ্ডলে মাখছে। আর যারা উযূর পানি আনতে পারেনি তারা সঙ্গী সাথীদের (যারা পানি পেয়েছে) ভিজা হাত স্পর্শ করছে। এরপর আমি বিলালকে দেখলাম, হাতে একটি বর্শা নিল ও তা মাটিতে পুঁতে দিল। এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। কাপড়ের কিনারা সামলে লোকদেরকে নিয়ে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। সে বর্শাটি তখন তাঁর সামনে ছিল। এ সময় মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে দেখলাম বর্শার বাইরে দিয়ে যাতায়াত করছে।[৭৮৭]

ব্যাখ্যা : "বুতহান" হলো মাক্কা ও মাদীনায় মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। মিনার মাঠ থেকে বন্যা এসে এখানে থামে। এটা মাক্কায় অনেকটা কাছাকাছি। সেখানে ছোট ছোট পাথর পাওয়া যায়।

এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় সেটি হচ্ছে ব্যবহৃত পানি পবিত্র এবং এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খাস নয়। আরো জানা গেল, সলাতের জামা'আতে শুধু ইমামের সামনে সুতরাহ্ থাকাই যথেষ্ট। তাহলে এর সামনে দিয়ে যাতায়াতে সলাতের কোন ক্ষতি হয় না।

٧٧٤-وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ

৭৭৪। নাফি' (তাবি'ঈ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোলা জায়গায় সলাত আদায় করলে) নিজের উটকে সামনে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে উটের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতেন। বুখারীর বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, নাফি' বলেন, আমি ইবনু 'উমারকে জিজ্ঞেস করলাম, উট মাঠে চরাতে গেলে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন কি করতেন? উত্তরে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের 'হাওদা' নিতেন এবং হাওদার পিছনের ডাণ্ডাকে সামনে রেখে সলাত আদায় করতেন।[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : সওয়ারীকে সামনে রেখে সলাত আদায় করতেন অর্থাৎ- সওয়ারীকে তিনি ক্বিবলার দিকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিতেন। যাতে কোন ব্যক্তির চলাচলের ক্ষেত্রে সুত্‌রাহ্ হিসেবে কাজ করে।

আযহাবী বলেন : সওয়ারী পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক এ কাজে ব্যবহার করা যাবে। এ হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, পশু-পাখীর মুখোমুখি হয়ে সলাত আদায় করা ফারয এবং উটের নিকটবর্তী হয়েও সলাত আদায় করা জায়িয।

মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করার পরিমাণ হলো যতদূর পর্যন্ত মুসল্লীর দৃষ্টি যায় ক্বিবলার দিক থেকে ততটুকু ভিতর দিয়ে গমন না করা।

শাফি'ঈ ও হাম্বালীগণ বলেন, এর পরিমাণ হলো ৩ হাত আর এ গমন নিষিদ্ধ হবে তখন যখন মুসল্লীর সামনে দিয়ে কেটে যাওয়া হবে। কেউ যদি মুসল্লীর পাশ দিয়ে ক্বিবলার দিকে যায় তবে তা নিষিদ্ধ নয়।

আর এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে। কেউ যদি বসে থাকে অথবা শুয়ে থাকে তবে তা নিষেধের আওতায় আসবে না।

আর এ নিষেধাজ্ঞা সকল মুসল্লীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফারয, নাফ্ল যাই হোক না কেন।

---

[৭৮৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৬, মুসলিম ৫০৩।

[৭৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৫০৭, মুসলিম ৫০২।

٧٧٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৭৫। ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাত আদায় করার সময় হাওদার পিছনের দিকে লাঠির মত কোন কিছু সুতরাহ্ বানিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সলাত আদায় করবে। এরপর তার সামনে দিয়ে কে এলো আর গেল তার কোন পরোয়া করবে না।[৭৮৯]

ব্যাখ্যা : মুসল্লী ব্যক্তি সুত্রার নিকটবর্তী হয়ে সলাত আদায় করবে আর সুত্রার সামনে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করলে সলাতের কোন ক্ষতি হবে না উক্ত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কা'বায় সলাত আদায় করলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর ও কা'বার দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজ দূরত্ব ব্যবধান ছিল।

সুতরাং মুসল্লী সুত্রার কাছাকাছি গিয়ে সলাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে দু'কাতারের মধ্যবর্তী স্থানেও ফাঁকা থাকবে। অর্থাৎ- মুসল্লী যাতে স্বাভাবিকভাবে সাজদাহ্ দিতে পারে এতটুকু দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

٧٧٦ - وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৭৬। আবূ জুহায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী এতে কি গুনাহ হয়, যদি জানত তাহলে সে সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যাতায়াত অপেক্ষা চল্লিশ....... পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ নাযর বলেন, ঊর্ধ্বতন রাবী চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার মনে নেই।[৭৯০]

ব্যাখ্যা : মুসল্লীর সাজদার সম্মুখে চলাফেরা করা নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সাজদার স্থানের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে সেই এ ধমকির আওতায় পড়বে। সাজদার স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ স্থান পর্যন্ত যেখানে মুসল্লী সাজদাহ্ দিবে। তার ভিতর দিয়ে সুত্রাহ্ বা আড়াল ছাড়া অতিক্রম করলে সে এ ধমকির আওতায় পড়ে যাবে। বিনয়ীভাবে তাকালে যে স্থানটুকু দৃষ্টিতে পড়বে ততটুকু সাজদার স্থান। সাজদার স্থান সে স্থানটুকু হতে পারে যা সাজদাহ্, ক্বিয়াম ও রুকূ' করতে ব্যবহৃত হয়। তার ভিতর থেকে অতিক্রম করলে সেও এ ধমকির আওতায় পড়ে যাবে। তার ভিতর হাঁটাহাঁটি করা নিষেধ। আন্তরিক বিনয়ীভাবে সলাত আদায় করতে যতদূর নজর করা যায় ততটুকু সাজদার স্থান আল্লাহই ভাল জানেন। হাদীসে উল্লিখিত ৪০ দ্বারা ৪০ বছর বা ৪০ দিন বা ৪০ মাস উদ্দেশ্য নয়। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে এখানের সংখ্যা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। বরং অনির্দিষ্টকাল উদ্দেশ্য। যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত لكن ان يقف ماءة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها বুঝা গেল, সাজদার স্থান থেকে অতিক্রম করা শক্ত গুনাহ, কাবীরাহ্ গুনাহ। সেটা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

---

[৭৮৯] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪৯।

[৭৯০] **সহীহ :** বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫০৭।

٧٧٧۔ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ إِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهٗ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.

৭৭৭। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কেউ কিছুর আড়াল দিয়ে সলাত শুরু করে, আর কেউ আড়ালের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে চায় তাকে বাধা দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কারণ চলাচলকারী (মানুষের আকৃতিতে) শায়ত্বন। এ বর্ণনাটি বুখারীর। মুসলিমেও এ মর্মে বর্ণনা আছে।[৭৯১]

ব্যাখ্যা : এখানে আড়াল দ্বারা সুতরাকে বুঝনো হয়েছে। তাই যে মুসল্লীর সামনে কোন সুত্‌রাহ্ নেই সেক্ষেত্রে বাধা দেয়া বা মারামারি করা যৌক্তিক নয়।

ইমাম নাবাবী বলেন, এসব ঐ ব্যক্তির জন্য যে সলাতে অবহেলা করে না বরং সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সুতরার সামনে সলাত আদায় করে। অথবা এমন স্থানে সলাত আদায় করে যেখানে তার সম্মুখ দিয়ে কেউ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

٧٧٨۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৭৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নারী, গাধা ও কুকুর সলাত (সামনে দিয়ে অতিক্রম করে) নষ্ট করে। আর এর থেকে রক্ষা করে হাওদার (পেছনে দণ্ডায়মান) ডাণ্ডার ন্যায় কিছু বস্তু।[৭৯২]

ব্যাখ্যা : এ তিনটি ফাসিদ করে দেয় অথবা মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, যার কারণে সলাতের সাওয়াব কমে যায়। আর এটা তখন হয় যখন সলাত আদায়কারীর সম্মুখে কোন সুত্‌রাহ্ থাকে না।

মহিলা বলতে ঐ নারীকে বুঝানো হয়েছে যার মাসিক হয় অর্থাৎ– সে এমন বয়সে পৌঁছেছে যে বয়স হলে হায়িয হয়। আর এ বিধান المرأة শব্দ থেকেই বের হয়ে আসে। তাই কোন নাবালিকা মেয়ে যদি সলাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করে তবে তার সলাত নষ্ট হবে না।

সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে কুকুর যাতায়াত করলে সলাত ফাসিদ হয়ে যায়। অন্য হাদীসে কুকুর বলতে কালো কুকুরকে বুঝানো হয়েছে।

গাধা, কাফির, কুকুর ও মহিলা - এদের মধ্যে কেউ সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে গেলে সলাত নষ্ট হয়ে যায়, এ মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে রসূল (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরো একটি হাদীস এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, لا يقطع الصلاة شيء।

٧٧٩۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭৯১] **সহীহ :** বুখারী ৫০৯, মুসলিম ৫০৫।

[৭৯২] **সহীহ :** মুসলিম ৫১১।

৭৭৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রাতে সলাত আদায় করতেন। আমি তাঁর ও ক্বিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম আড়াআড়িভাবে লাশ পড়ে থাকার মতো।[৭৯৩]

ব্যাখ্যা : الاعتراض বলা হয় ঐ জিনিসকে যা দু' বস্তুর মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে। এখানে এর অর্থ হবে শুয়ে ঘুমানো। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ডান পার্শ্বে থেকে উত্তর দিকে সামনে আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতেন যেমনটি জানাযার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে মুসল্লীর সামনে রাখা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর একটি রিওয়ায়াতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর সামনে সলাত বাতিল হয়ে যায় এমন বিষয়ের আলোচনায় বলা হলো যে, মহিলা, কুকুর ও গাধা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে সলাত বাতিল তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন যে, তোমরা অবশ্য আমাদেরকে কুকুরের অন্তর্ভুক্ত করেছ। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তোমরা আমাদেরকে কুকুরের সাথে সাদৃশ্য করেছ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সলাত পড়তে দেখেছি এমতাবস্থায় আমি খাটের উপর তার ও ক্বিবলার মাঝে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ আড়াআড়ি শুয়ে থাকলে সলাত বাতিল হবে না।

এটাই জমহুর ইমামদের অভিমত অর্থাৎ– ইমাম আবূ হানীফাহ্, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফি'ঈ, মালিক প্রমুখ ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মতামত এই যে, সলাত আদায়কারী লোকের সম্মুখ দিয়ে যা কিছু অতিক্রম করুক না কেন তাতে সলাত নষ্ট হবে না। তবে ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) বলেন যে, কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মহিলা ও গাধা অতিক্রম করাতে সলাত নষ্ট হবে কি হবে না তা নিয়ে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি।

আহলে জাওয়াহিরগণ বলেন যে, মহিলা কুকুর ও গাধা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে সলাত বাতিল হয়ে যাবে চাই সামনে থাকুক বা সামনে থেকে অতিক্রম করুক। আর এগুলো ছোট হোক বা বড় হোক জীবিত হোক বা মৃত হোক সকল অবস্থাতেই সলাত নষ্ট হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই মত তবে মুমূর্ষু বা বেহুশ অবস্থায় থাকলে সলাত বিনষ্ট হবে না।

٧٨٠ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৮০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি মাদি গাধার উপর আরোহণ করে এলাম। তখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছি। এ সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মিনায় অন্যান্য লোকজনসহ কোন দেয়ালের আড়াল ছাড়া সলাত আদায় করছিলেন। আমি কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। এরপর গাধাটাকে চরাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এই কাজে কেউই কোন আপত্তি জানাল না।[৭৯৪]

---

[৭৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৫১৫, মুসলিম ৫১২।
[৭৯৪] **সহীহ :** বুখারী ৭৬, মুসলিম ৫০৪।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গাধা চলাচল করলে সলাত নষ্ট হয় না। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের অজ্ঞতাবশতঃ চলাচল করলেও তা ধর্তব্য নয়। এ দু'টো বিষয় এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিদায় হাজ্জের সময় নাবালক ছিল। তার বয়সের সংখ্যা নিয়ে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়, কেউ বলেছেন তখন তার বয়স ছিল ১৩ বৎসর। কেউ বলেছেন ১০ বৎসর। কেউ বলেছেন তার বয়স ছিল ১৫ বৎসর। বুঝা গেলো নাবালক অজ্ঞতাবশতঃ চলাচলে কোন অসুবিধা হয় না। আর একটি বিষয় এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর সুতরাহ্ ধর্তব্য হবে। কেননা ইমাম বুখারীর (রহঃ) এ হাদীসটি "ইমামের সুত্রাই মুসল্লীর সুত্রাহ্" এ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন। আর এ হাদীসটিতে সে বিষয়ের আলোচনা থাকবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দেয়ালবিহীন ময়দানে সলাত আদায় করছেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর) অভ্যাস ছিল ময়দানে সলাত আদায় করলে সুত্রাহ্ সামনে রেখে সলাত আদায় করতেন। এখানে রসূল তথা ইমামের জন্য সুত্রাহ্ স্থাপন করা হয়েছিল। তাই ইমামের পিছনের লোকদের জন্যে সুত্রাহ্ হলো ইমাম নিজেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٨١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وابن مَاجَةَ

৭৮১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করবে সে যেন তার সামনে কিছু গেড়ে দেয়। কিছু যদি না পায় তাহলে তার লাঠিটা যেন দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে, তাহলে যেন সামনে একটা রেখা টেনে দেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না।[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করবে সে সুত্রাহ্ স্থাপন করবে। তবে সুতরার জন্যে নির্দিষ্ট প্রকার, ধরণ হওয়া জরুরী নয়। বরং সলাত আদায়কারীর সম্মুখে যে দণ্ড দাঁড় করিয়ে রাখা হয় সেটাই সুত্রাহ্। একাকি হোক বা জামা'আতের সাথে সর্বাবস্থায় সুত্রাহ্ আবশ্যক। জামা'আতের সাথে সলাত হলে শুধু ইমামের সামনে সুত্রাহ্ থাকলে যথেষ্ট হবে। তাতে প্রত্যেক মুসল্লীর সামনে সুত্রাহ্ থাকা আবশ্যক নেই। কেননা সুত্রাহ্ পরিহারর করা মাকরূহে তানযীহ। যদি এমন হয় যে, কিছু পাওয়া যাচ্ছে না : সেখানে রেখা টেনে সুত্রাহ্ স্থাপন করার ব্যাপারে ইমামদের মতান্তর রয়েছে : ইমাম শাফি'ঈর পূর্বের মত ও ইমাম আহ্মাদের মতানুসারে এবং পরবর্তীকালে হানাফী ইমামদের মতানুসারে সুত্রাহ্ হিসেবে রেখা টেনে দেয়া যথেষ্ট। তবে রেখা টানার ধরণ নিয়ে মতপার্থক্য আছে।

---

[৭৯৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৯৪৩, য'ঈফ আল জামি' ৫২৯। কারণ এর সানাদে চরম বিশৃঙ্খলা ও দু'জন অপরিচিত রাবী রয়েছে।

* ইমাম আহ্মাদ বলেন : নতুন চাঁদের ন্যায় তীরের মতো সোজা।

* কেউ কেউ বলেন : কি বলার দিকের লম্বা করে লাইন টেনে দেবে একেবারে সোজা করে।

* আবার কারো মতে ডানে-বামে আড়াআড়ি ভাবে লাইন টানতে হবে।

তবে এ তিনটি অভিমতের মধ্যে প্রথমটি উত্তম। ইমাম শাফি'ঈর পরবর্তী মত, ইমাম, মালিক ও হানাফী মাশায়েখদের মতে রেখা টানার কোন লাভজনক গুরুত্ব নেই। একদিকে তারা এ হাদীসকে য'ঈফ মনে করেন, অপরদিকে অন্য হাদীসের সাথে বিরোধ ও দেখছেন। ইমাম হুমাস বলেন, রেখা টানা এজন্যে জায়িয আছে যে, এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ আছে। সুতরাং হাদীসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এর উপর 'আমাল করা উচিত, যদিও এ রেখাটায় অতিক্রমকারীকে নিবৃত করার জন্যে যথেষ্ট নয় তবুও মনের সান্ত্বনার জন্যে এবং নিজের খেয়ালকে সংযত করার জন্যে এটা আবশ্যই উপকারী। উল্লেখ্য যে, সলাত আদায়কারী তার সম্মুখে একটি ছড়ি বা লাঠি পুতে দেয়া মুস্তাহাব, সলাত আদায়কারীর সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করলে গমনকারীর মারাত্মক গুনাহ হবে, তবে কা'বাহ্ শরীফে সব সময় মানুষের ভিড় জমে থাকে, তাই হেরেম শরীফে সলাত আদায়ের সময় সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহ হবে না। অবশ্য ভিড় না থাকলে অতিক্রম করা জায়িয হবে না।

٧٨٢ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৮২। সাহ্ল ইবনু আবূ হাস্মাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ সুত্রাহ্ দাঁড় করিয়ে সলাত আদায় করলে সে যেন সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহলে শায়ত্বন তার সলাত নষ্ট করতে পারবে না।[৭৯৬]

ব্যাখ্যা : মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মুখে যখন সুত্রাহ্ রেখে সলাত আদায় করতেন তখন একেবারে সোজাসোজি নাক বরাবর রাখতেন না। তিনি ডানে বা বামে রাখতেন। তাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা কেউ সুত্রার অন্তরালের সলাত আদায় করবে তখন সুতরার কাছাকাছি দাঁড়াবে। আল্লামা বাগাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আহলে 'ইল্মদের নিকট সলাত আদায়কারী ও সুত্রার মাঝে সাজদার স্থান পরিমাণ দূরত্ব রাখা মুস্তাহাব।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সম্মুখে সুত্রাহ্ রেখে সলাত আদায় করতেন তখন তা একেবারে সোজাসুজি নাক বরাবর রাখতেন না। মূর্তি পূজার সাথে সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্যে তিনি এরূপ করতেন।

٧٨٣ـ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلٰى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهٗ عَلٰى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهٗ صَمْدًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৮৩। মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কখনও কোন কাঠ, স্তম্ভ অথবা কোন গাছকে (সোজাসুজি) সামনে রেখে সলাত আদায় করতে দেখিনি।

[৭৯৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৯৫।

যখনই দেখেছি তিনি এগুলোকে নিজের ডান ভ্রু অথবা বাম ভ্রুর সোজাসুজি রেখেছেন। নাক বরাবর সোজা রাখেননি।[৭৯৭]

ব্যাখ্যা : মহানাবী ﷺ যখন সম্মুখে সুত্‌রাহ্ রেখে সলাত আদায় করতেন তখন তা একেবারে সোজাসুজি নাক বরাবর রাখতেন না। এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, ডানে বা বামে সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা মুস্তাহাব। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : নাসায়ীর এক রিওয়ায়াত রয়েছে যে, "তোমাদের কেউ যখন দেয়াল, পিলার অথবা অন্য কোন কিছুকে অন্তরায় করে সলাত আদায় করে তখন সে যেন তা সামনে না রেখে বরং বামদিকে রাখে।"

বাম পাশে সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা ডান পাশে স্থাপন করার চেয়ে উত্তম এবং বাম দিকে ফিরিয়ে দেবে যাতে ঐ শায়ত্বনের অন্তরায় হয়ে যায় যে শায়ত্বন বামে অবস্থিত থাকে। মূর্তি পূজার সাথে সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্যে তিনি (ﷺ) এরূপ করতেন।

٧٨٤-وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

৭৮৪। ফায্‌ল ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আমার পিতা 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) নাবী ﷺ তখন ময়দানে সলাত আদায় করলেন, সামনে কোন আড়াল ছিল না। সে সময় আমাদের একটা গাধী ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলাধূলা করছিল। কিন্তু নাবী ﷺ এদিকে কোন দৃষ্টিই দিলেন না।[৭৯৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করছে যে সামনে সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা ওয়াজিব নয়। বরং সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা মুস্তাহাব। সুত্‌রাহ্ স্থাপন করার ব্যাপারে তিন প্রকার বক্তব্য রয়েছে- (১) সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা ওয়াজিব। (২) ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা মুস্তাহাব। (৩) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, সুত্‌রাহ্ স্থাপন করা না করা কোনটাই ওয়াজিব নয়। পরিত্যাগ করলে কোন অপরাধ হবে না। এ ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য এসেছে যেখানে লোকজন চলাচল থেকে নিরাপদ সেখানে সুত্‌রাহ্ স্থাপন করার কোন নিয়ম নেই। আর যদি লোকজন চলাচলের সম্ভাবনা থাকে সেখানে আমাদের 'উলামাগণ সুত্‌রাহ্ রাখার গুরুত্ব দিয়েছে।

গাধা ও কুকুরের খেলা এবং সামনে দিয়ে যাতায়াত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্থানটি ছিল জঙ্গল। ফলে সে স্থান দিয়ে মানুষ বা অন্য কিছুর আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বিধায় নাবী ﷺ এরূপ করে থাকতে পারেন। তাছাড়া এ কাজ তাঁর জন্য খাস হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[৭৯৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৯৩। কারণ এর সানাদে একজন দুর্বল ও একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। অধিকন্তু এর সানাদ ও মাতান মুযত্বরিব বা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

[৭৯৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭১৮। কারণ এর সানাদে অপরিচিত রাবী ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আর এ ঘটনায় সহীহ হাদীস হলো পূর্ববর্তী ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসটি।

٧٨٥-وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৭৮৫। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন কিছুই সলাত নষ্ট করতে পারে না। এরপরও সলাতের সম্মুখ দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দিবে। নিশ্চয়ই তা শায়ত্বন।[৭৯৯]

ব্যাখ্যা : সুত্‌রাহ্ ছাড়া সলাত আদায়কারীর সামনে থেকে কোন জিনিস অতিক্রম করলে সলাতকে ফাসিদ করতে পারে না। এটাই তার স্পষ্ট প্রমাণ। "কোন কিছুই সলাত নষ্ট করতে পারে না"– এর মর্ম এমন হতে পারে যে, সলাতের কোন রুকন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে সলাতে একাগ্রতা বিনষ্টের রক্ষাকবচ হিসেবে সুত্‌রাহ্ ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٨٦-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৮৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে ঘুমাতাম। আর আমার দু' পা থাকত তাঁর ক্বিবলার দিকে। তিনি যখন সাজদাহ্ দিতেন আমাকে টোকা দিতেন। আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আমার দু' পা লম্বা করে দিতাম। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, সে সময় ঘরে আলো থাকত না।[৮০০]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাজদায় যাওয়ার সময় 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-কে হাত দ্বারা নাড়া দিতেন যাতে তিনি সাজদাহ্ করতে পারেন। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রাত্রে যখন তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) পা লম্বা করে শুয়ে থাকতেন, তিনি পা না সরালে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাজদাহ্ করতে পারতেন না।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর উক্তি, "ঘরে কোন বাতি ছিল না", অর্থাৎ- ঐ সময় ঘরে অন্ধকার বিরাজ করত যার কারণে তিনি দেখতে পেতেন না, কখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাজদায় যাচ্ছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ছোট-খাটো কাজ সলাত নষ্ট করে না। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে সলাত আদায় করাও অপছন্দনীয় নয়।

---

[৭৯৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭১৯, যঈফু আল জামি' ৬৩৬৬। কারণ এর সানাদে মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ নামে মদ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন একজন রাবী রয়েছে। আর তিনি এ হাদীসটি একবার মারফূ' আর একবার মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় দুর্বল। আর দ্বিতীয় অংশটির অর্থ সহীহ। কারণ এর সপক্ষে শাহিদ রয়েছে।

[৮০০] **সহীহ :** বুখারী ৩৮২, মুসলিম ৫১২।

٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৭৮৭। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যাতায়াত কত বড় গুনাহ তা যদি তোমাদের কেউ জানত, তাহলে সে (সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে) যাতায়াতের চেয়ে এক শত বছর পর্যন্ত (এক জায়গায়) দাঁড়িয়ে থাকাকে বেশী উত্তম মনে করত।[৮০১]

ব্যাখ্যা : এখানে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তা হলো মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বড় ধরনের অন্যায়।।

٧٨٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ الْأَحْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৭৮৮। কা'ব ইবনু আহবার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত তার এই অপরাধের শাস্তি কি, তাহলে সে নিজের জন্য ভূগর্ভে ধ্বসে যাওয়াকে সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যাবার চেয়েও উত্তম মনে করত। অন্য এক বর্ণনায় 'উত্তম'-এর স্থানে 'বেশী সহজ' শব্দ এসেছে।[৮০২]

ব্যাখ্যা : "ব্যক্তি যদি জানত যে, সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা কত বড় অন্যায় তাহলে সে এ কাজ করার চেয়ে নিজে ধ্বসে যাওয়া উত্তম মনে করত" কিংবা "ধ্বসে যাওয়া তার কাছে সহজ হত" কারণ হল- ধ্বসে যাওয়াটা এ দুনিয়ার শাস্তি। আর এ দুনিয়ার যেকোন শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে সহজ। অপরদিকে পরকালের যে কোন শাস্তি এ দুনিয়ায় যে কোন শাস্তির চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর।

٧٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৭৮৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন আড়াল ছাড়া (সুতরাহ্) সলাত আদায় করে, আর তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, শূকর, ইয়াহূদী, মাজূসী ও স্ত্রীলোক অতিক্রম করে তাহলে তার সলাত ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি একটি কঙ্কর নিক্ষেপের পরিমাণ দূর দিয়ে যায় তাহলে কোন দোষ নেই।[৮০৩]

---

[৮০১] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৯৪৬, য'ঈফ আল জামি' ৫১২। যদিও মুনযিরী তারগীবে একে সহীহ বলেছেন কিন্তু এর সানাদে একজন বিতর্কিত ও একজন অপরিচিত রাবী থাকায় তা দুর্বল।

[৮০২] **মাক্বতূ' :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৩। হাদীসের সানাদটি সহীহ তবে তা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ- তাবি'ঈ কা'ব আল্ আহবার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

[৮০৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৭০৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৫। দু'টি কারণে প্রথমতঃ এখানে তার أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ উক্তির মাধ্যমে হাদীসটি মারফূ' হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এখানে ইয়াহ্ইয়া ইবনু কাসীরের عَنْعَنَة রয়েছে।

ব্যাখ্যা : পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্ব যথেষ্ট দূরত্ব। এ অবস্থায় সুত্রাহ্ ছাড়া মুসল্লীর সলাত যথেষ্ট হয়ে যাবে। "সলাত ভেঙ্গে যাবে" অর্থ হলো- সলাতের একাগ্রতা ও মনোনিবেশ নষ্ট করে দেবে। আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ন্যূনতম তিন গজ বা ছয় হাত কিংবা এর দূর দিয়ে অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি হবে না; বস্তুত তিন গজের বাইরে দৃষ্টির সীমা ব্যাহত হয় না।

(١٠) بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

অধ্যায়-১০ : সলাতের নিয়ম-কানুন

صفة الصلاة এর অর্থ সলাতের গুণাগুন, বৈশিষ্ট্য, বিবরণ, বর্ণনা ইত্যাদি। এখানে উদ্দেশ্য হলো সলাতের যাবতীয় বিধি-বিধান। যেমন আরকাম, আহকাম, সুন্নাত, মুস্তাহাব, ওয়াজিব ইত্যাদি। ইমাম ইবনু হুমাম এর মতে صفة ও وصف এর মধ্যে অর্থের কোন ব্যবধান নেই। তবে এখানে وصف এর মর্মার্থ হলো সলাতের প্রকৃত কাজ-কর্ম যেমন ক্বিয়াম, রুকূ', সাজদাহ্ ইত্যাদি অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٩٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৯০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সলাত আদায় করল। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তখন মাসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম জানাল। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, "*ওয়া 'আলায়কাস্ সালা-ম*; যাও, আবার সলাত আদায় কর। তোমার সলাত হয়নি।" সে আবার গেল ও সলাত আদায় করল। আবার এসে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম করল। তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, "*ওয়া 'আলায়কাস্ সালা-ম*; আবার যাও, পুনরায় সলাত আদায় কর। তোমার সলাত হয়নি।" এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যখন সলাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালভাবে উযূ করবে। এরপর ক্বিবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর রুকূ' করবে। রুকূ'তে প্রশান্তির

সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সাজদাহ্ করবে। সাজদাহ্তে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সাজদাহ্ করবে। সাজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি তোমার সব সলাত আদায় করবে।"[৮০৪]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ বলেন, যাও সলাত আদায় কর, কেননা তুমি সলাত আদায় করোনি। অর্থাৎ প্রশান্তি ও স্থিরতার সাথে সলাত হয়নি। কিংবা সে সলাতের সমস্ত অংশ পূর্ণরূপে আদায় করেনি। এ অর্থও নেয়া যায়। এ হাদীস তার প্রমাণ বহন করে। কেননা বললেন যাও, সলাত আদায় করো। তাঁর কথায় "তুমি সলাত আদায় করনি" অর্থাৎ হাক্ব আদায় করে সলাত আদায় করা হয়নি।

রসূল ﷺ-এর পবিত্র বাণী দ্বারা "তুমি সলাত আদায় কর। কেননা তোমার সলাত আদায় হয়নি।" এ হাদীস স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যে, তা'দীলে আরকান ছুটে গেলে সলাত ছুটে যাবে। যদি সলাত ছুটে না যেত তাহলে রসূল ﷺ এ কথা বলতেন না।

তুমি সলাত পড়ো কেননা তোমার সলাত হয়নি। আর এ কথাও এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, খাল্লাদ ইবনু রাফি' সে প্রসিদ্ধ কোন রুকন পরিত্যাগ করেনি। সে একমাত্র তা'দীল, ধীরস্থীরতা-কে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তা'দীল ও ধীরস্থিরতা ফারয না হলে রসূল ﷺ দ্বিতীয়বার সলাত আদায়ের নির্দেশ করতেন না। যেমনটি ইবনু আবী শায়বাহ্ এর রিওয়ায়াতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ করছে। তাই প্রতীয়মান হলো যে, রুকনের স্থিরতা, শান্ত হওয়া, দেরী করা পরিত্যাগ করলে সলাত বাতিল হয়ে যাবে। লেখক বলেন, এ দলীল ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও মুহাম্মাদ এর মতামতের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহিমাহুমাল্লাহ)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত যে, তা'দীলে আরকান ওয়াজিব ফারয নয়।

এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুকূ' ও সাজদাহ্ ফারয। আর ক্বওমা ও জলসা সলাতের রুকন। কেননা যদি ক্বওমা, জলসা, রুকন না হত তাহলে রসূল ﷺ সেটা ত্যাগ করার কারণে সলাত না হওয়ার ঘোষণা দিতেন না।

"সুতরাং যখন তুমি এ রকম করবে তখন তোমার সলাত পূর্ণ হবে। আর যদি এটা হতে কোন কিছু অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে তোমার সলাত ও অসম্পূর্ণ হবে।" এটা তা'দীলে আরকান ফারয না হওয়ার ইঙ্গিত।

এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, সলাতে ক্বিবলাকে সামনে রাখা ওয়াজিব। এটা সমস্ত মুসলিমের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত। তবে যদি ক্বিবলাকে সামনে রাখতে অক্ষম হয় তখন অন্য দিকে ফিরেও সলাত পড়ার অনুমতি থাকবে বা সংগ্রামের তথা যুদ্ধরত অবস্থায় হামলা আসার আশংকার থাকলে বা নাফ্ল সলাতে অন্যদিকে ফিরা বৈধ থাকবে।

তাকবীর তাহরীমা *আল্লা-হু আকবার* ছাড়া বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যে শব্দে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বুঝাবে সে শব্দ দিয়ে সলাত শুরুর করা যায়িয হবে। তাই অর্থের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। উদ্দেশ্য মহাত্ব প্রকাশ করা। যে শব্দ মহত্ব প্রকাশ করবে তা দিয়ে তাকবীর আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহ্মাদ, মালিক (রহঃ) তাকবীর-এর শব্দ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাস্তব যেটা সেটাই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা সলাত শুরু করা যাবে না।

রসূল ﷺ সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়ার আদেশ করছেন। এমনিভাবে আর এক বর্ণনায় আছে, "তুমি সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ কর, অতঃপর তোমার ইচ্ছামত আরেকটি সূরাহ্।" এথেকে বুঝা যায় সূরাহ্ আল

[৮০৪] **সহীহ :** বুখারী ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসলিম ৩৯৭।

ফাতিহাহ্ পড়ার জন্যে ভিন্ন নির্দেশ এসেছে। ما تيسر শব্দের ما শব্দটা ব্যাপক অর্থবোধক, যেটা রসূল ﷺ-এর উক্তি "সূরাহ্ ফাতিহাহ্ ছাড়া সলাত হবে না" দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূরাহ্ ফাতিহাহ্ ছাড়া সলাত হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে সলাতে রুকূ'তে তা'দীল করা তথা ধীরস্থির অবস্থান করা ফার্য। তাদের পক্ষে তারা এ দলীল পেশ করে থাকেন। আর এটা অধিক বিশুদ্ধ।

٧٩١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهٗ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৯১। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর ও ক্বিরাআত "*আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন*" দ্বারা সলাত শুরু করতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন মাথা খুব উপরেও করতেন না, আবার বেশী নীচুও করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন। রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় যেতেন না। আবার সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দু' রাক্'আতের পরই বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন। শাইত্বনের মত কুকুর বসা বসতে নিষেধ করতেন। সাজদায় পশুর মত মাটিতে দু' হাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। নাবী ﷺ সলাত শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে।[৮০৫]

ব্যাখ্যা : ক্বিরাআত শুরু করবে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ দ্বারা। তারপর অন্য সূরাহ্ পড়বে। প্রত্যেকে কাজ শুরু করার দু'আ হলো *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া সেটা পড়া যাবে। *বিস্‌মিল্লা-হ* ক্বিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা প্রমাণিত হয় যে, *বিস্‌মিল্লা-হ* সূরাহ্ আল ফাতিহার অংশ নয়। তাই সলাতে স্বজোরে *বিস্‌মিল্লা-হ* পরিত্যাগ করা শার'ঈ বিধান।

নাবী ﷺ রুকূ'তে মাথা বেশী উঁচু করতেন না এবং বেশী নিচুও করতেন না। বরং উঁচু ও নিচু এর মাঝামাঝি সোজা রাখতেন যাতে পিঠ ও গর্দান সোজা সমান্তরাল রাখতে

তোমরা সলাত পড়ো যেমনটি তোমরা আমাকে সলাত আদায় করতে দেখছ। এ আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। দলীল পেশ করা হবে রসূল ﷺ-এর উক্তি দিয়ে।

শায়ত্বনের ন্যায় বসা : শায়ত্বনের বসা দু' ধরনের হতে পারে : (১) উভয় পা খাড়া করে কটিদেশকে পায়ের গোড়ালির উপর রেখে বসা, (২) নিতম্ব জমিনের উপর রেখে দু' হাঁটু খাড়া করে দু' হাত জমিনের উপর রেখে কুকুরের মতো বসা।

সলাতে বসার নিয়ম : নাবী ﷺ-এর সলাতে বসার সাধারণ নিয়ম ছিল। উভয় বৈঠকের মধ্যে বাম পা বিছিয়ে তার পাতার উপর বসতেন এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখি রেখে পায়ের মুড়ি উপরের

---

[৮০৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪৯৭।

দিকে খাড়া করে রাখতেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, প্রথম বৈঠকে এরূপ বসবে। কিন্তু যখন সলাত দু, তিন বা চার রাক্'আত বিশিষ্ট হয় তখন শেষ বৈঠকে এরূপ বসা সুন্নাত নয়।

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সালাম দিয়ে সলাত শেষ করতেন। তাই বুঝা গেল, সলাত থেকে বের হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হলো সালাম দিয়ে বের হওয়া।

٧٩٢ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৯২। আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একদল সহাবীর মধ্যে বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাত আপনাদের চেয়ে বেশী আমি মনে রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু' হাত দু' কাঁধ বরাবর উঠাতেন। রুকূ' করার সময় পিঠ নুইয়ে রেখে দু' হাত দিয়ে দু' হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। আর মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এতে প্রতিটি গ্রন্থি স্ব-স্ব স্থানে চলে যেত। তারপর তিনি সাজদাহ্ করতেন। এ সময় হাত দু'টি মাটির সাথে বিছিয়েও রাখতেন না, আবার পাঁজরের সাথে মিশাতেনও না এবং দু' পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা ক্বিবলামুখী করে রাখতেন। এরপর দু' রাক্'আতের পরে যখন বসতেন বাম পায়ের উপরে বসতেন ডান পা খাড়া রাখতেন। সর্বশেষ রাক্'আতে বাম পা বাড়িয়ে দিয়ে আর অপর পা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর (ভর করে) বসতেন।[৮০৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসাংশে প্রমাণ রয়েছে যে, তাকবীর এর আগে হাত উঠানো। অর্থাৎ- হাত আগে উঠবে পরক্ষণে সাথে সাথে তাকবীর ও চলবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কান বরাবর হাত উঠাতেন ঐ সময় যখন সলাত শুরু করতেন। বুঝা গেল তাকবীর চলাকালীন অবস্থায় হাত উঠাতেন। বিবেকও ঐ দিকে ধাপিত হয় যে, তাকবীরের সাথে হাত উঠানো আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি হাত উঠাতেন ঐ সময়ের মধ্যে যখন তাকবীর দিতেন।

ইমাম শাফি'ঈ মালিক, আহ্মাদ এর মতে তাকবীর তাহরীমার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠাতে হবে। তারা এ হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) উভয় হাদীসের মাঝে সমঝোতা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কাঁধ বরাবর হাত উঠালেন এমনকি তার হাতের আঙ্গুলের মাথাসমূহ তার কানের শাখা-প্রশাখার বরাবর হয়ে যেত অর্থাৎ- তার কানের চতুর্থ দিকে আঙ্গুলের মাথার কিনারা বরাবর হত। বৃদ্ধা আঙ্গুল কানের লতির বরাবর এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রেখে হাত উঠাতে হবে যাতে বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা কান বরাবর হয় আর হাতের তালু কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। তাতে উভয় হাদীসের উপর এক সাথে 'আমাল করা সম্ভব হবে।

---

[৮০৬] **সহীহ :** বুখারী ৮২৮।

٧٩٣ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৯৩। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত শুরু করার সময় দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আবার রুকূ'তে যাবার তাকবীরে ও রুকূ' হতে উঠার সময় *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ, রব্বানা- ওয়ালাকাল হাম্‌দু"* বলেও দু' হাত একইভাবে উঠাতেন। কিন্তু সাজদার সময় এরূপ করতেন না।[৮০৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি স্পষ্ট দলীল যে, উল্লিখিত তিন স্থানে দু' হাত উঠানো সুন্নাত। আর এটা সত্য ও বেশী সঠিক ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুসলিম জাতির উপর হাক্ব (ওয়াজিব) যে, যখন সে রুকূ'তে যাবে তখন দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং যখন রুকূ' থেকে উঠবে তখনও দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। বুখারী (রহঃ) আরো কিছু বাড়তি কথা বলেন যে, ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে যুগে সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন দু' স্থানে হাত উঠালেন তখন সমস্ত মুসলিম জাতির উপর বিষয়টা কর্তব্য হয়ে থাকবে। এ মতামত সহাবীগণের থেকে শুরু করে সাধারণত সমস্ত 'ইল্‌মওয়ালাদের থেকে পাওয়া যায়। তাবি'ঈন ও তাদের পরবর্তী সকলেই এ রফ্'উল ইয়াদায়নসহ সলাত আদায় করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র আল মারুযী বলেন, একমাত্র কুফাবাসী ছাড়া সকল শহরের 'উলামাগণ রফ্'উল ইয়াদায়ন শার'ঈ বিধান হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। বুখারী (রহঃ) আরো বলেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমস্ত সহাবীগণ সলাতে হাত উঠাতেন।

এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যাতে বলা হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ'তে যাওয়ার সময় হাত উঠাননি কিংবা রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠাননি। হানাফীদের মাঝেও হাত না উঠানোর চেয়ে হাত উঠানোর রিওয়ায়াত রয়েছে বলে প্রমাণ মেলে অনেক বেশী।

অন্তত ৫০ জন সহাবী থেকে হাত উঠানোর রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি হাদীস মুতাওয়াতীর যা থেকে মুখ ফেরানোর সুযোগ নেই।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, আমার কাছে সত্য বাস্তব হলো সবটাই সুন্নাত। তবে হাত উঠানোর হাদীস বেশী ও সবচেয়ে শক্তিশালী।

٧٩٤ـ وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৯৪। নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সলাত আদায় শুরু করতে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং দু' হাত উপরে উঠাতেন। রুকূ' হতে উঠার সময় *"সামি'আল্ল-হু*

[৮০৭] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৫।

লিমান হামিদাহ" বলার সময়ও দুই হাত উঠাতেন। এরপর দু' রাক্'আত আদায় করে দাঁড়াবার সময়ও দু' হাত উপরে উঠাতেন। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসব কাজ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) করেছেন বলে জানিয়েছেন।[৮০৮]

৭৯৫- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وفى رواية حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৯৫। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমাহ্ বলার সময় তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কান পর্যন্ত উপরে উঠাতেন। আর রুকূ' হতে মাথা উঠাবার সময় *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বলেও এরূপ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।[৮০৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাছাড়া মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় শেষ দিকের সহাবী। তার এ বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই সলাত আদায় করে গেছেন।

৭৯৬- وَعَنْهُ أَنَّهٗ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৯৬। উক্ত রাবী [মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সলাত আদায় করতে দেখেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বেজোড় রাক্'আতে সাজদাহ্ হতে উঠে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসতেন।[৮১০]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয় রাক্'আত পড়ার পর আরামের জন্যে একটু বসতেন তারপর দাঁড়াতেন। জলসায়ে ইস্তিরাহাত শার'ঈ বিধান ও সুন্নাত হওয়ার স্পষ্ট দলীল। ইমাম খাল্লাদ তার কিতাব শারহে কাবীরের মধ্যে ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) জলসায়ে ইস্তিরাহাতের ক্ষেত্রে এ হাদীসকে গ্রহণ করেছে এ কথাটি স্পষ্ট বলেছেন। ইমাম আহ্মাদের দু' উক্তির শেষটি হলো যে তিনি জলসায়ে ইস্তিরাহাত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম মালিক, সুফ্ইয়ান সাওরী, আওয়াযী, ইসহাক্ব ও অন্যান্য হানাফী বিশেষজ্ঞগণ বলেন জলসায়ে ইস্তিরাহাত সুন্নাত নয়। ইমাম আহ্মাদের দ্বিতীয় রিওয়ায়াত মতে জলসায়ে ইস্তিরাহাত না করাই উচিত। তাদের দলীল : আত্ তিরমিযীর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বেজোড় রাক্'আতের পর সোজাসুজি পায়ের মুড়ির উপর দাঁড়িয়ে যেতেন। অর্থাৎ- সাজদার পর বসতেন না। ইমাম ত্বহাবী বলেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোন বিশেষ ওযরের দরুন বসেছেন। যেমন- তিনি হয়ত শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করেছেন অথবা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার দরুন কখনো কখনো বসতেন। মুসান্নাফে আবূ শায়বাতে বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে

---

[৮০৮] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৯।
[৮০৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৭, মুসলিম ৩৯১। তবে দ্বিতীয় বর্ণনাটি শুধুমাত্র মুসলিমে রয়েছে বুখারীতে নেই।
[৮১০] **সহীহ :** বুখারী ৮২৩।

Contents

যেতেন। ইমাম শা'বী বলেন, 'উমার ও 'আলী এবং অন্যান্য প্রথম সারীর প্রবীণ সহাবীগণও না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন।

প্রথম ও তৃতীয় রাক্'আতে দ্বিতীয় সাজদার পর দাঁড়াবার পূর্বে খানিকটা বসাকে জলসায়ে ইসতিরাহাত বলে। ইমাম শাফি'ঈর মতে এবং ইমাম আহ্‌মাদের এক রিওয়ায়াতের মধ্যে এ সময় খানিকটা বসা সুন্নাত। আহলে হাদীসগণও এরূপ 'আমাল করে থাকেন। তারা অত্র হাদীস মতেই দলীল গ্রহণ করেন। এমনকি যদি কোন শাফি'ঈ হানাফীদের ন্যায় না বসে সলাত সম্পাদন করে তাহলে শাফি'ঈ 'উলামাগণ এটা আপত্তিকর মনে করেন না। এরূপে হানাফীরাও যদি তাদের ন্যায় জলসা করে সলাত সম্পাদন করে তাহলে হানাফী 'উলামাগণ এটা আপত্তিকর মনে করেন না।

٧٩٧-وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهٖ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৯৭। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত শুরু করার সময় দু' হাত উঠিয়ে তাকবীর বললেন। এরপর হাত কাপড়ের ভিতরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকূ'তে যাবার সময় দু' হাত বের করে উপরের দিকে উঠালেন ও 'তাকবীর বলে রুকূ'তে গেলেন। রুকূ' হতে উঠার সময় *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বলে আবার দু' হাত উপরে উঠালেন। তারপর দু' হাতের মাঝে মাথা রেখে সাজদাহ্ করলেন।[৮১১]

ব্যাখ্যা : ইবনু খুযায়মার সহীহ কিতাবের মধ্যে আছে তিনি তার ডান হাতকে সিনার উপরে রাখলেন। কাপড়ের ভেতর ঢেকে নেয়ার কারণ এমন হতে পারে যে, সময়টা শীতকাল ছিল এবং ঠাণ্ডা হতে রক্ষার জন্য হাত ভেতরে নেয়া হয়েছে। অন্য হাদীসে এর সমর্থন মেলে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণ যে, হাত উঠানোর সময় দু'হাত খোলা রাখা মুস্তাহাব।

ইবনুল মালিক বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাজদায় গিয়ে দু'হাতের তালুর বরাবর মাথা রাখলেন। আর এক রিওয়ায়াত আছে তার মাথা ও কপাল বরাবর দু'হাত রাখলেন।

আর রাবী সলাতের বাইরে থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আমাল প্রত্যক্ষ করছিলেন। ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

٧٩٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৭৯৮। সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষদেরকে হুকুম দেয়া হত সলাত আদায়কারী যেন সলাতে তার ডান হাত বাম যিরা-এর উপর রাখে।[৮১২]

---

[৮১১] **সহীহ :** মুসলিম ৪০১। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর নিয়ে তা বক্ষের উপর রাখতেন মর্মে হাদীস সহীহ ইবনু খুযায়মাতে রয়েছে।

[৮১২] **সহীহ :** বুখারী ৭৪০।

ব্যাখ্যা : (রসূল ﷺ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন) অর্থাৎ- হাতের কনুই'র কিনারা হাতের মধ্যমা আঙ্গুলের কিনারা বরাবর রাখতেন। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, আহ্‌মাদ গ্রন্থে ওয়ায়িল-এর হাদীসের বর্ণনায়। অতঃপর রসূল ﷺ ডান হাতকে তার বাম হাতের তালুর পিট, কব্জি বাজুর উপর রাখলেন। এর মর্মার্থ তিনি ডান হাতকে এভাবে রাখতেন যে ডান হাতের তালুর মাঝখান কব্জির উপর থাকতো, ডান হাতের কিছু অংশ বাম হাতের তালুর উপর থাকা আবশ্যক হয়ে যেত। কিছু অংশ বাম হাতের বাজুর উপরে থাকত। কেউ কেউ বলেন রসূল ﷺ এক হাত অন্য হাতের উপর রাখতেন। আবার কেউ কেউ বলেন হাত বাজুর উপর রাখতেন। ওয়ায়িলের হাদীস : রসূল ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন ডান হাতকে বাম হাতের উপর ধারণ করতেন। কাবীসাহ্ ইবনু হাল্লাব-এর হাদীস তিনি বলে : "রসূল ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন, অতঃপর তিনি বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধারণ করতেন। ওয়ায়েল এর হাদীস : রসূল ﷺ ডান হাতকে বাম তালুর কব্জির ও বাজুর উপর রাখতেন। অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তিনি এক হাত অন্য হাতের উপরে রাখতেন ও বাজুর উপরে রাখতেন। তবে ক্বওমা অর্থাৎ- রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর হাত বাধা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

৭৯৯-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৯৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। আবার রুকূ'তে যাবার সময় তাকবীর বলতেন। রুকূ' হতে তাঁর পিঠ উঠাবার সময় *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* এবং দাঁড়ানো অবস্থায় *"রব্বানা- লাকাল হাম্‌দ"* বলতেন। তারপর সাজদায় যাবার সময় আবার তাকবীর বলতেন। সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। পুনরায় দ্বিতীয় সাজদায় যেতে তাকবীর বলতেন, আবার সাজদাহ্ থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন। সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত গোটা সলাতে তিনি এরূপ করতেন। যখন দু' রাক্'আত আদায় করার পর বসা হতে উঠতেন তাকবীর বলতেন।[৮১৩]

ব্যাখ্যা : তাকবীরাতে ইন্তিকালী- সলাতের মধ্যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য যে তাকবীর দেয়া হয় তাকে তাকবীরে ইন্তিকালী বা অবস্থা পরিবর্তনের তাকবীর বলে। এসব তাকবীর বলা সুন্নাত।

আলবানী (রহঃ) বলেন : আবূ দাঊদ, নাসায়ীতে বর্ণিত ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র-এর হাদীসে রয়েছে তিনি (রসূল ﷺ) তার ডান হাত বাম হাতের কাফ, রুযগ ও সায়দ বা হাতের আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত পুরো হাতের রাখতেন। আর পদ্ধতির দাবী হলো হাতটি বুকের উপর বাধতে হবে অন্য কোথাও এভাবে বাধা যাবে না। আর একটি বিষয় জানা জরুরী যে রসূল ﷺ থেকে বক্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও হাত বাধার কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নাভীর নিচে হাত বাধার ব্যাপারে যে বর্ণনাটি এসেছে তা দুর্বল।

[৮১৩] **সহীহ :** বুখারী ৭৮৯, মুসলিম ৩৯২।

٨٠٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوت. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮০০। জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : সর্বোত্তম সলাত হল দীর্ঘ ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) সম্বলিত সলাত।[৮১৪]

ব্যাখ্যা : সলাতের উত্তম রুকন হলো ক্বিয়ামকে লম্বা করা। সর্বোত্তম সলাত হলো ঐ সলাত যে সলাতে অধিক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়া হয়। এর অর্থ বশ্যতা, বিনয়ী, দু'আ, মৌনতা ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে সলাতে প্রয়োগ হওয়া। কারণ এসবগুলো গুণের সমাবেশ যে সলাতে তাই উত্তম সলাত। নাবী রাতের সলাতে দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করতেন। অপর এক হাদীসে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল বলেছেন : মানুষ তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায় সাজদার থাকার সময়।

সহীহুল বুখারীতে রসূল -এর রাত্রির সলাতের যে বর্ণনা মা 'আয়িশাহ্ দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর () ক্বিয়াম, রুকূ' এবং সাজদার দীর্ঘতা অভিন্ন ছিল, কমবেশি ছিল না, ফলে তা' ছিল পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অনুপম ও তুলনাহীন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٠١ـ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّيْ رَأْسَهٗ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهٖ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلٰى مَوْضِعِهٖ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلَاتِهٖ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮১৪] **সহীহ :** মুসলিম ৭৫৬।

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَّفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاؤُدَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهٗ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ اَنْفَهٗ وَجَبْهَتَهُ الْاَرْضَ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهٗ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ وَاِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ وَّاحِدَةٍ.

৮০১। আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর দশজন সহাবীর উপস্থিতিতে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। তারা বললেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি সলাতের জন্য দাঁড়ালে দু' হাত উঠাতেন, এমনকি তা দু' কাঁধ বরাবর উপরে তুলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন। এরপর 'ক্বিরাআত' পাঠ করতেন। এরপর রুকূতে যেতেন। দু' হাতের তালু দু' হাঁটুর উপর রাখতেন। পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা নীচের দিকেও ঝুকাতেন না, আবার উপরের দিকেও উঠাতেন না। এরপর (রুকূ থেকে) মাথা উঠিয়ে বলতেন *"সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ"*। তারপর সোজা হয়ে হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা কাঁধ বরাবর করতেন এবং বলতেন, *'আল্লা-হু আকবার'*। এরপর সাজদাহ্ করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকতেন। সাজদার মধ্যে দুই হাতকে বাহু থেকে আলাদা করে রাখতেন। দু' পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিতেন। তারপর মাথা উঠাতেন। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। এরপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর সমস্ত হাড় নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর তিনি দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাক্'আতও এভাবে আদায় করতেন। দু' রাক্'আত আদায় করে দাঁড়াবার পর তাকবীর বলতেন ও কাঁধ পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন, যেভাবে প্রথম সলাত শুরু করার সময় করতেন। এরপর তার বাকী সলাত এভাবে তিনি আদায় করতেন। শেষ রাক্'আতের শেষ সাজদার পর, যার পরে সালাম ফিরানো হয়, নিজের বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং এর উপর বসতেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। তারা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই সলাত আদায় করতেন।[৮১৫] আর তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এ বর্ণনাটিকে এই অর্থে নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আবূ দাউদের আর এক বর্ণনায় আবূ হুমায়দ-এর হাদীসে আছে : নাবী ﷺ রুকূ' করলেন। দু' হাত দিয়ে দু' হাটু আঁকড়ে মজবুত করে ধরলেন। এ সময় তাঁর দু' হাত ধনুকের মত করে দু' পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। আবূ হুমায়দ (রাঃ) আরও বলেন, এরপর তিনি সাজদাহ্ করলেন। নাক ও কপাল মাটির সাথে ঠেকালেন। দু' হাতকে পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। দু' হাত কাঁধ সমান জমিনে রাখলেন। দু' উরুকে রাখলেন পেট থেকে আলাদা করে। এভাবে তিনি সাজদাহ্ করলেন। তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসলেন। ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর

---

[৮১৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৭৩০, ৯৬৩; দারিমী ১৩৯৬। তবে উরুদ্বয়ের মাঝে ফাঁকা রাখার বিষয়ে যে কথাটি এসেছে তা দুর্বল।

উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করলেন। আবূ দাউদ-এর আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাক্'আতের পর বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন। ডান পা রাখতেন খাড়া করে। তিনি চতুর্থ রাক্'আতে বাম নিতম্বকে জমিনে ঠেকাতেন আর পা দু'টিকে একদিক দিয়ে বের করে দিতেন (ডান দিকে)।[৮১৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস নির্দেশ করে যে, আবূ হুমায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাতের বিবরণ দিয়েছেন কথার মাধ্যমে এবং তার থেকে আর এক বর্ণনা আছে সেখানে তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাতের বিবরণ দিয়েছেন কর্মের মাধ্যমে। আল্লামা হাফিয (রহঃ) বলেন, এ দু' রিওয়ায়াতের মাঝে এভাবে সমম্বয় করা সম্ভব যে একবার সলাতের বিবরণ আসছে কথায় আর একবার সলাতের বিবরণ আসছে কাজের মাধ্যমে যা আরো সুস্পষ্ট।

٨٠٢ـ وَعَنْ وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلٰى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ

৮০২। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সলাত আদায় করার জন্য দাঁড়াবার সময় দেখেছেন। তিনি তাঁর দু' হাত কাঁধ বরাবর উপরে উঠালেন। দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টি কান পর্যন্ত উঠিয়ে *'আল্ল-হু আকবার'* বললেন।[৮১৭] আবূ দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে বৃদ্ধাঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন।[৮১৮]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সলাত পড়ার ইচ্ছা করে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দু' হাত কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন। তার দু' বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর করতেন।

٨٠٣ـ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ

৮০৩। ক্বাবীসাহ্ ইবনু হুল্‌ব হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি (দাঁড়ানো অবস্থায়) বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন।[৮১৯]

ব্যাখ্যা : তিনি দু' হাতকে তার সিনার উপর রাখতেন। রিওয়ায়াতে আছে, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি দু'হাতকে সিনার উপর রাখতেন।

---

[৮১৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৭৩১-৭৩৫।

[৮১৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭৩৪। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। রাবীর উক্তি ثُمَّ كَبَّرَ মুনকার। কারণ সহীহ হাদীসে তাকবীর হাত উত্তোলনের পূর্বে বা সাথে সাথে হবে মর্মে রয়েছে। আর অপর বর্ণনাটিও য'ঈফ। কারণ তার সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ হাত উত্তোলনের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কর্ণদ্বয়ের লতি স্পর্শ করার ব্যাপারে কোন হাদীস রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই। অতএব এরূপ করাটা বিদ'আত। সুন্নাত হলো দু' হাতের তালুদ্বয় কর্ণ বা কাঁধ বরাবর করা।

[৮১৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭৩৭। কারণ হাদীসের রাবী 'আবদুল জাব্বার তার ছেলে থেকে শ্রবণ করেননি। নাবাবী তাকে দুর্বল বলেছেন।

[৮১৯] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৫২, ইবনু মাজাহ্ ৮০৯।

Contents

ইবনু হাল্‌ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখলাম তিনি তার হাতকে তার সিনার উপর রাখলেন এবং বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা ধরলেন।

তাউস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার নিজ ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর সিনার উপর উভয় হাত বাঁধলেন এমতাবস্থায় যে, তখন তিনি সলাতরত। এ হাদীস সকলের নিকট দলীল স্বরূপ।

মোটকথা হাত রাখা সুন্নাত। হাত ছাড়া সুন্নাত নয়। রাখার স্থান প্রমাণিত সিনা হলো। অন্য স্থানে রাখার কোন বিধান নেই। যারা দাবী করে এক হাতের তালু অন্য হাতের তালুর উপর সলাতের মধ্যে নাভীর নিচে বাঁধবে। এটা সর্বসম্মতভাবে য'ঈফ হাদীস।

٨٠٤ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أُصَلِّيْ قَالَ إِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوْعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلٰى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلسُّجُوْدِ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ. وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ بِهٖ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ

৮০৪। রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে এসে সলাত আদায় করলেন। তারপর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি আবার সলাত আদায় কর। তোমার সলাত হয়নি। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে সলাত আদায় করব তা আমাকে শিখিয়ে দিন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি ক্বিবলামুখী হয়ে প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করবে। এর সাথে আর যা পার (কুরআন থেকে) পড়ে নেবে। তারপর রুকূ' করবে। (রুকূ'তে) তোমার দু' হাতের তালু তোমার দু' হাঁটুর উপর রাখবে। রুকূ'তে প্রশান্তি তে থাকবে এবং পিঠ সটান সোজা রাখবে। রুকূ' হতে উঠে পিঠ সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াবে যাতে হাড়গুলো নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর সাজদাহ্ করবে। সাজদায় প্রশান্তির সাথে থাকবে।[৮২০] (হাদীসের মূল পাঠ মাসাবীহ থেকে গৃহীত। এ হাদীসটি আবূ দাউদ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী, নাসায়ীও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সলাতের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা করলে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে উযূ করবে। এরপর কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে। 'ইক্বামাত বলবে (সলাত শুরু করবে)। তোমার কুরআন জানা থাকলে তা পড়বে, অন্যথায় আল্লাহ্‌র 'হামদ', তাকবীর, তাহ্‌লীল করবে। তারপর রুকূ করবে।[৮২১]

---

[৮২০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৮৫৯, ৮৬০, আহ্‌মাদ ১৮৫১৬, সহীহ আল জামি' ৩২৪।

[৮২১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযীর অপর বর্ণনাটিও সহীহ। আত্ তিরমিযী ৩০২। তবে তিরমিযীর বর্ণনাটি সহীহের স্তরের।

ব্যাখ্যা : এ লোক সংক্ষিপ্ত সলাত আদায় করেছেন যে সলাতে রুকূ' সাজদাহ্ পরিপূর্ণ করা হয়নি।

এ হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রুকূ' সাজদায় সোজা হয়ে দাঁড়ানো, বসা ফারয। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ পুনরায় সলাত আদায়ের। তিনি আর কিছু বলেননি। এটা শর্তহীন নির্দেশ। আর শর্তহীন নির্দেশ ফারয সাব্যস্ত করে। কেননা পুনরায় সলাত আদায় প্রয়োজন হয় সলাত ফাসিদ হওয়ার কারণে।

তোমাকে কুরআন থেকে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ বাদে আল্লাহ তা'আলা দান করছেন তা পড়ো যা এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ছাড়া যা কিছু বাড়তি ক্বিরাআত পড়া আবশ্যক।

যা তোমার কাছে সহজ হয়। এ থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, ফাতিহাহ্ পড়ার পর কুরআন হতে আরো কিছু পড়তে হবে। সূরাহ্ ফাতিহাহ্ অবশ্যই পড়তে হবে। কারণ এটা ছাড়া সলাত হবে না।

٨٠٥ـ وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ خِدَاجٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮০৫। ফায্ল ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নাফ্ল দু' রাক্'আত। প্রত্যেক দু' রাক্'আতেই 'তাশাহ্হুদ' ভয়ভীতি ও বিনয় এবং দীনহীনতার ভাব আছে। তারপর তুমি তোমার দু' হাত উঠাবে। ফাযল বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তুমি তোমার দু' হাত তোমার রবের নিকট দু'আর জন্য উঠাতে হাতের বুকের দিককে তোমার মুখের দিকে ফিরাবে। আর বারবার বলবে, হে আল্লাহ! অর্থাৎ দু'আ বার বার করবে। আর যে এভাবে করবে না তার সলাত এরূপ এরূপ। আর এক বর্ণনায় আছে, তার সলাত অসম্পূর্ণ।[৮২২]

ব্যাখ্যা : প্রতি দু'রাক্'আতের পর তাশাহ্হুদ পড়বে। প্রতি দু'রাক্'আতে একটি তাশাহ্হুদ আছে। দু'রাক্'আতে সালাম ফেরাতে হবে। এখানে উত্তমের আলোচনা হয়েছে। নাফ্ল সলাত রাতের বেলায় দু'রাক্'আত করে আদায় উত্তম। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٠٦ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ صَلّٰى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮০৬। সা'ঈদ ইবনুল হারিস ইবনু মু'আল্লা বলেন, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের সলাত আদায় করালেন। তিনি সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাতে, সাজদায় যেতে ও দু' রাক্'আতের পর মাথা উঠাবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বললেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে এভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৮২৩]

---

[৮২২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৮৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৮২। ইমাম আত্ তিরমিযী এর সানাদটি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আর তাতে 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' ইবনু উমাইয়াহ্ রয়েছে যার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানা যায় না।

[৮২৩] **সহীহ :** বুখারী ৮২৫।

ব্যাখ্যা : আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মাদীনায় আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তখন আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইমামতি করাতে কষ্ট ব্যক্ত করলেন বা আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি মাদীনায় মারওয়ানের কর্তৃত্বে মানুষের ইমামতি করতেন। মারওয়ান ও অন্যান্যরা বানী 'উমাইয়াহ্ থেকে ছিলেন। তারা সকলে তাকবীর নিঃশব্দে দিতেন।

আলোচ্য হাদীসে তিন স্থানে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলার কথা আলোচিত হয়েছে। ইমামদের জন্যে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা সুন্নাত। আর একাকী সলাত আদায়কারীর জন্যে স্বরবে বা নীরবে তাকবীর বলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। হাদীসে ইমামের জন্য সজোরে তাকবীর শার'ঈ বিধান।

٨٠٧ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮০৭। 'ইকরিমাহ্ তাবি'ঈ (রহঃ) বলেন, আমি মাক্কায় এক শায়খের পিছনে (আবূ হুরায়রাহ্) সলাত আদায় করেছি। তিনি সলাতে মোট বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছে বললাম, (মনে হচ্ছে) এ লোকটি নির্বোধ। এ কথা শুনে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, এটা তো 'আবুল কা-সিম (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত।[৮২৪]

ব্যাখ্যা : সে বৃদ্ধ লোকটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যেমন- তার নাম সহ এসেছে আহ্মাদ, ত্বহাবী, ত্বাবারানী-এর রিওয়ায়াতের মধ্যে। চার রাক্'আত বিশিষ্ট সলাতে ২২টা তাকবীর তো হয়। শুরু তাকবীর, ক্বিয়ামের তাকবীর, তাশাহ্হুদের সময়। কেননা প্রত্যেক রাক্'আতে ৫টি তাকবীরই আছে- ৪ রাক্'আতে মোট ২০টি। তারপর শুরু তাকবীর ও দু' রাক্'আতের পর উঠার সময় তাকবীরসহ মোট ২২টি।

"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক" বলা গালি অর্থে ব্যবহার হয়নি। এটা একটি আরবের সামাজিক প্রথা বা রিওয়াজ অনুযায়ী প্রবাদ বাক্য। কোন কিছুর প্রতি গুরুত্ব প্রদান, চমক সৃষ্টি, বিরাগ প্রদর্শন ও বিস্ময় প্রকাশার্থে এ বাক্যগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এটাও একটি বাগধারা। অভিসম্পাত ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদির উদ্দেশে বলা হয় না। তোমার মা তোমাকে হারাক। এটা একটি তিরস্কার সূচক বাক্য। বানী 'উমাইয়ার শাসন 'আমালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার নিয়ম পরিত্যাগ করা হয়েছিল। 'ইকরিমাহ্ তাকবীর বলার নিয়ম জানতেন না। এতে আশ্চর্য হয়ে ইবনু 'আব্বাস তাকে তিরস্কার করছেন।

٨٠٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتّٰى لَقِيَ اللهَ. رَوَاهُ مَالِك

৮০৮। 'আলী ইবনু হুসায়ন (রহঃ) হতে মুরসাল হিসেবে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতে রুকূ' ও সাজদায় এবং মাথা ঝুঁকাতে ও উঠাতে তাকবীর বলতেন। আর তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সব সময় এভাবে সলাত আদায় করেছেন।[৮২৫]

---

[৮২৪] **সহীহ :** বুখারী ৭৮৮।

[৮২৫] **মুরসাল সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৪, নাসায়ী ১১৫৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে নাসায়ীতে এর হাদীসের একটি শাহিদ রিওয়ায়াত রয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাফিয বলেন, সলাতের সকল ইনতিকালী কাজের সময় তাকবীর দিতে হবে। আর বিশেষ করে রুকূ' থেকে উঠার সময় তাহমীদ (সামিয়াল্লাহু...) বলার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে এবং এটা শার'ঈ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

٨٠٩- وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَّاحِدَةً مَّعَ تَكْبِيْرِ الاِفْتِتَاحِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى -

৮০৯। 'আল্ক্বামাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মতো সলাত আদায় করাব? এরপর তিনি সলাত আদায় করালেন। অথচ প্রথম তাকবীরে একবার হাত উঠানো ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাননি।[৮২৬] আবূ দাঊদ বলেন, এ হাদীসটি এই অর্থে সহীহ নয়।

ব্যাখ্যা : প্রকৃতপক্ষে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমায় একবার ছাড়া হাত উঠাননি। এটাই ভুল ব্যাখ্যা করে হানাফীরা দাবী করছেন যে, শুরু তাকবীর ছাড়া হাত উঠানো মুস্তাহাব নয়। এর উত্তর অনেক পদ্ধতিতে দেয়া যায়। তন্মধ্যে (১) এ হাদীসটি দুর্বল, সুতরাং এ হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যায় না - হাদীসের সকল ইমাম একে দুর্বল বলেছেন। পক্ষান্তরে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সহীহ হাদীস যা বিশুদ্ধ সে হাদীসে রুকূতে যাওয়ার আগে বা পরে দু'হাত উঠানো রসূলের সুন্নাত যা ৫০ জন সহাবী থেকে বর্ণিত। তাই সেটার উপর 'আমাল করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তাকবীরে তাহরীমায় হাত একবার উঠানোই সুন্নাত। অন্যান্য স্থানে হাত উঠানো এ হাদীসের প্রতিপাদ্য নয়।

٨١٠- وَعَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৮১০। আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন। হাত উপরে উঠিয়ে তিনি বলতেন, *'আল্লা-হ আকবার'*।[৮২৭]

ব্যাখ্যা : সলাতে ক্বিবলাকে সামনে করা শার'ঈ রীতি এবং এ হাদীস তা' প্রমাণিত। আর স্বাভাবিক অবস্থায় সবসময় ক্বিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব।

হানাফীরা নিয়্যাতকে জিহবা দিয়ে স্বশব্দে করা মুস্তাহাব মনে করেন। যাতে মুখ ও অন্তরের অবস্থা একই মিল থাকে। কিন্তু স্বশব্দে নিয়্যাত করা শার'ঈ নীতি নিয়ম নয়, চাই ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক, বা একাকি সলাত আদায়কারী হোক। মালিকীরা বলেন, স্বশব্দে নিয়্যাত করা মাকরূহ। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, সেটা বিদ'আত কেননা সেটা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ পদ্ধতিতে আসেনি। না য'ঈফ পদ্ধতিতে না মুসনাদ না মুরসাল পদ্ধতিতে। না কোন সহাবী উচ্চরণ করছেন, না কোন তাবি'ঈ নিয়্যাত উচ্চারণ করছেন। তাই অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতে দাঁড়াতেন। তারপর তাকবীর দিতেন এবং সলাত শুরু করতেন।

---

[৮২৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৭৪৮, আত্ তিরমিযী ২৫৭, নাসায়ী ১০৫৮।

[৮২৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৮০৩।

٨١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَفِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ فَأَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَّقِي اللهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ. رَوَاهُ أَحْمَد

৮১১। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের যুহরের সলাত আদায় করালেন। এক ব্যক্তি সর্বশেষ পিছনের সারিতে ছিল। সলাত খারাপভাবে আদায় করছিল। সে সলাতের সালাম ফিরাবার পর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডাকলেন, ও বললেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় করছ না? তুমি কি জান না তুমি কিভাবে সলাত আদায় করছ? তোমরা মনে কর, তোমরা যা কর তা আমি দেখি না। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আমি দেখি আমার পিছনের দিকে, যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিকে।[৮২৮]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এটা অন্তরের দেখা। হতে পারে ওয়াহী দিয়ে তিনি জানছেন বা ইলহামের মাধ্যমে জানছেন। তবে সঠিক কথা হলো, নিশ্চয় তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছেন। 'আবদুল হক দেহলবী বলেন : সঠিক কথা হলো তিনি যেভাবে দেখার দাবী করেছেন, সেটাই এর প্রকৃত অর্থ হবে। চোখে দেখা মানে চোখের অনুভূতির মাধ্যমে প্রকৃত উপলব্ধি করা এ বিষয়টা রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে খাস। তার অলৌকিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। ফলে সামনে না থাকলেও দেখতেন।

আল্লামা নাবাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : 'আলিমগণ বলেছেন এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে তাঁর ঘাড়ের পশ্চাৎদিক এক উপলব্ধি যন্ত্র সৃষ্টি করলেন যার সাহায্যে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিছনের সবকিছু দেখতে পান। অবশ্য অনেক সময় এর থেকে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক কিছু প্রকাশ পায়। যা অলৌকিক অভ্যাস বিরোধী। যা কোন আকল, বিবেক বাধা দিতে পারে না। কোন শারী'আতও নিষেধ করতে পারে না বরং শারী'আত বাহ্যিক প্রকাশ্য বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। যার ফলে এর উপরই কথা আবশ্যকভাবে থাকবে। আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও জমহুর 'উলামাহ্ এ দেখাকে প্রকৃত চাক্ষুস দেখা মনে করছেন।

---

[৮২৮] **সহীহ :** মুসনাদে আহ্মাদ ৯৫০৪। যদিও এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব মুদাল্লিস রাবী রয়েছে যে আনআনা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে, কিন্তু হাদীসটির সহীহ বুখারী মুসলিমে শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

(١١) بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

অধ্যায়-১১ : তাকবীরে তাহরীমার পর যা পড়তে হয়

এ অধ্যায়ে তাকবীরের পর সানা পড়ার বর্ণনা এসেছে। যাকে দু'আয়ে ইফতিতাহ্ বা ইস্‌তিফতাহ্ বলা হয়। তাকবীরের পর বলতে তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ সলাত শুরুর তাকবীরকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٨١٢ـ عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮১২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বিরাআত শুরু করার আগে কিছু সময় চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন! আপনি তাকবীর ও ক্বিরাআতের মধ্যবর্তী সময় চুপ থাকেন তাতে কি বলেন? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি বলি, "হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দাও, যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর গুনাহ হতে, যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও মুষলধারার বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহকে ধুয়ে ফেল।"[৮২৯]

ব্যাখ্যা : এটা তাকবীর ও ক্বিরাআতের মধ্যে দু'আ পড়ার সুন্নাত প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে "*সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা.....*" পড়া সুন্নাত।

ইমাম মালিক ও আহমাদ এর প্রকাশ্য মাযহাবও অনুরূপ। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে "*ইন্নী ওজ্জাহতু.....*" এ দু'আ উভয়টি পড়া সুন্নাত। হানাফীরা দু'আগুলো নাফ্‌ল ও তাহাজ্জুত সলাতে সাব্যস্ত করে সুন্নাত বলেন। এ ধরনের মন্তব্য সঠিক নয়। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সানা পড়ার ক্ষেত্রে ফার্‌য ও নাফ্‌লের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। তাই সব সলাতেই দু'আ পড়া যাবে।

٨١٣ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ

---

[৮২৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮।

إِلَّا أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ. تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُهٗ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَّفِيْ رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَنْجَاءَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَاءَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ

৮১৩। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত আদায় করার জন্য দাঁড়াতেন, আর এক বর্ণনায় আছে সলাত শুরু করার সময়, সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন : "*ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাস সামাওয়া-তি ওয়াল আর্‌যা হানীফাওঁ ওয়ামা-আনা- মিনাল মুশ্‌রিকীন, ইন্না সলা-তী ওয়ানুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়া-ইয়া ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন – লা- শারীকা লাহু, ওয়াবিযা-লিকা উমির্‌তু, ওয়াআনা- মিনাল মুসলিমীন, আল্ল-হুম্মা আনতাল মালিকু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা রব্বী, ওয়াআনা- 'আব্‌দুকা যলাম্‌তু নাফ্‌সী ওয়া'তারাফ্‌তু, বিযাম্বী, ফাগ্‌ফিরলী যুনূবী জামী'আ-, ইন্নাহু লা- ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা, ওয়াহ্‌দিনী লিআহ্‌সানিল আখলা-ক্বি লা- ইয়াহ্‌দী লিআহ্‌সানিহা- ইল্লা- আন্‌তা, ওয়াস্‌রিফ 'আন্নী সায়ইউয়াহা- লা- ইয়াস্‌রিফু 'আন্নী সায়য়্যিয়াহা- ইল্লা- আন্‌তা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা, ওয়াল খায়রা কুল্লুহু ফী ইয়াদায়কা, ওয়াশ্‌ শার্‌রু লায়সা ইলায়কা, আনা- বিকা ওয়া ইলায়কা, তাবা-রাক্‌তা ওয়াতা'আ-লায়তা, আস্‌তাগফিরুকা ওয়াআতূবু ইলায়কা*" – (অর্থাৎ- "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শারীক নেই। আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমার রব। আমি তোমার গোলাম। আমি আমার নিজের উপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করেছি। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি দূরে রাখ আমার নিকট হতে মন্দ কাজ। তুমি ছাড়া মন্দ কাজ থেকে আর কেউ দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার আদেশ পালনে হাযির। সকল কল্যাণই তোমার হাতে। কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি আরোপিত হয় না। আমি তোমার সাহায্যেই

টিকে আছি। তোমার দিকেই ফিরে আছি। তুমি কল্যাণের আধার। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করছি।")

এরপর নাবী ﷺ যখন রুকূ করতেন, তখন বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়াবিকা আ-মান্তু, ওয়ালাকা আস্‌লাম্‌তু, খাশা'আ লাকা সাম্‌'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌খী ওয়া 'আয্‌মী ওয়া 'আসাবী"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ' করলাম। তোমাকেই বিশ্বাস করলাম। তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলাম। তোমার ভয়ে ভীত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, মগজ আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা।)।

এরপর নাবী ﷺ যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন, বলতেন : *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্‌দু, মিল্‌য়াস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যি ওয়ামা- বায়নাহুমা- ওয়ামিল্‌য়া মা- শি'তা মিন শাইয়্যিন বা'দু"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান ও জমিন ও এতদুভয়ের ভিতর যা কিছু আছে, সবই তোমার প্রশংসা করছে। এরপরে যা তুমি সৃষ্টি করবে তারাও তোমারই প্রশংসা করবে।)।

এরপর তিনি সাজদায় গিয়ে পড়তেন, *"আল্ল-হুম্মা লাকা সাজাত্তু ওয়াবিকা আমান্তু ওয়ালাকা আসলাম্‌তু, সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াসাওওয়ারাহু ওয়াশাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবা-রাকাল্ল-হু আহ্‌সানুল খা-লিক্বীন"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সাজদাহ্ করছি। তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মুখমণ্ডল তার জন্য সাজদাহ্ করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আকার আকৃতি দিয়েছেন। তার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ খুবই বারাকাতপূর্ণ উত্তম সৃষ্টিকারী।")।

এরপর সর্বশেষ দু'আ যা 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর ও সালাম ফিরাবার আগে পড়তেন তা হল, *"আল্ল-হুম্মাগফিরলী মা- ক্বদ্দাম্‌তু ওয়ামা- আখ্‌খার্‌তু ওয়ামা- আস্‌রারতু ওয়ামা- আ'লান্‌তু ওয়ামা- আস্‌রাফতু ওয়ামা- আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুআখ্‌খিরু, লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা"*– (অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করে দাও যা আমি করেছি। আমার সেসব গুনাহও তুমি ক্ষমা করে দাও যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। আমার ওইসব বাড়াবাড়িও ক্ষমা করে দাও যা আমি আমলে ও সম্পদ খরচে করেছি। আমার ঐসব গুনাহও তুমি ক্ষমা করে দাও যা আমার চেয়ে তুমি ভাল জান। তুমি তোমার বান্দাদের যাকে চাও মান-সম্মানে এগিয়ে নাও। আর যাকে চাও পিছে হটিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।)।[৮৩০]

ইমাম শাফি'ঈর এক বর্ণনায় প্রথম দু'আয় *'ফী ইয়াদায়কা'*-এর পরে আছে, *"ওয়াশ্ শার্‌রু লায়সা ইলায়কা ওয়াল মাহ্‌দীইউ মান হাদায়তা, আনা- বিকা ওয়া ইলায়কা, লা- মান্‌জা-আ মিন্‌কা ওয়ালা- মাল্‌জা-আ ইল্লা- ইলায়কা তাবা-রাক্‌তা"*– (অর্থাৎ- মন্দ তোমার জন্য নয়। সে-ই পথ পেয়েছে যাকে তুমি পথ দেখিয়েছ। আমি তোমার সাহায্যে টিকে আছি। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার পাকড়াও হতে বাঁচার কোন জায়গা নেই। তুমি ছাড়া আশ্রয়ের কোন স্থল নেই। তুমি বারাকাতময়।)। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর এ রিওয়ায়াতটিও সহীহ।

---

[৮৩০] **সহীহ :** মুসলিম ৭৭১, মুসনাদে শাফি'ঈ ২০১।

ব্যাখ্যা : যেহেতু রসূল ﷺ কোন সলাতকে নির্দিষ্ট করেননি সেহেতু সকল সলাতে দু'আ- যিক্‌রগুলো পড়া সুন্নাত রীতি হিসেবে পরিগণিত হবে। মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসটি রাত্রের সলাতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তবে তা এ নির্দেশ করে না যে দু'আ আযকারগুলো রাত্রের তাহাজ্জুদ সলাতের জন্যে নির্দিষ্ট। ফার্‌যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ এর হাদীসটা নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে এর মাঝেও কোন প্রমাণ নেই যে রাতের সলাতের জন্যেই এটা খাস।

বুঝা গেল রসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার পর দু'আ পড়তেন। হাদীসের মধ্যে যিক্‌র ও দু'আ পড়ার প্রমাণ রয়েছে তাহরীমার পরে। তাহরীমার পূর্বে নয়। এটাই স্পষ্ট, বিশুদ্ধ। সুতরাং অনর্থক বাতিল মন্তব্য করে সুন্নাতের 'আমাল থেকে দূরে থাকা সমীচীন হবে না। এ হাদীস শুরু দু'আকে শার'ঈ রীতিনীতি হওয়ায় উপর নির্দেশ করছে।

٨١٤ـ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهٗ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهٗ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮১৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক (তাড়াহুড়া করে) এসে সলাতের কাতারে শামিল হয়ে গেল। তার শ্বাস উঠানামা করছিল। সে বলল, "*আল্লা-হু আকবার, আলহাম্‌দু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসীরান তাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান ফিহী*", অর্থাৎ- "আল্লাহ মহান। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অনেক বেশী পাক-পবিত্র ও বারাকাতময়"। সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? সকলে চুপ হয়ে বসে আছে। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথাগুলো বলেছে? এবারও কেউ উত্তর দিল না। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছে? যে ব্যক্তি একথাগুলো বলেছে সে আপত্তিকর কিছু বলেনি। এক ব্যক্তি আরয করল, আমি যখন এসেছি, আমার শ্বাস উঠানামা করছিল। আমিই এ কথাগুলো বলেছি। এবার নাবী ﷺ বললেন, আমি দেখলাম বারজন মালাক কার আগে কে আল্লাহর কাছে এই কথাগুলো নিয়ে যাবে এ প্রতিযোগিতা করছে।[৮৩১]

ব্যাখ্যা : দৌড়ে আসার কারণে শ্বাস বড়ো হয়ে যায়। যদিও এ হাদীসে ঐ কথাগুলো বর্ণনাকারীর জন্যে সু-সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। প্রকৃতপক্ষে রসূল ﷺ অন্য সহীহ হাদীসে দৌড়ে এসে সলাতে শারীক হতে নিষেধ করেছেন। বরং ধীরস্থিরভাবে গাম্ভীর্য বজায় রেখে আসতে আদেশ করেছেন।

---

[৮৩১] **সহীহ :** মুসলিম ৬০০, নাসায়ী ৯০১।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨١٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابو دَاوُدَ

৮১৫। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত শুরু করার (তাকবীর তাহরীমার) পর এ দু'আ পাঠ করতেন, *“সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা- যাদ্দুকা ওয়ালা- ইলা-হা গায়রুকা”*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তোমার পূত পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরও বলছি, তুমি খুবই বারাকাতপূর্ণ। তোমার শান অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।)।[৮৩২]

ব্যাখ্যা : এ দু'আটি পড়া সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসও যে বিশুদ্ধ তা' সন্দোতীত। তবে আবূ দাউদের সানাদটি সহীহ বিধায় এর উপর ‘আমাল করা যায়। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটা পড়তেন যখন অনেক সহাবা উপস্থিত থাকতেন। তিনি এটা দিয়ে সহাবীগণের প্রশিক্ষণ দিতেন। আল্লামা শাওকানী বলেন, যেটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ সেটাকে প্রাধান্য দেয়া ও গ্রহণ করা উত্তম হবে।

٨١٦ـ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ لَّا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

৮১৬। আর ইবনু মাজাহও এ হাদীসটি আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি আমি হারিসাহ্ ছাড়া অন্য কারও সূত্রে শুনিনি। তার স্মরণশক্তি সমালোচিত।[৮৩৩]

٨١٧ـ عَنْ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلَاةً قَالَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّذَكَرَ فِيْ اٰخِرِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ عُمَرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ

৮১৭। জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাকবীর তাহরীমার পর বললেন : *“আল্ল-হু আকবার কাবীরা-, আল্ল-হু আকবার কাবীরা-,*

---

[৮৩২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৭৭৬, আত্ তিরমিযী ২৪৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৯৯৬।

[৮৩৩] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৮০৪। আলবানী (রহঃ) বলেন : ইমাম আত্ তিরমিযী ছাড়া অন্যরা হারিসাহ্ ছাড়াও অন্যদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম আবূ দাউদ ও দারাকুতনী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার রাবীগণ বিশস্ত। আর এ উভয় সানাদে হাদীসটি শক্তিশালী হয়েছে। যেহেতু আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এর একটি সহীহ শাহিদ রয়েছে। আবূ দাউদ ও অন্যগুলোতে অতিরিক্ত রয়েছে : ثُمَّ يَقُوْلُ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ اَكْبَرُ ثَلَاثًا. اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ. ثُمَّ يَقْرَأُ.

আল্ল-হু আকবার কাবীরা-, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লা-হি কাসীরা-, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লা-হি কাসীরা-, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লা-হি কাসীরা-, ওয়া সুবহা-নাল্ল-হি বুক্‌রাতাওঁ ওয়াআসীলা-" তিনবার বললেন। তারপর বলেছেন, *"আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্‌ শাইত্ব-নির রজীম মিন নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌সিহী ওয়া হাম্‌যিহী"*।[৮৩৪] কিন্তু তিনি *"ওয়ালহাম্‌দু লিল্লা-হি কাসীরা-"* উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি শেষ দিকে শুধু *"মিনাশ্‌ শাইত্ব-নির রজীম"* বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, نَفْخُ (নাফ্‌খ) অর্থ অহমিকা, نَفْثُ (নাফ্‌স) অর্থ কবিতা, আর هَمْزُ (হাম্‌য) অর্থ পাগলামী।

ব্যাখ্যা : নাফ্‌ল সলাতে এ জাতীয় দু'আ কালাম পাঠ করার কথা মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। সকাল-সন্ধ্যা বলে দু' ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এ সময়টা দিনের ও রাতের মালাকগণের আগমন ও প্রস্থানের সময়। সুতরাং এ সময় আল্লাহর প্রশংসা করা একটি শুভ কাজের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইমাম শাওকানী বলেন : এটা শুধু প্রথম রাক্‌'আতের মধ্যো সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে। আর হাসান (রহঃ) বলেন, প্রতি রাক্‌'আতে পড়া মুস্তাহাব। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শুধু প্রথম রাক্‌'আতে সানা পড়তেন এ হাদীসটি সর্বাধিক স্পষ্ট, বেশী শক্তিশালী, বেশী বিশুদ্ধ। তাই এর ওপরই 'আমাল থাকা উচিত।

٨١٨ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَصَدَّقَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ

৮১৮। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি নীরবতার স্থান স্মরণ রেখেছেন। একটি নীরবতা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর, আর একটি নীরবতা হল, *"গয়রিল মাগ্‌যূবি 'আলায়হিম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন"* পাঠ করার পর। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তার বক্তব্য সমর্থন করেন।[৮৩৫]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতে মোট দু'টো নীরবতা পালন করতেন। প্রথম নীরবতা ছিল সানা পড়ার জন্যে অথবা অনুরূপ কোন কোন দু'আ পড়ার জন্যে যেমন- আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বিরাআত ও তাকবীরের মাঝখানে নীরব থাকতেন এবং দু'আ পড়তেন। এখানে এর মর্ম হলো সজোরে পড়া থেকে নীরব থাকা। কেননা সলাত যিক্‌র থেকে খালি থাকে না। সলাতের সমস্ত অংশই যিক্‌র।

দ্বিতীয় নীরবতা হলো যখন তিনি *'আলায়হিম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন* বলে অবসর হতেন। তাই সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ও আমীন-এর মাঝখানে ব্যবধান করার জন্যে নিরব থাকতেন যাতে কুরআন ও গায়রে কুরআন মিলে না যায়। সেটা হালকা নীরবতা হবে প্রথমটার তুলনায়। হানাফীরা এ হাদীস দিয়ে নিঃশব্দে

---

[৮৩৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৮০৮।

[৮৩৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৭৭৯, ইরওয়া ৫০৫, দারিমী ১২৭৯। কারণ এটি সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাসান বাসারীর বর্ণনা। আর এটি সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাসান আল বাস্‌রীর হাদীস শ্রবণ বিষয়ক কোন প্রসিদ্ধ মতবিরোধ নয় কারণ তিনি সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে কিছু হাদীস শ্রবণ করেছেন। বরং এটি এই কারণে যে হাসান আল বাস্‌রী (রহঃ) যদিও একজন, মর্যাদাবান ব্যক্তি কিন্তু মুদাল্লিস 'আন্'আনাহ্ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অতএব তার শায়খ থেকে কেবলমাত্র শ্রবণটা এক্ষেত্রে উপকারে আসবে না বরং শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক।

'আমীন' বলা প্রমাণ করে। উত্তরে বলা যায় যে, দ্বিতীয় নীরবতাটা 'আমীন' নিঃশব্দের জন্যে নয়, কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'আমীন' স্বশব্দে উচ্চারণ করতেন।

যায়নুল 'আরাব বলেছেন, এ নীরবতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুক্তাদী সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়বে এবং ইমাম শ্বাস নিবে ও আরামবোধ করবে।

٨١٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ هٰكَذَا فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ أَفْرَادِهٖ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ مُّسْلِمٍ وَّحْدَهٗ.

৮১৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় রাক্'আত আদায় করার পর উঠে সাথে সাথে সূরাহ্ ফাতিহাহ্ দ্বারা ক্বিরাআত শুরু করে দিতেন এবং চুপ করে থাকতেন না।[৮৩৬]

ব্যাখ্যা : এখানে উদ্দেশ্য শুধু সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ তাছাড়া আর কিছু পড়তেন না। সুতরাং প্রমাণিত যে, বিস্‌মিল্লা-হ আল্‌হাম্‌দু সূরাহ্'র অন্তর্ভুক্ত নয়– এ কথাটি আল্লামা ত্বীবী বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, *বিস্‌মিল্লা-হ* হলো সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্'র একটি অংশ বিশেষ কাজেই *আল্‌হাম্‌দু* সূরাহ্ শুরু করা মানে মনে মনে *বিস্‌মিল্লা-হ* পাঠের পর আরম্ভ করা। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, দ্বিতীয় রাক্'আতে ক্বিরাআত পড়ার আগে নীরবতাটা শার'ঈ বিধান না হওয়ার উপর এ হাদীস প্রমাণ করে। এমনিভাবে দ্বিতীয় রাক্'আতে তা'আব্বুয শার'ঈ রীতিনীতি না হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। তাই বুঝা গেল, একমাত্র ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম রাক্'আতে নীরবতা অবলম্বন করা নির্ধারিত থাকবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٢٠ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৮২০। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর তাহরীমা *(আল্ল-হু আকবার)* দ্বারা সলাত শুরু করতেন। তারপর পাঠ করতেন, *"ইন্না সলা-তী ওয়ানুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, লা- শারীকা লাহূ ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়াআনা- আওওয়ালুল মুসলিমীন, আল্ল-হুম্মাহ্দিনী লিআহ্সানিল আ'মা-লি* এবং *আহ্সানিল আখলা-ক্বি লা- ইয়াহ্দী লিআহ্সানিহা- ইল্লা-*

---

[৮৩৬] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯৯।

আন্তা ওয়াক্বিনী সায়য়্যিয়াল আ'মা-লি ওয়া সায়য়্যিয়াল আখলা-ক্বি লা- ইয়াক্বী সায়য়্যিয়াহা- ইল্লা- আন্তা"– (অর্থাৎ- আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন শারীক নেই। আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচালিত কর উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে। তুমি ছাড়া উত্তম পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারবে না। আমাকে খারাপ কাজ ও বদ চরিত্র হতে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া এর খারাবি থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।)।[৮৩৭]

٨٢١-وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلَ حَدِيْثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا من الْمُسْلِمِين ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৮২১। মুহাম্মাদ ইবনু মাস্‌লামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নাফল সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে বলতেন, *"আল্ল-হু আকবার, ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা- মিনাল মুশ্‌রিকীন"*– (অর্থাৎ- আল্লাহ বড় মহামহিম। আমি সে সত্তার দিকেই আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"। ইমাম নাসায়ী বলেন, অবশিষ্ট হাদীস তিনি (উল্লিখিত) জাবির-এর হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরিবর্তে বলেছেন, "আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত"। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা আনতাল মালিকু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা সুবহা-নাকা ওয়া বিহাম্‌দিকা"*– (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র। সব প্রশংসা তোমার জন্য।)। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বিরাআত শুরু করতেন।[৮৩৮]

---

[৮৩৭] **সহীহ :** নাসায়ী ৮৯৬। এখানে নাসায়ীতে أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-এর পরিবর্তে وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ রয়েছে তবে প্রথমটিই সঠিক। দারাকুত্বনীর হাদীসের শেষাংশ রয়েছে শু'আয়ব বলেন : মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সহ মাদীনার অন্যান্য ফকীহগণ আমাকে বলেছেন, যদি তুমি সেটি পরিবর্তন করে وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলতে চাও তাহলে আমার মতে এ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং মুসল্লিদের وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা আবশ্যক। হয় আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা আল্লাহর আদিষ্ট বিষয় দ্রুত পালনার্থে।

[৮৩৮] **সহীহ :** নাসায়ী ৮৯৮।

(١٢) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়-১২ : সলাতে ক্বিরাআতের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٢٢ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا

৮২২। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করেনি তার সলাত হল না।[৮৩৯]

ব্যাখ্যা : ইবনু জারীর তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন, সূরাহ্ আল ফাতিহাকে ফাতিহাহ্ নাম দেয়া হয়েছে কেননা ফাতিহাহ্ শব্দের অর্থ উন্মুক্তকারী আর এ কিতাবকে শুরু করা হয় ফাতিহাহ্ দ্বারা। সেটা দিয়ে সলাতে কিরাত পড়া হয়। তাকে কুরআনের জননীও বলা হয়। যেমন মা থেকে যা আসে তা সব তার পরে হয়ে থাকে। মায়ের অস্তিত্ব তার সন্তানের আগে হয়ে থাকে তদ্রূপ সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্'র অবস্থা, উম্মুল কুরআন শব্দটি ফাতিহাতুল কিতাবের সাথে যথেষ্ট মিলও পাওয়া যায়। এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে সলাতে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া ফারয। যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়েনি তার সলাত শুদ্ধ হবে না।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস সলাতের মধ্যে ফাতিহাকে নির্ধারিত করার ব্যাপারে নির্দেশ করছে। কেননা ফাতিহাহ্ ছাড়া সলাত যথেষ্ট হবে না।

<u>**সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়ার হুকুম :**</u>

সলাতে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া ফারয না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ, শাফি'ঈ (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ মতে সলাতে সূরায় ফাতিহাহ্ পড়া ফারয। তারা আলোচ্য হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসে না বাচক উক্তি দ্বারা না জায়িয হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন। কারণ ফারয পরিত্যক্ত হলেই সলাত নাজায়িয হয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া ওয়াজিব। দলীল রসূল (সাঃ) জনৈক বেদুঈনকে শিক্ষা দেয়ার সময় বলেছিলেন কুরআন মাজীদের যেখান থেকেই তুমি পাঠ করা সহজ মনে করো সেখান থেকেই পাঠ করো। এ জন্যে হানাফীগত বিশেষ কোন সূরাকে নির্দিষ্ট না করে ক্বিরাআত পাঠকে ফারয বলেছেন এবং হাদীস দ্বারা তারা সূরাহ্ আল ফাতিহাকে ওয়াজিব বলেছেন। যাতে কুরআন ও হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য না থাকে।

٨٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

---

[৮৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪।

اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ قَالَ هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮২৩। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল কিন্তু এতে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ করল না তাতে তার সলাত "অসম্পূর্ণ" রয়ে গেল। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। এ কথা শুনে কেউ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যখন ইমামের পিছনে সলাত আদায় করব তখনও কি তা পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ তখনও তা পাঠ করবে নিজের মনে মনে। কারণ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ বলেছেন, আমি 'সলাত' অর্থাৎ, সূরাহ্ ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি, (এভাবে যে, হামদ ও ছানা আমার জন্য আর দু'আ বান্দার জন্য)। আর বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হয়। বান্দা বলে, সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন বান্দা বলে, আল্লাহ বড় মেহেরবান ও পরম দয়ালু, আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করল। বান্দা যখন বলে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিনের হাকীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল। বান্দা যখন বলে, (হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার ('ইবাদাত আল্লাহর জন্য আর দু'আ বান্দার জন্য)। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। বান্দা যখন বলে, (হে আল্লাহ)! তুমি আমাদেরকে সহজ ও সরল পথে পরিচালিত কর। সে সমস্ত লোকের পথে, যাদেরকে তুমি নি'আমাত দান করেছ। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দা যা চাইবে, সে তাই পাবে।[৮৪০]

ব্যাখ্যা : উম্মুল কুরআন ছাড়া সলাত বিশুদ্ধ ও পূর্ণ হবে না। ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফি'ঈ-এর প্রসিদ্ধ মতে সলাতে সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পড়া ফার্‌য। এটা ব্যতীত সলাত সহীহ হবে না। ইমাম বুখারী বলেন, সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ক্বিরাআত ফার্‌যের একটি অংশ।

সলাতকে আমি ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি। এখানে উদ্দেশ্য হলো ফাতিহাহ্ পড়া। কারণ সলাত বিশুদ্ধ হবে না সেটা ব্যতীত। এ হাদীসেও প্রমাণ রয়েছে যে ফাতিহাহ্ পড়া ফার্‌য।

আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর জন্যে আর শেষ তিন আয়াত বান্দার জন্যে এবং মধ্যবর্তী আয়াত অর্ধেক আল্লাহর জন্যে আর অর্ধেক বান্দার জন্যে বরাদ্দ।

---

[৮৪০] **সহীহ :** মুসলিম ৩৯৫।

٨٢٤ـ وَعَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮২৪। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) সলাত *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"* দিয়ে শুরু করতেন।[৮৪১]

ব্যাখ্যা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকাশ্যভাবে সূরাহ্ ফাতিহার ক্বিরাআত দিয়ে সলাত শুরু করতেন। শুরুর দু'আর পর সলাতে *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ থেকে বর্ণিত আছে যে *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া ওয়াজিব। আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া মুস্তাহাব। আর এ মতামত ইমাম আহমাদ এর পক্ষ থেকেও প্রসিদ্ধ আছে। তারপর তারা সকলেই ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বিরোধিতা করছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে *বিস্‌মিল্লা-হ* স্বজোরে পড়া সুন্নাত। আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া সুন্নাত না। বরং *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়া মুস্তাহাব। ইসহাক্ব ইবনু রাহাবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, *বিস্‌মিল্লা-হ* স্বজোরে পড়া বা নিঃশব্দে পড়ার স্বাধীনতা থাকবে। ইবনু হাযম এ মত পোষণ করছেন। আর এটাই আমাদের নিকটে প্রণিধানযোগ্য।

বিস্‌মিল্লা-হ সংক্রান্ত বিভিন্ন উক্তিতে *বিস্‌মিল্লা-হ* চার প্রকার অর্জিত হয়।

(১) *বিস্‌মিল্লা-হ* সম্পূর্ণভাবে কুরআনের আয়াত নয় তবে সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল-এর *বিসমিল্লা-হ* টি কুরআনের আয়াত। এ মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, আওযা'ঈ, তাহাবী, আবূ হানীফাহ্, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং আরো কোন কোন সহাবীগণ। ইবনু কুদামাহ্ এ মতকে পছন্দ করছেন।

(২) *বিস্‌মিল্লা-হ* সূরাহ্ তাওবাহ্ ছাড়া সকল সূরার একটি আয়াত অথবা আয়াতের অংশ। এ মত প্রকাশ করছেন ইমাম শাফি'ঈ ও তার সাথীগণ।

(৩) *বিস্‌মিল্লা-হ* ফাতিহার প্রথমের আয়াত বাকী সূরার প্রথমের আয়াত নয়। এ মত প্রকাশ করছেন, ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ 'উবায়দ, কুফাবাসী, মাক্কাবাসী, ইরাকবাসী।

(৪) *বিস্‌মিল্লা-হ* মাসহাফের মধ্যে লেখা হয়েছে তার সব স্থানে কুরআনের স্বতন্ত্র একটি আয়াত। না এটা ফাতিহার আয়াত না এটা অন্যান্য সূরার আয়াত। এটা সূরার মধ্যখানে পার্থক্য করার জন্যে নাযিল হয়েছে। এ মতটা আবূ বাক্‌র রাযী জাস্‌সাস ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর পছন্দনীয় মতামত।

٨٢٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِيْ أُخْرٰى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[৮৪১] **সহীহ :** বুখারী ৭৪৩, মুসলিম ৩৯৯।

৮২৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তোমরাও 'আমীন' বলবে। কারণ যে ব্যক্তির 'আমীন' মালাকগণের আমীনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন।[৮৪২] আর এক বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন ইমাম বলে, *"গয়রিল মাগযূবি 'আলায়হিম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন"*, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। কারণ যার 'আমীন' শব্দ মালাকগণের 'আমীন' শব্দের সাথে মিলে যায় তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ শব্দগুলো সহীহুল বুখারীর।[৮৪৩] সহীহ মুসলিমের হাদীসের শব্দগুলোও এর মতই। আর সহীহুল বুখারীর অন্য একটি বর্ণনার শব্দ হল, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কুরআন তিলাওয়াতকারী অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কেউ 'আমীন' বলবে, তোমরাও সাথে সাথে 'আমীন' বল। আর যে ব্যক্তির 'আমীন' শব্দ মালাকগণের আমীন শব্দের সাথে মিলে যাবে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৮৪৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। ইমাম বুখারী দলীল পেশ করলেন যে ইমাম 'আমীন' সজোরে বলবে। মুক্তাদীও সাথে সাথে 'আমীন' বলবে। ইমাম শাফি'ঈ ও জমহুরদের অভিমত 'আমীন' সজোরে বলা সুন্নাত এটাই বেশী প্রণিধানযোগ্য।

'আমীন' বলার মধ্যে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণের) সমান সমান হওয়ার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে যা নিম্নরূপ।

(১) মালায়িকাহ্ যখন 'আমীন' বলে সে ওয়াক্ত বা সময়ে তোমরাও 'আমীন' বলো। আর এটাই অধিকাংশের মতে সহীহ অর্থ। (২) কারো মতে তারা যেরূপ নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে 'আমীন' বলে থাকেন তোমরাও অনুরূপভাবে বলো। (৩) আবার কারো অভিমত তারা যেভাবে 'আমীন' বলেন তোমরাও তাই করো, তাহলে মালায়িকার সাথে সমান সমান হবে।

অতীতের সব গুনাহ মাফ করা হবে : এখানে গুনাহ অর্থ সগীরাহ্ অর্থাৎ- ছোট গুনাহ। আল্লাহ স্বীয় কালামেই ঘোষণা দিয়েছেন; নেক 'আমালের দ্বারা সগীরাহ্ গুনাহ মার্জনা হয়ে যায়। কাবীরাহ্ গুনাহও মার্জনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা সলাতের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর সলাত হলো 'ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম। এতদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থ আল্লাহ মালাকগণও 'আমীন' বলে বান্দার জন্যে দু'আ করেন। কাজেই কাবীরাহ্ গুনাহও মাফ হতে পারে।

٨٢٦ـ وَعَنْ أَبِي مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮২৬। আবূ মূসা আল্ আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা যখন জামা'আতে সলাত আদায় করবে, তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করবে। এরপর তোমাদের

[৮৪২] **সহীহ :** বুখারী ৭৮০, মুসলিম ৪১০।
[৮৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৭৮২।
[৮৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৪০২।

কেউ তোমাদের ইমাম হবে। ইমাম তাকবীর তাহরীমা *'আল্ল-হু আকবার'* বললে, তোমরাও *'আল্ল-হু আকবার'* বলবে। ইমাম *"গাইরিল মাগযূবি 'আলায়হিম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন"* বললে, তোমরা আমীন বলবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'আ ক্ববূল করবেন। ইমাম রুকূতে যাবার সময় *'আল্ল-হ আকবার'* বলবে ও রুকূ'তে যাবে। তখন তোমরাও *'আল্লা-হু আকবার'* বলে রুকূতে যাবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকূ' করবে। তোমাদের আগে রুকূ' হতে মাথা উঠাবে। এরপর নাবী ﷺ বললেন, এটা ওটার পরিবর্তে (অর্থাৎ তোমরা পরে রুকূ'তে গেলে, আর পরে মাথা উঠালে ও ইমাম আগে রুকূ'তে গেলে আর আগে মাথা উঠালে, উভয়ের সময় এক সমান হয়ে গেল)। এরপর নাবী ﷺ বললেন, ইমাম *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বলবে, তোমরা বলবে *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্দ"* আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনেন।[৮৪৫]

ব্যাখ্যা : যখন তোমরা সলাত পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে– তখন তোমার কাতার সোজা করবে এমনভাবে যাতে কোন রকম বাঁকা না থাকে এবং ফাঁকাও না থাকে। এর মর্মার্থ হলো কাতারগুলো সোজা করা। কাতারে মিশে মিশে দাঁড়ানো প্রথম কাতার পুরা করার পর পরের কাতার পুরা করবে। কাতারের মাঝে ফাঁকা স্থান পূরণ করা। আল্লামা আয়নী (রহঃ) বলেন : কাতার সোজা করা সলাতের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম। ইবনু হায্ম (রহঃ) বলেন, কাতার সোজা করা ফার্‌য। কেননা কাতার সোজা করা ইক্বামাতে সলাতের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম তাকবীর দেয়ার পিছে পিছে তাকবীর দিতে হবে। ইমামের আগে তাকবীর দেয়া যাবে না।

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক ও আহমাদ বলেন, ইমামের দায়িত্ব হলো *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বলা, আর মুক্তাদীর দায়িত্ব হলো *"আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- লাকাল হাম্দ"* বলা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদীর উভয়কে উভয়টা বলতে হবে। আর সকল ইমামের ঐকমত্য যে ব্যক্তি একাকি সলাত আদায় করবে সে উভয়টা বলবে।

٨٢٧-وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

৮২৭। মুসলিমের আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : ইমামের ক্বিরাআত তিলাওয়াত করার সময় তোমরা চুপ থাকবে।[৮৪৬]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ- মনোযোগ সহকারে শুনার জন্যে নীরব থাকো। এটা একমাত্র জিহরী সলাতের ক্ষেত্রে। ইমামা আবূ হানীফাহ্, মালিক, আহমাদ, ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ্ এ হাদীস দিয়ে দলীল দেন যে, স্বরবে সলাত আর নীরবে সলাত কোন সলাতেই মুক্তাদী ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়বে না। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে সর্বাবস্থায় মুক্তাদীর ওপর ক্বিরাআত পড়া ফার্‌য।

ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে সহাবীগণের মাঝেও মতানৈক্য ছিল। আত্ তিরমিযী (রহঃ) স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। ইবনু মুবারকের উক্তি দিয়েও উত্তর দেয়া যায়। তিনি বলেন, আমি ইমামের পিছনে

---

[৮৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪০৪। فَتِلْكَ بِتِلْكَ -এর অর্থ বর্ণনায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ইমাম যে সময়টুকু তোমাদের আগে রুকূ'তে গিয়ে অতিবাহিত করছে। ইমাম রুকূ' থেকে উঠার পর তোমরা সে সময়টুকু রুকূ'তে অবস্থান করো তা দ্বারা ইমামের আগে যাওয়ার সময়টুকু পূরণ হয়ে যায়। ফলে তোমাদের এ মুহূর্তটি তার যে সময়ের সমান হয় এবং তোমাদের রুকূ'র স্থায়িত্বটা তার রুকূ'র স্থায়িত্বের সমান হয়।

[৮৪৬] আল মাসদিরুস্ সা-বিক্ব (প্রাগুক্ত)।

ক্বিরাআত পড়েছি এবং অন্যান্য লোকজনও ক্বিরাআত পড়েছে একমাত্র কুফানগরের এক সম্প্রদায় ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া পছন্দ করেছেন।

٨٢٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮২৮। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যুহরের সলাতে প্রথম দু' রাক্'আতে সূরাহ্ ফাতিহা এবং আরও দু'টি সূরাহ্ পাঠ করতেন। পরের দু' রাক্'আতে শুধু সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কখনও কখনও তিনি আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পাঠ করতেন। তিনি প্রথম রাক্'আতকে দ্বিতীয় রাক্'আত অপেক্ষা লম্বা করে পাঠ করতেন। এভাবে তিনি 'আস্রের সলাতও আদায় করতেন। এভাবে তিনি ফাজ্রের সলাত আদায় করতেন।[৮৪৭]

ব্যাখ্যা : প্রথম রাক্'আতে ক্বিরাআত দীর্ঘায়িত করার কারণ হলো তাতে মুক্তাদীগণ সলাতে শারীক হওয়ার সুযোগ পায়। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, মালিক, হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) সহ প্রায় সমস্ত ইমামগণই বলেন, সকল সলাতেই প্রথম রাক্'আতে ক্বিরাআত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে খাটো করে পড়াই উত্তম। এ হাদীসটি তাদের দলীল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, ফাজ্র সলাত ব্যতীত সকল সলাতে উভয় রাক্'আতে সমানভাবে দীর্ঘ কিংবা হ্রাস হওয়া উত্তম। মূলত ফাজ্রের সময় নিদ্রা ও অসচেতনতার সময়। তাই মুক্তাদীদের সহানুভূতির লক্ষ্যে ক্বিরাআত লম্বা করা বাঞ্চনীয়। আর ক্বিরাআতের মধ্যে উভয় রাক্'আতের মর্যাদা সমান। কাজেই উভয় রাক্'আতেই সমপরিমাণ হওয়া উচিত। যেমন- অন্য আরেক হাদীস বর্ণিত আছে তিনি ফাজ্রের প্রত্যেক রাক্'আতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। আর প্রথম রাক্'আত দীর্ঘ করতেন মানে বিস্মিল্লা-হ, আ'উযুবিল্লা-হ ও সানা ইত্যাদির দরুন দীর্ঘায়িত হত।

٨٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮২৯। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যুহর ও 'আস্রের সলাতে কত সময় দাঁড়ান তা আমরা অনুমান করতাম। আমরা অনুমান করলাম যে, তিনি যুহরের প্রথম দু' রাক্'আতে 'সূরাহ্ আলিফ লাম মীম তানযিলুস সাজদাহ্' পাঠ করতে যত সময় লাগে তত সময় দাঁড়াতেন।

---

[৮৪৭] **সহীহ :** বুখারী ৭৫৯, মুসলিম ৪৫১।

অন্য এক বর্ণনায়, প্রত্যেক রাক্‘আতে ত্রিশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় দাঁড়াতেন। আর পরবর্তী দু’ রাক্‘আতের অর্ধেক সময় দাঁড়াতেন বলে অনুমান করেছিলাম। ‘আসরের সলাতের প্রথম দু’ রাক্‘আতে, যুহরের সলাতের শেষ দু’ রাক্‘আতের সমপরিমাণ এবং ‘আস্‌রে সলাতের শেষ দু’ রাক্‘আতে যুহরের শেষ দু’ রাক্‘আতের অর্ধেক সময় বলে অনুমান করেছিলাম।[৮৪৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ যুহরের শেষ রাক্‘আতে সূরাহ্ ফাতিহার সাথে অন্য সূরাহ্ পাঠ করতেন। চার রাক্‘আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ দু’ রাক্‘আতে সূরাহ্ ফাতিহার পরেও অন্য সূরাহ্ পাঠ জায়িয আছে।

٨٣٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩০। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাতে সূরাহ্ *“ওয়াল্লায়লি ইযা-ইয়াগ্‌শা-”* এবং অপর বর্ণনা মতে *“সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ’লা-”* পাঠ করতেন। ‘আস্‌রের সলাতও একইভাবে আদায় করতেন। কিন্তু ফাজ্‌রের সলাতে এর চেয়ে লম্বা সূরাহ্ তিলাওয়াত করতেন।[৮৪৯]

ব্যাখ্যা : তারাবীহ সলাত ব্যতীত এক রাক্‘আতে একটি পূর্ণ সূরাহ্ পাঠ করাই সুন্নাত। অংশবিশেষ পড়া জায়িয তবে সুন্নাত নয়। রসূল ﷺ এ রকমই পড়তেন। কোন একটি সলাতের জন্যে বিশেষ কোন সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়েননি।

٨٣١- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩১। যুবায়র ইবনু মুত্ব‘ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ্ ‘তূর’ পাঠ করতে শুনেছি।[৮৫০]

٨٣٢- وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩২। উম্মু ফায্‌ল বিনতু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ্ মুরসলাত তিলাওয়াত করতে শুনেছি।[৮৫১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস দু’টি দ্বারা বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ কোন কোন বিশেষ সলাতের বিশেষ সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়েননি। বরং একই সলাতে বিভিন্ন সূরাহ্ পড়ছেন। তবে তিনি যে সূরাহ্ যে সলাতে অধিকাংশ সময় পড়েছেন। আমাদেরও সে সলাতে তা অধিকাংশ সময় পড়া উত্তম। রসূল ﷺ মুক্তাদীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কখনও ক্বিরাআত দীর্ঘ করেছেন আবার কখনো সংক্ষিপ্ত করেছেন।

[৮৪৮] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫২।
[৮৪৯] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫৯।
[৮৫০] **সহীহ :** বুখারী ৭৬৫, মুসলিম ৪৬৩।
[৮৫১] **সহীহ :** বুখারী ৪৪২৯, মুসলিম ৪৬২।

٨٣٣- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩৩। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করতেন, তারপর নিজ এলাকায় যেতেন ও এলাকাবাসীর ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে 'ইশার সলাত আদায় করলেন, তারপর নিজ এলাকায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন। তিনি সলাতে সূরাহ্ বাক্বারাহ্ পাঠ করতে শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক লোক সালাম ফিরিয়ে সলাত থেকে পৃথক হয়ে গেল। একা একা সলাত আদায় করে এখান থেকে চলে গেল। তার এ অবস্থা দেখে লোকজন বিস্মিত হয়ে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক্ব হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কখনও মুনাফিক্ব হয়নি। নিশ্চয়ই আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যাব। এ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জানাব। তারপর সে ব্যক্তি রসূলের কাছে এলো। বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি পানি সেচকারী (শ্রমিক), সারাদিন সেচের কাজ করি। মু'আয আপনার সাথে 'ইশার সলাত আদায় করে নিজের গোত্রের ইমামতি করতে এসে সূরাহ্ বাক্বারাহ্ দিয়ে সলাত শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু'আয-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি 'ইশার সলাতে সূরাহ্ ওয়াশ্ শাম্সি ওয়ায্ যুহা-হা-, সূরাহ্ ওয়ায্ যুহা-, সূরাহ্ ওয়াল লায়লী ইযা- ইয়াগ্শা-, সূরাহ্ সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা- তিলাওয়াত করবে।[৮৫২]

ব্যাখ্যা : নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পিছনে ফার্‌য আদায়কারীর ইক্তিদা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর এক মতানুযায়ী নাফ্ল আদায়কারীর পিছনে ফার্‌য আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয নেই। কারণ ইমাম মুক্তাদীর সলাতের যামিন হয়। আর এটা যুক্তিযুক্ত যে, নাফ্ল আদায়কারী দুর্বল এবং ফার্‌য আদায়কারী শক্তিমান। দুর্বল কখনো শক্তিমানের যামিন হতে পারে না। সুতরাং নাফ্ল সলাত আদায়কারী কখনও ইমাম হিসেবে ফার্‌য আদায়কারী মুক্তাদীর যামিন হতে পারে না।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে ও আহমাদ (রহঃ) এক বর্ণনার মতে নাফ্ল আদায়কারীর পিছনে ফার্‌য আদায়কারীর ইক্তিদা জায়িয আছে। তাদের দলীল হল- (১) আলোচ্য হাদীসে মু'আয-এর ঘটনা যা জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেছেন। তিনি রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে প্রথমে ফার্‌য হিসেবে আদায় করে পরে নাফ্ল আদায়কারী হিসেবে ইমামতি করেন। যদি এটা জায়িয না হত মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অবশ্য তাকে দ্বিতীয়বারের ইমামতি করতে নিষেধ করতেন।

---

৮৫২ **সহীহ :** বুখারী ৭০৫, মুসলিম ৪৬৫; শব্দবিন্যাস মুসলিমের। اَلنَّوَاضِحُ (আন্ নাওয়া-যিজ) অর্থ সে সব উট যার মাধ্যমে কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করে বাগানের সরবরাহ করা যায়।

(২) জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতি করেছেন। অথচ মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তা)-এর ওপর সলাত ফার্‌য নয়। যদি এটা জায়িয না হত তাহলে ফার্‌য আদায়কারী মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নাফ্‌ল আদায়কারী জিব্‌রীলের ইক্তিদা করা কিভাবে জায়িয হলো?

٨٣٤ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩৪। বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে 'ইশার সলাতে সূরাহ্ "ওয়াত্‌ত্বীন ওয়ায যায়তূন" পাঠ করতে শুনেছি। আর তার চেয়ে মধুর স্বর আমি আর কারও শুনিনি।[৮৫৩]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইশার সলাতে প্রথম রাক্'আতে সূরাহ্ তিন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে ইন্না আনযালনা পড়েছেন। কেননা সফরের সলাত হালকা হওয়ার দাবীদার। আর মু'আয-এর এর ঘটনাটি ছিল মুকিম অবস্থায়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরের সলাতে ক্বিরাআত পড়া মুকিমের সলাতের ক্বিরাআত পড়ার মত নয়।

٨٣٥ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ونحوها وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩৫। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌রের সলাতে সূরাহ্ 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' ও এরূপ সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। অন্যান্য সলাত ফাজ্‌রের চেয়ে কম দীর্ঘ হত।[৮৫৪]

٨٣٦ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩৬। 'আম্‌র ইবনু হুবায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ফাজ্‌রের সলাতে "*ওয়াল লায়লি ইযা- 'আস্‌আস্*" সূরাহ্ তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।[৮৫৫]

٨٣٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوسٰى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسٰى أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাক্কায় আমাদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় করিয়েছেন। তিনি সূরাহ্ মু'মিন তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। তিনি যখন মূসা ও হারূন অথবা 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর আলোচনা পর্যন্ত এসে পৌছলেন তার কাশি এসে গেলে (সূরাহ্ শেষ না করেই) তিনি রুকূ'তে চলে গেলেন।[৮৫৬]

---

[৮৫৩] **সহীহ :** বুখারী ৭৬৯, মুসলিম ৪৬৪।

[৮৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫৮। ফাজ্‌র সলাতের পরবর্তী সলাতগুলো হালকা হত। অর্থাৎ- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্বিরাআত ফাজ্‌রের তুলনায় অন্যান্য সলাতে অধিক হালকা ছিল।

[৮৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫৬।

[৮৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ৪৫৫।

ব্যাখ্যা : 'আম্বিয়াদের অতীত ঘটনাবলী স্মরণ পড়ায় তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি সূরাটি সমাপ্ত করতে পারেনি। সলাতে ক্বিরাআত পড়তে গিয়ে কোন কোন কারণে যদি বাধা সৃষ্টি হয় আর এ পরিমাণ ক্বিরাআত পড়া হয়ে থাকে যা দ্বারা সলাত শুদ্ধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ রুকূ'তে যাওয়া যেতে পারে।

٨٣٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالم تَنْزِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন ফাজ্‌রের সলাতের প্রথম রাক্'আতে *"আলিফ লা-ম্ মীম্ তানযীল"* (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্) ও দ্বিতীয় রাক্'আতে *"হাল আতা-'আলাল ইনসা-নি"* (অর্থাৎ সূরাহ্ আদ্ দাহ্‌র) তিলাওয়াত করতেন।[৮৫৭]

ব্যাখ্যা : জুমু'আর দিন এ সূরাহ্ দু'টি পড়ার মধ্যে সম্ভবত এর অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। মানুষের সৃষ্টির সূচনা, পরিণতি ও পরকাল, আদামের সৃষ্টি, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং এর অধিবাসীদের অবস্থার বিবরণ এবং অবশেষে দুনিয়ার ধ্বংস সাধন হওয়া তথা ক্বিয়ামাত কায়িম জুমু'আর দিনেই। তাই প্রায়শঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উক্ত সূরাহ্ দু'টি পাঠ করতেন। তবে তিনি সর্বদা এটা পড়তেন না, বিভিন্ন সূরাহ্ পড়তেন। সলাতে সূরাহ্ সম্পূর্ণ পড়া উত্তম। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় এমনই করতেন।

٨٣٩ـ وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولٰى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩৯। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মাদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে মাক্কায় গেলেন। এ সময় আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জুমু'আর সলাতে আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি সলাতে সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ প্রথম রাক্'আতে ও সূরাহ্ *"ইযা জা-আকাল মুনাফিকূন"* (সূরাহ্ আল মুনা-ফিকূন) দ্বিতীয় রাক্'আতে তিলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জুমু'আর সলাতে এ দু'টি সূরাহ্ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।[৮৫৮]

٨٤٠ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪০। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু' ঈদে ও জুমু'আর সলাতে সূরাহ্ *"সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা-"* (সূরাহ্ আ'লা-) ও *"হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়াহ্"*

---

[৮৫৭] **সহীহ :** বুখারী ৮৯১, মুসলিম ৮৮০।

[৮৫৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮৭৭।

(সূরাহ্ গা-শিয়াহ্) তিলাওয়াত করতেন। আর ঈদ ও জুমু'আহ্ একদিনে হলে, এ দু'টি সূরাহ্ তিনি দু' সলাতেই পড়তেন।[৮৫৯]

٨٤١ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪১। 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব আবূ ওয়াক্বিদ আল্ লায়সীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রসূলুল্লাহ দু' ঈদের সলাতে কি পাঠ করতেন? রাবী বলেন, তিনি উভয় ঈদের সলাতেই *"ক্বাফ ওয়াল কুরআ-নিল মাজীদ"* (সূরাহ্ ক্বাফ) ও *"ইক্বতারাবাতিস সা-'আহ্"* (সূরাহ্ আল ক্বামার) তিলাওয়াত করতেন।[৮৬০]

ব্যাখ্যা : উপরে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস পরস্পর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। মূলত এটা বৈপরীত্য নয়। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি রসূল তার জীবদ্দশায় একই সলাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরাহ্ পাঠ করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবগতি অনুসারে বর্ণনা করেছেন। 'উমার অবশ্য জানতেন যে, মহানাবী দু' ঈদে কি পড়েছেন তবুও লোকদের সম্মুখে প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন।

٨٤٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪২। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ফাজ্‌রের দুই রাক্'আত সলাতে *"কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন"* ও *"কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ"* তিলাওয়াত করেছেন।[৮৬১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফাজ্‌রের দু'রাক্'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফাজ্‌রের দু' রাক্'আত সুন্নাত। রসূল ফাজ্‌রের সুন্নাত সলাতে প্রায়ই ছোট ছোট সূরাহ্ পড়তেন।

٨٤٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪৩। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ফাজ্‌রের দু' রাক্'আত সলাতে যথাক্রমে সূরাহ্ বাক্বারার এ আয়াত *"কূলূ আ-মান্না বিল্লা-হি ওয়ামা- উন্‌যিলা ইলায়না-"* এবং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর এ আয়াত 'কুল ইয়া- আহলাল' কিতাবে "তা'আলাও ইলা- কালিমাতিন সাওয়া-য়িন বায়নানা- ওয়া বায়নাকুম" পাঠ করতেন।[৮৬২]

---

[৮৫৯] **সহীহ :** মুসলিম ৮৭৮।

[৮৬০] **সহীহ :** মুসলিম ৮৯১। হাদীসের রাবী 'উবায়দুল্লাহ্ হলেন ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্‌বাহ্ আল্ হুজালী আল্ মাদানী, সাতজন ফকীহদের মধ্যে অন্যতম যিনি ৯৯ হিঃ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'উমার হতে এ হাদীসটি মুরসালসূত্রে বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি 'উমার -এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তবে মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় হাদীসটি তিনি ('উবায়দুল্লাহ) আবূ ওয়াক্বিদ আল্ লায়সীর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুত্তাসিল এবং সহীহ।

[৮৬১] **সহীহ :** মুসলিম ৭২৬।

[৮৬২] **সহীহ :** মুসলিম ৭২৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٤٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهٗ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِذَاكَ

৮৪৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) *“বিসমিল্লা-হ”*-এর সাথে সলাত শুরু করতেন। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসের সানাদ শক্তিশালী নয়)[৮৬৩]

ব্যাখ্যা : *বিস্‌মিল্লা-হ* সহকারে শুরু করার অর্থ হলো *বিসমিল্লা-হ*কে চুপে চুপে পড়তেন। কেননা পূর্বে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি *“আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ”* দ্বারাই সলাত শুরু করতেন, এভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে।

٨٤٥- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقَالَ آمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وابن مَاجَةَ

৮৪৫। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি সলাতে *“গাইরিল মাগযূবি ‘আলায়হিম ওয়ালায্‌ যোয়াল্‌লীন”* পড়ার পর সশব্দে ‘আমীন’ বলেছেন।[৮৬৪]

ব্যাখ্যা : সলাতে *‘আমীন’* বলা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আল জামা‘আতের ইজমা বা ঐকমত্য সিদ্ধান্ত যে, ফাতিহার সমাপ্তিতে ‘আমীন’ বলা মুস্তাহাব, জাহিরী সম্প্রদায় বলেন ওয়াজিব এবং রাফিজীগণ বলেন *‘আমীন’* বলা বিদ্‌‘আত। তাদের মতে সলাত বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ ইমাম *‘আমীন’* বলবে কি না? ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও মালিক (রহঃ) বলেন ইমাম *‘আমীন’* বলবে না। কেবলমাত্র মুক্তাদীগণই *‘আমীন’* বলবে। তবে ইমাম শাফি‘ঈ ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, ইমামও *‘আমীন’* বলবে। কেননা, এক হাদীসে বর্ণিত আছে ইমাম যখন *‘আমীন’* বলবে, তোমরা তখন *‘আমীন’* বলবে।

যে সলাতে ক্বিরাআত চুপে চুপে পড়তে হয় সে সলাতে, *‘আমীন’* চুপে চুপে বলতে হবে। এতে করো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রকাশ্যে *‘আমীন’* বলার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : সর্বাবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদী উভয় চুপে চুপে *‘আমীন’* বলবে। ইমাম আহমাদ ও শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেন যে, সলাত আদায়কারী ইমাম হন বা মুক্তাদী হন *‘আমীন’* প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে হবে। মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যখন ইমাম *‘আমীন’* বলবে তখন তোমরা ‘আমীন’ বলবে। *‘আমীন’* জেহরী হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৮৬৩] **য‘ঈফুল ইসনাদ :** আত্ তিরমিযী ২৪৫।

[৮৬৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯৩২, আত্ তিরমিযী ২৪৮, ইবনু মাজাহ্ ৮৫৫, দারিমী ১২৮৩; শব্দবিন্যাস আত্ তিরমিযীর।

٨٤٦- وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِآمِينَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৮৪৬। আবূ যুহায়র আন্ নুমায়রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বের হলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট এলাম যিনি (সলাতের মধ্যে) আল্লাহর কাছে আকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, লোকটি তার জন্য জান্নাত ঠিক করে নিল, যদি সে এতে মোহর লাগায়। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! কি দিয়ে মোহর লাগাবে? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমীন' দিয়ে।[৮৬৫]

٨٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ ﴿الْأَعْرَافِ﴾ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৮৪৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরাহ্ আ'রাফ দু' ভাগে ভাগ করে মাগরিবের সলাতের দু' রাক্'আতে তিলাওয়াত করলেন।[৮৬৬]

٨٤٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ لِرَسُولِ اللهِ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِي ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ قَالَ فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৮৪৮। 'উক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটের নাকশী ধরে ধরে সামনের দিকে চলতাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, হে 'উক্ববাহ্! আমি কি তোমাকে পাঠ করার মত দু'টি উত্তম সূরাহ্ শিক্ষা দেব? তারপর তিনি আমাকে "*কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব*" (সূরাহ্ ফালাক্ব) ও "*কুল আ'উযু বিরব্বিন্না-স*" (সূরাহ্ আন্ না-স) শিখালেন। কিন্তু এতে আমি খুব খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। পরে তিনি ফাজ্রের সলাতের জন্য উট হতে নামলেন। এ দু'টি সূরাহ্ দিয়েই আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষ করে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি দেখলে হে 'উক্ববাহ্।[৮৬৭]

---

৮৬৫ **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৯৩৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৭১। কারণ এর সানাদে সবীহ ইবনু মুহাররায রয়েছে যার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-শুরইয়াযী একাকী হয়েছে। আলবানী (রহঃ) বলেন : এর মাধ্যমে ইমাম যাহাবী তাকে মাজহূল বলতে চেয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর তাকে বিশ্বস্ত বলাটা গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) ও হাদীসটির সানাদকে দুর্বল বলেছেন।

৮৬৬ **সহীহ :** বুখারী ১/১৯৭, নাসায়ী ৯৯১, আবূ দাউদ ৮১২।

৮৬৭ **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৬২, নাসায়ী ৪৫৩৬, আহ্মাদ ৪/১৪৯, ১৫০, ১৫৩, হাকিম ১/৫৬৭। যদিও আবূ দাউদের সানাদে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু নাসায়ী ও আহ্মাদ-এর সানাদটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : সূরাদ্বয়ের অনেক মর্যাদা রয়েছে। অকল্যাণ হতে রক্ষা এবং আল্লাহরর স্মরণ লাভের জন্যে বিশেষভাবে দু'টি সূরাই অতি উত্তম। বর্ণিত আছে যে, একদা রসূল ﷺ জনৈক যাদুকরের যাদুটোনায় আক্রান্ত হলে জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে এ সূরাদ্বয় পাঠ করলেন। সূরাদ্বয়ে এগারটি আয়াত রয়েছে। এগারটি আয়াতে এগারটি যাদুটোনার গিরা খুলে যায়। রসূল ﷺ যাদুটোনার ক্ষতি হতে রক্ষা পান, এখনও সূরাদ্বয় পাঠ করলে যে কোন যাদুটোনা জাতীয় জিনিসের ক্ষতি হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

٨٤٩ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ﴿قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ﴾. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৮৪৯। জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে দিবাগত রাতে) মাগরিবের সলাতে "*কুল ইয়া- আইউহাল কা-ফিরূন*" (সূরাহ্ আল কা-ফিরূন) ও "*কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ*" (সূরাহ্ ইখলাস) পাঠ করতেন।[৮৬৮] এ হাদীসটি শারহে সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে।

٨٥٠ـ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

৮৫০। ইবনু মাজাহ্ এ হাদীসটি ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে নকল করেছেন। কিন্তু এতে "লায়লাতুল জুমু'আহ্" (অর্থাৎ- জুমু'আর রাত) উল্লেখ নেই।[৮৬৯]

٨٥١ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুণে শেষ করতে পারব না যে, আমি কত বার রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সলাতের পরের ও ফাজ্‌রের সলাতের আগের দু' (রাক্'আত) সুন্নাতে "*কুল ইয়া- আইউহাল কা-ফিরূন*" (সূরাহ্ আল কা-ফিরূন) ও "*কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ*" (সূরাহ্ ইখলাস) তিলাওয়াত করতে শুনেছি।[৮৭০]

---

[৮৬৮] **খুবই দুর্বল :** ইবনু হিব্বান ১৮৪১, য'ঈফাহ্ ৫৫৯। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু সিমাল ইবনু হার্ব তার পিতা হতে এ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন : আমি হাদীসটি জাবির ইবনু সামুরাহ্ থেকে বর্ণিত বলেই জানি। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন : মাহফূজ হলো যেমাক থেকে অর্থাৎ- সঠিক হলো হাদীসটি মুরসাল যাতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ নেই। আর তিনি (ইবনু হিব্বান) যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি এ সা'ঈদ। আর ইবনু হিব্বান যদিও তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন কিন্তু আবূ হাতিম তাকে মাতরূকুল হাদীস বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার আবূ হাতিম-এর কথার উপর নির্ভর করেছেন/তার কথা সমর্থন করেছেন এবং তিনি ফাতহুল বারীতে বলেছেন : মাহফূজ হলো রসূল ﷺ এ দু'টি সূরাহ্ মাগরিবের সুন্নাতে পড়েছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : আবূ দাউদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি ইবনু 'উমার থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

[৮৬৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৮৩৩। ইবনু মাজাহ্ হাদীসটি তার সুনানে বর্ণনা করেছেন। তার শিক্ষক আহ্‌মাদ ইবনু বুদাইল ব্যতীত বাকী সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত, বুখারীর রাবী। তার (আহ্‌মাদ ইবনু বুদায়ল) মধ্যে স্মৃতিশক্তিজনিত ত্রুটি রয়েছে। ইমাম নাসায়ী বলেন : তার কোন সমস্যা নেই। আর ইবনু 'আদী বলেন : তিনি (আহ্‌মাদ ইবনু বুদায়ল) হাফস্ ইবনু গিয়াস এবং আরো অনেকের থেকে কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে যেগুলো আমার মতে মুনকার। আলবানী (রহঃ) বলেন : তার (আহ্‌মাদ) এ হাদীসটি হাফস্ ইবনু গিয়াস থেকে। ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন : যদিও সানাদটি বাহ্যিকভাবে সহীহ কিন্তু মূলত তা মা'লুল।

[৮৭০] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী ৪৩১, ইবনু মাজাহ্ ৮৩৩। দারাকুত্বনী বলেন : এর সানাদে কতিপয় রাবী ভুল করেছেন।

٨٥٢-وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

৮৫২। এ হাদীসটি ইবনু মাজাহ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় "মাগরিবের পর" শব্দ নেই।[৮৭১]

٨٥٣-وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ

৮৫৩। তাবি'ঈ সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি অমুক লোক ছাড়া আর কোন লোকের পিছনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সলাত আদায় করিনি। সুলায়মান বলেন, আমিও ওই লোকের পিছনে সলাত আদায় করেছি। তিনি যুহরের প্রথম দু' রাক্'আত অনেক লম্বা করে পড়তেন। আর শেষ দু' রাক্'আতকে ছোট করে পড়তেন। 'আস্‌রের সলাত ছোট করতেন। মাগরিবের সলাতে কিসারে মুফাসসাল সূরাহ্ পাঠ করতেন। 'ইশার সলাতে আওসাতে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন। আর ফাজ্‌রের সলাতে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল সূরাহ্ পাঠ করতেন।[৮৭২] নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্‌ও এ বর্ণনাটি নকল করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা 'আস্‌রের সলাত ছোট করতেন পর্যন্ত।

٨٥٤-وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ مَالِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

৮৫৪। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ফাজ্‌রের সলাতে ছিলাম। তিনি যখন ক্বিরাআত শুরু করলেন, তখন তাঁর তিলাওয়াত করা কষ্টকর ঠেকল। তিনি সলাত শেষ করে বললেন, তোমরা মনে হয় ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়। আমরা আরজ করলাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ক্বিরাআত পাঠ করি। তিনি বললেন, সূরাহ্ ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পাঠ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি এ সূরাহ্ পাঠ করবে না তার সলাত হবে না।[৮৭৩] নাসায়ী এ অর্থে বর্ণনা

---

[৮৭১] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ১১৪৮।

[৮৭২] **সহীহ :** নাসায়ী ৯৮৩।

[৮৭৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮২৩, ৮২৪; নাসায়ী ৯১১। আলবানী বলেন : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরের ধারণা মতে এ ইবারতের মাধ্যমে ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না বরণ জায়িয সাব্যস্ত হয়। কারণ নাহির পরে ইযতিযনা বৈধতার উপকারিতা দেয় কুরআনে যার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যে আরো বিস্তারিত জানতে চাই সে যেন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর রচিত গ্রন্থ فَيْضُ الْقَدِيرِ দেখে নেই। আর একটি সহীহ হাদীসের বর্ণনা لَا

করেছেন, কিন্তু আবূ দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে : নাবী ﷺ বললেন, কি হল কুরআন আমার সাথে এভাবে টানাটানি করছে কেন? আমি যখন সশব্দে ক্বিরাআত পাঠ করি তখন তোমরা সূরাহ্ ফাতিহাহ্ ছাড়া আর কিছু পাঠ করবে না।)[৮৭৪]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ একবার ফাজ্‌রের সলাতে সূরাহ্ রূম পড়তে শুরু করলেন এবং তিনি তাতে ভুলের শিকার হন। অতঃপর দেখা গেল যে এটা তার পিছনে ইক্তিদাকারীর কারণে হয়েছিল যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না।

٨٥٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ.

৮৫৫। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ জেহরী সলাত অর্থাৎ শব্দ করে ক্বিরাআত পড়া সলাত শেষ করে সলাত আদায়কারীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে ক্বিরাআত তিলাওয়াত করেছ? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল (আমি পড়েছি)। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাই তো, আমি সলাতে মনে মনে বলছিলাম, কি হল, আমি ক্বিরাআত পাঠ করতে আটকিয়ে যাচ্ছি কেন? আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন, রসূলের এ কথা শুনার পর লোকেরা রসূলের পেছনে জেহরী সলাতে ক্বিরাআত পাঠ বন্ধ করে দিয়েছিল।[৮৭৫]

٨٥٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. رَوَاهُ أَحْمَد

৮৫৬। ইবনু 'উমার এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু আনাস আল-বায়াযী رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তারা বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : সলাত আদায়কারী সলাতরত অবস্থায় তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে আলাপ করে। তাই তার উচিত সে কি আলাপ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে।[৮৭৬]

تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ টি তার সে কথাকেই প্রমাণ করা। অতএব এটি যেন ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়া ওয়াজিব না হওয়ার দলীল। হাদীসটি ইমাম আত্ তিরমিযী হাসান বলেছেন। তবে আবূ দাউদের সানাদটি দুর্বল। কারণ তার সানাদে নাফি' ইবনু মাহমূদ ইবনু রাবি' রয়েছে যাকে ইমাম যাহাবী অপরিচিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

[৮৭৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮২৪। কারণ মাকহূল মুদাল্লিস রাবী সে عنعن দিয়ে হাদীস বর্ণনা করে থাকে।

[৮৭৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮২৬, আত্ তিরমিযী ৩১২, নাসায়ী ৯১৯, মালিক ২৮৬, আহমাদ ৮০০৭, ইবনু মাজাহ ৮৪৮। হাদীসটি আবূ হাতিম আর্ রযী, ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল কায়্যিম আল্ যাওযী (রহঃ) সহীহ বলেছেন। কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, فَانْتَهَى النَّاسُ... إلى أخره অংশটুকু সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর উক্তি যা হাদীসে প্রবেশ করানো হয়েছে। তবে এ দাবীর সপক্ষে কোন শক্তিশালী দলীল নেই। এমনকি ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এ কথাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর বায়হাক্বীতে শাহিদ বর্ণনাও রয়েছে যা ইমাম সুয়ূত্বি (রহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

[৮৭৬] **সহীহ :** আহ্মাদ ৬০৯২, সহীহাহ্ ১০৬৩।

ব্যাখ্যা : সলাতে অন্তরকে উপস্থিত করা, অর্থাৎ মনোযোগী হওয়া, বিনয়ী থাকা, মনে একাগ্রতা থাকা এবং যা পড়া হয় তা নিয়ে চিন্তা করা জরুরী।

٨٥٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابن مَاجَةَ

৮৫৭। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : ইমাম এজন্য নিয়োগ করা হয় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে। তাই ইমাম *'আল্লা-হু আকবার'* বললে তোমরাও *'আল্লা-হু আকবার'* বলবে। ইমাম যখন ক্বিরাআত তিলাওয়াত করবে, তোমরা তখন চুপ থাকবে।[৮৭৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম মালিক ও আহমাদের মতে, যে সলাতে ক্বিরাআত জোরে পড়া হয় তাতে মুক্তাদী চুপ থাকবে ও শুনবে এবং ইমামের সাক্তাতে ফাতিহাহ্ পড়বে। কিন্তু যে সলাতে ক্বিরাআত চুপে চুপে পড়া হয় ইমামের পেছনে মনে মনে পড়বে।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, রাহওয়াই ও ইসহাক্ব প্রমুখের মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্যে সব সলাতেই শুধুমাত্র সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পড়া ওয়াজিব। অন্য ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়।

٨٥٨ـ وَعَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي ما يُجْزِئُنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا لله فَمَاذَا لِيْ قَالَ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَا يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وانتهت رَوَاهُ النِّسَائِيُّ عِنْدَ قَوْله : «اِلَّا بِاللهِ».

৮৫৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী-এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কুরআনের কোন অংশ শিখে নিতে সক্ষম নই। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। উত্তরে নাবী বললেন, তুমি এই (দু'আ) পড়ে নিবে : "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। সব প্রশংসা তাঁর। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ অতি বড় ও মহান। গুনাহ হতে বেঁচে থাকার শক্তি ও 'ইবাদাত করার তাওফীক আল্লাহরই কাছে"। ঐ ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! এসব তো আল্লাহর জন্য। আমার জন্য কি? উত্তরে নাবী বললেন, তোমার জন্য পড়বে : "হে আল্লাহ! আমার উপর রহম কর। আমাকে নিরাপদে রাখ। আমাকে হিদায়াত দান কর। আমাকে রিয্ক দাও"। তারপর লোকটি নিজের দু' হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করল আবার বন্ধ করল যেন সে পেয়েছে বলে বুঝাল। এটা দেখে নাবী বললেন : এ ব্যক্তি তার দু' হাত কল্যাণ দিয়ে ভরে নিল।[৮৭৮] কিন্তু নাসায়ীর রাবীগণ এই বর্ণনা শেষ করেছেন *"ইল্লা- বিল্লা-হ"* পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা : এ হুকুম এমন ব্যক্তির জন্যে যে সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সলাতের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার সুযোগ পায়নি।

---

[৮৭৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯৭৩, নাসায়ী ৯২১, ইবনু মাজাহ্ ৮৪৬, সহীহুল জামি' ২৩৫৮।

[৮৭৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ৮৩২। এ হাদীসের আরো শাহিদমূলক হাদীস রয়েছে।

٨٥٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى. رَوَاهُ أَحْمَد وأَبُوْ دَاوُدَ

৮৫৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন *"সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা-"* (সূরাহ্ আ'লা-) পড়তেন, তখন বলতেন, *"সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা-"* (আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান রব্বুল 'আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।[৮৭৯]

٨٦٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِـ ﴿وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ﴾ فَانْتَهٰى إِلٰى ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ﴾ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ فَانْتَهٰى إِلٰى ﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ﴾ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلٰى قَوْلِهٖ: (وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ).

৮৬০। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের যে ব্যক্তি সূরাহ্ *ওয়াত্ তীনি ওয়ায্যায়তূন* পড়তে পড়তে *"আলায়সাল্ল-হু বিআহ্কামিল হা-কিমীন"* (আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় হাকিম নন?) পর্যন্ত পৌঁছবে, সে যেন বলে, *"বালা-, ওয়াআনা- 'আলা- যা-লিকা মিনাশ্ শা-হিদীন"* [সূরাহ্ আত্ তীন] (হাঁ, আমি এ কথার সাক্ষ্যদানকারীদের একজন)। আর যে ব্যক্তি সূরাহ্ ক্বিয়া-মাহ্ পড়তে *"আলায়সা যা-লিকা বিক্বা-দিরীন 'আলা- আন্ ইউহ্য়িয়াল মাওতা-"* (সে আল্লাহর কি এ শক্তি নেই যে, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন), তখন সে যেন বলে, "বালা" (হাঁ, তিনি তা করতে সমর্থ)। আর যে ব্যক্তি সূরাহ্ ওয়াল মুরসালা-ত পড়তে পড়তে *"ফাবি আইয়ি হাদীসিন বা'দাহূ ইউমিনূন"* (এরপর এরা কোন কথার উপর ঈমান আনবে?") এ পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে, "আ-মান্না বিল্লা-হ" আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি)। আবূ দাউদ, তিরমিযী এ হাদীসটিকে *"শাহিদীন"* পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।[৮৮০]

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, সলাতের মধ্যে এবং সলাতের বাইরে এ জাতীয় দু'আর বাক্য সংযোজন করা জায়িয আছে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : এটা শুধু নাফ্ল সলাতের জন্যে জায়িয। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, সলাতের মধ্যে জায়িয নেই অবশ্য সলাতের বাইরে জায়িয আছে। তারা ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। এ হাদীস দ্বারা সলাতের বাইরে বা নাফ্ল সলাতের জন্যে নির্দিষ্ট করার পক্ষে দলীল পেশ করা সঠিক হয়নি যা প্রত্যাখ্যান করা যায় সহাবীগণের আসার দিয়ে। আরো প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি পড়ে তার সাথে বা ইমামের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং যে পড়বে এবং যে শুনবে সবার জন্যেই এ তাসবীহ পড়া মুস্তাহাব।

---

[৮৭৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৮৬, আহমাদ ২০৬৬। তবে আবূ দাউদ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত বলে মা'লুল বলেছেন। এর সানাদে আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবিয়ী যিনি মুখতালাত্ব (স্মৃতিশক্তি গড়পড়) ছিলেন। কিন্তু ইমাম হাকিম এটিকে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

[৮৮০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮৮৭, আত্ তিরমিযী ৩৩৪৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৮৪। কারণ এর সানাদে একজন বেনামী দিহাতী (গ্রাম্যব্যক্তি) রয়েছে।

٨٦١ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهٖ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلٰى آخِرِهَا فَسَكَتُوْا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوْا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلٰى قَوْلِهٖ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ قَالُوْا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৮৬১। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কিছু সহাবীগণের কাছে এলেন। তাদেরকে তিনি সূরাহ্ আর্ রহমানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনালেন। সহাবীগণ চুপ হয়ে শুনলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই সূরাটি আমি 'লায়লাতুল জিন্নি' (জিন্‌দের সাথে দেখা হবার রাতে) জিন্‌দের পড়ে শুনিয়েছি। জিনেরা তোমাদের চেয়ে এর উত্তর ভাল দিয়েছে। আমি যখনই "তোমাদের রবের কোন নি'মাতকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে" পর্যন্ত পৌঁছেছি, তখনই উত্তরে তারা বলে উঠেছে,"হে আমাদের রব! আমরা তোমার কোন নি'আমাতকে অস্বীকার করি না। তোমারই সব প্রশংসা।"[৮৮১] তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٦٢ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهٗ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ أَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمْدًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৮৬২। মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ আল জুহানী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা বংশের এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ফাজ্‌রের সলাতের দু' রাক্'আতেই সূরাহ্ 'ইযা- যুলযিলাত' তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। আমি বলতে পারি না, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভুলে গিয়েছিলেন না ইচ্ছা করেই পড়েছিলেন।[৮৮২]

---

[৮৮১] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৩২৯১, সহীহ আল জামি' ৫১৩৮। ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন : আমরা হাদীসটি যুহায়র ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে আল-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম থেকেই পেয়েছি। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল বলেন : শামের অধিবাসী যুহায়র ইবনু মুহাম্মাদ থেকে ইরাকের অধিবাসী ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেননি। যেন তিনি অপর একজন ব্যক্তি যার নাম তারা তার থেকে বর্ণিত মুনকার হাদীসসমূহ ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তার নাম পরিবর্তন করেছে। [আত্ তিরমিযী (রহঃ)] বলেন : আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, শামবাসীগণ ও ইরাকবাসী যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। আলবানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি আল-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ আশ্ শামী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাদীসটি এ সানাদে মুনকার। তাই ইমাম হাকিমের মুসতাদরাকে হাকিমে বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে সহীহ বলা সঠিক তা থেকে অনেক দূরবর্তী বিষয়। কারণটি উপরেই বিবৃত হয়েছে। তবে হাদীসটির ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত একটি শাহিদ হাদীস রয়েছে যেটি ইবনু জারীর আত্ ত্বাবারী তার তাযামীরে এবং খত্বীব বাগদাদী তার تَارِيْخُ بَغْدَادِ (তারিখু বাগদাদ)-এ এবং বায্‌যার সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত তবে ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়ম আত্ ত্বয়িফী ব্যতীত যার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। যদিও বুখারী মুসলিম তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় হাদীসটি হাসান যদি আল্লাহ চায়। আর ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) اَلدَّرُّ الْمَنْثُوْرُ (আদ্ দাররুল মানসূর) গ্রন্থে হাদীসের সানাদটি সহীহ আখ্যায়িত করায় শিথিলতা রয়েছে।

[৮৮২] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ৮১৬। আলবানী (রহঃ) বলেন : আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌রের সলাতে সূরাহ্ যিলযাল ইচ্ছাকৃতভাবেই তিলাওয়াত করেছেন ভুলবশতঃ নয় বরং এটি শারী'আতে বৈধকরণ এবং শিক্ষা দানের জন্য করেছেন।

٨٦٣ـ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. رَوَاهُ مَالك

৮৬৩। 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। উভয় রাক্'আতেই তিনি সূরাহ্ বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করলেন।[৮৮৩]

٨٦٤ـ وَعَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا. رَوَاهُ مَالك

৮৬৪। ফুরাফিসাহ্ ইবনু 'উমায়র আল্ হানাফী (রহঃ) বলেন, আমি সূরাহ্ ইউসুফ 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি। কেননা তিনি এ সূরাটিকে বিশেষ করে ফাজ্‌রের সলাতে প্রায়ই তিলাওয়াত করতেন।[৮৮৪]

٨٦٥ـ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً قِيلَ إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلْ. رَوَاهُ مَالك

৮৬৫। 'আমির ইবনু রাবি'আহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমীরুল মু'মিনীন খলীফা 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলাম। তিনি এর দু' রাক্'আতেই সূরাহ্ ইউসুফ ও সূরাহ্ হাজ্জকে থেমে থেমে তিলাওয়াত করেছেন। কেউ আমিরকে জিজ্ঞেস করল যে, খলীফাহ্ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাজ্‌রের ওয়াক্ত শুরু হবার সাথে সাথেই কি সলাতে আদায়ে দাঁড়িয়ে যেতেন? উত্তরে আমির বলেন, হাঁ।[৮৮৫]

٨٦٦ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. رَوَاهُ مَالك

৮৬৬। 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুফাস্‌সাল সূরার (হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) ছোট-বড় সকল সূরাহ্ দিয়েই ফার্‌য সলাতের ইমামতি করতে শুনেছি।[৮৮৬]

---

[৮৮৩] **য'ঈফ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৮২। কারণ 'উরওয়াহ্ আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ পাননি বিধায় মুনকাতির যা হাদীস দুর্বল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ।

[৮৮৪] **সহীহ :** মালিক ২৭২। হাদীসের রাবী ফারাফিযাহ্ থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আজালী ও ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আর (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ) তা'জীলুল মানফায়াহ গ্রন্থের ৩৩২ নং পৃঃ তার জীবনী বিবৃত হয়েছে।

[৮৮৫] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪, বায়হাক্বী ২/৩৮৯। হাদীসের রাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু রবী'আহ্ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করে ৮৩ হিঃতে মৃত্যুবরণ করেন। আবূ যুরআহ সহ আরো অনেকে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। বুখারী মুসলিম (রহঃ) তার হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তবে তার পিতা 'আমির ইবনু রবী'আহ্ একজন প্রসিদ্ধ যাহাবী।

[৮৮৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১৮, বায়হাক্বী ২/৩৮৮। সবগুলো পাণ্ডুলিপিতেই মুওয়াত্ত্বা মালিক-এর উদ্ধৃতি রয়েছে। আর মুল্লা 'আলী ক্বারীও তার মিরকাতে এটিই নিয়ে এসেছেন যা মূলত ভুল। কেননা ইমাম মালিক এটি আদৌ বর্ণনা করেননি। বরং এটি আবূ দাউদ তার সুনানে বর্ণনা করেছেন এবং তার সানাদের রাবীগণও বিশ্বস্ত ইবনু ইসহাক্ব ব্যতীত যিনি একজন মুদাল্লিস রাবী।

٨٦٧ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحم الدُّخَانِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُرْسَلًا

৮৬৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্‌বাহ্ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাগরিবের সলাতে সূরাহ্ 'হা-মিম আদ্ দুখান' তিলাওয়াত করলেন।[৮৮৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক এক সময় একেক সূরাহ্ পাঠ করতেন এবং কখনো এক সূরাহ্ ভাগ করে পড়তেন। এভাবে তিনি সমস্ত কুরআন পাঠ করতেন আর বর্ণনাকারীগণ যখন যা শুনেছেন বা অবগত হয়েছেন তাই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা বিশেষ বিশেষ সলাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেসব সূরাহ্ পড়েছেন বলে সহীহভাবে প্রমাণিত আছে সেগুলোর উপর 'আমাল করা সুন্নাত। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, কোন সলাতের জন্য কোন সূরাহ্ বা আয়াতকে খাস করে নেয়া ঠিক নয়। তাই মাঝে মধ্যে সূরাহ্ পরিবর্তন করে পড়া ভাল।

(١٣) بَابُ الرُّكُوْعِ

অধ্যায়-১৩ : রুকূ'

রুকূ' সলাতের অন্যতম রুকন যা কুরআন সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা থেকে প্রমাণিত। রুকূ'র শাব্দিক অর্থ الانحناء তথা মাথা ঝুকানো/নত করা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিনয়ী হওয়া। বলা হয় কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এ উম্মাতের জন্য ৩টি একটি (রুকূ') বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর, আর এ বিষয়টি এজন্য যে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সলাতে রুকূ' নেই এবং রুকূ' মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার উম্মাতের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর রুকূ' দ্বারা উদ্দেশ্য "সলাত"। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ "হে মারইয়াম! তুমি মুসল্লীদের সাথে সলাত আদায় কর"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৩)।

প্রতি রাক্'আতে রুকূ' হওয়ার হিকমাত হল রুকূ'ই হচ্ছে সাজদার জন্য ভূমিকা স্বরূপ যা সর্বোচ্চ বিনয়। আর সাজদাহ্ দু'বার হওয়ার উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। আবার অনেকে অন্য কথাও বলেছেন, তবে এ কথা সুস্পষ্ট এটি একটি 'ইবাদাত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٦٨ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৮৮৭] সানাদটি **য'ঈফ** : নাসায়ী ৯৯৮।

৮৬৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা রুকূ' ও সাজদাহ্ ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখি।[৮৮৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী সংকলন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ দেখাটা বাস্তবিক এবং সুস্পষ্ট আর এ বিষয়টি তার সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তার শানেই প্রযোজ্য। আর এটা ইমাম বুখারীর অভিমত। তিনি এ হাদীসটি চয়ন করেছেন فِيْ علامات النبوة "নবূওয়াতের নিদর্শনের উপর"। অনুরূপ ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামের অভিমত। এটা রসূলের মর্যাদার সাথেই প্রযোজ্য।

হাদীসের শিক্ষা :

* রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পিছন দিক হতে দেখতেন।

* সলাতের প্রতি যত্নশীল ও সংরক্ষণকারী হওয়া এবং তা'দীল আরকান ও বিনয় নম্রতার সাথে আদায় করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ।

* ইমাম সাহেব সলাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুক্তাদীদেরকে সতর্ক করবেন।

٨٦٩-وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৬৯। বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রুকূ', সাজদাহ্, দু' সাজদার মধ্যে বসা, রুকূ'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ (ক্বিরাআতের জন্য) দাঁড়ানোর সময় ছাড়া প্রায় সমান সমান ছিল।[৮৮৯]

ব্যাখ্যা : مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাতের প্রতি কার্যক্রম তথা রুকূ', সাজদাহ্, ইত্যাদি সময়ের দৃষ্টিতে প্রায় সমান ছিল তবে দাঁড়ানো ও প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকের দীর্ঘ সময় ছিল তুলনামূলক।

হাদীসটি আরো প্রমাণ করে ধীরস্থিরতা প্রশান্তচিত্ততা সলাতের বিরতি সময়ে যেমন (রুকূ' হতে উঠার পর)। দু' সাজদার মাঝখানে স্বাভাবিক বৈঠক ও রুকূ' সাজদাহ্ লম্বা হবে।

ইবনু দাক্বীক্ব বলেন, ধীরস্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ রুকন যা পরবর্তীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস আসছে, সুতরাং দুর্বল দলীলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। যারা বলেন, ধীরস্থিরতা একটি গুরুত্বহীন রুকন। আর তাদের দলীল হলো ক্বিয়াস। সুস্পষ্ট দলীলের মোকাবিলায় ক্বিয়াস অচল।

আবার অনেক সময় ই'তিদাল তথা রুকূ' থেকে উঠা ও দু' সাজদার মাঝখানের সময়ে শারী'আত সম্মত দু'আ (যিক্র আযকার)-গুলো রুকূ'র দু'আর চাইতে অনেক বড় বা লম্বা যেমন রুকূ'র সময় *"সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম"* তিনবার বলতে যে সময় লাগে তার চেয়ে সময় বেশী সময় লাগবে রুকূ'র থেকে উঠার পর এ দু'আ *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসীরান্ ত্বইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহি"*।

---

[৮৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৭৪২, মুসলিম ৪২৫।

[৮৮৯] **সহীহ :** বুখারী ৭৯২, মুসলিম ৪৭১।

অনুরূপ এর চেয়ে আরো বেশী শব্দ নিয়ে দু'আ এসেছে সহীহ মুসলিমে। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা, আবূ সা'ঈদ খুদরী ও ইবনু 'আব্বাস-গণের বর্ণনায় حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا এর পরে সংযোজন হয়েছে «مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ. وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»। আর ইবনু আবী আওফার হাদীসে যোগ হয়েছেন اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ। অন্যান্য হাদীসে আরো অতিরিক্ত শব্দ এসেছে أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ

মুসলিমের অপর একটি হাদীস অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীসের বিরোধিতা করেছে, অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ সলাতে, ক্বিয়াম, রুকূ'-সাজদাহ্, বৈঠক সবই বরাবর বা সমান ছিল কমবেশী ছিল না।

সমাধান : মুসলিমের হাদীসটি প্রমাণ করে রসূলুল্লাহ কোন কোন সময় সলাত এভাবে আদায় করতেন অর্থাৎ– সলাতের সকল বিষয় সমান সমান ছিল।

রসূলুল্লাহ রাক্'আতে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ এবং অন্যান্য সূরাহ্ পড়তেন। অতঃপর রুকূ' করতেন অনুরূপ সময় ধরে যতটুকু ক্বিরাআত পাঠ করেছেন; অতঃপর দাঁড়াতেন এবং বলতেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য অতঃপর রুকূ' সমপরিমাণ সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমটাই প্রাধান্য পরে যে তার এ দীর্ঘ সময় বরাবরটা মাঝে মধ্যে ছিল। ক্বিরাআত ও বৈঠক ছাড়া সবগুলো সমান ছিল।

٨٧٠ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَوْهَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭০। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ যখন *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বলতেন, সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা মনে করতাম নিশ্চয়ই তিনি (সাজদার কথা) ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সাজদাহ্ করতেন ও দু' সাজদার মধ্যে এত লম্বা সময় বসে থাকতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি (নিশ্চয় দ্বিতীয় সাজদার কথা) ভুলে গেছেন।[৮৭০]

ব্যাখ্যা : সহাবীরা এভাবে মনে করতেন যে, রসূলুল্লাহ রুকূ' থেকে উঠার পর এত লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমরা মনে করতাম তিনি সলাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং নতুন আকারে তিনি সলাতে দাঁড়াবেন।

হাদীসটি প্রমাণ করে : সলাতে লম্বা দীর্ঘ সময় ধরে ধীরস্থিরতা ও বৈঠক দু' সাজাদার মাঝখানে।

হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাঊদ সংকলন করেছেন আর বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেছে :

সাবিত আনাস হতে তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ এর সলাত দেখাতে কোন কমবেশী করব না যেভাবে রসূলুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন। সাবেত বলেন : আনাস যেভাবে সলাত আদায় করত আমি তোমাদের যে রকম দেখছি না।

---

[৮৭০] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৩। হাদীসে قَدْ أَوْهَمَ -এর অর্থ হলো রসূল রুকূ' থেকে উঠে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন যে মনে হত তিনি যে রাক্'আতটি বাতিল করে পুনরায় সলাত শুরু করবেন।

যখন তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এমনকি কেউ বলত নিশ্চয় তিনি ভুলে গেছেন এবং যখন মাথা উঠাতেন সাজদাহ্ হতে এত দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করতেন মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন।

٨٧١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৭১। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্ল-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের উপর 'আমাল করে নিজের রুকূ' ও সাজদায় এই দু'আ বেশী বেশী পাঠ করতেন : *"সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা- ওয়াবিহাম্‌দিকা, আল্ল-হুম্মাগ ফিরলী"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি পূত পবিত্র। তুমি আমাদের রব। আমি তোমার গুণগান করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও)।[৮৭১]

ব্যাখ্যা : এ দু'আটি সূরাহ্ নাস্‌র নাযিল হওয়ার পর রুকূ' এবং সাজদায় খুব বেশী বলতেন। সলাতের সময় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্ল-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ দু'আ চয়ন করার কারণ অন্য সকল সময়ের চেয়ে এ সময়টি বেশী উত্তম এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে পরিপূর্ণ একাগ্রতা আসে।

আবার কেউ কেউ বলেন সলাতের বাইরেও এ দু'আটি পড়তেন দলীল স্বরূপ মুসলিমের হাদীসটি পেশ করে থাকেন। যেখানে বর্ণিত হয়েছে তিনি এ দু'আটি সলাতের ভিতরে এবং বাইরেও পড়তেন।

হাদীসটি প্রমাণ করে রুকূ'তে তাসবীহ বৈধ এবং সাজদাতে দু'আ; যা আগত হাদীসটি প্রমাণ করে। যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা রুকূ'তে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে আর সাজদায় বিনয়ের সাথে দু'আ করবে।

এর বিপরীত হবে না কারণ রুকূ'তে দু'আ নিষেধ করে না যেমনি তেমনি সাজদাহ্ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব নিষেধ করে না এজন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দু'আ বিপরীত না।

ইবনু দাক্বীক্ব বলেছেন : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাদীসটি দু'আ বৈধ প্রমাণ করে।

আবার এটা সম্ভাবনা আছে : সাজদায় বেশী বেশী দু'আ করা আর রুকূ'তে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ বলা খুব বেশী না, সুতরাং সংঘর্ষ থাকে না মোদ্দা কথা সাজদার তুলনায় রুকূ'তে দু'আর করার বিষয়টি অতি নগণ্য।

٨٧٢ـ وعنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭২। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আন্হা) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্ল-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রুকূ' ও সাজদায় বলতেন, *"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়ার্‌রূহ"* মালাক ও রূহ জিবরীলের রব অত্যন্ত পবিত্র, খুবই পবিত্র।[৮৭২]

ব্যাখ্যা : سُبُّوْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবহা-নাহূ তা'আলা সকল প্রকার দোষত্রুটি ও অংশীদারিত্ব হতে মুক্ত এবং যা তার উলুহিয়্যাত বা উপাসনার শানে প্রযোজ্য নয়।

قُدُّوْسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি পূতঃপবিত্র ঐ সকল বস্তু হতে যা সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার শানে প্রযোজ্য না।

---

[৮৭১] **সহীহ :** বুখারী ৮১৭, মুসলিম ৪৮৪।

[৮৭২] **সহীহ :** মুসলিম ৪৮৭।

যার সংক্ষেপ অর্থ দাঁড়ায় আমার রুকূ' সাজদাহ্ সে মহান পূতঃপবিত্র সত্তার জন্য যে সকল প্রকার সৃষ্টির গুণাবলী হতে মুক্ত।

وَالرُّوْحِ দ্বারা উদ্দেশ্য জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম, যেমনটি আল্লাহ্ বলেন :

﴿يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾

"যেদিন জিবরীল এবং মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তা) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন।" (সূরাহ্ আন্ নাবা ৭৮ : ৩৮)

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ﴾

"বিশ্বস্ত ফেরেশ্তা একে নিয়ে অবতরণ করেছে।" (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ১৯৩)

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا﴾

"ক্বদ্‌রের রাত্রে মালায়িকাহ্ এবং জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করেন।" (সূরাহ্ আল ক্বদ্‌র ৯৭ : ৪)

হাদীসটি মুসলিম ও আবূ দাউদ নাসায়ী বর্ণনা করেন।

٨٧٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا إِنِّيْ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭৩। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! আমাকে রুকূ'-সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূ'তে তোমাদের 'রবের' মহিমা বর্ণনা কর। আর সাজদায় অতি মনোযোগের সাথে দু'আ করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ ক্বূল করা হবে।[৮৭৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার উম্মাতের জন্যও রুকূ' ও সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ যা 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত মুসলিমের অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকূ' ও সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন। রুকূ' সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম হবার প্রমাণ এই হাদীস।

রুকূ' ও সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত করলে সলাত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। নিষেধাজ্ঞার হিকমাত হলো রুকূ' এবং সাজদাহ্ হলো বিনয় ও নম্রতার চূড়ান্ত রূপ। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র দু'আই বেশী মানায়।

হাদীসের বাণী : فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ তার পবিত্রতা ঘোষণা করো। তিনি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত তা ঘোষণা করো এবং তার মর্যাদা ঘোষণা করো। আর বড়ত্ব এ ঘোষণার শব্দগুলো বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যেমন 'আয়িশাহ্, 'উক্ববার ইবনু আমির, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ এবং 'আওফ ইবনু মালিকের হাদীস।

وَأَمَّا السُّجُودُ فَا দু'আতে তোমরা চূড়ান্ত বিনয়ভাবে প্রকাশ করো।

সিন্দী (রহঃ) বলেন : আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা অন্যতম দু'আ।

* আর এ হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রমাণ করে সাজদায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য ও দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য যে কোন দু'আ করা যাবে।

---

[৮৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৯।

فَقَمِنٌ উল্লেখ্য যে বাস্তবেই আল্লাহ দু'আ কবূল করবেন। সাজদাহ্ হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী হবার অন্যতম জায়গা সুতরাং দু'আ কবূল হওয়ারও অন্যতম জায়গা।

আর হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করেছে সাজদায় দু'আ করার জন্য যেহেতু সাজদাহ্ হচ্ছে দু'আ কবুলের স্থান। আর এ সংক্রান্ত অনেক পঠিত দু'আ হাদীসে এসেছে যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আগত হাদীস সাজদার ফাযীলাত সংক্রান্ত হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাজদায় দু'আ করা উদ্বুদ্ধ করে সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাতে আল্লাহর নিকট বেশী বেশী ধর্ণা দেয়। যেমনটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে :

"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন সকল প্রকার প্রয়োজন তার রবের কাছে চায় এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও।" (আত্ তিরমিযী)

প্রয়োজনে একই চাওয়া বার বার চাইতে পারে আর আল্লাহ তার চাওয়ানুযায়ী সাড়া দিয়ে থাকেন।

আর এ হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে রুকূ'তে তাসবীহ পড়া এবং সাজদায় দু'আ করা ওয়াজিব এ মতে গেছেন ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল ও মুহাদ্দিস কিরামগণের একটি দল। তবে জমহুর 'উলামারা বলেন, এটি মুস্তাহাব। কারণ সলাত ভুলকারীকে এটি শিক্ষা দেননি যদি ওয়াজিব হত তাহলে অবশ্যই আদেশ করতেন। তবে এ মতটি গ্রহণযোগ্য না যা বিবেকবানের কাছে সুস্পষ্ট।

٨٧٤ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৭৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইমাম যখন *"সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ"* বলবে, তখন তোমরা *"আল্লা-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্‌দ"* বলবে। কেননা যার কথা মালায়িকার কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৮৭৪]

ব্যাখ্যা : "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন সলাতে দাঁড়াতেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতেন যখন তার পিঠকে রুকূ' থেকে সোজা করতেন, অতঃপর দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় বলতেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ।"

দারাকুত্বনীর হাদীস যা আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে আমরা সলাত আদায় করছিলাম তিনি سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললেন যারা তার পিছনে ছিল তারাও বলল سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ তবে ইমাম দারাকুত্বনী এ হাদীসটিকে আরো সুস্পষ্ট করে বলেছা বিশুদ্ধ শব্দ হচ্ছে যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে তার পিছনে যারা আছের তথা মুক্তাদীরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

ইমাম দারাকুত্বনী আরও রিওয়ায়াত করেন যা বুরায়দাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : হে বুরায়দাহ্! তুমি যখন তোমার মাথা রুকূ' থেকে উঠাবে বলবে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ।

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক তোমারই প্রশংসায় পরিপূর্ণ আকাশসমূহ পরিপূর্ণ এ পৃথিবী এবং অনাগত ভবিষ্যতে আপনি যা চান তা পরিপূর্ণ।

উল্লিখিত এ হাদীস প্রমাণ করে ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফাবেদ (একাকী সলাত আদায়কারী ব্যক্তি)-দের মাঝে কোন পার্থক্য নেই তথা সকলেই তাসমী ও তাহমীদ বলবে।

---

[৮৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৭৯৬, মুসলিম ৪০৯।

যার বলা মালায়িকার (ফেরেশ্‌তাদের) বলার সময় মিলে যাবে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। ছোট গুনাহ খাত্ত্বাবী বলেন : হাদীস প্রমাণ করে মালায়িকাহ্ মুসল্লীদের সাথে এ কথা বলতে থাকে। তারাও আল্লাহর মাগফিরাত কামনা করে এবং দু'আ ও যিক্‌রে উপস্থিত হয়।

٨٧٥- وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রুকূ' হতে তাঁর পিঠ সোজা করে উঠে বলতেন, *"সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ, আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্‌দ মিলআস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িম বা'দ"*– (অর্থাৎ- আল্লাহ শুনেন যে তার প্রশংসা করে। হে আমার রব! আকাশ ও পৃথিবীপূর্ণ তোমার প্রশংসা, এরপর তুমি যা সৃষ্টি করতে চাও তাও পরিপূর্ণ)।[৮৯৫]

ব্যাখ্যা : প্রশংসাটি কি পরিমাণ যা আসমান ও জমিন বরাবর এ প্রশংসার বাক্যটি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা সম্ভব নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো অধিক সংখ্যক সংখ্যা যদি এ শব্দগুলোকে কোন একটা আকার আকৃতিতে রূপান্তর করা হয় তাহলে এত বিশাল সংখ্যক হবে যে তার অবস্থানে আসমান এবং জমিনসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আবার কারো মতে : বিশাল সংখ্যক পরিমাণ যেমন বলা হয়ে থাকে জমিনের স্তর পূর্ণ হবে। কারো মতে : প্রতিদান ও সাওয়াব।

আল্লামা তুরবিশতী تور بشتي বলেন : مِلْءَ مَا شِئْتَ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসায় প্রাণান্ত চেষ্টার পর নিজের অপারগতা প্রকাশ করা।

আর তার প্রশংসা আসমান ও জমিন পরিপূর্ণ বাক্যটি প্রতিযোগিতাকারীর চেষ্টা চূড়ান্ত শেষ সীমানা। এর শেষে বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীনে ছেড়ে দিয়েছে এরপরে প্রশংসার ভাষা তার নিকটে নেই। হাদীসটি আর আগত দু'টি হাদীস রুকূ'তে লম্বা ধীরস্থিরতা প্রমাণ করে। আর যারা এটিকে নাফ্‌ল সলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করে তাদের কোন দলীল নেই।

٨٧٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৭৬। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন : *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্‌দু মিল্‌আস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যি ওয়া মিল্‌আ মা- শি'তা মিন শাইয়িম বা'দু আহলুস সানা-য়ি ওয়াল মাজ্‌দি আহাক্কু মা ক্বা-লাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা- লাকা 'আবদুন, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বাইতা ওয়ালা- মু'তিয়া লিমা- মানা'তা। ওয়ালা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই সব প্রশংসা। আকাশ পরিপূর্ণ

[৮৯৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৬।

ও পৃথিবী পরিপূর্ণ, এরপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার মালিক! মানুষ তোমার প্রশংসায় যা বলে তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিতেও কেউ সমর্থ নয়। কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারবে না)।[৮৯৬]

ব্যাখ্যা : أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ তথা বান্দা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক বেশী যোগ্য– এ কথার দ্বারা বান্দা আল্লাহর দিকে নিজকে সোপর্দ করা এবং বড়ত্ব ঘোষণা করা এবং একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া আর এ কথাটির ব্যাখ্যা অন্য স্থানে এসেছে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (একচ্ছত্র ক্ষমতা ও শক্তির মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই)।

لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ অর্থাৎ– তুমি যা দান করো তাতে বাধা দেয়ার মতো কেউ নেই আর যাতে তুমি বাধা দাও তাও দান করার মতো কেউ নেই– এ বাক্যটি কুরআনের এ আয়াতটিরই প্রতিধনিত্ব হয়েছে : "আল্লাহ মানুষের জন্য রহ্মাত বা অনুগ্রহের মধ্যে যা খুলেদেন তা ফেরাবার কেউ নেই আর তিনি যা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না।" (সূরাহ্ ফা-ত্বির ৩৫ : ২)

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ উদ্দেশ্য আল্লাহ নিকট কোন কাজে আসবে না মানুষের ধন-সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা, উপকার আসবে শুধুমাত্র নেক 'আমাল।

আবার কেউ বলেছেন : আল্লাহর শাস্তি থেকে মানুষের ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে নার যদি তিনি শাস্তি দিতে চান।

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ মানুষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও 'আমাল তেমন কোন উপকার আসবে না মূলত আল্লাহর অনুগ্রহ দয়া ও রহ্মাতই উপকারে আসবে।

হাদীসটি প্রমাণ করে এ গুরুত্বপূর্ণ রুকনে প্রত্যেক মুসল্লীদের জন্য এ সমস্ত যিক্র-আয্কার শারী'আত সম্মত।

٨٧٧ـ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ انِفًا قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮৭৭। রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সলাত আদায় করছিলাম। তিনি যখন রুকূ' হতে মাথা তুলে, *"সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ"* বললেন (যে ব্যক্তি আল্লাহর হাম্দ ও সানা পাঠ করল আল্লাহ তা শুনলেন), তখন এক ব্যক্তি বলল, *"রব্বানা- লাকাল হাম্দু হামদান কাসীরান ত্বইয়্যিবাম মুবারকান্ ফীহ"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার জন্য প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, যে প্রশংসা শির্ক ও রিয়া হতে পবিত্র ও মুবারক)। সলাত শেষে নাবী (সাল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এখন এ বাক্যগুলো কে পড়ল? সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল, আমি, হে আল্লাহর রসূল! তখন নাবী (সাল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি ত্রিশজনেরও অধিক মালাক দেখেছি এ কালিমার সাওয়াব কার আগে কে লিখবে এ নিয়ে তাড়াহুড়া করছেন।[৮৯৭]

---

[৮৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ৪৭৭।
[৮৯৭] **সহীহ :** বুখারী ১০৬২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সেটা ছিল জামা'আতের ফারয সলাত।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন বিশ্‌র ইবনু 'ইমরান আয্ যাহরানী রিফা'আহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করে সলাতটি মাগরিবের সলাত। যারা দাবী করে যে, এটি নাফ্‌ল সলাতে তাদের প্রত্যুত্তরে এটি শক্তিশালী দলীল।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত শেষ করলে প্রশ্ন করলেন এ বাক্যগুলো কে বলেছে। প্রথমবারে কেউ জবাব দেয়নি। দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করেছেন, কেউ জবাব দেয়নি। তৃতীয়বার আবার প্রশ্ন করলেন? রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' বলেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহর রসূল! আবার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কেন বললে। আমি বাক্যগুলো বলেছি কল্যাণের আশায়।

এ হাদীস দ্বারা রুকূ'তে ধীরস্থিরতার প্রমাণ হয় এবং রুকূ' হতেহ ওঠার ক্ষেত্রে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٧٨ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وقال التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮৭৮। আবূ মাস'উদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত রুকূ ও সাজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে তার সলাত হবে না।[৮৭৮] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসে পিঠ সোজা করা দ্বারা উদ্দেশ্য ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তচিত্ততা আর হাদীসটি প্রমাণ করে রুকূ' সাজদায় ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তচিত্ততা আবশ্যক যা এ কথা প্রমাণ করে যে, বিশেষ করে যে রুকূ' সাজদায় তার পিঠকে সোজা করে না তবে সলাত পূর্ণ হয় না এ মতে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহ্‌মাদ ও জমহুর উলামাহ্ আর আবূ ইউসুফেরও গেছেন। আর এটি সঠিক অভিমত উল্লিখিত অনুচ্ছেদের হাদীস এবং পূর্বে অতিবাহিত মুসীয়ুস্ সলাত (সলাতে ভুলকারী) হাদীসটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল।

আর হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ ক্বাতাদার হাদীস যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আসবে এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং 'আলী ইবনু মাযবান-এর মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, "হে মুসলিমের দল! যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদায় পিঠকে সোজা করে না তার কোন সলাত নেই তথা তার সলাত হয় না"– এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল।

'আলী-এর হাদীসটি আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ্, ইবনু খুযায়মাহ্ তা সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যাওয়ায়িদে বলেছেন এর সানাদ সহীহ। এর সিকাহ রাবী।

ইবনু মাজাহ্ ও নাসায়ীর সানাদে সিনদী বলেন, অনুচ্ছেদে হাদীসটি রুকূ' ও সাজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করার দলীল। আর জমহুর 'উলামাহ্ এটিকে ফারয বলেছেন।

[৮৭৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৮৫৫, আত্ তিরমিযী ২৬৫, নাসায়ী ১০২৭, ইবনু মাজাহ ৮৭০, দারিমী ১৩৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ৫২২।

٨٧٩-وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৮৭৯। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন '*ফাসাব্বিহ বিইস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম*' 'তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর'– এ আয়াত নাযিল হল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই আয়াতটিকে তোমরা তোমাদের রুকূ'তে তাসবীহরূপে পড়। এভাবে যখন "*সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা*" (তোমরা উচ্চ মর্যাদাশীল রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) আয়াত নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সাজদার তাসবীহতে পরিণত কর।[৮৯৯]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ এবং সামনে আগত হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসও এর প্রমাণ। রুকূ'তে "*সুব্‌হা-না রব্বিয়াল 'আযীম*" এবং সাজদায় "*সুব্‌হা-না রব্বিয়াল আ'লা-*" খাস করার উদ্দেশ্য হলো এটা বিনয়ভাব প্রকাশের অন্যতম নমুনা। কেননা সাজদাতে শরীরের সবচেয়ে দামী অঙ্গ ললাটকে অবনত করা হয় দু'টো পায়ের উপর ভর করে। আর বিনয়ের সর্বোচ্চ পন্থা হলো রুকূ'।

٨٨٠-وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وابن مَاجَةَ وقال التِّرْمِذِيُّ ليس اسناده بمتصل لان عونا لم يلق ابن معسود

৮৮০। 'আওন ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রুকূ' করবে সে যেন রুকূ'তে তিনবার "*সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম*" পড়ে। তাহলে তার রুকূ' পূর্ণ হবে। আর এটা হল সর্বনিম্ন সংখ্যা। এভাবে যখন সাজদাহ্ করবে, সাজদায়ও যেন তিনবার "*সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা-*" পড়ে। তাহলে তার সাজদাহ্ পূর্ণ হবে। আর তিনবার হল কমপক্ষে পড়া।[৯০০] ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সানাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা 'আওন (রহ.)-এর ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাওকানী বলেন, নির্দিষ্ট পরিপূর্ণ সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

---

[৮৯৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮৬৯, ইবনু মাজাহ্ ৮৮৭, তামামুল মিন্নাহ ১৯০, হাকিম ২/৪৭৭, দারিম ১৩৪৪। এর সানাদটি হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার রাবীগণ সকলেই বিশস্ত 'উক্ববাহ্ থেকে বর্ণনাকারী ইয়ায ইবনু 'আমির ব্যতীত। আ'যালী তাকে ত্রুটিমুক্ত বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান তাকে তার (اَلثِّقَاتُ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : ইবনু খুযায়মাহ্ তার সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : ইমাম যাহাবীর এ বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। কেননা ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাকে হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে সহীহ বললে ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

[৯০০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮৮৬, আত্ তিরমিযী ২৬১, ইবনু মাজাহ্ ৮৯০, য'ঈফ আল জামি' ৫২৫। দু'টি কারণে : প্রথমতঃ 'আওন এবং ইবনু মাস্'উদ-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা, দ্বিতীয়তঃ ইসহাক্ব বিন ইয়াযীদ একজন অপরিচিত রাবী।

বরং সলাত দীর্ঘ সময় ধরে পড়ার পরিমাপ অনুযায়ী বেশী বেশী তাসবীহ পড়া দরকার। সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

ইবনু মাস্‘উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস প্রমাণ করে সলাত আদায়কারী ব্যক্তি রুকূ‘ ও সাজদায় তিনের কম যেন তাসবীহ না পড়ে এ ব্যাপারে হুযায়ফার হাদীসও প্রমাণ করে যেখানে তিনি বলেন, আমি [হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে শুনেছি যখন তিনি রুকূ‘তে যেতেন *“সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম”* তিনবার বলতেন আর সাজদায় *“সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা-”* তিনবার বলতেন।

٨٨١ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وروى النسائى وابن مَاجَةَ إلى قوله إلا على وقال التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮৮১। হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সলাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রুকূ‘তে *“সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম”* ও সাজদায় *“সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা-”* পড়তেন। আর যখনই তিনি ক্বিরাআতের সময় রহমাতের আয়াতে পৌঁছতেন, ওখানে থেমে যেতেন, রাহমাত তলবের দু‘আ পাঠ করতেন। আবার যখন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, সেখানে থেমে গিয়ে ‘আযাব থেকে বাঁচার জন্য দু‘আ করতেন।[৯০১] এ হাদীসটিকে *“সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা-”* পর্যন্ত নকল করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুসলিমের রিওয়ায়াতে এসেছে, রাবী বলেন : আমি কোন এক রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাত শুরু করলেন, অতঃপর সূরাহ্ বাক্বারাহ্ একশত আয়াত পড়ে রুকূ‘ করলেন, অতঃপর আবার পড়লেন, আমার মনে হয় বাক্বারাহ্ দিয়ে রাক্‘আত শেষ করলেন আবার পড়লেন।

এ রিওয়ায়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে সলাতটি হুযায়ফাহ্ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে পড়েছেন তা রাত্রির সলাত। রহ্মাতের আয়াতে আসলে বিরতির মাঝে তিনি আল্লাহর কাছে রহ্মাত কামনা করতেন। আর ‘আযাবের আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে শাস্তি হতে মাফ চাইতেন।

মুল্লা ‘আলী কারী বলেন : আমাদের সাথীরা তথা হানাফী মাযহাব ও মালিকীরা এ সলাতটি নাফ্ল সলাত বলেছেন। কেননা ফারয সলাতে তিলাওয়াতের মাঝে কোনকিছু চাওয়া ও পরিত্রাণ চাওয়ার বিষয় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সহাবীগণকে অনুমোদন দেননি। আবার সম্ভাবনা রয়েছে ফারয সলাতেও বৈধ। জমা‘আতের সলাতে এ মতটি করেছেন তবে এর দলীল একেবারেই অপ্রতুল।

আমি (ভাষ্যকার বলি) ইতিপূর্বে মুসলিমের রিওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এটা রাত্রির সলাত তথা নাফ্ল আর ফরয সলাতে এমনটি ঘটেছে এমন কোন সুস্পষ্ট দলীল অবগত হয়নি।

---

[৯০১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৭১, আত্ তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১/১৭০, ইবনু মাজাহ্ ৮৮৮, দারিমী ১৩৪৫। তবে ইবনু মাজাহ্’র সানাদটি দুর্বল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٨٢ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৮৮২। 'আওফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সলাত আদায় করতে দাঁড়ালাম। তিনি রুকূ'তে গিয়ে সূরাহ্ বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করতে যত সময় লাগত তত সময় রুকূ'তে থাকলেন। রুকূ'তে বলতে থাকলেন, *"সুবহা-না যিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিব্রিয়া-য়ি ওয়াল 'আযামাতি"* (অর্থাৎ- ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব, মহত্ব ও বিরাটত্বের মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।[৯০২]

ব্যাখ্যা : রাবী বলেন, আমি সলাত আদায়কারী হিসেবে দাঁড়ালাম তিনি যখন রুকূ'তে অবস্থান করলেন। অন্যত্রে আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে, রাবী বলেন : আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে রাতে সলাত আদায় করেছি। তিনি দাঁড়ালেন : সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়লেন যখনই কোন রহ্মাতের আয়াত অতিক্রম করলে থামতেন এবং আল্লাহর কাছে চাইতেন আর যখনই কোন 'আযাবের আয়াত অতিক্রম করলে থামতেন এবং আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন অতঃপর দাঁড়ানো সমপরিমাণ রুকূ'তে থাকতেন অনুরূপ নাসায়ীরও বর্ণনা।

আর এ হাদীস প্রমাণ করে রুকূ' সাজদায় দু'আ করা শারী'আত সম্মত আর রুকূ' ও সাজদাহ্ দীর্ঘ করতেন ক্বিয়ামের সমপরিমাণ অনুযায়ী। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাজটা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে করেছেন। ক্বিরাআত লম্বা হলে রুকূ' ও সাজদাহ্ লম্বা হত। আর ক্বিরাআত হালকা হলে রুকূ' ও সাজদাও হালকা হত।

٨٨٣ـ وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ صَلَاةً بِصلاة رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هٰذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৮৮৩। ইবনু জুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি : আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর এই যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয ছাড়া আর কারো পেছনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাতের মত সলাত পড়িনি। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস বলেছেন, আমরা তার রুকূ'র সময় অনুমান করেছি দশ তাসবীহ্র পরিমাণ এবং সাজদার সময়ও অনুমান করেছি দশ তাসবীহ পরিমাণ।[৯০৩]

---

[৯০২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৭০, নাসায়ী ১০৪৯।

[৯০৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮৮৮, নাসায়ী ১১৩৫। কারণ এর সানাদে ওয়াহ্হব ইবনু মানূস রয়েছে যাকে সা'ঈদ ইবনুল ক্বাত্ত্বান মাজহূলুল হাল বলেছেন। অর্থাৎ- তার থেকে দু'জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউ তার ব্যাপারে মন্তব্য করেনি।

ব্যাখ্যা : حَزَرْنَا رُكُوعِهِ আমরা অনুমান করেছি। আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে فِي رُكُوعِهِ এসেছে অর্থাৎ- فِي শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে কেউ কেউ দলীল নিয়েছেন। সর্বোচ্চ দশ এর বেশী তাসবীহ বলা যাবে না এবং তিনের নীচে আসা যাবে না।

শাওকানী বলেন, সহীহ কথা হলো একাকী ব্যক্তি যত সংখ্যা ইচ্ছা পড়তে পারবে এবং বেশী সংখ্যা পড়াই উত্তম।

আর সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যদি মুসল্লীদের কষ্ট না হয় তাহলে (রুকূ' সাজদাহ্) লম্বা করা যাবে। তবে কারো কষ্ট হচ্ছে এমন কোন আলামত বুঝলে ইমাম যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করবেন।

ইবনু 'আবদুল বার বলেন : প্রত্যেক ইমামের উচিত হালকা করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী যদিও তার পিছনে শক্তিশালী মুক্তাদী থাকে। কেননা সে জানে না মুক্তাদীর ওপর কোন সময় বাথরুমের চাপ অন্যকিছুর প্রয়োজন চেপে বসেছে।

আমি (ভাষ্যকার) বলি : যদিও মুসল্লীদের কষ্ট না হয় তারপরেও ইমাম রুকূ'-সাজদাহ্ স্বাভাবিকভাবে হালকা করবে তথা খুব বেশী লম্বা করবে না। কারণ সে জানে না হঠাৎ করে মুসল্লীদের ওপর কি প্রয়োজন চেপে রয়েছে।

٨٨٤-وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ دُعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৮৮৪। শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফাহ্ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকূ সাজদাহ্ পূর্ণ করছে না। সে সলাত শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি সলাত আদায় করনি। শাক্বীক্ব বলেন, আমার মনে হয় হুযায়ফাহ্ এ কথাও বলেছেন, যদি তুমি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তাহলে নাবী ﷺ-কে যে প্রকৃতির উপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে।[৯০৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে লোকটির নাম উল্লেখ হয়নি, তবে ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বানে আছে লোকটির নাম "কিনদী"।

হাদীসটির অন্যতম শিক্ষা হল রুকূ'-সাজদায় ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তচিত্ততা অত্যাবশ্যক। আর সলাত আদায়ে কোন ত্রুটি করলে তা' বাতিল হয়ে যায়। কেননা হাদীসে হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-এর মন্তব্য যে সলাতের রুকন আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি করে সে যেন ইসলামকে অস্বীকার করল। এ মন্তব্য থেকে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে সলাত আদায় করে না সে কাফির। কারণ সলাতের রুকন ঠিকভাবে আদায় না হওয়াতেই যদি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। তাহলে তার চেয়ে আরও বড় অপরাধ সলাত আদায় না করা। সুতরাং এখানে কাফিরও বলাটা আরও সহজ। এ কথার উপর ভিত্তি করে ফিতরাত অর্থ হলো দীন আর কুফর শব্দটি ব্যবহার হয়েছে যে সলাত পড়ে না তাকে বুঝাতে। যেমন সহীহ মুসলিমে এ বিষয়ে হাদীস এসেছে। কারও নিকট এটি (সলাত পরিত্যাগ করা) সুস্পষ্ট কুফ্র।

---

[৯০৪] **সহীহ :** বুখারী ৭৯১।

খাত্ত্বাবী বলেন, فِطْرَةٌ (ফিত্বরাত) উদ্দেশ্য দীন। দীন ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে না বলে তাকে শাসানো হয়েছে তার এ খাবার কাজের জন্য (রুকূ' সাজদাহ্ পরিপূর্ণ আদায় না করা) তাতে করে ভবিষ্যতে সলাতে এর পুনরাবৃত্তি না করে। এটা দ্বারা দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

فِطْرَةٌ (ফিত্বরাত) দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সুন্নাত। যেমন হাদীসে আসছে : خمس من الفطرة السواك পাঁচটি বিষয় সুন্নাত মিসওয়াক করা ইত্যাদি হাদীস, আর এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইবনু হাজার আল আসক্বালানী।

٨٨٥ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. رَوَاهُ أَحْمَد

৮৮৫। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : চুরি হিসেবে সবচেয়ে বড় চোর হল ঐ ব্যক্তি যে সলাতে (আরকানের) চুরি করল। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সলাতের চুরি কিভাবে হয়? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সলাতের চুরি হল রুকূ'-সাজদাহ্ পূর্ণ না করা।[৯০৫]

ব্যাখ্যা : রাগিব বলেন, চুরি হলো নিজ অধিকারভুক্ত নয় এমন কোন কিছু গোপনে গ্রহণ করা, বিশেষ করে শারী'আতে চুরি বলা হয় নির্ধারিত স্থান ও পরিমাণ কোন কিছু গ্রহণ করা যা নিজ অধিকারভুক্ত নয়।

সলাতে কিভাবে চুরি হয়? সলাতের চুরি রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণভাবে না করা অথবা রুকূ' সাজদায় পিঠকে সোজা না করা। সলাতে চুরি করাটা বড় ধরনের বা জঘন্যতম চুরি।

সলাতের চুরির মাধ্যমে সে নিজকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করল এবং এর পরিবর্তে শাস্তি বেছে নিলো। ফলে সে ক্ষতি এবং শাস্তিরই যোগ্য হলো।

এ হাদীসটিতে রুকূ' ও সাজদায় ধীরস্থিরতা ফার্য হিসেবে সাব্যস্ত হলো। আর ঠিকভাবে রুকূ' ও সাজদাহ্ না করাতে নিজকে নিকৃষ্ট চোরের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি প্রমাণিত হল।

٨٨٦ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ فِيهِمُ الْحُدُوْدُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتِهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. رَوَاهُ مالك وأَحْمَد وروى الدَّارِمِيُّ نحوه

৮৮৬। নু'মান ইবনু মুররাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোরের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ প্রশ্নটি এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের আয়াত নাযিল হবার আগের। সহাবীগণ আরয করলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, গুনাহ কাবীরাহ, এর সাজাও আছে। আর নিকৃষ্টতম চুরি হল যা মানুষ তার সলাতে করে থাকে। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ

[৯০৫] **সহীহ :** আহ্মাদ ২২১৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ৫২৪।

তার সলাতে কিভাবে চুরি করে থাকে? রসূল ﷺ বললেন, মানুষ রুকূ'-সাজদাহ্ পূর্ণভাবে আদায় না করে (এ চুরি করে থাকে)।[৯০৬] আহমাদ ও দারিমীতে হাদীসটি পাওয়া যায়নি।

ব্যাখ্যা : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ﷺ-ই বেশী জানেন। আর এটি শিষ্টাচারে পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর জ্ঞানকে তাঁরা (সহাবার) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি সোপর্দ করেছেন।

وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ সলাতের চুরি হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম চুরি বিশেষ করে যে রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণভাবে করে না। বিশেষ করে রুকূ' ও সাজদাকে খাস করার কারণ হলো রুকূ' ও সাজদায় সবচেয়ে বেশী ত্রুটি-বিচ্যুত ঘটে। আর চুরি এজন্য বলা হয়েছে যে, সলাত আদায়ে যে আমানাত দেয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হয়নি।

(١٤) بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهٖ

অধ্যায়-১৪ : সাজদাহ্ ও তার মর্যাদা

সাজদার অধ্যায় অর্থাৎ সাজদার পদ্ধতি বর্ণনার অধ্যায় এবং এ ব্যাপারে যে ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সেই সংক্রান্ত আলোচনা। কেননা, সাজদাহ্ একটি বিশেষ ধরনের 'ইবাদাত। সাজদার আভিধানিক অর্থ হল, নত হওয়া বা ঝুঁকে পড়া। আর শারী'আতের পরিভাষায় বিশেষ পদ্ধতিতে ললাটকে মাটির উপরে রাখাকে সাজদাহ্ বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ইবাদাতের উদ্দেশে মাটির উপর ললাট রাখাকে সাজদাহ্ বলে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٨٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৮৭। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে শরীরের সাতটি হাড়; যথা কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু, দু' পায়ের পাতার অগ্রভাগের সাহায্যে সাজদাহ্ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাপড়, দাড়ি ও চুল একত্রিত করে বেঁধে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯০৭]

ব্যাখ্যা : عَلَى الْجَبْهَةِ জাব্হাহ্ তথা কপাল দ্বারা উদ্দেশ দুই চোখের ভুরু থেকে মাথার চুলের ঝুঁটি পর্যন্ত। আবার কারো মতে, কপালের দু' অংশ।

---

[৯০৬] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪০৩, দারিমী ১৩৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ৫৩৪।

[৯০৭] **সহীহ :** বুখারী ৮১২, মুসলিম ৪৯০। আর মুসলিম عَلَى الْجَبْهَةِ -এর পরে وَأَشَارَ بِيَدِهٖ عَلٰى أَنْفِهٖ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

আবার কারো মতে : নাক কপালের অংশ যেমন– মুসলিম, নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, রসূল বলেন, অর্থাৎ– আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটি অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে। আর চুল ও কাপড় যেন না গোছাই। সিন্দী বলেন, কপাল ও নাক চেহারার অংশ। সুতরাং সে দু'টিকে মিলে একটি অঙ্গ সাতটি অঙ্গের মধ্যে (সাত অঙ্গ বলতে) কপাল, নাক। বুখারী মুসলিমের রিওয়ায়াত বর্ণনায় রসূল কপাল বলে নাকের দিকে ইশারা করেছেন।

"রসূলুল্লাহ যখন সাজদাহ্ করতেন আঙ্গুলসমূহ পরস্পর লাগাতেন এবং দু' হাত দু' ঘাড়ের কাছাকাছি রাখতেন এবং দু' কনুই উঁচু করতেন আর হাতের তালুর উপর ভর দিতেন।"

وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহের পেটের উপর দু' পাকে খাড়া করবে এবং পায়ের পিছন দ্বয়কে উঁচু করবে আর পায়ের পিঠকে ক্বিবলার দিকে করবে।

উল্লিখিত হাদীসটি সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করা ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণ করে।

আমার নিকট (ভাষ্যকার) প্রথম মতটিই বেশী শক্তিশালী এবং এটা বেশী শুদ্ধ ইমাম শাফি'ঈ অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা এবং 'আব্বাস হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যাতে এসেছে,

'আব্বাস রসূলুল্লাহ হতে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, যখন বান্দা সাজদাহ্ করবে সে যেন সাজদাহ্ করে সাতটি অঙ্গের উপর। (মুসলিম, আবূ দাঊদ, আত্ তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)

মারফূ' সূত্রে হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

"নিঃসন্দেহে হাত সাজদাহ্ করে যেমন– চেহারা সাজদাহ্ করে আর যখন তার চেহারাকে রাখবে হাত যেন রাখে আর যখন উঠাবে হাত যেন উঠায়।" (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

ইবনু দাকীক বলেছেন : হাদীস অন্যতম সুস্পষ্টতার হলো এ অঙ্গগুলোর কোন কিছু সাজদার সময় খোলা রাখাটা আবশ্যক না।

সাজদাহ্ বলতে বুঝায় অঙ্গসমূহ মাটিতে রাখা অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢেকে রাখা বা না রাখা প্রসঙ্গ না।

দু' হাঁটু ঢেকে রাখাটা আবশ্যক, কেননা ঢেকে না রাখলে লজ্জাস্থান প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

আর দু' পা খোলার রাখার বিষয়টি অপরিহার্য নয়। এ ব্যাপারে সূক্ষ্ম দলীল রয়েছে। আর মোজা মাসাহর সময়ে সলাত আদায় করা হয় মোজা পরিহিত অবস্থায়। আর মোজা খুললে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে উযূ নষ্ট হলে সলাতও বাতিল হবে (সুতরাং পা খোলার বিষয়টি অপরিহার্য না)।

উত্তম হলো হাতের তালুদ্বয় ও কপালকে খোলা রাখা কেননা উভয় দ্বারা সরাসরি সাজদাহ্ করবে। বাকী অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে এমনটি না। আর কপাল ও নাককে একত্রিত করে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব।

আর আবূ হানীফাহ্ বলেন, শুধুমাত্র নাকের উপর সীমাবদ্ধ করা বৈধ।

ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণনায় এসেছে, রসূল বলেছেন : "আমি আদিষ্ট হয়েছে সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে তন্মধ্যে কপাল এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেনি নাকের উপর।" তাঁর এ ইশারা প্রমাণ তিনি নাককেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীস রসূল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাজদার সময় কপালের সাথে নাককে জমিনে মিলায় না তার সলাত হয় না।

আর আহ্‌মাদে বর্ণিত ওয়ায়িল-এর হাদীস। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহকে জমিনের উপর কপাল ও নাককে রেখে সাজদাহ্ করতে দেখেছি।

আর হাদীস আবূ হুমায়দ হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন সাজদাহ্ করতেন তখন নাক ও কপালকে জমিনে লাগাতেন।" আত্ তিরমিযী আবূ দাউদ ইবনু খুযায়মাহ্ বর্ণনা করেছেন এবং আত্ তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

যখন তোমাদের কেউ সাজদাহ্ করবে সে যেন তার নাককে জমিনের উপর রাখে কারণ এ ব্যাপারে তোমরা আদেশপ্রাপ্ত।

ইমাম আবূ হানীফার মতের সপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে যা বুখারী মুসলিমের হাদীসে এসেছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি সাতটি অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে আদিষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে কপাল এবং তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করেছেন নাককে কপাল বলতে নাককেই বুঝানো হয়েছে।

٨٨٨ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৮৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সাজদাহ্ ঠিক মত করবে। তোমাদের কেউ যেন সাজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয়।[৯০৮]

ব্যাখ্যা : اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ দু' হাতের তালু জমিনের উপর রাখার ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো।

আর দু'হাতের দু' কানই উঁচু রাখবে জমিন ও শরীরের দু' পার্শ্ব থেকে। পেট রান থেকে এমনভাবে ডুবে থাকবে পর্দা না থাকলে যেন বোগলের ভিতরটা দেখা যাবে। এটাই হচ্ছে বিনয় প্রকাশের নমুনা এবং কপাল ও নাককে জমিনের উপর রাখার চূড়ান্ত রূপ আর সলাতে অলসতা দূর করার অন্যতম মাধ্যম।

ইবনু দাক্বীক্ব বলেছেন : ধীরস্থির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারী'আতের নিয়ম অনুসারে সাজদার ধরণটা বর্ণনা করা আর রুকূ'র বিষয়টি উদ্দেশিত ইন্দ্রিয়যোগ্য অনুভূতি যা সাজদায় নয়, বরং এখানে হলো পিঠ ও ঘাড়কে সোজা রাখা আরর উদ্দেশ্য হলো শরীরের নীচের অংশকে উপরে রাখা এবং উপরের অংশকে নীচে রাখা (মাথা নীচে যাচ্ছে আর পিঠ পা উপরে থাকছে)

আর হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বিষয়টি হলো (কুকুরের মতো হাত বিছিয়ে সাজদাহ্ করবে না) সলাতে অলসতা ও গুরুত্ব কম দেয়া।

আবূ দাউদ তার মারাসীলে ইয়াযীদ ইবনু আবী হানী হতে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু'জন সলাত আদায়রত মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এবং বললেন তোমরা যখন সাজদাহ্ করবে। তোমরা তোমাদের শরীরের গোশ্‌ত তথা পেটকে জমিনের সাথে মিশাবে/মিলিত করবে।

وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ কুকুরের মতো যেন মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয় কুকুরের হাত বিছানো হলো কুনই সহকারে দু'হাতের তালু মাটিতে রাখা।

অনুরূপ হাদীস এসেছে আহ্‌মাদ ও আত্ তিরমিযীতে এবং ইবনু খুযায়মাহ্ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত।

---

[৯০৮] **সহীহ :** বুখারী ৮২২, মুসলিম ৪৯৩।

এটা তোমাদের কেউ সাজদাহ্ করলে ধীরস্থিরভাবে যেন করে আর কুকুরের মতো যে হাত মাটিতে না বিছায়।

ইবনু হাজার বলেন, সাজদায় এ অবস্থাটা তথা কুকুরের মতো হাত বিছানো জঘন্য অবস্থা। বিশেষ করে এটা বিনয় নম্রতার বিপরীত তবে যে লম্বা সাজদাহ্ করে হাতের তালুর উপর ভর করাটা কষ্টকর হয় তাহলে হাতের কনুই হাঁটুর উপর রাখবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদ অনুযায়ী।

٨٨٩- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৮৯। বারা ইবনু 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাজদাহ্ করার সময় তোমরা দু' হাতের তালু জমিনে রাখবে। উভয় হাতের কনুই উপরে উঁচিয়ে রাখবে।[৯০৯]

ব্যাখ্যা : فَضَعْ كَفَّيْكَ তোমার দু' হাতের তালুদ্বয় জমিনের উপর আঙ্গুলসমূহকে সংকুচিত করে খোলা অবস্থায় দু' কাঁধ অথবা কান বরাবর রেখে হাতের তালুদ্বয়ের উপর ভর দিবে।

٨٩٠- وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هٰذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ فِي السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ

৮৯০। মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাজদায় নিজের দু' হাত জমিন ও পেট হতে পৃথক করে রাখতেন, এমনকি যদি একটি ছাগলের বাচ্চা তাঁর হাতের নিচ দিয়ে চলে যেতে চাইলে যেতে পারত। এগুলো হল আবূ দাউদের শব্দ।[৯১০] যেমন ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নায় সানাদসহ ব্যক্ত করেছেন। সহীহ মুসলিমে প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদাহ্ করতেন, তখন ছাগলের বাচ্চা তাঁর দু' হাতের মাঝ দিয়ে (পেট ও হাতের ভিতর দিয়ে) চলে যেতে চাইলে যেতে পারত।[৯১১]

٨٩١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ اِبْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سجد فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৯১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহায়নাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদাহ্ দিতেন, তার হাত দু'টিকে এমন প্রশস্ত রাখতেন যে, তার বগলের নিচের শুভ্রতাও দেখা যেত।[৯১২]

ব্যাখ্যা : فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ তার দু'হাত (বাহুদ্বয়) পাজর হতে পৃথক রাখতেন, এমনকি বগলের শুভ্রতা দেখা যেত বা প্রকাশ হত।

---

[৯০৯] **সহীহ :** মুসলিম ৪৯৪।

[৯১০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৯৮, (সহীহাহ্ সুনান আবী দাউদ)।

[৯১১] **সহীহ :** মুসলিম ৪৬৯।

[৯১২] **সহীহ :** মুসলিম ৪৯৫, বুখারী ৩৯০।

হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী বুখারীর শারহ ফাতহুল বারীতে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আমরা (সহাবীগণ) আমাদের প্রতিটি হাতকে পাঁজর হতে (যা হাতের কাছাকাছি) দূরে রাখতাম।

কুরতুবী বলেন : সাজদাতে এ পদ্ধতিটা অবলম্বন করলে কপালের উপর ভারের চাপটা কম পড়ে এবং তার নাক ও কপালের কষ্টের প্রভাবটা লঘু হয় আর মাটিতে মেশার পরেও কষ্টটা তেমন মনে হয় না।

ত্ববারানী ও অন্যরা ইবনু 'উমার হতে সহীহ সানাদে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা হিংস্র প্রাণীর মতো হাত বিছাবে না (সাজদারত অবস্থায়) তোমার দু' হাতের তালুর উপর ভর দিবে এবং তোমার বগলকে প্রকাশ করবে যখন তুমি এমনটি করবে তাহলে তোমার সকল অঙ্গ সাজদাহ্ করল।

এ হাদীসটিসহ বুহায়নার হাদীস আর যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত মায়মূনাহ্, বারা এবং আনাস-এর হাদীস আর অনুরূপ একই অর্থের হাদীসগুলো প্রমাণ করে (হাতকে পাঁজর থেকে) দূরে রাখতে হবে আর হিংস্র প্রাণীর মতো হাতকে বিছানো নিষেধ। সুতরাং দূরে রাখা বা পৃথককরণ সাজদায় ওয়াজিব।

٨٩٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُوْدِهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গিয়ে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মাগফিরলী জাম্বি কুল্লাহূ দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহূ ওয়া আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহূ ওয়া সির্‌রাহূ"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল ছোট-বড়, আগে-পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও)।[৯১৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো তাসবীহর সাথে অথবা তাসবীহ ছাড়াই সাজদায় এবং দু'আটি পড়তেন।

এখানে বড় গুনাহর পূর্বে ছোট গুনাহকে পূর্বে নিয়ে আসা হয়েছে কেননা কাবীরাহ্ গুনাহর জন্ম হয় সগীরাহ্ (ছোট) গুনাহর অতিরিক্ত করার কারণে বা সীমালঙ্ঘনের কারণে এবং সেটাকে গুরুত্বহীন মনে করার কারণে।

মনে হয় সগীরাহ্ গুনাহ মাধ্যমে কাবীরাহ্ গুনাহের জন্য।

গোপন তবে বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া কারণ আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য ও গোপন সবই সমান।

٨٩٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমার হাত রসূলের পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। আমি দেখলাম, তিনি সলাতরত। তাঁর পা দু'টি খাড়া হয়ে আছে। তিনি বলছেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী*

---

[৯১৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৮৩।

আ'উযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিকা ওয়া বিমু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌কা লা-উহ্‌সী সানা-য়ান 'আলায়কা, আন্‌তা কামা- আস্‌নায়তা 'আলা- নাফ্‌সিকা"– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তোমার অসন্তোষ ও গযব থেকে পানাহ চাই। তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার 'আযাব হতে মুক্তি চাই। তোমার কাছে তোমর রহমাতের ওয়াসীলায় আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ।)।[৯১৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দলীল হিসেবে প্রমাণ করে মহিলাকে স্পর্শ করলে উযূ ভঙ্গ হয় না। এটা তাদের জবাব যারা দাবী করে মহিলাকে স্পর্শ করলেই উযূ ভেঙ্গে যায়।

উল্লিখিত হাদীস সাধারণভাবে প্রমাণ করে স্পর্শ করলে উযূ ভাঙ্গে না। এটাই এটিই প্রাধান্য মত।

আল্লামা সুয়ূতী হাদীসের শেষাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : আমি তার শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারব না এবং তার জানাকে বেষ্টন করতে পারব না। যেমন শাফা'আতে হাদীসে এসেছে–

"আমি তার প্রশংসা করছি যার পরিমাণ
আমি তা ব্যক্ত করতে সক্ষম না।"

মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি তোমার নি'আমাত ও ইহসানের গণনা করে শেষ করতে পারব না এবং সে নি'আমাতের জন্য তোমার প্রশংসা করারও সাধ্য রাখি না।

٨٩٤-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর বান্দারা তাদের রবের বেশী নিকটে যায় সাজদারত অবস্থায়। তাই তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।[৯১৫]

ব্যাখ্যা : সাজদায় মাধ্যমে সবচাইতে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার যুক্তি হলো সে আল্লাহকে আহ্বানকারী কেননা আল্লাহ তা'আলার আহ্বানকারী অতি নিকটবর্তী যেমন আল্লাহ বলেন–

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবূল করে নেই যখন তারা আমার নিকট প্রার্থনা করে।"
(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৬)

কেননা সাজদাহ্ হলো বিনয় প্রকাশ, নিজকে তুচ্ছ বা অতি নগণ্য ও চেহারাকে ধূসরিত করার চূড়ান্ত নমুনা। আর বান্দার এ অবস্থাটা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়।

ত্ববারানী তার কাবীর গ্রন্থে ভাল সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদামকে সৃষ্টি করার পর প্রথম আদেশের বিষয় ছিল সাজদাহ্ এর মাধ্যমে যারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার হাসিল করে নিয়েছে। কিন্তু ইবলীসের বিরোধিতা করে আল্লাহর সাথে প্রথম নাফরমানী করেছে।

---

[৯১৪] **সহীহ :** মুসলিম ৪৮৬।
[৯১৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪৮২।

কারো বক্তব্য : বান্দা যে পরিমাণ নিজকে দূরে রাখে (সাজদার মাধ্যমে) সে তার রবের নিকট তার চেয়ে আরো বেশী নিকটবর্তী হয়।

আর সাজদাহ্ হলো বিনয় ভাব প্রকাশের ও অহংকার মুক্ত এবং নিজকে তুচ্ছ ভাবার এক চূড়ান্ত নমুনা।

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ নৈকট্য সম্মান মর্যাদা ও অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরত্ব বা পরিমাপের সাথে সংশ্লিষ্ট না।

فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ তোমরা সাজদায় বেশী বেশী দু'আ করো। কেননা এটা আল্লাহর অতি কাছাকাছি হওয়ার স্থান আর এ অবস্থায় দু'আ কবূল হয়। কেননা মনিব তার দাসকেই তখনই বেশী ভালবাসে যখন তার আনুগত্য করে এবং তার জন্য বিনয়ী হয়। আর তখন তাই মনীব সে দাস যা চায় গ্রহণ করে।

হাদীসটি সাজদায় বেশী বেশী দু'আ পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ হাদীসটি দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে না যারা বলে যে সাজদাহ্ ক্বিয়াসের চেয়ে উত্তম।

٨٩٥ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَتَيْ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আদাম সন্তানরা যখন সাজদার আয়াত পড়ে ও সাজদাহ্ করে, শায়ত্বন তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে হায় আমার কপাল মন্দ। আদাম সন্তান সাজদার আদেশ পেয়ে সাজদাহ্ করল তাই তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সাজদার আদেশ দেয়া হয়েছিল আমি তা অমান্য করলাম। আমার জন্য তাই জাহান্নাম।[৯১৬]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন, ইবলীসের এ আফসোস বা হতাশা। মূলত আদাম সন্তানদের বিরুদ্ধে হিংসার জন্য তার অসম্মানকর অবস্থা ও তার উপর লা'নাতের চিত্র ফুটে উঠা প্রমাণ করে।

হাদীসটি সাজদার ফাযীলাত প্রমাণ করে।

٨٩٦ـ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৬। রবী'আহ্ ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে থাকতাম। উযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন মিসওয়াক, জায়নামায ইত্যাদি এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য যা কিছু চাও) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমার তো শুধু জান্নাতে আপনার সাহচর্য লাভই একমাত্র কাম্য। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (যে মর্যাদায় তুমি পৌঁছতে চাও এটা তো বড় কথা) এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র আবেদন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি বেশী বেশী সাজদাহ্ করে (এ মর্যাদা লাভের জন্য) আমাকে সাহায্য কর।[৯১৭]

---

[৯১৬] **সহীহ :** মুসলিম ৮১। يَا وَيْلَتَيْ অংশটি মুসলিমে এভাবে নেই এবং يَا وَيْلَهُ ও يَا وَيْلِي আকারে রয়েছে।

[৯১৭] **সহীহ :** মুসলিম ৪৮৯।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে কেউ যদি করো খিদমাত করে অথবা উপকার করে তাহলে তাকে প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশে বলা যাবে তোমার প্রয়োজন থাকলে আমার কাছে চাইতে পার যেমনটি রসূল ﷺ রবী'আকে বলেছিলেন, তোমার চাওয়ার কিছু থাকলে আমার কাছে চাইতে পার।

আর হাদীসটি সাব্যস্ত করে আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জন ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বড় মাধ্যম হলো সাজদাহ্। আর জান্নাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করতে হলে সাজদাকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আর সাজদাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য সলাত।

٨٩٧ - وَعَنْ مَعْدَانِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৭। মা'দান ইবনু ত্বলহাহ্ তাবি'ঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি খামুশ রইলেন। তৃতীয়বার তাকে আবার একই প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশী বেশী সাজদাহ্ করতে থাকবে। কেননা আল্লাহকে তুমি যত বেশী সাজদাহ্ করতে থাকবে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। তোমার অতটা গুনাহ উক্ত সাজদাহ্ দিয়ে কমাতে থাকবেন। মা'দান বলেন, এরপর আবুদ্ দারদার সাথে দেখা করে তাকেও আমি একই প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে সাওবান (রাঃ) যা বলেছিলেন তাই বললেন।[৯১৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বেশী বেশী সাজদার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আর সাজদার দ্বারা উদ্দেশ্য সলাতের কারণও ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস বান্দা সবচেয়ে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয় সাজদার সময় আর এটি কুরআনের আয়াতটিরই প্রতিধিনিত্ব হয়েছে।

"তুমি সাজদাহ্ করো আল্লাহ অতি নিকটবর্তী হও।" (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব : ১৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٩٨ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

[৯১৮] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪৮।

৮৯৮। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সাজদাহ্ করার সময় মাটিতে তাঁর হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে ও সাজদাহ্ হতে উঠতে হাঁটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি।[৯১৯]

ব্যাখ্যা : إِذَا سَجَدَ যখন সাজদাহ্ করবে হাঁটু আগে রাখবে তার পরে হাত।

যারা সাজদার সময় হাতের পূবে হাঁটু রাখার পক্ষে গেছেন এ হাদীসটি দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

وَإِذَا نَهَضَ সাজদাহ্ থেকে দাঁড়ানোর সময় হাত উঠাতেন হাঁটুর পূর্বে যারা হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা বলেন সলাতে সাজদাহ্ থেকে উঠার সময় হাতকে আগে উঠাতে হবে।

তাদের দলীল : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন সলাতে সাজদাহ্ হতে দাঁড়ানোর সময় দু' হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতে। (আবূ দাউদ)

তবে আবূ দাঊদ-এর এ রিওয়ায়াতটি সাজ তথা প্রসিদ্ধ সিকাহ বাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত তথা দুর্বল হাদীস।

সহীহ যা আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন আহ্‌মাদ হতে বর্ণিত, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি যেন সলাতে হাতের উপর ভর না দিয়ে বসে।

আর ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ বলেন, সুন্নাত হলো উঠার সময় যেন হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে। কেননা মালিক ইবনু হুওয়াইবিস রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সলাতের বৈশিষ্ট্যে বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন দ্বিতীয় সাজদাহ্ হতে তার মাথা উঠাতেন ধীরস্থিরভাবে বসতেন। অতঃপর জমিনের উপর ভর দিয়ে উঠতেন। (নাসায়ী) আর বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, বসতেন এর জমিনের উপর ভর দিতেন অতঃপর দাঁড়াতেন।

আর 'আবদুর রায্‌যাক্ব বর্ণনা করেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে, "তিনি সাজদাহ্ হতে যখন মাথা উঠাতেন তখন দু' হাতের উপর ভর করে উঠতেন দু' হাত উঠানোর পূর্বে।"

আর এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটি সলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

সুতরাং আমাদের নিকট প্রাধান্য যে ব্যক্তি হাঁটুদ্বয় আগে উঠাবে হাতের পূর্বে আর হাত জমিনের উপর ভর দিবে হাঁটু জমিনের উপর ভর দিবে না।

٨٩٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَقِيلَ هٰذَا مَنْسُوخٌ

---

[৯১৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮০৮, আত্ তিরমিযী ২৬৮, নাসায়ী ১০৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৮৮২, ইরওয়া ৩৫৭, দারিমী ১৩৫৯। এর দু'টি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ এর সানাদে শারীক নামে একজন রাবী রয়েছে যিনি স্মৃতিবিভ্রাটজনিত দোষে দুষ্ট। দারাকুত্বনী তার সুনানে বলেন : এ হাদীসটি শারীক এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর সে তার তাফাররুদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর দ্বিতীয়তঃ হাদীসের সর্বশেষ রাবী হাম্মাম হাদীসটি মুরসালসূত্রে বর্ণনা করেছেন সহাবী ওয়ায়িল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর উল্লেখ ছাড়াই। তবে এ হাদীস য'ঈফ হলেও এ ব্যাপারে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে মারফূ' সূত্রে সহীহ হাদীস প্রমাণিত রয়েছে যাতে উল্লেখ রয়েছে রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সাজদায় যাওয়ার সময় হস্তদ্বয় পদদ্বয়ে পূর্বেই মাটিতে রেখেছেন। এ হাদীসটি পরবর্তী সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ায় তার দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুল্লা 'আলী ক্বারী এ হাদীসের দু'টি সানাদ রয়েছে মর্মে যে দাবী করেছেন তা ভিত্তিহীন।

৮৯৯। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ সাজদাহ্ করার সময় যেন উটের বসার মত না বসে, বরং দু' হাত যেন হাঁটুর আগে মাটিতে রাখে।[৯২০] আবূ সুলায়মান খাত্ত্বাবী বলেন, এ হাদীসের চেয়ে ওয়ায়িল-এর আগের হাদীসটি বেশী মজবুত। কেউ কেউ বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ বা রহিত।

ব্যাখ্যা : فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে অর্থাৎ– হাতের পূর্বে যে হাঁটু না রাখে যেরূপ উট বসে।

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ হাঁটুর আগে হাত মাটিতে রাখবে। উটের মতো যেন না বসে। হাত যেন পূর্বে মাটিতে রাখে তারপর হাঁটু।

হাদীসটি প্রমাণ করে হাঁটুর পূর্বে হাতকে মাটিতে রাখা ভাল বা মুস্তাহাব।

আওযা'ঈ বলেন : আমি মানুষদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটুর পূর্বে হাত মাটিতে রাখে এবং এটা আহ্মাদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত।

অনুরূপ আরো হাদীস এসেছে যা ইবনু খুযায়মাহ্ সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলেছেন, দারাকুত্বনী হাকিম, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন সাজদাহ্ করতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত মাটিতে রাখতেন।"

٩٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৯০০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু' সাজদার মধ্যে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়াহ্দিনী ওয়ারযুক্বনী"*– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর। আমাকে রহম কর, হিদায়াত কর, আমাকে হিফাযাত কর। আমাকে রিয্ক দান কর)।[৯২১]

ব্যাখ্যা : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু' সাজদার মাঝখানে বলতেন। ফারয ও নাফ্ল উভয় সলাতে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ আমার পাপ ক্ষমা করো অথবা আনুগত্যের স্বল্পতা, ত্রুটি।

وَارْحَمْنِيْ আমার প্রতি রহম করো তোমার পক্ষ হতে আমার 'আমালের প্রতিদানে না অথবা আমার 'ইবাদাত গ্রহণ করার মাধ্যমে আমার প্রতি রহম কর। وَارْحَمْنِيْ আমাকে সৎ পথ দেখাও সৎ আমালের মাধ্যমে অথবা সত্যের উপর অটুট রাখো।

وَعَافِنِيْ আমাকে স্বস্তিতে রাখো দুনিয়া ও আখিরাতের সকল মুসীবাত হতে অথবা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার রোগ থেকে وَارْزُقْنِيْ আমাকে উত্তম বিষয়ক দান কর অথবা তোমার আনুগত্যে তাওফীক দান কর আমাকে অথবা আখিরাতে আমাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন কর।

٩٠١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

---

[৯২০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৪০, নাসায়ী ১০৯১, দারিমী ১৩৬০, সহীহ আল্ জামি' ৫৯৫।

[৯২১] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৮৫০, আত্ তিরমিযী ২৮৪।

৯০১। হুযায়ফাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী দু' সাজদার মাঝখানে বলতেন, ***"রব্বিগফিরলী"***– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও)।[৯২২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯০২। 'আবদুর রহমান ইবনু শিব্‌ল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাজদায় কাকের মতো ঠোঁকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর মতো জমিনে হাত বিছিয়ে দিতে ও উটের মতো মাসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন।[৯২৩]

ব্যাখ্যা : نُقْرَةِ الْغُرَابِ (কাকের ন্যায় ঠোকর মারা) তথা ধীরস্থিরতাকে পরিহার করা, সাজদাকে এমনভাবে হালকা করা এতটুকু সময় নিয়ে কাক যেমন খাবারের উদ্দেশে তার ঠোঁটকে মাটিতে মারে।

খাত্ত্বাবী বলেন : ব্যক্তি সাজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে না তার কপালকে মাটিতে এমনভাবে রাখে বা এমনভাবে মাটিকে স্পর্শ করে যেন পাখির ঠোঁকরের মতো।

اِفْتِرَاشِ السَّبُعِ (হিংস্র জন্তুর ন্যায় হাতের বাহু মাটিতে বিছানো) রসূল নিষেধ করেছেন : সাজদাতে হাতের বাহুকে বিছাতে এবং জমিন থেকে বাহুকে উঁচু না করা যেমনিভাবে হিংস্র প্রাণী কুকুর, বাঘ ইত্যাদি বাহু বিছিয়ে দিয়ে বসে।

ইবনু হাজার আল আসক্বালানী বলেন : এভাবে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো এভাবে সলাত আদায় শুধুমাত্র লোক দেখানো, শুনানো ও প্রসিদ্ধতার জন্য হয়ে থাকে (সত্যিকার সলাত আদায় হয় না)।

٩٠٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯০৩। 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাকে বললেন : হে 'আলী! আমি আমার জন্য যা ভালবাসি তোমার জন্যও তা ভালবাসি এবং আমার জন্য যা অপছন্দ করি তোমার জন্যও তা অপছন্দ করি। তুমি দু' সাজদার মাঝখানে (কুকুরের মতো) হাত খাড়া করে দিয়ে দুই পায়ের উপর বসো না।[৯২৪]

---

[৯২২] **সহীহ :** নাসায়ী ১০৬৯, ইরওয়া ৩৩৫, দারিমী ১৩৬৩।

[৯২৩] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৮৬২, নাসায়ী ১১১২, সহীহ আত্ তারগীব ৫২৩, দারিমী ১৩৬২।

[৯২৪] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৮২, য'ঈফ আল জামি' ৬৪০০, ইবনু মাজাহ্ ৮৯৬। ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন : হাদীসটি আমরা 'আলী হতে আল্ হারিস-এর সূত্রে আবূ ইসহাক্ব-এর বর্ণনা থেকেই পেয়েছি। সানাদের রাবী হারিস আল্ আ'ওয়ারকে কতিপয় মুহাদ্দিস য'ঈফ বলেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : বরং যে খুবই দুর্বল যাকে ইমাম শা'বী মিথ্যুক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার থেকে বর্ণনাকারী আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবিয়ী ও অনুরূপ দুর্বল। হাদীসটি ইবনু মাজাহ্

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ্ মারফূ' সূত্রে আনাস হতে বর্ণিত। রসূল ﷺ বলেছেন : যখন তুমি সাজদাহ্ হতে তোমার মাথা উঠাবে তুমি কুকুরের মতো বসবে না।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন : সলাতে (সাজদার জন্য) মুরগীর মতো ঠোঁকর মারতে আর কুকুরের মতো ইক্আ করতে।

ইক্আ যেটি নিষেধ, তা হল পায়ের গোড়ালি খাড়া করে আর দু' নিতম্ব ও দু' হাত মাটির উপর রাখা।

٩٠٤ـ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلٰى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا رَوَاهُ أَحْمَد

৯০৪। ত্বাল্ক্ব ইবনু 'আলী আল হানাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সে বান্দার সলাতের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না যে বান্দা সলাতের রুকূ' ও সাজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না।[৯২৫]

ব্যাখ্যা : خُشُوْعِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য রুকূ' আর রুকূ'কে খুশু বলার উদ্দেশ্য হলো এটা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারীর অবস্থা বা চিত্র।

হাদীসে আরো এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার সলাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না যে রুকূ', সাজদার মাঝে পিঠ সোজা করে না।

হাদীসটি রুকূ'তে ধীরস্থিরতা যে ওয়াজিব তা প্রমাণ করে।

٩٠٥ـ وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. رَوَاهُ مَالِك

৯০৫। নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি সলাতের সাজদায় নিজের কপাল জমিনে রাখে সে যেন তার হাত দু'টিকেও জমিনে ওখানে রাখে যেখানে কপাল রাখে। তারপর যখন সাজদাহ্ হতে উঠবে তখন নিজের হাত দু'টিও উঠায়। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সাজদাহ্ করে ঠিক সেভাবে দু' হাতও সাজদাহ্ করে।[৯২৬]

ব্যাখ্যা : মারফূ' সূত্রে তথা রসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে উলাইয়্যাহ্ আইয়ূব হতে তিনি নাফি' হতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ দু'হাত সাজদাহ্ করে যেমনটি চেহারা সাজদাহ্ করে যখন তোমাদের কেউ-সাজদাহ্ করে সে যেন তার হাতদ্বয় রাখে আর যখন সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবে তখন হাতদ্বয় যেন উঠায়।

সাজদায় তার হাতের তালুদ্বয় ঐ স্থানে রাখবে যেখানে তার কপাল রেখেছে।

আনাস (রাঃ) হতে আ'লা এর বর্ণনায় সংকলন করেছেন। আ'লা সম্পর্কে 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন : সে হাদীস বানাতো/রসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যাকার করত।

[৯২৫] **সহীহ :** আহ্মাদ ১৫৮৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ৫২৭।

[৯২৬] **সহীহ :** মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৯১।

আর ইবনু 'উমার-এর হাদীসের এ বক্তব্য 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে বলা হয়েছে, বান্দা যখন সাজদাহ্ করে সে যেন সাতটি অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করে আর সাতটি অঙ্গ হচ্ছে চেহারা, দু'হাতের তালু দু'হাঁটু এবং দু'পা।

হাদীসটি আরো নির্দেশ করে যে, হাতের আঙ্গুলগুলো যেন ক্বিবলামুখী হয়।

(١٥) بَابُ التَّشَهُّدِ

অধ্যায়-১৫ : তাশাহ্হুদ

উল্লেখ্য যে, আত্তাহিয়্যাতুকে তাশাহ্হুদ বলার কারণ এতে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য উচ্চারিত হয় আর সকল দু'আ ও আয্কার হতে এ দু'আটি সবচেয়ে দামী ও মর্যাদাপূর্ণ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৬। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসলে তাঁর বাম হাত বাম পায়ের হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এ সময় তিনি তিপ্পান্নের মত করার জন্য আঙ্গুল বন্ধ করে রাখতেন, তর্জনী দিয়ে (শাহাদাত) ইশারা করতেন।[৯২৭]

٩٠٧- وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

৯০৭। আর এক বর্ণনায় আছে, যখন সলাতের মধ্যে বসতেন দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধার নিকট যে আঙ্গুল রয়েছে (তর্জনী) তা উঠাতেন। তা দিয়ে দু'আ (ইশারা) করতেন। আর তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো থাকত।[৯২৮]

ব্যাখ্যা : দু'হাতকে দু'হাঁটুর উপর রাখার উদ্দেশ্য হলো সলাতকে অনর্থক কোন কিছু থেকে হিফাযাত করা আর শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ইশারার মাধ্যমে তাওহীদের স্বীকৃতি দিতেন এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না যে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাতেন *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"* বলার সময়, বরং এখানে ইশারা করার হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হলো তাওহীদ।

---

[৯২৭] **সহীহ :** মুসলিম ৫৮০।

[৯২৮] **সহীহ :** মুসলিম ৫৮০।

ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ - তিপ্পান্ন গণনার মতো আঙ্গুলসমূহ বন্ধ করা। এর চিত্র কয়েকভাবে।

প্রথমতঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা মধ্যমা আঙ্গুলি বন্ধ করে তর্জনীকে খাড়া রাখা আর বৃদ্ধাঙ্গুলীকে তর্জনীর গোড়ার সাথে লেগে রাখা।

দ্বিতীয়তঃ সকল আঙ্গুলকে মুষ্টিবদ্ধ করবে নিরাপদে আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে।

আর এর স্বপক্ষে মুসলিমের হাদীস রয়েছে যা,

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন সলাতে বসতেন ডান হাতের তালু ডান রানের উপর রাখতেন এবং সকল আঙ্গুলকে মুষ্টিবদ্ধ বা বন্ধ করতেন আর বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশে যে আঙ্গুল আছে তথা তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন।

তৃতীয়তঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা বন্ধ করে তর্জনীকে খাড়া রেখে বৃদ্ধা আঙ্গুল ও মধ্যমাকে গোল করা তথা বৃদ্ধা আঙ্গুল ও মধ্যকার মাথাকে পরস্পরে মিলিয়ে বৃত্তের মতো করা।

যেমনটি ওয়ায়িলের হাদীস সামনে আসছে।

চতুর্থতঃ ডান হাত ডান রানের উপর রেখে তর্জনী দ্বারা ইশারা করা। আর বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমার উপর রাখবে। যেমনটি 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র এর হাদীস সামনে আসছে।

আর এ বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই প্রত্যেক পদ্ধতি জায়িয রসূলুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন পদ্ধতি করতেন।

আমি (ভাষ্যকার) বলি, বায়হাক্বী ও অন্যান্য রিওয়ায়াতের হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য তর্জনীর ইশারা দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এটা বলা উদ্দেশ্য না যে *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ* বলার সময় ইশারা করবে।

আর সহাবীরা ইশারা দ্বারা হিকমাত বর্ণনা উদ্দেশ্য নিতেন সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্য নিতেন না।

এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণ করে ইশারা তর্জনী দ্বারা ইশারা হবে বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথা সালাম দেয়া পর্যন্ত আর এটার প্রাধান্য বর্ণনার মতো।

٩٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلٰى إِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৮। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসলে নিজের ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন। শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের নিকটে রাখতেন। বাম হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু জড়িয়ে ধরতেন।[৯২৯]

ব্যাখ্যা : وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَه – বাম হাতের তালু বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরবে।

---

[৯২৯] সহীহ : মুসলিম ৮৭৯।

ইবনু হাজার বলেন ইতিপূর্বে যে হাদীসগুলো এর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই তথা অন্য হাদীসে এসেছে হাতের তালু রানের উপর রাখবে আর এ হাদীসে হাঁটুর উপর রাখার কথা বলা হয়েছে সুন্নাত হলো তালুর পেটকে হাঁটুদ্বয়ের কাছাকাছি রানের উপর রাখবে এমনভাবে আঙ্গুলের মাথাসমূহ হাঁটুর উপর প্রসারিত হয়েছে আর এটাই হচ্ছে সুন্নাতের পরিপূর্ণতা ।

ইমাম নাবাবী বলেন, উলামায়ে ইজমা হয়েছেন যে বাম হাত বাম হাঁটুর নিকট বা বাম হাঁটুর উপর রাখা মুস্তাহাব, এবং কেউ কেউ বলেছেন আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর উপর রাখবে ।

٩٠٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِه السَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلٰى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه قَالَ لَا تَقُوْلُوا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهٗ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯০৯ । 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সলাত আদায় করতাম তখন এ দু'আ পাঠ করতাম, "*আস্‌সালা-মু 'আলাল্ল-হি ক্বাব্‌লা 'ইবাদিহী, আস্‌সালা-মু 'আলা- জিবরীলা, আস্‌সালা-মু 'আলা- মীকায়ীলা, আস্‌সালা-মু 'আলা- ফুলা-নিন*"– (অর্থাৎ- আল্লাহর উপর সালাম তাঁর বান্দাদের উপর পাঠাবার আগে, জিবরাঈলের উপর সালাম, মীকায়ীল-এর উপর সালাম । সালাম অমুকের উপর । রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন সলাত শেষ করলেন, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহর উপর সালাম" বল না । কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা) । অতএব তোমাদের কেউ সলাতে বসে বলবে, "*আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সালাওয়া-তু ওয়াত্‌তায়্যিবা-তু আস্‌সালা-মু 'আলায়কা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়ারাহমাতুল্ল-হি ওয়াবারাকা-তুহু আস্‌সালা-মু 'আলায়না ওয়া'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহীন*"– (অর্থাৎ- সব সম্মান, 'ইবাদাত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য । হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর সব নেক বান্দাদের উপর সালাম) । নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোন ব্যক্তি এ কথাগুলো বললে এর বারাকাত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক নেক বান্দার কাছে পৌঁছবে । এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "*আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু*"– (অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল ।) নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এরপর আল্লাহর বান্দার কাছে যে দু'আ ভাল লাগে সে দু'আ পাঠ করে আল্লাহর মহান দরবারে আকুতি মিনতি জানাবে ।[৯১০]

ব্যাখ্যা : এটা শারী'আত সম্মত যে সলাতে সালামের পূর্বে দুনিয়া ও আখিরাত সংক্রান্ত দু'আ চাওয়া বৈধ যদি সেখানে গুনাহর সংমিশ্রণ না থাকে । যেমন আখিরাত সংক্রান্ত "হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও" বা দুনিয়া সংক্রান্ত "হে আল্লাহ! আমাকে সুন্দরী স্ত্রী দান করো এবং অফুরন্ত সম্পদ ।"

---

[৯১০] **সহীহ :** বুখারী ৮৩৫, ৬২৩০, মুসলিম ৪০২ ।

তবে যে চাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ-এর হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর নিকট চাও তোমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এমন কি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে ও তোমাদের রান্নার পাতিলের লবণের জন্যও।"

٩١٠- وَعَنْ عبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ اَجِدْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ اَلِفٍ وَلَامٍ وَّلٰكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ.

৯১০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আত্তাহিয়্যাতু শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন মাজীদের সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, *"আত্তাহিয়্যাতুল মুবা-রাকা-তুস্ সলাওয়া-তু ওয়াত্তাইয়্যিবা-তু লিল্লা-হি। আস্সালা-মু 'আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আস্সালা-মু 'আলায়না- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়ারসূলুহু"*।[৯৩১] মিশকাত সংকলক বলেন, সালা-মুন 'আলায়কা ও সালা-মুন 'আলায়না আলিফ, লাম ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও এদের সংকলন হুমায়দীর কিতাবে কোথাও নেই। কিন্তু জামি'উল উসূল প্রণেতা তিরমিযী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৯৩২]

ব্যাখ্যা : আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনের সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন এটা পরিপূর্ণ গুরুত্ব বহন করছে এবং তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব তা প্রমাণ করছে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ মুসলিম, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্ এবং আহ্মাদের এক রিওয়ায়াতে *আলিফ লাম* সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আর আত্ তিরমিযী, নাসায়ী, শাফি'ঈ এবং আহ্মাদের অন্য রিওয়ায়াতে *আলিফ লাম* ছাড়া سلام বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম নাবাবী বলেন : দু'টিই বৈধ তবে আলিম সহকারে اَلسَّلَامُ পড়াটা বেশী উত্তম।

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল এটা শুধু ইবনু 'আব্বাস একাই বর্ণনা করেছেন আর অন্য সকল রাবী যেমন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ জাবির 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র সবাই এ শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দা ও রসূল।

---

[৯৩১] **সহীহ :** মুসলিম ৪০৩। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যা মুসলিমে রয়েছে وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ।

[৯৩২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৯০, নাসায়ী ১১৭৪।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩١١ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৯১১। ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি (তাশাহ্হুদের বৈঠক সম্পর্কে) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নব্বইয়ের বন্ধনের ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃদ্ধার দ্বারা) একটি বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল উঠালেন। এ সময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহ্হুদ পাঠ করতে করতে ইশারা করার জন্য শাহাদত আঙ্গুল নাড়ছেন।[৯৩৩]

ব্যাখ্যা : ثُمَّ جَلَسَ অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসলেন পূর্বে হাদীসের প্রথমাংশ এভাবে এসেছে,

ওয়ায়িল ইবনু হুজর বলেন, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রসূলের সলাত দেখাব কিভাবে তিনি সলাত আদায় করতেন তিনি দাঁড়াতেন ক্বিবলামুখী হতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন তারপর হাতদ্বয় উঠাতেন দু'কানের লতি পর্যন্ত অতঃপর বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন অনুরূপ হাত দু'টি উঠাতেন রাবী বলেন অতঃপর বসতেন এভাবে শেষ পর্যন্ত যা হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে

فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى তথা বাম পা বিছাতেন এবং বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন আর ডান পাকে খাড়া করতেন

প্রথম বৈঠকে দু'হাত রাখার স্থান

ওয়ায়িল ইবনু হুজর হতে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম, অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখলাম তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সলাত শুরু করলেন দু'হাত উঠালেন ..... এবং যখন দু'রাক্'আত শেষে (প্রথম) বৈঠকের জন্য বসতেন বাম পা বিছাতেন এবং ডান পা খাড়া করতেন।

وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখতেন হাতের আঙ্গুলসমূহ প্রসারিত করে মুষ্টিবদ্ধ করে না।

নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, "বাম হাতের তালু বাম রান ও হাঁটুর উপর রাখতেন।"

বায়হাক্বী বলেন : আঙ্গুল নাড়ানো দ্বারা ইশারা উদ্দেশ্য অব্যাহত নাড়ানো না। ইমাম শাওকানী বায়হাক্বী মতকে সমর্থন করেছেন দলীল হিসেবে বলেছেন আবূ দাউদের হাদীস ওয়ায়িল থেকে সেখানে এসেছে "তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন।"

আমিও (ভাষ্যকার) বলি, এ মতের স্বপক্ষে ইমাম নাসায়ীও রায় দিয়েছেন।

---

[৯৩৩] **সহীহ :** নাসায়ী ৮৮৯, ইরওয়া ৩৬৭ আবূ দাউদ ৭২৬। তবে আবূ দাউদে আঙ্গুল নাড়ানোর কথা নেই।

[وَحَدَّ مِرْفَقَهُ... -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রসূল ﷺ তার কনুইকে তার পার্শ্বদেশদ্বয় থেকে দূরে রাখতেন না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী (রহঃ) তার "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর হাদীসের শেষাংশের দ্বারা বৈঠকে সর্বদা আঙ্গুল নড়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয় যা মালিকী মাযহাবের মত। আর এটিই সঠিক মত। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : হাদীসের বাহ্যিক দিকটি মালিকী মাযহাবের অনুকূলে হলেও তা পরবর্তী হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছে রসূল ﷺ সর্বদা আঙ্গুল নাড়াতেন না। আলবানী (রহঃ) বলেন : উভয় হাদীসের সংঘর্ষের দাবী দু' দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত। প্রথমতঃ এ হাদীসের পরবর্তী হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ। আর অপরটি হলো এ হাদীসটি হ্যাঁবোধক আর পরবর্তীটি নাবোধক। আর মূলনীতি হলো হ্যাঁবোধক হাদীস না বোধকের উপর প্রাদান্য পাবে। (আলবানী)]

٩١٢ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

৯১২। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতে বসা অবস্থায় "কালিমায়ে শাহাদাত" দু'আ পাঠ করতেন, নিজের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচড়া করতেন না।[৯৩৪] আবূ দাঊদ এ শব্দগুলোও নকল করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করত না।[৯৩৫]

ব্যাখ্যা : إِذَا دَعَا যখন তাশাহ্হুদ পড়বে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে তর্জনীকে তাশাহ্হুদের শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে রাখবে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি প্রাধান্য মত হলো সালামের মাধ্যমে সলাতের শেষ পর্যন্ত সর্বদাই তর্জনী দ্বারা ইশারা করা। আর আমাদের শায়খ, নাযীর হুসায়ন দেহলবী সুস্পষ্ট করে বলেছেন তাঁর ফাতাওয়াতে যে, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি তাশাহ্হুদের পরে দু'আ করা শেষ পর্যন্ত তর্জনীকে উঠিয়ে রাখবে।

সুতরাং সামগ্রিক অর্থ হলো : ইশারার সময় আসমানের দিকে না তাকায় বরং যেন আঙ্গুলের দিকে তাকায় আর চোখ যেন এটা অতিক্রম না করে।

٩١٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحِّدْ أَحِّدْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرُ

---

[৯৩৪] **শা-য :** আবূ দাঊদ ৯৮৯, নাসায়ী ১২৭০। সানাদের সকল রাবী বিশ্বস্ত হলেও মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান-এর মধ্যে স্মৃতিশক্তিজনিত দুর্বলতা রয়েছে। তবে তার হাদীস হাসানের স্তর থেকে নিচে নেমে যাবে না। এজন্য হাকিম (রহঃ) বলেছেন : ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহ মুসলিমে তার ১৩টি হাদীস শাহিদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তী 'আলিমগণ তার মুখস্থশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন : সে মুখস্তশক্তির ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। এসব মতামতের ভিত্তিতে হাদীসের সানাদটি যে সহীহ তা সুস্পষ্ট। তবে لَا يُحَرِّكُهَا অংশটুকু শাহ বা মুনকার। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান এর উপর স্থির থাকতে পারেনি। তিনি কখনোও তা উল্লেখ করেছেন আবার কখনোও করেননি। আর এ অংশটুকু না হওয়ার সঠিক কারণ মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান ছাড়া অন্য কেউ এ অতিরীক্তাংশটুকু উল্লেখ করেননি। অতিরীক্তাংশটুকু ছাড়াই ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

[৯৩৫] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ৯৯০, নাসায়ী ১২৭০।

৯১৩। আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সলাতে তাশাহ্হুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দু' আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগল। নাবী তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা কর, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা কর।[৯৩৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি তাশাহ্হুদের অধ্যায়ে এনে প্রমাণ করেছে যে, ইশারা তাশাহ্হুদের বৈঠকেও হবে অনুরূপ নাসায়ীর হাদীস সা'দ থেকে বর্ণিত তা প্রমাণ করে।

٩١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وفى رواية له نَهٰى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

৯১৪। ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন লোক যেন সলাতে হাতের উপর ঠেস দিয়ে না বসে।[৯৩৭] আবূ দাউদের এক বর্ণনায় এ শব্দগুলোও আছে যে, নাবী নিষেধ করেছেন : সলাতে উঠার সময় কোন ব্যক্তি যেন তার দু' হাতের উপর ভর দিয়ে না উঠে।[৯৩৮]

ব্যাখ্যা : "হাতে উপর ঠেস দিয়ে বসা" উদ্দেশ হলো : সলাতে বসার সময় দু'হাতের উপর ভর দিবে আর তা জমিনের উপর রাখবে এবং তার উপর ঠেস দিয়ে রাখবে।

আর নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো এটা অহংকারী ব্যক্তির বসার স্টাইল এবং এ বসার মাধ্যমে ধীরস্থির ও বরাবরভাবে বসার পরিবেশ নষ্ট হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট হারাম। আবূ দাউদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, "সলাত আদায়কারী ব্যক্তি উঠার সময় হাতের উপর ভর দিয়ে উঠবে না।"

ইমাম আহ্মাদ হতে বর্ণিত, "রসূল নিষেধ করেছেন সলাতে হাতের উপর ভর করে বসতে।"

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মালিক হতে, "রসূল নিষেধ করেছেন সলাতে দু'হাত দিয়ে ভর করে দাঁড়াতে।"

আর আহ্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু শাবূইয়াহ্ হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "রসূল সলাতে হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন।"

আর মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' হতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ হাতের উপর ভর দিয়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।"

বসার সময় চাই দু' বৈঠক হোক, অথবা দু' সাজদার মাঝখানে হোক অথবা জালসাতে ইসতিরাহ্ দু'সাজদাহ্ শেষে উঠার পর বসা তারপরে দাঁড়ানা হোক সকল অবস্থায় হাতের উপর ঠেস বা ভর দিয়ে বসা নিষেধ।

আর ইবনু 'আবদুল মালিক-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত খাস হলো সাজদাহ্ হতে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর ভর দিয়ে উঠা নিষেধ।

সুতরাং দ্বন্দ্ব হলো এ দু'জনের বর্ণিত রিওয়ায়াত, তবে এখান ইবনু 'আবদুল মালিক-এর চেয়ে আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল-এর রিওয়ায়াতে প্রাধান্য পাবে, কেননা তিনি বেশী সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ রাবী। ইবনু 'আবদুল মালিক তাঁর তুলনায় ততো বেশী নির্ভরযোগ্য নয়।

---

[৯৩৬] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৫৫৭, নাসায়ী ১২৭২, দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১৬।

[৯৩৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯৯২, আহমাদ ৬৩৪৭।

[৯৩৮] **মুনকার :** মাসদুরুস্ সা-বিক্ব (প্রাগুক্ত)।

পক্ষান্তরে আহ্‌মাদ এর বর্ণনার স্বপক্ষে আর হাদীস এসেছে যেমন বুখারীতে "মালিক ইবনু হুওয়াইবিস এর হাদীস জমিনেরর উপর ভর দিতেন।"

ইমাম শাফি'ঈর "কিতাবুল উম্মাতে" এসেছে, "দু'হাত জমিনের উপর ভর দিতেন।"

সুতরাং ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল-এর রিওয়ায়াতে বেশী গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী।

٩١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النبي ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُوْمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৯১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রথম দু' রাক্'আতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন, মনে হত যেন কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন।[৯৩৯]

ব্যাখ্যা : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) চার রাক্'আত ও তিন রাক্'আত বিশিষ্ট সলাতে প্রথম বৈঠকে বসতেন।

এর দ্বারা প্রথম বৈঠক হালকা করা এবং দ্রুত দাঁড়ানো উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে

ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, এটা উলামাদের 'আমাল প্রথম বৈঠক লম্বা করতেন না আর তাশাহহুদের পরে অন্য কোন দু'আ পড়তেন না; যদি অতিরিক্ত পড়ে তাহলে সাহু সাজদাহ্ দিবে। শা'বী হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এটা পছন্দ করেছেন। আর ইমাম শাফি'ঈ বলেছেন, দরূদ পড়লে কোন সমস্যা নেই।

আমি (ভাষ্যকার) বলি, তাশাহ্হুদের উপর অতিরিক্ত দু'আ পড়ার দরকার নেই আর যদিও পড়ে তাহলে সাহ্ সাজদার প্রয়োজন নেই কারণ এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩١٦ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

৯১৬। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে তিনি আমাদেরকে তাশাহ্হুদও শিখাতেন। তিনি বলতেন, *"বিসমিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হি, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্সলাওয়া-তু ওয়াত ত্বইয়্যিবা-তু আস্সালা-মু*

---

[৯৩৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৯৯৫, আত্ তিরমিযী ৩৬৬, নাসায়ী ১১৭৬। কারণ আবূ 'উবায়দাহ্ তার পিতা ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি। তবে আলবানী (রহঃ) বলেন : তার রাবীগণ বিশ্বস্ত অতএব হাদীসের সানাদটি সহীহ যদি মুনক্বাতি না হয়।

'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু, ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকা-তুহু, আসসালা-ম 'আলাইনা- ওয়া'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস সলিহীন। আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহু। আস্আলুল্লা-হাল জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিল্লা-হি মিনান্না-র।"[৯৪০]

ব্যাখ্যা : بِسْمِ اللّٰهِ (*বিস্মিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হ*) এ অতিরিক্তি শুধুমাত্র রাবী আয়মান ইবনু নাবিল তিনি আবূ যুবায়র হতে জাবির হতে বর্ণনা করেছেন।

আর লায়স ও 'আম্র ইবনু হাবিস আরো অন্যরা *বিস্মিল্লা-হ* ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

আর হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : এ অতিরিক্ত *বিস্মিল্লা-হ* সহীহ না।

٩١٧ـ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهٖ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهٗ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ. رَوَاهُ أَحْمَد

৯১৭। নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সলাতে বসতেন, নিজের দু' হাত নিজের দু' রানের উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন এবং তার চোখের দৃষ্টি থাকত আঙ্গুলের প্রতি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ শাহাদাত আঙ্গুল শায়ত্বনের কাছে লোহার চেয়ে বেশী শক্ত। অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে তাওহীদের ইশারা করা শায়ত্বনের উপর নেযা নিক্ষেপ করার চেয়েও কঠিন।[৯৪১]

ব্যাখ্যা : আঙ্গুলের ইশারাটা শায়ত্বনের নিকট তরবারি ও তীরের আঘাতের চেয়েও কঠিন, কেননা এখানে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে সলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে শায়ত্বন শির্ক ও কুফ্রে লিপ্ত করবে সে আকাঙ্ক্ষাক্ষে ধূলিসাৎ করে।

يَعْنِي السَّبَّابَةَ অর্থাৎ– তর্জনী দ্বারা এ কথাটি রাবীর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না।

سَبَّابَةُ (সাব্বা-বাহ্) শব্দটি গালমন্দের অর্থ ব্যবহৃত হয়ে আর এ অর্থটি বেশী উপযোগী। এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে সলাত আদায়কারীকে পথভ্রষ্ট করাব শায়ত্বন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যায় (এ গালমন্দের দ্বারা)

٩١٨ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ السَّنَّةِ إِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৯১৮। ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সলাতে তাশাহ্হুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত। আবূ দাঊদ ও তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।[৯৪২]

---

[৯৪০] **য'ঈফ :** নাসায়ী ১১৭৫। কারণ সানাদে আইমান ইবনু নাবিল রয়েছে যার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসে তার তাসমিয়্যাহ্ (বিস্মিল্লা-হ)-এর বর্ণনাটির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী হাদীসের শেষে বলেন : এ বর্ণনাটিতে তার সাথে আর কেউ আছে বলে আমরা জানি না। তবে সো ক্রটিমুক্ত রাবী বরং হাদীসটি ভুল। আর ইমাম আত্ তিরমিযী একে শায বলেছেন।

[৯৪১] **হাসান :** আহ্মাদ ৫৯৬৪।

[৯৪২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৯৮৬, আত্ তিরমিযী ২৯১। যদিও আবূ দাঊদের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস রাবী রয়েছে কিন্তু হাকিম হাদীসটি অন্য একটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ এ বলেছেন, এরূপ সমতুল্য। এটা জমহুর (সকল) মুহাদ্দিস ও ফুকাহার মতে, অবশ্য কেউ কেউ মাওকূফ মনে করে তথা সহাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। হাদীসটি প্রমাণ করে, তাশাহ্হুদ গোপনে পড়া সুন্নাত। তিরমিযী বলেন, 'উলামারা এর উপর 'আমাল করেছেন।

(١٦) بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا

অধ্যায়-১৬ : নাবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ ও তার মর্যাদা

রসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠের হুকুম, বৈশিষ্ট্য ও তার স্থান।

صلاة এর অর্থ : মাজদ ফিরুয আবাদী বলেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল ﷺ উপর সলাত হলে দু'আ, রহ্মাত, ক্ষমা এবং চমৎকার প্রশংসা অর্থ হবে। হাফিয ইবনু হাজার আবুল আলিয়া থেকে বলেন, আল্লাহর সলাত রসূলের উপর, এর অর্থ হলো তাঁর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করা

মালাক ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে রসূলের উপর সলাত হলে করে অর্থ আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসা কামনা করা।

কারো মতে : আল্লাহর সলাত তার সৃষ্টির উপর দু'ভাবে : খাস ও আম।

আল্লাহর সলাত নাবীগণের উপর অর্থ প্রশংসা ও মর্যাদা আর বাকী অন্যদের উপর হলে অর্থ রহ্মাত যা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে।

হালীমী বলেন : রসূল ﷺ-এর উপর সলাতের অর্থ হলো তার মর্যাদা সম্মান। সুতরাং আমাদের কথা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ.....

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মানিত করো"। আর এ সম্মান হলো : তাঁর নাম যশ, খ্যাতি পৃথিবীতে সুউচ্চ করা, তার আনীত দীনকে বিজয়ী করা, তাঁর শারী'আত সমাজে যেন অনন্তকাল ধরে থাকে। আর আখিরাতে উত্তম প্রতিদান করা, তাঁর উম্মাতের জন্য সুপারিশকে কবূল করা আর মাকামে মাহমূদ (বেহেশ্তের সর্বোচ্চ স্থান) দিয়ে অনুগ্রহ শুরু করা।

﴿يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর জন্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫৬)।

রসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা কি, নুদুব বা ভাল না, ওয়াজিব? না ফার্‌যে আইন না ফার্‌যে কিফায়াহ্?

পুনরাবৃত্তি করতে হবে যখনই তার নাম শুনবে না পুনরাবৃত্তি করতে হবে না

আর পুনরাবৃত্তি কোন বৈঠক ও সভায় প্রযোজ্য কি না ইত্যাদি মাস্আলাহ্ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতবৈধ রয়েছে

* জারীর ত্বাবারী বলেছেন : মুস্তাহাব তথা ভাল।

* কারো মতে : জীবনে একবার তার প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব চাই সলাতে হোক আর সলাতের বাইরে হোক যেমন কালিমা তাওহীদের মত (জীবনে একবার স্বীকৃতি দিলে হবে)।

* আবূ বাকর রাযী হানাফী, ইবনু হায্‌ম উভয় ছাড়া আরো অনেকের নিকট সমষ্টিকভাবে একবার ফার্‌য আর তা কোন সলাত বা যে কোন নির্ধারিত সময়ের সাথে খাস না জীবনে একবার পড়লে ফার্‌য আদায়ের দায়িত্ব পালন হবে।

তার সামর্থ্যনুযায়ী অতিরিক্ত পড়লে তা মানদুব বা ভালো, এর থেকে বুঝা গেল দ্বিতীয় বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত আবূ হানিফাহ্‌, মালিক এবং সাওরীর এটাই অভিমত।

* ইমাম ত্বাহাবীর মতে যখনই কোন ব্যক্তি রসূলের নাম শুনবে বা পড়বে তখনই দরূদ পড়বে যদি কোন বৈঠক ও সমাবেশে একত্রিত হয় তথা পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব। তবে ফত্‌ওয়া হলো পুনরাবৃত্তি করা মুস্তাহাব। কারণ হাদীসে দরূদ না পড়লে শাস্তি, দুর্ভাগ্য, নাক ধূলায় ধূসরিত হোক কৃপণতা ইত্যাদি কথা এসেছে।

* যে সকল স্থানে পড়া ওয়াজিব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম তাশাহ্‌হুদে, জুমু'আর খুতবাহ্‌, জুমু'আর খুতবাহ্‌ ছাড়াও সকল খুতবায় জানাযার সলাতে পড়া সহীহ সানাদে প্রমাণিত।

আযানের জবাবের পরে, দু'আর শুরুতে মাঝখানে, শেষে, কুনুতের শেষে তাহাজ্জুদ সলাতে দাঁড়ানোর সময় কুরআনুল কারীমে পাঠ শেষ করলে বিপদ মুসিবাতের সময় গুনাহ থেকে তাওবার সময়, হাদীস পড়ার সময়।

ঈদের তাকবীর পাঠ করার সময়ে মাসজিদ প্রবেশের ও বের হওয়ার সময় একত্রিত হওয়ার সময় সফরের সময় দরূদ পাঠ করা কথা এসেছে সবগুলো দুর্বল হাদীস।

বিশেষ করে জুমু'আর দিনে বেশী বেশী দরূদ পড়ার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে।

দরূদের নিয়ম-কানুন হলো সবচেয়ে উত্তম দরূদ যা সলাতে পড়া হয় এটি কা'ব ইবনু 'উজরাহ্‌-এর হাদীস এবং সবচেয়ে সহীহ হাদীস।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٩١٩ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

৯১৯। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইবনু 'উজ্‌রাহ্ (রাঃ)-এর সাথে আমার দেখা হলে তিনি বললেন, হে 'আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিব যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি? উত্তরে আমি বললাম, হাঁ আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি আমরা 'সালাম' কিভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আপনার ও আপনার পরিবারে প্রতি 'সলাত' কিভাবে পাঠ করব? রসূল ﷺ বললেন, তোমরা বল, "*আল্ল-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- সল্লায়তা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আল- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রাক্‌তা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ*"– (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রাহমাত বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি রহমাত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বারাকাত নাযিল কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বারাকাত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। তুমি বড় প্রশংসিত ও সম্মানিত।)।[৯৪৩] কিন্তু ইমাম মুসলিম-এর বর্ণনায় '*আলা- ইবরা-হীম*' শব্দ দু' স্থানে উল্লিখিত হয়নি।

ব্যাখ্যা : বায়হাক্বীতে কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ হতে বর্ণিত যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হলো–

﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ও মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) নাবীর উপর দরূদ বা রহ্‌মাত প্রেরণ করেন।"

(সূরাহ্ আহযাব ৩৩ : ৫৬)

তখন সহাবীরা বলেন : হে রসূল দরূদটি কিরূপ তথা সলাতে তাশাহ্হুদের পরে দরূদের শব্দ কিরূপ?

كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ : আমরা কিভাবে আপনার ও পরিবারে ওপর দরূদ পাঠ করব?

শাইখ 'আবদুল হাক্ব দেহলবী বলেন : প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য রসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের পাশাপাশি তার পরিবারের প্রসঙ্গকে টেনে তাদের ওপরও দরূদ কিরূপ হবে।

فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ : আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছে কিভাবে আপনাকে সালাম দিব : আর এটা সলাত আদায়কারী তাশাহ্হুদে বলে– হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম।

আমরা কিভাবে দরূদ প্রেরণ করব আপনার প্রতি?

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আপনার ওপর সালাম আমরা জেনেছি, সুতরাং আপনার ওপর দরূদ কিরূপ হবে অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দরূদ ও সালাম প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমরা তার ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর"– (সূরাহ্ আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৫৬)। আমরা সালামের পদ্ধতি জেনেছি যেমনটি আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আত্তাহিয়্যাতু সেখানে আমরা বলি, হে নাবী! আপনার ওপর সালাম বর্ষিত হোক।

---

[৯৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৭০, মুসলিম ৪০৬। মুসলিমে শুধুমাত্র عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ রয়েছে। তবে বুখারী, আহ্‌মাদ, নাসায়ী, ত্বহাবীসহ অন্যান্যরা দু'টিকে একত্রিত করে (عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ) বর্ণনা করেছেন। অতএব, যারা দু'টি শব্দকে একত্রিত করণকে অস্বীকার করে যে তা কোন সহীহ হাদীসে নেই এটি তাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সুতরাং আপনি আমাদের দরূদের শব্দ শিক্ষা দিন।

কুসতুলানী বলেছেন : قُوْلُوْ "তোমরা বল" এ বাক্যে প্রমাণ করে পড়াটা ওয়াজিব সবই ঐকমত্য পোষণ করেছেন

আর শাওকানী বলেন : নায়লুল আওত্বারে হাদীসের বাক্য قُوْلُوْ "তোমরা বল" তাশাহহুদের পড়ে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।

এ মতে সপক্ষে বলেছেন, 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু মাস্'ঊদ, জাবির ইবনু যায়দ, শাবী মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল কুরযী আবূ জা'ফার বাকির আর শাফি'ঈ আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল ইসহাক্ব ইবনুল মাওয়াজ আর কাজী আবূ বাক্র ইবনু আবাবী।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করা, অনুরূপ রসূল ﷺ-এর অধিকার আমাদের ওপর তা আদায় করা।

ইবনু 'আবদুস সালাম বলেন, রসূল ﷺ-এর উপর দরূদ প্রেরণ তার জন্য শাফা'আত স্বরূপ না যেমনি তাঁর শাফা'আত আমাদের উপর। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি যে ইহসান করেছেন (শারী'আতের বিধান আনার মাধ্যমে) তার প্রতিদানে আল্লাহ আমাদের অপারগতা জেনে তাঁর ওপর দরূদ পাঠের মাধ্যমে প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছেন।

ইবনুল আরাবী বলেন, দরূদ পাঠের উপকার পাঠকারীর ওপর 'আক্বীদার খাঁটিত্ব, নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ আর আনুগত্যের উপর অবিচল প্রমাণ করে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে سيد (সাইয়্যিদ) যার অর্থ নেতা এ শব্দটি প্রয়োগের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনু 'আবদুস সালাম বলেন, এটা বলাই শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য আর ইমাম শাওক্বানী নায়লুল আওতারে বলেন "উত্তম"। আসনাবী বলেন سيدنا (সাইয়্যিদিনা) শব্দটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে অধিকাংশ সলাত আদায়কারীর নিকট ব্যাপক প্রসিদ্ধ পেয়েছে। তবে এ উত্তমের বিষয়টি চিন্তা সাপেক্ষ।

আমি (ভাষ্যকার) বলি, সলাত অবস্থায় যে *"সাইয়্যিদিনা"* শব্দটি রসূল ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়নে ও হুবহু দু'আ মাসূরার শব্দ আদায়ে পরিত্যাগ করা উত্তম।

সলাত ব্যতিরেকে অন্য স্থানে *সাইয়্যিদিনা* শব্দটি বলা কোন সমস্যা না তথা বৈধ।

সুয়ূতী দুর্‌রে মানসূরে বলেন : 'আবদুর রায্যাক, 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ও ইবনু মাজাহ্ তাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যখন তোমরা রসূলের উপর দরূদ পাঠ করবে তা সুন্দর, ভালভাবে পাঠ করবে। তখন তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন। তখন তিনি বললেন তোমরা বলো, হে আল্লাহ! তোমার সম্মান রহ্মাত বারাকাত সকল রসূলের নেতা ও মুত্তাক্বীদের ইমামের উপর ধার্য করুন।

ইমাম যাহাবী বলেন, প্রচুর সংখ্যক মানুষ বলেন : "হে আল্লাহ! তুমি রহ্মাত বর্ষণ করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর"– এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে তবে উত্তম হলো অবিকল শব্দ অনুসরণে সাইয়্যিদান শব্দ না বলা। আর সলাত ব্যতিরেকে সরাসরি এ সম্বোধন করাকে রসূল ﷺ অপছন্দ করেছেন যা প্রসিদ্ধ হাদীস হতে প্রমাণিত।

এ হাদীসটি প্রমাণ করে দরূদে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীগণেরকে যে শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন অবিকল সেই শব্দ বলতে হবে তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে। চাই তা খাসভাবে ওয়াজিব বলি আর সলাতে নির্ধারণ করি।

ইমাম আহ্মাদের নিকট সলাতে দরূদের শব্দ অবিকল বলতে হবে তবে সহীহ কথা তার অনুসারীদের নিকট ওয়াজিব বা আবশ্যক না।

আর ইমাম শাফি'ঈ বলেছেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রহ্মাত বর্ষণ করুন।" এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : আমাদের সাথীরা ঐকমত্য হয়েছেন الصلاة على محمد-এর উপর সংক্ষিপ্ত করা যাবে না আর এর ব্যাপারে সহীহ সানাদ নেই তবে গুণের উপর তথা الصلاة على النبي ﷺ-এর উপর সংক্ষিপ্ত করা যাবে আর জমহুরের নিকট, যে কোন শব্দ দিয়ে যা দরূদ বুঝায় তাই বৈধ।

٩٢٠ـ وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُولُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯২০। আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করব? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা বল, "আল্লা-হুম্মা....." শেষ পর্যন্ত।[৯৪৪]

ব্যাখ্যা : وَأَزْوَاجِه দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন যেমন সামনে আবূ হুরায়রাহ্ হাদীস আসছে।

وَذُرِّيَّتِه উদ্দেশ্য তাঁর বংশধর, ফাত্বিমাহ্ 'আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানেরা।

আজওয়ায তথা স্ত্রীগণ প্রসিদ্ধ আর ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বংশকুল তথা রসূল ﷺ-এর বংশধর তারা যারা তাঁর সন্তানের প্রজন্ম আর তাঁর সন্তান তারাই যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করে।

আর নাবাবী মুহাজ্জাব-এর শারাহতে উল্লেখ করেছেন সহীহ হাদীসগুলোর আলোকে (শব্দের) সমন্বয় করা যাবে।

اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، وأزواجه، وذريته، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

হে আল্লাহ! তুমি রহ্মাত বর্ষণ করো নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ও তাঁর পরিবার, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের ওপর যেরূপ রহ্মাত বর্ষণ করেছে ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর পরিজনের ওপর তুমি বারাকাত দান করো মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজনের ওপর যেরূপ বারাকাত দান করেছে ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম ও ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম পরিজনের ওপর সারা বিশ্বে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল আর ইরাকী বলেন আরো অন্য শব্দেও সহীহ হাদীস এসেছে–

---

[৯৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৩৬০, মুসলিম ৪০৭।

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، وأزواجه، وذريته، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

হে আল্লাহ! তুমি রহ্মাত বর্ষণ করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি তোমার বান্দা এবং তোমার রসূল, নিরক্ষর নাবী এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র পরিবার-পরিজনের উপর তাঁর স্ত্রীগণ, সকল মু'মিনদের মা এবং তাঁর বংশকূলের উপর আর পরিবারের উপর যেমন রহ্মাত বর্ষণ করেছ ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম এবং ইব্রাহীম এর পরিবারের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল।

হে আল্লাহ! তুমি বারাকাত দান করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজনের ওপর তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির ওপর যেমন বারাকাত দান করেছ ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম ও ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর পরিজনের ওপর সারাবিশ্বে নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল।

٩٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯২১। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহ্মাত বর্ষণ করেন।[৯৪৫]

ব্যাখ্যা : আত্ তিরমিযীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে- "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহ্মাত বর্ষণ করেন অথবা তার জন্য দশটি পুণ্য বা নেকী লিখে দিবেন এর বিনিময়ে।"

কিন্তু আত্ তিরমিযী'র এ রিওয়ায়াত আমি (ভাষ্যকার) কোথাও পাইনি।

সলাতের উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দার ওপর রহ্মাত বর্ষিত হওয়া আর তিনি তাদের ওপর রহ্মাতের বারিধারা বর্ষণ করেন ফলে রহ্মাত সংখ্যা অনেক হয়।

কাজী ইয়াজ বলেন : আল্লাহর দয়া ও প্রতিদান বৃদ্ধি পাবে যেমন আল্লাহর বাণী : "যে একটি সৎ কাজ করবে সে দশগুণ পাবে।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬০)

মুল্লা 'আলী কারী বলেন : দশটি প্রতিদান বৃদ্ধি এটি সর্বনিম্ন।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে নাবী ﷺ-এর একবার দরূদ পড়লে দরূদ পাঠকারীর উপর দশবার পাঠ করার সমতুল্য হয় বিষয়টি বুঝতে কঠিন হয়।

জওয়াব : একবার দরূদ প্রেরণ দরূদ পাঠকারীর কাজের একটি বৈশিষ্ট্য আর প্রতিদান দশগুণ এটি আল্লাহর পক্ষ হতে যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

আবার হাদীস হতে এটা বুঝা আসে না যে, আল্লাহর পক্ষ হতে নাবী ﷺ-এর ওপর মাত্র একবার রহ্মাত প্রেরণ করেন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত ও বিস্তৃত।

---

[৯৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪০৮।

উল্লিখিত হাদীস আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র-এর হাদীস যেখানে এসেছে, "যে ব্যক্তি এ কথার নাবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ ও তাঁর মালাক (ফেরেশ্‌তা) সত্তরবার রহ্‌মাত করবে। (অর্থাৎ- এ হাদীসে সত্তরের কথা এসেছে আর উল্লিখিত হাদীসে ১০ (দশ) বারের কথা এসেছে)।

দু' হাদীসে দ্বন্দ্ব সমাধানে জবাব হবে, নাবী ﷺ এ ফাযীলাতের ব্যাপারে কিছু বিষয় ধাপে ধাপে জেনেছেন যখনই তিনি জেনেছেন (আল্লাহর পক্ষ হতে) তখনই বলে দিয়েছেন।

প্রথম হাদীসের ফাযীলাতে বিষয় যখন জেনেছে বলেছেন। আবার যখন বেশী ফাযীলাত জেনেছেন তা বলে দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٢٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৯২২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রাহমাত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।[৯৪৬]

ব্যাখ্যা : وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ তথা গুনাহ মাফ করা হয়। ঢেকে রাখা বা মিটিয়ে দেয়া হয়।

رُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ حُطَّتْ-এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে আর উদ্দেশ্য মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের সুযোগ লাভের মাধ্যমে আর আখিরাতে সৎ কর্মের পাল্লায় ভারী হবে এবং জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

ত্বীবী বলেন : বান্দার পক্ষ হতে সলাত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সম্মান ও মর্যাদা কামনা করা।

আর আল্লাহর পক্ষ হতে সলাত হলে প্রতিদানের ক্ষেত্রে দু'টি অর্থ একটি ক্ষমা অপরটি সম্মান মর্যাদা আর এখানে সম্মান অর্থটিই বেশী প্রযোজ্য।

ইবনু আরাবী বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে একটি ভাল কাজ করবে সে দশগুণ পাবে।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১০৬)

কুরআনের আয়াত দাবী করে যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে সে এর দশগুণ বেশী প্রতিদান পাবে।

আর রসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ একটি ভাল কাজ, সুতরাং কুরআনের দাবী অনুযায়ী জান্নাতে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।

সুতরাং সুসংবাদ হলো, যে ব্যক্তি রসূলের ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশগুণ দিবেন এবং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সর্বোচ্চ প্রতিদান দিয়ে স্মরণ করবেন।

---

[৯৪৬] **সহীহ :** নাসায়ী ১২৯৭, হাকিম ১/৫৫০।

٩٢٣-وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯২৩। ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যারা আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করবে তারাই ক্বিয়ামাতের দিন আমার বেশী নিকটে হবে।[৯৪৭]

٩٢٤-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯২৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর কিছু মালাক আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌঁছান।[৯৪৮]

ব্যাখ্যা : يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ : আমার উম্মাতের মধ্য হতে যারা আমাকে সালাম দেয় কম হোক বেশী হোক আর যতই দূর প্রান্ত হতে হোক না কেন এবং শুনার পর তিনি সালামের উত্তর দেন।

এ হাদীস উৎসাহিত করছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ এবং তাকে সম্মান করা ও তাঁর অবস্থান ও মর্যাদাকে মহিমান্বিতকরণ যে তাঁর এ গর্বিত মর্যাদার দরুন সম্মানিত মালাকগণকে নিয়োগ দিয়েছে।

আল্লামা শাওকানী বলেন : এ হাদীসটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর বেশী বেশী দরূদ পড়তে উৎসাহিত করছে যা বিশেষ করে যখন কোন ব্যক্তি একবার তাঁর ওপর দরূদ প্রেরণ করে, এটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়া হয় এটি যেন দরূদ পড়ার ব্যাপারে আরো বেশী তৎপর করে তোলে।

হাসান ইবনু 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব হতে বর্ণিত। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে কোন স্থান হতে তোমরা আমার নিকট দরূদ পাঠ করো নিশ্চয় তোমাদের সে দরূদ আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "যে আমার উপর দরূদ পড়ে তবে দরূদ আমার নিকট পৌঁছে এবং আমিও তার ওপর দরূদ পড়ি এটা ছাড়াও আরো দশটি নেকী লেখা হয়।"

٩٢٥-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الدعوات الكبير

৯২৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে আমার রূহ ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।[৯৪৯]

ব্যাখ্যা : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ "যে কেউ আমাকে সালাম করলে" এর প্রকাশ্য ভাব এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যে কোন স্থানের ও যে কোন সময়ের সালাম দাতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী

---

[৯৪৭] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৪৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৬৮।

[৯৪৮] **সহীহ :** নাসায়ী ১২৮২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৮৫৩, হাকিম ২/৪২১, দারিমী ২৮১৬।

[৯৪৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ২০৪১, সহীহ আল জামি' ৫৬৭৯, বায়হাক্বীর দা'ওয়াতে কাবীর ১৭৮।

সকল সালাম প্রদানকারী সমান মর্যাদার অধিকারী এবং নাবী ﷺ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে সালাম প্রদানকারীর সালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। তবে অনেক আলেম মনে করেন এ হাদীস হতে নাবী ﷺ-এর কবরের পাশে সালাম প্রদানকারী উদ্দেশ্য। অতএব, কবরের নিকটবর্তী হয়ে সালাম প্রদানকারীর ক্ষেত্রেই এ হাদীসটি প্রযোজ্য। আল্লাহই প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

এ হাদীসের সালাম দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য নেয়া যায়। অভিবাদনের সালাম উদ্দেশ্য নয়। অতএব, হাদীসের অর্থ ব্যাপক। সুতরাং সালাম প্রদানকারী দূরবর্তী হোক বা নিকটবর্তী এত কোন পার্থক্য নেই এবং এটি কবর যিয়ারত কারীর জন্য খাসও নয়। বরং এ হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের প্রতি উত্তর দিতে পারি। এতে বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে সালাম দেয়ার পর তাঁর শরীরে তাঁর রূহ ফেরত দেয়া হয়। তবে এই ফেরত দেয়া রূহ তাঁর শরীরে অব্যাহতভাবে থাকা বুঝায় না। জেনে রাখা জরুরী যে, সালাম দেয়ার পরে শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেয়া এবং মৃত্যুর পরে তা পুনরায় শরীরে ফিরে আসা যেমনভাবে তা শরীরে অব্যাহতভাবে থাকা আবশ্যকীয় নয়। শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক এবং তার সাথে তা মিলিত থাকাটা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

১) ইহজগতে শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায়।

২) আলমে বারযাখে শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ধরনের।

৩) পুনরুত্থান দিবসে শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক। তাই আলমে বরযখে শরীরে রূহ ফেরত দেয়ার কারণে ইহজগতের ন্যায় জীবন যাপন আবশ্যক নয়।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) বর্ণিত এ হাদীসের অনুরূপ অর্থে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যা ইবনু 'আবদুল বার বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, " যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে যায় যার সাথে দুনিয়াতে তার পরিচয় ছিল। আর সে তাকে সালাম দেয় তাহলে আল্লাহ ঐ মৃত ব্যক্তিকে তার রূহ ফেরত দেন যাতে সে তার ভাইয়ের সালামের প্রতি উত্তর দিতে পারে। আর কোন ব্যক্তিই এ দাবী করেনি যে, এ ফেরত দেয়ার কারণে তার রূহ তার মধ্যে অব্যাহতভাবেই থাকবে। আর এও বলেনি যে, এই ফেরত দেয়ার ফলে তার জন্য ইহকালীন জীবনের মত তার জীবন যাপন আবশ্যক হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, যেহেতু রসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বিরামহীনভাবে সলাত ও সালাম প্রেরিত হচ্ছে সেহেতু তাঁর রূহ সর্বদাই তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক কিনা? যদিও তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য নয়। এর জওয়াব এই যে, পরকালের বিষয় সমূহ সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। আর আলমে বারযাখের অবস্থা পরকালীন জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অতএব, আমরা হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং তাতে বর্ণিত বিষয় সত্য বলে গ্রহণ করব। এর প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান আল্লাহর প্রতি প্রত্যার্পণ করব। আলমে বারযাখের বিষয়গুলোকে ইহকালীন বিষয়ের সাথে তুলনা করব না। কেননা আলমে বারযাখের বিষয় যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে তা ইহকালীন চাক্ষুষ বিষয়ের সাথে তুলনা করা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, যুল্ম ও ভ্রষ্টতার শামিল।

٩٢٦ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ

৯২৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের ঘরকে ক্ববরস্থান বানিও না, আর আমার ক্ববরকেও উৎসবস্থলে পরিণত কর না। আমার প্রতি তোমরা দরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দরূদ নিশ্চয়ই আমার কাছে পৌছে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।[৯৫০]

ব্যাখ্যা : لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত কর না। অর্থাৎ তোমরা ঘরকে কবরের মত করে ফেলনা যেখানে কোন 'ইবাদাত করা যায় না। এমনকি সলাতও আদায় করা যায় না। বরং ঘরেও তোমরা সলাত আদায় কর এবং 'ইবাদাতের একটি অংশ তাতে আদায় কর। এও বলা হয়ে থাকে যে, হাদীসের এ অংশ দ্বারা ঘরে সলাত আদায় ও 'ইবাদাত করার জন্য উৎসাহ্ প্রদান করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তাদের ঘরে অর্থাৎ কবরে সলাত আদায় করে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেন বলতে চেয়েছেন তোমরা মৃত ব্যক্তির মতো হইও না যারা তাদের ঘরে সলাত আদায় করে না। আর তাহল কবর। অথবা তিনি বলেছেন তোমরা তোমাদের ঘরে সলাত পরিত্যাগ করো না যাতে তোমরা মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও। আর তোমাদের ঘরগুলো কবরের মত হয়ে যায়। এখানে 'ইবাদাতহীন ঘরকে কবরের সাথে আর ঘরে 'ইবাদাত থেকে গাফেল ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মূলত এ হাদীসে কবরে 'ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ঘরে 'ইবাদাত করতে উৎসাহ্ প্রদান করা হয়েছে।

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا আমার কবরকে ঈদগাহে পরিণত করো না। অর্থাৎ আমার কবর যিয়ারতের নামে ঈদগাহে সমবেত হওয়ার মত সমবেত হইও না। ঈদের দিন হচ্ছে আনন্দ ও সাজগোজ করার দিন। আর কবর যিয়ারতের অবস্থা এর বিপরীত। ইমাম মানাভী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঈদের দিনের মত সমবেত হতে বারণ করেছেন। এই নিষেধটা তাঁর উম্মাতকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেয়া অথবা কবর যিয়ারত করতে যেয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান দেয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। এটা তিনি অপছন্দ করেছেন সে কারণেও নিষেধ করে থাকতে পারেন। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস থেকে এটাও সাব্যস্ত হয় যে, কোন ওলী বা দরবেশের কবরে বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে একত্র হয়ে তার জন্ম দিবস পালন করা, খানাপিনা করা, নাচ গান করা ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ তাঁর 'ইক্বতিযাউস্ সিরাতিল মুস্তাক্বীম' নামক গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের অর্থ হল তোমরা ঘরগুলোতে সলাত আদায়, দু'আ করা ও কুরআন তিলাওয়াত করা বন্ধ করে দিও না। তাহলে তা কবরের ন্যায় হয়ে যাবে। অতএব তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ঘরে 'ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবরের পাশে ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন।

---

[৯৫০] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ২০৪২, সহীহ আল জামি' ৭২২৬। আলবানী (রহঃ) বলেন : আমি নাসায়ীর সুনানে সুগরায় পায়নি। হয়তবা তার সুনানে কুবরা বা عَمَلُ الْيَوْمِ اللَّيْلَةِ গ্রন্থে রয়েছে। তবে ইমাম সুয়ূতী তার "জামি'উল কাবীর" গ্রন্থে নাসায়ীর দিকে মোটেও সমম্বিত করেননি। বরং তিনি আবূ দাউদ, বায়হাক্বীর দিকে নেসবাত করেছেন। হাদীসের সানাদটি মূলত হাসান তবে তার শাহেদ বর্ণনা থাকায় তা সহীহর স্তরে উন্নত হয়েছে।

٩٢٧ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهٗ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهٗ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯২৭। এ হাদীসটিও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার কাছে রমাযান মাস আসে আবার তার গুনাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট তার বৃদ্ধ মা-বাপ অথবা দু'জনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছায় না।[৯৫১]

ব্যাখ্যা : رَغِمَ أَنْفُ নাক ধুলায় ধুসরিত হোক রূপক অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর তা লাঞ্ছনা, ধ্বংস অপমান ইত্যাদি।

فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ যে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না আল্লামা শাওকানী তুহফাতুজ জাকেরিন কিতাবে ২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, হাদীসটি প্রমান করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম উল্লেখ করার সময় তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা আবশ্যক। আবশ্যক না হলে যারা দরূদ পাঠ করে না তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের বদদু'আ করতেন না।

আর রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করা মূলত তাঁর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা দেয়া সুতরাং যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মান করবে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

আর যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করবে না আল্লাহ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। বিবেকবানের নিকট মর্যাদার বিষয়টি বুঝতে সমস্যা হলেও মু'মিনার বিশ্বাস করে একবার দরূদ পাঠ করলে অসংখ্য প্রতিদান পাবে সুতরাং একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমাত করবেন এবং তাঁর দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এর দশটি গুনাহ মাফ করে দিবেন যে ব্যক্তি এটা গনিমত মনে করবে না তথা দরূদ পাঠ করবে না সে এ সমস্ত ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে বাস্তব হলো আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করবেন। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা চেপে বসবে।

অনুরূপ রামাযান মাস, সম্মানিত মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে কুরআন মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক আর ন্যায় অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। যে ব্যক্তি এ মাসকে সম্মানের সুযোগ পেল ঈমান ও প্রতিদানের আশায় সিয়াম ও কিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করবেন আর যে ব্যক্তি এ মাসকে সম্মানিত করল না তথা সিয়াম ও ক্বিয়াম সাধনা করল না আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন।

আর পিতা-মাতাকে সম্মান করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও সম্মানজনক আচরণ করা তার একত্ববাদ ও 'ইবাদাতের সাথে

[৯৫১] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৫৪৫, সহীহ আত্ তারগীব, হাকিম ১/৫৪৯।

সংশ্লিষ্ট করেছেন যেমন আল্লাহ বলেন : "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও 'ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" (বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের সাথে সৎ আচরণ ও খিদমাত করা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে বিশেষ করে বার্ধক্যে অবস্থায় যখন তারা বাড়ীতে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় থাকে এবং তাদের তত্ত্বাবধানের আর কোন লোক থাকে না সে ছাড়া এ সময়টাকে যদি গনিমত মনে না করে তাহলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করবেন।

لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ তাকে তারা (পিতা-মাতারা) জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাতের প্রবেশ অনুমোদন হবে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। (জান্নাতে যাওয়ার জন্য) পিতা-মাতার সম্বন্ধের বিষয়টি মূলত রূপক যেমন বলা হয়, বসন্তকাল শস্য উৎপন্ন করেছে।

٩٢٨ـ وَعَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَّالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَّا يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯২৮। আবূ ত্বালহাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সহাবীগণের কাছে তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁর চেহারায় বড় হাসি-খুশী ভাব। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরীল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার রব বলেছেন, আপনি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আমি তার উপর দশবার রাহমাত বর্ষণ করব? আর আপনার উম্মাতের কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠালে আমি তার উপর দশবার সালাম পাঠাব?[৯৫২]

ব্যাখ্যা : وَّالْبِشْرُ হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দ ও উৎফুল্লতার চিহ্ন, فِىْ وَجْهِهٖ বাহ্যিক চামড়ায় নাসায়ীর রিওয়ায়াতে এসেছে, "আমরা (সহাবীরা) বললাম আপর চেহারায় আনন্দ দেখছি।"

আর দারিমীতে বর্ণিত হয়েছে, "একদা রসূলুল্লাহ আসলেন এবং তার চেহারায় আনন্দ দেখা যাচ্ছে কোন এক সহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার চেহারায় উৎফুল্লতা দেখছি ইতিপূর্বে এমনটি দেখিনি।"

রসূল বললেন, জিবরীল আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটা কি আপনাকে সন্তুষ্ট করবে না?

ত্বিবী বলেন, এ সন্তুষ্টি অংশবিশেষ, যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

"আপনার পালনকর্তা অতিসত্ত্বর দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরাহ্ আয্ যুহা ৯৩ : ৫)

---

[৯৫২] **হাসান সহীহ :** নাসায়ী ১২৮৩, দারিমী ২৮১৫। যদিও তাতে হাসান ইবনু 'আলী -এর আযাদকৃত দাস সুলায়মান নামে একজন মাজহুল (অপরিচিত) রাবী রয়েছে। কিন্তু মুসনাদে আহ্‌মাদে এবং فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ-তে আবূ ত্বালহাহ্ -এর সূত্রে হাদীসটির আরো দু'টি শাহিদ রয়েছে। আর হাকিমে আনাস থেকে। তাই এ সকল শাহেদের ভিত্তিতে তা সহীহর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

আর সত্যিকার অর্থে এ সুসংবাদ উম্মাতের প্রতিও বর্তায় আর হাদীসটি প্রমাণ করে দরূদের মতো সালামও তাঁর ওপর পাঠ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সালাম বা শান্তি প্রেরণ করেন। তার ওপর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সালাম প্রেরণ করে যেরূপ তিনি দশবার রহমাত বর্ষণ করে ঐ ব্যক্তি ওপর যে ব্যক্তি একবার রসূল ﷺ দরূদ বা রহমাত প্রেরণ করেন।

٩٢٩ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯২৯। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার উপর অনেক বেশী দরূদ পাঠ করি। আপনি আমাকে বলে দিন আমি (দু'আর জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় আপনার উপর দরূদ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট করব? উত্তরে নাবী ﷺ বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরয করলাম, যদি এক-তৃতীয়াংশ করি? নাবী ﷺ বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি আরো বেশী কর তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি আরয করলাম, যদি অর্ধেক সময় নির্ধারণ করি? নাবী ﷺ বলনে, তোমার মন যতটুকু চায় কর। যদি আরো বেশী নির্ধারণ কর তাহলে তোমর জন্যই ভাল। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। নাবী ﷺ বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশি নির্ধারণ কর তোমার জন্যই কল্যাণকর। আমি আরয করলাম, তাহলে (আমি আমার দু'আর সবটুকু সবসময়ই আপনার উপর দরূদ পড়ার কাজে নির্দিষ্ট করে দেব। নাবী ﷺ বললেন, তবে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমার দীন-দুনিয়ার মকসুদ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।[৯৫৩]

ব্যাখ্যা : উবাই ইবনু কা'ব বলেন, রাতের দু' তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হত তখন রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। প্রকম্পিত আসবে অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী সেদিনে মৃত্যু আসবে। উবাই বলেন, আমি বললাম আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি (সলাত তথা দরূদ দ্বারা উদ্দেশ দু'আ) "অতএব আমার সলাতের কত সংখ্যা আপনার জন্য নির্ধারণ করব?" মুল্লা 'আলী ক্বারী মুনযিরী বলেন, আমার দু'আর অধিকাংশ দু'আ আপনার উপর দরূদ পাঠের জন্য কী পরিমাণ সময় নির্ধারিত করব?

أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا আমার দু'আর পুরা সময়টা আপনার ওপর দরূদ পাঠের মাধ্যমে শেষ করব।

تُكْفٰى هَمَّكَ তাহলে তোমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

هَمٌّ (হাম্মুন) দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে যা কামনা করে। অর্থাৎ- তুমি যখন তোমার দু'আর সব সময়টুকু রসূলের প্রতি দরূদে ব্যয় করবে তখন দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে সকল চিন্তা দূরীভূত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

---

[৯৫৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৪৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৭০।

আর আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও গুনাহ মাফের বিষয়টি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সমষ্টি। নিঃসন্দেহে যার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বিগ্ন পূরণে আল্লাহ যথেষ্ট হোন সে দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ ও ঝামেলা হতে নিরাপদ হয়। কেননা প্রত্যেক কষ্ট, ক্লেশ পরীক্ষারই একটি চিহ্ন থাকে তা যতই সহজ ও সামান্য হোক না কেন।

আর আল্লাহ যার গুনাহ মাফ করে দিবেন সে আখিরাতের দুশ্চিন্তা ও পরীক্ষা হতে মুক্ত হবে। কেননা সেখানে গুনাহর কারণে বান্দা ধ্বংস হবে।

٩٣٠- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ له النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وروى أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نحوه

৯৩০। ফুযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপবিষ্ট ছিলেন। তখন একজন লোক এলেন। তিনি সলাত পড়লেন এবং এই দু'আ পড়লেন, "*আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী*" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও আমার উপর রহম কর)। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে সলাত আদায়কারী! তুমি তো নিয়ম ভঙ্গ করে বড্ড তাড়াহুড়া করলে। তারপর তিনি বললেন, তুমি সলাত শেষ করে দু'আর জন্য বসবে। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে। আমার উপর দরূদ পড়। তারপর তুমি যা চাও আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। ফুযালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এলো, সলাত আদায় করলো। সে সলাত শেষে আল্লাহর প্রশংসা করল, নাবী করীমের উপর দরূদ পাঠ করল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে সলাত আদায়কারী! আল্লাহর কাছে দু'আও কর। দু'আ কবূল করা হবে।[৯৫৪] আবূ দাউদ, নাসায়ী-ও এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ইঙ্গিত করে আবেদনকারী তার অভাব পূরণকারীর নিকট প্রয়োজনীয় কিছু আবেদনের পূর্বে এমন কিছু উপস্থাপন করবে যা দ্বারা তাঁর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব হয়।

এ হাদীসকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছেন কিভাবে মহান রবের নিকট বান্দা তার প্রয়োজন পূরণের জন্য দু'আ করবে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়, সলাতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করা আবশ্যক।

আর 'আমীর ইয়ামানী বলেন, শেষ বৈঠকে দু'আ করাও ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং দু'আর পূর্বে "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ।" যেমনটি জানা যায় ফুযালার হাদীস হতে। এজন্য দু'আ কবূলের পূর্ণাঙ্গতা আসবে, তাশাহ্হুদের পরে দু'আর পূর্বে রসূলের ওপর দরূদ পাঠ প্রেরণের মাধ্যমে।

---

[৯৫৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৪৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪৩, নাসায়ী ১/১৮৯, আহ্মাদ ৬/১৮। যদিও এর সানাদে রিশদীন ইবনু সা'দ দুর্বল রাবী কিন্তু নাসায়ীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব থেকে আর আত্ তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহ্মাদে হায়ওয়াহ থেকে এর মুতাবিয় হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে তার সে ত্রুটি দূর হয়ে গেছে।

٩٣١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالى ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৩১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সলাত আদায় করছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ছিলেন আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)। সলাত শেষে আমি যখন বসলাম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলাম, এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করলাম। তারপর আমি আমার নিজের জন্য দু'আ করতে লাগলাম। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, চাও, তোমাকে দেয়া হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে।[৯৫৫]

ব্যাখ্যা : তাশাহ্হুদের বৈঠকে দু'আর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করা শারী'আত সম্মত হিসেবে প্রমাণ করে। যাতে তা দু'আ কবূলের জন্য ওয়াসীলা স্বরূপ হয়। আর এটা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে। তিনি বলেন, লোকটি তাশাহহুদ পড়ল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করল এরপর নিজের জন্য দু'আ করল। এ হাদীসকে এর পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفى إِذَا صَلّى عَلَيْنَا أَهْلِ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৯৩২। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সাওয়াব লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আহলে বায়তের উপরও যেন দরূদ পাঠ করে। বলে, *আল্ল-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদীন্নাবীয়্যিল উম্মিয়্যি, ওয়া আযওয়াযিহী, ওয়া উম্মাহাতিল মু'মিনীনা, ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলে বায়তিহী, কামা- সল্লায়তা 'আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"*। (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ, মু'মিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমাত অবতীর্ণ কর। যেভাবে তুমি রাহমাত অবতীর্ণ করেছ ইব্‌রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর)।[৯৫৬]

---

[৯৫৫] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫৯৩।

[৯৫৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৯৮২, যঈফুল আল জামি' ৫৬২৬। কারণ এর সানাদে হিব্বান ইবনু ইয়াসার আল কিলাবী রয়েছে যাকে আবূ হাতিম (রহঃ) হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন আর ইবনু 'আদী (রহঃ) তার হাদীসকে ক্রটিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনু হাজার (রহঃ) "তাক্বরীব"-এ বলেছেন : সে সত্যবাদী তবে মুখস্থশক্তিতে গড়পড় রয়েছে। আর "তাহযীবে" তাকে

ব্যাখ্যা : উত্তম দরূদ হলো ইতিপূর্বে উল্লিখিত কা'ব ইবনু 'উজরাহ্, অথবা আবূ হুমায়দ বা আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দরূদ যা বুখারীতে এসেছে। সেখানে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহাবীগণেরকে দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন যখন সহাবীরা দরূদ পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। সুতরাং প্রমাণ করে সেটা উত্তম দরূদ কেননা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জন্য সবচেয়ে উত্তমটা পছন্দ করেন। তবে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসের দরূদটিও ভাল কেননা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষ্য।

হাদীস বিশারদরা এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী ও সন্তানেরা তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

٩٣٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الحسين بن على رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب

৯৩৩। খলীফা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রকৃত কৃপণ হল সে ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হবার পর আমার উপর দরূদ পাঠ করেনি।[৯৫৭] হাদীসটি ইমাম আহমাদ হুসায়ন ইবনু 'আলী হতে নকল করেছেন; আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

ব্যাখ্যা : اَلْبَخِيْلُ কৃপণতা এখানে পূর্ণ কৃপণতার পরিচয় ফুটিয়ে উঠেছে। কেননা (দরূদ পাঠ করতে) তার কোন ক্ষতি বা লোকসান হয় না এবং কোন কষ্ট নেই। বরং অনেক সাওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না, সে নিজের ওপর কৃপণতা করল। আল্লাহর রহমাত দশবার লাভ করা হতে বঞ্চিত হল। কারণ একবার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করলে দশবার আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হয়।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : যে ব্যক্তি তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করল না সে কৃপণতা করল এবং নিজকে বঞ্চিত করল সাওয়াবের পাল্লা পরিপূর্ণ করতে। সুতরাং এর চেয়ে আর বড় কেউ কৃপণ হতে পারে না।

যেমন অন্য রিওয়ায়াতে আছে– "البخيل كل البخيل" "কৃপণ সত্যিকারে কৃপণ।"

আবূ হুরায়রাহ্'র হাদীস– "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে দরূদ পাঠ করেনি"।

আর জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস ত্ববারানীতে মারফূ' সূত্রে– রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "হতভাগা সে বান্দা যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ আমার ওপর দরূদ পাঠ করেনি।"

মুখতালাফ ফি বলেছেন। এ হাদীসটি যে আবূ মুত্বরবরাফ 'উবায়দুল্লাহ ইবনু ত্বলহাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া আর কেউ বিশ্বস্ত বলেননি। আর ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে ('উবায়দুল্লাহ ইবনু ত্বলহাহ্) হাদীস বর্ণনায় শিথিল বলে উল্লেখ করেছেন।

[৯৫৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩৫৪৬, ইরওয়া ৫, আহ্মাদ ১৭৩৬, হাকিম ১/৫৪৯। এর সানাদের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত প্রসিদ্ধ **'আবদুল্লাহ** ইবনু 'আলী ব্যতীত। কারণ ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে বিশ্বস্ত বলেননি তবে তার আবূ যার ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত শাহিদ হাদীস রয়েছে।

মুসান্নাফ ইবনু 'আবদুর রায্যাক্বে ক্বাতাদাহ্ হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "উপেক্ষামূলক আচরণ হলো যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় আর সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না"।

আর 'আম্মার ইবনু ইয়াসার এর হাদীস ত্ববারানীতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে আর সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করেনি, আল্লাহ তাকে দূরে ঠেলে দিবেন"। আর এর সমর্থনে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেমন মালিক ইবনু হুওয়াইবিস। ইবনু 'আব্বাস 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ত্ববারানীতে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন, এ সকল হাদীস সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যখন তাঁর নাম উচ্চারিত হয় তখন তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা ধুলায় ধুসরিত হওয়া ও দুর্ভাগা হওয়ার কামনা এবং কৃপণতার বৈশিষ্ট্য ও উপেক্ষামূলক আচরণ দাবী করে শাস্তির। আর শাস্তিই হলো ওয়াজিব হওয়ার নিদর্শন।

আবার কেউ হাদীসসমূহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে সে সলাতে শেষ জবাবে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা তাঁর নাম উচ্চারণের সময় তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণ করে আর তাশাহ্হুদে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। যারা এভাবে দলীল গ্রহণ করেছে এটাও একটি গ্রহণযোগ্য মত বা বিষয়।

٩٣٤-وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهٗ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شعب الايمان

৯৩৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার ক্বরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।[৯৫৮]

ব্যাখ্যা : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ "যে ব্যক্তি আমার উপর আমার ক্ববরের নিকট দরূদ পাঠ করে" অর্থাৎ- আমার ঘরে আমার ক্ববরের অতি নিকটবর্তী এটা সুস্পষ্ট কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। কেননা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘর যেখানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাফন করা হয়েছে এবং তা বন্ধ করা হয়েছে।

ক্ববরের চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল রয়েছে, এক এ কারণে ঘরে প্রবেশ করা সম্ভাবনা এবং ক্ববরের নিকটেও না।

মানাবী বলেন, মালাকগণের মাধ্যমে সংবাদ দেয়া হয় কেননা তাঁর রূহ্ সম্মানিত স্থানে অবস্থিত আর জমিনের জন্য নাবীগণের শরীর খাওয়া তথা পচে ফেলাটা হারাম। সুতরাং তার অবস্থা একজন নিদ্রিত ব্যক্তির মতো হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[৯৫৮] **মাওযূ' বা বানোয়াট :** বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান ১৫৮৩, সিলসিলা য'ঈফাহ্ ২০৩। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আয্ যিদী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। আর এজন্য ইবনুল কাইয়্যিম তাকে তার "আল মাওযূ'আত" গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। তবে পরক্ষণেই তিনি বলেছেন যে, এ হাদীসটি মুতাবিয় রয়েছে যার মাধ্যমে তা সাধারণভাবে বানোয়াট হওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। [যেমনটি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) সহ আরো অনেকে এ নীতি অবলম্বন করেছেন]। ফলে এটি য'ঈফের অন্তর্গত হয়েছে। তবে ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) হাদীসের অর্থটি সঠিক বলেছেন যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ আলবানী বলেন : আমি এ হাদীসের উপর সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আর হাদীসটি তার ক্ববরে উপস্থিত হয়ে দরূদ পাঠ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির দরূদ পাঠের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করে।

যে ক্ববরের কাছে দরূদ পাঠ করে তার দরূদ পাঠ স্বয়ং রসূল ﷺ শুনতে পান আর যে দূর হতে পাঠ করে তারটা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা ক্ববরের নিকট দরূদ পাঠ করে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত যারা দূর হতে দরূদ পাঠ করে তাদের চেয়ে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাতের মধ্যে হতে যে কেউ তার উপর দরূদ বা সালাম পেশ করে সেটা তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং উপস্থাপন করা হয় দরূদ পাঠকারী চাই কাছে থাকুক আর দূরে থাকুক কোন অবস্থাতেই রসূলুল্লাহ ﷺ শুনতে পান না বরং তার নিকট পৌঁছানো হয় কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই চাই দূরে হোক আর নিকটে হোক। আর এটা নিষেধাজ্ঞা হাদীসের বিপরীত যা ইতিপূর্বে গেছে যে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরকে মেলার স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন আর যেখানেই থাকুক না কেন সেখান হতে দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আরো এটা এ হাদীসের বিপরীত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন সাওয়াবের উদ্দেশে কোন স্থানে সফর করা তবে তিনটি মাসজিদ ব্যতিরেকে।

٩٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً. رَوَاهُ أَحْمَد

৯৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মালায়িকাহ্ তার ওপর সত্তরবার দরূদ পাঠ করেন।[৯৫৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এবং ইতিপূর্বে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস মারফূ' সূত্রে "যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা দশবার তার উপর রহমাত নাযিল করবেন দু' হাদীসের দ্বন্দ্বের সমাধান আলোচিত হয়েছে পূর্বে।

আর মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, সম্ভবত এটা জুমু'আর দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ বর্ণিত আছে জুমু'আর দিনে 'আমাল সত্তর গুণে বৃদ্ধি করা হয়।

٩٣٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللّٰهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. رَوَاهُ أَحْمَد

৯৩৬। রুওয়াইফি'ই ইবনু সাবিত আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দরূদ পড়বে এবং বলবে, *"আল্লাহুম্মা আনজিলহু মাক'আদাল মুকাররাবা 'ইন্দাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি"!* (হে আল্লাহ! তাঁকে তুমি ক্বিয়ামাতের দিন তোমার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিও) আমার সুপারিশ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে।[৯৬০]

---

[৯৫৯] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ৬৫৬৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০৩০। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্ইয়া নামক দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৯৬০] **য'ঈফ :** আহ্‌মাদ ১৬৫৪৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০৩৮। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্ইয়া রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর সানাদে ওয়াফা ইবনু শুরাইহ আল্ হাযরামী রয়েছে যাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ বিশ্বস্ত বলেননি এবং তার থেকে মাত্র দু'জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে। আর এজন্যই হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীস বর্ণনায় শিথিল বলেছেন।

٩٣٧- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيتُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ تَعَالٰى قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهٗ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ أَلَا أُبَشِّرُكَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَد

৯৩৭। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি আল্লাহর দরবারে সাজদারত হলেন। সাজদাহ্ এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ না করুক তাঁকে তো আবার আল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত করেননি? 'আবদুর রহমান বলেন, তাই আমি তাঁর কাছে এলাম, পরখ করে দেখার জন্য। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? আমি তাঁকে আমার আশংকার কথা বললাম। 'আবদুর রহমান বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন আমাকে বললেন : জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিবো না যা আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে বলেন? যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমাত বর্ষণ করব। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে আমি তার প্রতি শান্তি নাযিল করব।[৯৬১]

٩٣٨- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৩৮। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে লটকিয়ে থাকে। এর থেকে কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নাবীর ওপর দরূদ না পাঠাও।[৯৬২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি তাদের মতকে আরো শক্তিশালী করে যারা বলে শেষ বৈঠকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি সমর্থনে মারফূ' হাদীস রয়েছে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস– "ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়বে তারপরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে অতঃপর নিজের জন্য দু'আ করবে।"

দরূদ শেষে দু'আ ও সলাত শেষ বা পরিসমাপ্তির পদ্ধতি।

---

[৯৬১] **হাসান লিগায়রিহী :** আহ্মাদ ১৬৬৫, সহীহ আত তারগীব ১৬৫৮।

[৯৬২] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৪৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৭৬।

(١٧) بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

অধ্যায়-১৭ : তাশাহ্হুদের মধ্যে দু'আ

তাশাহ্হুদের মধ্যে দু'আ করা– এর অর্থ হচ্ছে সলাতের শেষে দরূদ পাঠ করার পর দু'আ করা। আর তা হবে, সালাম ফিরানোর পূর্বে। এ সময় দু'আ করার জন্য নাবী ﷺ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٣٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৩৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের মধ্যে (সালাম ফিরাবার আগে) দু'আ করতেন। বলতেন, *"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি। ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্ইয়া- ওয়া ফিত্‌নাতিল মামা-তি। আল্লা-হুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামি"*। (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি ক্ববরের 'আযাব থেকে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি গুনাহ ও দেনার বোঝা হতে।) এক ব্যক্তি বলল, নাবী! আপনি দেনার বোঝা হতে বড় বেশী পানাহ চেয়ে থাকেন। নাবী ﷺ বললেন : কেউ যখন দেনাদার হয় তখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে।[৯৬৩]

ব্যাখ্যা : كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ সলাতের মধ্যে দু'আ করতেন।

অর্থাৎ- তিনি তাশাহ্হুদের পরে সালামের ফিরানোর পূর্বে দু'আ করতেন যার প্রমাণ বহন করছে এর পরের হাদীস। আর এ হাদীসের মধ্যে শেষ তাশাহহুদের পরে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত এবং 'আয়িশাহ্-এর (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হাদীস মুত্বলাক বা অনির্দিষ্ট, সুতরাং মুত্বলাক বা অনির্দিষ্টের উপর মুক্বাইযাদ বা নির্দিষ্ট হাদীস প্রাধান্যময় হবে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্ববরের আযাব হতে উক্ত হাদীসে ক্ববরের শাস্তির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বাতিলপন্থী সম্প্রদায় "মুতাযিলা" যারা

---

[৯৬৩] **সহীহ :** বুখারী ৮৩৩, মুসলিম ৫৮৯।

ক্ববরের আযাবকে অস্বীকার করে তাদেরকে এ হাদীস দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে আর এ সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির যা ইতিপূর্বে আলোচনা গেছে।

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ : আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট মাসীহ হতে।

ফিতনাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য পরীক্ষা।

ফিত্নাহ্ দ্বারা হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ও গীবাত হয় এবং অন্যান্য অর্থ বুঝানো হয়।

মাসীহ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারো মতে– মাসীহ দ্বারা উদ্দেশ্য দাজ্জাল। আবার কারো মতে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম 'আলায়হিস্ সালাম।

কিন্তু দাজ্জাল উদ্দেশ্য নিলে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর দাজ্জালকে "মাসীহ" উপাধি দেয়ার ক্ষেত্রে মতনৈক্য রয়েছে।

১. কারণ তার এক চোখ কানা হবে।

২. মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে কোন ভ্রু থাকবে না ও চোখও থাকবে না।

৩. পৃথিবীতে ভ্রমণকে সে সহজ করে নিবে তথা নিমিষেই বা নির্ধারিত দিনে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে বিচরণ করবে তবে মাক্কাহ্-মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ আল্লাহ তা'আলা মাক্কাহ্ মাদীনাহ্ বিশেষভাবে প্রোটোকল বা সংরক্ষণ করে রাখবেন বলে।

৪. কেননা তাকে 'ঈসা মাসীহ বায়তুল আকসার কোন দূর্গে হত্যা করবেন।

আর 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম-কে "মাসীহ" উপাধি দেয়ার ক্ষেত্রেও মতানৈক্য রয়েছে।

১. কেননা তিনি তাঁর মায়ের পেট হতে তৈল মালিশ করার মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

২. কেননা যাকারিয়্যা 'আলায়হিস্ সালাম তাকে স্পর্শ বা লালন-পালন করেছেন।

৩. কেননা তিনি কোন ব্যাধিগ্রস্ত লোককে স্পর্শ করলেই সুস্থ হয়ে যেত।

৪. তিনি পৃথিবীকে দ্রুত স্পর্শকারী তথা দ্রুত ভ্রমণকারী এবং অনেক স্থান ভ্রমণ করবেন।

৫. কারো মতে তার পায়ে মাটি স্পর্শ করত না প্রভৃতি। আর মাজ্দ সিরাজী অভিধান লেখক 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম-কে মাসীহ উপাধি দেয়ার ক্ষেত্রে ৫০ পঞ্চাশটি কারণ লিখেছেন "মাশারেক আন্ওয়ার" নামক কিতাবের ব্যাখ্যায়।

দাজ্জাল তথা ধোঁকাবাজ মিথ্যুক, প্রতিশ্রুত, মিথ্যুক, যে শেষ যামানায় প্রকাশ পাবে, আরেক অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যেক বিপর্যয়কারী পথভ্রষ্ট।

আর মাসীহে দাজ্জালের ফিত্নাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য সে দাজ্জালের হাতে স্বাভাবিকের বাহিরে অলৌকিক বিষয়াদি বা ক্ষমতা প্রকাশ পাবে যা দুর্বল প্রকৃতির ঈমানদারকে ফিৎনায় ফেলে দিবে বা পথভ্রষ্ট করবে।

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়া ও আখিরাতের পরীক্ষা হতে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর উপস্থিতি ও ক্ববরে জিজ্ঞাসাবাদের ফিত্নাহ্ হতে সে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এ দু' এর ভয়ানক অবস্থা হতে সে পরিত্রাণ চায় এবং এখানে যাতে সুদৃঢ় অবস্থায় থাকে তার প্রার্থনা করছে।

ইবনু দাক্বীক্ব বলেন, ফিতনাহ্ মাহ্ইয়া দুনিয়ার পরীক্ষা যা মানুষের জীবনে আসে বিপদ-আপদ, প্রবৃত্তি, অজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং মৃত্যুর সময় শেষ অবস্থা (তথা ঈমানী অবস্থায় মৃত্যু বরণ না করা)।

ফিতনাতুল মামা-ত তথা মৃত্যুর পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যুর সময়। ক্ববরের পরীক্ষা যেমন আসমার হাদীসে এসেছে বুখারীতে "নিশ্চয় তোমরা অনুরূপ ক্ববরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।"

ত্বীবী বলেন, দুনিয়ার পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য ধৈর্য ও সন্তুষ্টি দূরীভূত হওয়া এবং বিপদাপদে পতিত হওয়া, পাপ কাজে অতিরঞ্জিতভাবে জড়িয়ে থাকা, সঠিক পথকে ছেড়ে দেয়া। আর মৃত্যুর পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য মুনকার নাকীরের প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ হওয়া ভীত সন্ত্রস্ত ও হতবিদ্ধির সাথে, আর ক্ববরের আযাব এবং সেখানকার কঠিন ও ভীতিকর অবস্থা।

উল্লিখিত হাদীসে একটি প্রশ্ন জাগে যে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ তো তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তার পরেও কেন তিনি পাপ হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন?

উত্তরে বলা হয়েছে–

* সত্যিকার অর্থে উম্মাতকে শিক্ষা দানের জন্য তিনি এমনটি করেছেন।

* তাঁর দু'আটি ছিল উম্মাতের জন্য অর্থাৎ- তখন এর অর্থ হবে "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার উম্মাতের জন্য।"

* স্বয়ং রসূল ﷺ এমনটি করতেন বিনয় প্রকাশের জন্যে নিজকে আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয়ের জন্যে এবং আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশের জন্যে তার নিকট নিজকে তুচ্ছ প্রকাশের জন্যে অতি উৎসাহিত হয়ে তার আদেশকে বাস্তবায়নের জন্যে।

আর দু'আ কবূল হওয়া সত্ত্বেও বারবার আবেদন করাটা নিষেধ না, কেননা এর মাধ্যমে কল্যান অর্জিত হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আর হাদীসটিতে উম্মাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর উপর অবিচল থাকার জন্য তথা দু'আ যেন নিয়মিত পড়ে।

٩٤٠ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪০। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সলাতের শেষে শেষ তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেন আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পানাহ চায়। (১) জাহান্নামের 'আযাব। (২) ক্ববরের 'আযাব। (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিত্নাহ্। (৪) মাসীহুদ্ দাজ্জালের অনিষ্ট।[৯৩৪]

---

[৯৩৪] সহীহ : মুসলিম ৫৮৮।

ব্যাখ্যা : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ যখন তোমাদের কেউ সলাতের শেষ (বৈঠকের) তাশাহ্হুদ পাঠ হতে অবসর হবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা শেষ তাশাহ্হুদ পাঠ করার পরে। আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা মনে সে যা চায় সে দু'আর পূর্বে।

فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব এ সমস্ত দু'আর মাধ্যমে যেমনটি ইবনু হায্‌ম ও তাউসের মতো তবে জমহূররা নুদুব তথা ভাল এর উপর মতো দিয়েছেন।

مِنْ أَرْبَعٍ এ চারটি জিনিসের অতিরিক্তও দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা বৈধ যেমনটি ইতিপূর্বে 'আয়িশার হাদীস গেছে "পাপ কাজ" ও "ঋণ" হতে।

مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ জাহান্নামকে পূর্বে আনা হয়েছে কারণ তা কঠিন ও চিরস্থায়ী।

وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে" শেষে আনা হয়েছে এ জন্যে যে এটা শেষ যামানায় ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী সময় সংঘটিত হবে। তার জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টি রয়েছে। কল্যাণ হলো মু'মিন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পাবে কারণ সে পড়বে তার চোখের মাঝখানে কাফির লেখা আছে এবং তা পড়ে তার বিশ্বাস আর বেশী দৃঢ় হবে। আর অকল্যাণ হলো কাফির পড়বে না এবং তাকে জানবে না।

٩٤١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলো, "*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্ইয়া- ওয়াল মামা-তি।*" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই ক্ববরের শাস্তি হতে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাজ্জালের পরীক্ষা হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে।)[৯৬৫]

ব্যাখ্যা : كَانَ يُعَلِّمُهُمْ তিনি তার সহাবীগণেরকে ও তার পরিবারকে শিক্ষা দিতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

"আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"– কথাটি ইঙ্গিত বহন করে যে, জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তির কোন উপায় নেই তার সৃষ্টিকারীর নিকট আশ্রয় চাওয়া ব্যতিরেকে।

---

[৯৬৫] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯০।

٩٤٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهٖ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৪২। (১ম খলীফাহ্) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন একটি দু'আ বলে দিন যা আমি সলাতে (তাশাহ্‌হুদের পর) পড়ব। উত্তরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : এ দুআ পড়বে, "*আল্লা-হুমা ইন্নী যলাম্‌তু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাসীরা। ওয়ালা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা। ফাগফিরলী মাগফিরাতম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্‌নী। ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রহীম।*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নাফ্‌সের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ থেকে মাফ করে দাও। আমার উপর রহম কর। তুমিই ক্ষমাকারী ও রহমতকারী।)[৯৬৬]

ব্যাখ্যা : فِيْ صَلَاتِيْ أَدْعُوْ بِهٖ শেষ তাশাহ্‌হুদ অবসরে এবং আপনার ওপর দরূদ পাঠ শেষে আমি দু'আ করি। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ মতে অধ্যায় বেঁধেছেন «باب الدعاء قبل السلام» "সালামের পূর্বে দু'আ"। অতঃপর তিনি আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস উল্লেখ করেন।

ظَلَمْتُ نَفْسِيْ "আমি যুল্‌ম করেছি আমার নাফসের উপর" আযাব অপরিহার্য হয়েছে পাপ কাজে জড়িত হওয়ার কারণে অথবা প্রতিদান কম হবে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসের ভাষ্যে প্রমাণ হয় মানুষ ত্রুটি হতে মুক্ত না যদিও সে সত্যবাদী হয়।

আর সিনদী বলেন : মানুষের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে যদিও সে অধিক সত্যবাদী কেননা আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমাত তার উপর রয়েছে।

তার ক্ষমতা সামান্যতম নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না বরং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সামষ্টিক আকারে হয় তারপরেও তা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার। সুতরাং তার জন্য অপরাগতা ও অনেক ত্রুটির স্বীকৃতি অবশিষ্ট থেকে যায়। আর কেনই বা হবে না রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দু'আর ভাণ্ডারে নিজেই দু'আ করেছেন।

وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ "কেবলমাত্র তুমিই গুনাহ ক্ষমা করো" এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে তার ক্ষমা কামনা করা। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

"তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুল্‌ম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৩৫)

আল্লাহ এখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর প্রশংসা করেছেন।

---

[৯৬৬] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৮৮, মুসলিম ২৭০৫।

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান" দু'টিই আল্লাহর গুণ বাক্য শেষ করা হয়েছে ইতিপূর্বে বাক্যের বিপরীত غَفُوْرُ তথা ক্ষমার বিপরীতে اغْفِرْ لِيْ। আমাকে ক্ষমা করুন الرَّحِيْمُ দয়া বিপরীতে ارْحَمْنِيْ। আমার প্রতি রহম করুন।

আর এ হাদীসে অনেক শিক্ষা রয়েছে বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামের ওয়াসীলায় দু'আ করা এবং অকল্যাণকে প্রতিহত করা।

٩٤٣- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ يَسَارِه حَتّٰى أَرٰى بَيَاضَ خَدِّه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪৩। 'আমির ইবনু সা'দ তাবি'ঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে এভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।[৯৬৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি এখানে দলীল প্রমাণ করে ডান ও বাম দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্তভাবে করা। আর জ্ঞাতব্য যে, সলাত হতে হালাল হওয়ার জন্য সালাম ফার্‌য। এর পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সলাত ভুলকারী সহাবীকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম শিক্ষা দেননি যদি ওয়াজিব হত তাহলে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন কেননা মূলনীতি হলো প্রয়োজনের সময় ব্যাখ্যা না করা বৈধ নয়।

জবাব নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত ভুলকারী সহাবীকে সব ওয়াজিব শিক্ষা দেননি যেমন তিনি তাশাহহুদ বসা আরো অন্যান্য শিক্ষা দেননি, বরং তিনি যা ভুল দেখেছেন তা শিক্ষা দিয়েছেন।

হাক্ব কথা হলো শারী'আত সম্মত প্রত্যেক সলাত আদায়কারীর জন্য দু'টি সালাম তা ব্যতিরেকে সলাত বৈধ হবে না।

আর এ মাস্‌আলায় অসংখ্য হাদীস, খবর এবং সহাবীগণের বক্তব্যের সন্নিবেশ ঘটেছে।

٩٤٤- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৪৪। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাত পড়া শেষ করে আমাদের দিক মুখ ফিরিয়ে বসতেন।[৯৬৮]

ব্যাখ্যা : إِذَا صَلّٰى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه তথা যখন সলাত শেষ করতেন তখন মুক্তাদীদের দিকে চেহারা ফিরাতেন জরুরী উদ্দেশে।

আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো সলাত ও সালাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্বিবলাহ্ হতে পরিবর্তন হতেন না। এ অধ্যায়ে অনুরূপ হাদীস যা যায়দ ইবনু খালিদ আল জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ

---

[৯৬৭] **সহীহ :** মুসলিম ৫৮২।
[৯৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৮৪৫, মুসলিম ২২৭৫।

আমাদের ফাজ্‌রের সলাত পড়ালে বৃষ্টির সময় রাত্রে ছিল যখন সলাত সমাপ্ত করলেন মুক্তাদীদের অভিমুখে হলেন :

আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ 'ইশার সলাত মধ্য রাত্রে পর্যন্ত দেরী করলেন। অতঃপর আমাদের উদ্দেশে বের হলেন আর যখন সলাত শেষ করলেন আমাদের দিকে তাঁর চেহারা ফিরালেন।

উপরোক্ত দু'টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত : ইয়াযীদ ইবনু আস্‌ওয়াদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে হাজ্জ করলাম। বিদায় হাজ্জে তিনি বলেন, রসূল আমাদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় করালেন। অতঃপর বসা অবস্থায় পরিবর্তন হলেন এবং তাঁর চেহারাকে আমাদের অভিমুখে করলেন। (আহমাদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে সলাত শেষে মুক্তাদীর দিকে ফিরানো শারী'আত সম্মত। আর রসূল এমনটি সর্বদাই করতেন যা প্রমাণ হয় كان শব্দ দিয়ে।

٩٤٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪৫। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সলাত আদায় শেষে ডান দিক মুখ ফিরিয়ে বসতেন।[৯৬৯]

ব্যাখ্যা : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রাবী বলেন, অধিকাংশ সময় আমি রসূল -কে দেখেছি ডান দিকে ফিরতেন। অনুরূপ নাসায়ীর রিওয়ায়াত এ সমস্ত বর্ণনা প্রমাণ করে অধিকাংশ সময় রসূল ডান দিকে ফিরতেন তবে মুসান্নিফ (রহঃ) বিরোধিতা করে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত মাঝে মাঝে এমনটি করতেন সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

٩٤٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهٖ يَرٰى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهٖ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন শায়ত্বনের জন্য নিজেদের সলাতের কোন অংশ নির্দিষ্ট না করে এ কথা ভেবে যে, শুধু ডান দিকে ঘুরে বসাই তার জন্য নির্দিষ্ট। আমি নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ -কে অনেকবার বাম দিকেও ঘুরে বসতে দেখেছি।[৯৭০]

ব্যাখ্যা : لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهٖ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার সলাতের কিছু অংশ শায়ত্বনের জন্য নির্ধারণ না করে রাখে।

ইবনু মুনীর বলেন, এখানে মানদূব তথা (ডান দিকে ফিরানো) ভাল তবে কখনো তা খারাপে পরিণত করে যখন তারতীব বা ধারাবাহিকতা উঠিয়ে নেয়া হয়। কেননা ডান দিকে যে কোন কাজ শুরু করা মুস্তাহাব তথা 'ইবাদাতের কাজে। কিন্তু ইবনু মাস্'ঊদ ডান দিকে ফিরানো ওয়াজিব তাদের এ বিশ্বাসের আশংকা করেছেন। আর এটাকেই তিনি অপছন্দ করেছেন।

---

[৯৬৯] **সহীহ :** মুসলিম ৭০৮।

[৯৭০] **সহীহ :** বুখারী ৮৫২, মুসলিম ৭০৭।

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ আমি রসূলুল্লাহকে অধিকাংশ সময় বাম দিকে ফিরতে দেখেছি। কারণ অধিকাংশ সময় প্রয়োজন সেদিকে ছিল বাড়ী যাওয়ার জন্য আর তাঁর বাড়ী বাম দিকে ছিল। সুতরাং অনেকবার বামদিকে তাঁর প্রস্থান ছিল মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে– "আমি দেখেছি অধিকাংশ সময় বাম দিকে ফিরতে।"

আর বুখারীর বর্ণনা ও আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীস যা মুসলিম বর্ণিত মুসান্নিফ-এ উল্লেখ করেছেন দু' হাদীসের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নেই যারা সামান্য জ্ঞান রাখেন বুঝতে পারবেন।

আর ইবনু মাস'উদ-এর ত্রুটি হলো সে কোন একটিকে ওয়াজিব হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়া। নিঃসন্দেহে এটা ভুল, বাস্তবতা হলো প্রয়োজনের তাগিদে চাই ডানদিকে বা বামদিকে ফিরানো সমান।

ইবনু আবী শায়বাহ্ 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তুমি সলাত শেষ করবে তোমার প্রয়োজন ডান দিকে তাহলে ডান দিকে ফিরো আর যদি বাম দিকে হয় তাহলে বাম দিকে ফিরো।

অবশ্য অন্যভাবেও সমাধান হয় যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীসে প্রযোজ্য মাসজিদে সলাত আদায় করা অবস্থা কেননা রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ঘর বাম দিকে পড়ে সলাত আদায় করা অবস্থা।

আর আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হাদীস মাসজিদ ব্যতিরেকে সফর অবস্থায় প্রযোজ্য।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি শারী'আতের মানদূব বিষয়ের উপর লেগে থেকে তা আবশ্যিক বানিয়ে নেয় তাকে শাইত্বান কিছুটা পথভ্রষ্ট করে ফেলে। তাহলে সে ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যে বিদ'আত বা খারাপ কাজের উপর অটল থাকে।

٩٤٧ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৪৭। বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সলাত আদায় করার সময় তাঁর ডান পাশে থাকতে পছন্দ করতাম। তিনি যেন সালাম ফিরাবার পর সর্বপ্রথম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বারা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদিন আমি শুনলাম নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, *"রব্বি কিনী 'আযা-বাকা ইয়াও মা তাবআসু আও তাজমাউ 'ইবাদাকা"*। অর্থাৎ "হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার 'আযাব হতে বাঁচাও। যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশ্‌রের ময়দানে উঠাবে অথবা একত্র করবে"।[৯৭১]

ব্যাখ্যা : 'কাতারের যে স্থানটি বেশী ভাল' অধ্যায় অনুরূপ ইবনু মাজাহ্‌ও বেঁধে দেন «باب فضل ميمنة الصف» ডান কাতারের ফাযীলাতের অধ্যায়। আর ইমাম নাবাবী মুসলিমের শরাহতে অধ্যায় বেঁধে দেন «باب استحباب يمين الإمام» ইমামের ডানে (দাঁড়ানো) ভাল এর অধ্যায়।

কারো মতে : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চেহারা আমাদের দিকে করতেন তথা ডান দিকে করতেন সালামের সময় বাম দিকের পূর্বে সুতরাং আমরা (সহাবীরা) ভালবাসতাম সালামের তাঁর দৃষ্টি প্রথমে আমাদের দিকে পড়বে।

---

[৯৭১] **সহীহ :** মুসলিম ৭০৯।

এর উপর হাদীসের দলীল প্রমাণিত হয় না যে সলাত শেষে ডানবাসীদের উপর ফিরতেন এবং বসা অবস্থায় ও ক্বিবলাহ্ হতে ফিরে তাদের অভিমুখে হতেন। তবে কোন দ্বন্দ্ব হবে না সামুরাহ্ ও বারা এর হাদীসের মধ্যে যদি দলীল গ্রহণ করা হয় সকল মুক্তাদীর দিকে ফিরতেন।

«باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» ইমাম সালাম শেষে জনগণ উদ্দেশে অভিমুখি হবেন অতঃপর তিনি শক্তি করে বলেছেন সুন্নাত হলো সকল মুক্তাদীমুখী হওয়া।

«باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» ডান ও বাম দিকে-ফিরে বসার অধ্যায়ে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আসার রয়েছে। "তিনি ডান ও বাম দিকে ফিরতেন।"

আর কুসতুলানী বলেন, ব্যাখ্যায় اَلْاِنْفِتَالُ শব্দের অর্থ সকল মুক্তাদীমুখী হওয়া। اَلْاِنْصِرَافُ শব্দের অর্থ প্রয়োজনে ডান ও বাম দিকে হওয়া।

অনুরূপ ব্যাখ্যা যায়ন ইবনু মুনীরও দিয়েছেন যে, ইমাম বুখারী অধ্যায় বেঁধে সমাধান করেছেন ইনফিতাল ও ইনসিরাফ-এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে কোন পার্থক্য নেই যে, সলাত আদায়কারী মাঝে অবস্থান করে সকল মুক্তাদীমুখী হওয়া ও প্রয়োজনের উদ্দেশে ধাবিত হওয়ার হুকুমের মাঝে। قِنِيْ عَذَابَكَ আমাকে রক্ষা করুন আপনার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার দ্বারা আর এটা উম্মাতকে শিক্ষাদান অথবা তার রবের প্রতি বিনয়ী হওয়া উদ্দেশ্য।

٩٤٨ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيْ بَابِ الضِّحْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

৯৪৮। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় মহিলারা জামা'আতে সলাত আদায় করলে সালাম ফিরাবার সাথে সাথে উঠে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতেন। আর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথে যে সকল পুরুষ সলাতে শারীক হতেন, যতটুকু সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মঞ্জুর করতেন বসে থাকতেন। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দাঁড়াতেন সব পুরুষগণও দাঁড়িয়ে চলে যেতেন।[৯৭২]

ব্যাখ্যা : قُمْنَ তথা বাড়ির উদ্দেশ্য বের হতেন আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্থানে বসে থাকতেন মহিলাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত যাতে পুরুষ লোকেরা তাঁর (রসূলের) অনুসরণ করতে পারে এ ব্যাপারে মহিলারা বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত আর যাতে দু' দলেই রাস্তায় একত্রিত হতে না পারে এর নিরাপত্তা বজায় থাকে রাস্তায় পুরুষ ও মহিলার সংমিশ্রণ হতে।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম শেষে اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام এ দু'আ পড়া সময় পর্যন্ত বসতেন (তারপরে বলে যেতেন)।

হাদীসটি আর প্রমাণ করে মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্য মহিলাদের উপস্থিত হওয়া সমস্যা নয় রবং বৈধ।

---

[৯৭২] **সহীহ :** বুখারী ৮৬৬।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٤٩-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ رَبِّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مُعَاذ وَّاَنَا اُحِبُّكَ.

৯৪৯। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমিও সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক সলাতের পর এ দু'আ পাঠ করতে ভুল করো না : *"রব্বি আ'ইন্নি 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবা-দাতিকা।"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র, শুকর ও উত্তমরূপে 'ইবাদাত করতে সাহায্য কর।)[৯৭৩] কিন্তু আবূ দাউদ, *"ক্বালা মু'আজুন ওয়া আনা- উহিব্বুকা"* বাক্য বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : إِنِّيْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি এটা মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে মর্যাদা বৃদ্ধির পরিচায়ক।

قَالَ فَلَا تَدَعْ দু'আ বলা ছাড়বে না তথা যদি আমাকে ভালবাস অথবা যদি তোমার এবং আমার মাঝে ভালবাসা থাকে বা যদি এ ভালবাসার উপর অটুট থাকতে চাও তাহলে তাহলে (এ দু'আ) ছাড়বে না। আর নিষেধের মূলনীতি হলো হারাম সুতরাং এ বাক্য দ্বারা দু'আ করা ওয়াজিব এর উপর প্রমাণ করে।

সলাতের শেষের দিকে তা হতে বের হওয়ার পূর্বে। কারো মতে অর্থ হলো সলাতের পরে কেননা دُبُرِ শব্দ অভিধানে সম্মুখের বিপরীত এবং প্রত্যেক জিনিসের পরে।

আর লেখক (রহঃ) এ দু'আকে তাশাহুহুদের দু'আর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি প্রথমের অর্থটি তথা তাশাহহুদের শেষে সালামের পূর্বে গ্রহণ করেছেন। আর এর সমর্থনে আহমাদের বর্ণনার শব্দ «إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة» আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য বা দু'আ ওয়াসীত করছি যা তুমি প্রত্যেক সলাতে বলবে।

رَبِّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ "তুমি আমাকে তোমার স্মরনে সাহায্য করো।"

ত্বীবী বলেন, এটা রবী'আহ্ ইবনু কা'ব এর হাদীস-এর অর্থে অতি নিকটবর্তী যা সাজদার অধ্যায়। যখন তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নৈকট্য বা বন্ধুত্ব কামনা করছিলেন তখন বলেছিলেন, বেশী বেশী সাজদাহ্ দেয়ার মাধ্যমে তোমার স্মরণে আমাকে সাহায্য করো। এমনকি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসা প্রমাণ করবে ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে সর্বদাই আল্লাহর স্মরণ ও বেশী বেশী সাজদার মাধ্যমে।

أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ তোমার স্মরণে আমাকে সাহায্য করো দ্বারা উদ্দেশ্য হৃদয়ের প্রশস্ততা কর্মের সহজতা ও জিহ্বার সচলতা যেদিকে মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দু'আ ইঙ্গিত করে।

---

[৯৭৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫২২, নাসায়ী ১৩০৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৯৬, আহ্‌মাদ ৫/২৪৪, ২৪৫, ২৪৭।

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [٢٠: ٢٥- ٢٧] ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ [: ٣٣، ٣٤]

"হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গ হতে মধ্য হতে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমরকে মজবুত করে দিন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি।" (সূরাহ্ ত্বা-হা- ২০ : ২৫-৩৪)

তোমার কৃতজ্ঞতা উদ্দেশ্য : আগত নি'আমাতের ধারাবাহিকতার উপর ক্রমাগত কৃতজ্ঞতা বা শুকর আদায় করা। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপর সাহায্য কামনা করা আর তা অত্যন্ত কঠিন কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।" (সূরাহ্ সাবা- ৩৪ : ৩৪)

وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত কার্যক্রম হতে মুক্ত রাখা যা আল্লাহ হতে অমনোযোগী করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও 'ইবাদাত হতে দূরে রাখে। যা আল্লাহর সাথে মুনাজাতে ব্যস্ত থাকে যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত করেছেন, "সলাতে আমার চক্ষুকে শীতল করো।" ইহসান দ্বারা এ স্থান আরো সংবাদ হতে পারে যে রসূল ﷺ-এর বাণী : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» "ইহসান হলো তুমি যেন আল্লাহর 'ইবাদাত এমনভাবে করছ যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।"

আর এ সমস্ত বাক্য দ্বারা উপদেশ খাস করার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করা।

٩٥٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ.

৯৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে সালাম ফিরাবার সময় "*আস্সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ*" বলে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, এমনকি তাঁর চেহারার ডান পাশের উজ্জ্বলতা নজরে পড়ত। আবার তিনি বাম দিকেও "*আসসালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ*" বলে মুখ ফিরাতেন, এমনকি তাঁর চেহারার বাম পাশের উজ্জ্বলতা দৃষ্টিতে পড়ত।[৯৭৪] ইমাম তিরমিযী তাঁর বর্ণনায়, "এমন কি তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা দেখা যেত" এ বাক্য নকল করেননি।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ ডান ও বাম দিকে সালাম দিতেন। সুতরাং শারী'আত সম্মত হলো দু'টি সালাম সলাত হতে বের হওয়ার জন্য সালাম প্রথমে ডান দিকে। অতঃপর বাম দিকে দিতেন السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (আস্সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ)। আর সহীহ ইবনু হিব্বানে ইবনু মাস'উদের হাদীসে "*ওয়া বারাকা-তুহু*" শব্দ এসেছে।

---

[৯৭৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৬৯, তিরমিযী, নাসায়ী ১৩২৫।

٩٥١-وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

৯৫১। ইবনু মাজাহ এ হাদীস ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৯৭৫]

٩٥٢-وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَلوتِهِ إِلى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلى حُجْرَتِهِ. رَوَاهُ فِي شرح السنة

৯৫২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাত আদায়ের পর অধিকাংশ সময় তাঁর বাম দিকে নিজের হুজরার দিকে মোড় ঘুরতেন।[৯৭৬]

ব্যাখ্যা : তীবী বলেন, রসূল (সাঃ) ঘরের দরজা খোলা থাকত মেহরাবের বাম দিকে। তিনি বাম দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং ঘরে ঢুকতেন।

٩٥٣-وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلّى فِيهِ حَتّى يَتَحَوَّلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عطاء الخراساني لم يدرك الْمُغِيْرَة

৯৫৩। ‘আত্বা আল খুরাসানী (রহঃ) মুগীরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। মুগীরাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইমাম যে স্থানে ফারয সলাত আদায় করেছে সে স্থানে যেন অন্য সলাত আদায় না করে, যে পর্যন্ত না স্থান পরিবর্তন করে।

ব্যাখ্যা : لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ ইমাম যেন সলাত না আদায় করে । এটা শুধুমাত্র ইমামের জন্য নির্ধারিত না বরং মুক্তাদী ও একাকী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আর দলীল যা আহমাদ ও আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছে আবূ হুরায়রাহ্ হতে মারফূ‘ সূত্রে রসূল (সাঃ) বলেছেন : “তোমাদেরকে কিসে অপারগ করেছে নাফ্ল সলাতে ডানে বা বামে অগ্রসর বা পিছনে সরে আসতে?” সুতরাং হাদীসটি উন্মুক্ত বা আমভাবে প্রমাণ করছে।

فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلّى فِيهِ حَتّى يَتَحَوَّلَ যে স্থানে ফারয সলাত আদায় করেছে সেখানে অন্য স্থানে হটে নাফ্ল সলাত আদায় করবে। আর ইবনু মাজাতে এসেছে, “ইমাম যে স্থানে ফারয সলাত আদায় করেছে যেখান হতে সামান্য হটবে।” আর ইবনু আবী শায়বাতে হাসান ‘আলী হতে বর্ণনা করেন, “সুন্নাত হলো ইমাম তার স্থান হতে সরে গিয়ে নাফ্ল সলাত আদায় করে।”

আর এমনটি যে নাফ্ল সলাতেও করে। আর যদি স্থান পরিবর্তন না করতে পারে তাহলে যেন কথা বলার মাধ্যমে করে পার্থক্য করে। যেমনটি মুসলিম বর্ণনা করেন সায়িব হতে তিনি বলেন,

তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর সাথে জুমু‘আর সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি (সায়িব) তার স্থানে পরে নাফ্ল সলাত আদায় করলেন। তখন মু‘আবিয়াহ্ বললেন, যখন জুমু‘আর সলাত আদায় করবে তুমি আর ওখানে সলাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত কথা বলেছ অথবা বের হচ্ছ। কেননা নাবী

---

[৯৭৫] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৯১৬।

[৯৭৬] আহ্মাদ ৪৩৮৩, শারহুস সুন্নাহ্। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন : আমি এর সানাদটি পায়নি। তবে ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে এরূপ হাদীস বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদেরকে আদেশ করেছেন এক সলাতের পর আর অন্য কোন সলাত যেন না মিলাই যতক্ষণ না কথা বলি বা বের হই।

٩٥٤ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৯৫৪। আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সলাতের প্রতি তাদের উদ্দীপনা যোগাতেন। আর সলাত শেষে রসূল -এর বাইরে গমনের আগে তাদেরকে বের হতে নিষেধ করেছেন।[৯৭৭]

ব্যাখ্যা : حَضَّهُمْ রসূল উৎসাহিত করেছেন জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ে আকড়িয়ে ধরার জন্য।

ত্বিবী বলেন : নিষেধের কারণ হলো তাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মহিলারা যেন চলে যায় যারা তাদের পিছনে সলাত আদায় করে। আর রসূল তাঁর স্থানেই ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করেন যতক্ষণ না মহিলারা প্রত্যাবর্তন করে অতঃপর তিনি দাঁড়ান এবং পুরুষেরাও দাঁড়ান।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٥٥ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي صَلَاتِهِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وروى أَحْمَد نَحْوه

৯৫৫। শাদ্দাদ ইবনু আওস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ তাঁর সলাতে এ দু'আ পাঠ করতেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাস্ সাবা-তা ফিল আম্রি ওয়াল 'আযীমাতা 'আলার্ রুশ্দি, ওয়া আস্আলুকা শুক্রা নি'মাতিকা ওয়া হুস্না 'ইবা-দাতিকা, ওয়া আস্আলুকা ক্বাল্বান সালীমান ওয়ালিসা-নান স-দিক্বান ওয়া আস্আলুকা মিন খায়রি মা- তা'লামু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা- তা'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- তা'লামু*"– (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সৎপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। তোমার নি'আমাতের শুকর ও তোমার 'ইবাদাত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্যও আমি তোমার কাছে দু'আ করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্যও আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি যা ভাল বলে জান। আমি তোমার কাছে ঐ সব হতে পানাহ চাই যা তুমি আমার জন্য

[৯৭৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬২৪। যদিও আবূ দাউদের সানাদে মাজহুল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে কিন্তু আহ্মাদ হাদীসটি অন্য সানাদে আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার সানাদটি মুসলিমের শর্তানুপাতে সহীহ। আবূ আওয়ানাত তার সহীহ কিতাবে হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

মন্দ বলে জান। সর্বশেষ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার সে সকল অপরাধের জন্য যা তুমি জান।)।[৯৭৮] আহমাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ দু'আ সলাতে আম তথা অনির্ধারিতভাবে নির্দিষ্ট কোন স্থানের জন্য খাস না।

আমি (ভাষ্যকার) বলি, আহমাদের রিওয়ায়াত আছে, "এ সমস্ত দু'আ আমাদের সলাতে অথবা সলাতের শেষে পড়া।"

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ তথা দীনের সকল কাজে যেন সর্বদাই অঁটুট থাকতে পারি এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।

আল্লামা শাওকানী বলেন : কাজে সুদৃঢ় থাকার আবেদন যেন নাবী ﷺ-এর স্বল্পে বাক্যের মধ্যে অনেক বাক্যের সমষ্টি তুল্য কেননা আল্লাহ যাকে কর্মে সুদৃঢ় রাখেন তাকে ধ্বংসাত্মক কাজে পতিত হওয়া হতে বেঁচে থাকবে আর এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িয়ে পড়বে না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ সৎ পথে চলার সুদৃঢ়তা, এর সঠিক অর্থ সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। সঠিক পথকে আঁকড়িয়ে ধরা ও অবিচল থাকা। যেমন আত্ তিরমিযীর বর্ণনা أسألك عزيمة الرشد আমি আপনার কাছে কামনা করছি সঠিক পথের দৃঢ়তা; এর অর্থ প্রচেষ্টা করা হিদায়াতের কর্মে যাতে সে তার প্রতিটি কাজ সে পূর্ণ করতে পারে।

وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ তথা তোমার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক্ব কামনা করছি।

وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ আর তোমার 'ইবাদাত তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর করতে পারি।

وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا তোমার কাছে পরিচ্ছন্ন হৃদয় কামনা করছি তথা সকল প্রকার বাতিল 'আক্বীদাহ্ বা চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস হতে আর কুপ্রবৃত্তির আকর্ষণ হতে।

وَلِسَانًا صَادِقًا জিহ্বা সংরক্ষিত হয় মিথ্যা হতে।

وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ আর কল্যাণ কামনা করছি যা তুমি জান।

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ যা তুমি জান পাপ কাজ ও 'আমালে কমতি আর আত্ তিরমিযী অতিরিক্ত করেছে إنك أنت علام الغيوب নিশ্চয় আপনি গায়েবের বিষয় অধিক জানেন।

٩٥٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

---

[৯৭৮] **য'ঈফ :** নাসায়ী ১৩০৪, তামামুল মিন্নাহ ২২৫ পৃঃ। নাসায়ী হাদীসটি শাদ্দাদ থেকে আবুল আলার সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর এ সানাদটি মুনক্বাত্বির (বিচ্ছিন্ন) যা আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আহ্মাদ) হাদীসটি শাদ্দাদ থেকে হানযালী তার থেকে আবুল 'আলা এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেন : হানযালীকে আমি চিনি না। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে ঐ সকল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের নাম জানা যায় না তবে বংশ পরিচিতি জানা যায়। তার ব্যাপারে তিনি কোন প্রশংসা বা ত্রুটি বর্ণনা করেননি।

৯৫৬। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সলাতের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর বলতেন, *"আহসানুল কালা-মি কালামুল্ল-হি ওয়া আহসানুল হাদ্‌য়ি হাদ্‌য়ু মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)"*– (অর্থাৎ- আল্লাহর 'কালামই' সর্বোত্তম কালাম। আর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াতই সর্বোত্তম হিদায়াত।)।[৯৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় উল্লিখিত দু'আটি শারী'আতসম্মত তাশাহ্‌হুদের পরে এবং সালামের পূর্বে আর এটায় নাসায়ী (রহঃ) অনুধাবন করেছেন তিনি হাদীসটিকে চয়ন করেছেন।

باب «نوع آخر من الذكر بعد التشهد» তথা তাশাহ্‌হুদের পরে আরো অন্যান্য দু'আ অনুরূপ জাহারী জামেউল উসূলে বলেছেন।

কিন্তু আলবানী (রহঃ) ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, উল্লিখিত দু'আটি প্রসিদ্ধ খুতবাহ্ হাজাত এর মধ্যে শাহাদাত-এর পরে প্রযোজ্য। এমনকি তিনি বলেছেন, فِيْ صَلَاتِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর দু'আ ও আল্লাহর প্রশংসায় بَعْدَ التَّشَهُّدِ দ্বারা উদ্দেশ্য খুৎবায়।

আর জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীস সংক্ষিপ্ত নাসায়ীতে যা বিস্তারিত মুসলিমে এসেছে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খুৎবাহ্ বা ভাষণ দিতেন তাঁর চোখ লাল হত এবং আওয়াজ উঁচু হত এবং তাঁর রাগ কঠিন হত এবং তার পরে বলতেন সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ কিতাব আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথ এবং তাঁর বর্ণনায় অন্য শব্দে এসেছে–

তিনি খুৎবাহ্ দিতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করতেন যে, প্রশংসার তিনি যোগ্য অতঃপর বলতেন আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট কেউ করতে পারে না।

আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াতের পথ দেখাতে পারে না। আর উত্তম হাদীস হলো আল্লাহর কিতাব।

আর আল্লাহর প্রশংসা বলতে এখানে প্রসিদ্ধ খুতবাহ্।

٩٥٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৫৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতের ভিতর এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে। এরপর ডান দিকে একটু মোড় নিতেন।[৯৮০]

ব্যাখ্যা : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম দিতেন কিবলামুখী করে সালাম ফিরাতেন যেমনটি ইবনু হাজার বলেছেন : আর মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, সালাম শুরু করতেন সম্মুখের দিকে অতঃপর সামান্য ডান পাশে করতেন।

আর এ হাদীস প্রমাণ করে সলাতে সালাম শারী'আত সম্মত। ইতিপূর্বে এ আলোচনা হয়ে গেছে।

এটি দু' সালামের হাদীসের বিরোধী না বরং এক সালামের হাদীসের মর্মার্থই প্রমাণ করে যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উচু স্বরে সালাম দিতেন এবং মুক্তাদীদেরকে এক সালাম শুনাতেন আর না এক সালামের উপর

---

[৯৭৯] **সানাদটি সহীহ :** নাসায়ী ১৩১১।

[৯৮০] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৯৬।

সীমাবদ্ধ করতেন সুতরাং প্রমাণ করে এক সালাম শুনাতেন যেমনটি আহমাদের রিওয়ায়াত রাত্রির সলাতের ঘটনায় এসেছে যে, রসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক সালাম দিতেন "আস্সালা-মু 'আলায়কুম" তাঁর আওয়াজকে উঁচু করতেন তাতে আমরা জাগ্রত হতাম।

আর 'উমারের হাদীস আহমাদে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জোর সলাত ও বিতর সলাতকে পৃথক করতেন এক সালামের মাধ্যমে তিনি তা আমাদেরকে শুনাতেন।

٩٥٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৯৫৮। সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ইমামের সালামের উত্তর দিতে, একে অন্যকে ভালবাসতে ও পরস্পর সালাম বিনিময় করতে হুকুম দিয়েছেন।[৯৮১]

ব্যাখ্যা : أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ আমরা সালামের জবাব দিতাম ইমামকে দ্বিতীয় সালামের মাধ্যমে যারা ঈমামের ডানে থাকি আর প্রথমে জবাব দেই যারা ইমামের বামে থাকি এবং উভয় পাশে যারা থাকেন।

نَتَحَابَّ একে অপরকে যেন ভালবাসে- মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন যে, আমরা সলাত আদায়কারীকে ভালবাসার সাথে সকল মু'মিনকে ভালবাসব যেন প্রত্যেকে চমৎকার আচরণ, সৎ কাজ করে এবং সত্য কথা বলে আর বিশুদ্ধ কল্যাণ কামনা করে যা ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ একে অপরকে সালাম দিবে। আর এ সালাম, সলাত ও সলাতের বাইরে উভয় স্থানেই অন্তর্ভুক্ত তবে বাযযার শুধু সলাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট করেছে।

আর শাওকানী বলেন : এটা ইমামের সালাম মুক্তাদীর উপর আর মুক্তাদীর সালাম ইমামের উপর ও মুক্তাদীর সালাম পরস্পর পরস্পরের উপর।
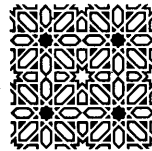
[৯৮১] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১০০১, ইরওয়া ৩৬৯। এর দু'টি কারণ রয়েছে প্রথমতঃ এর সানাদে সা'ঈদ ইবনু বাশীর নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে যেমনটি তাক্বরীবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটি সামুরাহ্ থেকে হাসান বাসারীর বর্ণনা। আর তিনি মুদাল্লিস রাবী সামুরাহ্ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি।

আসসালামু আলাইকুম। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ প্রচারের উদ্দ্যেশ্যে আমরা এই নতুন ওয়েবসাইটটির কাজ শুরু করেছি। আমাদের কাজের গতিকে ত্বরাণ্বিত করতে আপনাদের সহযোগীতা, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রয়োজন। আপনার নতুন পুরাতন লেখা, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি আমাদের সাইটে পোস্ট করে আমাদের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই সাথে ফেসবুকে নিয়মিত পোস্ট করে বা ফটোশপের মাধ্যমে ইমেজ তৈরী করে বা সাইটটিকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে দিয়ে আমাদের সহযোগীতা করতে পারেন। আপনাদের সহযোগীতা আমাদের পথ চলায় সহায়ক হবে ইনশাআললাহ। আমাদের সহযোগীতা করতে যোগাযোগ করুন এখানে।